শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

৩য় বর্ষ } চৈত্র ১৩৫৭ { ২য় সংখ্যা



শ্রীল ঠাকুর গৌরকিশোর

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ
কার্য্যালয় ঃ—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির

প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

প্রচার-সম্পাদক

পণ্ডিত শ্রীযুত গৌরনারায়ণ ভক্তবান্ধব

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

পণ্ডিত শ্রীযুত অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত (সঙ্ঘপতি)
পণ্ডিত শ্রীযুত মোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী, রাগরত্ন
পণ্ডিত শ্রীযুত নিতাইদাস বিদ্যানিধি, এম্, এ, বি, এল্
পণ্ডিত শ্রীযুত রাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী
পণ্ডিত শ্রীযুত রাধানাথ দাসাধিকারী
পণ্ডিত শ্রীযুত গৌরনারায়ণ ভক্তবান্ধব
পণ্ডিত শ্রীযুত হরিচরণ দাসাধিকারী
পণ্ডিত শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র দাসাধিকারী, পুরাণরত্ন
পণ্ডিত শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী

—(*)—

কার্য্যাধ্যক্ষ

পণ্ডিত শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী

শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক চুঁচুড়াস্থিত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেসে মু

তৃতীয় বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার
প্রবন্ধ-সূচী

	প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১।	অত্যাহার (১) [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৬।২০৭
২।	অনর্থ-নিবৃত্তি	৯।৩৪৬
৩।	অপ্রকট-তিথি [শ্রীল গৌরকিশোর-দাস বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে ১১ই কার্ত্তিক, ১৩২৯ সালে শ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত]	৯।৩২৪
৪।	অমায়া [শ্রীল প্রভুপাদ]	৩।৮৩
৫।	অর্চ্চন	৩,৮৯
৬।	আত্মনিবেদন	১১।৪২৬
৭।	আদর্শ সেবা	২।৭৬
৮।	"আমিও যা'ব"	১২।৪৬৬
৯।	আমি বৈষ্ণব !	১।১৬
১০।	আসুরিক প্রবৃত্তি [শ্রীল প্রভুপাদ]	৬।২০৪
১১।	উপকুর্ব্বাণ [শ্রীল প্রভুপাদ]	১১।৪০৪
১২।	উমামাহেশ্বরী-তিথি ও যোগমায়ার জন্ম (৩) [জন্মাষ্টমীর বিশুদ্ধ বিচার-সম্বলিত সমালোচনা—২২৫-২৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য]	৬।২৩০
১৩।	কালের গতি [পদ্য]	৮।৩০৭
১৪।	কৃপা চাই	৩।৯৪
১৫।	কৃষ্ণ-তত্ত্ব [শ্রীল প্রভুপাদ]	৭।২৪৫
১৬।	কৃষ্ণ-বিস্মৃত বহির্ম্মুখ জীবের ক্লেশ-বর্ণন [শ্রীপাদ দীনদয়াল প্রভুর স্বলিখিত প্রবন্ধ]	৯।৩৪৩
১৭।	কৃষ্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধ্য-তত্ত্ব কেন ?—শ্রী	৭।২৬৭, ১২।৪৬৩
১৮।	গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য-বিষয়ে অর্থবাদ—শ্রীশ্রী [শ্রী ভক্তিবিনোদ]	১২।৪৪৬
১৯।	গানের অধিকারী কে ? [শ্রীল প্রভুপাদ]	৪।১২৫
২০।	গুরুতত্ত্ব, অবতার-তত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্ব—শ্রী	১০।৩৮৫
২১।	গুরুসেবা—শ্রী	১।২৯
২২।	গুর্ব্বষ্টকের পদ্যানুবাদ—শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত	১২।৪৪৯
২৩।	গৃহ-ধর্ম্ম	১২।৪৫৫

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
২৪। গৃহে সুখ কোথায় ?	৫।১৯৫
২৫। গোপাল-ভট্ট-গোস্বামীর চরণ-কমলে দীনের ভক্ত্যর্ঘ্য—শ্রীশ্রীমদ্ [পদ্য]	৭।২৫৫
২৬। গোবর্দ্ধনাষ্টকম্—শ্রী [শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]	১০।৩৬১
২৭। গোবর্দ্ধনাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রী	১০।৩৬৩
২৮। গোস্বামি-মতে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী [সমালোচনা]	৫।১৯৮
২৯। গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৪।১২৭
৩০। গৌর কি বস্তু ?—শ্রী [শ্রীল প্রভুপাদ]	২।৪৪
৩১। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের উত্তর	২।৭১, ৩।১০৭, ৪।১৪২, ৫।১৯৩, ৮।৩১৬
৩২। চৈতন্যাষ্টকম্—(১) শ্রীশ্রী [শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]	২।৪১
৩৩। চৈতন্যাষ্টকের অনুবাদ—(১) শ্রীশ্রী	২।৪৩
৩৪। জগন্নাথ-বলরাম-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী	৪।১২১
৩৫। জগন্নাথ-বলরাম-স্তোত্রের অনুবাদ—শ্রীশ্রী	৪।১২৩
৩৬। জগন্নাথাষ্টক—শ্রীশ্রী—চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে পূজিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথোৎসবোপলক্ষে [পদ্য]	৬।২১২
৩৭। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহামহোৎসব—শ্রী	৭।২৭৯
৩৮। জনসঙ্গ (৫) [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	১০।৩৭১
৩৯। জন্মাষ্টমীর বিশুদ্ধ-বিচার—শ্রী [সমালোচনা]	৬।২২৫, ২২৬, ২২৮, ২৩০, ২৩৩, ২৩৬
৪০। জয় ও বিজয়—শ্রী	৯।৩৩৬
৪১। জ্ঞান [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৫।১৬৬
৪২। ঠাকুর নরহরি—শ্রীল [পদ্য]	১১।৪১৩
৪৩। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বন্দনা [পদ্য]	৫।১৭২
৪৪। দাস্য	৫।১৯১
৪৫। দীনদয়াল প্রভুর অপ্রকটে অনুতাপ-গীতি [পদ্য]	৮।২৯৫
৪৬। দীনদয়াল ব্রজবাসী—পরলোকে শ্রীপাদ	৭।২৬৩
৪৭। দীনদয়াল ব্রজবাসী প্রভুর স্বলিখিত প্রবন্ধ—পরলোকগত শ্রীপাদ [হরিভজনের অধিকারী ও বর্ণ বিচার, এবং কৃষ্ণবিস্মৃত বহির্ম্মুখ জীবের ক্লেশ-বর্ণন-সম্বলিত]	৯।৩৪২-৩৪৩, ১২।৪৫৯

	প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৪৮।	দীনের ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের প্রকট-বাসরে [পদ্য]	৩।১০৪
৪৯।	দুর্গাপূজা [শ্রীল প্রভুপাদ]	৮।২৮৪
৫০।	দৈন্য [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৩।৮৫
৫১।	নবদ্বীপধাম পরিক্রমায় আহ্বান—শ্রী [পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জীসহ (১৩৫৭-১৩৫৮)—বিজ্ঞাপন]	১।৩৯-৪০, ১২।৪৭১-৪৭২
৫২।	নবদ্বীপধাম পরিক্রমান্তে প্রার্থনা [পদ্য]	৩।৯২
৫৩।	নবনির্ম্মিত গৃহ-প্রবেশ-মহোৎসব—শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠের	৪।১৫৪
৫৪।	নববর্ষে বিগতবর্ষের আলোচনা [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	১।১০
৫৫।	নারকী [পদ্য]	৩।৮৮
৫৬।	নিত্যানন্দাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীমদ্-বৃন্দাবনদাস-ঠক্কুর-বিরচিতম্]	১।১
৫৭।	নিত্যানন্দাষ্টকের অনুবাদ—শ্রীশ্রী	১।৩
৫৮।	নিয়মাগ্রহ (৪) [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৯।৩২৭
৫৯।	নিয়ামক-মহারাজের হরিকথা [ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা-পথে গয়ায়]	১০।৩৯৬
৬০।	পাদসেবন	১।৩৪
৬১।	পারমার্থিক সাময়িকপত্রের আদর্শ ও নীতি [শ্রীল প্রভুপাদ]	১।৫
৬২।	পরিক্রমার শঙ্খরব [পদ্য]	৯।৩৫২
৬৩।	প্রকট-পূর্ণিমা [শ্রীল প্রভুপাদ]	১২।৪৪৪
৬৪।	প্রচার—কাকদ্বীপে	৪।১৫৫
৬৫।	প্রচার—চুঁচুড়ায়	২।৭৯
৬৬।	প্রচার-প্রসঙ্গ	৫।১৯৯
৬৭।	প্রচার—সাঁওতাল পরগণায় হরিকথা [পাঞ্জনীয়া গ্রামে]	৪।১৫৫
৬৮।	প্রজল্প (৩) [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৮।২৮৮
৬৯।	প্রদীপ-শিখা [শ্রীবেদান্ত সমিতি-সংস্করণ "প্রেম-প্রদীপ"-গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ-লিখিত ভূমিকা]	৭।২৫৭
৭০।	প্রবোধানন্দ—শ্রী [শ্রীল প্রভুপাদ]	১০।৩৬৪
৭১।	প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে বিরহ-স্মৃতি—শ্রীল	১।১৯
৭২।	প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব—শ্রীল [পঞ্চদশ-বার্ষিক তিরোভাব]	১১।৪২৮
৭৩।	প্রয়াস (২) [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৭।২৪৯

	প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৭৪।	প্রাপ্তি-স্বীকার পত্র (চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের উত্তর)	২।৭১
৭৫।	প্রার্থনা [পদ্য]	৬।২২৪
৭৬।	বন্দন	৪।১৪৯
৭৭।	বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও কর্ত্তব্য [পরলোকগত শ্রীপাদ দীনদয়াল ব্রজবাসী প্রভুর স্বলিখিত প্রবন্ধ]	১২।৪৫৯
৭৮।	বর্ত্তমান সভ্যতার মানদণ্ড	১১।৪৩১
৭৯।	বর্ষান্তে নিবেদন	১২।৪৬৯
৮০।	বলদেব-স্তোত্রম্ শ্রীশ্রী	৩।৮১
৮১।	বলদেব-স্তোত্রের অনুবাদ—শ্রীশ্রী	৩।৮২
৮২।	বসিরহাটের বক্তৃতার প্রতিবাদ (চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র)	২।৬৫
৮৩।	বাস্তুহারার মর্ম্ম-কথা	৪।১৪৫, ৫।১৮২
৮৪।	বিরহ-বাসরে বক্তৃতা [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিতে শ্রীকল্যাণ-কল্পতরু দাসাধিকারী, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রচার-সম্পাদক, কার্য্যাধ্যক্ষ ও প্রকাশক-প্রদত্ত]	৭।২৭৩
৮৫।	"বিরহীর অশ্রু-বন্দনা"—(জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের পঞ্চদশ-বার্ষিক তিরোভাব-তিথিতে)	১১।৪৩০
৮৬।	বিগ্রহগণের নবমন্দিরে প্রবেশ—শ্রী-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব-মধ্যে	২।৭৩
৮৭।	বিশুদ্ধ ভজন [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	২।৫০
৮৮।	বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা ২।৭৯, ৩।১২০, ৪।১৫৭, ৫।২০০, ৬।২৪০, ৭।২৮০, ৮।৩১৯, ৯।৩৬০, ১০।৩৯৯, ১১।৪৪০	
৮৯।	বিষ্ণুরাতের কলি-শাসন [পদ্য]	৪।১৩০
৯০।	বৃন্দাবনাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]	৮।২৮১
৯১।	বৃন্দাবনাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	৮।২৮৩
৯২।	বৈষ্ণব-ঠাকুর—"কৃপাসিন্ধু"	৮।৩০৩
৯৩।	ব্যাসপূজা মহোৎসব—শ্রীশ্রী	১।৩৬
৯৪।	ব্যাসপূজার আহ্বান—শ্রীশ্রী [বিজ্ঞাপন]	১১।৪৩১
৯৫।	ব্যাসপূজায় বিরহ-বিলাপ [পদ্য]	১।১৪
৯৬।	ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও শ্রীঊর্জ্জব্রত—৮৪ ক্রোশ শ্রী	১০।৩৯৩, ১১।৪৩৪
৯৭।	ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার নিমন্ত্রণ-পত্র—৮৪ ক্রোশ শ্রী [বিজ্ঞাপন]	৮।৩০৬

	প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৯৮।	ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিরাট্ আয়োজন—৮৪ ক্রোশ শ্রী [বিজ্ঞাপন]	৭।২৬২
৯৯।	ব্রত-পালন-সম্বন্ধে কয়েকটী বিচার (৪) [শ্রীজন্মাষ্টমীর বিশুদ্ধ বিচার-সম্বলিত সমালোচনা]	৬।২৩৩
১০০।	ব্রতাদি পালনে বিধি ও নিষেধ (২) [শ্রীজন্মাষ্টমীর বিশুদ্ধ বিচার-সম্বলিত সমালোচনা]	৬।২২৮
১০১।	ভক্ত অশ্বিনীকুমার ও তাহার নির্য্যাণ	৩।১১৪
১০২।	ভক্ত ও ভোগী	৬।২১৪
১০৩।	ভক্তিকথা	১।২৫, ২।৬১, ৪।১৩৭, ৫।১৭৭, ৮।২৯৬, ১০।৩৮০, ১১।৪১৪, ১২।৪৫১
১০৪।	ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজের বক্তৃতার চুম্বক—শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্	৩।১০৯
১০৫।	ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি—শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ-কমলে [পদ্য]	১০।৩৭৯
১০৬।	ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ [পদ্য]	৪।১৫১
১০৭।	ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব—শ্রীল	৭।২৭১
১০৮।	ভগবান্ কি নাই ?	৬।২১৮
১০৯।	ভজন-ক্রিয়া	৮।৩০০
১১০।	"ভূতানুদ্বেগদায়িতা"	৮।৩১০
১১১।	ভ্রম-সংশোধন	৭।২৫৪, ৮।২৯৪, ১২।৪৬৮
১১২।	মায়াপুর-বন্দনা—শ্রীধাম	১১।৪১৯
১১৩।	মুখার্জ্জি মহাশয়ের বেষাশ্রয়—শ্রীযুত	৪।১৫৩
১১৪।	মুদ্রাকর-প্রমাদ	৫।১৯৪
১১৫।	যমুনাষ্টকম্—শ্রী [শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]	১২।৪৪১
১১৬।	যমুনাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রী	১২।৪৪৩
১১৭।	যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী	৮।৩০৮
১১৮।	রথযাত্রা উৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী [উৎসব-তালিকাসহ]	৪।১৫৯-১৬০
১১৯।	রাধাকুণ্ডাষ্টকম্—শ্রী [শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামী-বিরচিতম্]	১১।৪০১
১২০।	রাধাকুণ্ডাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রী	১১।৪০৩
১২১।	রাধাষ্টমী-ব্রতম্—শ্রীশ্রী	৭।২৪১
১২২।	রাধাষ্টমী-ব্রতের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	৭।২৪৩

	প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১২৩।	রাধিকাষ্টকম্ শ্রীশ্রী [শ্রীমদ্-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]	৯।৩২১
১২৪।	রাধিকাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	৯।৩২৩
১২৫।	রাম-নবমী-ব্রত—শ্রী [সমালোচনা]	৩।৯৫
১২৬।	লৌল্য (৬) [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	১১।৪০৬
১২৭।	শান্তিলাভের অধিকারী কে ?	৬।২২১
১২৮।	শুভ-প্রবেশোপলক্ষে—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহগণের	২।৫৭
১২৯।	শ্রদ্ধাই ভক্তিলতা-বীজ [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	১০।৩৭৮
১৩০।	শ্রীমূর্ত্তি ও মায়াবাদ [শ্রীল প্রভুপাদ]	৫।৬৪
১৩১।	সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব	৯।৩৫৩
১৩২।	সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব	৯।৩৫৪
১৩৩।	সখ্য	১০।৩৯১
১৩৪।	সনাতন-বাক্যের তাৎপর্য্য ও গূঢ়ার্থ—(৫) শ্রীল [জন্মাষ্টমীর বিশুদ্ধ বিচার-সম্বলিত সমালোচনা]	৬।২৩৬
১৩৫।	সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতা [নবদ্বীপধাম পরিক্রমাকালে ১৩৫৭]	৪।১৩২
১৩৬।	সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতা [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-বাসরে]	৭।২৭৫
১৩৭।	সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতার সারমর্ম্ম কাকদ্বীপে	৫।১৮৭
১৩৮।	সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতার সারমর্ম্ম [শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চদশ-বার্ষিক বিরহ-বাসরে]	১১।৪৩২
১৩৯।	সহ-সম্পাদকের বিলাত যাত্রা [পণ্ডিত শ্রীযুত নিতাইদাস বিদ্যানিধি, এম, এ, বি, এল্ মহোদয়ের]	৯।৩৫৯
১৪০।	সারস্বত লীলা—শ্রীহর-পার্ব্বতী-সংবাদে [পদ্য]	৯।৩৩৪
১৪১।	সুভদ্রা-সুদর্শন-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী	৫।১৬১
১৪২।	সুভদ্রা-সুদর্শন-স্তোত্রের অনুবাদ—শ্রীশ্রী	৫।১৬৩
১৪৩।	স্মার্ত্ত শ্রমণের মতি পরিবর্ত্তন [সমালোচনা]	১১।৪৩৮
১৪৪।	হনুমান্ খুঁটিয়াজী—পরলোকে	৩।১১৩
১৪৫।	হরিকুসুম-স্তবকম্—শ্রী [শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]	৬।২০১
১৪৬।	হরিকুসুম-স্তবকের বঙ্গানুবাদ—শ্রী	৬।২০৩
১৪৭।	হরিবাসর (১) [শ্রীজন্মাষ্টমীর বিশুদ্ধ বিচার-সম্বলিত সমালোচনা]	৬।২২৬
১৪৮।	হরিভজনের অধিকারী ও বর্ণ-বিচার [শ্রীপাদ দীনদয়াল প্রভুর স্বলিখিত প্রবন্ধ]	৯।৩৪২

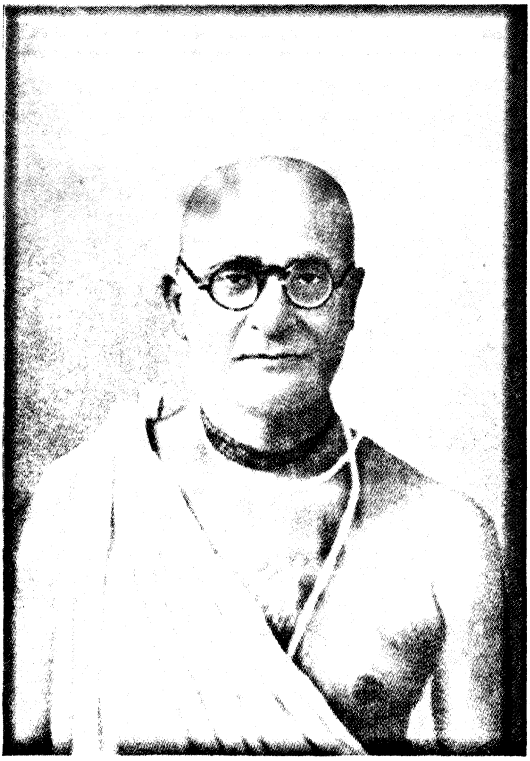

জগদ্-গুরু পরমহংসকুল-চূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

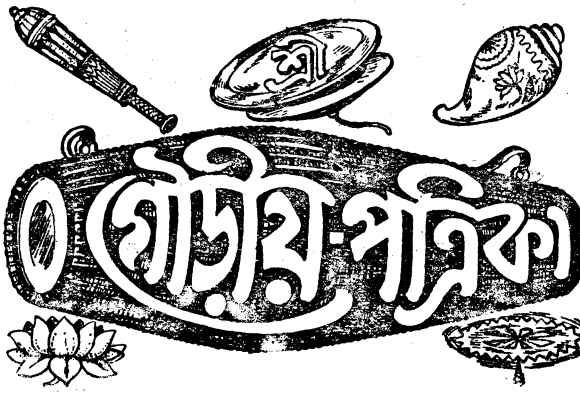

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩য় বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ২১ গোবিন্দ, ৪৬৪ গৌরাব্দ
বুধবার, ৩০ ফাল্গুন, ১৩৫৭ ; ইং ১৪।৩।৫১ | ১ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকম্‌

[শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাস ঠক্কুর-বিরচিতম্‌]

শরচ্চন্দ্র-ভ্রান্তিং স্ফুরদমল কান্তিং গজগতিং
হরি-প্রেমোন্মত্তং ধৃত-পরম-সত্ত্বং স্মিতমুখং
সদা ঘূর্ণন্নেত্রং কর-কলিত-বেত্রং কলিভিদং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি॥ ১॥

রসানামাগারং স্বজনগণ-সর্ব্বস্বমতুলং
তদীয়ৈক-প্রাণপ্রতিম-বসুধা-জাহ্নবী-পতিং
সদা প্রেমোন্মাদং পরম-বিদিতং মন্দ-মনসাং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ২॥

শচীসূনু-প্রেষ্ঠং নিখিল-জগদিষ্টং সুখময়ং
কলৌ মজ্জজ্জীবোদ্ধরণ-করণোদ্দাম-করুণং।
হরের্ব্যাখ্যানাদ্বা ভব-জলধি-গর্ব্বোন্নতি-হরং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৩ ॥

অয়ে ভ্রাতর্নৃণাং কলি-কলুষিণাং কিং নু ভবিতা
তথা প্রায়শ্চিত্তং রচয় যদনায়াসত ইমে।
ব্রজন্তি ত্বামিত্থং সহ ভগবতা মন্ত্রয়তি যো
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৪ ॥

যথেষ্টং যে ভ্রাতঃ! কুরু হরি-হরি-ধ্বানমনিশং
ততো বঃ সংসারাম্বুধি-তরণ-দায়ো ময়ি লগেৎ।
ইদং বাহু-স্ফোটৈরতি রটয়ন্ যঃ প্রতিগৃহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৫ ॥

বলাৎ সংসারাম্ভোনিধি-হরণ-কুম্ভোদ্ভবমহো
সতাং শ্রেয়ঃ-সিন্ধুন্নতি-কুমুদ-বন্ধুং সমুদিতং।
খলশ্রেণী-স্ফূর্জ্জত্তিমির-হর-সূর্য্য-প্রভমহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৬ ॥

নটন্তং গায়ন্তং হরিমনুবদন্তং পথি পথি
ব্রজন্তং পশ্যন্তং স্বমপি নদয়ন্তং জনগণং।
প্রকুর্ব্বন্তং সন্তং সকরুণ-দৃগন্তং প্রকলনাদ্
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৭ ॥

সুবিভ্রাণং ভ্রাতুঃ কর-সরসিজং কোমলতরং
মিথো বক্ত্রালোকোচ্ছলিত-পরমানন্দ-হৃদয়ং।
ভ্রমন্তং মাধুর্য্যৈরহহ! মদয়ন্তং পুরজনান্
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৮ ॥

রসানামাধানং রসিক-বর-সদ্বৈষ্ণব-ধনং
রসাগারং সারং পতিত-ততি-তারং স্মরণতঃ।
পরং নিত্যানন্দাষ্টকমিদমপূর্ব্বং পঠতি য
স্তদঙ্ঘ্রি-দ্বন্দ্বাব্জং স্ফুরতু নিতরাং তস্য হৃদয়ে ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকের অনুবাদ

যাঁহার শ্রীমুখমণ্ডল শরৎকালীন চন্দ্রের শোভাতিশয়কেও তিরস্কার করিতেছে, যাঁহার সুবিমল অঙ্গকান্তি পরম মনোহররূপে শোভা পাইতেছে, যিনি মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় মৃদু-মন্থর গতিতে গমন করেন, যিনি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত, যাঁহার কলেবর বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়, যিনি নিরন্তর সহাস্য-বদন, যাঁহার নয়ন-যুগল সদাই চঞ্চল, যাঁহার হস্তে বেত্র শোভা পাইতেছে, যিনি কলি-কলুষসমূহ ধ্বংস করেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি ॥ ১ ॥

যিনি নিখিল রসের আধার, যিনি ভক্তগণের প্রাণধন, ত্রিজগতে কুত্রাপি যাঁহার তুলনা নাই, যিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর শ্রীবসুধা ও জাহ্নবা দেবীর প্রাণপতি, যিনি নিরন্তর প্রেমোন্মত্ত, যিনি সমুদ্ধর্ত্তা-রূপে পাষণ্ডগণের দলন-কর্ত্তা, সেই শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পবৃক্ষের মূল-স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি ॥ ২ ॥

যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের অতি প্রিয়, যিনি সর্ব্ব জগতের মঙ্গল বিধান করেন, যিনি পরম সুখময়, কলিযুগে পাপহত জীবগণের উদ্ধারের নিমিত্ত যাঁহার করুণার অবধি নাই, যিনি শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রচার দ্বারা দুস্তর ভব-সমুদ্রের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন অর্থাৎ যিনি সংসার-সাগর অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইবার উপায় বিধান করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পলতিকার মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি ॥ ৩ ॥

"হে ভ্রাতঃ! কলি-পাপাচ্ছন্ন জীবগণের গতি কি হইবে? তুমি কৃপা করিয়া ঈদৃশ উপায় বিধান কর, যাহাতে তাহারা তোমার শ্রীচরণ লাভ করিতে পারে"—এইরূপে যিনি শ্রীগৌর-ভগবানের সহিত কথোপকথন ও যুক্তি পরামর্শ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পলতার মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি ভজনা করি ॥ ৪ ॥

"হে ভাই-সকল! তোমরা নিরন্তর শ্রীহরিনাম যথেষ্টরূপে কীর্ত্তন কর, তাহা হইলে তোমাদের ভব-সমুদ্র পার হইবার জন্য আমি দায়ী রহিলাম"—এইরূপ বলিতে বলিতে যিনি বাহু আস্ফালন-পূর্ব্বক গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি ॥ ৫ ॥

আহা মরি! সাধুগণের সংসার-সমুদ্র শোষণ করিতে যিনি কুম্ভ বা কলস-স্বরূপ অর্থাৎ যিনি আনায়াসে শ্রীভগবদ্ভক্তগণের উদ্ধার সাধন করেন, যিনি জীবগণের কল্যাণ-সমুদ্র উদ্বেলিত করিবার জন্য চন্দ্র-রূপে সমুদিত হইয়াছেন অর্থাৎ যিনি অশেষরূপে জীবের মঙ্গল সাধন করেন, যিনি দুর্জ্জনগণের পাপান্ধকার বিনাশ করিতে সূর্য্য-স্বরূপ অর্থাৎ যিনি পাপিগণের পাপরাশি বিধ্বংস করেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পলতার মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি ॥ ৬ ॥

যিনি নৃত্য করিতে করিতে, কীর্ত্তন করিতে করিতে, হরিবোল বলিতে বলিতে ও শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনকারী নিজ ভক্তগণের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে পথে পথে বিচরণ করিতেন এবং যিনি সজ্জনগণের প্রতি করুণ-নেত্রে ঈক্ষণ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পবৃক্ষের মূলস্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি ॥ ৭ ॥

যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সুকোমল কর-কমল ধারণপূর্ব্বক পরস্পরের বদন-চন্দ্র সন্দর্শন-জনিত পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইতেন, এবং আহা মরি! যিনি নগরবাসি-গণকে স্বীয় অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে উন্মত্ত করিয়া চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পলতার মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি ॥ ৮ ॥

যিনি ভক্তিরসসমূহ-প্রদানকারী, যিনি রসিক ভক্তগণের সর্ব্বস্ব-ধন, যিনি নিখিল রসের আধার-ভূত, যিনি ত্রিজগতের সারবস্তু, যাঁহার স্মরণ করিলে পাপিগণের পরিত্রাণ লাভ হইয়া থাকে, সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর এই অত্যুত্তম ও অপূর্ব্ব অষ্টক যিনি পাঠ করিবেন, তাঁহার হৃদয়ে তদীয় সুদুর্লভ শ্রীপাদপদ্ম সুচারু-রূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউক ॥ ৯ ॥

পারমার্থিক সাময়িকপত্রের আদর্শ ও নীতি

সাধুর সন্তোষ-বিধানই পারমার্থিক পত্রের বৃত্তি ও জীবন

সাধুদিগের সন্তোষ বিধান করাই পারমাথিক পত্রিকার বৃত্তি। যদি সাধুগণ তুষ্ট না হন, তাহা হইলে পারমার্থিক পত্রের সজীবতা লক্ষিত হইবে না। সাধুগণের তুষ্টি বিধান করিতে অসাধু-বৃত্তি ত্যাগ করিবার প্রার্থনা-সমূহে পারমার্থিক পত্রিকা অলঙ্কৃত থাকেন। অন্যাভিলাষ-দ্বারা কপটতা লক্ষ্য করিয়া যাঁহারা সাধুপথ হইতে বিচ্যুত হন, তাঁহাদিগের মনোরঞ্জন করিতে পারমার্থিক পত্র অসমর্থ। সাধুর বেশে অনেকে সাধুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ হরি-বিমুখ বিষয়ের পুষ্টি সাধন করেন। এতাদৃশী নামধারী সাধুগণ শ্রীপত্রিকা-পাঠে পরানন্দ লাভ করা দূরে থাকুক, রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া সাধুনিন্দারূপ নামাপরাধ সঞ্চয় করেন। প্রাকৃত গুণসমূহকে সহায় করিয়া নিরপেক্ষ সত্য আচ্ছাদন করেন। কৃষ্ণই একমাত্র পরম সত্য বস্তু। সেই সত্য বস্তুর সেবা হইতে বিমুখ হইলে জীবের অমঙ্গল হয়। যিনি নশ্বর প্রাকৃত যুক্তি অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে দূরে থাকেন, এবং মিথ্যাযুক্তিদ্বারা বুদ্ধিকে আচ্ছাদন করেন, তিনি সজ্জনতোষণীর বৃত্তিকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার বিচার-প্রণালী ও অনুষ্ঠানসমূহ তাঁহাকে হরিবিমুখ করে। তাদৃশ ব্যক্তির মনোরঞ্জন করিতে হইলে সাধুগণের তুষ্টি হয় না।

শুদ্ধভক্তি-প্রচারে আনন্দপ্রকাশই সাধুর লক্ষণ

শ্রীপত্রিকা শুদ্ধভক্তিপ্রচার লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবের আনন্দ বিধান করেন। ভক্ত-সম্প্রদায় হরিকথা শ্রবণ করিয়া তুষ্ট হন। কপট-সম্প্রদায় হরিকথা শ্রবণ করিতে ক্লেশ বোধ করেন। কপটতা ত্যাগ করা বা শুদ্ধ হরিসেবায় প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। জগতে হরিভক্তি প্রচারিত হওয়া অপেক্ষা হরিবৈমুখ্য প্রচার হউক, ইহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। পারমার্থিক সাময়িক-পত্র এই শ্রেণীর নামধারী সাধুগণকে প্রশ্রয় দিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাদিগের বিরাগভাজন হইতে পারেন। তাঁহাদিগের বিরাগভাজন হইলেই যে শুদ্ধভক্তি-প্রচারে নিরস্ত হইবেন, এইরূপ নহে। প্রকৃত-প্রস্তাবে কৃষ্ণাশ্রিত ব্যক্তির সেবা করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। যাঁহারা রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী, তাঁহারা কৃষ্ণাশ্রিত জনকেও তাঁহাদের ন্যায় জ্ঞান করেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত তাদৃশ নহেন। পারমার্থিকপত্র মহাজনবর্গের পথের অনুগমনই "পরমধর্ম্ম" বলিয়া বিশ্বাস করেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী

গোস্বামী বলিয়াছেন,—'কালঃ কলিঃ' অর্থাৎ মহাজনের পথকেও হরিবিমুখগণ বিপদ্‌সঙ্কুল করেন। তাঁহাদের বিবাদে প্রবৃত্ত হইবার কারণ এই যে, তাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রবৃত্ত লোকসংগ্রহের জন্য বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণ-মূলে প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীগৌরসুন্দরের পরবর্ত্তীকালে অপসম্প্রদায়ের প্রভাব

শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকটকালের অব্যবহিত পর হইতে আমরা একটি প্রাকৃত বিষয়োন্মুখ ভাক্ত সম্প্রদায় লক্ষ্য করিতেছি। তাঁহারা শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর এবং গোস্বামিগণের মতের বিরুদ্ধে অপ্রাকৃত হরিভজনকে প্রাকৃত বিষয় জ্ঞান করেন। তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রতি-উপদেশকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অবজ্ঞা করিয়া নামাপরাধ সঞ্চয়পূর্ব্বক অপরাধী হইয়া পড়েন।

(সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য হইতে আমরা জানিতে পারি, শ্রীজীব প্রভু বিশৃঙ্খলতা নিবারণকল্পে উপযুক্ত শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অতিবাড়ী শ্রীমান্ রূপ কবিরাজের কথা, বাউলীয়া মুকুন্দ দাসের কথা এবং বঞ্চিত সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কথা শুদ্ধভক্তগণ কখনই আদর করেন না।

বিষয়-মিশ্রিতা চেষ্টা ভক্তি নহে, পরন্তু ভব-বন্ধের কারণ

অবান্তর লক্ষ্যসমূহ অন্তরে পোষণ করিলে কখনই শুদ্ধভক্তির স্বরূপোপলব্ধি ঘটে না। ভক্তির নামে অভক্তিমিশ্র ব্যাপারসমূহ পাঠকের ভক্তিবৃত্তির ন্যূনতা সাধন করে। আমরা বিষয়মিশ্রা চেষ্টাকে কখনই শুদ্ধভক্তি-প্রচারিণী চেষ্টা বলিতে পারিব না। অন্যাভিলাষিতা অন্তরে প্রবাহিত হইলে কখনই অবিমিশ্রা ভক্তির সম্ভাবনা নাই। যাহারা এসকল কথা বুঝিতে পারে না, অথবা জড়ভোগময় স্বার্থে আবৃত হইয়া অপ্রাকৃত শুদ্ধভক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না, তাহারা ভক্তির নামে অন্য গৌণ চেষ্টার অবতারণা করিয়া ফেলে। যেখানে বিষয়-ব্যাপার, সেখানেই হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি ধর্ম্ম। কৃষ্ণেতর বিষয়ের স্বভাব এই যে, যাঁহারা কৃষ্ণেতর অসদ্‌বস্তু-সেবাকে কৃষ্ণসেবাসহ সাম্য জ্ঞান করিয়া অসাম্প্রদায়িক বা নিরপেক্ষ মনে করেন, তাঁহারা যতই কেননা আপনাকে ভক্তিতে অবস্থিত জানুন, স্বকর্ম্ম-বিপাকে কেবল বিষয়েই অবস্থিত হন। শ্রীচরিতামৃত অন্ত্য ৬ষ্ঠ ১৯৯ সংখ্যা—

তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভব-বন্ধ॥

প্রাকৃত অর্থ-লাভাদি চতুর্ব্বর্গের চেষ্টা আদরণীয়া নহে

উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যই মূল বস্তু। যাহারা কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্য ছাড়িয়া নিজে উন্নতিবাদী হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-ফলোদ্দেশে কৃষ্ণেতর বিষয়কে স্বীয় চেষ্টার উদ্দিষ্ট বস্তু জ্ঞান করে, তাহাদের মন্দ চেষ্টা আমরা আদর করিতে পারি না। প্রাকৃত-অর্থ-লাভ, ইন্দ্রিয়সুখেপ্সা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি শুদ্ধ কৃষ্ণসেবার ফল নহে—এই কথা সাধুদিগের মুখে, লেখনীতে ও উপদেশ-সমূহে অসংখ্য স্থলে কথিত হইয়াছে। আমরা তাহা ছাড়িয়া যদি ভববন্ধ কারক প্রাকৃত দ্রবিণ, জাতরূপ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া হরিভজন সম্পাদিত হইল মনে করি, তাহা হইলে আমরা অন্ধ-শব্দবাচ্য বিষয়ী হইব।

অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী-সম্প্রদায়ের তালিকা

অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী—এই তিন প্রকার কৃষ্ণাভক্ত। যিনি কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণভজন-ভাবমাত্র প্রদর্শন করেন, তাঁহাকে শুদ্ধভক্তগণ মিছাভক্ত বলেন। মিছাভক্তগণের আচার, বৈষ্ণবের সদাচারের সহিত বহির্দ্দর্শনে এক হইলেও ভক্ত—আসল, মিছাভক্ত—মেকী। নকল বা মিছাভক্ত কৃষ্ণেতর সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত; কেবল লোক-বঞ্চনার জন্য কপটতা প্রদর্শনপূর্ব্বক বৈষ্ণব-সদাচার প্রকাশ করিতে ব্যগ্র। মুমুক্ষুর উদাহরণ-স্বরূপ রামদাস বিশ্বাস, বুভুক্ষু হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার, অন্যাভিলাষী কালাকৃষ্ণদাস ও বল্লভভট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় সত্যভজন-পথাশ্রিত বলিয়া আমরা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। এতদ্ব্যতীত কমলাকান্ত বিশ্বাস শ্রীঅদ্বৈত প্রভুপাদের সেবা করিতে গিয়া দুর্ভাগা সেবক-প্রায় ব্যক্তিগণ কিরূপ বিপদ্-সঙ্কুল, তাহার আদর্শ জগৎকে প্রদর্শন করিয়াছেন। শঙ্কর, মাধব, মায়াবাদী নাগর প্রভৃতি শ্রীঅদ্বৈত-পূর্ব্বানুচরগণ, রূপ কবিরাজ প্রভৃতি শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুচরগণ, অতিবাড়ী জগন্নাথদাস প্রভৃতি গৌরপূর্ব্বদাসগণ, মুকুন্দদাস প্রভৃতি কবিরাজ গোস্বামীর অনুগাভিমানিগণ শুদ্ধ-ভক্তি ছাড়িয়া তদিতর কোনও বস্তু স্বীকার করিয়াছেন। যদি তাঁহারা তীব্র সমালোচনায় ভীত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রদর্শিত শুদ্ধভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হওয়াকে ভক্তি বলিয়া ধারণা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তাদৃশ গুরুভক্তপদাসীন অভক্তগণের দলপুষ্টি কখনই শুদ্ধভক্তগণের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত কথা-প্রচারই শ্রীপত্রিকার উদ্দেশ্য

শ্রীসজ্জনতোষণী বিষয়-রস-বাহিনী সাময়িক-পত্রিকা নন। শ্রীগৌরসুন্দরের দয়িতবর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, তাঁহার একমাত্র উপাস্য বস্তুর অপ্রাকৃত কথা মলিনচিত্ত জীবের সুকৃতিলাভের জন্য দয়াপরবশ হইয়া কীর্ত্তনোদ্দেশ্যে 'তোষণী' প্রকট করিয়াছিলেন। বচনসর্ব্বস্ব ভক্তাভিমানী প্রতি অনুষ্ঠানেই শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় নিজজন শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের চিত্তবৃত্তির প্রতিকূল আচরণ করেন। সুতরাং তাঁহারা শ্রীনাম-ভজনের ব্যাজে নামাপরাধ করিয়া থাকেন। "যাহাতে অপ্রাকৃত-চিত্ত সাধুদিগের একমাত্র সন্তোষ লাভ ঘটে, যাহাতে প্রাকৃত-চিত্ত কৃষ্ণোন্মুখগণের নিঃশ্রেয়স লাভ ঘটে, সেই শুদ্ধভক্তিকে কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্ত মিছা-ভক্তগণ নিজ নিজ বিষয়ের নিন্দা বলিয়া জানিয়া ব্যথিত হইয়া ভগবানের চরণে অপরাধ করেন। শুদ্ধভক্তগণের প্রদত্ত কল্যাণ-মালাকে নিজ ক্ষুদ্র বিষয়সমূহের সর্ব্বনাশের হেতু বুঝিয়া সন্ত্রস্ত হন। শুদ্ধহরিকথা-প্রচার বন্ধ করিয়া প্রাকৃত-শব্দ-তাৎপর্য্যপর হইয়া অপ্রাকৃত বিষয় হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত হন।

দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন ও সৎসঙ্গ-গ্রহণের উপদেশই শ্রীপত্রিকার ধর্ম্ম

সজ্জনের ধর্ম্ম সজ্জনকেই তুষ্ট করিতে সমর্থ। কপট সাধুর কাপট্য সংরক্ষণের জন্য সজ্জনতোষণী (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা) নহেন। "যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকং" শ্লোক; "কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত কপট-বৈষ্ণব-বেশে" প্রভৃতি পদ্য; "বাহ্যাভ্যন্তরয়োঃ সমং বত কদা বীক্ষ্যামহে বৈষ্ণবান্" —এই মহাপ্রভু-বাক্য অবশ্যই কপটিগণের বজ্রসদৃশ, কিন্তু অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনে সাধুগণের হৃদয় কুসুম হইতে কোমল এবং ভক্তিপ্রতিকূল-চেষ্টা-নিরসনে বজ্র হইতেও কঠিন। যাঁহারা বলেন,—শ্রীপত্রিকা কেবল হরিকথা বলুন, হরিবিমুখগণের সঙ্গকে বর্জ্জন করিবার পরামর্শ দিবেন না; কেননা তাহাতে পরচর্চ্চা হয়, তদুত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥ (ভাঃ ১১।২৬।২৬)

প্রতিকূল বা দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের পরামর্শ পরচর্চ্চা নহে

শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীআচার্য্যপাদ শ্রীরূপগোস্বামীকে উত্তমা ভক্তি বলিতে গিয়া যে প্রতিকূল-অনুশীলন এবং কৃষ্ণেতরাভিলাষ, অনুকূলজ্ঞানে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের আবরণ বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন, তাহা অসাধুদিগের বিচারে "পরচর্চ্চা" বলিয়া স্থির হইলেও অসৎনিরসন না করিয়া কৃষ্ণানুশীলন বলিলে শ্রদ্ধাহীন জনগণ ভক্তির স্বরূপ

জানিতে পারিবে না। দুঃসঙ্গ বর্জ্জন না করিলে হরিভক্তি হয় না। সুতরাং শ্রীপত্রিকা অসৎনিরসনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণসেবার কথা বলেন, অনর্থময় মায়িক কথা-মাত্রকে কৃষ্ণকথা বলেন না। কপটি-দল কৃষ্ণসেবা হইতে অনর্থ-নিবৃত্তি মুখে স্বীকার করিয়া অনর্থে প্রবৃত্ত ব্যক্তির নিকট দুঃসঙ্গ-ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা আচ্ছাদন করেন। কপটি-দল বলেন,—অনর্থবিশিষ্ট মানব অনর্থ-ত্যাগের যত্ন না করিয়া অনর্থ-সমৃদ্ধি-কল্পে ইন্দ্রিয়তর্পণ-মূলে কপটতার আশ্রয়ে লোক ঠকাইবার জন্য কৃত্রিম হরিভজন করিলেও বস্তুধর্ম্ম-প্রভাবে তাহার অনর্থ যাইবে; কিন্তু যাহার অর্থরূপ হরিভজন নাই, অনর্থকে হরিভজন-সংজ্ঞামাত্র দিয়াছে, সেই অনর্থময় চেষ্টাকে ভজন বলিয়া জাহির করিলে, কপটতা-আশ্রয়ে পিচ্ছিল-চক্ষু জাতভাব প্রভৃতি জানিলে কি-প্রকারে বস্তুধর্ম্ম প্রকাশ হইবে, বুঝা যায় না। ব্যবধানযুক্ত কপটতাময় ভজনে কোন ফল হয় না, ইহাই ত' শাস্ত্রের বা গোস্বামিগণের ও গৌরহরির বাণী।

শ্রীপত্রিকা প্রাকৃত-চিত্তবৃত্তি সহজিয়ার পোষিকা নহেন

শ্রীপত্রিকা প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের রুচির অনুকূল না হওয়ায় তাঁহারা অপ্রাকৃত পত্রিকা-পাঠে বিরত আছেন। শ্রীপত্রিকাও তাঁহাদের প্রাকৃত-চিত্তবৃত্তির পোষিকা সাময়িক পত্রিকা হওয়া উচিত মনে করেন না। উহা তাঁহাদের প্রাক্তন দুষ্কৃতির ফল মাত্র। শুদ্ধভক্তগণ, অপ্রাকৃত রসিক ভক্তগণ এই শ্রীপত্রিকা অনুক্ষণ পাঠ করুন এবং প্রাকৃত-সহজিয়াদিগকে ভক্তিবিরোধী জানুন—ইহাই আমাদের প্রারম্ভিক প্রার্থনা। প্রাকৃত-দুঃসঙ্গ না ছাড়িলে কৃষ্ণানুশীলন হয় না। সহজিয়াগণ অপ্রাকৃত বিশ্বাস ছাড়িয়া প্রাকৃত সাময়িক পত্র প্রচার ও পাঠ করুন। বিষয়িগণ প্রাকৃত সহজিয়াগণকে মস্তকে লইয়া নৃত্য করুক, তথাপি শুদ্ধভক্ত শুদ্ধ-ভক্তিপথ ভুলিয়াও কখনই ছাড়েন না।

বৈষ্ণবগুরুর অবমাননায় শ্রীপত্রিকার ক্রোধ ও তীব্র প্রতিবাদ

"নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে"—একথা পরম সত্য। কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধিগণের চিত্তবৃত্তিতে উদিত বৈষ্ণব-গুরুবৃন্দের অসম্মাননা দেখিয়া গৌড়ীয়-সম্পাদক যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিশ্রম্ভ-গুরুসেবার ব্যাঘাত হয়। ভাগবতমাত্রেই পরম সহিষ্ণু, কিন্তু গুরুবর্গের অসম্মান দেখিলে কোন ভগবদ্ভক্ত কখনই সেই দুঃসঙ্গকারীকে ক্ষমা করিতে পারেন না। এজন্য আমাদের নিত্যগুরুদেব ঠাকুর নরোত্তম তারস্বরে গান করিয়াছেন—"ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে।" ক্রোধের নিয়োগ ভক্ত-দ্বেষিজনেই কর্ত্তব্য। এই কৃত্য-বিমুখতাই বর্ত্তমান প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুদ্রোহ উৎপন্ন

করিয়াছে। বৈষ্ণবের ভৃত্যসূত্রে গুরুর অবজ্ঞা সহ্য করা কেবলমাত্র পাপ নহে,—আত্মার অধঃপাতকারক অপরাধ। ইহাতে সমগ্র জগৎ আমাদের বিরোধী হইয়া যাউক, তাহাও আমরা সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিব।

—শ্রীল প্রভুপাদ

নববর্ষে বিগতবর্ষের আলোচনা

শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গদেবের কৃপায় আমরা বর্ত্তমান বর্ষে প্রবেশ করিলাম। বিগত-বর্ষের সমস্ত পারমার্থিক বিষয় একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। সকল প্রকারে শ্রীগৌরাঙ্গ-নামের জয় হইয়াছে।

মিথ্যা ব্যতিরেকভাব সত্যের উজ্জ্বলতা-কারক

দুই একজন নিতান্ত ঈর্ষাপরবশ হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রিকায় দুই এক কথা বলিতেছেন। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকেও অতি শীঘ্র দমন করিবেন সন্দেহ নাই। সত্যের প্রতিরোধ করা সহজ নয়। যাঁহারা সত্যের প্রতিরোধে কৃতসঙ্কল্প হন, তাঁহারা মিথ্যার আশ্রয়ে থাকিয়া অতি শীঘ্র কালগ্রাসে পতিত হন। মিথ্যার আশ্রয় নিতান্ত মিথ্যা। এই জগৎ প্রপঞ্চময়। এই জগতে যতদূর সত্যস্বরূপ ভগবত্তত্ত্বের জয় হয়, ততদূরই মায়া-জনিত মিথ্যা বিদূরিত হয়। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যেখানে সত্যের উন্নতির যত্ন হইতে থাকে, মিথ্যা আসিয়া অগ্রসর হয় এবং সত্যের প্রতিরোধে নানাপ্রকার দুষ্টাচরণ করিয়া থাকে। ইহাও ভগবানের ইচ্ছা, কেননা, বিপরীত বস্তুর ক্রিয়া না উদয় হইলে যাথার্থ্য-তত্ত্ব বল লাভ করিতে পারে না। অন্ধকার না আসিলে আলোকের আদর জানা যায় না। তদ্রূপ মিথ্যাশ্রিত ব্যক্তিগণের উদ্যম না হইলে সত্যাশ্রিত ব্যক্তিগণের জয় ও সুখলাভ হয় না।

শ্রীনবদ্বীপের চূড়ামণিপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুরের বিরোধী কলিচেলাগণের আত্মগোপন

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বহুদিন হইতে শ্রীমায়াপুরের যাথার্থ্য গোপন করিয়া কতকগুলি লোক কনক-কামিনী সঞ্চয়ে যত্নবান্ ছিল। যে মুহূর্ত্তে শ্রীমায়াপুরের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইতে লাগিল, সেই মুহূর্ত্তেই ঐ সকল কলির চেলাগণ নানা আকারে এবং নানা কৌশলে ধামের মাহাত্ম্য গোপন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু পরমেশ্বর ও তাঁহার সত্য অজেয়, এই দুই বৎসরের মধ্যে কলির চেলাদিগের মুখে কালি চুণ পড়িয়াছে; ভক্তজগৎ আর তাহাদিগের কথা বিশ্বাস

করেন না। সুতরাং নিজে-নিজেই তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতেছে। কলির কি খেলা, অমাবস্যাকে পূর্ণিমা বলিয়া প্রকাশ করিয়া, তাহাতে তাহাদের ক্রিয়া আরম্ভ করিল; কিন্তু লোকে সহসা তাহাদিগের কার্য্য চিনিতে পারিয়া চতুর্দ্দিকে তাহাদিগের প্রতি হাস্য করিতেছে। এখন সর্ব্বলোকেই বুঝিতে পারিয়াছে যে, শ্রীধাম মায়াপুরই শ্রীনবদ্বীপের চূড়ামণি-পীঠ।

শ্রীগৌরপূজা ও গৌরমন্ত্র-বিরোধিগণের দমন

কএক বৎসর হইতে কলি কোন কোন ব্যক্তির হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর মন্ত্র-পূজাদি নিষেধপূর্ব্বক জগৎকে প্রতারিত করিতেছিল। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া তাহা সহিতে না পারিয়া সেইসকল লোকের শক্তি হরণ করতঃ এবং শুদ্ধ গৌরাঙ্গ-ভক্তদিগকে বলপ্রদান করতঃ তাহাদিগকে দমন করিলেন। বৃন্দাবন হইতে পলায়িত হইয়া তাঁহারা পূর্ব্বদেশ আশ্রয় করেন; সেখানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিরুদ্ধে কোন প্রকার চেষ্টা করায় তত্রস্থ ভক্তবর্গ নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। আহা, সত্যের প্রতিরোধ করিতে গেলে এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। গৌরাঙ্গ-মন্ত্রপূজা নিষেধ করিয়া তাহারা কি করিতে পারিল? ফলতঃ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের মধ্যে গৌরাঙ্গোপাসনা আরও প্রবল হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীব্রজমণ্ডল, শ্রীগৌড়ক্ষেত্রে এবং শ্রীপুরুষোত্তমে সাধুগণ চমকিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সনাতন পূজাপ্রথা বিশেষ যত্ন-সহকারে অনুষ্ঠান করিতেছেন ও লোককে শিক্ষা দিতেছেন। বোধ-হয় এই বৎসরের মধ্যেই গৌরাঙ্গ বিরোধিগণ একবারেই লুপ্ত হইবে। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জয় হউক।

নূতন গৌরাঙ্গের দল মায়াবাদী ও প্রবঞ্চক

শুদ্ধভক্তবর্গ অবগত আছেন যে, কতকগুলি লোক স্থানে স্থানে নূতন গৌরাঙ্গ হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। এই কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায়ই মায়াবাদী। ছদ্ম-বেশে হরিকীর্ত্তনাদি দ্বারা অনেকের মোহ উৎপত্তি করিয়াছিলেন। কেহ গৌরাঙ্গ, কেহ নিত্যানন্দ, কেহ বা অদ্বৈত হইয়া দলবল সংগ্রহ করতঃ হরি-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। লোকের ভ্রমোৎপত্তি করাই তাঁহাদের তাৎপর্য্য। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা কীর্ত্তন-সময়ে এতদূর হাবভাব প্রকাশ করিতেন যে অনেকেই তাঁহাদের গতিক দেখিয়া গৌরাঙ্গ পুনরায় উদয় হইতেছেন এরূপ মনে করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজি ভাষায় শিক্ষিত এবং থিওসফি প্রভৃতি পাশ্চাত্য শাস্ত্রে বেশ নিপুণ। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আসিয়া আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, যখন গৌরচন্দ্র

স্বয়ং উদয় হইতেছেন তখন তৎপার্ষদ হইয়া, আপনারা কেন নিশ্চিন্ত থাকেন? আমরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, মহাপ্রভুর অবার অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন কি? তাহাতে তাঁহারা উত্তর করিয়াছিলেন যে, শচীনন্দন গৌরাঙ্গ বৈষ্ণবদিগের দ্বৈতবাদরূপ একটী মতবাদ মাত্র প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যে জগতে তৎকালে কিছু উপকার হইয়াছিল বটে, কিন্তু এখন আর সেই উপকার হইতেছে না।

নবগৌরাঙ্গের উদয়ের কারণ

আজকাল বিদ্যা বিশেষরূপে প্রভাব লাভ করিয়াছে, এ-সময়ে আর একটী-মতের গৌরাঙ্গের দ্বারা কার্য্য হইবে না। মায়াবাদী, থিওসফিষ্ট, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব সকলকে যে-গৌরাঙ্গ এক করিতে পারিবেন, তিনিই আসিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম যে, নবগৌরাঙ্গ কি পুরাতন গৌরাঙ্গ হইতে পৃথক্? তাহাতে তাঁহারা উত্তর করিয়াছিলেন,—না, তিনি পৃথক্ নন। যিনি চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে কেবল বৈষ্ণব-মতের অনুকূল ছিলেন, তিনিই আবার আসিয়া সেই মতের পরিবর্ত্তে সর্ব্বমত সামঞ্জস্যকারী এক প্রকার মত প্রচার করিবেন। এই ধর্ম্মই জগতের সাধারণ ধর্ম্ম হইবে। তাঁহারা আরও বলিলেন,—কোন মত আশ্রয় করিলে, বিশ্ব-প্রেম স্থান পায় না। সমস্ত মতকে এক করিয়া রাখিতে পারিলে জগজ্জীবের বিশ্ব-প্রেম উদয় হয়।

নবগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের প্রমাণ

আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম,—ভাল, এবম্ভূত নবগৌরাঙ্গ যে উদয় হইবেন ইহার কোন প্রমাণ আছে? তাহাতে তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর-কৃত শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের এই দুইটী পদ্য পাঠ করিয়া শুনাইলেন। গৌরাঙ্গ বলিয়াছেন—

"এইমত আরো আছে দুই অবতার।
'কীর্ত্তন'-'আনন্দ'রূপ হইবে আমার॥"
"আরো দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥" (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৭।১৩,৪৭)

চৈতন্য সম্বন্ধে চৈতন্যভাগবতই প্রমাণ, তখন এই প্রমাণানুসারে আমরা নব-গৌরাঙ্গকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য আছি। এরূপ নানাপ্রকার ছল বাক্য বলিয়া তাঁহারা যখন দেখিলেন যে, আমরা সনাতন মত পরিত্যাগ করিব না, তখন তাঁহারা নিরস্ত হইয়া গেলেন।

কলিহত নবগৌরাঙ্গ-দলের ধ্বংস

এই দুই তিন বৎসরের মধ্যেই নবগৌরাঙ্গের দল স্থানে স্থানে অনেক গোলমাল করিয়াছিল। বিগত বৎসরে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে দণ্ড দিয়াছেন। কতকগুলিকে পৃথিবী হইতে অপসারিত করিয়াছেন, বাকি যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া নিজে নিজে পৈত্রিক-ব্যবসা আশ্রয় করিয়াছেন। দুই একজন কেবল এখনও গৌরাঙ্গ-প্রকাশের যত্ন পাইতেছেন; ভদ্রসমাজে কিছু হইল না দেখিয়া অবশেষে ডোমপাড়া আশ্রয় করিয়াছেন। মহাপ্রভুর কি খেলা! কলি যতই মস্তক উত্তোলন করেন, মহাপ্রভু ক্ষণমাত্রে তাহার মুণ্ডের উপর মুদ্গর আঘাত করিয়া তাহার চেষ্টা বিফল করিয়া দেন।

এখন দেখুন, পারমার্থিক জগতে বিগতবর্ষে কতই কারখানা হইয়া গেল, কিন্তু করুণাবতার শচীনন্দন সমস্ত দুশ্চেষ্টা নিবারণপূর্ব্বক সাধুদিগের সচ্চেষ্টায় অনুকূল হইয়াছেন।

গয়া, কাশী, প্রয়াগে মঠ-স্থাপনে ইচ্ছা-জ্ঞাপন

আমরা শুনিলাম, **শ্রীপ্রয়াগক্ষেত্রে** দশাশ্বমেধ ঘাটে (যেখানে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামীকে শিক্ষা দিয়াছিলেন সেইখানে) ভক্তগণ একটী সেবা প্রকাশ করিবার যত্ন করিতেছেন; এই কার্য্যটী যদি হইতে পারে তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভালরূপ প্রচার করা হয়। আবার শুনিলাম যে, **শ্রীগয়াক্ষেত্রে** যেস্থলে মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ফল্গুতীর্থের উপকণ্ঠে একটী সেবাপ্রকাশ করিবার জন্য অত্রস্থ কোন প্রভু-সন্তান বিশেষ যত্ন করিতেছেন। আমরা অবগত হইয়াছি যে, অভ্যাগত বৈষ্ণব শ্রী * * দাস বাবাজী ছাপরা জেলার অন্তর্গত মহারাজ-গঞ্জে শ্রীমহাপ্রভুর এক সেবা সংস্থাপন করিয়াছেন; তাহাতে শ্রীযুত রায় তারাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর ও তদীয় বন্ধুগণ বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। এখন **কাশীধামে** চন্দ্রশেখরের ভবন (যেখানে মহাপ্রভু সনাতনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন) কোথায় আছে তাহা স্থির করিয়া কোন মহাত্মা তথায় একটী সেবা প্রকাশ করিবার যত্ন করুন। আমরা আশা করি, এই বৎসরের মধ্যেই সমস্ত মহৎকার্য্য সম্পন্ন হইবে।

—**শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ**

(সজ্জনতোষণী ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১ম পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত)

ব্যাসপূজায় বিরহ-বিলাপ

ব্যাসের পূজন দিনে ব্যথা পাই এবে মনে,
তোমার বিরহ সদা জাগে।
তোমার স্মারক যত ক্লেশ দেয় অবিরত,
অপার সান্ত্বনা এবে মাগে ॥ ১ ॥

কোথা মোর প্রভুপাদ ! অভিন্ন নিতাইচাঁদ !
কোথা গেলা মোদের ছাড়িয়া।
কোন্ অপরাধে বিধি চলিলে অমূল্য নিধি !
কেন হৈলে নিষ্ঠুর নিদয়া ॥ ২ ॥

সেই দিন অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত,
পোহাইল কি কাল রজনী।
হায় ! হায় !! কোথা যাই, কোথা গেলে তোমা পাই,
তোমা বিনা রত্ন-শূন্য অবনী ॥ ৩ ॥

হায়রে জীবন-গতি প্রভু মোর সরস্বতী,
তোমা বিনা সব অন্ধকার।
কোন্ মহা অপরাধে পড়িনু ঘোর বিপদে,
তোমা বিনা কে আছে আমার ॥ ৪ ॥

যে দুঃখে দহিছে দেহ জানে না তা আর কেহ,
এবে মোরে কে দিবে সান্ত্বনা।
হে করুণা-পারাবার ! দেও দেখা একবার,
ঘুচে যাক্ সকল যাতনা ॥ ৫ ॥

কোন্ পুণ্যে পেয়েছিনু, কি পাপে বা হারাইনু,
বল প্রভু ওহে সরস্বতী।
কৃপা যদি ছিল মনে তবে ছাড়ি গেলে কেনে,
তুমি যে মোর একমাত্র গতি ॥ ৬ ॥

সাধের 'মঠ-মিশন' নষ্ট কৈল খরদূষণ,
রক্ষক সব হৈল ভক্ষক।
শুনিলে সব কুক্রিয়া বিদরিয়া যায় হিয়া,
ধর্ম্মধ্বজী যত অঘ-বক ॥ ৭ ॥

আচার্য্য-আসনে বসি'　　ভোগে মত্ত দিবানিশি,
কলঙ্কিত কৈল তবাসন।
পবিত্র মন্দির মঠ,　　কলির কপট ভট
গ্রাসি' কৈল নবীন বিধান ॥ ৮ ॥
তুমি আচার্য্য-শিরোমণি,　　গৌরশক্তি গুণমণি,
অকলঙ্ক গৌড়-গগনেন্দু।
হও প্রভু অবতীর্ণ,　　শুন কাতর কার্পণ্য,
দুষ্ট দূর কর দীনবন্ধু ॥ ৯ ॥
মঠ-মন্দির-প্রাঙ্গন　　পত্রপুষ্পে সুশোভন,
শঙ্খ ঘণ্টা বাজিছে সুতানে।
গাহিছে বিরহ-গাথা　　ব্যক্ত তাহে মনোব্যথা,
অশুভাচরণ শুভদিনে ॥ ১০ ॥
মায়াবাদ-ধ্বান্ত -রাশি　　সিদ্ধান্ত-ভাস্করে নাশি',
জানাইলে ভক্তিরস সার।
পুরুষার্থ প্রেমভক্তি　　যেথা শুক্তিসম মুক্তি,
যজ্ঞ তথা সকলি অসার ॥ ১১ ॥
তোমার মহিমা কণা　　কে করিবে বর্ণনা ?
বেদ আদি করেন কীর্ত্তন।
অযোগ্য অধম আমি,　　জান তুমি অন্তর্যামি !
নিজগুণে করহ মার্জ্জন ॥ ১২ ॥
তপ্ত হেম সম দ্যুতি,　　কোথায় সে দিব্যকান্তি ?
কোথা গেল সে রূপ-রতন।
গান্ধর্ব্বিকা-নয়নমণি,　　অপ্রাকৃত ছবিখানি,
পুনঃ কি পাইব দরশন ? ১৩ ॥
তব করুণার কথা　　স্মরিলে পাই যে ব্যথা,
সেই ব্যথা রহে সদা বুকে।
গৌরশক্তি তুমি প্রভু,　　মোরে না ভুলিও কভু,
না ফেলিও বিস্মৃতির দুঃখে ॥ ১৪ ॥
প্রকট-বাসরে আজি,　　উপচার-শূন্য সাজি,
দীন হীন অকিঞ্চন ছার।
অশ্রু-অর্ঘ্য মাত্র সার,　　মোর কিছু নাহি আর,
কৃপা করি' কর অঙ্গীকার ॥ ১৫ ॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ

আমি বৈষ্ণব !

গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিলাস-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন)

বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ ব্যক্তি অভিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক 'বৈষ্ণব' বলিয়া কথিত হন। তদ্ব্যতীত অপরে অবৈষ্ণব। ইহাই বৈষ্ণবের সংজ্ঞা। বৈষ্ণবতার মধ্যে উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ পর্য্যায়ক্রমে বৈষ্ণব ত্রিবিধ। যথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বচন—

প্রভু কহে—"বৈষ্ণসেবা, নাম-সংকীর্ত্তন।
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥"
তেঁহো কহে—"কে বৈষ্ণব, কি তার লক্ষণ?"
তবে হাসি' কহে প্রভু জানি' তাঁর মন॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭০-৭১)

কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব—

প্রভু কহে—"যাঁর মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য,—শ্রেষ্ঠ সবাকার॥" (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১০৬)

মধ্যম-বৈষ্ণব—

"কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥" (চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭২)

উত্তম-বৈষ্ণব—

"যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান॥" (চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭৪)

মহাবদান্যাবতার শ্রীগৌরসুন্দর ক্রম-পন্থায় বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর, বৈষ্ণবতম —এই ত্রিবিধ বৈষ্ণবের কথা জানাইলেন। এই ত্রিবিধ বৈষ্ণবেরই সেবা করা বদ্ধজীব-মাত্রেরই কর্ত্তব্য। বস্তুতঃপক্ষে শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবাতেই নিত্যমঙ্গল নিহিত।

"বৈষ্ণব-হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন,—মম বৈষ্ণব পরাণ॥"

এবম্বিধ বৈষ্ণবের প্রাণধন যে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে বৈষ্ণবসেবা দ্বারা লাভ করা যায়। কিন্তু আমার ভাগ্য অতিশয় মন্দ বলিয়া বৈষ্ণবের সেবাকেই একমাত্র

জীবনের ধ্রুবতারা করিতে পারিলাম না। বৈষ্ণবের সেবা করা ত' দূরের কথা, বৈষ্ণবের আসনে উপবেশন করতঃ নিজেকে বৈষ্ণব বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য হৃদয়ে কামনার উদয় হইল। তখন বৈষ্ণবের বাহিরের বেশভূষায় নিজেকে ভূষিত করিলাম এবং মনে করিতে লাগিলাম—এখন আমি একজন পরম বৈষ্ণব! তাই বিশ্ববাসিগণকে সেবকজ্ঞানে তাঁহাদের নিকট সেবা গ্রহণ করিবার জন্য আমার পিপাসা হইতে লাগিল; আমি তাহা নিবারণার্থ প্রভু সাজিয়া বসিলাম! আমার বৈষ্ণব সাজিবার জন্য এত উৎসাহ কেন, তাহা একটু ধীর চিত্তে বিচার করিলে দেখিতে পাই—প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী আমার হৃদয়াভ্যন্তরে গুপ্তভাবে লুকাইত। তাহার জন্যই আমার এই বৈষ্ণবের বেশ এবং লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য মহাভাগবতের অনুকরণে আমার কপট ভাবকেলি। এতৎপ্রসঙ্গে একটী আখ্যায়িকা আলোচনা করিলে অতি স্পষ্টভাবে আমার কপট বৈষ্ণবতা ধরা পড়িয়া যায়। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কোন এক ডঙ্কের মুখে কালীয়-দমনকারী শ্রীকৃষ্ণের গুণগান শ্রবণ করতঃ কৃষ্ণভাবে বিভাবিত হইয়া 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মহাপুরুষের এই প্রকার অদ্ভুত ভাব দর্শন করিয়া ডঙ্ক তাঁহার চরণের ধূলি পুনঃ পুনঃ মস্তকে ধারণ করিতে লাগিলেন এবং সমাগত দর্শকবৃন্দও ডঙ্কের অনুসরণে তাঁহার পদধূলি শিরে ধারণ করতঃ নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিলেন। হরিদাস ঠাকুরের এই সম্মান দর্শন করিয়া, দর্শকগণের মধ্যস্থিত একটী কপট বিপ্র ঈর্ষান্বিত হইলেন; তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—লোকগুলি কি-প্রকার অবোধ, একটী বাজে লোকের এই প্রকার ক্রন্দন শুনিয়া তাহার প্রতি এত সম্মান প্রদর্শন করিতেছে? আমিও যদি ঐ প্রকার ভাব প্রদর্শন করতঃ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িতে পারি, তাহা হইলে আমিও উহাদের নিকট হইতে যথেষ্ট সম্মান পাইব। ঐ বিপ্রব্রুব এই মনে করিয়া তদনুযায়ী ভাব প্রকাশপূর্ব্বক ভূমিতে মূর্চ্ছিতের ন্যায় পতিত হইল। পতিত হইবামাত্রই ঐ ডঙ্ক ঢঙ্গবিপ্রকে অতিরিক্ত পরিমাণে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। উপযুক্ত পুরস্কার পাইয়া ঐ ঢঙ্গবিপ্র 'বাপ, বাপ' বলিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

কপট বৈষ্ণবব্রুব আমাকে সাবধান করিবার জন্য মহাজন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভু বলিতেছেন—

প্রতিষ্ঠাশা-ধৃষ্টা শ্বপচ-রমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধুঃ প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্মনু মনঃ।
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভু-দয়িতসামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ ॥ (মনশিক্ষা—৭)

কপটতা হইলে দূর, প্রবেশে প্রেমের পূর,
জীবের হৃদয় ধন্য করে।
অতএব বহু যত্নে, আনিবারে প্রেমরত্নে,
কাপট্য রাখহ অতি দূরে ॥
শুন মন, নিগূঢ় বচন।
প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টাধম, চণ্ডালিনী হৃদে মম,
যতকাল করিবে নর্ত্তন ॥
কাপট্য তদুপপতি, না ছাড়িবে মম মতি,
শ্বপচিনী যাহে হয় দূর।
তদর্থে যতন করি', প্রভু-প্রেষ্ঠপদ ধরি'
সেবা তুমি করহ প্রচুর ॥
তেঁহ প্রভু-সেনাপতি, বিক্রম করিয়া অতি,
শ্বপচিনী-সঙ্গ ছাড়াইয়া।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধনে, দিবে কবে অকিঞ্চনে,
বলে বিনোদদাস কাঁদিয়া ॥

জড়-প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী আমার হৃদয়ে অবস্থান করতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেমধন হইতে বঞ্চিত করিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য কাঙ্গাল করিয়া তোলে। তখন আমি প্রতিষ্ঠা-লাভের উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকি। আমাকে অন্যে মস্তবড় বৈষ্ণব বলিয়া সম্মান করুক, এবম্বিধ বহু প্রকারের সম্মান-লাভেচ্ছায় উপদেশকের আসনে উপবিষ্ট হইয়া সকলকে শিক্ষাদান করিবার বৃত্তি জাগিয়া উঠে; তখন পরোপদেশে পণ্ডিত সাজিয়া বসি, কিন্তু যে বিষয়গুলি অপরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমি উপদেষ্টা সাজিয়াছি, সেগুলি আমি নিজে পালন করি কৈ? তাই বলি, অন্ধকে পথ দেখাইবার জন্য আমার অত্যন্ত উৎসাহ!

—শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে বিরহ-স্মৃতি

——:::(*):::——

শ্রীব্যাসপূজায় কৃপা-প্রার্থনা

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের (মঃ ২২।২৫), এই বাক্যের প্রতিধ্বনিস্বরূপ দেখিতে পাই—"শ্রীব্যাসপূজাই যুগপৎ গুরু ও কৃষ্ণসেবা" (গৌঃ ৪র্থ বর্ষ, ৫৯০ পৃঃ)। সুতরাং পরমপূজ্য জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিতেই ব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধি গৌড়ীয় আচার্য্যগণের উপদেশ অনুসারে জানিতে পারা যায়। এই ব্যাসপূজা উপলক্ষে গুরুদেবের অঙ্গস্বরূপ পারমার্থিক পত্রিকার সেবার জন্য আদিষ্ট হওয়ায় নিজের নিতান্ত অযোগ্যতার বিষয় সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া বিপদ গণিতেছি। মাননীয় গুরুদাসগণই এরূপস্থলে বিপদুদ্ধারণ বান্ধব। গুরুদাসগণের আনুগত্য করাই গুরুসেবার পরাকাষ্ঠা। গুরুদাসগণের সকলের পাদপদ্মে আমার নিষ্কপট সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের প্রতি সতীর্থ-ভ্রাতৃবোধে **'সখ্য'** আচরণ করিয়া যে ভ্রাতৃবিরোধের আবাহন করিয়াছি, শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর হইতেই তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া নিজ জীবনকে ধিক্কার দিতেছি।। ব্যাস-পূজার পূজারী গুরুদাসগণ! আপনারা আমার প্রতি কৃপা-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া—আমার অযোগ্যতা দেখিয়া উপেক্ষা না করিয়া গুরুগৌরাঙ্গ-গুণগানরূপ **'দাস্যে'** নিযুক্ত করুন, ইহাই আপনাদের পাদপদ্মে কাতর প্রার্থনা।

গুরুদেবের স্বরূপ

ব্যাস ও বৈয়াসকির আনুগত্যে গুরুদাসগণ শাস্ত্রের "গৌরজন-সঙ্গ কর গৌরাঙ্গ বলিয়া", "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" প্রভৃতি বাক্যদ্বারা আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সম্বন্ধে "সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈঃ" জানাইলেও "কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য" ইত্যাদি জ্ঞান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামিও "গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে" বলিয়া জানাইয়া "গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥"—উপদেশ করিয়াছেন। মহাজনগণের ও শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত অনুসারে গুরুদেব ভগবৎ-স্বরূপেই প্রমাণিত হইতেছেন। এবম্প্রকার

শ্রীগুরুদেবের দাসগণকে তদভিন্নজ্ঞানে শিক্ষাগুরু বলিয়াই মনে হইতেছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী—"শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।"—কীর্ত্তন করিয়াছেন। গুরুর নিত্য সেবকগণ! আপনাদের ভৌম-জগতে অবতরণ কেবল মাদৃশ পাপ-পঙ্কিলে পতিত নরাধমকে উদ্ধার করিবার জন্য। আপনাদের অতিমর্ত্ত্যবাণী হইতে শ্রীগুরুদেবের অতিমর্ত্ত্যতার কথা শ্রবণ করিয়াও তাহাতে আমার মর্ত্ত্য-বুদ্ধির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই; বিবর্ত্ত বা অসূয়াই তাহার মূল-কারণ।

বাণী-কীর্ত্তনই প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট

'বাণী' কেবলমাত্র 'কর্ণ'-নামক একটী ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বলিয়া অন্য ইন্দ্রিয়-চতুষ্টয় এ-ক্ষেত্রে হীনবীর্য্য। অতীন্দ্রিয় বস্তুতে ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ সম্ভবপর নহে। ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ যতদূর হ্রাস হইবে, ততদূরই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। সেই জন্যই শ্রবণ-কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা। আপনাদের শ্রীমুখ-বিগলিত অপ্রাকৃত বাণী-কীর্ত্তন শ্রবণ (?) করিয়াও যখন গুরুদেবের প্রতি মর্ত্ত্য-বুদ্ধি নষ্ট হয় নাই, তখন অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ক্রিয়াশীলা ভক্তির অন্য অনুষ্ঠানসমূহ আমার নিকট নিষ্ক্রিয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বর্ত্তমানযুগে যে-কোন ভক্ত্যঙ্গই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, তাহা কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তি সহযোগেই করা প্রয়োজন। এবং শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য ভক্ত্যঙ্গ থাকিলেও তাহা কীর্ত্তন ব্যতীত সুফলপ্রদ নহে। তাই আপনাদের অপার করুণায় একমাত্র কীর্ত্তনকেই নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। **শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি প্রচারাখ্যা ভক্তিই শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট 'ভাগবত-মত' এবং মঠ-মন্দির নির্ম্মাণ, শ্রীবিগ্রহ-সেবাদি-পরিচালন প্রভৃতি অর্চ্চনাখ্যা ভক্তিই 'পাঞ্চরাত্রিক মত'।** ভাগবত-প্রচারই শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবের অন্তরুদ্দেশ্য (Ontological aspect) বলিয়া আপনারা আমাকে জানাইয়াছেন। **কীর্ত্তনই কীর্ত্তনের ফল। কীর্ত্তনই সেবা—কীর্ত্তনই প্রেম।** শ্রীল জীবপাদ ক্রমসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেনৈব ইত্যুত্তম্।" শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং বলিয়াছেন—"পাঞ্চরাত্রিক Process (প্রণালী) অনুসারে Representative (প্রতিনিধি) থাকেন থাকুন, মন্দির করা হউক, ঠাকুর থাকুন; কিন্তু better class—higher class যাঁহারা, তাঁহাদের প্রচার-কার্য্য। বৈকুণ্ঠনামের সর্ব্বত্র প্রচারই মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট। * * * * * আমাদের প্রচার-প্রণালী এইরূপ

হউক্—প্রচুর পরিমাণে Pamphlet করা হউক, মঠ-মন্দির না হয় না-ই হইল।" তিনি তাঁহার শেষ বক্তৃতাতেও আমাদিগকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া জানাইয়াছেন—"আমরা কিছু জগতে কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই, আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর পিয়ন মাত্র।" যে-কোনও একাঙ্গ সাধন কিম্বা বহু অঙ্গ সাধন লোকে স্বতন্ত্রভাবে করে করুক্; কিন্তু আমরা একমাত্র কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই প্রভুপাদের অনুজ্ঞা অনুসারে পালন করিব।

বাণী-শ্রবণের কর্ণ প্রস্তুত প্রয়োজন

শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি মনুষ্য-বুদ্ধি থাকার দরুণ তাঁহার কোন কথাই আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। তাই তিনি প্রায়ই বলিতেন,—"আগে কাণ তৈয়ারী হউক্, পরে ভাগবত-সিদ্ধান্ত-শ্রবণের যোগ্যতা হইবে।" কথাটা এখন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। তাঁহার নিকট (১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত) প্রায় অষ্টাদশ-বর্ষকাল থাকিয়াও তাঁহার "শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ"; "অনুসরণ ও অনুকরণ" "আসল ও নকল", "Ontology ও Morphology", "পারমার্থিক ও ব্যবহারিক" প্রভৃতি এবং গৌড়ীয়ের "বপু ও বাণী" আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই বা তাহার পার্থক্য উপলব্ধি হয় নাই। তাই গুরুদাসগণের নিকট প্রার্থনা—তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে আমার কাণ প্রস্তুত করিয়া দিন। কাণ প্রস্তুত না হইলে "উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।" —এই বাক্যের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িব।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত দেহ

আমার দুর্দ্দৈববশতঃ শ্রীল প্রভুপাদের দেহকে অপ্রাকৃত চিদানন্দময় নিত্য-বিগ্রহরূপে দর্শন করিবার যোগ্যতা আমার কখনও হয় নাই; যদিও আপনারা উহা আমাকে পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রতি আমার এ-প্রকার প্রাকৃত-বুদ্ধি দেখিয়া সহাস্যে মাঝে মাঝে অসুস্থতার অভিনয় করিতেন। আমি দুর্ব্বুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া আমার প্রাকৃত হস্ত-পদাদি লইয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গ-সেবার জন্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে গেলেই তিনি স্বতন্ত্রভাবে থাকিয়া তাঁহার মায়া-দেহটী অগ্রসর করিয়া দিয়া আমার আসুরিক প্রবৃত্তিকে মুগ্ধ করিতেন। বস্তুতঃ তাঁহার চিন্ময় দেহে কোনপ্রকার ব্যাধি-বিকার ছিল না। আমি তখন তাহা কিছুমাত্র বুঝিতে পারি নাই। আমার ন্যায় যথাসর্ব্বস্ব কামী, যোগী রাবণের পক্ষে মায়াসীতা স্পর্শ ব্যতীত চিচ্ছক্তি-স্বরূপিণী রামাঙ্কলক্ষ্মী সীতাদেবীকে স্পর্শ করিবার যোগ্যতা কোথায়? আমি শঙ্করের জীবন সম্বন্ধেও এই প্রকার লীলার কথা শ্রবণ করিয়াছি। শঙ্কর যখন মণ্ডন-মিশ্রের স্ত্রী 'উভয়ভারতী'র নিকট বিচারে পরাস্ত হন, তখন তিনি

তাঁহার শরীর পদ্মপাদের নিকট এক পর্ব্বতগুহায় রক্ষা করিয়া জনৈক রাজার মৃত শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাই শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য সম্বন্ধে কিছুই উপলব্ধি করিতে না পারায়, তাঁহার নিকট হইতে কপট-কৃপা লাভ করিয়া চিরদিনই বঞ্চিত হইয়াছি। ইহা তাঁহার চেতনময়ী বাণীতে কর্ণপাত না করার ফল। ইহাই আমার চরম দুর্ভাগ্য।

আচার্য্যের নির্য্যাণ-লীলা

শ্রীল প্রভুপাদ যখন দেখিতে পাইলেন—তাঁহার সেবকাভিমানী এহেন দুর্জ্জন দম্ভে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল, প্রতি পদে প্রতি মুহূর্ত্তে আমার চিত্ত ক্রমশঃ তাঁহার সহিত সমজ্ঞান করিতে করিতে তাঁহারই আসন গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল, তখনই মাদৃশ নিত্যবদ্ধ প্রস্তরতুল্য কঠিন, অভ্রের ন্যায় অদাহ্য, অগ্নিতুল্য শুষ্ক চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট পাপিষ্ঠকে শিক্ষা দিবার জন্য বজ্রাপেক্ষা কঠিন, অগ্নি অপেক্ষাও দহনশক্তি-বিশিষ্ট আকস্মিক এক মহা নিদারুণ লীলা আবিষ্কার করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার লীলা-সংগোপনের অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহার আবির্ভাব-ক্ষেত্র শ্রীপুরীধামে চটকপর্ব্বতে পুরুষোত্তম মঠে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি আমার বিমুখতা দেখিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন,—"আমার কথা আর কেহ বুঝিতেছে না, কেহ গ্রহণ করিতেছে না। সুতরাং **এ-জগতে থাকা আর প্রয়োজন নাই—চলিয়া যাওয়াই ভাল।**" তখন তাঁহার করুণার কথা বুঝিতে না পারিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। আমার দুর্ভাগ্য, তাই তিনি ১৩৪৩ সালের ১৬ই পৌষ বৃহস্পতিবার নিশান্তে হটাৎ বজ্রাঘাত করিলেন। তিনি আমাকে অহং-গ্রহোপাসক ও ভোগী দেখিয়া "বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরস" শিক্ষা দিবার জন্য 'সন্ন্যাস-বেশ' গ্রহণ করিতে বহুবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তখন তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। তাই তিনি আমার দৈহিক ও দেহে আত্মবুদ্ধি-বিনাশপর বৈরাগ্য শিক্ষার জন্যই নির্য্যাণ-লীলা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার স্বকৃত সিদ্ধান্তরত্নাখ্য ভাষ্যপীঠকের প্রথমপাদের শেষে ভাগবতের ঋষভদেবের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ বিচারকালে "সাম্পরায়বিধিরপি প্রাতীতিক্যেব তাবতৈব তদাবেশপরিক্ষয়াৎ" বাক্যের টিপ্পনীতে লিখিয়াছেন,—"সাম্পরায়বিধির্দেহত্যাগপ্রকারঃ। তাবতৈবেতি। প্রাতীতিকেন তাদৃশানাং দেহত্যাগেন শুশ্রূষূণাং (শিষ্যাণাং) নৃণাং দেহাবেশত্যাগাদিত্যর্থঃ।" অর্থাৎ ঋষভদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ হইলেও তিনি পারমহংস্য-ধর্ম্মানুকরণ করেন।

তাহাতে তাঁহার দেহত্যাগাদি লীলা—তাঁহার শিষ্য বা সেবকগণের দেহাসক্তি ত্যাগ করাইবার জন্যই জানিতে হইবে।

নির্য্যাণে প্রবোধ-বাক্য

গুরুপ্রেষ্ঠগণ আমাকে প্রবোধ দিবার জন্য শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধের একত্রিংশৎ অধ্যায়ে শ্রীহরির নির্য্যাণ-প্রসঙ্গে ব্যাসসুনু শ্রীশুকদেবের উক্তিসমূহ জানাইয়াছেন— "রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা,

মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য।" (ভাঃ ১১।৩১।১১)

আচার্য্যদেবের চিদানন্দময় নিত্যদেহ নট-পুরুষের ন্যায় স্বরূপতঃ অবিকৃত থাকিয়াই জাগতিক রঙ্গমঞ্চে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জন্ম-মরণাদির অভিনয় করিয়াছেন। সাধারণ জীবের জন্ম-মরণাদি দুঃখময়, কিন্তু অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যের চিন্ময় বিগ্রহের আবির্ভাব-তিরোভাবাদি সুখময়। ঐন্দ্রজালিক দর্শকবৃন্দের (বিস্ময় উৎপাদনের জন্য তাহাদের) সমক্ষেই একটী লোককে অস্ত্রদ্বারা আঘাত করিয়া হত্যা করিতে দেখা গেলেও তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা মনে করিয়া বিজ্ঞগণ তাহার জন্য অনুতাপ ভোগ করেন না। কিন্তু অজ্ঞ বালকগণ তাহা দেখিয়া ক্রন্দন করিয়া থাকে। আচার্য্যের এই নিদারুণ অপ্রকট-লীলা সে-প্রকার হইলেও আমার ন্যায় অজ্ঞ তাহাতে অবিশ্বাস করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে নাই। তাই তাঁহার এই লীলা সুখময়ী হইলেও আমার নিকট অতীব দুঃখময়ী হৃদয় বিদারক বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। গুরুদাসগণ ইহাতে বিরহানুতপ্ত হইলেও আমার তাহাতে শূদ্রের ন্যায় শোকই হইতেছে। আপনাদের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, বিচ্ছেদ বা বিরহ সেবা-সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত করে এবং উদ্দীপনের বস্তুসকল নয়নপথে আসিলেই উত্তরোত্তর সেবার প্রতি আসক্তি দৃঢ়তর হয়। তাহাতে সেব্যের আনন্দের প্রচুর পরাকাষ্ঠাই লক্ষ্য করা যায়। আর শোকে বদ্ধজীব অভিভূত হইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়ে—শক্তি-সামর্থ্য লোপ পায়—কাতর হইয়া পড়ে এবং সেবার (?) অভাব-হেতু তাহার আনন্দবর্দ্ধনরূপ কোন ক্রিয়াই দৃষ্ট হয় না। তাই আমি অজ্ঞ মূঢ়ের ন্যায়—শূদ্রের মত শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। আমার কোনরূপ উৎসাহ হইতেছে না। "হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং" আমার পক্ষে দুরূহ হইয়া পড়িল।

আচার্য্যের ভক্ত-বাৎসল্য

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিতে তাঁহার তিরোভাবের কথাই সর্ব্বদা মনে উঠিতেছে। তাই হরিষে বিষাদ গণিতেছি। মঙ্গলময় শ্রীল প্রভুপাদ আমার এইপ্রকার দুরবস্থা দর্শন করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিবার জন্যই প্রতিবৎসর

বিরহ-তিথি অতিক্রম করিয়াই পুনঃ প্রকট-তিথি প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহার প্রেষ্ঠগণের ভিতর দিয়াই তাঁহার পুনর্দ্দর্শন লাভ করিবার আশায় আপনাদের পাদপদ্মে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। মিলন না হইলে হৃদয়ের তীব্র যাতনার অবসান হয় না। তাই শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণকে কৃপা করিয়া তাঁহাদের বিরহ-কাতরতায় সান্ত্বনা দিবার জন্যই অপ্রকট কালের অনতিকাল পরেই প্রকট-লীলা প্রদর্শন করিলেন। ইহা তাঁহার যে কতবড় দয়া ও ভক্ত-বাৎসল্যের পরিচয়, তাহা ভাষা বর্ণনা করিতে অক্ষম।

আচার্য্যের শ্রীধামে আগমন

আমাদের মধ্যে বাণীর অনাদর আশঙ্কা করিয়া অভিমানভরে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিত্যপ্রিয় রাধাকুণ্ড-তীরে চলিয়া আসিবার মানসে গভীর তূষ্ণীম্-ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। বিষ্ণুদূত বৈষ্ণবগণ তাঁহার অন্তরুদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়া বহুপ্রকোষ্ঠ-সমান্বিত একটী বিশিষ্ট সুসজ্জিত রথে* আরোহণ করাইয়াছিলেন। প্রভুপাদ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও সুন্দর প্রকোষ্ঠে তাঁহার প্রিয় সেবকগণসহ প্রবেশ করিলে অন্যান্য সেবকগণও তাঁহার অনুগমনে যথাযোগ্য কক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন।

ভূলোকাগত গোলোক-রথ শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীল প্রভুপাদকে পাইয়া অতিদ্রুতবেগে অনিমেষে নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে শ্রীকৃষ্ণধামে† আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। পথে কেবলমাত্র 'বিদ্যা-বেদনের' রণক্ষেত্রে‡ সারথি রথের গতি সঙ্গোপন করিলে লব্ধ-বেদনজ্ঞান আচার্য্যপাদের বাল্যলীলার আদি জ্ঞানোন্মেষলীলাক্ষেত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া বাধ্ব-ঋষির ন্যায় নিঃশব্দে আমাকে অনেক কথা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু আমার অজ্ঞানতাশবতঃ তখন আমি তাহার কিছুই বুঝিতে না পারিলেও 'অপ্রাকৃত বাণী-বিগ্রহের বাণী প্রাকৃত কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করিবার চেষ্টা বৃথা'—তাহা সম্পূর্ণরূপেই উপলব্ধি করিয়াছিলাম। শ্রীবাণী-বিগ্রহ শ্রীল সরস্বতীপ্রভু কৃষ্ণধাম হইতে তদভিন্ন গৌরধামে শ্রীস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীধামমায়াপুরে চন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠে আচার্য্য-প্রকটিত শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে আসিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারই নিকটে কুণ্ডতীরে সেবাকুণ্ডে এ অধমের

---

*Special Trainএ। †কৃষ্ণনগরে। ‡রাণাঘাটে

সংগৃহীত বিবিধ পুষ্পমাল্য-চন্দনাদি উপায়ন-সমভিব্যাহারে হতভাগ্যের দ্বারা লাবণ্যযুক্ত হইয়া শ্রীরাধামদনমোহনের প্রেষ্ঠরূপে সমাধিস্থ হইলেন। এবং আমাকে তাঁহার আনুগত্যে যুগল-সেবা করার অধিকার দিবার জন্য নিত্যকাল তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এক্ষণে গুরুদাসগণের নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা কৃপা করিয়া যেন গুরু-পাদপদ্ম-মনোঽভীষ্ট-সেবার কিঞ্চিন্মাত্রও যোগ্যতা আমায় প্রদান করেন।

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে॥
নমস্তে গৌরবাণী শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥

ভক্তিকথা

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব প্রয়াগতীর্থে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুকে যখন ভক্তিকথা বা ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেইসময়ে তিনি স্থাবর-জঙ্গম নির্ব্বিশেষে জীব-চৈতন্যের বিচার করিয়াছিলেন। নয়লক্ষ প্রকার জলজন্তু, কুড়িলক্ষ রকমের বৃক্ষাদি জীব, এগার লক্ষ রকমের ক্রিমি-কীট, দশলক্ষ রকমের পক্ষীজাতি, ত্রিশলক্ষ রকমের পশুজাতি এবং চারিলক্ষ রকমের মনুষ্যজাতি—মোট সর্ব্বসমেত চৌরাশী লক্ষ রকমের জীব-নিচয়ের মধ্যে মনুষ্য-জাতিই অল্প সংখ্যক। সেই অল্প সংখ্যক মনুষ্য জাতির আবার বিশ্লেষণ করিলে অসভ্য, অর্দ্ধ সভ্য এবং সভ্য—এই তিন প্রকার মনুষ্যের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। তাহার মধ্যে সভ্য-জাতি বলিয়া পরিচিত বহু মনুষ্যই সকল প্রকার নিয়মানুষ্ঠান বাদ দিয়া জীবনে তথাকথিত স্ফূর্ত্তি করিবার উদ্দেশ্যে প্রায় অসভ্য জাতিরই, তবে কেবল মাত্র উচ্ছৃঙ্খলতারই পরিবেশনকারী। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ইন্দ্রিয়গুলির সেবা এবং তাহাদিগকে তোয়াজ করিয়া বেশ কার্য্যক্ষম রাখাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। এমনকি, অশীতি বর্ষের বৃদ্ধও নিজ ইন্দ্রিয়গুলি সতেজ রাখিবার জন্য আধুনিক চিকিৎসানুসারে বাঁদরের শিরাবিশেষকে নিজ শরীরে নিয়োগ করিয়া পুনর্যৌবন ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রকার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকারী মনুষ্য-সমাজ জানে না যে, ইন্দ্রিয় অপেক্ষাও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ মন, মন অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি এবং এই বুদ্ধির পশ্চাতে যে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ শুদ্ধ

অহঙ্কার আছে, তাহাই আত্মার আবরণ। সেই প্রকার আত্মার অনুসন্ধান করিতে হইলে, কেবল উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকারী ব্যক্তিগণ চিরদিনই পশ্চাতে থাকিবেন। কেবল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকারী ব্যক্তিগণ পশুজাতির মধ্যেই গণ্য—কারণ মনুষ্য-জাতির ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি ব্যতীত আরও অনেক বেশী গুরুতর কার্য্য আছে যাহার জন্য সে সকল জাতিরই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। তজ্জন্য কিছু কিছু লোক জীবনের গুরুত্ব বুঝিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় না দিয়া মহাজনগণের প্রদর্শিত নিয়মানুসারে জীবন যাপন করিয়া জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য-সাধনে ব্রতী হন। হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খ্রীষ্টিয়ান ইত্যাদি যাঁহারা যতদূর ভগবদ্-বিশ্বাসী, সকলেই দেশ, কাল, পাত্র-বিশেষে নিজ নিজ নিয়ম পালন করেন। সেই সকল নিয়ম পালনকারী ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; মহাবীর অর্জ্জুন মহাশয়ের সম্মুখে বলিয়াছিলেন যে,—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ (গীঃ ৭।৩)

জীব-চৈতন্য অনাদি কাল হইতে বহু ইতর-যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে ক্রমবিকাশ-পন্থায় বহু জন্মের পর এবং বহু ভাগ্যে এই মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যেতর কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষীর শরীরে জীব-চৈতন্য অত্যন্ত আচ্ছাদিত থাকে বলিয়া তাহাদের ইন্দ্রিয়-ধর্ম্মই প্রবল। মনুষ্য-জীবনেও কতকগুলি ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম হইতে কিছু বিরত থাকিয়া জগতে মহাপুরুষ, যোগী, জ্ঞানী দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বলিয়া পরিচিত হইয়া ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ যে মন, সেই মনোধর্ম্মে বা তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি-ধর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন। বুদ্ধি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যে জীব-চৈতন্য, সেই চৈতন্য-ধর্ম্মে নিযুক্ত থাকার নামই চেতনধর্ম্ম বা সনাতন-ধর্ম্ম বা জৈবধর্ম্ম।

চেতনধর্ম্ম ব্যতীত ছল-ধর্ম্ম বা অন্য তদনুরূপ যে-সকল ধর্ম্ম আছে, তাহাতে পশু-ধর্ম্মে প্রাথমিক প্রয়োজন আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি কার্য্যই তর-তম হিসাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মনুষ্যেতর জীবের চেতন-ধর্ম্মের বিকাশের আদৌ সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মনুষ্য-জীবনে সেই চেতন-ধর্ম্মের বিকাশের সম্ভাবনা আছে বলিয়াই সহস্র সহস্র ব্যক্তির মধ্যে কেহ কেহ সেই সিদ্ধিলাভ করিবার চেষ্টা করেন। মনুষ্য-জীবনেই আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি—"কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়?" (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০২)

মনুষ্য-জীবনেই একটা নিত্য সুখের অনুসন্ধান আরম্ভ হয় এবং সেই শরীরেই

উপলব্ধি হয় যে—আমি দুঃখ চাহি না, অথচ আমার স্কন্ধের উপর দুঃখ আসিয়া চাপে, আমি মৃত্যু চাহি না, অথচ আমাকে মৃত্যু জোর করিয়া লইয়া যায়, আমি জরা চাহি না, অথচ যৌবনের পরেই জরা আসিয়া আমাকে বৃদ্ধ করিয়া দেয়; আমি রোগ-শোক হইতে মুক্ত থাকিতে চেষ্টা করিলেও তাহারা আমাকে ছাড়িয়া দেয় না। অধিকাংশ বোকা লোকই এই সকল দুঃখ-দৈন্য থাকা সত্ত্বেও মনুষ্য-জীবনকে সুখের করিবার বহু চেষ্টা করে। কিন্তু যাঁহারা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহারা স্থিরভাবে চিন্তা করেন—কি-ভাবে এই সকল দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে এবং তাহার কোন প্রকৃষ্ট উপায় আছে কি না?। এই প্রকার সত্যানুসন্ধান প্রবল হইলেই 'ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা' উপস্থিত হয় এবং সেইসকল ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণই সিদ্ধিলাভের পথিক। যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী, তাঁহারাই পূর্ব্ব পূর্ব্ব সুকৃতিবলে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া সর্ব্বদাই জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধির দুঃখকে সম্মুখে রাখিয়া কার্য্য করেন।

সেই সকল দূরদর্শী সিদ্ধিকামী ব্যক্তিগণের মধ্যে নিম্নস্তরের লোক কর্ম্মী। এই কর্ম্মি-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ ভোগী, ইন্দ্রিয়ধর্ম্মী। তাহাদের অপেক্ষা আরও কিছু উচ্চস্তরে অবস্থিত—যাঁহারা শরীর বা ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনকে আশ্রয় করিয়া জ্ঞানি-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দেন। তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করেন, তাঁহারা যোগী-সম্প্রদায় বা তৃতীয় পর্য্যায়-ভুক্ত সিদ্ধিকামী। ইঁহাদিগকে অশান্ত ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সকল ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা জড়াভিমান ত্যাগ করিয়া মুক্ত হইয়াছেন এবং শরীর, মন, বুদ্ধি ও জড়াহঙ্কার ত্যাগ করিয়া আত্ম-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারাই মাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বতঃ বুঝিতে বা জানিতে পারেন। এবং সেইসকল কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্‌গণ যে-কোন অবস্থায় থাকুন না কেন, তাঁহারাই জগদ্‌গুরু।

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১২৭)

সুতরাং সাধারণ কর্ম্মি-সম্প্রদায় এবং জ্ঞানি-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ কৃষ্ণ-তত্ত্ব বুঝেন না, ভক্তিতত্ত্ব বা ভক্তি-কথাও বুঝেন না। এইসকল মূঢ় কর্ম্মি-সম্প্রদায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মনুষ্য ভাবিয়া অবজ্ঞাবশতঃ গীতার কদর্থ করিয়া থাকেন।

কলিকালে হতজ্ঞান মনুষ্যগণ সকল বিষয়েই দীন-দরিদ্র হইয়া পশু-জীবনের

যে প্রাথমিক আবশ্যক—আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুন তাহাতেই সকল সময় নষ্ট করিয়া, মুক্তাবস্থায় কৃষ্ণতত্ত্ব জানা ত' দূরের কথা সম্যক্‌ভাবে কর্ম্ম-জ্ঞান-চর্চ্চার সময় পায় না। শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্ম-জ্ঞান দ্বারা যে চিত্তশুদ্ধির ব্যবস্থা আছে, তদ্দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝিবার কিছু কিছু শক্তি লাভ হয়। জ্ঞানের শেষকথা—ব্রহ্মভূত অবস্থা প্রাপ্তি হইলে তাহার পর কৃষ্ণভক্তি লাভের অবস্থা পরিবর্দ্ধিত হয়। সেইপ্রকার ব্রহ্মভূত অবস্থা লাভের সুযোগ কলিহত জীবের মোটেই নাই বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিজতত্ত্ব সরসারি ভগবদ্‌গীতায় বলিয়াছিলেন। দুর্ভাগা ব্যক্তিগণ তাহাতেও ভুল করিবে বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই ভক্তরূপে, প্রেমের অবতার পরমদয়াল গৌরহরি-রূপে জীবকে গীতার কথা আদর্শরূপে বুঝাইয়া দিলেন। ভগবদ্‌গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'আমিই সব', আর সেই কথাই শৃগাল-বাসুদেব-জাতীয় ব্যক্তিগণ কদর্থ করিবে বলিয়া তিনি শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর মূর্ত্তিতে বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণই সব"। দুই কথার মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই। লক্ষ্য বস্তু একই। সাধারণ ভাষায় বলিয়া থাকি 'বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা'। আমরা কলিহত জীবগণ সেই প্রকার বাঁদরের মত আমাদিগকে কৃপা করিয়া ব্রহ্মার দুর্লভ বস্তু কৃষ্ণতত্ত্ব—ভক্তিতত্ত্ব অতি সহজে বিলান হইয়াছে বলিয়া আমরা ভক্তি-তত্ত্বেরও যথেষ্ট কদর্থ করিয়াছি। ইহাও আমাদের দুর্ভাগ্যের পরিচয়। যে নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ করিয়া আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দুইবার চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে সেই আত্মধর্ম্মের কথা আবার ইন্দ্রিয়-ধর্ম্মে পরিণত করিয়াছি।

অল্পবুদ্ধি শিশুর নিকট যেমন একটি রঙ্গিন কাচের পুতুল, আর একটী স্বচ্ছ হীরকখণ্ড উপস্থাপিত করিলে শিশু যেমন হীরকখণ্ড বাদ দিয়া কাচের পুতুলটিই গ্রহণ করে, সেইরূপ কলিহত অল্পবুদ্ধি মনুষ্য-জাতি স্বচ্ছ-হীরকখণ্ড যে ভক্তি-কথা বা শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকে হতাদর করিয়া রঙ্গিন কাচখণ্ড যে 'কর্ম্ম' আর 'শুষ্ক-জ্ঞান' তাহাই গ্রহণ করিয়াছে। অল্পবুদ্ধি শিশুগণ যেমন বুঝিতে পারে না যে, ঐ সচ্ছ হীরা-খণ্ডের মধ্যে শত-সহস্র রঙ্গিন পুতুল অনুস্যূত আছে, সেইপ্রকার অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বুঝে না যে, "কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়।"

যাঁহারা কৃষ্ণতত্ত্ব বা ভক্তিতত্ত্ব বুঝেন তাঁহাদের কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, দান, তপ, জপ, সকল তত্ত্বই স্বতঃই জানা হইয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে এই সম্পর্কে এইরূপ সিদ্ধান্ত আছে, যথা—

যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা। (ভাঃ ১১।২০।৩২-৩৩)

কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান, ধর্ম্ম বা অন্যান্য শ্রেয়ঃসাধন-সমূহ দ্বারা জগতে যাহা কিছু লব্ধ হয়, মদীয় ভক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা অনায়াসেই তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

নিরীশ্বর কপিল যে সাখ্য দর্শন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতে মহত্তত্ত্ব হইতে প্রাকৃতিক ভূমি, অপ্, অনল, বায়ু, আকাশ, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পানি, পায়ু, পাদ, উপস্থ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের বিচার করিয়াছিলেন। এবং এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হইতে অব্যক্ত আত্মাকে বুঝিতে না পারিয়া তিনি ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারেন নাই। কপিল সেইজন্য সাত্বত-সম্প্রদায়ের নিকট 'নিরীশ্বর কপিল' বলিয়া প্রসিদ্ধ। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত
সহঃ সম্পাদক ও সঙ্ঘপতি

শ্রীগুরুসেবা

প্রকৃত সদ্‌গুরু-সেবাই একমাত্র ভক্তি। গুরুসেবা ব্যতীত ভক্তি উৎপাত-স্বরূপ। শ্রীগুরুদেবের প্রকৃত সেবার ফল, আমি গত বৎসর কয়েকটী প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি; কৃষ্ণপ্রীতিই গুরুসেবার মুখ্যফল এবং ইহাতে অনুষঙ্গিক-ভাবে সংসার ক্ষয় অবশ্যই হইবে।

বহু বৎসর ধরিয়া শ্রীগুরুদেবের বহু সেবা করার ফলেও যদি শ্রীভগবানে প্রীতি ও আনুষঙ্গিকভাবে সংসার ক্ষয় না দেখা যায়, তাহা হইলে সেবার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু ভেজাল অর্থাৎ অন্যাভিলাষ আছে বুঝিতে হইবে। শুদ্ধ-সেবার ফল অবশ্যই দেখা যাইবে। ইহা কেবল গ্রন্থেই থাকিবে এরূপ নয়। শ্রীগুরুসেবা-প্রভাবে যদি আমার উত্তরোত্তর শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কথাতে রুচি না হইল, তাহা হইলে তাহা কিরূপে গুরুসেবা হইতে পারে। "গুর্ব্বাত্মদৈবত" হইয়া অর্থাৎ গুরুকে দেবতা—ঈশ্বর, আত্মা অর্থাৎ প্রীতির পাত্র

জানিয়া অমায়ায় গুরুসেবা করিলে 'আত্মাত্মদ' অর্থাৎ নিজেকে নিজে বিলিয়ে দেন এমন যে শ্রীহরি, তিনি তাহাতে তুষ্টি লাভ করেন। ভগবৎ-সুখানুসন্ধানের সহিত গুরুসেবা না করিলে শ্রীগুরুদেবও সুখলাভ করেন না। কারণ শ্রীভগবানের সুখ বাদ দিয়া শ্রীগুরুদেবের সুখ হয় না। স্নেহ সেবার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের হৃদয় জয় করা যায় এবং তাহার হৃদয়ে স্থান লাভ করা যায়। গুরুর হৃদয়ে স্থান লাভ, শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে স্থান লাভ—একই কথা। কারণ গুরুর হৃদয়ই শ্রীকৃষ্ণ। স্নিগ্ধ শিষ্য তাহার স্নেহসেবা-প্রভাবেই গুরুদেবের হৃদয়-সম্পত্তি লাভ করেন। শ্রীগুরুদেবের চিত্ত-বৃত্তির অনুসরণ করাই শ্রীগুরুসেবা। স্নেহসেবা দ্বারাই শ্রীগুরুদেবের হৃদয়ে প্রবেশ করা যায়। তখনই অনুসরণ সম্ভব হয়।

সেইজন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন,—

স্নেহ-সেবাপেক্ষা মাত্র শ্রীকৃষ্ণ কৃপার।
স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১০।১৩৯)

মহাভাগ্যবান্ জীবই স্নেহসেবা দ্বারা শ্রীগুরুদেবের প্রচুর সেবা লাভ করিয়া থাকেন। স্নিগ্ধ অর্থাৎ স্নেহশীল শিষ্যকেই শ্রীগুরুদেব পরম গোপ্য কথা ব্যক্ত করেন। গুরুদেবের হৃদয় জয় না করিতে পারিলে শ্রীভগবানকে বশীভূত করা অসম্ভব। স্নেহসেবার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের হৃদয় জয় করিয়া তাঁহার নিকট পরম রহস্যপূর্ণ ভগবৎ-বশীকরণ উপায় না জানিলে কেহই কপট-চূড়ামণি বাঁকা ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে পারে না। গুরুর নিকট বিশেষ সতর্কতার সহিত থাকিতে হয়, কারণ গুরুদেব যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে পরম সমর্থ শ্রীহরিও তাহা ক্ষমা করেন না। শ্রীহরি রুষ্ট হইলে কিন্তু গুরুদেব রক্ষা করেন।

"হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥"

সর্ব্বপ্রযত্ন অর্থাৎ বিশেষ যত্নের সহিত শ্রীগুরুদেবের সন্তোষ বিধান করিতে হয়। সাবধান না থাকিলে কৃষ্ণনামাবিষ্টমনা শ্রীগুরুদেবকে প্রসন্ন করা যায় না। হরিভজনে তৎপরতাই সাবধান। অনুক্ষণ সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনই হরিভজনে তৎপরতা। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর "সাবধান" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন,—

শ্রীগুরু-চরণ-পদ্ম, কেবল ভকতি-সদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে।

নিষ্কপট গুরুসেবকের কোথায়ও অসুবিধা হয় না। কারণ তিনি সর্ব্বদা সাবধান।

শ্রীগুরুর আজ্ঞানুসারে এবং তৎসেবার অবিরোধে অপর বৈষ্ণবগণের সেবন শ্রেয়স্কর হইয়া থাকে, অন্যথা দোষ হয়। যিনি প্রথমে "শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই অর্থাৎ উক্ত উপলক্ষণরহিত গুরুর আশ্রয় স্বীকার করিয়াছেন এবং মাৎসর্য্যাদি-বশতঃ তাদৃশ গুরুর নিকট হইতে মহাভাগবতগণের সৎকারাদি অনুমতি লাভ করেন নাই, তিনি প্রথমেই শাস্ত্র-মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া তাহার কথা বিচার করার কিছুই নাই। যেহেতু তাহার সম্বন্ধে উভয় সঙ্কটপাতই হইয়া থাকে। এতাদৃশ অভিপ্রায়ে শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে যে, "যিনি ন্যায়রহিত উপদেশ প্রদান করেন এবং যিনি তাহা অন্যায়ভাবে শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই চিরকালের জন্য ঘোর নরকে গমন করিয়া থাকেন।" অতএব তাদৃশ গুরুকে দূর হইতেই আরাধনা করিবে। আর যদি তিনি বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হন, তাহা হইলে—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥
(মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্ব ১৭৯।২৫)

"কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-অনভিজ্ঞ, উন্মার্গগামী এবং গর্ব্বিত গুরুরও পরিত্যাগ বিহিত হইয়া থাকে"—এই স্মৃতি-বাক্যানুসারে এবং তাহার বৈষ্ণব-ভাব-রাহিত্যবশতঃ "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ" অর্থাৎ অবৈষ্ণব-উপদিষ্ট মন্ত্রদ্বারা পুরুষ নরকগামী হয়।—ইত্যাদি বচনের বিষয়ত্ব-নিবন্ধন তাদৃশ গুরু পরিত্যাজ্যই হইয়া থাকেন।

শ্রীগুরুদেব যদি স্বল্প-বলবিশিষ্ট হন, তবে ততোঽধিক বলবিশিষ্ট মহাভাগবতের নিকট বিশেষ ভজন-রহস্য জানিয়া গ্রহণ করিলেও শ্রীগুরুদেবকে কখনও অবহেলা করা উচিত নয়। তিনি পূর্ব্ববৎই পূজ্য—ইহা জানা প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে শ্রীগুরুদেব যদি অপ্রকট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কি কর্ত্তব্য? ইহার উত্তরে পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামি প্রভু বলিয়াছেন—"শ্রীগুরুদেবের অবিদ্যমানে শ্রীগুরুবৎ সমবাসনাযুক্ত এবং নিজপ্রতি কৃপালুচিত্ত কোন মহাভাগবতের নিত্যসেবনই পরম শ্রেয়স্কর হইয়া থাকে।" মহাভাগবতের

উক্ত দুইটী বিশেষণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। নতুবা সম্যক্ ফল লাভ হয় না।

যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্‌গুণঃ।
স্বকুলোদ্ধ্যৈ ততো ধীমান্ স্বযূথ্যানেব সংশ্রয়েৎ॥ (হরিভক্ত-সুধোদয়)

যে ব্যক্তি যেরূপ গুণবিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গ করেন, তিনি স্পর্শমণি-সংস্পর্শে কাচ প্রভৃতি যেরূপ তদ্‌গুণ-বিশিষ্ট হয়, সেইরূপ উক্ত পুরুষের গুণ প্রাপ্ত হন। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজ সম্প্রদায়ের উত্তম পুরুষগণেরই সঙ্গ করিবেন। এজন্য সঙ্গ-বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকা প্রয়োজন।

শ্রীগুরুদেব নিত্য। গুরুসেবকও নিত্য। কি এ-জগতে, কি পরজগতে শ্রীগুরুদেবই একমাত্র নিত্যকালের পরম বন্ধু। গুরু ব্যতীত এজগতে বন্ধু বলিয়া আর কেহই নাই। শ্রীগুরুসেবকের কোন ভয় নাই, কোন চিন্তা নাই—গুরুসেবক পরম নিশ্চিন্ত। তাঁহার কুদর্শন, প্রাকৃত দর্শন বা জড় দর্শন নাই। কারণ গুরু-কৃপায় তাঁহার দিব্যচক্ষু লাভ হইয়াছে। আমরা অন্ধ, কারণ সকলের হৃদয়ে ভগবান্ আছেন এবং নিজের হৃদয়েও ভগবান্ আছেন—এ অনুভূতি আমাদের নাই। যেদিন শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাদ্বারা আমাদের চক্ষু খুলিয়া দিবেন, সেইদিনই সর্ব্বহৃদয়ে যে ইষ্টদেব আছেন তাহা দেখিতে পাইব, এবং নিজের হৃদয়েও ইষ্টদেব কি-ভাবে বিলাস করিতেছেন তাহা অনুভবের সৌভাগ্য লাভ করিব। তখন "সর্ব্বত্র কৃষ্ণের কৃপা করে ঝলমল। সে দেখিতে পায় যাঁর আঁখি নিরমল॥"—ইহা অনুভবের বিষয় হইবে। গুরুসেবকের দৃষ্টিতে ইষ্ট-দর্শন ব্যতীত অনিষ্ট দর্শন হয় নাই। তাঁহার দর্শন—ইষ্টদেবের বিলাস দর্শন—সুদর্শন; তাই গুরুসেবক পরম নির্ভীক, পরম শান্ত। গুরুসেবকের দম্ভ নাই, তিনি পরম দীন, তাই তিনি বলেন—

গুরুদেব!

যোগ্যতা বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥

সদ্‌গুরু লাভ করিয়াও যদি কেহ অহঙ্কারী হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তাহার ভগবৎ প্রাপ্তি হয় না। অহঙ্কারের মত অতবড় বাধা আর কিছু নাই।

শিষ্যের প্রথমে গুরুর প্রতি দেবতা অর্থাৎ 'প্রভু'-ভাবটী প্রবল থাকে। তাহার পর শ্রীগুরুদেবের সেবা ও সঙ্গ-প্রভাবে তাঁহার প্রতি আত্ম অর্থাৎ প্রিয়ত্ববোধ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। শ্রীগুরুদেব কত প্রিয় নিরুপাধিক বান্ধব, তাহা এ-জগতের চিন্তার অতীত।

শ্রীগুরুদেব আলো বস্তু। তাঁহার কৃপালোকেই স্বয়ংরূপ, স্বয়ংরূপা, স্বয়ং-রূপাভিন্ন বিগ্রহ শ্রীস্বরূপ ও সগণ শ্রীরূপ ও নিজের রূপ দেখিতে পারা যায়। তাঁহাদের যে আমার প্রতি কত স্নেহ, তখনই তাহা জানিবার সৌভাগ্য লাভ হয়।

শ্রীগুরুসেবকের নিরাশা-হতাশা বলিয়া কোন কথা নাই। তিনি পরম আশা-যুক্ত। তিনি শ্রীগুরুদেবের প্রচুর করুণায় "ভগবানকে নিশ্চয় লাভ করিব"—এই পরম আশা হৃদয়ে পোষণ করেন। যিনি এরূপ আশা লাভ করেন নাই, ভগবৎ প্রাপ্তি বিষয়ে যাহার সন্দেহ আছে তিনি প্রকৃত শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করেন নাই জানিতে হইবে। প্রথমে হৃদয়ে আশা পাওয়া যায়, তাহার পর বস্তু লাভ হয়। শ্রীরূপানুগ গুরুপাদপদ্মের কৃপায়ই শ্রীরাধা-মাধবের প্রাপ্তি-বিষয়িনী আশা লাভ করা যায়। আশা লাভ হইলেই নিরন্তর ভজন সম্ভব হয়। আশা লাভ না হইলে ভজনে নৈরন্তর্য্য আসে না।

অহো! যে শ্রীগুরুদেবের প্রচুর করুণায় এ জগতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-নাম, ইষ্ট মন্ত্র, শ্রীশচীনন্দন-গৌরহরি, শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভু, সগণ শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভু, শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভু, শ্রেষ্ঠ পুরী মথুরা, শ্রীগোষ্ঠভবন শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীরাধাকুণ্ড, গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন এবং শ্রীরাধামাধবের প্রাপ্তি-বিষয়িনী আশা লাভ করা যায়, সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।

নামশ্রেষ্ঠং মন্ত্রমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপম্
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

—শ্রীসুবলসখা ব্রহ্মচারী

পাদসেবন

আমরা পূর্ব্বে 'স্মরণ'-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। অধুনা 'পাদসেবন'-সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অনুশীলন করিয়া নিজের আত্মশুদ্ধি লাভের চেষ্টা পাইব। পাদ-সেবন শব্দদ্বয়ের মধ্যে প্রথমে সেবন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। 'সেবা' ভাবে-'অনট্' প্রত্যয়ে 'সেবন' শব্দ নিষ্পন্ন। সাধারণতঃ উপাসনা, আরাধনা, উপভোগ প্রভৃতি অর্থে সেবন বা সেবা শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে। উপাস্য-বস্তুর প্রীতি উৎপাদন-কল্পে কায়-মনোবাক্যে সদাচার সমূহের সহিত যে ক্রিয়া অবলম্বিত হয়, তাহাকে সেবা বলা যায়। এখানে কিন্তু 'পাদ' শব্দ পূর্ব্বে যোগ থাকায় বুঝা যায় যে, নন্দনন্দন হরির পাদ-যুগলের নিরন্তর আরাধনাকেই পাদ-সেবন বলিয়া বিচার করা হইয়াছে। সেবা-বৃত্তি যদি আমাদের হৃদয়ে জাগরিত না হয়, তাহা হইলে ভগবদনুভূতি লাভ করা অসম্ভব।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ (গীতা ৪।৩৪)

অর্থাৎ ভগবদ্বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই তিনটী বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, নচেৎ ভগবদ্বস্তুর অপ্রাকৃত স্বরূপ উপলব্ধি অসম্ভব হইয়া পড়ে। ক্রমপ্রাপ্ত শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহের উত্তরোত্তর যাজনের দ্বারা পূর্ণ ভগবদনুভূতি লাভের সুষ্ঠুতা সম্পাদিত হয়; সেইজন্য নবধাভক্তির মধ্যে 'পাদসেবন'-রূপ ভক্ত্যঙ্গটী প্রেমভক্তিলাভের একটী বিশেষ সোপানরূপে গৃহীত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত (৪।২১।৩১) বলেন—

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনামশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী, যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ॥

শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-বিনিঃসৃত গঙ্গা যেমন জীবকুলের বহু-জন্মার্জ্জিত দুষ্কৃত-সমূহকে সদ্য নাশ করিতে সমর্থ হন, তদ্রূপ শ্রীভগবানের চরণ-সেবারূপ অভিরুচি প্রতিদিন সংসার-তাপদগ্ধ জীবগণের অশেষ জন্ম-সঞ্চিত কামাদি বাসনাময় চিত্তের মলিনতা সদ্যই বিনষ্ট করিয়া দেয়। সুতরাং ধৌতাত্ম-পুরুষ কৃষ্ণপাদপদ্মমূল কখনও পরিত্যাগ করেন না। যথা—

ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্ত-সর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা॥ (ভাঃ ২।৮।৬)

শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সেবাদ্বারা জীবগণের পুনঃ সংসার লাভের সম্ভাবনা থাকে না। ইহাই ভগবৎসেবার সাক্ষাৎ ফল।

বিনির্দ্ধূতাশেষমনোমলঃ পুমানসঙ্গবিজ্ঞান-বিশেষ বীর্য্যবান্।
যদদ্ঘ্রিমূলে কৃতকেতনঃ পুনর্ন সংসৃতি-ক্লেশবহাং প্রপদ্যতে। (ভাঃ ৪।২১।৩২)

শ্রীভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক সেবা করিলে জীবগণের অশেষ জন্মার্জ্জিত মনোমল বিদূরিত হইয়া বৈরাগ্যের উদয় হয় ও তদ্দ্বারা ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয় এবং জীবগণকে জন্ম-মরণ-রূপ সংসার-জ্বালা ভোগ করিবার জন্য আর প্রাপঞ্চিক জগতে আসিতে হয় না।

প্রভু কহে,—সাধু এই ভিক্ষুক-বচন।
মুকুন্দ-সেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥
পরাত্ম-নিষ্ঠা মাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ॥ (চৈঃ চঃ ম ৩।৭-৮)

শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সেবা দ্বারা জীবের যেরূপ আত্ম-প্রসন্নতা লাভ হয়, অন্য কোন সাধনা দ্বারা সেরূপ হয় না।

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥ (ভাঃ ১।৬।৩৬)

ভগবানের পাদপদ্ম-যুগলের কৃপা ব্যতীত প্রেমভক্তি-রূপা ভগবৎ-মহিমা জীবের নিকট দুর্ব্বিজ্ঞেয় বলিয়া প্রতিভাত হয়। ব্রহ্মার উক্তি (ভাঃ ১০।১৪।২৯)—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো, ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

হে দেব! যাঁহারা আপনার পাদপদ্ম-যুগলের সাক্ষাৎ সেবাদ্বারা কৃপালেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল আপনার মহিমা জানিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুমানের দ্বারা শাস্ত্র-বিচারপূর্ব্বক অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই সে তত্ত্ব জানিতে পারেন নাই। অতএব শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই ভগবৎ-সেবাদ্বারা জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ হয়—একথা কীর্ত্তিত হইলেও ইহার দ্বারা প্রথমতঃ ভগবৎ-পদারবিন্দ-সেবনই একমাত্র জীবগণের সেবা—ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে। আরও বিশেষ বক্তব্য এই যে, পাদসেবন-রূপা সেবা-লাভের পূর্ব্বে গৌর-প্রিয়দপাদগণের সেবার যোগ্যতা অর্জ্জিত না হইলে পাদসেবন-রূপ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের অধিকার লাভ হয়। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে—

আচার্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং, বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং, বেদাদি-দুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি॥

এই জন্যই উদ্ধব প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

আসামহো চরণ-রেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্ম-লতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্য-পথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দ-পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥ (ভাঃ ১০।৪৭।৬১)

অহো! আমি যেন ব্রজসুন্দরীগণের পাদপদ্ম-সেবী বৃন্দাবনের গুল্ম-লতা অথবা ওষধির মধ্যে কোন একটী রূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারি। যেহেতু, তাঁহারা দুস্ত্যাজ্য স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় মুকুন্দ-পদবী ভজনা করিয়াছেন।

সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত যে, দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর মদনমোহনাভিন্নবিগ্রহ শচীনন্দন গৌরহরির পাদসেবা-রূপ ভক্তিলাভ করিতে হইলে গৌর-প্রিয়পাদ-গণের ও উদ্ধব-প্রার্থিত ব্রজ-সুন্দরীগণের পাদপদ্ম-সেবা-লাভের যোগ্যতা সর্ব্বাগ্রে অর্জ্জন করা প্রয়োজন।

—শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী, সহঃ সম্পাদক

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও চুঁচুড়া-সহরস্থিত শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে গত ১২ই, ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে ১৪ই ফাল্গুন ২৬শে ফেব্রুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীব্যাসপূজা ও জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব তিথিপূজা উপলক্ষে বিশেষ সমারোহের সহিত মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত জনগণ এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করেন। শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ স্বয়ং এই উপলক্ষে শ্রীমঠে উপস্থিত থাকিয়া পূজা-পঞ্চকাদি অনুষ্ঠানে সেবকগণকে কৃপাপূর্ব্বক বিবিধ বিষয়ে আদেশ নির্দ্দেশ প্রদান করেন। ১২ই ফাল্গুন, শনিবার সমিতির সভাপতি স্বামীজী-মহারাজের জন্ম-দিবসে তাঁহার

নির্দ্দেশানুযায়ী,শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার অন্যতম সহঃ সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ মোহিনী-মোহন ভক্তিশাস্ত্রী, রাগভূষণ মহোদয় বৈষ্ণব-স্মৃতির বিধানানুযায়ী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-নির্দ্দিষ্ট "শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি" অনুসারে শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক, শ্রীব্যাসপঞ্চক, শ্রীব্রহ্মাদি আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরুপঞ্চক প্রভৃতি পূজাপঞ্চক এবং তত্ত্বপঞ্চকের ষোড়শোপচারে পূজা, ভোগরাগ, হোম প্রভৃতি যথারীতি সম্পন্ন করেন।

দ্বিতীয় দিবস ১৩ই ফাল্গুন, রবিবার—পণ্ডিতজী সকালে ও বৈকালে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে শ্রীব্যাসপূজা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

তৃতীয় দিবস ১৪ই ফাল্গুন সোমবার, শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-দিবসে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনার পর গুরুপরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, "এইবার করুণা কর" "কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর" প্রভৃতি স্তবস্তোত্র ও গীতিগুলি কীর্ত্তন করা হয়। অতঃপর বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও উপদেশাবলী পঠিত ও আলোচিত হয়।

শ্রীমন্দিরের ভিতর ও বহিঃপ্রাঙ্গণ আম্রপল্লবাদি ও বিচিত্রবর্ণের পতাকা দ্বারা সুশোভিত করা হয়। অভ্যন্তরে সিংহাসনে বিরাজিত শ্রীবিগ্রহগণ বিবিধ পুষ্পমাল্য ও অলঙ্কারাদিতে সুসজ্জিত হইয়া ভক্তগণকে কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দান করিতেছিলেন। শ্রীমন্দিরের বহির্দ্দেশে জগমোহনে সুসজ্জিত মণ্ডপোপরি শ্রীল প্রভুপাদ অর্চ্চালেখ্য-মূর্ত্তিতে চন্দন-চর্চ্চিত ও পুষ্পমাল্যাদি বিভূষিত হইয়া বিরাজিত হন। শ্রীল প্রভুপাদের অর্চ্চন ও ভোগ-রাগান্তে পূজ্যপাদ স্বামিজী-রচিত "শ্রীল প্রভুপাদের আরতি" কীর্ত্তন সহযোগে আরাত্রিক সম্পন্ন হয়। অতঃপর অঞ্জলি-প্রদান আরম্ভ হয়। প্রথমে শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত সেবক-সেবিকাগণ অঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপরে দীক্ষিত ও নামাশ্রিত মঠের ভক্তগণ, পরে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সমাগত সকলেই যথাক্রমে জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করেন।

অঞ্জলি প্রদানের পর পূজ্যপাদ সভাপতি-মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক শ্রীব্যাসপূজার প্রয়োজনীয়তা ও শ্রীব্যাসপূজায় আমাদের কৃত্য প্রভৃতি বিষয়ে সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত ভারতে শ্রীব্যাসপূজার প্রচলন না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কোনরূপ সমস্যারই সমাধান হইবে না। জগৎ এখন নাস্তিকতার দিকে—ধ্বংসের মুখে অতি তীব্রবেগে প্রধাবিত হইতেছে। ধর্ম্মভাবের অভাবেই এখন প্রত্যেক ক্ষেত্রে, প্রত্যেক বিভাগে দুর্নৈতিকতা অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা যাইতেছে। সুতরাং দেশের বর্ত্তমান সঙ্কটে প্রত্যেকের মধ্যে

ধর্ম্মভাব জাগ্রত করা ও ধর্ম্ম-শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। স্বামিজী আরও বলেন যে, বর্ত্তমানে রাষ্ট্রনেতাগণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম-শিক্ষারও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন জানিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছেন। পরিশেষে তিনি বলেন, ভারতে যেদিন প্রতি ঘরে ঘরে ব্যাসপূজার প্রচলন হইবে এবং শ্রীব্যাসদেবের শান্তি-বাণী একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইবে, সেইদিন ভারত তাহার লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইবে—সেই দিন সকল সমস্যার সমাধান হইবে—সেই দিন চিরমিলন, চিরশান্তি লাভ হইবে।

দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে সমাগত দর্শক ভক্তমণ্ডলীকে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়,—চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। উৎসবের বিবিধ আয়োজন ও প্রসাদ বিতরণ ব্যাপারে মঠরক্ষক শ্রীপরমধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারিজীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে মহতী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনান্তে "শ্রীগুরুচরণ-পদ্ম", "সুজনার্ব্বুদ"—স্তোত্র, "দুষ্টমন তুমি কিসের বৈষ্ণব!" প্রভৃতি পদাবলী, স্তোত্র ও গীতি কীর্ত্তন করা হয়। বলা বাহুল্য, রাগভূষণ মহোদয়ই প্রত্যেক স্থলে মূল-গায়কত্ব করেন।

অতঃপর সভাপতি-মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর ব্যাসপূজা প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে বিভিন্ন উপদেশ ও শিক্ষা প্রদান করেন। তৎপরে স্বামিজী-মহারাজের আদেশে শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ-কর্ত্তৃক প্রেরিত বঙ্গভাষায় "ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি", "দীনের শ্রদ্ধাঞ্জলি", "ভক্তি-গীতি", "ব্যাসপূজায় বিরহ-বিলাপ" ও হিন্দীভাষায় "শ্রীব্যাসপূজা" প্রভৃতি পঠিত হয়। অতঃপর স্বামিজী-মহারাজ-লিখিত "শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে বিরহ-স্মৃতি" পাঠ করা হয়। পরে সভা ভঙ্গ হইলে শ্রীল প্রভুপাদের অর্চ্চালেখ্য-মূর্ত্তির আরাত্রিক সম্পন্ন হয়। আরতিকালে পূর্ব্ববর্ণিত "শ্রীল প্রভুপাদের আরতি" কীর্ত্তনটী মৃদঙ্গ-করতাল সহযোগে কীর্ত্তিত হয়।

—প্রকাশক

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ,
(নদীয়া)
৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫০

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ৯ই চৈত্র ১৩৫৭, ইং ২৩শে মার্চ্চ, ১৯৫১ শুক্রবার, কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির** নিখিল ভুবনমঙ্গলময়ী **আবির্ভাব-তিথিপূজা** উপলক্ষে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির** উদ্যোগে উপরোক্ত ঠিকানায় আগামী ৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ, রবিবার হইতে ১০ই চৈত্র, ২৪শে মার্চ্চ, শনিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহসেবা, মহাপ্রসাদ বিতরণ, শ্রীধাম-নবদ্বীপান্তর্গত ৯টী দ্বীপ দর্শন ও তত্তৎস্থানমাহাত্ম্য কীর্ত্তনমুখে **ষোলক্রোশ পরিক্রমা** প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনদ্বারা বিরাট্ **মহামহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর জন্মোৎসব ও নবদ্বীপ-পরিক্রমা-পঞ্জী পর-পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান** কেশব মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় অথবা শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)—ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ৪ঠা চৈত্র, রবিবার— (১) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গা স্পর্শান্তে শ্রীশ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহর-ক্ষেত্র, নৃসিংদেব-পল্লী এবং (প্রসাদ-সেবান্তে)

(২) শ্রীমধ্যদ্বীপ (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামণপুরা ও হংসবাহন।

২। ৫ই চৈত্র, সোমবার—(৩) শ্রীকোলদ্বীপ (পাদসেবনাখ্য)—গদ-খালির কোল, তেবরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি (শ্রীগৌর-গদাধর মন্দির) এবং

(৪) ঋতুদ্বীপ (অর্চ্চনাখ্য) —রাহুতপুর বা রাতুপুর।

৩। ৬ই চৈত্র, মঙ্গলবার—(৫) শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নু মুনি-স্থান), বিদ্যানগর (শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট)।

(৬) শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ (দাস্যাখ্য)—মামগাছি (শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর বা মহৎপুর (পঞ্চ পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ৭ই চৈত্র, বুধবার—(৭) শ্রীরুদ্রদ্বীপ (সখ্যাখ্য)—পোড়ামাতলা ও শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি দর্শনান্তে রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জেরডাঙ্গা।

৫। ৮ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার—(৮) শ্রীসীমন্তদ্বীপ (শ্রবণাখ্য)—সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর এবং

(৯) শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (আত্মনিবেদনাখ্য)—শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, চাঁদকাজীর সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং (প্রসাদ-সেবান্তে) শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট।

৬। ৯ই চৈত্র, শুক্রবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব**

৭। ১০ই চৈত্র, শনিবার—সাধারণ মহামহোৎসব (সর্ব্ব-সাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩য় বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ২২ বিষ্ণু, ৪৬৫ গৌরাব্দ
শনিবার, ৩১ চৈত্র, ১৩৫৭ ; ইং ১৪।৪।৫১ | ২য় সংখ্যা

(১) শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকম্

[শ্রীমদ্‌-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্‌]

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্‌-ধৃত-মনুজ-কায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহিদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশ-পরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজ-ভজন-মুদ্রামুপদিশন্‌
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং॥ ১॥

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণত-পটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্নো নিখিল-পশুপালাম্বুজ-দৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্য্যাস্যতি পদং ॥ ২ ॥

স্বরূপং বিভ্রাণো জগদতুলমদ্বৈত-দয়িতঃ
প্রপন্ন-শ্রীবাসো জনিত- পরমানন্দ-গরিমা।
হরির্দীনোদ্ধারী গজপতি-কৃপোৎসেক-তরলঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্য্যাস্যতি পদং ॥ ৩ ॥

রসোদ্দামা-কামার্ব্বুদ-মধুর-ধামোজ্জ্বল-তনু-
র্যতীনামুক্তং সস্তরণি-কর-বিদ্যোতি-বসনঃ।
হিরণ্যানাং লক্ষ্মীভরমভিভবন্নাঙ্গিক-রুচা
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্য্যাস্যতি পদং ॥ ৪ ॥

হরেকৃষ্ণেতুচ্চৈঃ স্ফুরিত-রসনো নামগণনা
কৃত-গ্রন্থিশ্রেণী-সুভগ-কটিসূত্রোজ্জ্বল-করঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গল-যুগল-খেলাঞ্চিত-ভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্য্যাস্যতি পদং ॥ ৫ ॥

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালী-কলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্য-স্মরণ-জনিত-প্রেম-বিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তি-প্রচল-রসনো ভক্তি-রসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্য্যাস্যতি পদং ॥ ৬ ॥

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচল-পতে—
রদভ্র-প্রেমোর্ম্মি-স্ফুরিত- নটনোল্লাস-বিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃত-তনুর্বৈষ্ণব-জনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্য্যাস্যতি পদং ॥ ৭ ॥

ভুবং সিঞ্চন্নশ্রু-শ্রুতিভিরভিতঃ সান্দ্র-পুলকৈঃ
পরীতাঙ্গো নীপ-স্তবক-নব-কিঞ্জল্ক-জয়িভিঃ।
ঘন-স্বেদ-স্তোম-স্তিমিত-তনুরুৎকীর্ত্তন-সুখী
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥ ৮ ॥

অধীতে গৌরাঙ্গ-স্মরণ-পদবী-মঙ্গলতরং
কৃতী যো বিশ্রম্ভ-স্ফুরদমলধীরষ্টকমিদং।
পরানন্দে সদ্যস্তদমল-পদাম্ভোজ-যুগলে
পরিস্ফারা তস্য স্ফুরতু নিতরাং প্রেম-লহরী ॥ ৯ ॥

(১) শ্রী শ্রীচৈতন্যাষ্টকের অনুবাদ

শিব, বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ পার্ষদরূপে মানব-দেহ ধারণ করিয়া প্রীতি-পূর্ব্বক সতত যাঁহার উপাসনা করিতেন এবং যিনি স্বরূপ-দামোদরাদি প্রিয় ভক্তগণকে স্বীয় বিশুদ্ধ-ভজন-প্রণালী উপদেশ প্রদান করিতেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-পথের পথিক হইবেন ? ॥ ১ ॥

যিনি ইন্দ্রাদি দেবতাগণের অভয়-দাতা, যিনি নিখিল উপনিষদসমূহের লক্ষ্য স্থান অর্থাৎ বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র যাঁহাকে উপাস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যিনি মুনিগণের ঐহিক পারত্রিকের সর্ব্বস্ব-ধন, যিনি ভক্তবৃন্দের পক্ষে সাক্ষাৎ মাধুর্য্য-স্বরূপ এবং যিনি গোপ-সুন্দরীগণের প্রেমের সার, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে কি পুনরায় আমি দেখিতে পাইব ? ॥ ২ ॥

যিনি ইহ-জগতে অনুপম ভক্ত শ্রীস্বরূপ-দামোদর নামে প্রিয় পার্ষদকে কৃপামৃত-ধারায়, প্লাবিত ও পুষ্ট করিয়াছেন, যিনি শ্রীঅদ্বৈতের অতি প্রিয়, যিনি শ্রীবাস-পণ্ডিতের আশ্রয়-স্বরূপ, যিনি পরমানন্দ নামক সন্ন্যাসীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, যিনি জগতে মায়ার প্রভাব ধ্বংস করিয়াছেন, যিনি ত্রিতাপ-দগ্ধ দীন-হীনগণকে উদ্ধার করিয়াছেন এবং যিনি উৎকলাধিপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রতি করুণামৃত-বর্ষণে সমুৎসুক, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনর্ব্বার আমার দৃষ্টি-গোচর হইবেন ? ॥ ৩ ॥

যিনি পরম মধুর ভক্তিরসাস্বাদনে উন্মত্ত, যাঁহার অবয়ব কোটি কোটি কন্দর্পের ন্যায় মনোহর ও সমুজ্জ্বল, যিনি সন্ন্যাসিগণের শিরোমণি, যাঁহার

বসন প্রভাত-কালীন সূর্য্য-কিরণের ন্যায় অরুণ-বর্ণ এবং যাঁহার অঙ্গ-কান্তি সুবর্ণ-রাশির অত্যুজ্জ্বল মনোহর কান্তিকেও পরাভব করিয়াছে, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-পথে পতিত হইবেন ? ॥ ৪ ॥

যাঁহার রসনায় "হরেকৃষ্ণ" নাম-মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তিত হইতেছে ও সেই নামের সংখ্যা রাখিবার নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত কটীসূত্রে যাঁহার বামহস্ত সুশোভিত, যাঁহার বিশাল নয়ন-যুগল আকর্ণ-বিস্তৃত এবং যাঁহার বাহু-যুগল আজানুলম্বিত, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে কি পুনর্ব্বার আমি দেখিতে পাইব ? ॥ ৫ ॥

সমুদ্র-তীরে উপবন-সমূহ দর্শন করিয়া মুহুর্মুহুঃ শ্রীবৃন্দাবন স্মরণ হওয়ায় যিনি প্রেমভরে একেবারে অধীর হইয়া পড়িতেন এবং কোথাও কোথাও বা কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে যাঁহার রসনা চঞ্চল হইত, সেই ভক্তিরস-রসিক শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-পথে উদিত হইবেন ? ॥ ৬ ॥

রথাধিষ্ঠিত শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে পথিমধ্যে বৈষ্ণবগণ পরমানন্দে নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকিলে, যিনি মহাপ্রেমে নৃত্য করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি আমার নয়ন-গোচর হইবেন ? ॥ ৭ ॥

সঙ্কীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন হইলে যাঁহার অশ্রুধারায় ধারাতল প্লাবিত হইয়া যাইত, যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কদম্ব-কেশর-বিজয়ী পুলক-মালায় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত এবং যাঁহার সমস্ত শরীর প্রচুর ঘর্ম্মজলে অভিষিক্ত হইত, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-গোচর হইবেন ? ॥ ৮ ॥

যে বিদ্বান্ ব্যক্তি পবিত্র-চিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীচৈতন্যদেবের স্মরণাত্মক এই মঙ্গলময় অষ্টক পাঠ করেন, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পরমানন্দময় সুবিমল শ্রীপাদপদ্মে ঐ ব্যক্তির সুবিশাল প্রেম-লহরী উচ্ছলিত হউক ॥ ৯ ॥

শ্রীগৌর কি বস্তু ?

ব্রহ্ম শ্রীচৈতন্যের অঙ্গকান্তি ও পরমাত্মা তাঁহার অংশ

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যের মূল পুরুষ শ্রীশ্রীদামোদর স্বরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবদ্বস্তুই শ্রীচৈতন্যদেব। এই চৈতন্যদেবের অঙ্গকান্তি ব্রহ্মবস্তু এবং অন্তর্যামী যিনি কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী—এই ত্রিবিধ পুরুষাবতার-রূপে নিত্য প্রকটিত থাকিয়া অনিত্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও নিত্য বৈকুণ্ঠ প্রকাশ করিয়া অবস্থিত, সেই পরমাত্মা যাঁহার খণ্ডবৈভব-প্রকাশ তিনিই শ্রীচৈতন্যদেব।

শ্রীগৌর রাধা ও কৃষ্ণের মিলিত-তনু

শ্রীস্বরূপ গোস্বামী আরোও বলিয়াছেন—শ্রীরাধিকা, কৃষ্ণের প্রণয়বিকার হ্লাদিনী শক্তি। কৃষ্ণ ও রাধিকা একাত্মা হইলেও দুইটী দেহ ধারণ করিয়া প্রপঞ্চে পূর্ব্বকালে নিত্য লীলাবিলাস প্রদর্শন করেন। অধুনা গৌর-লীলায় সেই রাধা ও কৃষ্ণ দুই তনু একত্র সম্মিলিত হইয়া শ্রীরাধিকার চিত্ত-গত আভ্যন্তরীণ **ভাব** এবং রাধিকার বাহ্যাঙ্গ-**কান্তি** সুমণ্ডিত হইয়া সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন অপ্রাকৃত স্বয়ংরূপ আশ্রয়জাতীয়-চেষ্টা লইয়া স্বীয় নিত্য গৌর-লীলা প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে তাঁহার ভক্তগণের সিদ্ধান্ত

শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার নিত্য শ্রীগৌর-রূপ, মহাবদান্য-গুণ ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলা প্রদর্শন করিতে, কৃষ্ণচৈতন্য-নাম গ্রহণ করিয়া প্রপঞ্চে উদয় হইয়াছেন। শ্রীগদাধরাদি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ বলিয়াছেন—শ্রীগৌরহরি ব্রজজনের জীবন-ধন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সম্বন্ধে অপসম্প্রদায়গণের বিচার

নাভদাসাদি কর্ম্ম-জ্ঞান-মিশ্র ভক্ত-সম্প্রদায় তাঁহাকে নারায়ণের অভেদ অংশ অবতার বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। অভক্ত-সম্প্রদায় শ্রীগৌরাঙ্গকে বিভিন্নাংশ বিভূতিময় ধর্ম্ম-প্রচারক বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ভক্তিবিরোধী সম্প্রদায় তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য-জ্ঞানে নানাপ্রকারে অবজ্ঞা করিতেও ত্রুটী করেন না।

শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে মায়াবাদী ও মিছাভক্তগণের মতবাদ

যাঁহার যেরূপ অধিকার, রুচি ও পারদর্শিতা, তিনি তত্ত্ববস্তু শ্রীগৌরাঙ্গকে সেরূপ দর্শন করেন, সেরূপ সংজ্ঞা দেন ও সেরূপ ভাবে শ্রীগৌরের সেবা করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান কালে মায়াবাদিগণ বলেন, যখন শ্রীগৌরাঙ্গ পর-তত্ত্ব তখন তাঁহাকে যাহা ইচ্ছা দেখা যাইবে, যাহা ইচ্ছা বলা যাইবে, তাঁহার সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা করা যাইবে বা শুনা যাইবে, তাহাতে সাম্প্রদায়িকতা আনিবার আবশ্যক নাই, কোন প্রকার বাধা দিবার আবশ্যক নাই। মদ্য বা গঞ্জিকাসেবী শ্রীগৌরাঙ্গকে তাহার মাদক দ্রব্য বলুন, লম্পট শ্রীগৌরকে লাম্পট্যের আদর্শ বলুন, গৃহব্রতগণ গৌরকে গৃহ-সুখপ্রিয় গৃহস্থ বলুন, পয়সা-ভিক্ষু গৌরকে পয়সা আনিবার যন্ত্র বলুন, রাজনৈতিক-সমাজনৈতিকগণ গৌরকে নিজ নিজ ব্যবসার জিনিস জানিয়া 'শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া'

যে-কোন প্রকারে ফল লাভ করিয়া লউক, তাহাতে মায়াবাদী ও মিছা-ভক্তের আপত্য নাই।

শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে মায়াবাদীর ভ্রমাত্মক বিভিন্ন বিচার

শ্রীগৌরাঙ্গ কিন্তু এরূপ মায়াবাদ নিরাস করিবারই উদ্দেশে নিজের মহাবদান্য দয়ানিধি নামের সার্থকতা দেখাইয়াছেন। মায়াবাদী ও গৌরভক্ত দুইটী সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় বস্তু ;—মায়াবাদী-অহঙ্কারী, আত্মম্ভরি ও আনুগত্য-ধর্ম্ম-রহিত স্বয়ং-প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষু। ভক্ত তাহা নহেন। মায়াবাদীর উপাধিতে অহঙ্কার ও প্রতিষ্ঠা আছে বলিয়া ভক্তেরও উহা থাকিতে পারে—মায়াবাদী মনে করেন। মায়াবাদী—নির্ব্বিশেষবাদী আর্থাৎ ভক্ত ও ভগবৎ-সত্তার নিত্য-'বিশেষ' স্বীকার করেন না। গৌর বা কৃষ্ণের ব্যক্তিগত সত্তা মায়া-নির্ম্মিত ; সুতরাং মায়া নষ্ট হইলে তিনি মায়িক 'বিশেষ'-রহিত হইয়া ব্রহ্মই নিত্যকাল থাকেন। 'ব্রহ্মই মায়াদ্বারা ভগবান্, জীব' প্রভৃতি বদ্ধভাব বা সবিশেষ-ভাব জড়েই লাভ করেন ; চিন্ময় বৈকুণ্ঠ নাই। মোটের উপর মায়াবাদী নিজের ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবের বশবর্ত্তী হইয়া ভগবানের ও ভক্তের নিত্য নাম-রূপ-গুণ ও লীলায় বিশ্বাস করেন না। শুদ্ধভক্তি ও ভগবত্তা ক্ষণভঙ্গুর, নিত্য নহে মনে করেন।

শ্রীগৌরলীলা গৃহব্রত-লীলা নহে

নিত্যভক্ত ও ভগবান্‌কে মায়িক নশ্বর বস্তুর তুল্য যাহারা মনে করে, তাহারাই মায়াবাদী। সেই মায়াবাদ-বুদ্ধিগ্রস্ত হইয়া বাউল, নেড়া, সাঁই, দরবেশ, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ-নাগরী, থিয়সফি-বিশ্বাসী গৌরভক্ত, গৃহি-গৌরাঙ্গ-সেবী নিজবুদ্ধিদ্বারা সুবিধাপূর্ণ কালোচিত গৃহমেধ-যজ্ঞ-সুখই গৌরভজন কেন হইবে না, বলিয়া ভক্তের সহ কলহ করেন। কিন্তু উহাদের মধ্যে যদি কাহারও কিছুমাত্র শুদ্ধা ভক্তি সৌভাগ্যক্রমে উদয় হয়, তাহা হইলে তাহারা ঐ সকল মায়াবাদীর প্রাকৃত-মত আনায়াসে ছাড়িয়া দিতে পারে। শ্রীগৌর-বস্তু নিত্য এবং তাঁহার লীলা তাঁহার নিজ-জনেরই গোচর হইবার যোগ্য। সেই লীলাকে বিকৃত করিয়া কালোচিত গৃহব্রত করাইবার চেষ্টাই ভ্রম-প্রমাদাদি দোষযুক্ত মায়াবাদীর ধর্ম্ম।

গৌর-ভজন-কামীর মায়াবাদ আশ্রয়ের ফল

যে জীব মায়াবাদ আশ্রয় করিয়া আপনাকে গৌরভক্ত বলে সে বাউল, সাঁইগণের ন্যায় হরিনাম-ভজন ছাড়িয়া অণ্ড-মৎস্য-মাংস প্রভৃতি ভোজন

করিতে করিতে নিজ মায়াগ্রস্ত বিচার অবলম্বনে 'চৈতন্য-তত্ত্ব' বিচার করিতে বসে এবং অবশেষে ঘৃণিত হইয়া 'বৈধগৃহী' বাউলাদি নামে পরিচিত হয়। যদি তাদৃশ নেড়া, বাউল, সাঁইগণ নিজ নিজ প্রজল্প ও 'সূক্ষ্মতত্ত্ব' ছাড়িয়া নিরপরাধে নাম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বৈষ্ণবাপরাধ-শূন্য হইয়া গৌরতত্ত্বে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন, নতুবা গৌরাঙ্গ গড়িতে গিয়া আর কিছুকে গৌর মনে করেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্ম ছাড়িয়া আত্মম্ভরিতা করাই বিপথ-গমন।

ভক্তের 'গৌরাঙ্গ' ও অভক্তের 'গৌরাঙ্গ' এক নহে

কৃষ্ণ যে-কালে কংস-সভায় প্রবেশ করিতেছিলেন সেই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দ্রষ্টা একই কৃষ্ণকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দর্শন করিয়াছিল, কিন্তু স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ গোপীজনবল্লভাশ্রিত নিত্যভক্তেরই দৃশ্য ও সেব্যবস্তু। 'নিজের উন্নতিবাদী' অভক্ত মায়াবাদিগণ অনিত্য-চেষ্টায় বিচার করেন, কিন্তু ভক্তের নিত্য-চেষ্টায় কেবলমাত্র সেবা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে কৃষ্ণভক্তি নাই, সেখানেই মায়ার অবস্থান। যেখানে মায়ার অবস্থান, সেখানেই অহঙ্কার। আমি খুব বুঝি, আমি খুব বিচার-নিপুণ প্রভৃতি মনে করিয়া কৃত্রিম সাত্ত্বিক ভাবের ঘোরে বিভোর মায়াবাদি-সম্প্রদায়, নিজের চক্ষের জল, 'ফোপানি', সখীভেকীর নবীন 'ছড়াদ্বারা' ও গলাবাজির দ্বারা কু-ভজন করেন। তাহাদের গঠিত গৌর-বিগ্রহের উপাসনা কাল্পনিক, ভক্তগণের উপাস্য গৌর কিন্তু নিশ্চয় সে বস্তু নহেন।

মায়াবাদি-দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য এবং সৎসঙ্গেই শ্রীগৌরতত্ত্ব জানিয়া ভজন করা শ্রেয়ঃ

মায়াবাদী প্রাকৃত দর্শনে প্রাকৃত বস্তুবিশেষ জ্ঞান করিয়া গৌরাঙ্গ স্থাপন করেন এবং "আমার গৌরাঙ্গ" প্রভৃতি বলিয়া গৌরাঙ্গের নামে নিজ কল্পিত মতবাদ প্রচার করে। এই সকল মায়াবাদীর দলকে ভক্তগণ কোন প্রকারে ইষ্টগোষ্ঠীতে গ্রহণ করেন না বা তাহাদিগকে সঙ্গ প্রদান করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করেন না। হতভাগ্য মায়াবাদী ভক্তসঙ্গচ্যুত হইয়া ভক্তের কোন কথা না বুঝিতে পারিয়া ভক্তকেও তাহার মত প্রজল্পী মনে করেন, কিন্তু ইহাতে ঠকিলেন কে ? ভক্ত, মায়াবাদীর দুঃসঙ্গ ছাড়িয়া হরিসেবা-পূর্ব্বক পরমোচ্চতম হইলেন ; মায়াবাদী গোটাকতক বেশী অর্ব্বাচীন বিষয়ী লইয়া মায়াবাদমিশ্র গৌরভক্তি প্রচার হইল, মনে করিল। বাস্তবিক কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিয়া একটী অন্তঃসারহীন বিষয়-লোলুপ সম্প্রদায় সৃষ্টি হইল মাত্র। তাহাপেক্ষা

শ্রীরূপানুগগণের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া কুতার্কিক অভক্ত মায়াবাদী-দিগকে মনে মনে ছাড়িয়া দিলে হরি-ভজনের সুবিধা হয়।

গৌরতত্ত্ব মনঃকল্পনাতীত—গৃহি-গৌর বা ন্যাসি-গৌর নহে

কৃষ্ণ যে বস্তু, শ্রীগৌরাঙ্গ যে বস্তু তাহাকে নিজ কল্পনা-বলে অন্য বস্তুত্বে স্থাপন করা আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া মিছা-ভক্ত হওয়া একই বিষয়। গৌরবস্তু যাহা গোস্বামিগণ স্থির করিয়া তদনুগ ভক্তগণের জন্য লিখিয়াছেন, তাহা ছাড়িয়া যে-সকল মায়াবাদী কালক্ষেপ করিয়া নিজে নিজে মতবাদ সৃষ্টি করেন এবং তাহাই কল্পনা-প্রভাবে গোস্বামী-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বলেন এবং গৃহি-গৌরাঙ্গ ন্যাসি-গৌরাঙ্গ প্রভৃতি নিজ মায়িক কদর্য্য ভাবসমূহের আরোপ করেন, ফলতঃ তাঁহাদের দ্বারা মৎসরতা ব্যতীত কোন সুফলই হয় না।

মায়াবাদীর কল্পিত গৌর, রাবণের মায়াসীতা হরণের ন্যায়

মায়াবাদিগণের ইহাই জানা উচিত যে গৌরবস্তু নিত্য, কেবল মায়া-গঠিত দৃশ্য-জগতের বস্তু-বিশেষ নহেন। অনন্ত কোটি মায়াবাদী নিজ নিজ অনিত্য কল্পনারূপ অস্ত্রদ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গে আঘাত করিয়া নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-সুখলাভেচ্ছায় গৌরের নিত্য গঠনে রূপান্তর করিতে পারেন না। যে বস্তু রূপান্তরিত হয় তাহা কখনই রূপানুগ-সেব্য হয় না এবং তাহা কখনই গৌরবস্তু নহে। জীবের মায়াবাদ-কলুষ-নিমগ্ন-চিত্ত গৌরকে বিকৃতরূপ, বিকৃতগুণ ও বিকৃত ক্রিয়াবিশিষ্ট করাইতে পারে না; তবে যে মায়াবাদী গৌরবাদীর অভিমানে গৌরাঙ্গ-নাগরীর দল বাঁধে, উহা মায়া-সীতাকে রাবণের করতলগত করার ন্যায়। অপ্রাকৃতবস্তু গৌর কোনদিন মায়াবাদীর গ্রহণীয় বস্তু নহেন। তবে ইহাও ধ্রুবসত্য, মায়াবাদী কোন দিনই গৌরকে বা শুদ্ধভক্তিকে আচ্ছাদন করিতে পারিবেন না। আজ চারিশতবর্ষ ধরিয়া মায়াবাদিগণ গৌরকে নিজ নিজ মায়ায় প্রবেশ করাইবার কত চেষ্টা করিতেছেন; শ্রীগৌর-ভগবান্‌ও শুদ্ধ-ভক্ত নিজ-জনগণকে প্রপঞ্চে পাঠাইয়া মায়াবাদীর চেষ্টা নিষ্ফল করাইতেছেন। **অনিত্য মায়াবাদীর সহ গৌরের নিত্য লড়াই।** এই যুদ্ধের ফল—জীবের শুদ্ধক্ষেত্রে নির্ম্মল কৃষ্ণ-প্রেমোদয় অথবা অশুদ্ধ ভূমিতে হলাহল মায়াবাদ। আমারা বলি 'ঘুণ' অভিমান ছাড়িয়া সরল প্রাণে 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু', 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' পড় এবং সেইরূপভাবে নিত্য জীবন উপলব্ধি কর; তাহা হইলে নিজজন-সহ শ্রীগৌর কি বস্তু বুঝিতে পারিবে; আর তাহা ছাড়িয়া যদি সময়োচিত গৃহব্রত ধর্ম্মকে পারমার্থিক গৌর-ভক্তি

বলিয়া চালাইবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে আত্মবঞ্চক বলিয়া নিত্য শুদ্ধভক্তগণ তোমার ন্যায় মায়াবাদীর সঙ্গ ত্যাগ করিবেন মাত্র।

সংসার-নির্ব্বাহকে গৌরভক্তি বলে না

মায়াবাদিগণ সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন, তাহারা শুদ্ধ ভক্তের কথা বুঝিতে পারেন না। অসাম্প্রদায়িক হইয়া মুড়ি-মিশ্রি, অসৎ-সৎ, আলস্য-উৎসাহ, প্রহার-মিষ্টান্ন, একজ্ঞানে পাপময়-'সংসার নির্ব্বাহকে' গৌর-ভক্তি বলিয়া স্থাপন করিলেই গৌর-ভক্তি হইল, একথা মায়াবাদীর মুখে শোভা পায়।

গৌরতত্ত্ব জড়বুদ্ধির অতীত ও সেবাহীনের অগম্য

মায়াবাদিগণ সকল জিনিস নিজ ক্ষুদ্র জড়বুদ্ধিদ্বারা বুঝিয়া লইতে চান। গৌর ও গৌরভক্তি ভোগময়ী জড়বুদ্ধিদ্বারা বুঝিয়া লইবেন ও জড়ধর্ম্ম-প্রচারক হইবেন মনে করেন। সেবাময় আচরণ না করিলে প্রচার হয় না। আচরণে মায়ার ভোগ প্রকাশ্যে ও হৃদয়ে প্রবল রহিল, মুখে ভক্তির জাহাজ আসিয়া পৌঁছিয়াছে প্রচারিত হইল! আদৌ ভজন করিব না, পরীক্ষিৎ মহারাজ যে পাঁচটী স্থানে কলিকে প্রবল হইতে বলিয়াছেন তাহার কোনটাই ছাড়িব না, আর জগতে আমাকে সকলে 'বৈধ-গৃহি-বাউল' ভক্ত বলুক্, তাত্ত্বিক বলুক্, আর আমি প্রতিষ্ঠাশা-মায়াবাদ-অহঙ্কারে স্ফীত হই, গৃহমেধ-যজ্ঞে যাজ্ঞিক হইয়া গৌরভক্ত হই—এরূপ আশা নিতান্ত অনুপাদেয়।

বস্তু-নিরূপণের উপায়

বস্তু নিরূপণ করিতে হইলে নিরূপণকারীর অস্মিতায় মায়াবাদ থাকিবে না—সেবাময়ী প্রবৃত্তি নিশ্চয় থাকা উচিত। হিন্দুর পরবের কোন দিন-নির্ণয় যেরূপ শাস্ত্রজ্ঞান অভাবে বিধর্ম্মী কাজী নিরূপণে অসমর্থ, বন্ধ্যা যেরূপ পুত্র প্রসবে অসমর্থ, চক্ষু দ্বারা যেরূপ সন্দেশ খাওয়া যায় না, প্রাকৃত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অজ্ঞাতসারে মায়াবাদ গ্রহণ করিয়া গৌর-বস্তুর পরতত্ত্ব বিষয়ে ধারণা করিতে যাওয়াও সেরূপ নিষ্ফল। শ্রীরূপানুগ শুদ্ধ গৌর-ভক্তের পাল্যরূপে নিজের অস্মিতাকে উপলব্ধি কর, দেখিবে সকল মোহান্ধকার কুজ্ঝটিকার ন্যায় চলিয়া গিয়াছে এবং প্রেম-চক্ষু ফুটিয়াছে। এই পরামর্শ ছাড়িয়া যে কোন দ্যুলোকেই যাও বা নরকেই যাও, তথায় বৈষ্ণব-বিদ্বেষ শিখিবে—শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে দূরে পড়িবে। গৌর-বস্তু স্থির হইলে তাঁহার অপ্রাকৃত শ্রীধাম কোথায় এবং সেই অপ্রাকৃত ধাম কে নিরূপণ করিতে পারেন এবং কাহার কথায় শুদ্ধভক্তগণ বিশ্বাস করেন এবং মায়াবাদী অভক্তগণ

গৌরকে কি বলেন, কোথায় তাঁহার প্রপঞ্চে অবস্থিতি বলেন, সে-সকল কথা হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইবে। জড়-জগতে বৈধগৃহী, বাউল, সহজিয়া-গিরি করিয়া 'হাঁট্‌কা পাট্‌কা' করিয়া বেড়াইলে প্রাকৃত দেহ, দ্রবিণ, জনতা, লোভ ও পাষণ্ডতা আসিয়া মায়াবাদীর নিমীলিত চক্ষুই দ্বিতীয় বার আবরণ করিবে।

—শ্রীল প্রভুপাদ

Published 1/9

বিশুদ্ধ ভজন

অশুদ্ধভাব ও ক্রিয়া পরিত্যক্ত না হইলে বিশুদ্ধ ভজন হয় না

"পড়িলে শুনিলে কভু কৃষ্ণপ্রাপ্তি নয়।
ভজিলে বিশুদ্ধ-ভাবে তবে কৃষ্ণ পায়॥"

কোন ভক্ত-মহাজনের লেখনীতে এই উপদেশটী পাওয়া যায়। উপদেশটী নিগূঢ় সত্যমূলক। অনেকে অনেক পরিশ্রম করিয়া ভজন-সাধন করেন, কিন্তু বহু আয়াসেও কোন সুফল উদয় হয় না। বিশুদ্ধ ভজন না হওয়াই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া বোধ হয়। কৃষ্ণ-ভজন ব্যাপারে যে-সমুদয় অশুদ্ধ-ভাব এবং ক্রিয়া আছে তাহা পরিত্যাগ করতঃ ভজন করিতে পারিলেই বিশুদ্ধ ভজন হয়। অতএব সেই সমস্ত অশুদ্ধ-ভাব ও ক্রিয়াগুলি বিচার করিয়া পরিত্যাগ করা সকল ভজন-প্রয়াসীর আবশ্যক। বিশুদ্ধরূপে ভজন করিলে, তাহার ফলে শুদ্ধা ভক্তি লাভ হয়। এবং শুদ্ধা ভক্তির ফলেই ভগবানের চরণ লাভ হয়। তদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে না। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদ্বাক্য এইরূপ :—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্। (ভাঃ ১১।১৪।২১)
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥ (ভাঃ ১১।১৪।২০)

শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ

শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ বলিয়াছেন:—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।১।৯)

শ্রীকৃষ্ণসেবন ব্যতীত অন্য অভিলাষশূন্য হইয়া এবং জ্ঞান-কর্ম্মাদির প্রতি স্বাধীন-চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করাই শুদ্ধা ভক্তি।

জ্ঞান ও কর্ম্ম যখন ভক্তির অনুগত হয়, তখন তাহার কোন দোষ থাকে না, কিন্তু তাহাদিগের প্রতি স্বাধীন চেষ্টা থাকিলে তাহারা ভক্তিবিরোধী হইয়া পড়ে, তাহাতে ভজন বিশুদ্ধ হয় না। অতএব মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে :—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥ (মুণ্ডক ৩।২।৩)

বহু শাস্ত্রবচন অভ্যাস, বহু ধী-শক্তি, শাস্ত্রবিচারে বহু পাণ্ডিত্য—এই সকল দ্বারা কেহ অখিলাত্মা ভগবানকে লাভ করিতে পারেন না; যাঁহারা ভগবানের শরণাপন্ন—তাঁহাকেই স্বীয় প্রভু বলিয়া বরণ করেন, ভগবান্ তাঁহাদিগের নিকট আত্ম-বিক্রয় করেন।

তাৎপর্য্য এই যে, **কেবল শাস্ত্র পড়িয়া বা সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ ভগবৎ-প্রসাদ লাভ করিতে সক্ষম হয় না।** তাদৃশ জ্ঞান, কর্ম্ম-প্রয়াস পরিত্যাগ করতঃ ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই বিশুদ্ধ ভজনের মূল। তাহাতেই কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরম পুরুষার্থ লাভ হয়।

ভজনকালের অবস্থাদ্বয়—(ক) অনর্থযুক্ত, (খ) অনর্থমুক্ত

ভজনকালে দুইটি অবস্থা আছে, **অনর্থ-যুক্তাবস্থা,** এবং **অনর্থ-মুক্তাবস্থা।** যতদিন ভজনে অনর্থ-নাশ না হয়, ততদিন ভজন ন্যূনাধিক পরিমাণে অশুদ্ধ থাকে। সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে সাধু-কৃপায় অনর্থ বিগত হইলে ভজন বিশুদ্ধ হয়।

(ক) অনর্থযুক্তাবস্থায় জীবের (১) স্বরূপভ্রম :—

জীবের অনর্থ চারি প্রকার :—(১) স্বরূপভ্রম, (২) অসত্তৃষ্ণা, (৩) হৃদয়দৌর্ব্বল্য এবং (৪) অপরাধ। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস, ইহা না জানাই স্বরূপভ্রম-রূপ প্রথম অনর্থ। এই অনর্থ-ফলে নানারূপ উৎপাত জন্মিয়া ভজন বিশুদ্ধ হইতে দেয় না। জীব কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণ জীবের প্রভু, এই জগৎ ভগবৎশক্তিরূপা মায়া কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবের কারাগার-স্বরূপ—এইরূপ তত্ত্ব-জ্ঞানের অভাব হেতু জীবে ব্রহ্মত্বের আরোপ, মায়া ব্রহ্মের ভ্রম, জগৎ মিথ্যা প্রভৃতি নানা প্রকার অসৎ সিদ্ধান্তের উদয় হয়। তাহাতে কেহ মায়াবাদী, কেহ নির্ব্বিশেষবাদী, কেহ জ্ঞানী, কেহ যোগী এবং কেহ বা কর্ম্মী, এইরূপ নানা মতবাদী হইয়া ভজন অশুদ্ধ করিয়া ফেলে। তাহাতে কোনক্রমে জীবের মঙ্গল লাভ হওয়া পরন্তু অমঙ্গলই হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিয়াছেন :—

প্রভু কহে,—মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।
'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'চৈতন্য', কহে নিরবধি॥

অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে।
মায়াবাদিগণ যাতে মহা-বহির্ম্মুখে ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৭।১২৯,১৪৩)

নির্ব্বিশেষবাদিগণ পাষণ্ডী ও যম-দণ্ড্য

নির্ব্বিশেষবাদিগণ বলেন, ঈশ্বর নিরাকার। ভগবানের নিত্য সচ্চিদানন্দঘন মূর্ত্তি তাহারা বিশ্বাস করেন না। কল্পিত মনে করেন। জীব ভজন-বলে অবশেষে ঈশ্বরে লীন হইয়া যাইবে, ইহাই তাহাদের আশা। তখন জীবে ঈশ্বরে কোন্ ভেদ থাকিবে না। তাহাদিগের সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য এই :—

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার ॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই, হয় যম-দণ্ড্য ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬৬-১৬৭)
যেই মূঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর হয় 'সম'।
সেই ত' পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে যম ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৮।১১৫)

মায়াবাদীর জ্ঞান ও যোগীর আসনাদির দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় না

জ্ঞানবাদিগণ শুষ্ক বৈরাগ্য, শাস্ত্র-চর্চ্চা প্রভৃতি উপায় অবলম্বনে আত্ম-শুদ্ধির আশা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন :—

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৯)
ভক্তজ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে অধোমজে ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৪।১২৫)

যোগিগণ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম সহকারে আত্মা-পরমাত্মার সংযোগ সাধন করেন; অখিলাত্মা ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রকে লাভ করিতে পারেন না। শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন :—

কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ, সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৯।২৬৩)

বিশুদ্ধ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন জ্ঞান

এই সমস্ত দুষ্টমত পরিত্যাগ করতঃ সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত ভজন করিলেই বিশুদ্ধ ভজন হইতে পারে। জীব কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণ জীবের প্রভু; প্রেমই জীবের প্রয়োজন, প্রেমবলে কৃষ্ণ লাভ হয় এবং ভক্তিফলেই প্রেম উৎপন্ন হয়—এইরূপ জ্ঞানই বিশুদ্ধ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন জ্ঞান। এইরূপ জ্ঞানের সহিত ভজন করিলে ভজন বিশুদ্ধ হয় এবং বিশুদ্ধভজনের ফল-স্বরূপ শুদ্ধা ভক্তি লাভ হয়।

(ক) অনর্থযুক্তাবস্থায় জীবের (২) অসত্তৃষ্ণা ঃ—

জীবের দ্বিতীয় অনর্থ অসত্তৃষ্ণা। তাহা বহুবিধ। ভগবানের সেবা ব্যতীত যতকিছু বাঞ্ছা জীবের থাকে, তাহা সকলই অসত্তৃষ্ণা। ইহলোকে সুখৈশ্বর্য্য ভোগ, পরলোকে স্বর্গভোগ, মোক্ষসুখে লোভ, এই সমস্তই অসত্তৃষ্ণা। অসত্তৃষ্ণা থাকিলে কোন-ক্রমেই ভজন বিশুদ্ধ হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন ঃ—

ভুক্তি-মুক্তি-আদি-বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৭৫)

কৃষ্ণভক্তগণ কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য প্রার্থনা করেন না। স্বর্গ ও মোক্ষ কৃষ্ণ-ভক্তের নিকট নরক-সদৃশ দুঃখপ্রদ বোধ হয়। পঞ্চবিধ মুক্তি ভগবান্ দিলেও ভক্তগণ তাহা স্বীকার করেন না। যথা,—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥ (ভাঃ ৬।১৭।২৮)
সালোক্যসার্ষ্টি সামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ (ভাঃ ৩।২৯।১৩)

মোক্ষবাঞ্ছা অসত্তৃষ্ণা, সুতরাং ভজনবিরোধী

মোক্ষবাঞ্ছা জীবের অজ্ঞানতার চরম ফল। অজ্ঞ জীবের আপাতমনোহর, পরিণাম-ভয়ঙ্কর মোক্ষ—ভক্তির নিতান্ত বিরোধী তত্ত্ব। মোক্ষবাঞ্ছা হৃদয়ে থাকিলে কোনও ক্রমে ভক্তি হয় না। শ্রীরূপের শিক্ষা এই,—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১২।১৫)

শ্রীচরিতামৃতে,—

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে **মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।**
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১।৯০,৯২)

প্রতিষ্ঠাশা ও ভোগলালসা ভজন-বিরোধী

সামান্য প্রতিষ্ঠাশা বা ভোগ-লালসার বশবর্ত্তী হইয়া জীব কপট ভক্ত হইয়া পড়ে, তাহাতে সেই সমস্ত দুরাশা ত্যাগ না করিলে কিরূপে বিশুদ্ধ ভজন হইবে? শ্রীমদ্দাস-গোস্বামী বলিয়াছেন—

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচ-রমণী মে হৃদি নটেৎ।
কথং সাধুঃ প্রেমাঃ স্পৃশতি শুচিরেতন্মনু মনঃ॥ (মনঃশিক্ষা—৭)

প্রতিষ্ঠাশা-রূপিণী চণ্ডালিনী যতদিন হৃদয়প্রাঙ্গণে নৃত্য করে, ততদিন পবিত্র-স্বভাবা প্রেমদেবী তথায় কিরূপে আসিবেন?

অতএব বহুযত্নে এই দুষ্টাশা হৃদয় হইতে দূর করা কর্ত্তব্য। প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা যত্ন-সহকারে স্পর্শ না করাই ভাল। ইহাই সনাতন-গোস্বামীর উপদেশ—

"কুর্য্যুঃ প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠায়া যত্নমস্পর্শনে বরম্॥"

(ক) অনর্থযুক্ত জীবের (৩) হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ঃ—

হৃদয়দৌর্ব্বল্য জীবের তৃতীয় অনর্থ। অসত্তৃষ্ণা বৃদ্ধি হইতে হইতে অসদ্বিষয়ে জীবকে এরূপ অভিনিবিষ্ট করে যে, জীব কোনও ক্রমে ভক্তিসাধক কর্ম্মগুলির আদর করিতে পারে না, পক্ষান্তরে ভক্তিসাধক কর্ম্মগুলি স্বভাব-স্বরূপে পরিণত হয়। ইহাই জীবের হৃদয়দৌর্ব্বল্য। এই অনর্থের ফলে অসৎসঙ্গ, কুটিনাটি, বহির্ম্মুখাপেক্ষা প্রভৃতি বহু উৎপাতের সৃষ্টি হয়, তাহাতে ভজন বিশুদ্ধ হইতে দেয় না। অসৎ সঙ্গে নানারূপ অসদালোচনা হয়, তাহাতে অসদ্বিষয়ে আসক্তি প্রবল হইয়া বিশুদ্ধ ভজনের অত্যন্ত বিঘ্ন জন্মায়। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা এই,—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১২।৮৪)

বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি ও কুটিনাটি, হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের অন্তর্গত

হৃদয়-দৌর্ব্বল্যজাত কুটিনাটি হইতে আদৌ **বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-রূপ মহান্ দোষ** উপস্থিত হয়। আপনার জাতি, বিদ্যা বা সম্ভ্রমগত অভিমান উদয় হয়, তাহাতে বৈষ্ণব-অধরামৃত, চরণামৃত ও পদরজে শ্রদ্ধা হয় না। বৈষ্ণবে প্রীতির পরিবর্ত্তে অশ্রদ্ধা দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া জীবকে অধঃপাতিত করে, তাহাতে ভজন-চেষ্টা একেবারেই বিনষ্ট হয়। অতএব প্রভু-আজ্ঞা,—

অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটি পরিহরি একান্ত হইয়া॥ (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীল দাস-গোস্বামীও বলিয়াছেন,—

অরে চেতঃ প্রোদ্যৎকপটকুটিনাটিভরখর-
ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাম্। (মনঃশিক্ষা—৬)

ওরে মন! কপটতা এবং কুটিনাটিরূপ মূত্রে স্নান করিয়া কি জন্য আমাকে এবং আপনাকে দগ্ধ করিতেছ?

কুটিনাটি ত্যাগ না করিলে কিছুতেই সুখ হয় না। হৃদয়-দৌর্ব্বল্যবশতঃ অনেক সময়ে ভজন-প্রতিকূল ক্রিয়া বা সঙ্গত্যাগ করা যায় না। অসৎ কার্য্যে বা অসৎসঙ্গে, ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধ জন্মে। তাহাতে ভজন অশুদ্ধ হয়। অতএব হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করতঃ ভজনে উৎসাহ প্রকাশ এবং নিরপেক্ষতা রক্ষা করাই বিশুদ্ধ ভজনের সহায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ এই,—

"যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২৪।১৬৫)

"নিরপেক্ষ নহিলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে॥" (চৈঃ চঃ অঃ ৩।২৩)

(ক) অনর্থযুক্ত জীবের (৪) অপরাধ ঃ—

অপরাধই চতুর্থ অনর্থ। স্বরূপভ্রম হইতে অসত্তৃষ্ণা, এবং অসত্তৃষ্ণার ফলে হৃদয়দৌর্ব্বল্য জন্মে। হৃদয়দৌর্ব্বল্য বৃদ্ধি হইয়া অপরাধে পরিণত হয়। অপরাধ জন্মিলে বহু সাধনেও কোন ফল হয় না। যথা, শ্রীচরিতামৃতে—

হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি, অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৮।২৯-৩০)

অপরাধ বহুবিধ হইলেও প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হয়। (১) বৈষ্ণবাপরাধ, (২) সেবাপরাধ ও (৩) নামাপরাধ।

বৈষ্ণবাপরাধ ও সেবাপরাধ

বৈষ্ণবাপরাধ যথা, স্কান্দে,—

হিন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥

বৈষ্ণবের হনন করা, নিন্দা করা, দ্বেষ করা, অভিনন্দন না করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা এবং বৈষ্ণব দর্শনে হর্ষযুক্ত না হওয়া—এই ছয়টি অপরাধে জীবের মহাপতন হয়। কোন ভজন-প্রয়াসীর যেন এই অপরাধ না হয়। সেবা-অপরাধ শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে বিচার্য্য।

নামাপরাধ দশবিধ, যথা ঃ—

১। **সাধুনিন্দা**—যাঁহারা একান্তভাবে নামাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিন্দা বা দ্বেষ করা। তাঁহারা কেবল নাম-তত্ত্বই জানেন, জ্ঞান-যোগ প্রভৃতি কিছুই জানেন না, এরূপ মনে করিয়া তাঁহাদিগকে অবহেলা করিলেও অপরাধ হয়।

২। **দেবান্তরে স্বতন্ত্র-জ্ঞান**—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, সর্ব্বেশ্বর, অন্যান্য দেবদেবী তাঁহার বিধিকর, কৃষ্ণকে ভজন করিলেই অন্য দেবদেবীর ভজন হয়, এইরূপ বিশ্বাস না করিয়া, কৃষ্ণ একজন ঈশ্বর, শিব অন্য এক ঈশ্বর, এইরূপ স্বতন্ত্র শক্তিসিদ্ধ বহু ঈশ্বর কল্পনা করিলে নামাপরাধ হয়।

৩। **গুর্ব্ববজ্ঞা**—যিনি নাম-তত্ত্বের সর্ব্বোৎকর্ষতা শিক্ষা দেন, তিনি নাম-গুরু। যদি মনে করা যায়, তিনি নাম-শাস্ত্রেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন, অন্য সাধন-বিষয়ে কিছুই জানেন না, তাহা হইলে অপরাধ হয়। সকল কর্ম্মের চরম ফল নাম-তত্ত্ব-লাভ, তাহা যাঁহার হইয়াছে তাঁহার অন্য কিছুই প্রয়োজন নাই। কিছু জানিতেও তাঁহার বাকী নাই।

৪। **শ্রুতি-নিন্দা**—বেদে নামের অনেক মাহাত্ম্য বলিয়াছেন, সেই সমস্ত নাম-মাহাত্ম্য-সূচক বেদ-বাক্যে অবিশ্বাসমূলক দ্বেষভাব বহন করিলে নামাপরাধ হয়।

৫। **হরিনামে অর্থবাদ**—অর্থাৎ রাম, কৃষ্ণ, হরি প্রভৃতি নাম কল্পিত, ভগবানের নাম,রূপ, গুণ, কর্ম্ম নাই—এইরূপ মনে ভাবিলে অপরাধ হয়।

৬। **নামবলে পাপ**—নাম করিলে পাপ থাকিবে না, অথবা করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধ হইয়া আর পাপে রুচি থাকিবে না, আপাততঃ স্বার্থের জন্য একটি পাপ করিয়া লই, এইরূপ নামের ভরসায় যে পাপ করা যায়, তাহা বড় কঠিন অপরাধ।

৭। **শুভকর্ম্ম-সাম্য**—অর্থাৎ ধর্ম্মব্রত, তপঃ প্রভৃতি যেরূপ শুভকর্ম্ম, নামও তদ্রূপ একটি শুভ কর্ম্মবিশেষ। অতএব যে কোন একটী শুভকর্ম্ম আশ্রয় করিলে আত্মশুদ্ধি হইতে পারে, এইরূপ মনে করিয়া নামাশ্রয় না করা অপরাধ।

৮। **প্রমাদ**—নামে অনবধান, অর্থাৎ ঔদাসীন্য, জাড্য ও বিক্ষেপ থাকিলে প্রমাদাপরাধ হয়। নাম গ্রহণকালে নামের প্রতি উদাসীন হইয়া মুখে নাম ও মনে নানারূপ বিষয়-চিন্তা করাই ঔদাসীন্য, নাম-গ্রহণে অরুচি, এবং কতক্ষণে সংখ্যা-নাম শেষ হইবে—এইরূপ মনে করিয়া বারম্বার জপ-মালার সুমেরু প্রতি কটাক্ষপাত প্রভৃতি জাড্যের লক্ষণ। প্রতিষ্ঠাশা বা শাঠ্য-বশবর্ত্তী হইয়া নাম-গ্রহণই বিক্ষেপ।

৯। **অজ্ঞ অশ্রদ্ধ ব্যক্তিকে নাম-মন্ত্র-দান**—অজ্ঞ ও অশ্রদ্ধ জনের নিকট নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া, নামে তাহার বিশ্বাস হইলে তবে তাহাকে নাম-মন্ত্র প্রদান করা উচিত। সামান্য অর্থলোভে অযোগ্য শিষ্যকে নাম দিলে গুরু অপরাধে অধঃপাতি হন।

১০। **অহং-মম ভাব**—নাম-মাহাত্ম্য জানিয়া শুনিয়াও বিষয়াসক্তির আধিক্য বশতঃ নাম-ভজনে প্রবৃত্ত না হওয়া বিশেষ অপরাধ। এই দশবিধ নামাপরাধ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে নামের ফলে প্রেমলাভ হয়। যথা, প্রভুবাক্য—

"শ্রবণ" কীর্ত্তন হইতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা। (চৈঃ চঃ ৯।২৬১)

"নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥" (চৈঃ চঃ অঃ ৪।৭১)

কৃষ্ণনামানুশীলনই বিশুদ্ধ ভজন

কৃষ্ণ-নামানুশীলন ব্যতীত বৈষ্ণবের অন্য ভজন নাই, অন্য অঙ্গগুলি নামেরই সহচররূপে গৃহীত হয়; অন্যাভিলাষ, অন্য দেবপূজা এবং স্বাধীন জ্ঞানকর্ম্ম-প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া অপরাধ-শূন্য হইয়া নাম করিতে পারিলেই ভজন বিশুদ্ধ হয় এবং বিশুদ্ধ ভজনের ফলস্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। কৃষ্ণপ্রেম উদয় হইলেই কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের নব-নির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর শুভ প্রবেশোপলক্ষে—

(১)

বিগ্রহের নিত্য-সেবা, মন্দির-মার্জ্জন
আদ্যরস-উদ্দীপক বেশাদি রচনা—
প্রভৃতি সেবার কার্য্যে আপনি যে-জন
নিযুক্ত রহিয়া ভক্তে দেন প্ররোচনা—
অশেষ গুণের নিধি গুরু তিনি হ'ন।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন॥

(২)

জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা-সাগর।
জয়াদ্বৈত-চন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবর॥
জয় জয় শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত প্রভুবর।
গৌড়ীয়-সুনীলাকাশে প্রদীপ্ত ভাস্কর॥

জয় শ্রীত্রিদণ্ডিস্বামী কেশব দীন-পালক।
ভক্তি-প্রদায়ক দুষ্ট-দুর্জ্জন-জন-শাসক॥
জয় পরিব্রাজক সন্ন্যাসী মহারাজ।
জীবের কল্যাণে আত্ম ত্যজিয়াছ আজ॥
চরণ-সরোজে কোটী নমস্কার করি।
পদ-তরী দেহ তরিবারে ভব-বারি॥

জয় জয় মঠবাসী ব্রহ্মচারিগণ।
সর্ব্বক্ষণ বন্দি' আমি সবার চরণ॥
জয় জয় সমাগত যত ভক্তগণ।
করযোড়ে বন্দি' আমি সবার চরণ॥

(৩)

কষিত সোণার অমল বরণ, জিনিয়া যাঁহার মধুর কান্তি।
যাঁহারে হেরিলে মোহ দূরে যায়, উপজে হৃদয়ে মেদুর শান্তি॥
যাঁহার আদেশ-পালনে নিরত, বিধি-হর আদি দেব অগণন।
চন্দ্র-মিহির যাঁহার আদেশে, নাশিছে আঁধার বিতরি' কিরণ॥
যাঁহার চরণ হরে পাপ-তাপ, নামে দূরে যায় শমন-ভয়।
তিনি গোলোকেশ শচীর দুলাল, গাহ সবে মিলি তাঁহার জয়॥

(৪)

হে প্রভু দয়াল শচীসুত বিশ্বম্ভর!
পতিত-পাবন প্রভু গোলোক-ঈশ্বর!
তোমারই সৃজিত মধুর দৃশ্য, এই যে অনন্ত নিখিল বিশ্ব,
এ-সৃষ্টি তোমার শুধু লীলার কারণ।
প্রেম-ভক্তি-ডোরে করিয়া বদ্ধ, মানবে নিয়োজি' সাধিতে সাধ্য,
সৃষ্টির উদ্দেশ্য তব করিছ সাধন॥
শুধু তব সেবা বিশ্ব মাঝারে, করিয়া প্রচার শুদ্ধ আচারে,
মানবে কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতেছ দয়াল।
সে-কথা ভুলিয়া স্বৈর আচারে, প্রমত্ত হইয়া করমের ফেরে,
(জীব) দুঃখের জলধি-জলে ভাসে চিরকাল॥

এই বিশ্ব-চিত্রপটে হেরিনু অঙ্কিত যত লোভনীয় কাম্যবস্তু-চিত্র।
অতি মনোরম বটে আপাত মধুর, তাহা মানবের ছদ্মবেশী মিত্র॥

এরাই কুপথে টানি' সদাই আমারে করে ঘৃণ্য, হেয় পিশাচ-সমান।
হিমশুভ্র হৃদি-মাঝে কলুষ-অনল-জ্বালি' দগ্ধ করে দেহ-মন-প্রাণ॥
তাই আজ সকাতরে, প্রভু! তব স্নিগ্ধ চির-বাঞ্ছনীয় চরণ-উপান্তে।
শুদ্ধভক্তি লাভেচ্ছায় করিতেছে এই দীন করযোড়ে প্রার্থনা একান্তে॥

(৫)

বহুরত্ন সু-খচিত নীলাম্বর-চন্দ্রাতপ-তলে
বিরাজিত ঋষিতুল্য ব্রহ্মচারী-অধ্যুষিত রম্য তপোবন।
তার মধ্যে ভগবৎ-লীলা-নিকেতন সুবর্ণের—
অপরূপ সুকোমল সুবাসিত বহুবিধ কুসুম-কানন॥
তার মধ্যে সুধাসিক্ত মনোহর রতন-মন্দির,—
মধ্যস্থলে রত্নবেদী সিক্ত সদা অগুরুর নীরে॥
সুমধুর কম্বুরবে আজি মুখরিত চারিদিক্—
কুসুম-সুবাস হরিয়া পবন বহে ধীরে ধীরে॥



শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউ

অনন্ত করুণা-নিধি, তুমি ত বিধির বিধি,
(নদীয়ার) পূর্ণচন্দ্র শচীর দুলাল।
(আজি) রাজ-রাজেশ্বর সাজে, নব মন্দির-মাঝ,
রত্নাসনে বসেছ দয়াল॥

(সঙ্গে) কিবা নিরুপম রূপ, নিরখি যে অপরূপ,
(বিরাজেন) সঙ্গে ল'য়ে শ্রীরাধারে যশোদা-দুলাল।
শিরে শিখি-পাখা রাজে, চরণে নূপুর বাজে,
গলে দোলে সুরভিত বনফুল-মাল ॥

(৬)

আজিকার কোলদ্বীপ অতি মনোরম।
শক্তি আছে কার করে সভার বর্ণন ॥

(আজি সভা-মাঝে)—
বিষ্ণুভক্ত সুবাসিত কুসুম-কাননে,
তারা-হার মধ্যমণি শীতেন্দু সমান,
বৈষ্ণব-মুকুটমণি কলি-জীব-প্রাণ,
বিরাজিত প্রভুপাদ প্রসন্ন আননে ॥

আমি অতি দীন, মায়ার অধীন,
ভাসি ভব-জলধির অন্তহীন নীরে।
সকল বৈষ্ণবগণ, শ্রীপদের ধূলিকণ,
কৃপা করি' প্রদানহ এ-দাসের শিরে ॥

আলেয়ার আলো-সম মায়ার ছলায়,
ভ্রান্ত-পথে ছুটে মরি দিশেহারা হ'য়া।
ভুঞ্জিয়া নরক-ব্যথা করি হায় হায়,
(মোরে) রক্ষা কর সবে মিলি' করুণা করিয়া ॥

দীন সেবক—
—শ্রীগোপাল চন্দ্র দাসাধিকারী
নারমা (মেদিনীপুর)

ভক্তিকথা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৯ পৃষ্ঠার পর)

দেবহূতি-পুত্র ভগবান্ কপিলদেব এই নিরীশ্বর কপিল হইতে পৃথক্। তিনি ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার বলিয়া স্বীকৃত।

নিরীশ্বর কপিলের পদাঙ্কানুসরণকারী সাংখ্য-দার্শনিকগণের অব্যক্তানুমান নিরসন করিয়া অষ্টপ্রকার প্রকৃতির নিয়ন্তা যে স্বয়ং ভগবান্, তাহা গীতায় ব্যক্ত হইয়াছে। যথা—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ (গীঃ ৭।৪)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু, তাঁহার স্বরূপ কি ?—তাঁহার ঐশ্বর্য্য, বল-বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান, ও বৈরাগ্য কিরূপ, তাহা না জানিলে ভক্তিতত্ত্ব সিদ্ধ হয় না।

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২।১১৭)

এই প্রকার তত্ত্ব জানিয়া যে কার্য্যের সূচনা হয়, তাহাই ভক্তি-কথা। মনুষ্যজাতি নিজ মন ও বুদ্ধি সঞ্চালন করিয়া বায়ুর বেগে দ্রুত গমন করিয়া শত-সহস্র বৎসর ধরিয়া কপিলের মতে যাহা জানিতে পারে নাই, তাহাই এক-কথায় এই স্থানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যক্ত করিলেন। যাহারা বুঝিতে পারিল না, তাহারা ভক্তিকথা হইতে দূরে চলিয়া গেল; কিন্তু যাহারা বুঝিল, তাহাদের ভক্তিতত্ত্ব আরও দৃঢ় হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম-তত্ত্ব—এবং যেখানে পুরুষ সেইখানেই তাঁহার সেবার জন্য প্রকৃতি আছে। পুরুষাভিমানী সাধারণ জীবের অধীনে যদি সর্ব্বত্রই প্রকৃতির আবশ্যক থাকে, পুরুষোত্তম ভগবানের প্রকৃতি বা সেবিকা নাই—এমন অবান্তর কথা বাতুলেই বলিয়া থাকে। পুরুষকে প্রকৃতির অধীন করিয়া যে দর্শন-শাস্ত্রের অবতারণা, তাহা সর্ব্বদাই অসম্যক্ জানিতে হইবে। 'প্রকৃতি' বলিয়া থামিয়া গেলে চলিবে না; কাঁহার প্রকৃতি তাহা সন্ধান করা আবশ্যক। প্রকৃতি পুরুষ কে, তাহা সিদ্ধান্তিত হওয়া দরকার। প্রকৃতি আর শক্তি একই তত্ত্ব। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই শক্তির পরিচয়ে শক্তিমানের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। উপনিষদাদি শ্রুতি-শাস্ত্রে পরতত্ত্ব যে ব্রহ্ম, তাঁহার বহুধা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ব্রহ্ম সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় বিশেষ আলোচনা আছে। এই ব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গজ্যোতি—ইহাই আমরা ব্রহ্মসংহিতা হইতে জানিতে পারি।

যস্য প্রভা-প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদি বিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ (ব্রঃ সঃ ৫।৪০)

সৃষ্ট জগতের ব্যতিরেক চিন্তাতে অতন্নিরসন কল্পেই ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ অবস্থিতি। সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্ব যে নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নিরঞ্জন, নিঃশক্তিক—তাহা বেদাদি শাস্ত্রে কথিত হইলেও সেই ব্রহ্মতত্ত্বের যে প্রতিষ্ঠা, তিনি জড় আকার-বর্জ্জিত চিৎ সবিশেষ, চিচ্ছক্তি-সম্পন্ন, চিদ্বস্তু, চিদ্‌গুণের গুণমণি! তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ এবং সেই চিল্লীলাবিশিষ্ট পরম পুরুষই চরম প্রতিপাদ্য বিষয়। কর্ম্মজড়-সম্প্রদায় সেই চিদ্‌বিশেষকে জড়-বিশেষ মনে করিয়া প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া যাইতেছেন, আর শুষ্ক-জ্ঞানী-সম্প্রদায় জড়-সবিশেষের তিক্ততা আস্বাদন করিয়া চিদ্-সবিশেষেও সেই অপ্রীতিকর তিক্ততা আছে—এইরূপ অনুমান করিয়া তাহাদের আরোহ-পন্থার অবরতা, হেয়তা প্রকৃষ্টভাবেই প্রমাণ করিতেছেন। এই দুই বিকৃত সম্প্রদায়ই কৃপার পাত্র এবং তাহাদিগকে বিশেষ কৃপা করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ নিজতত্ত্ব ও নিজ-শক্তিতত্ত্ব ভগবদ্গীতায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

উপরোক্ত অষ্টধা প্রকৃতির প্রসূতি জড়মায়া বা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি। সেই বহিরঙ্গা শক্তির বহু অবরতা আছে বলিয়া তাহা অনুৎকৃষ্টা প্রকৃতি বলিয়া পরিচিতা। জড়-শক্তিরূপা ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ইত্যাদির নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই বলিয়া ইহারা অপরা প্রকৃতি বা অনুৎকৃষ্টা শক্তি। এবং সেই অনুৎকৃষ্টা শক্তি যে শক্তির দ্বারা চালিত হয়, তাহা উৎকৃষ্টা শক্তি বা পরাশক্তি। শক্তিতত্ত্ব কখনও নিজে ভোগী হইতে পারে না বা একটি শক্তি অপর একটি শক্তিকে কখনও ভোগ করিতে পারিবে না। শক্তি-তত্ত্ব ভোগ্যা, আর শক্তিমান্-তত্ত্ব ভোগী বা ভোক্তা।

পরাশক্তি-সম্ভূত জীব স্বতন্ত্র্য বলিয়া, অস্বতন্ত্র্য ক্ষিতি-অপ্-তেজাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্টা। কিন্তু তাই বলিয়া জীব কখনও সকল তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম-তত্ত্ব ভগবানের সহিত সমান নহে। অস্বতন্ত্র্য জড়া প্রকৃতি হইতে চেতনের উৎকৃষ্টতা সহজেই অনুমেয়। জীবশক্তিই এই জড়জগৎকে আলোড়ন করিয়া ধারণ করিতেছে। যদি সেই জীবশক্তি জড়াশক্তির উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার চেষ্টা না করিত, তাহা হইলে জড়জগতে জড়-বিলাসসমূহ প্রত্যক্ষ করা যাইত না। ভূমি, অপ্, অনল যেখানে যাহা আছে, সেখানেই তাহা থাকিত—যদি চেতনা-শক্তি

তাহাতে বিলাস করিবার চেষ্টায় সংযুক্ত না হইত। চেতনের সংযোগেই মাটী, কাঠ, পাথর, লৌহাদি পদার্থের বিনিময়ে এই দৃশ্য জগতের মেঠো ঐশ্বর্য্য, অট্টালিকাদি কল-কারখানা সমস্তই সম্ভবপর হইয়াছে। জড়াশক্তির এমন কোন ক্ষমতা নাই যে, সে নিজে নিজেই একটা কিছু হয়। এতদ্দ্বারা আরও আমরা বুঝিতে পারি যে, এই জড় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ও নক্ষত্র-গ্রহাদি এইভাবে কোন বৃহৎ চেতনের সংযোগে সম্ভব হইয়াছে। জড়ের নিজের কোন ক্ষমতা নাই—ইহাই নিছক সত্য।

জড়-সম্ভূত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে চেতনই অলোড়ন করিয়া যে একটা জড়-বিলাসের বৈচিত্র্য আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাতে জড়ের হেয়তা, অবরতা ও পরিচ্ছিন্নতা সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে। বৈচিত্র্য আনন্দময় হইলেও জড়ের বৈচিত্র্যে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের যথেষ্ট অভাব আছে। সুতরাং উৎকৃষ্টা প্রকৃতিতেই নিরবচ্ছিন্ন চিদানন্দ বর্ত্তমান আছে, ইহাই প্রমাণিত হয়। চিদ্-বৈচিত্র্য ব্যতীত চিদানন্দের কোন সম্ভাবনা নাই। জীব যে পরাশক্তি, তদ্বিষয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ (গীঃ ৭।৫)

জীব পরাশক্তি-সম্ভূত বলিয়া জড়াশক্তিতে তাহার স্বজাতীয় মিল নাই। যেমন জল-জন্তুর সহিত স্থলের মিল নাই অথবা স্থল-জন্তুর সহিত জলের মিল নাই। সেইরূপ পরাশক্তির সহিত জড়াশক্তির যে আপাত অভিনিবেশ, তাহাই মায়িক বা মিথ্যা। কিন্তু জীবতত্ত্ব পরাশক্তি-সম্ভূত বলিয়া জড়াশক্তির উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার চেষ্টা করিতে পারে মাত্র—যদিও তাহা মায়িক ও অসম্ভব ব্যাপার। কারণ এক শক্তি অন্য শক্তির উপর চিরন্তন কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে না। নিজকার্য্য সম্পাদন করিয়া পরাপ্রকৃতির শক্তিমানের সেবা করিবার ক্ষমতা মাত্র আছে। শক্তিমানের সেবা-চেষ্টায় জীবশক্তির যে জড়া-প্রকৃতির উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার চেষ্টা—তাহাই একমাত্র চিন্ময় বা যাজ্ঞিক, অন্যথায় মায়িক কর্ম্মবন্ধন মাত্র।

বিষ্ণুপুরাণে ত্রিবিধ শক্তির কথা আমরা শুনিতে পাই, যথা—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ (বিঃ পুঃ ৬।৭।৬১)

বিষ্ণুশক্তি পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা-সংজ্ঞা-বিশিষ্টা। বিষ্ণুর পরশক্তিই

চিচ্ছক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞা-শক্তিই জীবশক্তি বা তটস্থাশক্তি (যাহা মায়ারূপা অবিদ্যা হইতে অপরা বা ভিন্না বলিয়া উক্ত হইয়াছে) এবং কর্ম্মসংজ্ঞারূপা অবিদ্যা শক্তির নামই 'মায়া'।

অতএব এই দৃশ্য জগতে যে-সমস্ত কার্য্য হইতেছে তাহার মূলীভূত কারণ—ভগবানের উপরোক্ত পরা ও অপরা শক্তিদ্বয়। অপরা শক্তি 'ক্ষেত্র' কর্ম্মসংজ্ঞা, আর পরাশক্তি ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা। ইহজগতে যতপ্রকার বিভিন্ন জীব-নিচয়ের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তাহা সমস্তই এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা-শক্তির সংঘর্ষে উৎপাদিত। এবং সেই দুই শক্তির অধ্যক্ষ ও শক্তিমান্-তত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহাকে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের মূলীভূত কারণ জানিতে হইবে।

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ (গীঃ ৭।৬-৭)

বেদাদি শ্রুতি-শাস্ত্রে আমরা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম', 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন', 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি যে প্রাদেশিক বাক্য শুনিয়াছি, তাহার সামঞ্জস্য এইস্থানে। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ একই পরাৎপর তত্ত্ব; সুতরাং তাঁহার সম বা অধিক আর কেহই দ্বিতীয় পুরুষ নাই। সেই কথাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "মত্ত পরতরং নান্যৎ" এবং তিনিই যে তাঁহার বিবিধ শক্তির দ্বারা এই জগতে ওতঃপ্রোতঃ ভাবে সর্ব্বত্র বিরাজমান, তাহাও স্পষ্টীকৃত হইল। শক্তির পরিনামই দৃশ্য জগৎ এবং শক্তি ও শক্তিমান্ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব বলিয়া "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" শব্দে ভগবানের পরা ও অপরাশক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। শক্তির পরিণামে পূর্ণব্রহ্মের কোন প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধি সম্ভব নহে বলিয়া ব্রহ্ম 'নিরঞ্জন' আখ্যায় শব্দিত এবং অপরা-প্রকৃতি ব্রহ্মের ছায়ামাত্র বলিয়া ব্রহ্ম 'নিরাকার' শব্দে বিঘোষিত।

শ্রীচৈতন্যদেব এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। সকল সিদ্ধান্তের সার সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব এবং জীব ও জগৎ তাঁহার অধীন শক্তিতত্ত্ব। ইহা যাহারা বুঝিতে পারে না, তাহারাই অপরা প্রকৃতির অন্তর্গত অধীন জীব (materialist) এবং এই তত্ত্ব বুঝিয়া যাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার চেষ্টাবিশিষ্ট, তাঁহারাই মায়ামুক্ত ভগবদ্ভক্ত (Spiritualsit)। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই গীতাতে বলিয়াছেন, যথা—

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীঃ ৭।১৩-১৪)

ইচ্ছা-দ্বেষ, ভাল-মন্দ বিচার প্রভৃতির মূল কারণ—সত্ত্ব-রজ-তমঃ এই গুণত্রয় সমস্ত জগৎকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। সেইজন্য গুণাতীত চিদ্‌বিলাস যে ভগবান্, তাঁহাকে 'পরমব্যয়ম্' বলিয়া বুঝিতে অসুবিধা হইতেছে। এখানে পরম অব্যয় বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবানের অনন্ত শক্তি অনন্ত প্রকারে দৃষ্ট হইলেও তিনি নিত্যকালই পূর্ণ এবং নির্ব্বিকার আছেন। এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, যেহেতু ব্রহ্ম সমস্ত জগতেই সত্তা বিস্তার করিয়া আছেন, সেইহেতু তাঁহার নিজের কোন স্বরূপ নাই। অগ্নির উত্তাপ সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইলেও অগ্নির কোন বিকার নাই। সূর্য্য চিরদিনই উত্তাপ দিতেছেন বলিয়া সূর্য্যের হ্রাস যদি না হয়, তাহা হইলে সূর্য্য যাঁহার কণামাত্র শক্তির পরিচয়, তাঁহার হ্রাসের কি কথা আছে? ভগবানের শক্তি অগ্নির উত্তাপের ন্যায় সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইলেও তাঁহার শক্তি কোন দিনই ন্যূন হইবে না। সেই জন্যই তিনি পরম অব্যয় শক্তিমান্-তত্ত্ব। যথা, শ্রুতিতে —"পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।" (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত
সহঃ সম্পাদক ও সঙ্ঘপতি

বসিরহাটের বক্তৃতার প্রতিবাদ

(চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

টাটানগর
তাং ১৭ই পৌষ, ১৩৫৭

পূজ্যপাদ
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব** মহারাজ-
শ্রীচরণ-কমলয়োঃ নিবেদনম্—

মহারাজ! আপনার **বিখ্যাত গৌড়ীয়-পত্রিকার (২য় বর্ষ) ১৩৫৭, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ১৫৭ পৃষ্ঠাতে** (৪র্থ সংখ্যা) আপনার প্রদত্ত **"বসিরহাটের**

বক্তৃতার সারাংশ" বলিয়া যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহাতে **"বিশ্ববাসী সুশিক্ষিত সম্প্রদায়কে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি"** বলিয়া Challenge থাকায় টাঠানগরস্থ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মল্লিক মহাশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অত্রস্থ শিক্ষিত সমাজকে ঐ অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার জন্য অগ্রণী হইয়া পড়িয়াছেন।

তথাকথিত আপনার উক্তি বলিয়া প্রকাশিত **"শঙ্করের বিচার অত্যন্ত মোটাবুদ্ধি-বিশিষ্ট লোকের পক্ষেই আদরণীয়"** এবং **"শঙ্কর-দর্শন অসার ও অযৌক্তিক, তাহা শিক্ষা দিতে আমরা বেদান্ত সমিতিতে বালকদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকি"** প্রভৃতি উক্তি বিশ্ববাসী কোন এক বিশিষ্ট **সমাজকে আক্রমণ করিয়া কটূক্তি** সহকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

ঐরূপ প্রচার-কার্য্য আপনি করিতেছেন বলিয়া আমরা কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না বা এই প্রবন্ধ আপনার জ্ঞাতসারে মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়াও মনে হইতেছে না। অপরন্তু বেদান্ত সমিতির বালকগণকে আপনি ঐরূপ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। কারণ **এইরূপ ভাব বৈষ্ণবতার বিরোধী।** "বিষ্ণুভক্ত নিষ্কাম—অতএব শান্ত॥"

এইরূপ প্রচার কার্য্যের ফলে বৈষ্ণব জগতের শ্রেষ্ঠ আসনের মর্য্যাদার হানি হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, আমাকে আপনার নিকট প্রতিবাদ পাঠাইতে হইতেছে বলিয়া দুঃখিত হইতেছি।

(১) গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের মুকুটমণি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তত্ত্ব-সন্দর্ভে ৪৩ সূত্রে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-মতের লক্ষণ করিয়াছেন। যথা—

তত্ত এবাভেদশাস্ত্রাণ্যুভয়োশ্চিদ্রূপত্বেন জীবসমূহস্য দুর্ঘটঘটনাপটীয়স্যা স্বাভাবিকতদচিন্ত্যশক্ত্যা স্বভাবত এব তদ্রশ্মিপরমাণুগুণস্থানীয়ত্বাত্তদ্ব্যতিরেকে, ব্যতিরেকেণ চ বিরোধং পরিহৃত্যাগ্রে মুহুরপি তদেতদ্ব্যাস-সমাধিলব্ধ-সিদ্ধান্ত-যোজনায় যোজনীয়ানি॥

(২) শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর এই সিদ্ধান্তের সহিত আচার্য্য শঙ্করের শারীরক ভাষ্যের (ব্রহ্মসূত্র—২।৩।৪৪) সিদ্ধান্ত, ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত বটে কিনা দেখিয়া লইলে আর তাঁহার দর্শনের দোষ দেওয়া চলিতে পারে কি ? যথা :—

৪৩ সূঃ— অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে। শারীরক।..... চৈতন্যঞ্চাবিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োর্যথাগ্নিবিস্ফুলিঙ্গয়োরৌষ্ণ্যম্। অতো ভেদাভেদাবগমাভ্যামংশত্বাবগমঃ। কুতশ্চাংশত্বাবগমঃ? "মন্ত্রবর্ণাচ্চ" মন্ত্রবর্ণশ্চৈতমর্থমবগময়তি :—"তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোহস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥" ইতি। অত্র ভূতশব্দেন জীব-প্রধানানি স্থাবরজঙ্গমানি নির্দ্দিশতি—"অহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ" ইতি প্রয়োগাৎ। অংশঃ পাদো ভাগ ইত্যনর্থান্তরম্। তস্মাদপ্যংশত্বাবগমঃ।

(৩) অতঃপর শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধে মহাপ্রভুর উক্তি মিল করিয়া দেখুন :—

তাঁরে 'নির্ব্বিশেষ' কহি, চিচ্ছক্তি না মানি'।
অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি॥
তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥
অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি॥
প্রাকৃত-বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময়॥ (আঃ ৭ পরিচ্ছেদ)

বিবর্ত্তবাদ সম্বন্ধে মহাপ্রভু বলেন, তাহাতে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুর সত্তা আসিয়া পড়ে; পরন্তু তাহা ঠিক নহে, পরতত্ত্ব অদ্বয়। দ্বৈত বলিয়া বস্তু অলীক এবং মিথ্যা। যথা :—

'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব 'মনোধর্ম্ম'।
'এই ভাল, এই মন্দ'—এই সব 'ভ্রম'॥ (চৈঃ চঃ অঃ—৪)
কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ॥ (ভাঃ ১১।২৮।৪)
স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি। (চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৭৩)

(৪) অতপর শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণের গোবিন্দ-ভাষ্য এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে দেখান হইতেছে :—

দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে। (ব্রহ্মসূত্র ৩অঃ ২পাঃ ১৭ সূত্র)

গোবিন্দভাষ্য।—বিজ্ঞানানন্দস্যাত্মনো মূর্ত্তত্বমলৌকিক-বস্তুত্বাৎ শ্রুতিমাত্রাৎ প্রতিপত্তব্যম্। তন্মূর্ত্তত্বং খলু ভক্তিভাবিতেন হৃদা গ্রাহ্যং গান্ধর্ব্ববাসিতেন শ্রোত্রেণ রাগমূর্ত্তমিব। অন্যথা বিজ্ঞানঘনানন্দ-ঘনেতি শ্রুতির্ব্যাকুপ্যেৎ। তদেবং প্রত্যক্ত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ শ্রীবিগ্রহস্যৈব। তস্মিন্নন্যথা বিভানং তু মায়য়ৈব ভবতি।

এতত্ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে।
ইচ্ছন্মুহূর্ত্তান্নশ্যেয়মীশোঽহং জগতো গুরুঃ॥
মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি॥

(মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধাম, নারায়ণী-নারদ-প্রতি ভগবান্)

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইতি ভগবতা ইহ সনাতনত্বোক্ত্যা জীবসৌপাধিকত্বং নিরস্তং। তস্মাৎ তৎ সম্বন্ধাপেক্ষী ব্রহ্মস্তদংশ ইতি।

(৫) শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি-মত ঈশ্বর, জীব ও জগৎ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা আচার্য্য শঙ্করের সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্যযুক্ত।

(৬) কিন্তু পূজ্যপাদ জীব গোস্বামী ও বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সিদ্ধান্তের সহিত মহাপ্রভুর বাক্যের সাদৃশ্য নাই বলিয়া স্পষ্টই দেখা যাইতেছে :—

(ক) মহাপ্রভু বলিতেছেন,—

"তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ, "গুণগত পার্থক্য" বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন, উহা অচিন্ত্য নহে। কিন্তু—

"অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম॥"

পয়ারে জগতের সহিত "ঈশ্বরের" অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বলিতেছেন। কিন্তু শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী ও শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ, "জীবকে" অচিন্ত্য-ভেদাভেদের মধ্যে গণনা করিয়া সিদ্ধান্ত যোজনা করিয়াছেন।

(খ) তাঁহাদের সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে আমাদের কোনরূপ কথা বলা সঙ্গত নহে বা প্রস্তাবিত প্রতিপাদ-করণের উহা উদ্দেশ্যও নহে। তবে শ্রীমৎ বিদ্যাভূষণ মহাশয় গীতার যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, "তাহা শ্লোকার্দ্ধ মাত্র;" ঐ শ্লোকের অপরার্দ্ধ "মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥" (১৫।৭) এবং ৮,৯,১০,১১ শ্লোক "জীবের বিভুত্ব" বিষয়ে ভগবদ্মুখনিঃসৃত বাক্যগুলিকে উল্লেখ করেন নাই।

খ (১) "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া"—শ্রুতি উল্লেখ করেন নাই।

খ (২) "রঞ্জিত-গুণরাগেণ"—নারদ-পঞ্চরাত্রের বচন উল্লেখ করেন নাই।

খ (৩) "স জীবো পরিসংখ্যাতো জীবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ"—শান্তিপর্ব্ব-বচন অনুসরণ করেন নাই।

খ (৪)—　　অতঃ পরং যদব্যক্তমব্যূঢ়-গুণবৃংহিতম্।
অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎ স জীবো যৎ পুনর্ভবঃ॥ (ভাঃ ১।৩।৩২)

উক্ত শ্লোকের স্বামী-টীকা—"তত্রাহ জীবঃ জীবোপাধিঃ। জীবো জীবেন নির্ম্মুক্তো জীবো জীবং বিহায়েত্যাদৌ জীবোপাধৌ লিঙ্গদেহে জীবশব্দ-প্রয়োগাৎ জীবোপাধিতয়া কল্পিত ইত্যর্থঃ।"

শ্রীভাগবতের এই শ্লোকও স্বামী-ভাষ্যের বিরোধী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এমতে তাহা আলোচনায় যোগ্যতা না থাকায় নিরস্ত হইতে হইল।

(৭) শ্রীভগবানের বিগ্রহ সম্বন্ধে আচার্য্যের সিদ্ধান্ত, তাঁহার গীতা-ভাষ্যের ভূমিকায় ও "কবিং পুরাণম্" শ্লোকের ভাষ্যে স্পষ্টতঃই ভক্তির অনুকূল। যথা, গীতা উপক্রমণিকা ঃ—

স আদিকর্ত্তা নারায়ণাখ্যো বিষ্ণুর্ভৌমস্য ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষণার্থং দেবক্যাং বাসুদেবাং অংশেন কৃষ্ণঃ কিল সম্ভবৎ। স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তি-বলবীর্য্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্নঃ ত্রিগুণাত্মিকাং (বৈষ্ণবীং) স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্যাজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া 'দেহবানিব' 'জাত' ইব লোকানুগ্রহং কুর্ব্বন লক্ষ্যতে।

যথা— কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ (গীঃ ৮।৯)

শঙ্কর-ভাষ্য—…অচিন্ত্যরূপং নাস্য রূপং নিয়তং বিদ্যমানমপি কেনচিচ্চিন্তয়িতুং শক্যত ইত্যচিন্ত্যরূপঃ তম্। আদিত্যবর্ণম্ আদিত্যস্য এব নিত্যচৈতন্য-প্রকাশো বর্ণো যস্য তমাদিত্যবর্ণম্। তমসঃ পরস্তাৎ—অজ্ঞান-লক্ষণান্মোহান্ধকারাৎ পরং তমনুচিন্তয়ন্ যাতীতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ।

(৮) শ্রীশঙ্করের এই সকল ভক্তিরসাত্মক সিদ্ধান্তের সহিত শ্রীমজ্জীব গোস্বামীর ব্রহ্ম-সংহিতার "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ" শ্লোকের ভাষ্য সম্পূর্ণ সাদৃশ্যাত্মক। যথা ঃ—নন্থ স্বমতে যোগবৃত্ত্যৈ চ সর্ব্বাকর্ষকঃ পরমবৃহত্তমানন্দঃ কৃষ্ণ ইত্যভিধানাৎ অবিগ্রহ এব স ইত্যবগম্যতে, আনন্দস্য বিগ্রহানবগমাৎ? সত্যং, কিন্তু অয়ং পরমাপূর্ব্বঃ পূর্ব্বসিদ্ধানন্দবিগ্রহ ইতি।

তদেবং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-রূপত্বে সিদ্ধে বিগ্রহ এবাত্মা তথাত্মৈব বিগ্রহ ইতি সিদ্ধম্। ততো জীববৎ দেহিত্বং তস্য নেত্যপি সিদ্ধান্তিতম্। যথোক্তং শ্রীদশমে—"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্। জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥" ইতি; তথাপি তস্য দেহিবল্লীলা কৃপাপরবশতয়ৈবোত্যর্থঃ।

দর্শনের উচ্চশিখরে সিদ্ধান্ত একরূপ। শঙ্করেরও সিদ্ধান্ত, শত শত উদাহরণ দ্বারা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে; সুতরাং এসম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

(৯) অনেকেই বলেন যে, শঙ্কর "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা জীবকে ব্রহ্মের সহিত ঐক্য করিয়া দিয়াছেন। এজন্য তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

(ক) জীবের মায়ামুক্ত অবস্থার নাম "সিদ্ধ দেহ" বা স্থিতপ্রজ্ঞাবস্থা" বা "আত্মারাম" অবস্থা। যথা, গীতা—

"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ (গীতা ১৪।২৬)

(খ) এইরূপ সিদ্ধদেহীর বাক্য-কর্ম্ম-আহারাদি বদ্ধজীবের সহিত তুলনা হয় না। এমতে সিদ্ধদেহী আত্মারামগণ ভাব-দেহ প্রাপ্ত হইয়া হরির ভজন করেন। সর্ব্ব-কামনা পরিত্যক্ত হওয়া সত্ত্বেও হরির ইচ্ছায় তাঁহারা ভাবদেহ প্রাপ্ত হয়েন এবং তত্তদ্দেহের অভিমান করেন। যথা—

খ(১) "অনুখণ মাধব মাধব স উরিতে সুন্দরী তোপী মাধাই"—(বিদ্যাপতি)

খ(২) যঃ একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাম্ভিকতয়া।
তদভার্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদং॥—(রঘুনাথ দাস গোস্বামী)

খ(৩) "চণ্ডীদাস কহে, আপন স্বভাব ছাড়িতে না পারে চোরা।"—(চণ্ডীদাস)

খ(৪) ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেৎ। অহং ব্রহ্মাস্মীতি। তস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবদ্ভবত্তদ্যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবত্তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাং তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্ব্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি।

(বৃহদারণ্যক ১।৪, ব্রাঃ ১০)

যদি সকলেই ভাব-দেহের অভিমান করেন, তবে তাহা শঙ্করের পক্ষেই কি দোষাবহ? আর ঐ দেহ যখন ভগবানের ইচ্ছায় প্রাদুর্ভূত হয়, তখন তাহাতে জীবন্মুক্তির কর্ত্তৃত্বই বা কোথায়?

এমতে আমার প্রতিবাদ সংক্ষেপে সমাপ্ত করিলাম। "শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ"—তথা "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ"-জ্ঞানে শঙ্কর-নিন্দা অপরাধ মধ্যে গণ্য। তিনি কপট-

ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, বলাও "ভুল", কারণ "ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং" প্রমাণে তাহা বৈষ্ণবগণের গ্রহণীয় নহে। তবে বামনাবতারে বলিকে ছলনার জন্য যেরূপ দুই অর্থযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, শঙ্করও নিজ ভাষ্যে তাহাই করিয়া গিয়াছেন। ঐ ভাষ্য পাঠ করিলে অসুর প্রকৃতির লোক একরূপ অর্থ বুঝিবে, আর বৈষ্ণবগণ নিগূঢ় অর্থ বুঝিবেন—ইহাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। অদ্বৈত-তত্ত্ব, ভাব-অবস্থায় গ্রাহ্য মাত্র; যাহাদের আমিত্ব আছে, তাহাদিগকে অদ্বৈত-তত্ত্ব উপদেশ দেওয়া চলে না। তটস্থ অবস্থায় অদ্বৈত-বিষয়ে যাবতীয় যুক্তি নিষ্ফল। বহু ভাবের মধ্যে অদ্বৈত-ও ভাব একটী ভাব মাত্র। আর যদিও শঙ্করের মত, আপনাদের নিকট নিতান্ত হেয় বলিয়াও মনে হয়, তাহা হইলেও শ্রীচৈতন্যের অনুগত বৈষ্ণব "অমানীকে মান দান করিবেন"—ইহাই আশা করা যায়।

এমতে নিবেদন, আপনার বিখ্যাত পত্রিকায় আচার্য্যের প্রতি যে কটূক্তি করা হইয়াছে, তাহা সংশোধন করতঃ শঙ্করকে শ্রীকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত বিবেচনায় তাঁহাকে বৈষ্ণবের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করতঃ আমাদের তথা বৈষ্ণব-সমাজের মুখোজ্জ্বল করিয়া চিরকৃতজ্ঞ করুন।

আমাদের এই প্রতিবাদ আপনার নিকট পঁহুছিয়াছে কিনা, জানিবার আগ্রহে রহিলাম। প্রার্থনা, প্রাপ্তি-স্বীকার করিয়া অনুগৃহীত করিবেন। নিঃ ইতি—

ভবদীয় কৃপাপ্রার্থী—

শ্রীসত্যভূষণ চট্টোপাধ্যায়

C/O Babu Kedarnath Mallick, merchant
New Jugselai, P.O. Tatanagore
(Singhbhum)

প্রাপ্তি-স্বীকার পত্র

(চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের উত্তর)

All Glory To Sree Sree Guru And Gauranga.

(Tridandi-Swami)
BHAKTI PRAJNAN KESHAV
Founder-President,
Sree Gaudiya Vedanta Society.

Sree Uddharan Gaudiya Math
Chinsura, West Bengal.
Dated.....24.....I.....1951.

সাদর-সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

মাননীয় শ্রীযুত সত্যভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহোদয়! আপনার টাটানগর হইতে ১৭ই পৌষ তাংএর পত্রাকারে প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধ পাইয়া বিশেষ আনন্দিত

হইয়াছি। আমি এখানে উপস্থিত না থাকায় উত্তর দিতে দেরী হইয়াছে। নবদ্বীপ হইতে গত পরশ্ব এখানে আসিয়াছি। পুনরায় কল্যই তথায় যাইতে হইতেছে। **আপনার এই পত্র আমাদের পত্রিকায় মুদ্রিত করিয়া তাহার প্রকৃত জবাব দিব।**

বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ আচার্য্য শ্রীল শঙ্করের বিচারের প্রতি বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা রাখেন না। আপনি বৈষ্ণব-গ্রন্থ আলোচনা করিলে স্পষ্টভাবে ইহা বুঝিতে পারিবেন। মিশ্র-বৈষ্ণব-অভিমানী কাহারও কাহারও মধ্যে মায়াবাদের প্রতি শ্রদ্ধা লক্ষ্য করা যায়। ইহা আমরা অবৈধ ও অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচনা করি। আমাদের পত্রিকায় **"শ্রীজন্মাষ্টমীতে দার্শনিক আলোচনা"** শীর্ষক প্রবন্ধটী দয়া করিয়া পাঠ করিবেন। উহা কার্ত্তিক-মাস ৯ম সংখ্যা হইতে মাঘ-মাস ১২শ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। গত জ্যৈষ্ঠ (সংখ্যা) ১৫৭ পৃষ্ঠায় আমার বক্তৃতার সারাংশ বলিয়া যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমার অনুমোদিত। উহা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিবেন। **আমরা সন্ন্যাসী,—সমাজ-সংস্কার, ধর্ম্ম-সংস্কারের আনুষঙ্গিক মনে করিয়া গ্রহণ করিয়াছি। শিক্ষিত সমাজকে তাঁহাদের অনধিগত ব্যাপারগুলি নিবেদন করিবার অধিকার আমাদের আছে।**

আমার বিশেষ প্রার্থনা, আমার বক্তব্য বিষয়গুলি আপনারা ধীর-স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিবেন। অবশ্য সত্যের প্রচার করিতে গেলে কাহারও কাহারও অন্তরে আঘাত লাগিতে পারে; কিন্তু ইহা হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। তবে ইহা ধ্রুবসত্য যে, আমরা কাহাকেও কোন প্রকার উদ্বেগ দিতে ইচ্ছুক নহি। **শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আচার-বিচার সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,** তাহা বোধ হয় আপনারা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। **আমরা আচার্য্য শঙ্করের নিন্দুক নহি;** কিন্তু তাঁহার প্রদর্শিত বিচার-যুক্তির সর্ব্বতোভাবে প্রশংসা করিতে প্রস্তুত নহি। **আমরা এসম্বন্ধে বিস্তৃত ও ধারাবাহিক প্রবন্ধ আগামী ৩য় বর্ষের ১ম সংখ্যা* হইতেই প্রকাশ করিব।** অধিক কি, আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনীয়। ইতি—

বিনীত নিবেদক—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

---

*স্থান ও সময়াভাববশতঃ ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় নাই, তজ্জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের প্রকৃত প্রতিবাদ আমরা আগামী ৩য় সংখ্যা হইতে ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। —প্রকাশক

পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব-মধ্যে
শ্রীবিগ্রহগণের নবমন্দিরে প্রবেশ

এবৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালনায় গত ৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ, রবিবার হইতে ১০ই চৈত্র, ২৪শে মার্চ্চ শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব বিশেষ সমারোহ ও সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে কেবল বঙ্গদেশ নহে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ভগবদ্ভক্ত ও সজ্জনমহোদয়গণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নবদ্বীপ-পরিক্রমার যাত্রি-সংখ্যা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল বৎসর অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল এবং প্রচলিত অপ্রচলিত সকল পরিক্রমার যাত্রী-সংখ্যা অপেক্ষা দ্বিগুণ হইয়াছে। ইহা হইতেই আমরা শ্রীবেদান্ত সমিতির প্রচারের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। কেবল গলাবাজি করিয়া "গাঁয়ে না মানে আপনি মোড়ল" সাজিলে প্রচার হয় না। আজকালকার শিক্ষিত সমাজ প্রকৃত আদর্শ দেখিতে চাহে। অর্থশোষণ বা অর্থের জন্য পেষণ—ধাম-পরিক্রমার উদ্দেশ্য নহে। শ্রীবেদান্ত সমিতির সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিঃস্বার্থভাবে যাত্রিগণের যাবতীয় অসুবিধা বিমোচনের চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়া। আমরা সরলান্তঃকরণে বিশেষ আনন্দের সহিত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার পাঠকবর্গকে পরিক্রমার সুসংবাদ জানাইতেছি। আমাদের প্রার্থনা, তাঁহারা যেন প্রতি বৎসরই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনুষ্ঠিত পরিক্রমায় যোগদান করিয়া ভজনোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করতঃ আমাদিগকে উৎসাহিত করেন।

পরিক্রমার নিয়ামক-মহারাজের সুব্যবস্থায় যাত্রিগণ আহার, বাসস্থানাদির চিন্তা-বিরহিত হইয়া অনায়াসে ও সুষ্ঠুভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলাস্থলী দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। মঠের সংলগ্ন কয়েকখানি বৃহৎ অট্টালিকা ব্যতীত, যাত্রিগণের থাকিবার জন্য সমিতির নিজস্ব বহুসংখ্যক শিবিরের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। মিউনিসিপ্যালিটীর কলে উৎসবের বিরাট্ ব্যাপারে প্রয়োজনানুরূপ জল না পাইলেও, সমিতি আশ্রমের মধ্যেই নলকূপ প্রতিষ্ঠা করায় কাহারও বিশুদ্ধ জল সংগ্রহের কোনরূপ অসুবিধা হয় নাই।

পরিক্রমার নিয়মাবলী ও বৈশিষ্ট্য আপনারা সকলেই অবগত আছেন। শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমাকারিগণ নির্ব্বিঘ্নে নবধা ভক্তির পীঠসমূহ পরিক্রমা, ভগবল্লীলাস্থলী দর্শন ও স্থান-মাহাত্ম্য শ্রবণ ও কীর্ত্তনের সুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও পরিক্রমার নিয়ামক পরিব্রাকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ পরিক্রমার সময় যথারীতি বক্তৃতা এবং নবদ্বীপের তথ্য ও বিবরণসমূহ প্রাচীন গ্রন্থ হইতে পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। পরিক্রমার সময় ব্যতীত মঠে সন্ধ্যাকালেও যাত্রিগণ যথারীতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

পরিক্রমার প্রথম দিবস ৪ঠা চৈত্র—প্রাতঃকালে নগরসঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহযোগে বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে যাত্রিগণ গঙ্গা স্পর্শান্তে শ্রীশ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া পরপারে কীর্ত্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুমদ্বীপস্থ (১) সুরভিকুঞ্জ, (২) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, (৩) সুবর্ণ-বিহার, (৪) হরিহরক্ষেত্র, (৫) নৃসিংহদেব-পল্লী এবং স্মরণাখ্য শ্রীমধ্যদ্বীপস্থ (৬) হংসবাহন প্রভৃতি স্থান দর্শন ও পরিক্রমা করেন। উল্লিখিত (১), (২), (৩), (৫) ও (৬) নং স্থানে সভাপতি-মহারাজ "শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য" ও সমিতির সদ্য প্রকাশিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত "শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ" হইতে স্থান-মাহাত্ম্য পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া যাত্রিগণকে অবহিত করেন। পরিক্রমাকালে অধিকাংশ স্থলেই উক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতে সকলে স্থান-মাহাত্ম্য পাঠ, কীর্ত্তন বা ব্যাখ্যামুখে বক্তৃতা করেন। (৪) ও (৫) নং স্থানে শ্রীআনন্দগোপাল দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীধাম-পরিক্রমার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া গ্রন্থ হইতে স্থান-মাহাত্ম্য খোল-করতাল সহযোগে কীর্ত্তনমুখে পাঠ করেন। সুরভিকুঞ্জে ও নৃসিংহ-দেবপল্লীতে সভাপতি-মহারাজ পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে যে বক্তৃতা করেন, তাহা স্থানাভাবহেতু বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইতে পারিল না। উহা **"সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতা"** শীর্ষক পৃথক্ প্রবন্ধে আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। অদ্য পরিক্রমাকালে পথিমধ্যে হরিহরক্ষেত্রে যাত্রিগণকে সরবৎ ও দধিচিড়া প্রসাদ বিতরণ করা হয়। দ্বিপ্রহরে তাঁহারা দেবপল্লীতে প্রসাদাদি পাইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হন।

নবমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের প্রবেশ-মহোৎসব

বর্ত্তমান বর্ষের পরিক্রমার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এবার সমিতির সংগৃহীত বিশাল প্রাচীর-বেষ্টিত বিস্তৃত ভূখণ্ডে শ্রীমন্দির, সেবকখণ্ড ও ভোগশালা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তথায়ই পরিক্রমার উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অদ্যকার পরিক্রমা সমাপন করিয়া যাত্রিগণ সন্ধ্যাকালে শ্রীমঠে পৌঁছিলে, ভক্তগণের গগণভেদী সঙ্কীর্ত্তন-রোল, স্ত্রীগণের উলু-ধ্বনি, শঙ্খনিনাদ ও বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি এবং শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক স্বামিজী-

মহারাজদ্বয়ের স্কন্ধে, সুসজ্জিত শিবিকায় আরোহণ করিয়া বহুমূল্য অলঙ্কারাদি ও চন্দন-লিপ্ত পুষ্পমাল্য-বিভূষিত হইয়া **শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউ** পূর্ব্ব-গৃহ হইতে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শুভবিজয় করেন। প্রাতঃকাল হইতেই

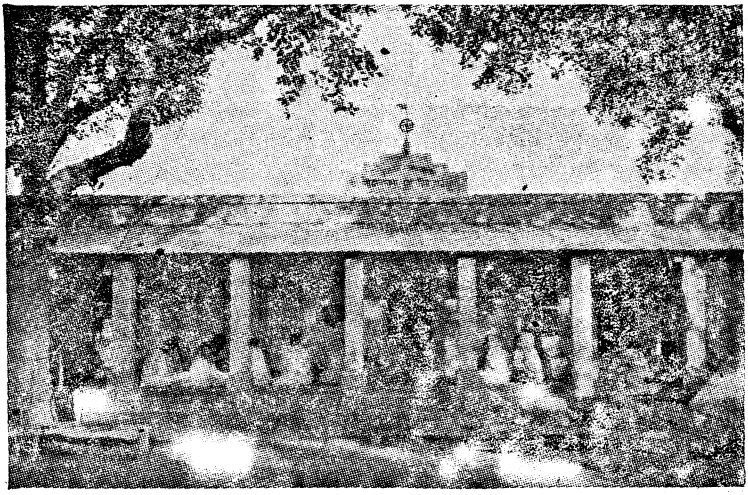

নবদ্বীপ-সহরস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির

উৎসবের নানাপ্রকার মাঙ্গলিক দ্রব্যসম্ভার, পুষ্পরাজি, যজ্ঞানুষ্ঠানের উপকরণ ও অর্চ্চনের উপচারসমূহ সংগৃহীত হয়। শ্রীমন্দির বিচিত্র বর্ণের পতাকা ও পুষ্পমাল্য দ্বারা সুশোভিত হয়। মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ ও সম্মুখস্থ বহিঃপ্রাঙ্গণে আলিপনা দ্বারা স্বস্তিক চিহ্ন এবং শঙ্খ, চক্র, পদ্ম, গদাদি মাঙ্গলিক বিষ্ণুচিহ্নসমূহ রচিত হয়। শ্রীমন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গনের সম্মুখে নব-আম্রপল্লবাদি ও নারিকেল ফল-সমন্বিত স্বস্তিকচিহ্নবিশিষ্ট পূর্ণকুম্ভ ও কদলীবৃক্ষদ্বয় নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। শ্রীবিগ্রহগণ নবমন্দিরে আগমন করিয়া তদীয় একনিষ্ঠ সেবকগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া যেন অধিকতর কমনীয় রূপ ধারণ করতঃ তাঁহার দর্শনপিপাসু ভক্ত-জনগণকে কৃপাপূর্ব্বক দর্শন-দান করিতেছিলেন। তখন অসংখ্য যাত্রী ও ভক্ত-বৃন্দের মধ্যে দর্শন-জন্য খুব হুড়াহুড়ি আরম্ভ হয়। ভক্তগণ প্রবল আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে জয়ধ্বনি করিতে করিতে বিগ্রহ-দর্শন-সুখে নিমগ্ন হন। নবমন্দিরে শ্রীবিগ্রহের প্রবেশোৎসব উপলক্ষে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সমাগত সহস্র সহস্র লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আদর্শ সেবা

হুগলী-জিলার শ্রীরামপুর-নিবাসী পরমভাগবত **শ্রীযুত হরিপদ দাসাধিকারী** মহোদয় ও তদীয় ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী **শ্রীজ্ঞানদা সুন্দরী দেবী,** নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের বিশাল ভূখণ্ডের সুদীর্ঘ প্রাচীর ও শ্রীমন্দির নির্ম্মাণে বহু সহস্র টাকা আনুকূল্য করিয়া সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক-মহারাজের প্রচুর

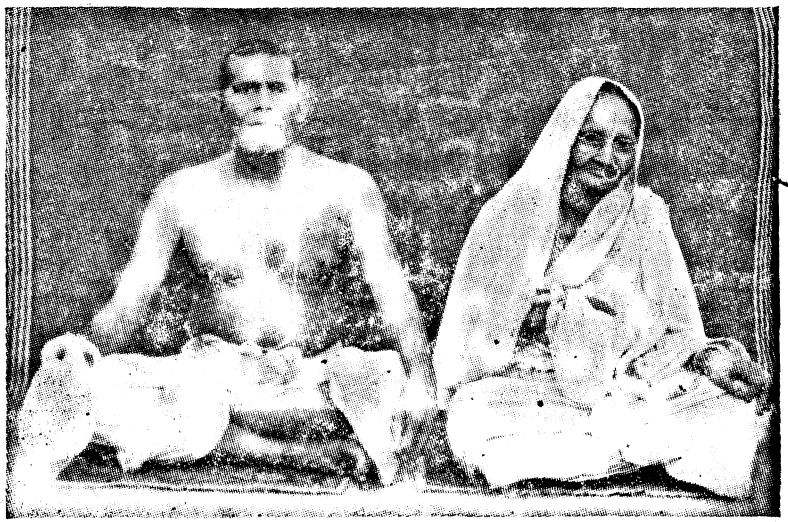

শ্রীযুক্ত হরিপদ দাসাধিকারী ও শ্রীমতী জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী

আশীর্ভাজন হইয়াছেন। ইঁহাদের শুভ সেবা-প্রচেষ্টা সকলেরই সেবা-প্রবৃত্তি **উদ্দীপ্ত** করিয়া তুলুক্—ইহাই শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-চরণে আমাদের প্রার্থনা।

৫ই চৈত্র—যাত্রিগণ অদ্য পাদসেবনাখ্য শ্রীকোলদ্বীপের কিয়দংশ ও **অর্চ্চনাখ্য** শ্রীঋতুদ্বীপের অন্তর্গত সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটী (শ্রীগৌর-গদাধর-মন্দির) প্রভৃতি দর্শন করেন। এই দিবস পরিক্রমার নিয়ামক-মহারাজের শরীর অসুস্থ থাকায়, **শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ**-এর আনুগত্যে যাত্রিগণ দর্শন ও পরিক্রমা করেন। সমুদ্রগড়ে সমুদ্রসেন রাজার স্থানে স্বামীজী যে উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা **"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-সম্পাদকের বক্তৃতার চুম্বক"**-শীর্ষক পৃথক্ প্রবন্ধাকারে আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। সমুদ্রগড় ও চাঁপাহাটীতে পণ্ডিত শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শাস্ত্র হইতে স্থান-মাহাত্ম্য পাঠ করেন।

৬ই চৈত্র—অদ্য যাত্রিগণ বন্দনাখ্য শ্রীজহ্নুদ্বীপস্থ বিদ্যানগর (শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট), জহ্নুমুনির স্থান ও দাস্যাখ্য শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপস্থ মামগাছি (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাত বাস প্রভৃতি স্থান পরিক্রমা ও দর্শন করেন। বিদ্যানগর ও মামগাছি মঠে সভাপতি-মহারাজ ধাম-মাহাত্ম্য পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে বক্তৃতা করেন (বক্তৃতা—আগামী সংখ্যায় দ্রষ্টব্য)। বিদ্যানগরে যাত্রিগণকে সরবৎ ও দধিচিড়া প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

৭ই চৈত্র—সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার অনুগমনে যাত্রিগণ অদ্য প্রথমেই কোলদ্বীপস্থ পোড়ামাতলায় উপস্থিত হন। এস্থানে পরিক্রমার নিয়ামক-মহারাজ "ধাম-মাহাত্ম্য" ও "ভাবতরঙ্গ" হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া প্রৌঢ়া মায়ার তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন। তথা হইতে বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির দর্শন ও পরিক্রমা করা হয়। এখানেও সভাপতি-মহারাজ, শ্রীল বাবাজী-মহারাজের অতিমর্ত্ত্য চরিতাবলী আলোচনামুখে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন (বক্তৃতা—আগামী সংখ্যায় দ্রষ্টব্য)। তথা হইতে যাত্রিগণ সখ্যাখ্য শ্রীরুদ্রদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীরুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ প্রভৃতি দর্শন করেন। এখানে পণ্ডিত শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী ধাম-মাহাত্ম্য পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মঠে অদ্য রাত্রেও তিনি ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

৮ই চৈত্র—নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রাযোগে সুসজ্জিত শিবিকারূঢ় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিজয়-বিগ্রহের অনুগমনে যাত্রিগণ গঙ্গা পার হইয়া শ্রবণাখ্যা শ্রীসীমন্তদ্বীপ দূর হইতে দর্শন করিয়া আত্মনিবেদনাখ্য অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ, জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, চাঁদকাজির সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং শ্রীমুরারি-গুপ্তর শ্রীপাট প্রভৃতি দর্শন ও পরিক্রমা করেন। অদ্য সভাপতি-মহারাজ অধিকাংশ স্থলেই "শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য" ও "শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। যোগপীঠে ও শ্রীচৈতন্যমঠে তিনি যে গভীর তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতে শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন (বক্তৃতা—আগামী সংখ্যায় দ্রষ্টব্য)। শ্রীআনন্দগোপাল দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রীজীও যোগপীঠে অন্তর্দ্বীপের মাহাত্ম্য মৃদঙ্গ-করতাল সহযোগে কীর্ত্তনমুখে পাঠ করেন। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও যাত্রিগণ ও এতদঞ্চলের আহূত, অনাহূত ধামবাসী ভক্তবৃন্দ সকলে স্থানীয় শ্রীযুত ভূদেব ব্রহ্ম ও শ্রীযুত অনন্তদেব ব্রহ্ম মহাশয়দিগের বাটীতে ৺

ও তৎসংলগ্নস্থানে মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। বিশ্রামান্তে যাত্রিগণ সন্ধ্যায় নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে পৌঁছেন। অদ্য রাত্রে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার অন্যতম সহঃ সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুত মোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী, রাগভূষণ মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

৯ই চৈত্র—শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব দিবস। অদ্য মঠবাসী বৈষ্ণবগণ ও পরিক্রমাকারী ভক্তগণ সকলেই উপবাসী থাকিয়া সমস্ত দিন শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তনে অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। উষঃকালে মঙ্গলারাত্রিকের পর হইতেই কীর্ত্তনমুখে শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ আরম্ভ হয় এবং সারাদিবসব্যাপী সঙ্কীর্ত্তন চলিতে থাকে। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মলীলা ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন হয়। পরে সকলে অমুকল্প গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

অদ্য দ্বিপ্রহরে কতিপয় মাৎসর্য্যপরায়ণ, স্বার্থান্বেষী, বৈষ্ণববিদ্বেষীর শ্রীগৌর-আবির্ভাবোৎসব পণ্ড করিবার হীন-চেষ্টা ও বৈষ্ণবগণের প্রতি অযথা বর্ব্বরোচিত আচরণ—উপস্থিত যাত্রিগণকে স্তম্ভিত করিয়াছিল এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের 'পাষণ্ডী হিন্দু' ও শ্রীবাস-অঙ্গনে 'খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা'র কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। দৈন্যের মূর্ত্ত্যবিগ্রহ, "তৃণাদপি" শ্লোকের জলন্ত দৃষ্টান্ত, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর একান্ত আশ্রিত, ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরাভিন্ন 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' লাঞ্ছিত ও মাধাইএর নিক্ষিপ্ত দগ্ধ মৃৎখণ্ডের আঘাতে শোণিত-সিক্ত হইয়াও তাঁহার আশ্রিত-জনকে প্রেম-বিতরণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। দৈব ও আসুর-সৃষ্টি জগতে সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেই লক্ষ্য করা যায়। ভগবানের প্রিয়তম বস্তু ও তাঁহার প্রিয়তম জনের প্রতি দ্বেষাচরণ করাই অসুরগণের চিরন্তন স্বভাব। সুতরাং ভগবৎপ্রিয়া শ্রীতুলসীদেবী স্ব-স্বভাব অসুরগণকর্ত্তৃক আক্রান্তা হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

১০ই চৈত্র—সাধারণ মহামহোৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা হইতে প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়। সুকৃতিশালী জনসাধারণ অদ্য মনের আনন্দে প্রসাদ সেবা করিয়া নিজদিগকে বিশেষ সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিলেন। প্রসাদ বিতরণ করিতে করিতে ক্রমে সূর্য্যদেব পশ্চিমে অস্তমিত হইলে সন্ধ্যারাত্রিকান্তে পাঠ ও কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। এইরূপে পরিক্রমার বিরাট্ অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হইল।

উৎসবান্তে পরদিবস যাত্রিগণ পরিক্রমাকালের অফুরন্ত আনন্দের কথা স্মরণ করিয়া, অশ্রুপূর্ণলোচনে ও দুঃখিতান্তঃকরণে পূজ্যপাদ স্বামীজী-মহারাজ ও বৈষ্ণবগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব-স্ব দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

—প্রকাশক

চুঁচুড়ায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালনায় স্থানীয় দেপাড়াস্থিত **'ত্রিতাপ শান্তি-নিকেতন'**-হরিসভায় গত ১২ই চৈত্র, সোমবার হইতে ১৬ই চৈত্র শুক্রবার পর্য্যন্ত যথাক্রমে দিবসদ্বয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও তিন দিবস ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনমুখে বক্তৃতা হয়। সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী ও দর্শকবৃন্দ সুসিদ্ধান্ত ও শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ পাঠ ও বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ মুগ্ধ হন ও সমিতির প্রচারকার্য্যের সর্ব্বতোভাবে সাফল্য কামনা করেন। আমরা সমিতির পক্ষ হইতে উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাগণকে তাঁহাদের মহতী চেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাব্দ—৪৬৫

চৈত্র—১৩৫৭

১ বিষ্ণু, ১০ চৈত্র, ২৪ মার্চ্চ, শনিবার—কৃষ্ণ-প্রতিপৎ দি ৩।১৩। **পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৪২ মধ্যে শ্রীগৌর-জয়ন্তীর পারণ। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব** ও সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ।

৩ বিষ্ণু, ১২ চৈত্র, ২৬ মার্চ্চ, সোমবার—কৃষ্ণ-তৃতীয়া দি ১১।৫০। **কুমারহট্টে** শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের শ্রীপাটে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনোৎসব।

৫ বিষ্ণু, ১৪ চৈত্র, ২৮ মার্চ্চ, বুধবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী দি ৭।২৭। **শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের পঞ্চম দোল।** চম্পকহট্টে উৎসব।

১০ বিষ্ণু, ১৯ চৈত্র, ২ এপ্রিল, সোমবার—কৃষ্ণৈকাদশী রা ৬।২২। **পাপ-বিমোচনী একাদশীর উপবাস।**

১১ বিষ্ণু, ২০ চৈত্র, ৩ এপ্রিল মঙ্গলবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী দি ৫।১। **পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৩৭ মধ্যে একাদশীর পারণ।** শ্রীমন্মহাপ্রভুর বরাহনগরে শুভবিজয় স্মরণ-মহোৎসব।

১৯ বিষ্ণু, ২৮ চৈত্র, ১১ এপ্রিল, বুধবার—গৌর-পঞ্চমী রা ১০।২৮। **শ্রীল রামানুজাচার্য্যের আবির্ভাব।**

বৈশাখ—১৩৫৮

২৪ বিষ্ণু, ২ বৈশাখ, ১৬ এপ্রিল, সোমবার গৌরনবমী প্রাতঃ ৫।২৬। শ্রীশ্রীরাম-চন্দ্রের জন্মোৎসব। **শ্রীরামনবমী ব্রতোপবাস।** মধ্যাহ্নে জন্ম ভাবয়েৎ।

২৫ বিষ্ণু, ৩ বৈশাখ, ১৭ এপ্রিল, মঙ্গলবার, গৌর-দশমী দি ৬।১৫। **প্রাতঃ ৬।১৫ মধ্যে শ্রীরামনবমীর পারণ।**

২৬ বিষ্ণু, ৪ বৈশাখ, ১৮ এপ্রিল, বুধবার—গৌরৈকাদশী দি ৬।৩২। **কামদা একাদশীর উপবাস।**

২৭ বিষ্ণু, ৫ বৈশাখ, ১৯ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার—গৌর-দ্বাদশী—**দি ৬।১৯ মধ্যে একাদশীর পারণ।** শ্রীকৃষ্ণের দমনকারোপণ উৎসব।

২৯ বিষ্ণু, ৭ বৈশাখ, ২১ এপ্রিল, শনিবার—পূর্ণিমা রা ২।৫৪। **শ্রীশ্রীবল-দেবের রাসযাত্রা।**

দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীৎ মধুং মাধবমেব চ।
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্॥
পূর্ণচন্দ্র-কলামৃষ্টে কৌমুদী-গন্ধ-বায়ুনা।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ॥ (ভাঃ ১০।৬৫।১৭-১৮)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের বসন্ত রাসযাত্রা। শ্রীল বংশীবদনানন্দ গোস্বামীর ও শ্রীল শ্যামানন্দ গোস্বামীর আবির্ভাব।

৭ মধুসূদন, ১৪ বৈশাখ, ২৮ এপ্রিল, শনিবার—কৃষ্ণ-সপ্তমী দি ১১।৭। শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের তিরোভাব।

১০ মধুসূদন, ১৭ বৈশাখ, ১ মে, মঙ্গলবার—কৃষ্ণ-দশমী প্রাতঃ ৫।৫৬ পরে কৃষ্ণৈকাদশী রা ৪।৫৭। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের তিরোভাব।

১১ মধুসূদন, ১৮ বৈশাখ, ২ মে, বুধবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী রা ৪।২৬। **বরুথিনী একাদশীর উপবাস।**

১২ মধুসূদন, ১৯ বৈশাখ, ৩ মে, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী রা ৪।২৫। **দি ৯।২৪ মধ্যে একাদশীর পারণ।**

১৮ মধুসূদন, ২৫ বৈশাখ, ৯ মে, বুধবার—গৌর-তৃতীয়া দি ১১।৮। **অক্ষয় তৃতীয়া—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবস।** শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে মহোৎসব। পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের **চন্দন-যাত্রা আরম্ভ।**

২২ মধুসূদন, ২৯ বৈশাখ, ১৩ মে, রবিবার—গৌর-সপ্তমী সন্ধ্যা ৬।১। জহ্নু সপ্তমী।

২৪ মধুসূদন, ৩১ বৈশাখ, ১৫ মে, মঙ্গলবার—গৌর-নবমী রা ৭।৬। শ্রীনিত্যানন্দশক্তি শ্রীজাহ্নবাদেবীর ও শ্রীরামশক্তি শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩য় বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ২৪ মধুসূদন, ৪৬৫ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ৩১ বৈশাখ, ১৩৫৭ ; ইং ১৫।৫।৫১ | ৩য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীবলদেব-স্তোত্রম্

১। দেবাদিদেব ভগবন্ কামপাল নমোঽস্তু তে।
নমোঽনন্তায় শেষায় সাক্ষাদ্রামায় তে নমঃ॥ ৩॥

২। ধরাধরায় পূর্ণায় স্বধাম্নে সীরপাণয়ে।
সহস্রশিরসে নিত্যং নমঃ সঙ্কর্ষণায় তে॥ ৪॥

৩। রেবতীরমণ ত্বং বৈ বলদেবাচ্যুতাগ্রজ।
হলায়ুধ প্রলম্বঘ্ন পাহি মাং পুরুষোত্তম॥ ৫॥

৪। বলায় বলভদ্রায় তালাঙ্কায় নমো নমঃ।
নীলাম্বরায় গৌরায় রৌহিণেয়ায় তে নমঃ ॥ ৬ ॥

৫। ধেনুকারির্মুষ্টিকারিঃ কূটারির্ব্বল্বলান্তকঃ।
রুক্ম্যরিঃ কূপকর্ণারিঃ কুম্ভাণ্ডারিস্ত্বমেব হি ॥ ৭ ॥

৬। কালিন্দীভেদনোঽসি ত্বং হস্তিনাপুরকর্ষকঃ।
দ্বিবিদারির্যাদবেন্দ্রো ব্রজমণ্ডলমণ্ডনঃ ॥ ৮ ॥

৭। কংসভ্রাতৃপ্রহন্তাসি তীর্থযাত্রাকর প্রভুঃ।
দুর্য্যোধনগুরুঃ সাক্ষাৎ পাহি পাহি প্রভো ত্বতঃ ॥ ৯ ॥

৮। জয় জয়াচ্যুত দেব পরাৎপর
স্বয়মনন্ত দিগন্তগতশ্রুত।
সুরমুনীন্দ্র-ফণীন্দ্রবরায় তে
মুসলিনে বলিনে হলিনে নমঃ ॥ ১০ ॥

৯। যঃ পঠেৎ সততং স্তবনং নরঃ
স তু হরেঃ পরমং পদমাব্রজেৎ।
জগতি সর্ব্ববলং ত্বরিমর্দ্দনং
ভবতি তস্য ধনং স্বজনো ঘনম্ ॥ ১১ ॥

—শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বলভদ্রখণ্ডে
একাদশোঽধ্যায়ে

শ্রীশ্রীবলদেব-স্তোত্রের অনুবাদ

১। হে দেবাদিদেব! হে ভগবন্ কামপাল! আপনাকে নমস্কার। হে বলরাম! আপনি সাক্ষাৎ শেষ অনন্ত, আপনাকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

২। হে ধরাধর ধুর! আপনি স্বীয় তেজে পূর্ণ; হে সহস্র-শীর্ষ সঙ্কর্ষণ! আপনাকে নিত্য নমস্কার ॥ ৪ ॥

৩। হে বলদেব! আপনি অচ্যুতের অগ্রজ, রেবতীর পতি, হলায়ুধ ও প্রলম্বঘ্ন; হে পুরুষোত্তম! আপনাকে নমস্কার ॥ ৫ ॥

৪। হে বল, বলভদ্র ও তালধ্বজ! আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। হে নীলাম্বর গৌরবর্ণ রোহিণী-তনয়! আপনাকে নমস্কার ॥ ৬ ॥

৫। আপনি ধেনুকারি, মুষ্টিকারি, কূটারি, বল্বলান্তক, রুক্মী, কূপকর্ণ ও কুম্ভাণ্ডেরও অরি আপনিই ॥ ৭ ॥

৬। আপনি কালিন্দীকে ভেদ ও হস্তিনাপুরকে আকর্ষণ ও দ্বিবিদ-বানরকে বধ করিয়াছিলেন; আপনি যাদবগণের শ্রেষ্ঠ, ব্রজমণ্ডলের মণ্ডন ॥ ৮ ॥

৭। আপনি কংস-ভ্রাতাদিগের নিহন্তা, তার্থযাত্রাকর, প্রভু ও সাক্ষাৎ দুর্য্যোধন-গুরু; অতএব হে প্রভো! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন ॥ ৯ ॥

৮। হে অচ্যুত! আপনার জয় হউক, জয় হউক; হে পরাৎপর দেব! আপনি স্বয়ং অনন্ত ও দিগন্তবিশ্রুত এবং আপনি সুরেন্দ্র, মুনীন্দ্র, ফণীন্দ্র, হলী, বলী ও মুষলী; আপনাকে নমস্কার ॥ ১০ ॥

৯। যে মানব সতত এই স্তব পাঠ করে, সে হরির পরমপদ প্রাপ্ত হয়; জগতে তাহার সর্ব্ববল-সম্পন্ন শত্রু-সংহারে সার্থ ধন ও স্বজন লাভ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

—শ্রীমদ্গর্গসংহিতায় বলভদ্রখণ্ডে একাদশ-অধ্যায়ে

অমায়া

'অমায়া'-শব্দের অর্থ

বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমরা অনেক স্থলে 'অমায়া' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। এই শব্দটী মায়ার অপেক্ষারহিত হইয়া প্রকৃত-প্রস্তাবে পরম সত্য এবং নিত্য-সত্যের উদ্দেশে ব্যবহার হয়।

সদুপদেশ আপাত-সুখ-হানিকর

কোন চিকিৎসক কোন আময় নিবারণ-কল্পে বিস্বাদযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করেন, তাহা রোগীর ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যাঘাত উৎপন্ন করে। এরূপ আপাত-সুখ-হানিকর অপ্রিয় সত্য সৎফলপ্রসূ-চেষ্টা পরিশেষে সুফল উৎপন্ন করে, কিন্তু জীব নিজের শুভঙ্কর বিচারে অনিপুণ হইয়া কোন কোন ক্ষেত্রে আপাত-সুখের ভিক্ষুক হয় ও সদুপদেশের সংস্কারক হয়। বালক পাঠাভ্যাসে অমনোযোগী হইয়া ক্রীড়াপর থাকিলে ভবিষ্যতে জগতে শিক্ষা-বিষয়ে উন্নত হইতে পারে না। এইপ্রকারে মায়ার দ্বারা আপাত-সুখসমূহ লাভ করিয়া জীবগণ পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হয়।

মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণের উপায়

পরমার্থ বস্তুকে স্বীয় অধিকারে পরিমিত করিতে গিয়া জীব স্ব-স্বার্থ-হানিকর পরচর্চ্চাক্রমে মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু তাহা দ্বারা কোন যথার্থ মঙ্গল পায় না। মায়িক জগতে প্রভু হইবার আশা, ন্যূনাধিক অভক্ত সকলের মধ্যেই আছে। ধর্ম্ম-প্রচারক, নীতি-প্রচারক, দয়াবান্, সকলের মধ্যেই মায়া দৃঢ়ভাবে পরমার্থকে আচ্ছাদন করে। সুতরাং মায়ার আবরণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হয়।

ভক্ত-পদরেণুই কৃষ্ণপাদপদ্ম-লাভের উপায়

কেহ যেন আপাত-সুখের প্রার্থনায় কৃষ্ণপাদপদ্মকে মায়া-মণ্ডিত না করেন। মায়ামুগ্ধ জীব কৃষ্ণকে, কৃষ্ণভক্তকে এবং নিজানুভূতিকে মায়ায় আবদ্ধ জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণদাস্য হইতে বঞ্চিত হন। আমরা প্রহ্লাদের উক্তি হইতে জানিয়াছি যে, যে-কাল পর্য্যন্ত জীব মায়ামুক্ত কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবারত মহীয়ান্ ভগবদ্ভক্তের পদরেণুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান না করেন, তৎকালাবধি তাঁহার বুদ্ধি কখনই শ্রীহরি-পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না।

প্রাকৃত-সহজিয়ার কপট-দৈন্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি 'তৃণাদপি সুনীচ'-শ্লোকের পরিচায়ক নহে

শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—"জীব, তোমার অস্মিতা জগতে তৃণ অপেক্ষাও নিম্নে অবস্থিত, অর্থাৎ সহৃদয় দৈন্য-সহকারে আপনাকে পক্ষপাতশূন্য, পরদুঃখ-কাতর, সম্পূর্ণভাবে অপ্রাকৃত জানিয়া কপট দৈন্য ত্যাগপূর্ব্বক প্রাকৃতবুদ্ধি নিরসনকল্পে নিরপেক্ষ চেষ্টাময় হও; কপট দৈন্যময় যুক্তি দেখাইয়া তোমাকে যেন কেহ প্রাকৃত সহজিয়া করিয়া না ফেলে, তাদৃশ কাপট্যকে যেন তুমি সুনীচতা বলিয়া ভ্রম না কর। তোমার মমত্ব বোধে যেন সহিষ্ণুতা পরাজিত না হয়, মায়ামুগ্ধ জীবকে মায়িক-বিচারে সম্মান কর এবং নিজের মায়িক উচ্চতা বিস্মৃত হইবে। তাহা হইলে নিত্যকাল তোমার মুখে হরিনাম কীর্ত্তিত হইতে পারিবে।" মায়ামুক্ত হইয়া সর্ব্বদা হরিনাম করিবে—ইহাই গৌরসুন্দরের আজ্ঞা।

মায়াবদ্ধ প্রাকৃত-সহজিয়া ভক্ত-বিদ্বেষী

যাঁহারা মায়ার রাজ্যকে বহুমানন করিয়া হরিপাদপদ্ম-স্পর্শ করিতে ব্যস্ত হন, তাঁহারা মায়া-কর্ত্তৃক মুহ্যমান হন। মায়া-কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে জীবের অহংমিকার উদয় হয়; সে-কালে তিনি আপনাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর এবং

নিজের প্রাকৃত মমত্ব সংবর্দ্ধন করিয়া পরদ্রোহিতাকেই হরিসেবা জ্ঞান করেন। আবার পক্ষান্তরে আপনাকে প্রাকৃত জড়বদ্ধ হীন-জ্ঞানে হরিসেবায় অসমর্থ জানিয়া আদর্শ-চরিত্র ভক্তের আচরণে বিদ্বেষ-বুদ্ধি করিয়া থাকেন। তখন তাঁহার (গৃহাসক্ত সহজিয়ার) মনে হয়, শ্রীগৌরসুন্দর দয়াহীন হইয়া জীবকে সংসার-সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন।

গোস্বামীবর্গের আদর্শ আচার ও 'অমায়া'-শব্দের তাৎপর্য্য

শ্রীদামোদর-স্বরূপ **মায়াবাদীকে গৌরবিমুখ** জানিয়াছেন, রঘুনাথ-দাস অতুল **ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ-জ্ঞান** করিয়াছেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ **চৈতন্য-বিমুখ-জনকে অসুর সংজ্ঞা** দিয়াছেন, বৃন্দাবন-দাস **নিত্যানন্দ-নিন্দুককে পদাঘাত** করিয়াছেন, নরোত্তম মিহাভক্তকে প্রশ্রয় দেন নাই, চক্রবর্ত্তী কোমল-শ্রদ্ধকে জাতরতি না বলিয়া কৃপণতা করিয়াছেন, ভক্তিবিনোদ অশুদ্ধ-ভক্তির পথ ছাড়াইয়া দিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে কতই না যত্ন করিয়া অনুদারতা দেখাইয়াছেন। ভগবান্ ও ভক্তগণের এই সকল আচরণ শুদ্ধা ভক্তির বিরোধী; বাস্তবিক তাহা নহে। যে-কাল পর্য্যন্ত আমাদের চিত্ত মায়া-কর্ত্তৃক আচ্ছন্ন থাকে, আমরা ভগবান্ ও ভক্তের দয়া বুঝিতে পারি না। সেইজন্যই বৈষ্ণব-সাহিত্যে "অমায়া"-শব্দের প্রয়োগ।

—শ্রীল প্রভুপাদ

দৈন্য

শুদ্ধা ভক্তির বৃদ্ধিক্রমে আনন্দদায়ক দৈন্যের প্রকাশ

দৈন্য বৈষ্ণবের ভূষণ। দীনতাবিহীন বৈষ্ণবতা, বৈষ্ণবতার ভাণ মাত্র। ফলতঃ ভক্তিবৃদ্ধির সহিত—আনন্দ-বৃদ্ধির সহিত ভক্তের দীনতাও বাড়িয়া উঠে। জগতের সকলেই ভগবদ্বিমুখ কদাচার-রত; ভক্ত অতি শুদ্ধ, ভগবৎ-পরায়ণ, তথাপি তিনি আপনাকে ভক্তিহীন, অতি দীন মনে করেন। তিনি সর্ব্বগুণ-ধাম সর্ব্বোত্তম হইলেও, আপনাকে সর্ব্বাধম বলিয়া জানেন। এরূপ দৈন্য ভক্তের একটী অলৌকিক ভাব। তাহা আনন্দদায়ক।

ভক্তের দৈন্য কপটতা নহে—হৃদয়ের আবেগ

ভক্তের অতি দৈন্য দর্শনে কেহ কেহ সংশয় করিয়া বলিতে পারেন—"ইহা তাঁহাদের কপটতা"। এটী কিন্তু বিষম ভ্রম। শ্রীমদ্ গৌরচন্দ্র যখন কৃষ্ণদাস

অভিমানে আপনাকে তৃণাধিক নীচ জানিয়া ভক্তগণের কণ্ঠ ধারণ করিয়া রোদন করিতে করিতে কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করিতেন, "আমি বড় দীন-হীন, তোমরা আমাকে কৃপা কর"—এই কথা বলিয়া যখন কাকুতি করিতেন, তখন অতিমাত্র পাষাণ-হৃদয়ও গলিয়া যাইত, লৌহ সদৃশ চক্ষুতেও বারি দেখা দিত। সে-দৃশ্য একবার মানষ-চক্ষে দর্শন করিলে বৈষ্ণবের দীনতা, কপটতা বলিয়া বোধ হইবে না—বোধ হইবে তাহা **ভক্তের অন্তরের অন্তর্নিহিত ভাব, ভক্তির আবেগে সবেগে হৃদয় ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছে।**

"দৈন্য"-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু

শ্রীমন্মহাপ্রভু আমার প্রেম-বন্যায় জগৎ ডুবাইয়াছিলেন, শত শত পাষণ্ডের হৃদয়-মরু ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, প্রেমাবেশে মগ্ন হইয়া যিনি নিরন্তর সাত্ত্বিক ভাব-প্রাপ্ত হইয়া কখন হাস্য, কখন রোদন করিতেন, তিনি প্রেমাবেগে বিহ্বল হইয়া কেন বলিবেন—

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎপ্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২।৪৫)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে আমার প্রেমের লেশমাত্রও নাই। তবে যে আমি তাঁহার জন্য ক্রন্দন করিতেছি, তাহা কেবল আমার সৌভাগ্য জানাইতেছি মাত্র। যদি সত্যই তাহাতে আমার প্রেম থাকিত, তাহা হইলে সেই বংশী-বিলাসাননের শ্রীমুখ দর্শন না করিয়া আমি কিছুতেই বৃথা জীবন-ধারণ করিতাম না। অহো, কি আশ্চর্য্য দীনতা, কি মহান্ ভাব! জগৎপূজ্য গৌর-ভক্তগণও দীনতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের **দৈন্য-কল্পিত বসন**, দৈন্য-নমিত বদন, এবং দৈন্য-নমিত বচন—সকলই দৈন্যের চূড়ান্ত আদর্শ এবং চরম শিক্ষা।

শ্রীনাম-সাধনের উপকরণ—দৈন্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি

পতিত-পাবন শ্রীগৌরাঙ্গ জগতে শ্রীহরিনাম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, নাম দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে নাম-সাধনের প্রথম ও প্রধান উপকরণ—দীনতা। তিনি শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ (শিক্ষাষ্টক—৩)

অর্থাৎ তৃণ যেমন সর্ব্বজীব-কর্ত্তৃক পদদলিত হইলেও অকাতরে অবনত-মস্তক

হইয়া থাকে, বৈষ্ণবও তদ্রূপ **সর্ব্বোত্তম হইলেও** আপনাকে সর্ব্বাধম জানিয়া, আপনাকে সকলের পদানত হইবার যোগ্য বিবেচনায় সর্ব্বদাই **দৈন্যপূর্ণ** থাকেন।

বৃক্ষ যেমন নিজে রৌদ্র-বৃষ্টি সহ্য করিয়া অপরকে ছায়াদানে সেবা করে, কাঠুরিয়া তাহাকে ছেদন করিতে থাকিলেও তাহাকে ছায়াদানে কাতর হয় না, নাম-পরায়ণ বৈষ্ণবও সেইরূপ নিজে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া অন্যকে রক্ষা করেন এবং **অন্য কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইলেও তাহার উপকার করিতে পরাঙ্মুখ হন না।** নিজে **অমানী হইয়া** জগতের সকলকেই যথাযোগ্য **সম্মান প্রদর্শন** করেন। তিনিই হরিনাম-কীর্ত্তনের অধিকারী।

আধুনিক বৈষ্ণব-সমাজে দীনতার অভাব

ভাগ্যহীন আমরা, তাই আজকাল আধুনিক বৈষ্ণব-সমাজে আর সে দীনতা দেখিতে পাই না। সকলেই যেন স্বীয় গুণপনা প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত। আমি লক্ষ নাম করি, আমি বড় শুদ্ধাচারী, আমি বড় ভক্তিমান্—ইত্যাকার অভিমান-সূচক বাক্যাবলীই যেন আজকাল বৈষ্ণবতার নিদর্শন হইয়াছে। **এখন আর সহজে দণ্ডবৎ আসে না। দুইজনে দেখা হইলে আগে 'দণ্ডবৎ করি কি না'**—এই বিচারেই প্রায় দণ্ডবতের সময় অতীত হয়। 'দণ্ডবৎ' শেষে 'ঐ পর্য্যন্ত'। এই সমস্ত দুর্লক্ষণ দেখিয়া মনে ভয় হয়, পাছে কাল-ধর্ম্ম বৈষ্ণব-সমাজেও প্রবেশ লাভ করিল।

কপটতা পরিত্যাগ করিয়া নাম-গ্রহণের উপদেশ

আমাদের অভিমান কিসের? মুহুর্মুহুঃ বিষম ভ্রম, প্রতিনিয়ত পদস্খলন, পদে-পদে ঘোর বিপদ্, তথাপি কিসের এ অভিমান? যিনি নাম প্রচারিতে জগতে আসিয়া নিরন্তর নাম করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, তিনি বলিতেছেন—"আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ"। আর আমরা একবার একটু 'নাম' লইয়াই ঘোর অনুরাগী হইয়া পড়িলাম। ইহা সামান্য দুঃখের কথা নহে। অতএব আর কেন এ দুর্ব্বুদ্ধি! যাহা বৈষ্ণবতার নিদর্শন, শ্রীগৌরাঙ্গের আচরণ, ভক্ত-জীবনের ভূষণ—সকলে মিলিয়া আইস, **সমস্ত কপটতা পরিত্যাগ করিয়া সেই দৈন্য-অনুভবে জীবন কৃতার্থ করি।**

(শ্রীসজ্জনতোষণী ১০ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নারকী

[অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল কলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ ॥] (পদ্মপুরাণ)

কাঠ-শিলা বোধ যার পূজার ঠাকুরে,
মানুষের মত যেবা দেখে গুরুবরে,
বৈষ্ণবের কুল-দোষ করে আলোচন,
বেদব্যাস বলে ভাই নারকী সে-জন।

অকাল-মরণ-জয়ী কলিমলহারী,
বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পদ জগৎ-কাণ্ডারী,
হেন পাদোদকে যার জল দরশন,
বেদব্যাস বলে ভাই নারকী সে-জন।

যে মন্ত্র হইতে হয় পাপ-বিমোচন,
যে নাম হইতে মিলে মুরারী-চরণ,
হেন নাম মন্ত্রে যিনি শব্দ মাত্র ক'ন,
বেদব্যাস বলে ভাই নারকী সে-জন।

সকল দেবের প্রভু জীবন আলয়,
বিষ্ণু পরতত্ত্ব কৃষ্ণ জীবে দয়াময়,
অন্যদেব সম তারে যে করে স্মরণ,
বেদব্যাস বলে ভাই নারকী সে-জন।

—শ্রীআনন্দগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী

অর্চ্চন

"অর্চ্চায়াং পূজায়াঞ্চ"—অর্থাৎ 'অর্চ্চ্'-ধাতু পূজা বা অর্চ্চা-অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'অর্চ্চ্'-ভাবে 'অনট্' প্রত্যয় করিয়া অর্চ্চন শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সম্ভ্রম-জ্ঞানের সহিত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চা-বিগ্রহের ষোড়শ, দশ, কিংবা পঞ্চোপচারে পূজাকে 'অর্চ্চন' আখ্যা দেওয়া হয়। কনিষ্ঠাধিকারে 'অর্চ্চন' ও উন্নতাধিকারে 'ভজন' সম্ভব। শুদ্ধভক্তি-পথে অর্চ্চনের বিধান রহিয়াছে। নবধা সাধন-ভক্তির মধ্যে 'অর্চ্চন' একটী ভক্ত্যঙ্গ। অতএব রূপানুগ আচার্য্যবর্গের অনুগত শুদ্ধভক্তগণের পক্ষে সাধনমার্গে অর্চ্চন ন্যূনাধিক সকলেরই স্বীকার্য্য। দেহাত্মবাদী বা জড়বাদী জীবগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সুকৃতি-বলে ভক্ত, ভগবান্ ও তন্নামে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সাধুসঙ্গ লাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন এবং সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়পূর্ব্বক তদুপদেশক্রমে নিষ্ঠা-সহকারে কলি-পাবন মহামন্ত্রের সেবা করিতে থাকেন। এ অবস্থায় তাঁহাদের নাম ও নামীতে অভিন্ন বুদ্ধির সঞ্চার হয় না, তাঁহারা কেবলমাত্র শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নামসেবা করিতে আরম্ভ করেন। তখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদের 'গুরু কৃষ্ণরূপ হন'—এ বুদ্ধির উদয় হয় না। শ্রীগুরুদেবই কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ, তিনি কৃষ্ণকে প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে প্রকাশ করিতে সমর্থ—এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহাদের হয় না। এবম্প্রকারে নাম-সেবা করিতে করিতে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে পাঞ্চরাত্রিক মতে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়া তিনি অর্চ্চনাধিকার লাভ করিয়া থাকেন।

অদীক্ষিত ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি না থাকায় তাহাদের আহার, নিদ্রা, ভয় ও ইন্দ্রিয়-তর্পণাদি ব্যাপার, অন্য পশুর সহিত সমানভাবে বর্ত্তমান। মানুষ ও পশুতে আহারাদি চারিটী বিষয় সমভাবে থাকিলেও মানুষের একটী অধিক গুণ আছে—সেটীর নাম ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মই মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। জীবসকলকে পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বে আনিবার জন্য সদ্‌গুরু পাঞ্চরাত্রিক মতে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করিয়া তাহাদিগকে অর্চ্চনাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করেন। সুতরাং ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে-অবস্থায় মানবগণকে উন্নতাধিকারে আনয়নের নিমিত্ত অর্চ্চনাধিকার প্রদত্ত হয়, তাহা কনিষ্ঠাধিকার ব্যতীত আর কিছুই নয়। পূজা ও অর্চ্চনাদি কনিষ্ঠাধিকারীর অবশ্য কৃত্য। কনিষ্ঠাধিকারী শ্রীভগবানের অর্চ্চা-বিগ্রহে প্রাকৃত-বুদ্ধি করিতে থাকিলেও, অর্চ্চন করিতে করিতে শ্রীভগবানের কৃপা-প্রভাবে তাঁহার অর্চ্চা-বিগ্রহে অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয়

হয়। প্রাপঞ্চিক জীবগণের শুদ্ধ-সেবোন্মুখ চিন্ময়-ভাব প্রকটিত করিবার জন্য, অর্চ্চা-বিগ্রহ অষ্টপ্রকারে প্রপঞ্চে প্রকাশিত হন।—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥ (ভাঃ ১১।২৭।২২)

সদ্‌গুরু ও বৈষ্ণবগণ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত অষ্টপ্রকার প্রতিমার মধ্যে যে-কোনও প্রকার প্রতিমার সেবা করিতে করিতে কনিষ্ঠাধিকারিগণের বিষয়-বাসনা বিধৌত হইয়া চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত হইতে থাকে। তাঁহাদের হৃদয়ে রাগ-দ্বেষ-মাৎসর্য্যাদি স্থানলাভে সুযোগ পায় না এবং তাঁহারা উত্তরোত্তর সেবাপ্রাণতায় উদ্বুদ্ধ হইতে থাকেন। এমন কি, পঞ্চমপুরুষার্থ-স্বরূপ, পরম প্রয়োজন শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহনজীউর নিত্য সাক্ষাৎসেবা লাভ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হন। তখনই কনিষ্ঠাধিকারী ভক্তগণ উন্নতাধিকার প্রাপ্ত হইয়া **'প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন'**—এই বাণীর সার্থকতা উপলব্ধি করেন। তখন তাঁহাদের 'অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে'—শ্লোকের উদ্দিষ্ট প্রাকৃত-বুদ্ধি আর থাকে না।

এস্থলে একটী বিষয় বিশেষ বিচার্য্য এই যে, কলিকালে যিনি যে-কোনও ভক্ত্যঙ্গ যাজন করুন না কেন, তিনি যদি "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্" —শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাণীর সহিত সামঞ্জস্য না রাখিয়া কেবলই ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজন করেন, তাহা হইলে তাঁহার যাবতীয় ভজন-সাধন পণ্ডশ্রম হইয়া যাইবে। সেইজন্য শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভের টীকায় বলিয়া গিয়াছেন যে, "যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেনৈব"। অতএব আমাদের অর্চ্চন যদি কীর্ত্তনমুখে সাধিত না হয়, তাহা হইলে উহা দ্বারা পরম-প্রয়োজন-লাভ সুদূর-পরাহত।

অর্চ্চন দুই প্রকার—জপাঙ্গ ও ভক্ত্যঙ্গ। মন্ত্রসিদ্ধির জন্য যে অর্চ্চন, তাহা জপাঙ্গ। রূপানুগ ভক্তগণের অর্চ্চন—ভক্ত্যঙ্গ। ভক্ত্যঙ্গ-যাজনকারিগণ জপাঙ্গ-অর্চ্চনকারীদিগের ন্যায় আবাহন, প্রাণায়াম, ন্যাস প্রভৃতি ও মুদ্রাদি ব্যবহার চেষ্টার অনুষ্ঠান করেন না। এই অর্চ্চন আবার 'কেবল' ও 'কর্ম্মমিশ্রা' ভেদে দুই প্রকার। ভক্ত্যঙ্গ সেবা আবার 'ভাবসেবা' ও 'রাজসেবা' ভেদে দ্বিবিধা। সাধারণতঃ গৃহস্থগণ কেবল ভাবসেবা করিয়া থাকেন; কারণ রাজসেবাতে নিয়মের কঠোরতা যথেষ্ট বিদ্যমান। গৃহস্থগণের নানাবিষয়ে বিক্ষিপ্ত মতি নিবন্ধন তাঁহারা রাজ-

সেবার নিয়মের কঠোরতা রক্ষায় অসমর্থ হইয়া পড়েন। রাজসেবাকারিগণের নিয়মের ব্যতিক্রমে প্রত্যবায় দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়।

অর্চ্চনকারিগণকে প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া, রাত্রে শয়নারাত্রিক পর্য্যন্ত অর্চ্চনের পাঁচটী অঙ্গ পালন করিতে হয়। যথা—অভিগমন, উপাদান, যোগ, স্বাধ্যায় ও ইজ্যা। শ্রীভগবন্মন্দির মার্জ্জন, অনুলেপন, নির্ম্মাল্যোত্তরণাদি—**অভিগমন,** সেবার যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহকে **উপাদান,** ভূতশুদ্ধিরূপ **যোগ,** নাম ও মন্ত্রের অর্থ উপলব্ধিপূর্ব্বক জপ, কীর্ত্তন, স্তোত্রাদি পাঠ প্রভৃতি—**স্বাধ্যায়** এবং নিজ উপাস্য দেবতার বিধিবৎ সেবাকে **ইজ্যা** বলা হয়। অর্চ্চনে পৃথু-মহারাজ কৃষ্ণকৃপা লাভ করিয়াছিলেন।

বিধিনা দেবদেবেশঃ শঙ্খচক্রধরো হরিঃ।
ফলং দদাতি সুলভং সলিলেনাপি পূজিতঃ॥
(মধ্বমুনি-রচিত কৃষ্ণামৃত-মহার্ণব)

অর্চ্চনের এমনই বৈশিষ্ট্য যে, কোনও প্রকার আয়োজনের সামর্থ্য না থাকিলেও ভগবান্ শ্রীহরি ভক্তিপূর্ব্বক কেবলমাত্র জলদ্বারা অর্চ্চিত হইলেই অনন্ত ফল দান করিয়া থাকেন।

নৈকং সবংশন্তু নরস্তারয়ত্যখিলং জগৎ।
অর্চ্চায়ামীপ্সিতং নৃণাম্ ফলং দদাতি দুর্লভম্।
প্রতিমামাশ্রিতোঽভীষ্টপ্রদাং কল্পলতাং যথা॥
(হরিভক্তি-সুধোদয়)

অতএব মানবমাত্রই একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুর ও তদীয় জনগণের বিধিবৎ অর্চ্চন করিলে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।

পদ্মপুরাণে পার্ব্বতীর প্রতি শিববাক্য, যথা—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

হে দেবি, অন্যান্য দেব-দেবীর আরাধনাপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ; বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষা ভক্তের অর্চ্চন শ্রেষ্ঠ।

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন,—

'আমার ভক্তের পূজা—আমা হৈতে বড়'।
সেই প্রভু বেদে-ভাগবতে কৈলা দঢ়॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৮)

নিখিল শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত জানাইয়াছেন,—

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা' সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥ (ভাঃ ১১।১৯।২১)

শ্রীভগবানের পরিচর্য্যায় আদর, সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা অভিবন্দন, তাঁহার ভক্তের বিশেষ পূজা—এই সকলই ভক্তের লক্ষণ।

বৃক্ষমূলে জল দিলে যেরূপ পৃথগ্‌ভাবে বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্পে জল দিবার প্রয়োজন হয় না, তদ্রূপ একমাত্র শ্রীভগবানের সেবা দ্বারা অনন্তকোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকলেরই সন্তোষ-বিধান হইয়া থাকে, পৃথক্ করিয়া অবান্তর ফল লাভোদ্দেশ্যে অন্যান্য দেবদেবীর আরাধনার প্রয়োজন হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥ (ভাঃ ৪।৩১।১৪)

—শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী
সহঃ সম্পাদক

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমান্তে প্রার্থনা

আশ্রম আজ হইল উজল ফিরিছে দেবতাবৃন্দ।
ভক্ত অভিযাত্রী কত,
সঙ্গে হয়ে পরিবৃত,
চলগো আমরা নেহারিব সবে সে সুদৃশ্য অফুরন্ত।
আশ্রম আজ হইল উজল ফিরিছে দেবতাবৃন্দ॥ ১॥

দুর্গম পথে দুঃসহ ক্লেশ তবুও হওনি ক্ষান্ত,
(মোরা) না জানি স্তব না জানি স্তুতি,
কিসে দেবতার সাধিব প্রীতি,
অশ্রুর অর্ঘ্য এনেছি শুধু যে পূজিব চরণ ক্লান্ত।
আশ্রম আজ হইল উজল ফিরিছে দেবতাবৃন্দ॥ ২॥

গৌর-তীর্থে প্রচারিয়া নাম করিলে সকলে মুগ্ধ,
মানবের হিত কল্যাণ তরে,
(প্রতি) বরষে বরষে ডাকিছ সবারে,
নারিনু চিনিতে নারিনু ভজিতে আমরা এমন অন্ধ।
আশ্রম আজ হইল উজল ফিরিছে দেবতাবৃন্দ ॥ ৩ ॥

ভক্তের কীর্ত্তি-কলাপ হেরিয়া নাস্তিক হয়েছে স্তব্ধ,
কলির দম্ভ করিলে চূর্ণ,
পরিক্রমা-ব্রত করিয়া পূর্ণ,
এমন সুযোগ নারিনু গ্রহিতে মোদের ভাগ্য মন্দ।
আশ্রম আজ হইল উজল ফিরিছে দেবতাবৃন্দ ॥ ৪ ॥

জীবনের মাঝে এশুভ বৎসর এক স্মরণীয় অব্দ,
ধন্য তোমরা যাত্রীর দল,
জনম সবার হইল সফল,
প্রত্যক্ষ হেরিয়া তীর্থ-মহিমা ঘুচালে মনের সন্দ।
আশ্রম আজ হইল উজল ফিরিছে দেবতাবৃন্দ ॥ ৫ ॥

লও মহারাজ এই সেবকের প্রণতি ভক্তিযুক্ত,
পদারবিন্দের মধু হরে চোর,
মানস মধুপ তাহে বিভোর,
এ নেশার ঘোর না হউক ভোর প্রাণে থাক্ দৃঢ় বদ্ধ।
আশ্রম আজ হইল উজল ফিরিছে দেবতাবৃন্দ ॥ ৬ ॥

উদ্দেশে দেব! জানাই চরণে প্রাণের আকুল ছন্দ,
উদ্দেশে কর আশীস্ দান,
ঘুচুক জড়তা, ভ্রান্তি ও ভাণ,
যেন মন-মুখে এক-ভাব রেখে ভাবি সে পরমানন্দ।
আশ্রম আজ হইল উজল ফিরিছে দেবতাবৃন্দ ॥ ৭ ॥

প্রণত
—শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র জানা
গ্রাম—ঝিনুকখাল (মেদিনীপুর)

———

কৃপা চাই

আমি শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা চাই। আমি সত্যই কি কৃপা চাই? সাধু-গুরুর নিকট ভাণ করিয়া বলিয়া থাকি—আমাকে কৃপা করুন। আমার মন সত্যই কি কৃপা চায়? আমি আমার অন্তরকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি—গুরু-বৈষ্ণবগণ কৃপা করিলে আমি কি সত্যই তাহা গ্রহণ করিতে পারিব? আমি অনেক সময় সাধুগুরুর নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে কৃপাভিক্ষার অভিনয় করি এবং বলিয়া থাকি যে, আপনাদের কৃপা হইলে সব হয়। আবার কোন সময় তাঁহাদিগের নিকট যাইয়া বলি—কই, আমার উপর ত' আপনার কৃপা হইল না? তাই বলিতেছি, সত্য কি আমি কৃপা চাই?—আমার বঞ্চক মন একথার উত্তর দিতে পারে না। অসৎ ব্যক্তিগণের সহিত যতদিন আমার সম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন আমি ইহার প্রকৃত উত্তর দিতে পারিব না।

আমি লোকের নিকট জাহির করিতে চাই যে, আমি গুরু-বৈষ্ণবের কৃপার ভিখারী। আমি কপটতা করিয়াই তাঁহাদের কৃপা চাই ও তাঁহাদের ভক্ত হইতে ইচ্ছা করি। প্রকৃতপক্ষে আমি কৃপা ছাড়া আরও কিছু চাই। ভগবান্ আমার সেই কপটতাটুকু ধরাইয়া দেন—আমার স্কন্ধের উপর কষ্টিপাথরের ন্যায় বিপদ-আপদের বোঝা চাপাইয়া দিয়া, সত্যসত্যই আমি হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে চাই কিনা তাহা পরীক্ষা করেন। আমি যখন সত্যসত্যই কৃপা চাহিব, তখন আমার সকল বিপদাপদ ভগবানেরই কৃপা ও পরীক্ষা—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হইবে। আমি যখন গুরুবৈষ্ণবগণের সেবার কিঞ্চিন্মাত্রও যোগ্যতা লাভ করিব, তখনই আমি উপলব্ধি করিতে পারিব—আমার প্রতি তাঁহাদের প্রচুর করুণা, এবং উক্ত করুণা গ্রহণ করিতে পারিলেই আমার জীবন সার্থক হইবে।

আমি গুরু-কৃপামৃতধা-সঞ্জীবনী-ধারা হইতে পলাইয়া ভীষণ সংসাররূপ অগ্নি-জ্বালাময় অন্ধকূপে লুকাইয়া থাকিতে চাহিলেও যেখানে গুরুকৃপা দ্রুতগতিতে উপস্থিত হইয়া আমাকে রক্ষা করিতে চান। কিন্তু আমি তখন সংসাররূপ অগ্নি-জ্বালাময় পিঞ্জরের দরজা খুলিয়া দিতে চাহি না। আমি তালার উপর তালা লাগাইয়া নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া ঐ আগুনে পুড়িয়া মরিতে চাই। উষ্ট্রের কণ্টক-গুল্ম ভক্ষণের ন্যায় মোহান্ধ জীব আমি মায়ার মোহ-মদিরায় মত্ত হইয়া ভব-কারাগারকে চিরস্থায়ী আবাস বলিয়া মনে করিতেছি। সাধু-গুরু বলপূর্ব্বক ঐ আবাস ভাঙ্গিয়া দিয়া কৃপা করিতে চাহিলে, প্রায়ই আমি তাহা গ্রহণে

অনিচ্ছুক হইয়া উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকি। তিনি আমাকে এই মুহূর্ত্তে কৃষ্ণপাদপদ্মের নিত্য অধিকারী করিয়া দিতে প্রস্তুত, কিন্তু আমি সে অধিকার লাভ উপেক্ষা করিয়া সংসারে মায়ার দাসত্ব করিতেই অধিক উৎসাহী। কেবল কৃপা চাহি বলিয়া আমি মুখে বলিয়া থাকি—কিন্তু ঐ কৃপা চাওয়া ভাণমাত্র। সংসারদাবদগ্ধ ত্রিতাপক্লিষ্ট হইয়া অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণায় মধ্যে মধ্যে আমি কৃপা চাহিবার ভাণ করি। কিন্তু কৃপা স্বয়ং অযাচিতভাবে উপস্থিত হইলেও উহা এড়াইবার জন্য বলিয়া থাকি—একটু অপেক্ষা করুন, হাতে অনেক কাজ, সময় করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তাই বলিতেছি, পেয়াদার গলা-ধাক্কা না খাওয়া পর্য্যন্ত মৌখিকভাবেও কৃপা চাহিবার প্রয়োজন বোধ করি না। গলাধাক্কার যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাইবার উপায়ান্তর না দেখিয়া বাধ্য হইয়া কৃপা চাহিয়া থাকি। সংসারে আমার জীবনে যে-সকল বিপদাপদ আসে, সেইগুলিই পেয়াদার গলাধাক্কা। ঐগুলি ভগবান্ ও ভগদ্ভক্তের নিকট আমার কৃপা-প্রার্থনা শিক্ষা দিবার জন্যই উপস্থিত হয়। সংসারের অসংখ্য প্রকার দুঃখ-দৈন্য, ঘাত-প্রতিঘাতরূপ পেয়াদার গলাধাক্কায় জর্জ্জরিত না হইলে আমার ন্যায় সংসার-মদান্ধ নরপশু কোন দিনই শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগত হইত না। আমার এমন দুর্দ্দৈব যে, উক্ত শাসনগুলি আমার প্রকৃত হিতকারী বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না; পরন্তু ঐগুলি আমার উপর ভগবানের অন্যায়-অবিচার বলিয়া মনে করি। যদি আমি প্রকৃত কৃপা চাহিতাম, তবে ঐগুলিকে ভগবানের পরম অনুকম্পা জানিয়া তাঁহার শরাণাপন্ন হইতাম। তাই বলি—সত্যই কি আমি কৃপা চাই?

—শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী
সহঃ সম্পাদক

শ্রীরাম-নবমী-ব্রত

শ্রীরাম-নবমী-ব্রত নির্ণয়ে বিভিন্ন পঞ্জিকাকারগণ

শ্রীরামনবমী-ব্রত সম্বন্ধে কয়েকটী কথা নিবেদন করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। কারণ বর্ত্তমান সময়ে বাংলাদেশের পঞ্জিকাকারগণ সকলেই স্মার্ত্ত। তাঁহারা স্মার্ত্তবিধির অনুগামী হইবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি? তথাপি তাঁহারা দিনপঞ্জিকায় গোস্বামি-মতের বিচার করিয়া ব্রত-উপবাসাদি-বিধানেরও উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু এবৎসর সমুদয় পঞ্জিকাকারগণই রামনবমীর বিশুদ্ধ বিচার প্রদর্শন করেন নাই

এবং ভুলক্রমে **২রা বৈশাখের স্থলে ১লা বৈশাখ**, রবিবার **শ্রীরাম-নবমী ব্রতোপবাসের উল্লেখ** করিয়াছেন। "গোস্বামি-মতে পরাহ্নে"—এই কথাটী এবার কোনও পঞ্জিকাতেই দৃষ্ট হয় না

বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিবার কারণ

যাঁহারা স্মার্ত্ত-বিচার না মানিয়া গোস্বামি-বিচারই গ্রহণ করিয়া থাকেন বলিয়া সাধারণে প্রচার করেন, তাঁহারাও এবৎসর রামনবমী-ব্রত সম্বন্ধে বিশুদ্ধ বিচার প্রদর্শনে উদাসীন রহিয়াছেন। আমি তজ্জন্যই এই প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রীল সনাতন-কৃত শ্রীহরিভক্তিবিলাস

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ব্রত-উপবাসাদি পালনের বিধি-নিষেধাদি মূলতঃ শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস গ্রন্থরাজেই সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থের অনুকূলে অন্যান্য শাস্ত্রীয় প্রমাণাদিও গৃহীত হইতে পারে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থখানি পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী কর্ত্তৃক রচিত। সাধারণতঃ লোক-সমাজে ইহা ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীশ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামি-কৃত বলিয়া প্রচার। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে মূলতঃ এই গ্রন্থ শ্রীসনাতন-কৃত। শ্রীহরিভক্তিবিলাস সম্বন্ধে নানাকথা প্রচলিত থাকিলেও ইহাই সুস্থির সিদ্ধান্ত যে, গোপাল-ভট্টগোস্বামী সনাতন গোস্বামীর বিপুলায়তন "হরিভক্তিবিলাস" গ্রন্থকে সংক্ষিপ্তভাবে সঙ্কলন করিয়া উহা "ভগবদ্ভক্তিবিলাস" নামে প্রচার করেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে বর্ত্তমানে মুদ্রিত 'হরিভক্তিবিলাস' বা 'ভগবদ্ভক্তিবিলাস' শ্রীল সনাতন গোস্বামীরই রচিত—ইহাতে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু পূজ্যপাদ সনাতন গোস্বামীর স্বকৃত উক্ত মূল স্মৃতিগ্রন্থের একটী বিস্তৃত টীকা তিনি স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন। কাহারও মতে, ঐ টীকা পূজ্যপাদ গোপালভট্ট গোস্বামীর শিষ্য শ্রীল গোপীনাথ কবিরাজ মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন-স্বরূপে আজ "দিগ্‌দর্শনী"-টীকা নামে প্রচারিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, বর্ত্তমান-প্রচলিত হরিভক্তিবিলাসের মূল **শ্রীল সনাতন গোস্বামীর নিজকৃত**—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা এই হরিভক্তিবিলাস অবলম্বন করিয়া শ্রীরামনবমী-ব্রতের বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীরামচন্দ্রের জন্মতিথি

চৈত্রমাসের শুক্ল-নবমীতে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম। এবং মধ্যাহ্নে তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া শাস্ত্রকারগণ প্রকাশ করেন। শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম লইয়াই এই ব্রতের উৎপত্তি। আমরা অগস্ত্য-সংহিতায় দেখিতে পাই—

চৈত্রে মাসি নবম্যান্তু জাতো **রামঃ স্বয়ং হরিঃ**।
শ্রীরামনবমী প্রোক্তা কোটিসূর্য্যগ্রহাধিকা।
চৈত্রশুক্লা তু নবমী পুনর্বসুযুতা যদি॥
তেন **'মধ্যাহ্নযোগেন'** মহাপুণ্যতমা স্মৃতা। (২৮।১,৩-৪)

অর্থাৎ চৈত্রমাসের শুক্লা নবমীতে ভগবান্ হরি রামরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। চৈত্রমাসের শুক্ল-নবমীতে পুনর্বসুনক্ষত্র যুক্ত হইলে তাহাকে শ্রীরাম-নবমী বলা হয়। উহা কোটিসূর্য্য-গ্রহণ অপেক্ষা অধিক ফলদায়িনী হয়; তন্মধ্যে মধ্যাহ্ন সময়ে যদি উক্ত নক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে উহা মহাপুণ্যতমা হইয়া থাকে।

শ্রীরামনবমী-ব্রত পালন-অপালনের ফলাফল

পালনে, যথা—

মুমুক্ষবোঽপি হি সদা শ্রীরাম-নবমীব্রতম্।
ন ত্যজন্তি সুরশ্রেষ্ঠা দেবেন্দ্রোঽপি বিশেষতঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা সর্ব্ব কৃত্বৈবং নবমীব্রতম্।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো যাতি ব্রহ্ম সনাতনম্॥ (অঃ সং ২৭।৩৬-৩৭)

অর্থাৎ যাহারা মুক্তির কামনা করে তাহারাও, অধিক কি দেবতারা পর্য্যন্ত সকলে, এমন কি স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র পর্য্যন্তও এই শ্রীরামনবমী-ব্রত পরিত্যাগ করেন না। সুতরাং সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে এই রামনবমী-ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন ও সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন।

অপালনে, যথা—

প্রাপ্তে শ্রীরামনবমী-দিনে মর্ত্ত্যো বিমূঢ়ধীঃ।
উপোষণং ন কুরুতে **কুম্ভীপাকেষু** পচ্যতে॥ (অঃ সং ২৭।৯)
যস্তু রামনবম্যান্তু ভুঙ্‌ক্তে মোহাদ্বিমূঢ়ধীঃ।
কুম্ভীপাকেষু ঘোরেষু পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ (অঃ সং ২৮।৮)

যে মূঢ়বুদ্ধি মনুষ্য শ্রীরামনবমী দিন প্রাপ্ত হইয়াও তাহাতে উপবাস করে না, সে কুম্ভীপাক নরকে পচিয়া মরে। মূঢ়বুদ্ধি লোক মোহবশতঃ যদি রামনবমীতে ভোজন করে, সে ঘোর কুম্ভীপাক নরকে পচিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

উক্ত শ্লোক চতুষ্টয়ের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বৈষ্ণবমাত্রেরই রাম-নবমী ব্রত পালন করা কর্ত্তব্য, অকরণে প্রত্যবায় ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীরামনবমী-ব্রত-বিধি হরিভক্তি-বিলাসে দ্রষ্টব্য

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে মধ্যাহ্নযোগে পুনর্ব্বসুনক্ষত্রযুক্ত হইলে এই দিন মহাপুণ্যতমা হইয়া থাকে। হরিভক্তিবিলাস আমাদিগকে আরও জানাইয়াছেন—

শঙ্খপাত্রাসনার্চ্চাঞ্চ কুর্য্যাদযামেষ্বতন্দ্রিতঃ।
যামে দ্বিতীয়ে সংপূজ্য **মধ্যাহ্নে জন্ম ভাবয়েৎ**॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৪।৯৭)

শঙ্খ, পাত্র ও আসন—প্রতি যামে এই সকলের অবশ্য পূজা করিবে। দ্বিতীয় যামে এই প্রকার পূজা করিয়া **মধ্যাহ্নে জন্ম চিন্তা করিবে।**

হরিভক্তিবিলাসে প্রত্যেক যামেই কিরূপে ব্রত পালন করিতে হইবে তাহা নির্ণীত হইয়াছে। এবং ব্রতের যাবতীয় কর্ত্তব্যও বিস্তারিতভাবে চতুর্দ্দশ বিলাসে বর্ণিত হইয়াছে। প্রবন্ধ-বিস্তার-ভয়ে এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। ব্রত-পালনেচ্ছু বৈষ্ণববৃন্দ, পূজ্যপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর হরিভক্তিবিলাসের ১৪শ বিলাসের শ্রীরামনবমী-প্রসঙ্গ বিশেষভাবে আলোচনা করিবেন।

বিদ্ধা ও অবিদ্ধা নবমীর বিধি ও নিষেধ

নবমী **চাষ্টমীবিদ্ধা ত্যাজ্যা** বিষ্ণুপরায়ণৈঃ।
উপোষণং নবম্যাং বৈ **দশম্যামেব পারণম্**॥

(হরিভক্তিবিলাস-ধৃত অঃ সংহিতা ২৮।১৪)

অর্থাৎ বিষ্ণুপরায়ণ বৈষ্ণবগণ **অষ্টমীবিদ্ধা নবমী পরিত্যাগ করিয়া** নবমীতে উপবাস এবং দশমীতেই পারণ করিবেন। উক্ত শ্লোকের টীকায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"ননু বৈষ্ণবৈর্বিদ্ধা সর্ব্বত্র বর্জ্যেতি পূর্ব্বং নিশ্চিতং। অত্রাপি তথৈবোক্তং নবমী চাষ্টমী বিদ্ধা ত্যাজ্যেতি। তত্র চ নবমীক্ষয়ে সতি তিথিহ্রাসক্রমেণ একাদশ্যাশ্চ শুদ্ধত্বে কিং কর্ত্তব্যং তত্রাহ উপোষণমিতি।"

অর্থাৎ সর্ব্বত্র বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক বিদ্ধা বর্জ্জনীয়া—ইহা পূর্ব্বেই নিশ্চিত হইয়াছে। এস্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় অষ্টমীবিদ্ধা নবমী সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্যা। নবমী ক্ষয় হইলে তিথি হ্রাসক্রমে পরবর্ত্তী একাদশী তিথি শুদ্ধা হইলে কি কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে মূলে বলিতেছেন, নবমীতে উপবাস করিয়া দশমীতেই পারণ করিবে। **এস্থলে দশমীতে পারণের প্রতি জোর দৃষ্ট হয়।** অর্থাৎ দশমীতে পারণের নিশ্চয়তাহেতু নবমীর উপবাস অষ্টমীবিদ্ধা হইলেও সেই বিদ্ধা দিবসেই বৈষ্ণব-

গণেরও উপবাস কর্ত্তব্য। কিন্তু একাদশীর উপবাসে বাধা না ঘটিলে, অষ্টমীবিদ্ধা নবমীতে কোনপ্রকারেই উপবাস হইবে না। তজ্জন্য হরিভক্তিবিলাস বলিতেছেন—

দশম্যাং পারণায়াশ্চ নিশ্চয়ান্নবমীক্ষয়ে।
বিদ্ধাপি নবমী গ্রাহ্যা বৈষ্ণবৈরপ্যসংশয়ম্ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৪।৯১)

অর্থাৎ দশমীতে পারণের নিশ্চয়তাহেতু নবমীর ক্ষয় উপস্থিত হইলে বৈষ্ণবগণও নিঃসংশয়-চিত্তে উপবাস-বিষয়ে অষ্টমীবিদ্ধা নবমী গ্রহণ করিবেন। এতৎসম্বন্ধে উক্ত শ্লোকের 'দিগ্‌দর্শনী' টীকায় লিখিত হইয়াছে—

নিশ্চয়াদ্দশম্যামেবেত্যেবকারতঃ। অন্যথোপবাসদ্বয়-প্রসঙ্গাদিতি দিক্।

এস্থলে বিচার্য্য এই যে, দশমীতিথির মধ্যেই পারণ করিতে হইবে। নচেৎ একাদশী শুদ্ধা হইলে সেইদিন একাদশীর উপবাসের ব্যাঘাত ঘটিয়া যায়। অর্থাৎ নবমী অষ্টমীবিদ্ধা হইলে পরদিবস দশমীতে উপবাস করিলে 'দশমীতেই পারণ করিতে হইবে'—এই বাক্য সংরক্ষিত হয় না। এতদ্ব্যতীত একাদশীতে পারণ আসিয়া পড়ে। তজ্জন্য **দশমীতে পারণ বজায় রাখিয়া শুদ্ধা নবমীতে উপবাস কর্ত্তব্য।** দশমীতে পারণ বজায় রাখিতে গিয়া এবং শুদ্ধা একাদশীর উপবাস অবশ্য পালনীয় বিধায় আবশ্যক বোধে অষ্টমীবিদ্ধা নবমীতে রামনবমীর উপবাস করা চলিবে। কিন্তু **একাদশীর উপবাসের ব্যাঘাত না ঘটিলে কোন ক্রমেই অষ্টমীবিদ্ধা নবমীর উপবাস হইবে না।**

বর্ত্তমান ১৩৫৮ সালের শ্রীরামনবমীর বিচার

এই বৎসর 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা' ও "সুসিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা" ব্যতীত সমস্ত পঞ্জিকাকারগণই বিদ্ধা বিচার না করিয়া ১লা বৈশাখেই রামনবমী ব্রতের উল্লেখ করিয়াছেন। কেবলমাত্র উক্ত পঞ্জিকাদ্বয়ই ২রা বৈশাখ রামনবমীর ব্রত-ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদিও এই পঞ্জিকাদ্বয়ের বিচার গোস্বামি-বিচারের অনুকূল নহে, তথাপি যে-কোন কারণেই হউক, তাঁহাদের নির্দ্ধারিত ব্রতের দিবস ২রা বৈশাখ হওয়ায় জনসাধারণের ব্রত-পালনের দিন ঠিকই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। **মাননীয় শ্রীমৎ শ্রমণ মহারাজের সঙ্কলিত নবদ্বীপ-পঞ্জিকায়ও** আমরা এসম্বন্ধে বিচার-বৈষম্য লক্ষ্য করিয়া দুঃখিত হইলাম। আমাদের বিচারে **১লা বৈশাখ তারিখের নবমী অষ্টমীবিদ্ধা হইয়াছে।** সুতরাং উহা পরিত্যাগ করিয়া পরদিবস ২রা বৈশাখে রামনবমীর উপবাস কর্ত্তব্য।

ত্রিবিধ বেধ-বিচার

শাস্ত্রে তিন প্রকার বেধের উল্লেখ দেখা যায়, যথা—কপাল-বেধ, অরুণোদয়-বেধ ও সূর্য্যোদয়-বেধ। কপাল-বেধ নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ পালন করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত গোস্বামিগণ কপাল-বেধ যুক্তিসঙ্গত ও বিচারসহ নহে বলিয়া উহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। এবং কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণও কপাল-বেধ আদৌ গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং কপাল-বেধ সম্বন্ধে আমরা কোনও বিচার এস্থলে প্রদর্শন করিব না। অরুণোদয়-বেধ ও সূর্য্যোদয়-বেধ, কোন্ স্থলে কোন্‌টী গ্রহণীয় অথবা সর্ব্বত্রই একই প্রকার বেধ স্বীকার্য্য, তাহা লইয়াই এক্ষণে বিচার কর্ত্তব্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পক্ষে বৈষ্ণব-ব্রত ও পর্ব্বাদি সম্বন্ধে হরিভক্তি-বিলাস যেরূপ বিচার করিয়াছেন, আমাদের তাহাই একমাত্র অবলম্বনীয়। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমরা কেবলমাত্র রামনবমীর বিচারই প্রদর্শন করিব। অন্যান্য ব্রত-পর্ব্বের বিচার আমরা পরবর্ত্তীকালে **"জন্মাষ্টমী-ব্রতের বিশুদ্ধ বিচার"**-প্রসঙ্গে আলোচনা করিব।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা জানাইতেছি যে, গত বৎসরের ন্যায় এবৎসরও জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে আমাদের বিচার এই যে, **৭ই ভাদ্র জন্মাষ্টমী হইবে না। ৮ই ভাদ্র শনিবার শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস হইবে** এবং **পরদিবস** নন্দোৎসব এবং **পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৩১ মিঃ মধ্যে পারণ।**

একাদশী ও জয়ন্তীর সংজ্ঞা একই

হরিভক্তিবিলাস একাদশী-ব্রতের অরুণোদয়-বিদ্ধা প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া, বৈষ্ণববর্গের জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতসমূহের বিধান জ্ঞাপন করিয়াছেন। তৎপ্রসঙ্গে একাদশীকে 'হরিবাসরং', **'হরিদিনং'** বা **'মদ্দিনং'** বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়াছেন। সুতরাং হরিবাসর, কৃষ্ণবাসর, হরিদিন, মদ্দিন প্রভৃতি সংজ্ঞাসমূহ একাদশী ও বিষ্ণু-জয়ন্তীকেও লক্ষ্য করিতেছে। যদিও সাধারণতঃ হরিবাসর বলিতে একাদশীকেই লক্ষ্য করা হয়, তথাপি জয়ন্তী-দিবসকে 'হরিবাসর' বা 'হরিদিন' প্রভৃতি বলিলে কোনক্রমে ভুল হইবে না। অধিকন্তু **'বাসর'** শব্দের অর্থ প্রকাশ করিতে গিয়া হরিভক্তিবিলাসের টীকাকার **'একাদশী-জন্মাষ্টম্যাদি'** এইরূপ লিখিয়াছেন। আমরা ইহার বিস্তারিত আলোচনা পরে প্রদর্শন করিব।

জয়ন্তী-বাসরে অরুণোদয়-বেধ গ্রাহ্য

অরুণোদয়কালে তু দশমী যদি দৃশ্যতে।
পাপমূলং তদা জ্ঞেয়মেকাদশ্যুপবাসিনামিতি ॥
বিদ্ধোপবাস-দোষা যে সামান্যাল্লিখিতাঃ পুরা।
জ্ঞেয়াস্তেঽত্রাপি বিদ্ধায়া লক্ষণস্যানুসারতঃ ॥
এবং জ্ঞেয়ানি বাক্যানি বিদ্ধ-ব্রতপরাণি তু।
অবৈষ্ণবাশ্রয়াণ্যেব শুক্রমায়াকৃতানি বা ॥
ইত্থঞ্চ জন্মাষ্টম্যাদি ব্রতান্যপি ন বৈষ্ণবৈঃ।
বিদ্ধেঽহঃসু কার্য্যাণি **তাদৃগ্‌দোষগণাশ্রয়াৎ** ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১২।১৪০-১৪৩)

অর্থাৎ অরুণোদয়কালে যদি দশমী দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে একাদশীতে উপবাসী ব্যক্তিদিগের উপবাস পাপের মূল হইয়া থাকে। সাধারণভাবে যে-সকল বিদ্ধ-উপবাসাদির দোষ লিখিত হইয়াছে, **পূর্ব্বলিখিত লক্ষণ অনুসারে এস্থানে সেই সমস্ত দোষ বুঝিতে হইবে**। বিদ্ধা উপবাসের প্রতি যে-সকল বচন আছে, তাহা অবৈষ্ণবপর অথবা শুক্রমায়ার রচিত বলিয়া জানিতে হইবে। এই প্রকার **বৈষ্ণব-ব্রতমাত্রেই বিদ্ধা দিন পরিত্যাগ করিবেন**। যথা—বৈষ্ণবগণ **জন্মাষ্টমী প্রভৃতির** (রামনবমী, নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী প্রভৃতি) ব্রতসকলও বিদ্ধ দিনে করিবেন না। করিলে **পূর্ব্বলিখিত দোষসমূহ উপস্থিত হইবে**। সুতরাং উল্লিখিত প্রমাণ অনুসারে জন্মাষ্টমী প্রভৃতি জয়ন্তী-ব্রতসমূহে একাদশী-তিথির অরুণোদয়-বিদ্ধার প্রসঙ্গ অবশ্যই গ্রহণীয় দৃষ্ট হইতেছে। উল্লিখিত "ইত্থঞ্চ জন্মাষ্টম্যাদি" শ্লোকের ব্যাখ্যায় টীকাকার এবিষয়ে বিশেষ পরিস্ফুট করিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

প্রসঙ্গাদ্বৈষ্ণবব্রতেষু সর্ব্বেষ্বপি সবেধ-দিনানীত্থং পরিত্যাজ্যানীত্যাদিশন্ লিখতি ইত্থঞ্চেতি। নৈবোপোষ্যং বৈষ্ণবৈস্তিথ্যাদি লিখতি প্রকারেণ। **আদি-শব্দেন রামনবমী-নৃসিংহচতুর্দ্দশ্যাদি তাদৃশাং বিদ্ধৈকাদশী ব্রতোক্ত-সদৃশানাং দোষাণাং** গণস্যাশ্রয়াৎ।

এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, জন্মাষ্টম্যাদির মধ্যে 'আদি'-শব্দের দ্বারা **রামনবমী, নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী** প্রভৃতি বলা হইয়াছে। সুতরাং জন্মাষ্টমীতে যেরূপ বিচার গৃহীত হইবে, অন্যান্য জয়ন্তীসহ রামনবমীতেও তাহাই গৃহীত হইবে। মূল শ্লোকের **'তাদৃগ্‌দোষগণাশ্রয়াৎ'**-বাক্যে 'তাদৃক্'-শব্দের অর্থে টীকাকার

'একাদশীব্রতোক্ত সদৃশ'—এরূপ কথাই লিখিয়াছেন। হরিভক্তিবিলাস একাদশীর প্রসঙ্গের বিদ্ধা-বিচার করিতে গিয়া অরুণোদয় বিদ্ধ-ব্যতীত অন্য কোন প্রসঙ্গের উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং এস্থলে 'জন্মাষ্টম্যাদি' ১৪৩ শ্লোকের বিচার করিতে গিয়া সূর্য্যোদয়-বিদ্ধার কথা কোনও প্রকারে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু দ্বাদশ বিলাস মধ্যে সূর্য্যোদয় বিদ্ধার কোন প্রসঙ্গ গ্রহণ করা হয় নাই। অতএব জন্মাষ্টমী, রামনবমী, নৃসিংহচতুর্দ্দশী প্রভৃতি জয়ন্তী তিথিসমূহের বিদ্ধা-বিচার-প্রসঙ্গে অরুণোদয়-বিদ্ধা-বিচারই সঙ্গত। আমরা হরিভক্তিবিলাসের আদ্যন্ত বিচার করিয়া ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, হরিবাসর ও জয়ন্তী সম্বন্ধে অরুণোদয়-বিদ্ধ-বিচার গ্রহণ করাই সুসঙ্গত।

শ্রীরাম-নবমী সম্বন্ধে 'তিথিতত্ত্ব' ও 'স্মৃতি-চিন্তামণি' গ্রন্থদ্বয়ের বিচার

এতদ্ব্যতীত "তিথি-তত্ত্বম্" ও "স্মৃতি-চিন্তামণি" গ্রন্থদ্বয়েও উক্ত ব্রত সম্বন্ধে বৈষ্ণবগণের কিরূপ বিচার গ্রহণীয়, তৎসম্বন্ধে যে বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতেও আমাদের উক্ত সিদ্ধান্ত সর্ব্বতোভাবে সমর্থিত হইয়াছে। নিম্নে তাহাদের প্রমাণ উদ্ধার করিলাম। তন্মধ্যে **তিথি-তত্ত্বকার** উল্লিখিত অগস্ত্য-সংহিতার অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের চতুর্থ ও ঊনবিংশ শ্লোক উদ্ধার করিয়া অর্থাৎ 'চৈত্রে শুদ্ধা তু নবমী' (২৮।৪) ইত্যাদি ও "নবমী চাষ্টমীবিদ্ধা ত্যাজ্যা বিষ্ণুপরায়ণৈঃ" (২৮।১৯) প্রভৃতি প্রমাণ-বাক্য গ্রহণ করিয়া তাহার টীকায় রাম-নবমীতে বৈষ্ণব-বিচার সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন,—

"এতদ্বচনদ্বয়ং কালমাধবীয়েঽপি কিন্তু মহাপুণ্যেত্যত্র মহাফলেতি পাঠঃ। অত্র শুদ্ধেতি শ্রবণাৎ সর্ব্বত্র শুদ্ধায়ামুপবাসঃ, ন বিদ্ধায়ামিতি। অতএবাষ্টমীবিদ্ধা নবমী সনক্ষত্রাপি নোপোষ্যেতি মাধবাচার্য্যঃ। সৈব তাদৃশ্যব ন তু বিদ্ধা। যদা তু পরদিনে একাদশ্যাং দশমীপারণযোগ্যা তদা দশমীযুক্তা নবম্যুপোষ্যা বৈষ্ণবৈর্ব্বিষ্ণু-পরায়ণৈরিতিশ্রবণাৎ।"

অর্থাৎ—এই বচনদ্বয়ে কালমাধবীয়ে 'মহাপুণ্য' স্থলে "মহাফল"—এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। এস্থলে অর্থাৎ উক্ত শ্লোকে 'শুদ্ধা' এই শব্দ শ্রবণহেতু সর্ব্বত্র শুদ্ধা নবমীতেই পুনর্ব্বসু-নক্ষত্রের আদর বুঝিতে হইবে, কিন্তু বিদ্ধায় নহে। অতএব অষ্টমীবিদ্ধা নবমী উক্ত নক্ষত্রযুক্তা হইলেও তাহাতে উপবাস হইবে না—ইহাই মাধবাচার্য্যের মত। সুতরাং রাম-নবমী তিথি শুদ্ধাই পালনীয়া, বিদ্ধা নহে। যদি

পরদিনে একাদশী-তিথিতে পারণযোগ্যা দশমী পাওয়া যায়, তাহা হইলে **দশমীযুক্তা নবমীতে** বিষ্ণুপরায়ণ বৈষ্ণবগণ **উপবাস** করিবেন—ইহাই শাস্ত্র হইতে শ্রুত হয়।

স্মৃতিচিন্তামণি-গ্রন্থেও উক্ত শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তদবলম্বনে নিম্নলিখিত বিচার বঙ্গানুবাদ-সহ প্রদত্ত হইয়াছে,—

"যদা নবমীয়মখণ্ডা সতী পুনর্ব্বসুযুক্তা ভবতি, তদ্দিনে ব্রতম্। খণ্ডিতায়াস্তু একাদশীদিনে দশমী পারণযোগ্যা চেৎ, তদা অষ্টমীযুক্তাং বিহায় দশমীযুক্তায়াং নবম্যাং ব্রতং কর্ত্তব্যম্।"

অর্থাৎ—যে-দিন এই নবমী অখণ্ডা (একদিনমাত্র ব্যাপিনী) হইয়া পুনর্ব্বসুযুক্ত হইবে, সেইদিনে শ্রীরাম-নবমী-ব্রত করিবে। নবমী খণ্ডিতা হইলে অর্থাৎ দুইদিন পাইলে, একাদশীর দিনে দশমী পারণযোগ্য কাল পাইলে অর্থাৎ পারণ করিতে পারা যায় এমন একটু দশমী পাইলে, অষ্টমীযুক্ত নবমীখণ্ড ত্যাগ করিয়া দশমীযুক্ত নবমীখণ্ডে অর্থাৎ পরদিন মুহূর্ত্তান্যূন কালব্যাপিনী নবমীখণ্ডে শ্রীরাম-নবমী-ব্রত করিবে।

সুতরাং বর্ত্তমান ১৩৫৮ সালের **১লা** বৈশাখ তারিখের নবমী অরুণোদয়বিদ্ধা হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্বদিবস ৩১শে চৈত্র শেষ রাত্র অরুণোদয়কালে অষ্টমী থাকায় এইদিন উপবাস হইবে না। অধিকন্তু পরদিবস নবমী অতি অল্পকালের জন্য থাকিলেও দশমী-তিথিযুক্ত হওয়ায় **২রা বৈশাখেই শ্রীশ্রীরামনবমীর উপবাস** হইবে এবং তৎপরদিবস **৩রা বৈশাখ** দশমী অনুমান ৫৬ মিনিটকাল ভোগ করায় উক্ত সময় মধ্যে **পারণ** কর্ত্তব্য। এইরূপ বিচারে একাদশীর উপবাসে কোন বাধা জন্মিতেছে না। অধিকন্তু দশমীযুক্তা নবমীতে উপবাস করিয়া দশমী-দিনেই পারণ-বিধি সংরক্ষিত হইয়াছে।

অতএব এই বৎসর ১লা বৈশাখের পরিবর্ত্তে (১৩৫৮ সালের) **২রা বৈশাখ সোমবার—শ্রীরামনবমীর ব্রতোপবাস** হইবে। এবং তৎপরদিবস **৩রা বৈশাখ মঙ্গলবার প্রাতঃ ৬।১৫ মিনিট মধ্যে রামনবমীর পারণ।** *

---

* এই প্রবন্ধ বিলম্বে প্রাপ্ত। তথাপি অন্যান্য বৎসরের রামনবমীর ব্রত-নির্দ্দেশে সাহায্য করিবে বলিয়া প্রকাশিত হইল।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি
শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের প্রকট-বাসরে

দীনের ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি*

পঙ্গু চাহে লঙ্ঘিবারে উচ্চ গিরিবর।
বধির বাসনা করে হ'তে শ্রুতিধর॥
অন্ধ চাহে অনুক্ষণ,
করিবারে দরশন,
বিধাতার সৃষ্ট-বস্তু সৌন্দর্য্যের সার।
মো-হেন মূকের চেষ্টা জয় গাহিবার॥
জয় "ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব পরিব্রাজকাচার্য্য।"
বন্দি তোমার চরণ-যুগল তুমি ত শ্রীগৌর-সেবকবর্য্য॥ ১॥

এই সব অসম্ভব আশা ফলবতী
কবিরারে চাহে হায় পাগল যেমতি,
জ্ঞানহীন মূর্খ হ'য়ে,
অসম্ভব আশা ল'য়ে,
হে দয়াল মহারাজ! আমিও তেমতি।
বর্ণিতে মহিমা তব উদ্যত সম্প্রতি॥
জয় "ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব পরিব্রাজকাচার্য্য।"
বন্দি তোমার চরণ-যুগল তুমি ত শ্রীগৌর-সেবকবর্য্য॥ ২॥

কৃষ্ণের সংসারে রহি কায়-বাক্য-মনে।
হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার কারণে॥
হে চৈতন্য-নিজজন!
ব্যস্ত তুমি অনুক্ষণ;

---

* গত ১৩৫৭ সালের ১২ই ফাল্গুন, শনিবার মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া তিথিতে আচার্য্যবরের জন্ম-দিবসে এই পদ্য লিখিত হয় এবং ১৪ই ফাল্গুন সোমবার, শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-দিবসে অপরাহ্ণে প্রকাশ্য সভায় ইহা পঠিত হয়। —প্রকাশক

গুর্ব্বাদেশে দেশে-দেশে ভবনে-ভবনে
ফিরিছ ; জীবের নিত্য মঙ্গল-কারণে ॥
জয় "ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব পরিব্রাজকাচার্য্য ।"
বন্দি তোমার চরণ-যুগল তুমি ত শ্রীগৌর-সেবকবর্য্য ॥৩॥

তুমি মহারাজ ! গৌরভক্ত-শিরোমণি ।
সুধামাখা কৃষ্ণনাম মহাধনে ধনী ॥
মহামন্ত্র হরিনাম,
জপিতেছ অবিরাম,
অনিত্য সংসার ইহা গুরু মুখে শুনি' ।
সবারে দিতেছ শিক্ষা এই মহাবাণী ॥
জয় "ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব পরিব্রাজকাচার্য্য ।"
বন্দি তোমার চরণ-যুগল তুমি ত শ্রীগৌর-সেবকবর্য্য ॥৪॥

প্রভুপাদ পাদপদ্মে আত্ম সমর্পিয়া ।
উদ্ধারিছ পাপী-তাপী সংসার ত্যজিয়া ॥
সংকীর্ত্তনে হরিনাম,
নিত্য তব শ্রেষ্ঠ কাম,
অহর্নিশ মত্ত কৃষ্ণ-নামামৃত পানে ।
রতচিত গৌরলীলা-রস-আস্বাদনে ॥
জয় "ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব পরিব্রাজকাচার্য্য ।"
বন্দি তোমার চরণ-যুগল তুতি ত শ্রীগৌর-সেবকবর্য্য ॥৫॥

অমি মূঢ় দীন-হীন অতি অভাজন ।
মায়ার দাসত্ব করি' কাটাই জীবন ॥
ভাবি নাই মোর পাছে,
অনন্ত রৌরব আছে,
ভাবি নাই নিরদয় যমদূতগণ ।
রৌরবে ডুবায়ে মোরে করিবে শাসন ॥
জয় "ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব পরিব্রাজকাচার্য্য ॥"
বন্দি তোমার চরণ-যুগল তুমি ত শ্রীগৌর-সেবকবর্য্য ॥৬॥

নাহি জ্ঞান ভাব ভাষা বিদ্যার বৈভব ।
মহিমা তোমার আমি কেমনে বর্ণিব ॥
তব পদরজ জল,
শুদ্ধভক্তি দিতে বল ;

পরম বৈষ্ণব তুমি সদা সদাচারী।
তোমার কৃপায় পাপী তরে ভববারি ॥
জয় "ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব পরিব্রাজকাচার্য্য।"
বন্দি তোমার চরণ-যুগল তুমি ত শ্রীগৌর-সেবকবর্য্য ॥৭॥

কলিহত জীবে তব কত যে করুণা।
কোটী-মুখে কভু তাহা না হয় বর্ণনা ॥
দিয়ে সুসিদ্ধান্ত-অসি,
কুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্ত নাশি',
বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা তুমি করিলে স্থাপন।
তব সম মহাজন কে আছে এমন ॥
জয় "ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব পরিব্রাজকাচার্য্য।"
বন্দি তোমার চরণ-যুগল তুমি ত শ্রীগৌর-সেবকবর্য্য ॥ ৮॥

হে শ্রীগুরু-অন্তরঙ্গ! গৌর-নিজজন,
করুণা-সলিল শিরে করিয়া বর্ষণ,
ক্ষমি' মোর অপরাধ,
ভজনের যত বাধ,
দূর করি' দেহ শিক্ষা শ্রীকৃষ্ণভজন।
তোমার চরণে মোর এই নিবেদন ॥
জয় "ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব পরিব্রাজকাচার্য্য।"
বন্দি তোমার চরণ-যুগল তুমি ত শ্রীগৌর-সেবকবর্য্য ॥ ৯॥

জয় মহারাজ পতিত-পাবন।
তব কৃপায় মিলে গৌর-প্রেমধন ॥
কৃষ্ণনাম-সুধা-পান
করি' ওগো মতিমান্,
মত্ত হ'য়ে কৃষ্ণকার্য্যে সদা ব্রতী হ'য়ে।
ফিরিতেছ প্রতি ঘরে নাম বিতরিয়ে ॥
জয় "ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব পরিব্রাজকাচার্য্য।"
বন্দি তোমার চরণ-যুগল তুমি ত শ্রীগৌর-সেবকবর্য্য ॥ ১০॥

তব পদে যেই জন আশ্রয় গ্রহণ
করিয়াছে নিষ্কপটে, ভবে সেইজন
কোনকালে নাহি পায় সংসার-বেদন।
তাহার নিকটে কভু না যায় শমন ॥

ভবার্ণবে মহারাজ ! তুমি কর্ণধার।
অগণিত নতি মম চরণে তোমার ॥
জয় "ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব পরিব্রাজকাচার্য্য।"
বন্দি তোমার চরণ-যুগল তুমি ত শ্রীগৌর-সেবকবর্য্য ॥১১॥

তোমার চাহনী সর্ব্ব তম-তাপহারী।
মুগ্ধ সব হেরি তব শ্রীঅঙ্গ-মাধুরী ॥
তোমার মহিমা-গাথা শ্রদ্ধায় যে-জন।
করয়ে শ্রবণ আর করে সংকীর্ত্তন ॥
নবদ্বীপ-সুধাকর শ্রীশচীনন্দন।
নিত্যকাল তার প্রতি মহা প্রীত র'ন ॥
জয় "ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব পরিব্রাজকাচার্য্য।"
বন্দি তোমার চরণ-যুগল তুমি ত শ্রীগৌর-সেবকবর্য্য ॥১২॥

ভবদীয় শ্রীচরণ-রেণুপ্রার্থী
—শ্রীহরিদাস রায়
হুগলী-মহসীন-কলেজের জনৈক ছাত্র

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের উত্তর

মাননীয় শ্রীযুত সত্যভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহোদয় গত ১৩৫৭ সালের ১৭ই পৌষ তারিখের একখানি পত্রে বসিরহাট মহকুমার তৃতীয় মুন্সেফ মাননীয় শ্রীযুত জগদীন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্, এ, বি, এল্ মহোদয়ের সহিত আচার্য্য শ্রীল শঙ্করের অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ বিচার অপেক্ষা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে যে তুলনামূলক আলোচনা হইয়াছিল, তাহার প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। আমরা তাঁহার পত্রখানি শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার বর্ত্তমান ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যার ৬৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছি। তিনি ঐ পত্রে আমাদের প্রকাশিত বক্তৃতার এক অংশ উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন—"'বিশ্ববাসী সুশিক্ষিত সম্প্রদায়কে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিবার জন্য আহবান করিতেছি' বলিয়া Challenge থাকায় টাটানগরস্থ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মল্লিক মহাশয় (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহক নং ২৩২) কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অত্রস্থ শিক্ষিত সমাজকে ঐ অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার জন্য অগ্রণী হইয়া পড়িয়াছেন।" তিনি এই পত্রের শেষে লিখিয়াছেন—"আমাদের এই

প্রতিবাদ আপনার নিকট পঁহুছিয়াছে কিনা, জানিবার আগ্রহে রহিলাম। প্রার্থনা, প্রাপ্তি-স্বীকার করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।"

উক্ত পত্রের আদি এবং অন্ত্য অংশদ্বয় যাহা আমি পাঠকবর্গের নিকট উল্লেখ করিয়াছি, তাহা আলোচনা করিলে পত্র-লেখক মহোদয়ের মনোগত ভাব স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনিও তাঁহার বক্তব্য বিষয় Challenge করিয়া লিখিয়াছেন। সুতরাং তিনি তাঁহার পত্র আমাদের পত্রিকায় প্রকাশ করিতে না বলিলেও আমি উহা বিদ্বৎসমাজে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। অধিকন্তু আমার ২৪।১।৫১ তাংএর পত্রেও (৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যার ৭১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত) আমি তাঁহার পত্র প্রকাশ করিব বলিয়া তাঁহাকে জানাইয়াছি। তিনি সেই পত্রের আজও কোন উত্তর দেন নাই। তাহাতে বুঝিলাম—"মৌনং সম্মতি-লক্ষলম্" অর্থাৎ তিনি তাঁহার পত্র আমাদের পত্রিকায় প্রকাশ করিতে অনুমোদন করিয়াছেন।

বর্ত্তমান-ধর্ম্ম-জগতের চিন্তাস্রোত লইয়া যেরূপ গ্রন্থাদি রচিত হইতেছে, তাহা হইতে নিরপেক্ষ চিন্তাস্রোত খুঁজিয়া পাওয়া অতীব কঠিন। সুতরাং শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" বিভিন্ন মতবাদ-সমূহের নিরপেক্ষ সুষ্ঠু আলোচনা করিয়া সর্ব্বোত্তম বিচার জগতের নিকট উপস্থিত করিবেন। ইহাতে বিচার, যুক্তি লইয়াই আলোচনা করা সঙ্গত; কিন্তু কোন বিচার উত্থাপন করিতে হইলে উক্ত বিচার কাহার, কে ঐ যুক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার নাম স্বতঃই উল্লিখিত হইয়া পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে নামের উল্লেখ না করিয়া কখনও প্রমাণ বা যুক্তি প্রদর্শন করা অসম্ভব। বিশেষতঃ কাহারও কাহারও কোন ব্যক্তি বিশেষের বিচার, যুক্তির প্রতি যথা ও অযথা শ্রদ্ধা থাকিতে পারে, তজ্জন্য তাঁহাদের হৃদয়ে কিঞ্চিৎ আঘাত লাগিলেও, কাহারও প্রাণে আঘাত দেওয়া সমালোচকের ও সমালোচনার উদ্দেশ্য নহে। কোন সিদ্ধান্তের তারতম্যমূলক বিচার করিতে গেলেই, কোন্ সিদ্ধান্ত উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে, কোন্‌টীর শ্রেষ্ঠত্ব অনুভূত হইতেছে এবং অপরটীর হেয়ত্ব বা অসারত্ব প্রমাণিত হইতেছে প্রভৃতি বলিলে স্তুতি বা কটূক্তি করা হইল—এরূপ বিচার সঙ্গত নহে। আচার্য্য শ্রীল শঙ্কর বিচার-স্থলে নিজ-মতের স্তুতি করিয়া পরমত সম্বন্ধে তথাকথিত কটূক্তি হইতে অদ্যো নিষ্কৃতি পাইলেন না। তিনি পরমতকে মতিচ্ছন্ন পাগলের উক্তি বলিয়া তাঁহার 'শরীরক-

অপমানিত হওয়ায়, বিজেতাগণের প্রতি অস্ত্র-চালনার দ্বারা তাহাদের ধ্বংস-সাধন করিয়া স্বমত স্থাপন করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করেন নাই, কটূক্তি ত' দূরের কথা। আমরা এই সম্পর্কে শঙ্কর-সম্প্রদায়ে প্রচলিত গ্রন্থাদি হইতে ইহার প্রমাণসমূহ মাননীয় সত্যবাবু ও পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিব। অবশ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত জন সকলেই তাঁহার আদেশে "কায়মনোবাক্যে প্রাণী মাত্রে উদ্বেগ না দিবে"—এই বাক্য সর্ব্বতোভাবে পালন করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-সম্পাদক
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজের
বক্তৃতার চুম্বক

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার ২য় দিবসে ঋতুদ্বীপস্থ সমুদ্রগড়ে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক স্বামিজী-মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ দৈন্যবশে বক্তৃতামুখে সমবেত পরিক্রমাকারী যাত্রিগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন—অন্ধ যেরূপ অপর অন্ধকে পথ প্রদর্শনে অসমর্থ, মূক ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা যেরূপ শ্রুতিমধুর মনোজ্ঞ বাক্যাবলী বা সুললিত গীতি প্রভৃতি আশা করিতে পারি না, তদ্রূপ আমার ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তিও আপনাদের ন্যায় সজ্জনগণকে কিছু হরিকথা পরিবেশন করিয়া পরিতুষ্ট করিতে সম্পূর্ণ অপারক। "ভগবন্নিজজনের কৃপা হইলে মূকও বাচলতা প্রাপ্ত হয় এবং পঙ্গুও দুর্গম গিরি-লঙ্ঘনে শক্তি-সামর্থ্য লাভ করে"—শাস্ত্র ও মহাজনগণের এই বাণীই আমাদের একমাত্র সম্বল।

গতকল্য হইতে আমাদের পরিক্রমার শুভ আরম্ভ হইয়াছে এবং আপনার পূজ্যপাদ কেশব মহারাজের আনুগত্যে গতকল্য সুষ্ঠুভাবে পরিক্রমা সমাপন করিয়াছেন। উপযুক্ত পরিচালক অভাবে একান্ত আশ্রিত তদধীন ব্যক্তিগণের যেরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়, রণক্ষেত্রে সুদক্ষ সেনাপতির অভাবে হতভাগ সৈন্যগণ যেরূপ নিরুপায় অবস্থা লাভ করে, অদ্য মহারাজ উপস্থিত না থাকা আমরাও নিজদিগকে তদ্রূপ নিঃসঙ্গ বলিয়া বোধ করিতেছি। পিতা যেরূপ পুত্রের ভাবী অমঙ্গলের আশা করিয়া সর্ব্বদা চিন্তিত হন ও তাহার মঙ্গল কামনা

করেন, মহারাজ এখানে উপস্থিত হইতে না পারিলেও নবদ্বীপ মঠে থাকিয়াই তিনি আমাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন আছেন।

বৈষ্ণবগণ পরম দয়ালু; তাঁহারা নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও অযাচিত-ভাবে জীবের প্রতি অহৈতুকী করুণা প্রকাশ করিয়া থাকেন। "মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর। নিজ-কার্য্য নাই তবু যান তার ঘর॥" ভগবন্নিজজন শ্রীল গুরুদেবের করুণা ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহারা শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা প্রভৃতির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া দেশে দেশে, নগরে নগরে পদার্পণপূর্ব্বক আচার ও প্রচারমুখে হরিকীর্ত্তন করিয়া ফিরিতেছেন। বিভিন্ন সময়ে পরিক্রমা ও উৎসবাদির অনুষ্ঠান করিয়া সকলকে পারমার্থিক কল্যাণ-লাভে আহ্বান জানাইতেছেন। জীবের মঙ্গল চিন্তা করিয়া তাহাদিগকে ভগবদ্ভজন ও সেবা-সৌষ্ঠব শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহারা নব নব উপায় ও কৌশল উদ্ভাবন করেন, কতপ্রকার পরিকল্পনা, কতপ্রকারই না যুক্তি অবিষ্কার করেন। পরিক্রমা ও জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোঽভীষ্ট—মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও ভক্তিগ্রন্থ প্রচারোদ্দেশ্যে মহাজনগণের ধামমাহাত্ম্য-সূচক দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থাদি ও সংশোধিত শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা প্রকাশ করিয়া, উৎসবাদির সময়ে অসংখ্য পত্রাদির আদান প্রদান ও কত মুদ্রিত বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া কতভাবেই না তাঁহারা হরিকথা কীর্ত্তন করেন। মঠ-মন্দির, সেবকখণ্ড নির্ম্মাণ, নলকূপ খনন, তাঁবু ইত্যাদি অশ্রয়ের ব্যবস্থা, সভা-সমিতির জন্য আসন ও চন্দ্রাতপাদি সংগ্রহ প্রভৃতি যাবতীয় জড় বিজ্ঞানের উন্নতিই তাঁহারা ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের সেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকেন। সাধু-মহাজনগণ নিজের জন্য কিছুই করেন না, জীবের কল্যাণ কামনা করিয়া তাহাদিগকে যে-কোন উপায়ে হরিভজনে প্রবৃত্ত করাইয়া সেবা-সুযোগ দান করিবার নিমিত্তই তাঁহাদের এই শ্রীধাম-পরিক্রমার ব্যবস্থা ও বিবিধ উৎসবাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন।

প্রতি বৎসরই আপনাদিগকে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমায় আহ্বান করা হয় এবং আপনারাও তাহাতে যোগদান করিবার জন্য দেশ-বিদেশ হইতে বালক-বৃদ্ধ-যুব-নির্ব্বিশেষে অসংখ্য নরনারী কত পথকষ্ট সহ্য করিয়া, কত বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া শ্রীধামে আগমন করিয়াছেন। শ্রীধামে আসিয়াও কোথায় থাকিব, কি খাইব, নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণের কোনও ত্রুটী না হয়, স্বাস্থ্য খারাপ না হয়, সঙ্গের আত্মীয়-স্বজনের থাকা-খাওয়ার কোন কষ্ট না হয়—এইরূপ অবান্তর চিন্তাতেই ব্যস্ত ও বিভোর হইলে শ্রীধামে আগমনের সুষ্ঠু ফল লাভ

হইবে না। ভগবদ্ দর্শন ও সজ্জন-সেবা-লালসায় যাহার হৃদয় আদৌ ব্যাকুল হয় নাই, শ্রীধাম-পরিক্রমায় যোগদানের ছলনায় "রথ দেখা ও কলা বেচা" ন্যায় অবলম্বন করিয়া তথাকার স্বাস্থ্য কিরূপ, বাজার দর কিরূপ চলিতেছে, ও গৃহে শিশুগণের নিমিত্ত মিঠাই-মণ্ডা ও খেলনা সংগ্রহ ইত্যাদি চিন্তায় যিনি সর্ব্বদা ভরপুর, তাঁহার শ্রীধামে আগমন হয় নাই বুঝিতে হইবে। নবদ্বীপ, বৃন্দাবন প্রভৃতি ধামে বহু ব্যক্তিই ত' বাসের ও যাতায়াতের অভিনয় করিয়া থাকেন, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের কৃষ্ণভক্তি অর্জ্জিত হইতে দেখা যায় না, তাঁহারা ধামে বসিয়াও কত অপরাধ আবাহন করিয়া থাকেন; ইহার কারণ কি? শুদ্ধভক্ত-সঙ্গের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। সুষ্ঠু ভাবে শ্রীধাম দর্শনে ইচ্ছা থাকিলে—প্রকৃত পরিক্রমায় যোগদান করিতে হইলে হৃদয়ের তীব্র ব্যাকুলতা, প্রবল আবেগ ও ভক্তিভাব প্রয়োজন। এইরূপ না হইলে আমরা কখনই ধাম-দর্শনে অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইব না।

ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের কৃপা না হইলে কখনই ধাম-দর্শন সম্ভব নয়। শ্রীগৌরসুন্দর কৃপা করিয়া যখন তাঁহার শ্রীধাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ করিবেন, তখনই উহা উপলব্ধির বিষয় হইবে।—

"কলিঘোর তিমিরে, গরাসল জগজন, ধরম করম রহু দূর।
অসাধনে চিন্তামণি, বিধি মিলাইল আনি', **গোরা বড় দয়াল ঠাকুর** ॥"

চিন্তামণি-স্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরই আমাদের ন্যায় কলিহত জীবের একমাত্র গতি। সুতরাং গৌর ও গৌরভক্তগণের করুণা ব্যতীত আমাদের ধাম-দর্শন হইবে না। তাই মহাজন গাহিয়াছেন—

"গৌর আমার, যেসব স্থানে, করল ভ্রমণ রঙ্গে।
যে-সব স্থান, হেরিব আমি, প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে ॥"

গৌরনিজজন জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ ভুবন-মঙ্গলকর যে-সকল ভক্তি-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার পুনঃ প্রবর্ত্তন তাঁহার অন্যতম। বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিস্রোতের পুনঃ প্রবর্ত্তনকারী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোঽভীষ্টসমূহের মধ্যে ইহা একটী। শ্রীল ঠাকুর, শ্রীল প্রভুপাদকে এই সেবা কার্য্যের ভার প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন—**"শ্রীধামনবদ্বীপ-পরিক্রমা যতশীঘ্র পার আরম্ভ করিবার যত্ন করিবে। এই কার্য্যেই জগতের সকলের কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে।"** ঠাকুরের এই মনোঽভীষ্ট প্রচারের জন্য শ্রীল সরস্বতী প্রভু প্রবল বাধা, অসংখ্য বিঘ্ন ও

প্রাকৃত সহজিয়াগণের বিরোধের মধ্যেও, বর্ত্তমান সময় হইতে অন্যূন ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে এই শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার পুনঃ প্রবর্ত্তন করতঃ দেহ-গেহাসক্ত আমাদিগকে গৃহান্ধকূপ হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীগৌর ও তদ্ধামের সেবায় নিযুক্ত করিবার অভূতপূর্ব্ব কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা তিনি স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত—সকলকেই সাধুসঙ্গে যুগপৎ নবধাভক্তি যাজনান্তে জীবন ধন্য করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত শ্রীধাম-পরিক্রমা ও উৎসবাদি প্রভৃতি জীব-মঙ্গলকর এইসকল অনুষ্ঠানকে, নির্জ্জন-ভজনে অধিকতর উৎসাহী কেহ কেহ আজকাল 'কর্ম্মাঙ্গ' বলিবার ধৃষ্টতা পোষণ করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনুগত সেবকবৃন্দকে দেশ বিদেশে পাঠাইয়া গৌর ও গৌরধাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনমুখে আনুকূল্য সংগ্রহপূর্ব্বক শ্রীধামনবদ্বীপ পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবে যোগদানের জন্য প্রতিবৎসর যে আমাদিগকে আহ্বান করিতেন, তাহা কি কেবল আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-তর্পণের ইন্ধন সরবরাহ করিবার জন্য ?—না, তাঁহার আর কিছু মহদুদ্দেশ্য ছিল ? আমাদের নিত্যমঙ্গল বিধানই শ্রীগুরুপাদপদ্মের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার সে উদ্দেশ্য যাঁহারা অবধারণ করিতে পারেন নাই, তাঁহারাই উক্তরূপ কথা বলিয়া থাকেন। তবে বর্ত্তমানে তাঁহারা ক্রমশঃ নিজ নিজ ভুল-ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া উক্ত অনুষ্ঠানাদির মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইতেছি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পরিক্রমা ও উৎসবাদির অনুষ্ঠান ইত্যাদি—সকলে মিলিত হইয়া ভগবৎকথা আলোচনা ও সেবাসুযোগ লাভ করিবার অপূর্ব্ব ব্যবস্থা এবং ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট প্রচার ও ইহা দ্বারাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট আচার-প্রচার সম্ভব।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার পত্রাবলীতে আমাদিগকে জানাইয়াছেন—"বৎসরে মহাপ্রভুকে একবার দেখিবার চেষ্টা করা ভক্তমাত্রেরই উচিত। মহাপ্রভুর প্রকটকালে ভক্তগণ নীলাচলে বৎসরে একবার করিয়া যাইতেন।" গৌরজনের এই বাণীর মধ্যে আমাদের ন্যায় অত্যন্ত দেহ-গেহাসক্ত জীবের প্রতিও বিশেষ করুণা প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব আমাদের প্রত্যেকেরই বৎসরান্তে অন্ততঃ একবার শ্রীধাম-পরিক্রমায় যোগদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। মহাপ্রভুর ভক্তগণ যখন প্রতিবৎসর নীলাচলে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন, তখন তাঁহারা

মহাপ্রভুর সেবার জন্য কত কত উপায়ন-হস্তে উপস্থিত হইতেন। দরিদ্রই হউন আর ধনীই হউন, গৃহী হউন আর ত্যাগীই হউন, সকলেই তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব শ্রীগৌরচরণে সমর্পণ করিবার জন্য লইয়া যাইতেন। সুতরাং "অল্প সেবা বহু করি' মানে" প্রভৃতির আদর্শ প্রদর্শনকারী শ্রীগৌরসুন্দর, তন্নিজজন ও তদাশ্রিত জনগণের ভরসাই আমাদের একমাত্র সম্বল। শাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই—"প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য দ্বারা ভগবৎসেবা আচরণই ইহজগতে দেহধারী জীবগণের জন্মের সার্থকতা।" সুতরাং আপনারা নিজ নিজ যোগ্যতা ও সামর্থ্য ভগবৎসেবায় নিয়োগ করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিবেন। আপনারা সংসারে নানারূপ ক্ষতি-স্বীকার করিয়া ও পথে বিবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়াও পরিক্রমায় যোগদান করিয়াছেন। ভগবৎকৃপায় আপনাদের সদিচ্ছা ও মহদুদ্দেশ্য সফল হউক্—ইহাই শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-চরণে প্রার্থনা।

—প্রকাশক

পরলোকে হনূমান্ খুঁটিয়াজী

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীক্ষেত্রবাসী পরমভাগবত **শ্রীহনুমান্ খুঁটিয়া জমিদার পাণ্ডা** মহোদয় গত ৬ই চৈত্র ১৩৫৭, মঙ্গলবার রাত্র ১০ ঘটিকার সময় শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিকে অবলম্বন করিয়া শ্রীপুরীধামস্থ তাঁহার নিজগৃহে কাছারী-বাড়ীতে সজ্ঞানে তাঁহার কর্ম্মচারী ও সুহৃৎমণ্ডলীর সমক্ষে ঐহিক লীলা সম্বরণ করেন। আমরা তাঁহার অবর্ত্তমানে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-ক্ষেত্রে বন্ধুহীন হইলাম বলিয়া মনে করিতেছি। তাঁহার ন্যায় সজ্জন, নিরভিমান, অমায়িক তীর্থপ্রদর্শক অতি বিরল। সাধারণ পাণ্ডাদের ন্যায় তিনি কখনও অর্থগ্রাহী ছিলেন না। পরন্তু যাত্রিসকল তাঁহার আশ্রয়ে গেলে পুরীধামে পরম প্রীতির সহিত নিরাপদে অবস্থান করিতে পারিত। পরমহংস-কুল-চূড়ামণি জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর খুঁটিয়াজীর সাধু-হৃদয় ও উদারতার পরিচয় পাইয়া কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে শ্রীক্ষেত্রবাসীর সাহায্যকারী বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ঠাকুরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া খুঁটিয়াজীর বৈষ্ণবোচিত ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া সমিতির আশ্রিত ও অনুমোদিত সেবকগণের তীর্থ-প্রদর্শকরূপে তাঁহাকে গ্রহণ করেন। খুঁটিয়াজীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দুই একটী কথা নিবেদন না করিয়া থাকিতে পারা যাইতেছে না। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

১৩৫২ সালে কার্ত্তিক-ব্রত উপলক্ষে শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল-পরিক্রমার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তখন তিনি সমিতির সেবাকার্য্যে আকৃষ্ট হইয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়া প্রায় ৫০০ শত যাত্রীকে প্রচুর পরিমাণে চতুর্ব্বিধ মহাপ্রসাদ প্রদান করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। গত ১৩৫৭ সালের ঊর্জ্জব্রতকালে শ্রীবেদান্ত সমিতি রামেশ্বর প্রভৃতি দক্ষিণদেশ পরিক্রমার সময় শ্রীপুরীধামে উপস্থিত হইলে, তিনি তখন অত্যন্ত অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিবিধ মধুর প্রসাদাদি প্রেরণ করিয়া সমিতির যাত্রিগণকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ পাণ্ডাগণ অর্থগাহী হইয়া থাকে; কিন্তু তিনি অর্থগ্রহণের পরিবর্ত্তে সমিতির সভ্য ও যাত্রিগণকে নিজব্যয়ে প্রচুর প্রসাদ বিতরণ করিয়া সমিতির ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন। সমিতির এই প্রকার পরিক্রমার বিপুল আয়োজনে শ্রীক্ষেত্রে তিনিই একমাত্র অবলম্বন-স্বরূপ ছিলেন। তিনি বিপুল ভূসম্পত্তির মালিক হইয়াও নিরভিমানে তীর্থ-যাত্রিগণের সেবা করাই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস সকলের আদর্শস্থানীয় ছিল। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীত যে-কোন শিষ্যই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে সাদরে যত্ন করিয়া আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতেন। আমরা তাঁহার অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। আমার বিশ্বাস, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র জমিদার শ্রীগোপীনাথ খুঁটিয়া পাণ্ডাজী তাঁহার স্থান সর্ব্বতোভাবে অধিকার করিতে সক্ষম হইবেন। খুঁটিয়াজী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীপাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন—ইহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বলিতে দ্বিধা করিতেছি না।

ভক্ত অশ্বিনীকুমার ও তাহার নির্য্যাণ

ভক্ত অশ্বিনীকুমার ১৩৩৬ সালের শ্রাবণ মাসে ফরিদপুর জিলান্তর্গত 'ভাঙ্গা' থানার 'ছিলাদর' গ্রামে জন্মগ্রহণ করে। বাল্যাবধি তাহার বিনয়-নম্র ব্যবহারে পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই মুগ্ধ ছিল। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সধর্ম্মনিষ্ঠা, সত্যপ্রিয়তা ও নির্দ্দোষ জীবন-যাপনের প্রগাঢ় নিষ্ঠা লক্ষ্য করা গিয়াছিল। সামাজিক ও দেশগত আচার-ব্যবহারের মধ্যে থাকিয়া অধিক শিক্ষালাভের সুযোগ না হইলেও তাহার বিদ্যাভ্যাসে বিশেষ আগ্রহ ও রতি-মতি দেখা গিয়াছিল। বাল্যাবধি অশ্বিনীকুমার তাহার পিতা অপেক্ষা খুল্লতাত কৃষ্ণসুন্দরের বিশেষ অনুগত ছিল। শ্রীযুত কৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির

আশ্রিত ও একনিষ্ঠ সেবক। ভগবদ্‌ভক্তিতে তাঁহার একান্ত নিষ্ঠা ও আদর্শ জীবন দেখিয়া অশ্বিনীকুমার খুল্লতাতের আনুগত্য করাই তাহার জীবনের প্রকৃত সার্থকতা জ্ঞান করিয়াছিল। যদিও তাহার পিতা শ্রীরাধাবল্লভ দাস মহাশয়ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণসুন্দরের চেষ্টায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবাই জীবনের কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া, বর্ত্তমান জগতের একমাত্র পারমার্থিক বর্ত্ম প্রদর্শক শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাহার পিতা অপেক্ষা খুল্লতাতের জীবনের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য তাহাকে অত্যধিক আকৃষ্ট করিয়াছিল।

আচার-নিষ্ঠা

পিতা ও খুল্লতাতের দুঃসঙ্গ-পরিবর্জ্জন-স্পৃহা ও সদাচার সংরক্ষণে কঠোরতাই তাঁহাদের জীবনের বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহারা দেশের, সমাজের ও আত্মীয়-স্বজনের কাহারও অন্নগ্রহণ করিতেন না। তথাপি সামাজিক উৎপীড়নে দেশস্থ স্বগ্রামবাসী জনৈক কঠুরা বা কাঠুরিয়ার আহ্বান গ্রহণে বাধ্য হইয়া স্ব-স্ব ধর্ম্মপালন বজায় রাখিয়া, তাঁহারা বালক অশ্বিনীকুমারকে আমন্ত্রণ রক্ষার জন্য তাঁহার ভবনে পাঠাইয়া দেন। অশ্বিনীকুমার আমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইয়া তথায় সদাচার-বিরুদ্ধ কতকগুলি ব্যাপার লক্ষ্য করত তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ করে। অল্প-বয়স্ক বালকের এই প্রকার বিচার দেখিয়া সাধারণ লোক স্তম্ভিত হইলেও তাহার বিচার কেহ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। বালক তদ্দর্শনে তৎক্ষণাৎ সে-স্থান পরিত্যাগ করিয়া অনাহারে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। পরে সে তাহার খুল্লতাত শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাস অধিকারী মহাশয়কে সমস্ত কথা নিবেদন করিয়া বলিয়াছিল—"কাকা, আমাকে আর কোনদিন এরূপ আমন্ত্রণ রক্ষার জন্য পাঠাইবেন না।" বালকের এরূপ সৎসাহস ও সদাচার-নিষ্ঠা দর্শন করিয়া সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হন।

স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠা

পূর্ব্ববঙ্গের 'ছিলাদর' গ্রাম মুসলমান-প্রধান স্থান। তথাকার বিদ্যালয়ে অধিকাংশই মুসলমান ছাত্র এবং শিক্ষকদিগের মধ্যে অনেক কৃতবিদ্য মুসলমান বিদ্যমান। অশ্বিনীকুমার তথায় বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিয়াছিল। তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রখর মেধা দর্শন করিয়া শিক্ষকমণ্ডলী তাহাকে পুত্র অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন। একদিন ঐ স্কুলের একজন উচ্চপদস্থ মুসলমান শিক্ষক স্নেহবশে অশ্বিনীকুমার ও তাহার সহপাঠী আরও ২টী মুসলমান ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া গ্রামান্তরে কোন মুসলমান ভদ্রলোকের গৃহে উপস্থিত হন। সেই ভদ্রলোক,

ছাত্রত্রয় ও শিক্ষক সাহেবকে প্রচুর আদর যত্ন করিয়া তাঁহাদের পাচিত বহু খাদ্যদ্রব্য ভোজনার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার তাহা গ্রহণ না করায় মুসলমান ভদ্রমহোদয় লজ্জিত হইয়া তাহাকে অন্যান্য মিষ্টদ্রব্যাদি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন এবং বলেন যে, "আমাদের এখানে আপনাদের হিন্দুদের মধ্যে বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন, সুতরাং আপনি সন্তুষ্ট-চিত্তে ইহা গ্রহণ করুন।" অশ্বিনীকুমার "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" —এই শাস্ত্রবাক্য ও তাহার কাকার উপদেশ ও শিক্ষা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের অনুরোধ বিনয়ের সহিত অগ্রাহ্য করে। উক্ত মুসলমানগণ তাহাতে অপমান বোধ করিয়া একটু উত্তেজিত হইয়া পড়েন। ইহা আজ অধিকদিনের কথা নহে—পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ স্বাধীন হইবার পর হিন্দু-সম্প্রদায় যখন মুসলমানদের করায়ত্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং পরস্পরের মধ্যে শান্তিময় ভাব টলমল করিতেছে। অশ্বিনী-কুমার তাঁহাদের অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করিয়া তথা হইতে অসহায় অবস্থায় দ্রুতবেগে সেইস্থান হইতে একক্রোশ দূরবর্ত্তী স্বগৃহে দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। কাকা তাহার এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া ঘটনা জিজ্ঞাসা করিলে অশ্বিনীকুমার সমস্ত ঘটনা বর্ণন করে। খুল্লতাত তখন তাহার স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা দর্শন করিয়া তাহাকে বহু সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

দেশ-ত্যাগ

দেশের সমষ্টিগত কর্ম্মফলের প্রভাবে পূর্ব্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিবাদ উপস্থিত হইলে "ম্লেচ্ছ-ভয়ে সেবক মোর গেল পলাইয়া"—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই বাক্য স্মরণ করিয়া অশ্বিনীকুমার তাহার পিতা ও খুল্লতাতের সহিত স্বগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চুঁচুড়া সহরে আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা থাকার ফলে পথিমধ্যে নানাপ্রকার 'খানা-তল্লাসী'র উৎপাত হইতে সর্ব্বতোভাবে নিষ্কৃতি পাইয়া তাহারা ঈশ্বর-ইচ্ছাক্রমে নির্ব্বিবাদে নির্ব্বিঘ্নে গঙ্গাতীরে চুঁচুড়া সহরে উপস্থিত হয়। এখানে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠের চেষ্টা ও যত্নে স্থানীয় আমড়াতলা গলিস্থ একটী ভবনে বসবাস করিয়া অশ্বিনীকুমার প্রতিনিয়ত মঠে যাতায়াত করিতে থাকে। তাহার আচার-ব্যবহার, বিনয়-নম্র প্রকৃতি, সর্ব্বদা মৃদুমন্দ হাস্য ও মধুর বাক্যালাপে মঠবাসী সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সকলেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন যে, অশ্বিনীকুমার সত্যসত্যই বৈষ্ণবভাবাপন্ন। সুতরাং তাহার পক্ষে শ্রীনামাশ্রয় করিয়া এখন সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্ভজনে অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য।

শ্রীনামাশ্রয়

বৈষ্ণবগণের আন্তরিক ইচ্ছা অশ্বিনীকুমারের হৃদয়ে শক্তি-সঞ্চার করিল। শ্রীনাম-গ্রহণের জন্য তাহার প্রবলা বাসনা দেখা দিল। কিন্তু লজ্জায় মুখ ফুটিয়া কাহাকেও তাহার হৃদয়ের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতে না পারিয়া অবশেষে কাকার নিকট গত আশ্বিন মাসে তাহার নাম-গ্রহণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করে। তখন শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণ কার্ত্তিক-ব্রত উপলক্ষে রামেশ্বর, অনন্তপদ্মনাভ প্রভৃতি তীর্থস্থানসমূহ পরিক্রমার কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত থাকায়, তাহার কাকা কাহারও নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন নাই। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে অশ্বিনীকুমার কাকার নিকট পুনরায় এই প্রস্তাব আনয়ন করিলে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের পক্ষে সর্ব্বোত্তম দিবস শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব-দিনে সে শ্রীনাম গ্রহণ করিতে পারিবে বলিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করেন। তদনুসারে বিগত ৯ই চৈত্র শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব-বাসরে নবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিশুদ্ধচিত্তে প্রচুর আগ্রহান্বিত হইয়া বহু আর্ত্তি-সহকারে সে শ্রীনাম-গ্রহণ করে। তদবধি নিয়মিতভাবে দিবারাত্র তাহাকে শ্রীনামের শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ করিতে দেখা যাইত।

শাস্ত্রালোচনা

"জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে, জীবকে করয়ে গাধা॥"

মহাজনগণের এই বাক্য দৈবানুশাসনে প্রতিফলিত হইয়াছে। পার্থিব শিক্ষা অধিক লাভ না করিয়াও অশ্বিনীকুমার গৃহে থাকিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনুমোদিত গ্রন্থসমূহ সর্ব্বদা আলোচনা করিত। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা তাহার নিত্য-পাঠ্য ছিল। তাহার আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী সকলকে ডাকিয়া লইয়া সে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা পাঠ করিয়া শুনাইত; শ্রীপত্রিকার দুর্ব্বোধ্য স্থল কাকার নিকা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিত। কাকা তাহার যথাশক্তি সন্দেহ-ভঞ্জন করিয়া দিতেন। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের কঠিন বিষয়গুলি অশ্বিনীকুমারের বুঝিয়া লইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইত না। তীক্ষ্ণ মেধাবী যাহা গ্রহ করিতে পারে না, অশ্বিনীকুমার শরণাগতি, সেবা-বৃত্তির দ্বারা তাহা সহজে আয়ত্ত করিয়া লইত। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥"—এই শ্লোকটীর অর্থ আমর তাহার জীবনী হইতে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।

নির্য্যাণের ইঙ্গিত

ইতোমধ্যে অশ্বিনীকুমারের মাতৃবিয়োগ হয়, কিয়দ্দিন পরে তাহার কাকীমা কৃষ্ণসুন্দরের স্ত্রীও পরলোক গমন করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, অল্প বয়সের যুবক তাহার স্নেহময়ী মাতৃদ্বয়ার লোকান্তর গমন প্রত্যক্ষ করিয়াও বিন্দুমাত্রও শোকে অভিভূত না হইয়া অচল, অটলভাবে প্রাত্যহিক শাস্ত্রালোচনা ও শ্রীনাম-ভজনে কোনক্রমে অবহেলা করে নাই। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তাহার কাকার নিকট সে জানায় যে, "মঠের লোক কি আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবেন না?" উদ্দেশ্য—তাঁহারাই যেন উহার অন্তিম-কার্য্য সম্পন্ন করেন। তাহার কাকা উত্তরে বলিয়াছিলেন—"তোমার ভয় কি, মঠের লোকই তোমার সব করিবেন। তুমি কোন চিন্তা করিও না। তবে এখন তোমার এইরূপ প্রশ্নের উদ্রেক হইল কেন?"—পরে বুঝিতে পারা গেল, ইহাই তাহার নির্য্যাণের ইঙ্গিত। মায়ান্ধকূপ-পতিত অসদাচারী ব্যক্তিগণের সংসর্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করাই প্রয়োজন—ইহা যেমন অশ্বিনীকুমার জীবিতকালে প্রত্যক্ষ আচরণের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, সেইরূপ জীবিতোত্তর-কালেও যেন তাহার স্বজনাখ্য-দস্যুসকল তাহাকে স্পর্শ না করে, তাহারই নিদর্শন-স্বরূপ তাহার কাকার নিকট সে ঐরূপ প্রশ্ন করিয়াছিল।

মাতৃশ্রাদ্ধ

গত ৯ই বৈশাখ, সোমবার শ্রীশ্রীমদ্‌গোপালভট্ট-গোস্বামি-রচিত 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা' সাত্বত স্মৃতি-অনুসারে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অশ্বিনীকুমার তাহার মাতার পারলৌকিক শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করে। এই দিবস তাহার কাকা শ্রীযুত কৃষ্ণসুন্দর দাস অধিকারী মহাশয়ও তাঁহার স্ত্রীর পারলৌকিক ক্রিয়া সমাপন করেন। ভক্ত অশ্বিনীকুমার সাত্বত-বিধানে তাহার মাতার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করায় বৈষ্ণব-স্মৃতির প্রতি তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হয়। তাহার বহু সামাজিক আত্মীয়-স্বজন চুঁচুড়া সহরে অবস্থান করা সত্ত্বেও তাঁহাদের স্মার্ত্ত ক্রিয়া-লাপে যোগদানের উপরোধ-অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াও সে বৈষ্ণব-ব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। শ্রাদ্ধের অঙ্গস্বরূপে বিরাট্ বৈষ্ণবসেবার অয়োজন হইয়াছিল। অশ্বিনীকুমার 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা'র বিধানানুসারে যাগযজ্ঞ-হোমাদি সমাপন করিয়া সারাদিন অনাহারে থাকিয়া সকল বৈষ্ণব ও আগন্তুক ভদ্রমহোদয়গণকে বিশেষ উৎসাহ ও প্রাণের সহিত নিজ অধিকার অনুসারে পরিবেশনাদি সেবাকার্য্য করে। ইহাই যে তাহার শেষ হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা, তাহা কাহাকেও জানিতে না দিয়া পরাহ্ণ-বেলায় বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া সে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তখন

কেহই বুঝিতে পারে নাই যে, এইরূপ উৎসাহী যুবক তাঁহার ২ দিবস পরে যাবতীয় লোক-চক্ষুর অন্তরালে অকস্মাৎ আত্ম-গোপন করিবে।

নির্য্যাণ

ভগবান্ ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। অশ্বিনীকুমার বিগত ১১ই বৈশাখ ১৩৫৮ বুধবার, নিশান্তে ৩৷৷০ ঘটিকার সময় যাবতীয় ঐহিক ক্রিয়া-কলাপ সম্বরণ করিয়া পরলোকে গমন করে। ঐ দিবস রাত্র ১২টার সময় তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিয়াছিল, "আমি ভাল আছি।" অন্তিম-সময়ে সে কাহাকেও উদ্বেগ না দিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে শ্রীহরিনাম স্মরণ করিতে করিতে স্বধামে গমন করিয়াছে।

চিরকুমার অশ্বিনীকুমারের সংসারে বৃদ্ধ পিতা ও ২টী কনিষ্ঠ ভ্রাতা ব্যতীত আর কেহ না থাকিলেও তাহার কাকাকেই সে সর্ব্বাপেক্ষা আত্মীয় বলিয়া মনে করিত। আমরা অশ্বিনীকুমারের বিয়োগে তাহার আত্মীয়বর্গের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতেছি। সর্ব্বগুণে গুণী আদর্শ আত্মীয়-স্বজনের বিয়োগেঅভিভাবকগণের শোকাভিভূত না হওয়ার দৃষ্টান্ত গৃহস্থগণের পক্ষে অতি বিরল ও আদর্শ।

সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতা

[আমরা পূর্ব্ব-সংখ্যায় শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব প্রভৃতির বিবরণে "সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতা" পরবর্ত্তী সংখ্যায় পৃথক্ প্রবন্ধে প্রকাশিত হইবে বলিয়া পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি। তদনুসারে স্বামিজী-মহারাজ যে যে-স্থানে যে যে গভীর তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তপূর্ণ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা ধারাবাহিকভাবে সংগৃহীত হইয়া সংক্ষেপে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।]

সুরভিকুঞ্জে—স্বামিজী গুপ্ত-নবদ্বীপ ও গুপ্ত-বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত তত্ত্বসমূহ বিচার-যুক্তিমূলে ব্যাখ্যা করেন। বৃন্দাবনই গুপ্ত-নবদ্বীপ এবং নবদ্বীপই গুপ্ত-বৃন্দাবন। অপ্রাকৃত তত্ত্বে প্রাকৃত কোন কালের বিচার নাই। নবদ্বীপ পূর্ব্বে, কি বৃন্দাবন পরে বা বৃন্দাবন পূর্ব্বে কি নবদ্বীপ পরে—এইরূপ কালের বিচার অপ্রাকৃত তত্ত্বে লক্ষ্য করা যায় না। যদি প্রাকৃত কালেরই বিচার গ্রহণ করিতে হয়, তবে ভৌম-নবদ্বীপ প্রকাশিত হইবার পরে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নির্দ্দেশমত রূপ-সনাতনের দ্বারা ভৌম-বৃন্দাবন প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাকৃত কালগত প্রাচীনতার বিচারে আমরা নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষ্য করিয়া থাকি। ভজনপ্রয়াসী বৈষ্ণববৃন্দ এবিষয়ে বিশেষ অবহিত থাকিবেন।

শ্রীনৃসিংহদেব-পল্লীতে—স্বামিজী-মহারাজ বলেন যে, শ্রীল [illegible]

ঠাকুর "শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্যে" বর্ণন করিয়াছেন,—শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া এইস্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্—যাঁহার দ্বারা মুহূর্ত্ত মধ্যে অনন্তকোটী বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড প্রলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই ভগবান্ পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামের জন্য এইস্থানে আসিয়াছেন—ইহা তাত্ত্বিকগণের পক্ষে একটা অভিনব ব্যাপার। এ সম্বন্ধে নিয়ামক-মহারাজ বহু যুক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে চমৎকৃত করেন। প্রসঙ্গক্রমে বক্তৃতামুখে তাঁহার শুক্রাচার্য্য ও বৃহস্পতি-নীতির তারতম্যমূলক বিচার শ্রবণেও যাত্রিগণ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। (ক্রমশঃ)

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাব্দ—৪৬৫ ; জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৮

২৬ মধুসূদন, ২ জ্যৈষ্ঠ, ৭ মে, বৃহস্পতিবার—গৌরৈকাদশী রা ৬।৮। **মোহিনী একাদশীর উপবাস।**

২৭ মধুসূদন, ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৮ মে, শুক্রবার—গৌর-দ্বাদশী অপরাহ্ণ ৪।৫৮। **দি ৯।২১ মধ্যে একাদশীর পারণ।** শ্রীরুক্মিণী-দ্বাদশী।

২৯ মধুসূদন, ৫ জ্যৈষ্ঠ, ২০ মে, রবিবার—গৌর-চতুর্দ্দশী দি ১।৩০শ **শ্রীশ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশীর ব্রত ও উপবাস।**

৩০ মধুসূদন, ৬ জ্যৈষ্ঠ, ২১ সোমবার—পূর্ণিমা দি ১১।২২। **দি ৯।২০ মধ্যে শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশীর পারণ।** শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব, শ্রীল পরমেশ্বরী দাস ঠাকুরের তিরোভাব ও কাহারও মতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের তিরোভাব।

৪ ত্রিবিক্রম, ১০ জ্যৈষ্ঠ ২৫ মে, শুক্রবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী রা ১১।২৯। শ্রীল রামানন্দ রায়ের তিরোভাব।

১০ ত্রিবিক্রম, ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ৩১ মে, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণৈকাদশী দি ৪।৩৪। **অপরা একাদশীর উপবাস।**

১১ ত্রিবিক্রম ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১ জুন, শুক্রবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী সন্ধ্যা ৫।২। **পূর্ব্বাহ্ণ ৯।২০ মধ্যে একাদশীর পারণ।**

১৪ ত্রিবিক্রম, ২০ জ্যৈষ্ঠ, ৪ জুন, সোমবার—অমাবস্যা রা ৯।৭ **শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আবির্ভাব।**

২৪ ত্রিবিক্রম, ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪ জুন, বৃহস্পতিবার—গৌর-নবমী প্রাতঃ ৬।৮। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর তিরোভাব, মতান্তরে—পরাহ্ণে।

২৫ ত্রিবিক্রম, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৫ জুন, শুক্রবার—গৌর-দশমী প্রাতঃ ৪।৫৮, পরে একাদশী রা ৩।২৫। শ্রীগঙ্গাদেবীর আবির্ভাব। **শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনীর আবির্ভাব।**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩য় বর্ষ | গর্ভোদশায়ী, ২৫ ত্রিবিক্রম, ৪৬৫ গৌরাব্দ শুক্রবার, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮; ইং ১৫।৬।৫১ | ৪র্থ সংখ্যা

Published 2/2

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলরাম-স্তোত্রম্

[ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ শীঘ্রং নারায়ণরথন্ততঃ।
প্রণিপত্য জগন্নাথং ত্রিঃ পরীত্য পিতামহঃ॥১৩॥
আনন্দসিন্ধুসম্মগ্নঃ সলোমাঞ্চবপুঃ স্বয়ম্।
স্বমাত্মানং ননামাথ সপ্রত্যক্ষং সগদ্গদম্॥১৪॥]

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-স্তোত্রম্

(শ্রীব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীজগন্নাথ-প্রতিষ্ঠা কালে)

১। বিষয়ানন্দমখিলং সহজানন্দরূপিণঃ।
অংশং তবোপজীবন্তি যেন জীবন্তি জন্তবঃ॥১৯॥

২। গুণাতীত গুণাধার ত্রিণাত্মন্নমোঽস্তু তে।
ত্বন্মায়য়া মোহিতোঽহং সৃষ্টিমাত্রপরায়ণঃ ॥২১॥

৩। নমো দেবাধিদেবায় দেবদেবায় তে নমঃ।
দিব্যাদিব্যস্বরূপায় দিব্যরূপায় তে নমঃ ॥২৬॥

৪। জরামৃত্যুবিহীনায় মৃত্যুরূপায় তে নমঃ।
জ্বলদগ্নিস্বরূপায় মৃত্যোরপি চ মৃত্যবে ॥২৭॥

৫। প্রপন্ন-মৃত্যু-নাশায় সহজানন্দরূপিণে।
ভক্তপ্রিয়ায় জগতাং মাত্রে পিত্রে নমো নমঃ ॥২৮॥

৬। নমো নমস্তে জগদেকবন্দ্য, সুরাসুরাভ্যর্চিতপাদপদ্ম।
নমো নমস্তাপহরৈকচন্দ্র, নমো নমঃ সান্দ্রসুধৌঘসান্দ্র ॥৩৬॥

৭। নমো নমঃ কম্পনদূরভূত, দুষ্প্রাপ-কামপ্রদ-কল্পবৃক্ষ।
দীনাশরণ্য প্রণতৈকদুঃখ-সংঘোদ্ধতৌ নিত্যসুবদ্ধপক্ষ ॥৩৭॥

৮। প্রসীদ জগতাং নাথ মগ্নানাং দুঃখসাগরে।
কটাক্ষলীলাপাতেন ত্রায়স্ব করুণাকর ॥৩৮॥

[স্তুত্বেত্থং তং জগন্নাথং বেদার্থৈঃ সঃ পিতামহঃ।
জগাম সীরিণং দ্রষ্টুমবতীর্ণং ধরাধরম্ ॥৩৯॥
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা তুষ্টাব বলিনং মুদা ॥৪০॥]

শ্রীশ্রীবলরাম-স্তোত্রম্

৯। পাদাম্ভোজ-প্রপন্নানাং নমঃ পাপৌঘদারিণে।
অনন্ত-বক্ত্র-নয়ন-শ্রোত্র-পাদাক্ষি-বাহবে ॥৪৩॥

১০। নমোঽনাদি-মহামূল-তমস্তোমৈকভানবে।
ত্রয়ীময় ত্রিধাদোষ-নাশায় ত্র্যবতারিণে ॥৪৪॥

১১। ফণা-মণিকণাকার ক্ষিতি-মণ্ডলধারিণে।
নমঃ কালাগ্নিরুদ্রায় মহারুদ্রায় তে নমঃ ॥৪৫॥

১২। ভোগতল্পফণাচ্ছত্র-মধ্যসুপ্তায় তে নমঃ।
মহার্ণব-জলে বৃদ্ধে একীভূতে জগত্রয়ে ॥৪৬॥

১৩। ত্বমেব শেষে ভগবন্ সহস্রফণমণ্ডিত।
ফণামণিগণব্যাজ-সম্ভৃতাখিলভৌতিক ॥৪৭॥
১৪। ত্বমেব নাথ সর্ব্বেষাং স্রষ্টা পালয়িতা প্রভো।
অন্তা ধারয়িতা নিত্যং সদাদ্যাস্ত্বন্নিমিত্তকাঃ ॥৪৮॥
১৫। এষ নারায়ণো যো বৈ বেদান্তেষূপগীয়তে।
ত্বত্তো ন ভিন্নো ভগবন্ কারণাদ্ভেদভাগসি ॥৪৯॥
১৬। শয্যা ত্বং শয়িতা হ্যেষ ছাদ্যশ্চ চ্ছাদকো ভবান্।
যো বৈ কৃষ্ণঃ স বৈ রামো যো রামঃ কৃষ্ণ এব সঃ।
যুবয়োরন্তরং নাস্তি প্রসীদ ত্বং জগন্ময় ॥৫০॥

—উৎকলখণ্ডে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ে

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলরাম-স্তোত্রের অনুবাদ

[কমলযোনি পিতামহ ব্রহ্মা (রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে) এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ ভগবান্ নারায়ণের রথ-সমীপে গমন করিলেন এবং সেই জগন্নাথ হরিকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্ব্বক আনন্দসাগরে ভাসমান ও রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া আত্মস্বরূপ প্রত্যক্ষভূত সেই ভগবান্‌কে গদগদ-স্বরে এইরূপে স্তুতিবাদের সহিত প্রণাম করিতে লাগিলেন ॥১৩-১৪॥]

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-স্তোত্র

১। (হে ভগবন্!) সমুদয় জন্তুগণই সহজ আনন্দরূপী আপনার অখিল বিষয়ানন্দ-কণা আশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছে ॥১৯॥

২। হে ত্রিগুণাত্মন্! আপনি সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের আধার হইয়াও ত্রিগুণাতীত; অতএব আপনাকে নমস্কার ॥২১॥

৩। প্রভো! আপনি অখিল দেবগণেরও আরাধ্য দেবতা ও অধিদেবতা, আপনি দিব্যরূপী অথচ দিব্যাদিব্য-স্বরূপ; অতএব আপনাকে বারম্বার নমস্কার ॥২৬॥

৪। আপনি জরা-মৃত্যুবিহীন ও মৃত্যুরূপী; আপনাকে নমস্কার। মনীষিগণ

আপনাকে জলদগ্নি-স্বরূপ তেজোময়, মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥২৭॥

৫। হে দেব! আপনি সহজ আনন্দময়, শরণাগত ব্যক্তিগণের মৃত্যু-বিনাশন, ভক্তগণের প্রিয় এবং নিখিল জগতের পিতা-মাতা; অতএব আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত করি ॥২৮॥

৬। দেব! আপনি অখিল জগতের একমাত্র আরাধ্য, এজন্য সুরাসুরগণ সতত আপনার পাদপদ্মের অর্চ্চনা করিয়া থাকে। নাথ! এই বিশ্বসংসারে একমাত্র আপনিই সান্দ্রসুধাধার সন্তাপহর অদ্বিতীয় সুধাংশুস্বরূপ; অতএব আপনাকে পুনঃ পুনঃ অসীম নমস্কার ॥৩৬॥

৭। হে দীনবন্ধো! আপনি দীনগণের দুর্লভ কামপ্রদ অকম্পন কল্পবৃক্ষস্বরূপ, এবং দীন নিরাশ্রয় প্রণত ভক্তগণের অসীম ক্লেশরাশি নিবারণে সতত সমুদ্যত; অতএব আপনাকে বারম্বার প্রণাম করি ॥৩৭॥

৮। নাথ! দুঃখসাগরে নিমগ্ন জগদ্বাসী জীবগণের প্রতি আপনি প্রসন্ন হউন। হে করুণাকর! করুণা প্রকাশ করিয়া করুণা-কটাক্ষপাতে জগদ্বাসীকে পরিত্রাণ করুন ॥৩৮॥

[পিতামহ ব্রহ্মা সেই জগন্নাথ হরিকে এইরূপ স্তব করিয়া অবতীর্ণ ধরাধর বলভদ্রকে দর্শনার্থ গমন করিলেন। অনন্তর পরম ভক্তিসহকারে বলদেবকে প্রণামপূর্ব্বক এইরূপে সানন্দে স্তব করিতে লাগিলেন ॥৩৯-৪০॥]

শ্রীশ্রীবলরাম-স্তোত্র

৯। দেব! যাহারা আপনার চরণকমলের আশ্রয় গ্রহণ করে, আপনি তাহাদিগের অখিল পাপরাশি বিদূরিত করিয়া থাকেন। আপনার চক্ষু, কর্ণ, মুখ ও হস্ত-পদাদি অনন্ত; আপনাকে নমস্কার ॥৪৩॥

১০। প্রভো! আপনার আদি নাই, আপনিই বিশ্বের মহামূলস্বরূপ, তমোরাশি নিবারণের আপনিই অদ্বিতীয় সূর্য্যসম; আপনিই ঋক্, যজুঃ, সাম —এই বেদত্রয়ের স্বরূপ, আপনার কৃপায় আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দোষই প্রশমিত হইয়া থাকে এবং আপনি ত্রিমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ; অতএব আপনাকে পুনর্ব্বার নমস্কার করি ॥৪৪॥

১১। প্রভো! আপনি নিজ মস্তকে স্বীয় ফণাস্থিত মণির কণাতুল্য বিশাল এই ক্ষিতিমণ্ডলকে অবলীলাক্রমে ধারণ করিতেছেন। আপনি কালাগ্নি রুদ্র ও মহারুদ্র-স্বরূপ; আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥৪৫॥

১২। দেব! প্রলয়কালে মহার্ণব-জল বর্দ্ধিত হইলে, যে-সময় তদ্দ্বারা জগত্রয় প্লাবিত হইয়া একীভূত হয়, সে-সময় আপনি স্বীয় কুণ্ডলিত প্রকাণ্ড শরীরকে শয্যা ও ফণামণ্ডলকে ছত্র করিয়া সুখে নিদ্রা গিয়া থাকেন; অতএব অনন্ত-মহিম আপনাকে নমস্কার ॥৪৬॥

১৩। হে ভগবন্! আপনি স্বীয় অনন্ত ফণামণিস্থলে যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অখিল সম্পৎ মস্তকে ধারণ করত সহস্র ফণামণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া প্রলয়-পয়োধি-জলে সুখে শয়ন করিয়া থাকেন ॥৪৭॥

১৪। নাথ! আপনিই সকলের স্রষ্টা, পালয়িতা ও সংহারকর্ত্তা। একমাত্র আপনিই ধরণীমণ্ডল ধারণ করিতেছেন; প্রভো! আপনি অস্মদাদি সকলেরই মূল কারণ ॥৪৮॥

১৫। ভগবন্! সমুদয় বেদান্ত-শাস্ত্রে যাঁহারই মহিমা বর্ণিত আছে, সেই ভগবান্ নারায়ণ আপনা হইতে ভিন্ন নহেন; কেবল অনির্ব্বচনীয় কারণ-বশতই তিনি পৃথক্‌রূপে বিরাজ করিতেছেন ॥৪৯॥

১৬। আপনি শয্যা, নারায়ণ শয়নকর্ত্তা, আপনি ছাদক, নারায়ণ ছাদ্য। বস্তুতঃ যিনিই কৃষ্ণ, তিনিই রাম, এবং যিনিই রাম, তিনিই কৃষ্ণ। আপনাদের উভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অতএব, হে জগন্ময়! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥৫০॥

—উৎকলখণ্ডে সপ্তবিংশ-অধ্যায়ে

গানের অধিকারী কে ?

কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের প্রভাব

নবধা ভক্তির মধ্যে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অপর আট প্রকার ভক্তি কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির যোগেই সাধিত হয়। কৃষ্ণকীর্ত্তন মলিন-চিত্ত-জীবের হৃদয়-দর্পনকে মার্জ্জন করেন, ভব-সমুদ্ররূপ মহাদাবাগ্নির নির্ব্বাপণ করেন, জীবের পরম মঙ্গলরূপ কল্যাণ-কিরণ বিস্তার করেন, তিনি অপ্রাকৃত অনুভূতির প্রাণ-স্বরূপ, জীবের কৃষ্ণ-সেবানন্দ বর্দ্ধন করেন, পদে পদে পূর্ণ সুধা আস্বাদন করান্, এবং সর্ব্বাত্মার স্নিগ্ধতা সাধন করেন।

কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের যোগ্যতা

এই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন কৃত্রিমভাবে হয় না। কীর্ত্তনকারী আপনার শুদ্ধ অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে চিন্ময় কৃষ্ণনাম কেবলমাত্র **সেবোন্মুখ হইয়া** গান করিতে সমর্থ। যেখানে গায়কের বৃত্তি অন্যাভিলাষময়ী অথবা কর্ম্মজ্ঞানাচ্ছন্ন, তথায় কৃষ্ণকীর্ত্তন ফলানুসন্ধান করিয়া ভক্ত্যঙ্গ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন; তজ্জন্য শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু জীবকে যে একমাত্র উপদেশ করিয়াছেন তাহা এই,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ (শিক্ষাষ্টক-৩)

প্রাকৃত সকল প্রকার অহঙ্কার-রহিত হইয়া, প্রাকৃত সুনিম্নস্তরে স্থাপিত তৃণ হইতে আপনাকে সুনীচ-জ্ঞানে, তরুর ন্যায় সহ্য-গুণসম্পন্ন হইয়া, আপনাকে সকল প্রকার প্রাকৃত অভিমান হইতে বিমুক্ত করিয়া, অপরের প্রাকৃত অভিমান-সমূহের সম্মান প্রদান করতঃ জীব নিরন্তর কৃষ্ণনাম গান করিবেন। প্রাকৃত অভিমানের বশবর্ত্তী হইলে, আপনাকে প্রাকৃত জ্ঞান করিলে, প্রাকৃত বস্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার যোগ্য মনে করিলে, প্রাকৃত সম্মান লাভে লুব্ধ হইলে অথবা অপর প্রাকৃত বস্তুর অসম্মান করিলে অপ্রাকৃত হরিনাম সর্ব্বদা কীর্ত্তিত হয় না।

কীর্ত্তনের অযোগ্যতা

যিনি প্রাকৃত জন্ম-মাহাত্ম্যে মহিমান্বিত হইয়া **আত্মশ্লাঘা** করেন, যিনি অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া আপনাকে **ধনীজ্ঞান** করেন, যিনি বেদশাস্ত্রে বিপুল পরিশ্রম করিয়া আপনাকে **পণ্ডিত** মনে করেন এবং যিনি কন্দর্পসদৃশ সৌন্দর্য্যলাভ করিয়া নিজ **রূপ-গরিমা**র আস্ফালন করেন, তিনি পদে পদে প্রাকৃত-মাহাত্ম্যে মত্ততাক্রমে মূঢ় হইয়া যান। তিনি কখনই অকিঞ্চনের ন্যায় নিষ্কপট-চিত্তে কৃষ্ণনাম গান করিতে পারেন না।

'সুর'-'তালে' আচ্ছন্ন ব্যক্তি নাম-গানের অনধিকারী

যিনি সুর, লয়, তাল, মান প্রভৃতির সৌন্দর্য্যে আচ্ছন্ন হইয়া নাম-রসাস্বাদনে বঞ্চিত হন তাঁহারও কৃষ্ণগানে অধিকার লাভ ঘটে না। যিনি পরমাদরের সহিত কৃষ্ণগানে উৎসাহবিশিষ্ট হন না, তিনিও গানাধিকারী হইতে পারেন না। যিনি অবান্তর উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিষ্ঠাবশে নাম-কীর্ত্তনে দম্ভ প্রকাশ করেন, তিনি নাম-গানে অধিকারী হন না। কেবলমাত্র জড়ে উদাসীন, অপ্রাকৃত সেবাপরায়ণ এবং নিষ্কপট-চিত্তে একমাত্র নাম-গানে যিনি রত—তিনিই প্রকৃত নামগানের অধিকারী।

—শ্রীল প্রভুপাদ

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ

স্ব-রচিত গ্রন্থেও আত্ম-পরিচয় নাই

বলদেব মহাশয়ের ইতিবৃত্ত আমরা কোন স্থানেই পাঠ করিতে পাই না। কোন গ্রন্থেই তাঁহার কথা কিছুই লেখা নাই। তিনি স্বয়ং অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে আমরা তাঁহার কৃত বেদান্তসূত্রভাষ্য, গীতাভাষ্য, সহস্রনামভাষ্য এবং কোন কোন উপনিষদ্-ভাষ্য পাঠ করিয়াছি। শ্রীরূপগোস্বামি-কৃত স্তবমালায় শ্রীবলদেব-কৃত-ভাষ্যও আমরা পাঠ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত স্যমন্তক প্রভৃতি আর কএকখানি ক্ষুদ্র পুস্তকও আমরা দেখিয়াছি। কোন গ্রন্থেই এই মহানুভব নিজের বিশেষ পরিচয় দেন নাই। স্থানে স্থানে কেবল **মুরারিকে স্বপূর্ব্ব চতুর্থদেশিক** বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

খণ্ডাইত বংশে জন্ম ও বিদ্যাভ্যাস

আমরা যখন শ্রীপুরুষোত্তমে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম, সেই সময়ে শ্রীবলদেব-কৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য পাঠ করি। তখন অনেকগুলি বৃদ্ধ পণ্ডিতকে বলদেবের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কেহ কেহ এইমাত্র বলিয়াছিলেন যে, বলদেব উড়িষ্যার কোন প্রদেশে **খণ্ডাইত বংশে জন্মগ্রহণ করত** অল্প বয়সেই তীর্থ-ভ্রমণে এবং বিদ্যোপার্জ্জনে নিযুক্ত হন। চিল্কা-হ্রদের অপর পারে কোন বিদ্বদ্বসতিস্থলে তিনি ব্যাকরণ-অলঙ্কারাদি বালবিদ্যা অভ্যাস করেন। পরে ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ পরিশ্রম করত অনেক দিবস বেদসকল অধ্যয়ন করেন। বেদাধ্যয়নের পর মহীশূর প্রভৃতি দেশে বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। প্রথমে শাঙ্কর-ভাষ্যাদি পাঠ করিয়া শ্রীমন্মধ্বভাষ্য ভালরূপ অধ্যয়ন করেন। ঐ সময়েই তিনি তত্ত্ববাদীদিগের শিষ্য হইয়া মধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত হন।

আত্ম-পরিচয় গোপন ও সর্ব্ববৈদান্তিকগণের পূজা-লাভ

বেদান্ত-বিশারদ বলদেব অল্পদিনের মধ্যেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইলেন। দাক্ষিণাত্য, আর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি দেশে যে-যে স্থলে বেদান্তের চর্চ্চা ছিল সকল স্থানেই তিনি পণ্ডিত ও সন্ন্যাসিগণের প্রভূত পূজা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। **ভারতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত কাহারও ধর্ম্ম-প্রচারে অধিকার নাই বলিয়াই তিনি সংসারে স্বীয় বর্ণ-পরিচয় গোপন করত বৈষ্ণব-সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক সকল লোকেরই পূজা পাইয়াছিলেন।** শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে পণ্ডিতগণকে পরাজয় করত তিনি তত্ত্ববাদী মঠে বিরাজমান ছিলেন।

বলদেবের পুনরায় গুরুকরণ

ঐ সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বলদেবের ন্যায় বস্তুকে স্ব-সম্প্রদায়ে সংগ্রহ করিবার যত্ন করেন। বলদেবের বিদ্যা ও পারমার্থিক বুদ্ধি অধিক থাকায় অনেকেই হতাশ্বাস হইয়া তৎকালস্থিত মুরারির প্রশিষ্য শ্রীরাধাদামোদর দাস পণ্ডিতবরকে বলদেবের সহিত বিচার করিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলদেবের সহিত বন্ধুত্ব করিলে বলদেব সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে অবস্থিতি করিতেন। শ্রীরাধাদামোদর বেদান্ত-শাস্ত্র কিছু কিছু পড়িয়াছিলেন। ষট্‌সন্দর্ভে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য থাকায় বলদেব ঐ গ্রন্থ তাঁহার নিকট পাঠ করিতে চান। 'গৌড়ীয় মাধ্ব-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ব্যতীত ঐ গ্রন্থে অন্যের অধিকার নাই,' ইহা শুনিয়া বলদেব একটু দুঃখিত হইলেন এবং শ্রীরাধাদামোদরের সহিত শাস্ত্রীয় বিচার প্রার্থনা করিলেন। রাধাদামোদর কান্যকুব্জ-বিপ্র হইয়াও মহাপ্রেমী বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার ভক্তি ও প্রেম দর্শন করত বলদেবের বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, তথাপি বিচারস্থলে দুইজনের যথেষ্ট শাস্ত্রীয় যুদ্ধ হইলে ভগবদিচ্ছাক্রমে বলদেব পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। এখন তিনি স্বীয় মাধ্বাম্নায় বজায় রাখিয়াই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জানিতে পারিয়া গৌড়ীয় মাধ্ব-সম্প্রদায় অভিমানে আপনাকে ধন্য বলিয়া জানিলেন।

নবদ্বীপ দর্শন ও বৃন্দাবনে স্থিতি

আহা! বলদেবের ন্যায় বৈদিক পণ্ডিত যখন গুরুকৃপায় লব্ধকৃষ্ণপ্রেম হইয়া হরিনাম-বলে মত্ত হইলেন, তখন কি আর তাঁহার জড়ীয় অভিমান থাকিতে পারে? এখন তিনি শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন করত শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়া কোন দেবালয়ে অবস্থিত হইলেন।

শ্রীনারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন-কল্পে বলদেবের জয়পুর যাত্রা

সেই সময়ে জয়পুরে একটী গোলমাল উঠিয়াছিল। জয়পুরের রাজাগণ তৎপূর্ব্ব হইতে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অনুগত থাকিয়া **শ্রীনারায়ণ-পূজার অগ্রে শ্রীগোবিন্দজীর পূজা করাইতেন।** শ্রী-সম্প্রদায়ী কয়েকটী মহান্ত-বৈষ্ণব ঐ সময়ে জয়পুরে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণপূজার অগ্রেই শ্রীনারায়ণের পূজার প্রথা চালাইবার ব্যবস্থা করেন। সদাচারী রাজা তাহাতে সম্মত না হইয়া তদ্বিষয়ে বেদান্তাদি বিচারের জন্য শ্রীবৃন্দাবন হইতে উপযুক্ত বৈষ্ণব পণ্ডিত লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণবগণ শ্রীগোবিন্দজীর মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য

ব্যাকুল হইয়া শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে জয়পুর যাইতে অনুরোধ করিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তখন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া সকলকে অন্য পণ্ডিত অন্বেষণ করিতে আজ্ঞা দিলে শ্রীবলদেবকে তাঁহারা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিচার করিয়া শ্রীবলদেবকে আপনা হইতে অধিক পণ্ডিত এবং বেদ-বেদান্তে পারদর্শী জানিয়া জয়পুরে পাঠাইলেন।

বলদেবের জয়লাভ, ভাষ্য-রচনা ও 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি-প্রাপ্তি

বলদেব হস্তে কমণ্ডলু, গলদেশে চিরা-কান্থা ও কটিতে কৌপীন-বহির্বসন-মাত্র একক রাজসভায় উপস্থিত হইয়া যে কার্য্যের জন্য গিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞাপন করিলেন। রাজা তাঁহার অকিঞ্চন বেশ দেখিয়া তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া প্রথমে মনে করিলেন না। তথাপি শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন। তাঁহারা বলিলেন, "হে পণ্ডিতবর! আপনি কোন্ ভাষ্যের অনুগত?" বলদেব বলিলেন, "আমি মধ্বশিষ্য, মধ্বকৃতভাষ্য লইয়া বিচার করিব।" তখন তাঁহারা বলিলেন—**"মধ্বের ভাষ্যে কেবল কৃষ্ণই প্রতিষ্ঠিত, শ্রীরাধার প্রতিষ্ঠা নাই। শ্রীগোবিন্দজী কি শ্রীরাধাকে ছাড়িয়া পূজা লইবেন?"** বলদেব দেখিলেন যে, শ্রীমধ্বভাষ্যের দ্বারা চলিবে না। তিনি কয়েকদিবসের অবসর লইয়া শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দিরে বসিয়া গোবিন্দজীর আজ্ঞাক্রমে **সূত্রভাষ্য, গীতাভাষ্য, সহস্র-নামভাষ্য** ও **উপনিষদ্-ভাষ্য** লিখিয়া ফেলিলেন, পরে সভায় বিচার করিয়া শ্রী-বৈষ্ণবদিগকে নিরস্তপূর্ব্বক শ্রীরাধাগোবিন্দজীর সেবা বজায় রাখিলেন। সেই বিদ্বৎসভা হইতে বলদেবকে **'বিদ্যাভূষণ'** উপাধি দেওয়া হয়।

শেষ জীবন—বৃন্দাবনে শ্রীশ্যামসুন্দর-মন্দিরে

সেই বৃহৎ কার্য্য সাধন করিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীধাম **বৃন্দাবনে** আসিয়া শেষ জীবন শ্রীশ্যামসুন্দরের মন্দিরের অধ্যক্ষ-কার্য্যে অতিবাহিত করেন। অপরাপর গ্রন্থ ঐ সময়েই রচনা করেন। আমরা যে সংবাদ পাইয়াছি তাহাই যে ঠিক তাহা বলিতে পারি না। পাঠকগণ আরও যাহা পান, তাহা সংগ্রহ করিবেন।

বলদেবের কাল ও গুরুপরম্পরা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট হওয়ার প্রায় দুইশত বৎসরের মধ্যেই বলদেব ঐ বৃহৎকার্য্য সাধন করেন। তাঁহার গুরুদেবের পরমগুরু শ্রীমুরারি। মুরারির গুরু রসিকানন্দ। **তাঁহার গুরু শ্রীশ্যামানন্দ, যাঁহাকে অল্প বয়সে 'দুঃখী কৃষ্ণদাস' বলিত।** সুতরাং বলদেব শ্রীশ্যামানন্দ-পরিবার। শ্রীশ্যামসুন্দর ঐ পরিবারের কুলদেবতা। বিদ্যাভূষণ মহাশয় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে স্বীয় কাব্যসমূহ

সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কোন কোন অতি বৃদ্ধ বৈষ্ণব আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার গুরু শ্রীবলদেবকে দেখিয়াছিলেন।

ব্রহ্মার অবতার শ্রীগোপীনাথ-মিশ্রই বলদেবরূপে অবতীর্ণ

বিদ্যাভূষণ মহাশয় গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের একটী নক্ষত্রবিশেষ। তিনি এই সম্প্রদায়ের যে পরিমাণ উপকার করিয়াছেন, তাহা শ্রীপাদ গোস্বামীদিগের পরে আর কেহ করেন নাই। ইহাতে বোধ হয় যে, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ-দিগের মধ্যে একজন। কোন বৈষ্ণব-গ্রন্থে ইঙ্গিত আছে যে, চৈতন্য-পার্ষদ শ্রীগোপীনাথ মিশ্র, যিনি সার্ব্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত সূত্রভাষ্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনিই ব্রহ্মা, সুতরাং ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের ভাষ্যকর্ত্তারূপে পরে বিদ্যাভূষণ হইয়া প্রাদুর্ভূত হন। বৈষ্ণববাক্য সকলই সত্য হইতে পারে এবং কথাটী সত্য বলিয়া অনুমান হয়।

কোন কোন অর্ব্বাচীন লোক বলেন যে, বলদেবের মতে গোস্বামীদিগের মত হইতে একটু নূতনতা আছে। আমরা বিশেষ করিয়া দেখিয়াছি যে, শ্রীবলদেব ও শ্রীজীব-গোস্বামীর মত এক, কিছুমাত্র ভিন্ন নয়। তবে এইমাত্র ভেদ আছে যে, বলদেব ভাষ্যকারের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে গিয়া অধিক বৈদান্তিক প্রণালী ও শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহাতেও মতের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। কি তত্ত্ব-বিষয়ে, কি উপাসনা-বিষয়ে দুইজনেই একই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

বিষ্ণুরাতের কলি-শাসন

বিষ্ণুরাত,—

হায় কলি! একি আজ তব মুখে শুনি,
বিনাশিবে ধরা ধর্ম্ম সমূলে এখনি।
শ্রদ্ধা-শ্রী-শোভা-ধারণা-তোষণী,
সৎনীতি-লজ্জা-মনীষা-পোষণী।

শান্তি-সিদ্ধি, আর সুমতি-সুখ্যাতি—
এই তের জায়া সদা সেবে ধর্ম্মে অতি।
তাহা হ'তে তেজস্কর কাম-সম্মতি,
নিয়ম-নিপুণ-শুভ-সুজয়-সংহতি।

মঙ্গল-সুযতন-সুযশ-আদরে'—
ধর্ম্ম-সুত-সুতা এই জান বিশ্বপরে।
ইহাদের অরি ভবে যেবা হয় তারে,
'বিষ্ণুরাত' আমি ঝাট ভেজি যম ঘরে।

কলি,—

কায়া কলহের মোর করিয়াছে বিধি,
প্রাণ-মান-ধনদাতা ওহে ধরানিধি।
কোথায় যাইব বল ভকত-সুন্দর,
আর কেন দুঃখ পাই ঘুচাও সত্বর।
লইনু শরণ আজ তোমার চরণে,
অন্যায়ের শোধ লও যাহা আছে মনে।

বিষ্ণুরাত,—

অধর্ম্ম ও মায়া-শরীর-সম্ভূতা,
মিথ্যা-দম্ভ-লোভ-বাসনা-বনিতা,
ক্রোধ-হিংসা-কটু-বিবাদ-অহিতা,
দুঃখ-মরণ-ভীতি-নরক-পীড়িতা।

ধর্ম্ম নাশিবার লাগি' জনম হেথাই,
ক্রোধ-হিংসা হ'তে তোমার বালাই।
শরণ লইলে আজ না বধিনু তাই,
মোর রাজ্য ছাড়ি' এবে দূরে যাও ভাই।

বেশ্যা-সুরা-পাশা-স্বর্ণমতি চিক্,
যাও যাও যথা জীব-হত্যা অধিক।
গুরু-রাজ্যপাল-লোকনায়ক-ধার্ম্মিক,
যে সব সেবায় সদা হয় ধিক্ ধিক্।

তবে যদি শ্রীচৈতন্য-বাণী পশে কাণে,
ত্বরায় তরিবে সেই জে'নে রাখ মনে।
এত শুনি' কলিরাজ চড়ে সুখ-যানে,
পরীক্ষিত পদতলে নতশির মেনে'।

—শ্রীআনন্দগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী
আনন্দপুর (মোদনীপুর)

সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১২০ পৃষ্ঠার পর)

বিদ্যানগরে—নিয়ামক-মহারাজ বক্তৃতামুখে জানান যে, শ্রুতির অনুগত সকল প্রকার বিদ্যা ও দর্শনই প্রকৃত শাস্ত্র। কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি ভক্তির অনুগত হইলেই তাহাদের সার্থকতা। ভক্তিকে বাদ দিয়া যে কর্ম্ম ও জ্ঞান, তাহাতে অনর্থের সৃষ্টি হয় এবং তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভারতে প্রচলিত যাবতীয় দর্শনসমূহ সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয়স্থল শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবা করিয়া নিজদিগকে ধন্যজ্ঞান করে। নাস্তিক দর্শনগুলি তাহাদের অপরাধের মোচন কামনা করিয়া সেবা প্রার্থনা করে। কোন্ কোন্ দর্শনগুলি কিভাবে ভক্তির আনুকূল্য করে, ২।১টী উদাহরণ দিয়া স্বামিজী-মহারাজ সকলকে বুঝাইয়া দেন। তিনি আরও জানান যে, স্বয়ং বৃহস্পতি গৌরলীলায় শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমরূপে অবতীর্ণ হইয়া এইস্থানে পরবিদ্যাপতি শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা-কটাক্ষ লাভ করেন।

মামগাছিতে—স্বামিজী বলেন যে, হরিগুরু-বৈষ্ণবের প্রতি যাহার যত আসক্তি ও প্রীতি, তাহারই ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তগণের বিদ্বেষীর প্রতি তত ক্রোধ হইয়া থাকে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর এই আদর্শের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—"ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে।" সহজিয়াগণের 'কাচু মাচু' ভাব—ভক্তির বিরোধী-চেষ্টার উৎসাহ প্রদান করে। উহা ছায়া-দৈন্য বা দৈন্যের ভাণ, প্রকৃত দৈন্য নহে। যাহাদের ভগবান্ ও ভক্তের বিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধের উদ্রেক হয় না—যাহারা দৈন্যাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের লিখিত "তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে"—বাক্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বিদ্বেষীর মস্তকে পদাঘাত করিতে পরাঙ্মুখ, তাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের "তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোকের আদর্শ কখনই গ্রহণ করিতে পারিবে না। "অহং ব্রহ্মাস্মি" মন্ত্র ও "তৃণাদপি" শ্লোকের উদ্দিষ্ট বস্তু একই। "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" একই বস্তুকে লক্ষ্য করে। ইহা বুঝিতে না পারিয়া অনভিজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞাভিমানী বিপথে চালিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরও বলেন যে, প্রিয়ের প্রতি অনাদর বৈষ্ণব কখনই সহ্য করিতে পারেন না। প্রাণের প্রাণ, ভক্তহৃদয় যে ভগবান্, তাঁহার জন্য ভক্ত সর্ব্বপ্রকার দুঃখকষ্ট বরণ করিতে, এমন কি নিজের প্রাণ-বিসর্জ্জনেও প্রস্তুত।

শ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দিরে—স্বামিজী-মহারাজ বক্তৃতামুখে বিশেষ জোরের সহিত বলেন—শ্রীল বাবাজী মহারাজই শ্রীল

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে গৌরতীর্থ আবিকারের নির্দ্দেশ ও নবদ্বীপ পরিক্রমার প্রেরণা প্রদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সেই আরব্ধ কার্য্য আরও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত করেন। স্বামিজী আরও বলেন—শ্রীল বাবাজী মহারাজ তখনকার দিনে উচ্চনাম-কীর্ত্তনের একজন প্রধান উপদেশক ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটায় দুই বাহু উত্তোলন করিয়া তিনি "হরেকৃষ্ণ" মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়াছিলেন। কোন আচার্য্যাভিমানী দানব এই বিচার পরিত্যাগ করিয়া অসংখ্যাত উচ্চনাম-কীর্ত্তন হইতে বঞ্চিত হইয়া সহজিয়া বাবাজীদের উচ্ছিষ্টভোজী হওয়ার ফলে বৈধাবৈধ স্ত্রী-সম্ভাষণের আবাহন করিয়াছে। আমরা বলিতে অত্যন্ত লজ্জিত হইতেছি যে, উক্ত আচার্য্যাভিমানী দুর্ব্বৃত্ত সন্ন্যাস-গ্রহণের অভিনয় করিয়া পরে তাহাও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া অবৈধ দারপরিগ্রহ করিয়াছে। ইহা ভক্তিদেবীর চরণে ও ভক্তিসিদ্ধান্তের চরণে অপরাধের ফল।

শ্রীগৌর-যোগপীঠে—সভাপতি-মহারাজ জানান যে, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, **অধোক্ষজ বিষ্ণুর** উপাসক ছিলেন। এই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মভিটায় শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সেবিত অধোক্ষজ শ্রীবিগ্রহ শ্রীমন্দিরের ভিত্ত-খননকালে আত্মপ্রকাশ করেন। সেই শ্রীমূর্ত্তি আজও মন্দিরে রক্ষিত হইয়া পূজিত হইতেছেন। এই **অধোক্ষজ সেবাই শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার্য্য বিষয়।** শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি তাহা সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পূজিত "অধোক্ষজ" বিগ্রহই জগন্নাথের পুত্ররূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই ভিটায় আবির্ভূত হন। অধোক্ষজ বিষ্ণুই অপ্রাকৃত গৌরসুন্দর, যাহারা 'অধোক্ষজে' ও 'অপ্রাকৃতে' ভেদ বুদ্ধি করিয়া থাকেন, তাহাদের ভগবদ্ভজন সুদূর-পরাহত। বস্তুতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তি-সকল মহাপুরুষগণের বাক্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বিপথগামী হইয়া থাকে। আজ আমরা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-ভূমিতে উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। এই অপ্রাকৃত ভূমিখণ্ডের প্রত্যেক বালুকণাই বৈকুণ্ঠ। ইহাতে দেশ-কালগত ব্যবধান কিছুই নাই। এখানকার প্রত্যেক বালুকণা বৈকুণ্ঠ বিধায় তাহাতে অনন্তকোটী ভৌম জগৎ বর্ত্তমান আছে। ভগবৎতত্ত্বে মায়াশক্তির অধিষ্ঠান যে-প্রকার স্বতঃসিদ্ধ, বৈকুণ্ঠ-বালুকণাতে তদ্রূপ অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠান স্বতঃসিদ্ধ। আমরা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মস্থানে কোন প্রাকৃত সীমাগত ব্যবধানের চিন্তা আনিয়া না ফেলি। সাধুসঙ্গফলেই আপনারা ধামের অপ্রাকৃতত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের নাট্যমন্দিরে—নিয়ামক-মহারাজ বক্তৃতামুখে বলেন যে, আমরা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ যিনি বিশ্বের যাবতীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রভু এবং গুরু, তিনি এই শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জগদ্‌গুরু গুরুমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গুরুসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। গুরুসেবা ব্যতীত ভগবদ্ভক্তি উচ্ছৃঙ্খলতা নামে কথিত হয়। "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ"—বাক্যানুসারে আমরা প্রত্যেক আচার্য্যবর্গের জীবনীতে গুরুসেবার আদর্শই লক্ষ্য করিয়া থাকি। এই মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে ভুবনপাবন চারি আচার্য্যের শ্রীমন্দির-চতুষ্টয় গর্ভমন্দিরের প্রতিষ্ঠা সংরক্ষণ করিতেছে। বৈষ্ণব-দর্শন সর্ব্বদাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক। বৈষ্ণব-দর্শনের প্রচারকগণ নিত্যকাল গৌরসুন্দরের সেবা-সৌষ্ঠব বিধান করিয়া থাকেন। আচার্য্য শ্রীশঙ্কর শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত-পোষক আচার্য্য বলিয়া গৃহীত হন নাই। শঙ্কর দূরে ঈশান-কোণে অবস্থিত থাকিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা-ভিখারী; গৌর-জন্মস্থলীতে অবস্থিত শ্রীগৌরগোপাল বিগ্রহের পশ্চাদ্দেশে মোহনশাস্ত্র প্রকাশ করায় বিলজ্জমান হইয়া অবস্থান করিতেছেন। শঙ্করের মূল-পুরুষ সদাশিব বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, তাহাতে মোহন-ক্রিয়ার কোন প্রকাশ নাই। জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর, শ্রী-মধ্ব-রুদ্র-সনক-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি যথাক্রমে শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বার্ক আচার্য্য চতুষ্টয়ের মর্য্যাদা স্থাপন-কল্পে এই বিরাট্ শ্রীমন্দিরে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্য নাম আচার্য্য-ভবন। চন্দ্রশেখর আচার্য্যের অবস্থিতি-স্থল বলিয়া ইহার নাম—আচার্য্য-ভবন। অথবা জগদ্‌গুরু আচার্য্যভাস্কর শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের ভজনস্থল বলিয়া ইহা আচার্য্য-ভবন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এখানে রুক্মিণীবেশে নৃত্য করিয়া বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম নট্যাভিনয়ের সূত্র প্রদর্শন করেন। এই স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর এই নাট্যমন্দিরের সংলগ্ন উত্তরে অভিনয়-মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আপনারা মন্দিরের সম্মুখস্থ নাট্যমন্দিরে স্থানাভাববশতঃ বহু সজ্জন ব্যক্তিই উক্ত নাট্যমঞ্চে উপবেশন করিয়াছেন।

আমরা এস্থান হইতে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-ক্ষেত্র দর্শন করিতে যাইব। তৎপূর্ব্বে আপনাদের নিকট আর একটী কথা নিবেদন করা আবশ্যক মনে হইতেছে। আমরা সকলেই মিলন-প্রয়াসী। মিলন-ক্ষেত্রে কে কাহার সহিত মিলিত হইবে—ইহা বিচারের আবশ্যকতা আছে। দূরে অবস্থিত

না থাকিলে মিলনের কোন প্রসঙ্গই হয় না। দূরাবস্থিত তত্ত্ব সমূহকে একীকরণের চেষ্টা করিলে অনেক ক্ষেত্রে মায়াবাদের ন্যায় চেষ্টা লক্ষিত হইয়া থাকে। 'মিলন' শব্দের এরূপ তাৎপর্য্য নহে। বিচ্ছেদ ও মিলন একই তাৎপর্য্যপর না হইলে ভোগী বা ত্যাগীর সম্মেলন-চেষ্টার ন্যায় অপকার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদের অন্তিম শিক্ষায় আমরা শুনিয়াছি—Love and Rupture অর্থাৎ প্রীতি ও বিচ্ছেদ একই তাৎপর্য্যপর। অর্থাৎ প্রীতি যে উদ্দেশ্যে উৎপন্ন, বিচ্ছেদও সেই উদ্দেশ্যেই উৎপন্ন—ইহা বুঝিতে না পারিয়া বিচ্ছেদের প্রতি অবাঞ্ছনীয় হেয়-জ্ঞান অপরাধময়। আমরা যেন এইরূপ অপরাধে কখনও পতিত না হই। মিলন ও বিচ্ছেদ—দুইটী তত্ত্ব বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করিলেও একই স্থানে অবস্থিত। উদাহরণের দ্বারা আমরা এইটী বিশেষ করিয়া বুঝিয়া লইব। একটী চক্রের পরিধির প্রত্যেক বিন্দুই আদি ও অন্তরূপে গৃহীত হইতে পারে। এবং আরও দেখা যায়, আদি বিন্দু হইতে অগ্রসর হইতে থাকিলে অন্ত-বিন্দু, আদি-বিন্দুর সহিত যুক্ত হইয়া যুগল-সেবা প্রকাশ করে। সুতরাং Love aud Rupture অথবা প্রীতি ও বিরহ একই স্থানে অবস্থিত থাকিয়া যুগল-সেবার ঔজ্জ্বল্য বিধান করে। মিলন যে-স্থলে ভোগের উদ্দীপক এবং বিচ্ছেদ যে-স্থলে ত্যাগের অভিনায়ক, সে-স্থলে যুগল-সেবার ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। আমরা ভোগীর সহিত মিলিত হইয়া অথবা ত্যাগীর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গুরুসেবা হইতে বঞ্চিত হইব না, শ্রীঅনঙ্গ-মঞ্জরীর আনুগত্যে গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের যুগল সেবায় নিযুক্ত থাকিব। চলুন, আমরা এখন পরমগুরুদেবের সমাধিদর্শন ও পরিক্রমা করিতে যাইব। আমাদের গুরুবর্গ সকলেই একস্থানে অবস্থিত।

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দিরে— সভাপতি-মহারাজ জানান যে আমরা যে-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি এইস্থান ব্রজপত্তনের অন্তর্গত শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি। সম্মুখে জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাকুণ্ড। রাধাকুণ্ড-তীরেই শ্রীগুরু-পাদপদ্মের স্থান—ইহা প্রদর্শন করাইবার জন্য শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি যমুনাতীর হইতে নীত হইয়া এস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপা করিয়া অধমকে এই কার্য্যের সেবকরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যাঁহার সমাধিমন্দিরের সম্মুখে আমরা দণ্ডায়মান, তাঁহারই শ্রীমূর্ত্তি আমরা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইতেছি। বৈষ্ণবগণ প্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তির পূজক নহেন। যে শ্রীমূর্ত্তি আমরা দর্শন করিতেছি ইঁহাই তাঁহার প্রকট-লীলার মূর্ত্তি। এই অধম

বক্তা তাঁহার সাক্ষাৎ প্রকট-মূর্ত্তি দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। যখন তিনি দর্শন দিয়াছিলেন, তখন এই অধমকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা স্মরণ করিয়া হৃদয় উদ্বেলিত হইতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন—"আপনার সকল বিপদ্ আমি গ্রহণ করিলাম, আপনি নিশ্চিন্তে ভজন করুন।" (এই সময়ে স্বামিজী-মহারাজ গদগদ-কণ্ঠে রুদ্ধস্বরে রোদন করিতে থাকেন)। একটু স্থির হইয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করেন—

যিনি জগদ্‌গুরু, নিত্যমুক্ত, অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ, তাঁহার পক্ষে গুরুকরণ—লোক শিক্ষার নিমিত্ত। বদ্ধজীব অনর্থ-মুক্তির জন্য গুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে কখনই ভগবানের নিত্য অপ্রাকৃত যুগল-সেবার অধিকার লাভ করিতে পারে না। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ঠাকুর গৌরকিশোরের সঙ্গে কিরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা আমাদের বিশেষ আলোচনার বিষয়। শ্রীল বাবাজী মহারাজ, শ্রীল প্রভুপাদকে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়াছিলেন—"আপনি আমার নিকট অবস্থান করুন। 'কলির রাজত্বে' অর্থাৎ কলিকাতায় কখনই যাইবেন না।" আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের আচরণে দেখিতে পাই, তিনি তাঁহার গুরুদেবের আদেশ ও নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করিয়া 'কলির রাজত্ব' সেই কলিকাতায় গিয়াই শ্রীগৌড়ীয় মঠ স্থাপন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা কি আমরা বুঝিব যে, শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কলিকাতায় যাওয়ায় অন্যায় বা অপরাধ করিয়াছেন? আরও দেখিতে পাই, শ্রীল বাবাজী মহারাজ বহু শিষ্যাদি না করিয়া নির্জ্জনে একাকী অবস্থান করিয়া ভজনপ্রয়াসী ছিলেন। কেবলমাত্র মদীয় গুরুপাদপদ্মকেই তিনি শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু মদীয় গুরুপাদপদ্ম ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বহুসহস্র বদ্ধ-জীবের উন্মোচনকল্পে তাহাদিগকে শিষ্যত্বে বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পৃথিবীময় সর্ব্বত্র প্রচারকার্য্য জগতে এক অভিনব ভজন-পদ্ধতি আনয়ন করিয়াছে। এই সমুদয় ক্রিয়াকলাপ বিবিক্তানন্দী নির্ব্বিণ্ণ বাবাজী-মহারাজের বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ ও আদর্শের বিরুদ্ধ ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীল প্রভুপাদের যাবতীয় ক্রিয়াই গুরুসেবার সর্ব্বোত্তম আদর্শ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিকটে অবস্থান না করিয়া পরন্তু বহু দূরে থাকিয়াও গুরুসেবার চরম আদর্শ প্রদর্শিত হইতে পারে। যাঁহারা নিকটে থাকেন, তাঁহারাই গুরুসেবায় নিযুক্ত আছেন—এইরূপ চিন্তা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিময় ও অপরাধজনক। শ্রীল প্রভুপাদের এই আদর্শ নূতন নহে।

আমরা যাঁহার পরিবারভুক্ত হইয়া রূপানুগ বৈষ্ণব পরিচয়ে জগতে গৌরব

বোধ করি, সেই শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের আদর্শও এস্থলে আলোচনীয়। তিনি বৃন্দাবনে আচার্য্য শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষিত হইয়া স্বীয় গুরু-পাদপদ্মের ন্যায় একই আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু নির্জ্জনে একাকী অবস্থান করিয়া নির্ব্বিণ্ণ পুরুষের ন্যায় লোকালয় হইতে পৃথক্‌স্থানে অবস্থান করিয়া ভজন করিতেন; 'কাহাকেও শিষ্য করিব না'—এইরূপ মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সেবা-কৌশলে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু ঠাকুর শ্রীনরোত্তম শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর তথাকথিত উল্লিখিত আদর্শ গ্রহণ না করিয়া 'সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম'—বাক্যের সফলতা সম্পাদন করিলেন। ইহার দ্বারা আমরা কি বুঝিব যে, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম গুরুদ্রোহী বা গুরুর আজ্ঞা বা আদর্শ লঙ্ঘনকারী? আপনারা বুদ্ধিমান্ সজ্জনমণ্ডলী, আচার্য্যবর্গের এই আদর্শ সর্ব্বতোভাবে অনুধাবন করিবেন; আপাতসত্য মধুপুষ্পিত বাক্যসমূহে মুগ্ধ হইবেন না। ভজনের নিগূঢ়তত্ত্বে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিবেন। ঠাকুর নরোত্তম তাঁহার গুরুপাদপদ্ম শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর নিকট বৃন্দাবনে না থাকিয়া সহস্রাধিক মাইল দূরে শ্রীপাট খেতরী গ্রামে থাকিয়া জগদুদ্ধার-কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তাঁহার এই লীলা প্রকাশিত না হইলে লোকনাথ গোস্বামীর মাহাত্ম্য লোক-লোচনের অন্তরালে থাকিয়া যাইত। একটী ক্ষুদ্র বটের বীজের মধ্যে যে এতবড় বিরাট্ মহীরুহের সত্তা রহিয়াছে, তাহা কে অনুমান করিতে পারে? সুতরাং আমরা বুঝিব, বীজ হইতেই বৃক্ষের উৎপত্তি; বীজে বিরাট্ বৃক্ষের সত্তা না থাকিলেও ঐরূপ বৃক্ষের উদ্ভবের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। অতএব আপাত-বিরোধ, বিরোধ নহে; শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় প্রবৃত্তি হইতে দূরে থাকাই প্রকৃত বিরোধ।

—প্রকাশক-কর্ত্তৃক সংগৃহীত

ভক্তিকথা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৫ পৃষ্ঠার পর)

দৈবী মায়ার মোহিনী শক্তির কবল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই পরম অব্যয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করিবার উপায়ও তেমনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। সূর্য্যের আলোকই যেমন একমাত্র সূর্য্য দর্শন করিবার উপায়, সেইরূপ কৃষ্ণ-সূর্য্যের আলোকই তাঁহাকে দেখিবার একমাত্র উপায়। তাঁহারই পাদপদ্মে প্রপত্তি বা কৃষ্ণভক্তিই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার একমাত্র উপায়। শরীর

ও মনের কসরৎ যে কর্ম্ম-জ্ঞান, তাহা দ্বারা ভগবান্‌কে পাইবার উপায় নাই। 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি' ভক্তির দ্বারাই ভগবান্‌কে পাওয়া যাইতে রারে। জ্ঞান ও যোগাদির দ্বারা ভগবানের আংশিক দর্শন ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা প্রকাশিত হন। কিন্তু ভক্তির দ্বারাই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ—পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের দর্শন হয়। সূর্য্য উদিত হইলে জগতের অন্ধকার কাটিয়া যায় এবং যে বস্তুর যে স্বরূপ তাহা প্রকাশিত হয়। সেইভাবে কৃষ্ণ-সূর্য্যের উদয় হইলে মায়ার অন্ধকার কাটিয়া যায় এবং সকল বস্তুই স্ব-স্বরূপে প্রকাশিত হয়। অতএব ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়। সেই প্রকার সম্যক্‌জ্ঞান লাভের পথে 'দুরত্যয়া মায়া' ব্যবধান ঘটাইতে পারে। এই স্থানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রপত্তি করিলেই যদি সর্ব্বধর্ম্ম কৃত হয়, তাহা হইলে জগতের সকল লোকই একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতে পারিত। জগতের সকল দেশে সকল লোকেই ভগবান্ এক ভিন্ন দুই নাই, ইহা অল্পাধিক স্বীকার করে; অথচ সেই একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজে আসিয়া তাহা ব্যক্ত করা সত্ত্বেও সকলে তাঁহার চরণে প্রপত্তি করিতেছে না কেন? যাহারা অপর সাধারণ ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে অনেকেই একথা বুঝিতে না পারেন, কিন্তু জগতের বহু বড় বড় পণ্ডিত ও নেতা যাঁহারা বহু শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়াছেন এমন বহু লোকও শ্রীকৃষ্ণ-চরণে প্রপত্তি করেন না। ইহার কারণ কি? এই কারণও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিশ্লেষণ করিয়াছেন, যথা—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ (গীঃ ৭।১৫)

প্রথমতঃ দুষ্ট লোকগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রপত্তি করে না। জগতে দুই প্রকার লোক সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে। যাঁহারা ভাল লোক তাঁহারা শিষ্ট, আর যাহারা মন্দ লোক তাহারা দুষ্ট-শব্দবাচ্য। ইহারা সকল দেশে সব সময়েই আছে। কিন্তু সকল দেশেই সব সময়েই তদ্দেশীয় লোকদিগকে শিষ্ট করিবার জন্য বিধি-নিষেধ-সম্বলিত আচার-ব্যবহার-প্রণালী সর্ব্বদাই আছে। যাঁহারা শিষ্টলোক তাঁহারা সেই সকল আচার-ব্যবহার ও বিধি-নিষেধ পালন করিয়া মনুষ্য-জীবনের ক্রমোন্নতি পথে অগ্রসর হন, আর দুষ্টলোকগণ প্রায়ই যথেচ্ছাচারী হইয়া কোন বিধি-নিষেধের অধীন হইতে চাহে না। আধুনিক জগতে যে নানাপ্রকার রাষ্ট্র-বিপ্লব, যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক বিবাদ প্রভৃতি বহু বিঘ্ন

সমাজে দৃষ্ট হয়, তাহা এই দুষ্ট লোকগুলির খামখেয়ালী ও যথেচ্ছাচারিতার ফলস্বরূপ। শিষ্টলোকগুলি কিন্তু যে-কোন দেশে, সমাজে বা ধর্ম্মে অবস্থিত থাকুন না কেন, নিজ নিজ শাস্ত্রানুসারে বিধি-নিষেধ পালন করিয়া অন্যান্য দেশীয় শিষ্ট লোকের সহিত নিজ নিজ ভাবের আদান-প্রদান করিতে সমর্থ হন। সেই সকল ভাবের আদান-প্রদানফলে সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরমেশ্বর। কিন্তু দুষ্টলোকগণ যাহারা নিজের অপস্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকে, তাহারা তথাকথিত ধর্ম্মধ্বজীর ছাপ লাগাইয়া কেবল পাপাচরণই করিয়া থাকে। এমন কি, সেই দুষ্টলোকগুলি যে দেশে, যে ধর্ম্মে অবস্থিত তাহারও কোন ধার ধারে না। দুষ্টলোক অপস্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রপত্তি করা দূরে থাকুক, সাধারণ ব্যবহারিক কার্য্যেও প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির ধার ধারে না। এই দুষ্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সর্পাপেক্ষাও ভীষণ ভয়াবহ।

দ্বিতীয় নম্বর—যাহারা প্রপত্তি করে না, তাহারা সাধারণ মূঢ় বা বোকা কর্ম্মি-সম্প্রদায়। এই সকল বোকা লোকগুলি ভগবান্ কি? জগৎ কি? সে নিজে কি? কি-জন্য সে আজীবন খাটিয়া মরিতেছে? তাহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল কি?—এই সকল কথা তত্ত্বতঃ কিছুই বুঝে না। গর্দ্দভ যেমন আজীবন রজকের বস্ত্রভার বহন করিতে করিতে সামান্য ঘাস মাত্র খাইয়াই সন্তুষ্ট থাকে, সেই প্রকার মূঢ় কর্ম্মি-সম্প্রদায় কেবলমাত্র উদর-পূর্ত্তির জন্য সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকে। গর্দ্দভই সর্ব্বাপেক্ষা মূঢ়ের প্রতীক; কারণ সে কেবল উদর-পূর্ত্তি ও গর্দ্দভীর সঙ্গলাভের নিমিত্তই অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকে। সেইপ্রকার গর্দ্দভপ্রায় পরিশ্রমী লোকগুলি কেবলমাত্র গৃহকেই বা বৃহৎ গৃহ—দেশকেই শ্রেষ্ঠ বস্তু মনে করে। এবং গৃহে গৃহিণীর পক্ক অন্ন ভোগ করিয়া এবং তাহার সহিত বহু দুঃখভারাক্রান্ত ইন্দ্রিয়াদি সম্ভোগ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে। জগতে আহারাদি ব্যাপার ব্যতীত আর কি আছে বা না আছে, তাহার খবর কর্ম্মি-সম্প্রদায় রাখিবার প্রয়োজন মনে করেন না। তাহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সুবিধা করিবার জন্য যাঁহারা নেতৃত্ব-সজ্জায় সাহায্য করেন, তাঁহারাও মূঢ়গণের মধ্যে বৃহৎ মূঢ়। সুতরাং তাঁহারা গীতার ধার ধারেন না, ভগবদ্গীতার বক্তা যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ত' কথাই নাই। 'প্রপত্তি'-শব্দের অর্থই তাঁহাদের জানা নাই।

তৃতীয় নম্বর—প্রপত্তি করে না যাহারা, তাহারা নরাধম শব্দবাচ্য।

যাহারা মনুষ্য-জীবন লাভ করিয়াও পশুর মত জীবন কাটাইয়া দেয়, অর্থাৎ মনুষ্য-জীবনে যে কার্য্য হইবার সম্ভাবনা ছিল সেই কার্য্য সমাধা না করিয়া ইতরকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করে, তাহারাই নরাধমবাচ্য। কোন ব্যক্তি বহু ধন-রত্ন লাভ করিয়াও যদি দরিদ্রের মত জীবন কাটাইয়া দেয়, তাহাকে যেমন নরাধম কৃপণ বলা হয়, সেইপ্রকার যে অত্যন্ত দুর্লভ মনুষ্যজীবন, বৃথা পশুর মত কেবলমাত্র আহার-নিদ্রাদি ব্যাপারে ব্যয় করে, সে নরাধম আখ্যা প্রাপ্ত হয়। নরাধমগণের জানা থাকে না যে, বহু বহু মনুষ্যেতর জন্ম-লাভের পর তবে দুর্লভ মনুষ্যদেহ লাভ করা যায়। এই জন্মেই এমন একটী সুবিধা লাভ করা প্রয়োজন যদ্দ্বারা মনুষ্য মায়ামুক্তির পর ব্রাহ্মণত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তত্ত্ববস্তুকে লাভ করত নিজের দেশে ফিরিয়া যাইতে পারে। জন্মান্তরে বহু ক্লেশ ভোগ করিয়াও যদি মনুষ্য-জীবনে সেই ক্লেশের নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা না করি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই নরাধম কৃপণই থাকিয়া যাইব। আর যদি মনুষ্য-জীবনোচিত চেষ্টা করি, তাহা হইলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া জীবনের সফলতা লাভে সক্ষম হইব। এস্থানে জাতি-ব্রাহ্মণের (?) কথা বলা হইতেছে না। ব্রাহ্মণগণই ব্রহ্মণ্যদেব গোবিন্দ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে প্রপত্তি করেন, কিন্তু নরাধম তাহা করিতে পারে না। ভক্তিসম্বন্ধ-ত্যাগকারীই নরাধম-শব্দবাচ্য।

চতুর্থ নম্বর—ভগবদ্-বিদ্বেষী অসুরগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রপত্তি করে না। রাবণ, হিরণ্যকশিপু, জরাসন্ধ, কংস প্রভৃতি নৃপতিগণ বহু বিদ্যাবুদ্ধি ও তপস্যার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াও যেহেতু ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র, ভগবান্ শ্রীনারায়ণ, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু বা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে হিংসা করিয়াছিলেন, সেই হেতু তাঁহারা 'অসুর' বলিয়া বিদ্বৎসমাজে পরিচিত। অসুরগণ সাধারণতঃ বিদ্যাবুদ্ধিতে বড় কম 'ডাক্তার' নহে, কিন্তু যেহেতু সেইসকল 'ডাক্তার'গণ অসুরভাবাপন্ন বা ভগবদ্‌বিদ্বেষী সেইজন্য তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির চরমফল প্রাপ্তি ঘটে না। অর্থাৎ সেই সকল বিদ্যাবুদ্ধি মায়া-কবলিত হইয়া অপহৃত-জ্ঞান হইয়া যায়। তাহার কারণও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রপত্তি না করিলে 'দুরত্যয়া মায়া'র হাত হইতে কখনই পরিত্রাণ লাভ হয় না।

অসুরগণের প্রধান কার্য্যই হইতেছে ভগবান্‌কে এবং ভগবদ্ভক্তকে বিদ্বেষ করা। তাহারা মনে করে, শ্রীরামচন্দ্র ত' মানুষই ছিল এবং শ্রীকৃষ্ণও সেই-প্রকার আর একজন মানুষ। সুতরাং শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ যদি মানুষ হয় তাহা হইলে তাহারাই বা কম কিসে? তাহারা মনে করে, আমি বিদ্যা ও বুদ্ধিতে

শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অপেক্ষা কিছু কম নাকি? মহাবদান্য-অবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উপর নাস্তিক পড়ুয়াগণ এইপ্রকার মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া দয়াল প্রভুকে সন্ন্যাস আশ্রমের কঠোরতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিল। অসুরগণ এইভাবে চিরদিন ভগবান্‌কে মানুষ-বুদ্ধি করে এবং মানুষকে ভগবান্ বুদ্ধি করে। সেই প্রকার মূঢ়গণের সম্বন্ধেও ভগবদ্‌গীতায় উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা—"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।" সুতরাং এতাদৃশ বৃত্তি অসুরগণের পক্ষে স্বাভাবিক। অতএব অসুরগণের বিদ্যা-বুদ্ধির উপাধিগুলি বিষধর সর্পের মস্তকে বহুমূল্য মণির মত। সর্পের মস্তক মণি-শোভিত থাকিলেও সে যেমন ভয়ঙ্করই থাকে, সেইপ্রকার অসুরগণের বিদ্যাবুদ্ধি, উপাধিগুলিও তাহাকে কম ভয়ঙ্কর করে না। মরা মানুষকে বহুমূল্য পোষাক-পরিচ্ছদে সাজাইয়া ঢাক-ঢোল বাজাইয়া শ্মশান ঘাটে লইয়া যাওয়া যেমন একটা লোকরঞ্জন বা লোক প্রবঞ্চনা-কার্য্য, সেইপ্রকার ভগবদ্বিদ্বেষী, নাস্তিক অসুর-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে কেবল নামমাত্র বিদ্যাশিক্ষার উপাধি দ্বারা ভূষিত করা একটা বিশিষ্ট লোকবঞ্চনা কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রগণকে যে নিরীশ্বর আসুরিক শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তদ্দ্বারা পদবীধারী কতকগুলি অসুরের সৃষ্টি হইতেছে মাত্র। তাহার প্রমাণ—উত্তর-প্রদেশে আলিগড়ে প্রিন্সিপ্যাল গার্গকে তদীয় ছাত্রাদি কর্ত্তৃক নিহনন। উত্তরপ্রদেশে এই বিষয়টি লইয়া বিশেষ আলোচনা চলিতেছে। রাজ্যপাল মহোদয় বিদ্বৎজনকে লইয়া পরামর্শ করিতেছেন, কিন্তু এই প্রকার Conference দ্বারা যেমন পূর্ব্বে কোন সমস্যারই সমাধান হয় নাই, সেইরূপ বর্ত্তমান প্রচেষ্টাও বিফল হইবে, ইহাই আমাদের ধারণা। আসুরিক স্বভাব দমন করিতে হইলে ভগবদ্ভক্তির উন্মেষই একমাত্র প্রতিষেধক। এই প্রকার ভগবদ্-বিদ্বেষী অসুরগণের হিংসা-বৃত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় জগতে যে অমঙ্গলের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আমাদের সকলেরই লক্ষিতব্য বিষয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত

সভাপতি, সহঃ সম্পাদক-সঙ্ঘ

———

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের উত্তর

(৩য় বর্ষ, ৩য়, সংখ্যা, ১০৯ পৃষ্ঠার পর)

'কটূক্তি' সম্বন্ধে বক্তব্য

মাননীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে আমি শঙ্কর সম্প্রদায়ের প্রতি 'কটূক্তি' করিয়াছি বলিয়া তিনি আমার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আমার মতে, আমি কোন সম্প্রদায়ের প্রতিই 'কটূক্তি' করি নাই। সত্যবাবু এসম্বন্ধে আমার প্রতি অবিচার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। শাসন-বাক্য, নির্দ্দেশ-বাক্য, উপদেশ-বাক্যগুলিকে কটূক্তি বলা চলে না। বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি প্রভৃতি ঋষিবর্গের বাক্যসমূহকে শাস্ত্র বলা হয়। কারণ তাঁহাদের বাক্যের দ্বারা বদ্ধজীবগণ শাসিত হন। শাসন-বাক্য শাস্ত্রকারগণের কটূক্তি নহে। পরন্তু উহাই জীবের একান্ত মঙ্গলকর নির্দ্দেশ-বাণী ও উপদেশ। নির্দ্দেশ বা উপদেশ দিতে গিয়া, উপদেশক বা নির্দ্দেশক কোন প্রাক্তন আচার, ব্যবহার বা বিচার, সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কোন কথা বলিলে তাহা কটূক্তি বলিয়া গণ্য হইবে না। বিশেষতঃ নিরপেক্ষ সমালোচকগণের এই অধিকার শাস্ত্রকারগণ স্পষ্টতই দিয়াছেন; ধর্ম্মপ্রচারকগণের ত' কথাই নাই। তারতম্যমূলক বিচারের সর্ব্বত্রই আদর আছে।

শ্রীব্যাসদেব "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতিঃ" (পদ্মপুরাণ)—শ্লোকে অদ্বৈত-সম্প্রদায় প্রভৃতির প্রতি **'নারকী'** শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, শ্রীমদ্ভাগবতেও "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে" (ভাঃ ১০।৮৪।১৩) শ্লোকে কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত ও নাস্তিক চার্ব্বাক-সম্প্রদায়কে "স এব **গোখর**" বাক্যের দ্বারা শাসন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে বহুস্থানে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর "এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। **তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥** (আঃ ৯।২২৫, ১৭। ১৫৮; মঃ ১১।৬৩, ১৮।২২৩, ২৩।৫২২; অঃ ৬।১৩১) প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বিরোধী সম্প্রদায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর 'তৃণাদপি সুনীচ' বাক্যের ও "প্রাণীমাত্রে কায়মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে"—ইহার সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, ভক্তি, আসক্তি, প্রীতি প্রভৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহাকে বৈষ্ণবগণ কখনও কটূক্তি বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। যেস্থলে কোন সিদ্ধান্ত বা বিচারের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা, সেস্থলে এইরূপ বিচারই সর্ব্বতোভাবে আদরণীয়।

পূজ্যপাদ আচার্য্য শঙ্কর প্রতিপক্ষের মতবাদকে খণ্ডন করিতে গিয়া যে ব্যবহার ও কটূক্তি করিয়াছেন, আমি পূর্ব্বে তাহার ইঙ্গিত করিয়াছি। আচার্য্য শঙ্করের নিরপেক্ষ জীবনীকারগণ তাঁহার সম্বন্ধে আমাদিগকে জানাইয়াছেন—কর্ণাট-দেশে 'ক্রকচ' নামে এক ব্যক্তি কাপালিকগণের গুরু ছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর বিচারে তাঁহাকে স্বমতে আনিতে না পারিয়া উজ্জয়িনীর তদানীন্তন রাণা সুধন্বার দ্বারা পাশব বলপ্রয়োগে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন। শঙ্করের যোগবল ও যুক্তিবল এক্ষেত্রে আদৌ কার্য্যকরী হয় নাই।

উক্তস্থলে আমার বক্তব্য, বিচার-যুক্তিতে পরাস্ত হইয়া ক্রোধ-সম্বরণ করিতে না পারিয়া একজন কাপালিক আচার্য্যের প্রাণ-হত্যা করাকে কোন ধর্ম্ম-জগৎ নিশ্চয়ই ন্যায়-সঙ্গত ক্রিয়া বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবেন না। আচার্য্য শঙ্কর আরও বহু ক্ষেত্রে সম্মুখ-বিচারে অপর পক্ষকে প্রাণে বিনষ্ট করিবার জন্য দম্ভ-ভরে যেরূপ অন্যায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেন, তাহা হইতেও আমরা তাঁহার মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়া থাকি। এমন কি, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াই তিনি তিব্বত-প্রদেশে উত্তপ্ত তৈল-কটাহে নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে বাধ্য হন। শঙ্কর-সম্প্রদায়ের জনৈক পণ্ডিত শিবনাথ শিরোমণি মহাশয় "শব্দার্থ-মঞ্জরীর" পরিশিষ্টে যে বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, আমি পাঠকবর্গের সমক্ষে এস্থলে তাহা উল্লেখ করিলাম—"শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ জগদ্‌গুরু তিব্বতের লামার সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা অনুসারে উত্তপ্ত তৈলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ৮১৮ খৃষ্টাব্দে (?) জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ শঙ্করাচার্য্যের দেহত্যাগ ঘটে। তেত্রিশ বৎসর মাত্র তিনি জীবিত ছিলেন।" "অদ্যাপি তিব্বতের ঐস্থানকে 'শঙ্কর-কটাহ' (কড়াই) বলে।"

এস্থলে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আচার্য্য শঙ্করের দ্বারা বৌদ্ধগণ পরাস্ত হইয়া ভারত ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা কতদূর সত্য বিবেচনা করা আবশ্যক। অবশ্য বৌদ্ধ-বিতাড়নের চেষ্টার মধ্যে আচার্য্য শঙ্করের উদ্যম স্বীকার করিলেও তাঁহার দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে ভারতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিলোপ ঘটিয়াছে—ইহা প্রকৃত ঘটনা কিনা পাঠকবর্গ বিচার করিবেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভৌম-লীলা আলোচনা করিলে এই প্রকার নির্ম্মম ব্যবহারের দৃষ্টান্ত কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। পরন্তু শ্রীশ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীশ্রীল হরিদাস ঠাকুরের প্রতি প্রভূত অত্যাচারের প্রতিক্রিয়াতে ব্রাহ্মণ ও মুসলমানগণই পরাভব স্বীকার করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বের অন্তর্গত হইয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তদানীন্তনকার ব্রাহ্মণগণের কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত-বিচার ও মুসলমানগণের নিরাকার অদ্বৈত-চিন্তাস্রোত অপেক্ষা

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের প্রাধান্যই স্বীকৃত হইয়াছিল।

আচার্য্য শঙ্কর বেদান্ত-দর্শনে সুগত বুদ্ধকে 'পাগল' বলিয়া কটূক্তি করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। সুগত বুদ্ধ বিষ্ণুর শক্ত্যাবেশ অবতার বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর ভারতের মধ্যে এতবড় একজন ধুরন্ধর আচার্য্যরূপে আবির্ভূত হইয়াও যিনি বিষ্ণুর শক্ত্যাবেশ অবতার তাঁহার প্রতি "অসম্বদ্ধপ্রলাপিত্বম্" বাক্য প্রয়োগ দ্বারা তাঁহার যথোচিত মর্য্যাদার হানি করিয়াছেন। আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আচার্য্য শঙ্করের শারীরক-ভাষ্য হইতে সানুবাদ ঐ অংশ উদ্ধার করিলাম—

"অপি চ, বাহ্যার্থ-বিজ্ঞান-শূন্যবাদত্রয়মিতরেতরবিরুদ্ধমুপদিশতা সুগতেন স্পষ্টীকৃতমাত্মনঃ **'অসম্বদ্ধপ্রলাপিত্বং'**, প্রদ্বেষো বা প্রজাসু—বিরুদ্ধার্থপ্রতিপত্ত্যা বিমুহ্যেয়ুরিমাঃ প্রজা ইতি সর্ব্বথাপ্যনাদরণীয়োঽয়ং সুগতসময়ঃ শ্রেয়স্কামৈরিত্যভিপ্রায়ঃ।"

(সূত্রভাষ্য—২।২।৩২)

"সুগত পরস্পর বিরুদ্ধ বাহ্যবস্তুবাদ, বিজ্ঞানবাদ, সর্ব্বশূন্যবাদ উপদেশ করিয়া আপনার **'অসম্বদ্ধ-প্রলাপিতা'** (পাগলামি) ব্যক্ত করিয়াছেন, অথবা তিনি প্রজাবিদ্বেষী ছিলেন। প্রজাগণ বিরুদ্ধার্থ গ্রহণে বিমুগ্ধ হউক—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। যাহাই হউক, শ্রেয়ঃ-কামী পুরুষের পক্ষে বৌদ্ধমত সর্ব্বপ্রকারে অগ্রাহ্য।"

যদি যুক্তির ভ্রান্তিকেই 'পাগলামি' বলিতে হয়, আচার্য্য শঙ্কর তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন কি? আমরা এসম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে আচার্য্যের উক্তির অসামঞ্জস্য প্রদর্শন করিব। শুধু এক ক্ষেত্রেই আচার্য্য ঐরূপ উক্তি করিয়াছেন এরূপ নহে, আরও বহুস্থলে তাঁহার ঐরূপ ভাষা আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। নিম্নে তাঁহার আরও দুই একটী তথাকথিত কটূক্তি ও বিদ্রূপোক্তির উল্লেখ করিতেছি—

"তদুভয়মপ্যসৎ" (সূত্রভাষ্য—২।২।২৮)—"বৌদ্ধের এ দুই আশঙ্কাও অসৎ অর্থাৎ সাধু নহে"

"অহো পাণ্ডিত্যং মহদ্দর্শিতম্" (সূত্রভাষ্য—২।২।২৮)— "অহো! বৌদ্ধ মহৎ পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন!"

আমি কেবলমাত্র "শঙ্কর-দর্শন অসার অযৌক্তিক, তাহা শিক্ষা দিতে আমরা বেদান্ত সমিতিতে বালকদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকি" এইমাত্র বলিয়াছি। 'বালকদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকি' বলায় কি যত কটূক্তি করা হইল? অবশ্য আচার্য্য শঙ্করের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি পূর্ব্বোল্লিখিত উক্তিগুলিকে নিশ্চয়ই অসঙ্গত উক্তি নয়

বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিবেন। ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, মতভেদের ক্ষেত্রে স্বমতের প্রতি নিষ্ঠাই এইরূপ উক্তির কারণ। তজ্জন্য আমরাও ইহাকে হেয়-জ্ঞান করি না। মাননীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমাদের অনুরোধ, তিনি যেন এবিষয়ে আমাদের প্রতি নিরপেক্ষ বিচার করেন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

বাস্তুহারার মর্ম্ম-কথা

আজ যেদিকে চাই, সেদিকেই কেবল বাস্তুহারার কাতর-ধ্বনি শুনিতে পাই। সাত পুরুষের স্মৃতি-বিজড়িত মায়ার নিগড়ে বাঁধা নিত্যকাল ভোগের আশায় মরীচিকা-লুব্ধা তৃষ্ণার্ত্তা হরিণীর ন্যায় ক্রমাগত সুখ-লাভের কল্পনায় নিশ্চিন্তে নীড় বাঁধিয়া পত্নী-পুত্রাদি-সহ কাল-যাপন করিতেছিলাম। কিন্তু হায়! কোথা হইতে নিজ নিজ কর্ম্মদোষে নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য বিধানে এক বিপর্য্যয়ের ঝড় উঠিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার আশা-ভরসাস্থল—সুখের স্বপনে গড়া নীড়খানিকে ওলট-পালট করিয়া চুরমার করিয়া দিল। আমার জীবন দিয়া তৈরি করা বহুকালের স্মৃতির উৎস—বহু যত্নের গৃহখানিতে আমার আর থাকিবার অধিকার রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে গৃহহীন হইলাম এবং তৎসঙ্গে জীবনও বিপন্ন হইতে চলিল। দু'দিন আগে সব ছিল, কিন্তু এখন কিছুই নাই। আমি এখন গৃহহীন বাস্তুহারা। বহু আদর-যত্নে লালিত-পালিত স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া আশ্রয়হীন অবস্থায় প্রাণের ভয়ে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি। আমার ইচ্ছামত শান্তি-লাভের নির্ভয় আশ্রয় আর কোথাও হইতেছে না। রাজ-দরবারে কাতর প্রার্থনা করিয়াও কোন ফল হইতেছে না। যাঁহারা একদিন বহুলোকের পরিচালক ও অন্নদাতা ছিলেন, তাঁহারা আজ অন্যের দ্বারে অনুগ্রহপ্রার্থী ও অন্নের কাঙ্গাল। নিয়তির খেলা বুঝিবার উপায় নাই। যদিও শরীরে শক্তির অভাব নাই, অটুট দেহ, সেই সব আত্মীয় পরিজন সকলই বর্ত্তমান আছে, কিন্তু নিজ-স্থান হইতে বিচ্যুত হওয়ায় আমার পূর্ব্বের কথা বা পূর্ব্ব-পরিচয়ের অবস্থা আর কার্য্যকরী হইতেছে না; অধিকন্তু অত্যন্ত হীন অবস্থায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। এখন দেখা যাইতেছে যে, নিজ আশ্রয় হইতে বা বাস্তু হইতে বিতাড়িত হইলে রাজাও সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা হীন হইয়া পড়েন। ইহাই জগতের নিয়ম ও কালের গতি। বর্ত্তমানে এই

দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ভারতের সর্ব্বত্রই এই সমস্যা দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি আমরা বাস্তহারা হইয়া এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছি।

একবার চিন্তা করিয়া দেখি, আমাদের এই দুর্গতির কারণ কি? আমরা এই বাস্তহারা কতদিনের? কেহ বা দশবছরের, কেহ বা বিশবছরের, কেহ বা পঞ্চাশ কি একশ বছরের বাস্ত গড়িয়া তাহাতে বসবাস করিতেছি এবং বাস্তর সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া বসিয়াছি। এই কএক বছরের সম্বন্ধ-বিশিষ্ট গৃহখানি ছাড়িয়া আসার জন্য দুঃখে আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে এবং সর্ব্বদা হা-হুতাশ করিয়া অশান্তির সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতেছি। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, আমরা সকলে এ-জগতে আপাত-সুখময় ভোগ-নিলয়ে কতদিন বাস করিয়া জগৎকে ভোগ করিবার সুযোগ পাইব। কেন-না, আমাদের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কোন এক অদৃশ্য শক্তির নির্ম্মম লগুড়াঘাতে আমাদিগকে বহুযত্নে পাতান এই সংসার হইতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে—আমার কোন প্রকার আপত্তি চলিবে না। তাই নিরন্তর চিন্তা হয়—ইহার কারণ কি? এবং ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি-লাভের উপায় কি? কেনই বা আমাকে শোক-মোহ-ভয় সর্ব্ব-সময়ে জর্জ্জরিত করিতেছে? কোথায় বাস করিলে আমাদিগকে আর এই প্রকার বাস্তহারা হইয়া ভবঘুরের মত জগদ্-ভ্রমণ করিতে হইবে না? কে আমাকে সে সন্ধান বলিয়া দিবে?

এখন 'বাস্ত' শব্দটীর অর্থ জানিতে গিয়া দেখি—শব্দটি 'বস্' ধাতু+'তুন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। যেখানে নিত্যকাল বাস করা যায়, তাহাকে বসতিস্থল বলা হয়। সেই বসতি-স্থল যেখানে অবস্থান করে, তাহাকে বাস্ত বলে। শাস্ত্রে দেখিতে পাই—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, অনন্ত কোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই সেই বাস্তব-বস্তু পরম পুরুষ, পরাৎপর তত্ত্ব, বিশ্বভাবন, জগন্নিবাস, অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি, সচ্চিদানন্দময়তনু, পরমেশ্বর, ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এক অংশেতে অবস্থান করিতেছে। নিজ বিভূতির পরিচয়-প্রদানে সখা অর্জ্জুনকে বহু কথা বলিবার পর ভগবান্ শেষ কথা বলিতেছেন—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥(গীতা ১০।৪২)

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! আমিই এক অংশ দ্বারা সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি। অর্থাৎ একমাত্র আমারই এক অংশে সমস্ত জগৎ অবস্থান করিতেছে।

অর্জ্জুনের সংশয় ছেদন করিবার জন্য ভগবান্ তাঁহার বিশ্বরূপ মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া জানাইলেন যে, তাঁহার দেহ-মধ্যেই অনন্ত কোটী বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত

কোটী ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, আদিত্য, বসু, পাবক, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষ, মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, জঙ্গম, অন্তরীক্ষ প্রভৃতি সমস্ত অবস্থান করিতেছে। তদ্দর্শনে অর্জ্জুন কৃষ্ণের স্তব করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা লাভের জন্য প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন,—

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং,
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা,
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে। (গীতা ১১।১৮)

[অর্থাৎ—আপনি পরমজ্ঞাতব্য অক্ষর-তত্ত্ব; আমি এই বিশ্বের পরম-নিধান; আপনি অব্যয়, আপনি সনাতন-ধর্ম্মরক্ষক এবং সনাতন পুরুষ।]

অর্জ্জুন আবার ভীত হইবার ছলনা করিয়া বলিতেছেন—

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো,
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং,
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥ (গীতা ১১।৩১)

[অর্থাৎ—উগ্ররূপ আপনি কে, তাহা আমাকে বলুন; হে দেব, আপনাকে নমস্কার করি, আপনি প্রসন্ন হউন, আমি আপনার প্রবৃত্তি অবগত নই, আমি আপনাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি।]

অতএব সর্ব্বমান্য সর্ব্ব-পূজ্য গীতা-শাস্ত্রে দেখা যাইতেছে যে, আমাদের আদি কালের নিত্যাশ্রয়-স্বরূপ বসতি-স্থল—শ্রীশ্রীভগবানের পাদপদ্ম।

শাস্ত্রে অনন্ত-শক্তিমান্ স্বরাট্-পুরুষ কৃষ্ণচন্দ্রের অনন্ত কোটী শক্তির মধ্যে তিনটী শক্তি প্রধান বলিয়া কথিত হইয়াছে—

অনন্তশক্তির-মধ্যে কৃষ্ণের তিনশক্তি প্রধান।
ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি নাম॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৫২)

তটস্থা-শক্তিপ্রসূত জীব ভগবানের অংশ, কণা-স্বরূপ। সেই অনু-চৈতন্য জীব যে-দিন তাহার নিত্য কালের আশ্রয় শ্রীহরি-পাদপদ্ম হইতে স্বতন্ত্রতা-বুদ্ধি-বশে নিজ-স্বরূপের পরিচয় 'কৃষ্ণদাস্য' বিস্মৃত হইয়াছে, সেদিন সে নিজেকে কৃষ্ণ-ভোগ্য-জগতের ভোক্তা মনে করিয়া জগতের প্রভু সাজিয়াছে। এই কারণে ভগবানের বিমোহিনী বহিরঙ্গা-শক্তি মায়াদেবী তাঁহার প্রহেলিকাময় আপাত-

মধুর ভোগময় চাকচক্যে পরিপূর্ণ সংসার কারাগারে জীবকে নিক্ষেপ করিলেন। তখন হইতে তাহার কপাল ভাঙ্গিল—সে প্রকৃত বাস্তহারা হইল।

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৪)

তখন তাহার দুর্বুদ্ধির শাস্তি-স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী দুর্গাদেবী তাঁহার জগৎ-শাসিত প্রভাব বিস্তার করিয়া সেই জীবকে তাঁহার আবরণাত্মিকা শক্তিদ্বারা তাহার স্বরূপ-ভ্রান্তি করাইয়া ত্রিগুণময়ী জগতে প্রেরণ করিলেন।

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৭)

সেই হইতে নিজ-স্বরূপের পরিচয় বিস্মৃত হইয়া আপন নিলয় হইতে সে বিতাড়িত হইল বা বাস্তর সন্ধান ভুলিয়া গেল। নিজ-স্বরূপ-বৃত্তি আচ্ছাদিত হওয়ায় ভোগপর বাসনা লইয়া অবান্তর কার্য্য-সিদ্ধির মানসে দেহ-মনের সুখ-শান্তি-বিধানে সে তখন জগৎ ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা ভোগ-বাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥ (প্রেমবিবর্ত্ত ৬।২)

তাহার ফলে তাহাকে মায়া-কবলিত হইয়া কক্ষচ্যুত তারকার ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এই অশান্তিময় রাজ্যে জাড়াইয়া পড়িতে হইল। লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে সে কতস্থানে কত জন্মে কত 'বাস্তু' গড়িয়া বসিল। এইরূপে স্থাবর-জঙ্গমাদি জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সুকৃতি বা পুণ্যফলে অবশেষে কোন কোন জীব পূর্ণ অবয়ববিশিষ্ট বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্য-দেহ লাভ করিল।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীমোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী
সহঃ সম্পাদক

বন্দন

বন্দ্+ভাবে অনট্ প্রত্যয় করিয়া 'বন্দন' শব্দ নিষ্পন্ন ; অভিবাদন, স্তব ও প্রণামার্থে বন্দন শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে। বন্দন অর্থে যদি অভিবাদন বুঝি, তাহা হইলে নামোচ্চারণপূর্ব্বক নমস্কার করাকে বন্দন বুঝায়, যদি স্তবকে লক্ষ্য করি, তাহা হইলে বাক্যদ্বারা প্রসংশা বা গুণ-কীর্ত্তনকে বন্দন বুঝায়, আর যদি প্রণামকে বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে ভক্তি ও শ্রদ্ধাতিশয়-হেতু অহং-মমতাশূন্য হইয়া বন্দনীয় বস্তুর শ্রীচরণ-যুগলে প্রকৃষ্টরূপে শরণাগত হওয়া বুঝাইয়া থাকে। প্রকৃষ্টরূপে শরণাগত বা প্রনিপাত না করিলে ভগবৎকৃপা লাভ সুদূর-পরাহত, সেজন্য ভগবানের অপর নাম প্রণতপাল বা শরণাগত-পালক। বন্দন ভিন্ন অভীষ্ট-সিদ্ধি হইতে পারে না, সেজন্য শাস্ত্র-গ্রন্থাদির প্রথমেই ইষ্টদেবকে বন্দনা না করিয়া কোন শাস্ত্র-প্রণেতা বা গ্রন্থকার লেখনী সংযোগ করেন নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রথমেই এইরূপ বন্দনা করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন আরম্ভ করিয়াছেন—

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।১)

তিনি গ্রন্থারম্ভে প্রারম্ভিক মঙ্গলাচরণ ব্যাখ্যামুখে স্বীয় আরাধ্য বিগ্রহত্রয়ের স্মরণে অভীষ্টসিদ্ধি প্রার্থনা করিয়াছেন—

গ্রন্থের আরম্ভে করি 'মঙ্গলাচরণ'।
গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্—তিনের স্মরণ ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিতপূরণ ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।২০-২১)

সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, সর্ব্বপ্রথম স্বীয় আরাধ্য বস্তুর বন্দনা না করিলে বিঘ্নাপসারণ হয় না ও অভীষ্ট-পূরণ হইতে পারে না। এখানে গ্রন্থকারের উদ্দিষ্ট বিঘ্নাপসারণ হইতেছে—কৃষ্ণ-ভক্তির বাধা-স্বরূপ শুভাশুভ কর্ম্ম প্রভৃতির নিরসন এবং অভীষ্ট-পূরণ হইতেছে—নিত্য নির্ম্মল কৃষ্ণ-চরিত গুণগান করিতে করিতে নিত্যকাল নামানন্দে মগ্ন হইয়া থাকা বা কৃষ্ণনাম-মধুপানে মত্ত অলিবৃন্দকে নিত্য নাম-প্রেমরসে নিমজ্জিত করিয়া রাখা। ইহাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর উদ্দিষ্ট মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকায় বলিয়া গিয়াছেন—

শ্রীগুরু-চরণপদ্ম,　　কেবল ভকতি-সদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে।

যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে ॥

* * * *

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হাহা প্রভো! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন ॥

যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেইদিকেই বন্দনার কথা ছাড়া আর কোন কথাই নাই। পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশছলে বলিয়াছেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ (গীতা ৪।৩৪)

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি লইয়া সেই পরমতত্ত্ব বেদ-প্রতিপাদ্য বস্তুকে জানিবার জন্য সচেষ্ট হও। এই শ্লোকেও প্রথমে প্রণিপাত শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন।

বন্দনের অপর অর্থ প্রণিপাত বা প্রণাম, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে—

তৎপাদপদ্মপ্রবণৈঃ কায়মানসভাষিতৈঃ।
প্রণামো বাসুদেবস্য বন্দনং কথ্যতে বুধৈঃ ॥(হরিভক্তিকল্পলতিকা ৯।১)

ভগবৎপাদপদ্মে অনুরক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের কায়, মন ও বাক্য দ্বারা প্রণামকেই তত্ত্বদর্শিগণ বন্দন বলিয়া থাকেন। এই 'বন্দন' দ্বারা ভক্তাগ্রগণ্য মহামতি অক্রুর শ্রীকৃষ্ণের সেবা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নিষ্কপট ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানের নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করিয়া থাকেন—হে ভগবন্! আমরা বিষয়-সুখের জন্য অথবা গুরুতর কুম্ভীপাক কিংবা অন্য নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য আপনার চরণ-যুগল বন্দনা করি না; কিংবা নন্দন কাননে সুন্দরী সুর-ললনাগণের সুকোমল তনুলতা-সমূহে বিহার করিবার জন্যও আপনার চরণ-যুগল বন্দন করি না; কিন্তু কেবল ভক্তির প্রতি স্তরে বিলাস করিবার জন্য আমাদের হৃদয়-মন্দিরে আপনার শ্রীশ্রীপাদপদ্ম-যুগল বন্দনা করিয়া থাকি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, একমাত্র কৃষ্ণভক্তি লাভ করিবার জন্যই ভগবদ্ভক্তগণ, কৃষ্ণ ও তদীয় প্রকাশবিগ্রহ বলদেবাভিন্ন নিত্যানন্দ-স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম-যুগল কায়মনোবাক্যে বন্দনা করিতে আদেশ দিয়া থাকেন।

—শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী
সহঃ সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥"

পরম-করুণাময়, দীন-হীন-জনাশ্রয়,
তুমি দেব! গৌর-নিজ-জন।
শ্রীগৌরাঙ্গ-নিজশক্তি, গৌরবাণী-কৃপামূর্ত্তি,
জগ-মাঝে তব আগমন॥ ১॥

"পৃথিবীতে যত নগরাদি গ্রাম,
সর্ব্বত্র প্রচার হ'বে মোর নাম"—
করিতে সফল এই গৌর-কাম,
বিবিধ উপায় করিলে সৃজন॥ ২॥

ভুলি' নিত্য প্রভুসেবা শ্রীহরির,
তাঁর দত্ত ধনে সাজি' ভোগীবীর,
হেরি এই দশা হইয়া অধীর,
বিতরিলে কৃপা অপূর্ব্ব কথন॥ ৩॥

মহিমা তোমার গায় পাখী বনে,
গুঞ্জরে অলি কুসুম-কাননে,
তোমার চরণ-পদ্ম মধুপানে,
জীবের অশুভ করে পলায়ন॥ ৪॥

লভিয়া তোমার পদরেণু-কণা,
অবশ্য পাইব শ্রীগৌর-করুণা,
হৃদয়ে হৃদয়ে সেবার প্রেরণা,
বিতরিছ প্রভো নব জাগরণ॥ ৫॥

জনক হইতে বৎসল অতি,
স্নেহশীল সদা জীবগণ প্রতি,
অঙ্গকান্তি সুরূপ সৌম্য মূরতি,
পাপী-তাপী বাঞ্ছে তোমার দর্শন॥ ৬॥

জড়দেহে আত্ম-বুদ্ধি করি' হায়,
বিষয়ের মাঝে ছিনু মত্ত তায়,
হেন জনে দেব ! তুমি ত' কৃপায়,
কৃষ্ণ-সেবা তরে মঠে দিলে স্থান ॥ ৭ ॥

গোলোকের নিধি শ্রীহরির নাম,
শ্রীবিগ্রহ-সেবা মন-অভিরাম,
করিয়া প্রকট নিজ 'ইষ্ট-কাম'
সেবা-অধিকার করিলে অর্পণ ॥ ৮ ॥

হে মোদের নিত্য আরাধ্যদেবতা,
গাহিতে তোমার করুণা-বারতা,
সুদুর্ব্বলা ভাষা না পায় ক্ষমতা,
মহিমা তোমার করিতে বর্ণন ॥ ৯ ॥

(তব) অমন্দ-উদয়া দয়ার জলধি,
কৃপা-তরঙ্গেতে শোভে নিরবধি,
যাঁর এককণার না পাই অবধি,
কিরূপে করিব লহরী গণন ॥ ১০ ॥

তুলনা-রহিত যে দয়ার বশে,
করিলে উদ্ধার এ-অধম দাসে,
সেই দয়াগুণে শ্রীচরণ-পাশে,
নিয়ত সেবায় কর নিয়োজন ॥ ১১ ॥

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশবায় নমো নমঃ ॥১২॥

সেবকাধম—

—শ্রীনিমাইদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীযুত মুখার্জ্জি মহাশয়ের বেষাশ্রয়

আমরা বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির অন্তর্গত নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের রক্ষক শ্রীপাদ ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মচারী প্রভু, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রূপনারায়ণপুরের নিকটবর্ত্তী সিধাবাড়ী গ্রামস্থ শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠের সেবা ও গৃহাদি নির্ম্মাণ-কার্য্য পরিচালনোপলক্ষে তথায় অবস্থিতিকালে, বিগত ২৭শে বৈশাখ, ১১ই মে শুক্রবার—উক্ত মঠের নবনির্ম্মিত গৃহ-প্রবেশ দিবসে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট হইতে ভেকাশ্রয় (বাবাজী-বেষগ্রহণ) করেন।** শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজের সাক্ষাতে শ্রীশ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীকৃত সাত্বতশাস্ত্র 'সৎ-ক্রিয়াসার-দীপিকা'র পরিশিষ্ট 'সংস্কার-দীপিকা' অনুসারে যাবতীয় ক্রিয়াসমূহ অনুষ্ঠিত হয়।

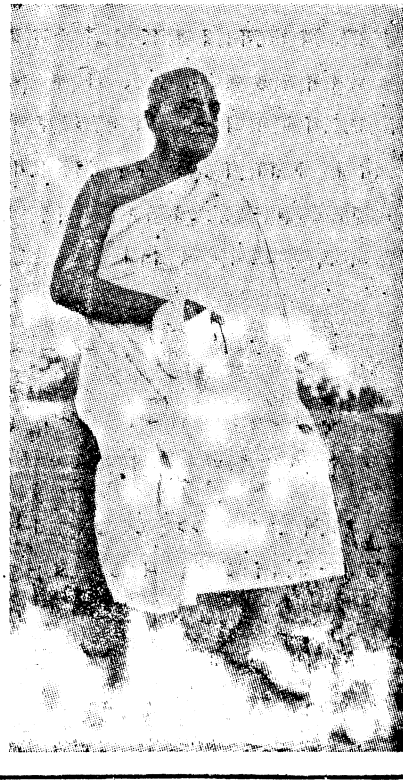

শ্রীমৎ ত্রিগুণাতীত-দাস বাবাজী মহারাজ

শ্রীপাদ ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মচারী প্রভু পূর্ব্বে হুগলী জেলার অন্তর্গত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নিজবাটী 'বলাগড়' গ্রামের বিখ্যাত মুখার্জ্জি পরিবারভুক্ত "শ্রীত্রি[illegible]নাথ মুখোপাধ্যায়" নামে পরিচিত ছিলেন। তদনুসারে তাঁহার গৌরবময় বংশোপাধির উল্লেখ করিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ তাঁহাকে "মুখার্জ্জি মহাশয়" বলিয়া সম্মান-সম্বোধন করিতেন। কৌপীন-বহির্ব্বাসাদি দ্বারা বেষ গ্রহণ করিবার পর তিনি

নামে পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান বয়ঃক্রম অনুমান ৬০ বৎসরের উর্দ্ধ। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের দীক্ষিত একনিষ্ঠ সেবকগণের অন্যতম। তাঁহার গুণাবলীর কথা শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যবর্গ সকলেই বিশেষভাবে অবগত আছেন। আকুমার ব্রহ্মচারী থাকিয়া নিষ্কপটে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের ও পূর্ব্বকার "শ্রীগৌড়ীয় মঠ-মিশনের" যে-সমস্ত সেবাদি করিয়াছেন তাহা সকলেরই আদর্শস্থানীয়। তাঁহার ত্যাগ, বৈরাগ্য ও সেবাশ্রী দর্শন করিয়া পরশ্রী-কাতর গুরুভোগী ও গুরুত্যাগী-সম্প্রদায় নানাপ্রকারে তাঁহাকে সেবাচ্যুত করিতে বিপুল চেষ্টা করিলেও তিনি অচল ও অটলভাবে যে নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ভক্তগণের অনুসরণের বিষয়। একনিষ্ঠ গুরুসেবক শ্রীপাদ অনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী প্রভু যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হইলে তিনি যেভাবে তাঁহার যত্ন ও শুশ্রূষাদি করিয়াছেন, তাহা হইতে তিনি এই স্পষ্ট শিক্ষা দিয়াছেন যে, বৈষ্ণবসেবায় জীবনের প্রতি মায়া-মমতা প্রদর্শন ভোগেরই কারণ। মায়াবদ্ধ জীব সামান্য অর্থ-সম্পত্তি, ঐহিক সুখ ও অনিত্য লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার জন্য সৈনিকরূপে নানাপ্রকার যুদ্ধাদিতে কামানের গুলীতে অথবা সমুদ্র মধ্যে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া থাকে, কিন্তু বৈষ্ণবসেবার জন্য নিজ জীবনকে এরূপ তুচ্ছজ্ঞান করা বৈষ্ণব-জগতের একটী উজ্জ্বল আদর্শ। আমরা এরূপ মহানুভব বৈষ্ণবের সর্ব্বদাই জয়গান করিব।

—শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী
কার্য্যাধ্যক্ষ ও সহঃ সম্পাদক

শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত গৃহ-প্রবেশ-মহোৎসব

গত ২৭শে বৈশাখ, ১১ই মে শুক্রবার দিবসে—শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত গৃহ-প্রবেশ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তি কুশল নারসিংহ মহারাজের পৌরহিত্যে** এতদুপলক্ষে নাম-সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-হোমাদি ক্রিয়াসমূহ নিষ্পন্ন হয়। গ্রামবাসিগণের মধ্যে কয়েকজন এই মঠের ভূমি দান করিয়া এই অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ সহযোগিতা করায় সমিতির বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছেন। পঞ্চশতাধিক গ্রামবাসী ও অন্যান্য ব্যক্তিগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই মঠ প্রতিষ্ঠাকল্পে গ্রামবাসীদিগের উৎসাহ ও চেষ্টার জন্য আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

সাঁওতাল-পরগণায় হরিকথা প্রচার

'পাঞ্জনীয়া' গ্রামনিবাসী ভক্তপ্রবর শ্রীযুত ভাগবতপ্রসাদ দাসাধিকারী মহোদয়ের বিশেষ প্রার্থনায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ, শ্রীপত্রিকার সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ প্রমুখ আট মূর্ত্তি ও সিধাবাড়ী গ্রামের বহু বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় সমভিব্যাহারে উক্ত গ্রামে শুভ-বিজয় করত গত ৩০শে বৈশাখ, ১৪ই মে হইতে ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৬ই মে পর্য্যন্ত দিবসত্রয় পাঠ, কীর্ত্তন, ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা ও পরিপ্রশ্নোত্তরমুখে প্রচুর হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ ও সহঃ সম্পাদক শ্রীযুত রাধানাথ দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নবযোগেন্দ্র-সংবাদ পাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে গৌরলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শেষ দিবস গ্রামবাসী-দিগের অত্যন্ত আগ্রহে নিয়ামক-মহারাজও কৃপাপূর্ব্বক বহুবিধ উপদেশ-মূলক বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীযুত ভাগবত-প্রসাদ মহোদয় সস্ত্রীক শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আশ্রিত ও অনুগত জন। তদ্দেশে শুদ্ধবৈষ্ণবগণের প্রচারফলে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের গ্লানিসমূহ বিদূরিত হউক—ইহাই তাঁহার একান্ত চেষ্টা। আমরা তাঁহার এই মহতী চেষ্টার প্রশংসা করিতেছি।

কাকদ্বীপে প্রচার

বিগত ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ২১শে মে এবং ৭ই জ্যৈষ্ঠ ২২শে মে তারিখে কাকদ্বীপ শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রমের বার্ষিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে শোভাযাত্রাযোগে নগর-সংকীর্ত্তন, পাঠ, কীর্ত্তন, সমাজ ও ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি বিরাট্‌ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ন্যূনাধিক অষ্ট সহস্র ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তাঁহারা সমিতির প্রচার-কার্য্য দর্শনে বিশেষ আনন্দিত হন এবং প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করেন। প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজয় মঙ্গল মহারাজ ও সম্পাদক শ্রীযুত ধরণীধর পড়ুয়া মহোদয় সমাগত ব্যক্তি-দিগকে যথাযোগ্য আদর-যত্নে আপ্যায়িত করিয়া বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন।

এই প্রতিষ্ঠানের যুগ্ম-সম্পাদক ও সেবায়েত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিজয় মঙ্গল মহারাজ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির

প্রতিষ্ঠাতা পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ,** শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ এবং অন্য ৩ জন সেবক সমভিব্যাহারে শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রমের এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং আহূত সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। মাননীয় সার্কেল অফিসার শ্রীযুত রামকৃষ্ণ ঘোষ এম-এ, বি, সি, এস মহোদয় এই সভায় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। সিভিল-সাপ্লাই ইন্‌স্‌পেক্টর শ্রীযুত সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র জানা বি-এ, শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র শাসমল বি-এ কাব্যতীর্থ, ডাঃ শ্রীযুত ভবরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত ধরণীধর পড়ুয়া জমিদার প্রভৃতি উচ্চশিক্ষিত ও বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। অষ্ট সহস্র শ্রোতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে সুবিস্তৃত সভামণ্ডপ পরিপূর্ণ ছিল।

সর্ব্বপ্রথমে—সেবাশ্রমের সম্পাদক মাননীয় মঙ্গল মহারাজ আশ্রমের ইতিহাস বক্তৃতামুখে বর্ণন করিয়া সভাপতি মহারাজের পরিচয় ও আশ্রমের পৃষ্ঠপোষকবর্গকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

তৎপর **দ্বিতীয় বক্তা** ডাক্তার শ্রীযুত ভবরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সমাজ ও সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জ্ঞাপনমুখে 'সোঽহং-বাদ', 'জ্ঞান', 'ভক্তি সহজ' প্রভৃতি কয়েকটী উক্তি করেন। (সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতায় ইহার উত্তর দ্রষ্টব্য)।

তৃতীয় বক্তা মাননীয় সার্কেল অফিসার মহোদয় স্থানীয় জনসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—মনুষ্য-জীবনের ধর্ম্মের আবশ্যকতা সর্ব্বোচ্চে—ইহা উপলব্ধি করিয়া আপনারা যেরূপ উৎসাহভরে অদ্য এই ধর্ম্মমণ্ডপে সমাগত হইয়াছেন তাহা দর্শন করিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত; পরবর্ত্তীকালেও আপনারা ধর্ম্ম-জীবন-যাপনে যেন এইরূপই উৎসাহশীল থাকেন—ইহাই আমার প্রার্থনা।

চতুর্থ বক্তা—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী মহোদয় "কর্ম্মাণ্যারভমাণানাম্ দুঃখহত্যৈ সুখায় চ" শ্লোকের উপদেশানুসারে বক্তৃতামুখে জানান যে, মায়াবদ্ধ জীবের মায়িক বস্তুদ্বারা সুখলাভ করার যে চেষ্টা, তাহা বিপরীত ফল উৎপন্ন করিয়া কেবল দুঃখই আনয়ন করে। নশ্বর বস্তুদ্বারা চেতন জীবাত্মার কখনও প্রীতিলাভ সম্ভব নহে। ভগবদ্ভক্তজনেই জীবাত্মার প্রীতি অবস্থিত। তজ্জন্য মায়িক বস্তুদ্বারা প্রীতিলাভের চেষ্টা পরিত্যাগ করত কায়মনো বাক্যে গুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া

গুরুদেবতাত্ম হইয়া পরম চেতন-বস্তু শ্রীভগবানের সেবা করিলে প্রকৃত সুখলাভ সম্ভব হইবে। তিনি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে আরও বলেন জাগতিক দুঃখ-দারিদ্র্য ধর্ম্মযাজনের প্রতিবন্ধক নহে; দুঃখ-দারিদ্র্য বিদূরিত হইলে ভগবদ্ভজন সম্ভব হইবে—ইহা সত্য নহে। দুঃখ-দারিদ্র্য কেবল বর্ত্তমান সময়েই উপস্থিত তাহা নহে। পরন্তু এই অবস্থাগুলি আবহমানকাল হইতেই অবস্থিত। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে যে জীবের দুঃখ-দারিদ্র্য ছিল না—এরূপ নহে। দ্বাপরযুগে সুদামা বিপ্র অতীব দরিদ্র ছিলেন, মহাপ্রভুর সময়ে শ্রীধরকে আমরা দরিদ্র দেখি, কিন্তু তাঁহারাই শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত হইয়াছেন। সুতরাং দুঃখ-দারিদ্র্য ভগবদ্ভজন না করার কারণ নহে। প্রকৃত সৎসঙ্গের অভাবই ভগবদ্ভজনের বিমুখতার কারণ।

সর্ব্বশেষে—সভাপতি-মহারাজ তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভাপূর্ণ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দ্বারা সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষতঃ শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে আকৃষ্ট এবং প্রকৃত ধর্ম্মের স্বরূপ-বিষয়ে অবহিত করেন। প্রসঙ্গ-ক্রমে তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রমের বাহ্য ক্রিয়া-কলাপে মুগ্ধ না হইয়া আশ্রমের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের প্রতি অনুসন্ধিৎসু হইয়া তাহা পালন করিতে অনুরোধ করেন। **"সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতার সারমর্ম্ম"** আগামী সংখ্যায় পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত হইবে। তিনি এতদ্দেশে তিন দিবস অবস্থান করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা ও পরিপ্রশ্নোত্তরমুখে শত শত নরনারীর নিকট নিরন্তর শ্রীহরিকীর্ত্তন করেন। তাঁহার শুভ-বিজয়ে জীমূত-বারি ও কীর্ত্তন-বারি যুগপৎ বর্ষিত হইয়া এতদ্দেশকে সুশীতল করে। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম ও তাঁহাদের অনুগত ভক্তগণের শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহারে তিনি বিশেষ আনন্দিত হন। বিশেষতঃ সার্কেল অফিসার শ্রীযুত রামকৃষ্ণ ঘোষ এম, এ, বি, সি এস মহোদয় এবং শ্রীযুত সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ—সিভিল সাপ্লাই ইন্‌স্‌পেক্টর মহোদয়ের ব্যবহারে তিনি অতীব আনন্দ লাভ করেন। পরিশেষে তিনি আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ ও সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন।

—পণ্ডিত শ্রীগৌরনারায়ণ ভক্তবান্ধব
প্রচার-সম্পাদক

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাব্দ—৪৬৫ ; আষাঢ়—১৩৫৮

২৬ ত্রিবিক্রম, ১ আষাঢ়, ১৬ জুন, শনিবার—গৌর-দ্বাদশী রা ১।৩১। **পাণ্ডবা নির্জ্জলা একাদশীর উপবাস।** শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনীর তিরোভাব।

২৭ ত্রিবিক্রম, ২ আষাঢ়, ১৭ জুন রবিবার—গৌর-ত্রয়োদশী রা ১১।২৩।৬।

দিবা ৯।২২ মধ্যে একাদশীর পারণ। শ্রীপাঠ পাণিহাটীতে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মহোৎসব।

২৯ ত্রিবিক্রম, ৪ আষাঢ়, ১৯ জুন, মঙ্গলবার—পূর্ণিমা রা ৬।৩৬। **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা।** শ্রীল মুকুন্দদত্ত ও শ্রীল শ্রীধর পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব।

১ বামন, ৫ আষাঢ় ২০ জুন. বুধবার—কৃষ্ণ-প্রতিপৎ দি ৪।৭। শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর তিরোভাব, গোপীবল্লভপুরে উৎসব।

৫ বামন, ৯ আষাঢ়, ২৪ জুন, রবিবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী দি ৭।২৯। শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব।

৯ বামন, ১৩ আষাঢ়, ২৮ জুন, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণ-দশমী রা ২।৪১।৮। **শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের তিরোভাব।**

১১ বামন, ১৫ আষাঢ়, ৩০ জুন, শনিবার—কৃষ্ণৈকাদশী প্রাতঃ ৫।৩৬। **যোগিনী একাদশীর উপবাস।**

১২ বামন, ১৬ আষাঢ়, ১ জুলাই, রবিবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী দি ৬।৫৮। **দিবা ৬।৫৮ মধ্যে একাদশীর পারণ।**

১৫ বামন, ১৯ আষাঢ়, ৪ জুলাই, বুধবার—আমাবস্যা দি ১২।৩৯। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব।** নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিরহ-মহোৎসব। **চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অদ্য হইতে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে একাদশদিবস ব্যাপী বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ।**

১৬ বামন, ২০ আষাঢ়, ৫ জুলাই, বৃহস্পতিবার—গৌর-প্রতিপৎ দি ২।৩৩। **শ্রীগুণ্ডিচা-মার্জ্জন।**

১৭ বামন, ২১ আষাঢ়, ৬ জুলাই, শুক্রবার—গৌর-দ্বিতীয়া দি ৪।১৩। **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা।** শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী ও শ্রীল শিবানন্দ সেন প্রভুর তিরোভাব।

২১ বামন, ২৫ আষাঢ়, ১০ জুলাই, মঙ্গলবার—গৌর-ষষ্ঠী রা ৬।৩০। **হেরাপঞ্চমী,** শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়।

২৫ বামন, ২৯ আষাঢ়, ১৪ জুলাই, শনিবার—গৌর-দশমী দি ১।১৮। **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে রথযাত্রা মহামহোৎসবের সমাপ্তি।**

২৬ বামন, ৩০ আষাঢ়, ১৫ জুলাই, রবিবার—গৌরৈকাদশী দি ১১।০। **শয়নৈকাদশীর উপবাস।** সন্ধ্যায় শ্রীহরির শয়ন।

২৭ বামন, ৩১ আষাঢ়, ১৬ জুলাই, সোমবার—গৌর-দ্বাদশী দি ৮।৫১। **দিবা ৮।৫১ মধ্যে একাদশীর পারণ।** দ্বাদশ্যারম্ভপক্ষে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভ।

২৮ বামন, ৩২ আষাঢ়, ১৭ই জুলাই, মঙ্গলবার—গৌর-ত্রয়োদশী দি ৬।২৪। **কর্কট সংক্রমণারম্ভপক্ষে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভ।**

শ্রীশ্রীরথযাত্রা উৎসবে অহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ,
জেঃ হুগলী (পশ্চিম বঙ্গ)
২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮, ইং ৯।৬।৫১

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,—

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যকুলতিলক ওঁবিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** ও **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা** উপলক্ষে আগামী **১৯শে আষাঢ় ১৩৫৮**, ইং ৪ঠা জুলাই **১৯৫১**, বুধবার হইতে **২৯শে আষাঢ় ১৩৫৮**, ইং **১৪ই** জুলাই **১৯৫১**, শনিবার পর্য্যন্ত একাদশ-দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগ-রাগ, আরাত্রিক, **মহাপ্রসাদ** বিতরণ প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট্ মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব** মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা

১৯শে আষাঢ়, ৪ঠা জুলাই, বুধবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ওঁবিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

২০শে আষাঢ়, ৫ই জুলাই বৃহস্পতিবার—**নগর-সংকীর্ত্তন**-মুখে শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ, ও **গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন,** গঙ্গাতীরে কীর্ত্তন ও স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা।

২১শে আষাঢ়, ৬ই জুলাই, শুক্রবার—**শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা।** সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীগুণ্ডিচা-বাড়ী শ্রীশ্যাম-সুন্দর মন্দিরে গমন—পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত। পরে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭৷৷টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ** ও কীর্ত্তন।

২২শে আষাঢ়, ৭ই জুলাই, শনিবার হইতে ২৪শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই, সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭৷৷টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে রথযাত্রা উপাখ্যান পাঠ ও সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণ-লীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

২৫শে আষাঢ়, ১০ই জুলাই, মঙ্গলবার—**হেরাপঞ্চমী** দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্যামসুন্দর-মন্দিরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সংকীর্ত্তন।** অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭৷৷টা পর্য্যন্ত **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ** ও কীর্ত্তন।

২৬শে আষাঢ়, ১১ই জুলাই, বুধবার হইতে ২৮শে আষাঢ়, ১৩ই জুলাই, শুক্রবার পর্য্যন্ত তিন দিবস—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭৷৷টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্ত রাত্র **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

২৯শে আষাঢ়, ১৪ই জুলাই, শনিবার—সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা**—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত। পরে আরাত্রিকান্তে সর্ব্বসাধারণে **মহাপ্রসাদ বিতরণ।**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

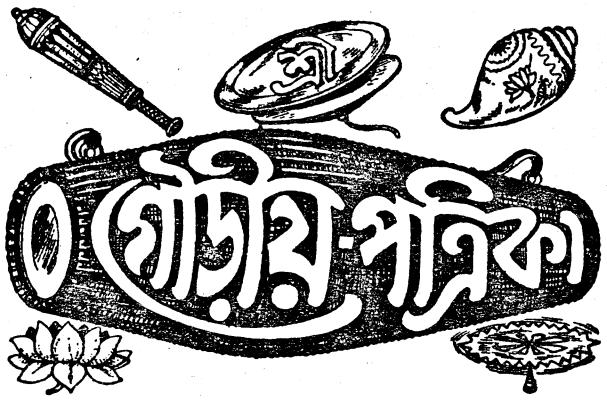

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩য় বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ২৮ বামন, ৪৬৫ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ৩২ আষাঢ়, ১৩৫৮ ; ইং ১৭।৭।৫১ | ৫ম সংখ্যা

Published 2/4

শ্রীশ্রীসুভদ্রা-সুদর্শন-স্তোত্রম্

[ইতি স্তবান্তে বলিনং প্রণম্য পরমেশ্বরম্।
ঈশ্বরীং জগতাং দ্রষ্টুং সুভদ্রা-স্পন্দনং যযৌ॥ ৫১]

শ্রীশ্রীসুভদ্রা-স্তোত্রম্—

১। জয় দেবি জগন্মাতঃ প্রসীদ পরমেশ্বরি।
কার্য্য-কারণ-কর্ত্রী ত্বং সর্ব্বশক্ত্যৈ নমোঽস্তু তে॥৫২॥

২। সর্ব্বস্য হৃদি সংবিষ্টে জ্ঞান-মোহাত্মিকে সদা।
কৈবল্য-সুখদে ভদ্রে ত্বাং নমামি সুরারণিম্॥৫৩॥

৩। দেবি ত্বং বিষ্ণু-মায়াসি মোহয়ন্তী চরাচরম্।
হৃৎপদ্মাসন-সংস্থাসি বিষ্ণু-ভাবানুসারিণি ॥৫৪॥

৪। ত্বমেব **লক্ষ্মীর্গৌরী** চ শচী কাত্যায়নী তথা।
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে ॥
তস্য সর্ব্বস্য শক্তিস্ত্বং স্তোতুং ত্বাং কস্তু শক্তিমান্ ॥৫৫-৫৬॥

৫। জয় ভদ্রে **সুভদ্রে** ত্বং সর্ব্বেষাং ভদ্র-দায়িনি।
ভদ্রাভদ্র-স্বরূপা ত্বং ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে ॥৫৭॥

৬। ত্বং মাতা জগতাং দেবি পিতা নারায়ণো হি সঃ।
স্ত্রী-রূপং সর্ব্বমেব ত্বং পুং-রূপো জগদীশ্বরঃ ॥৫৮॥

৭। **যুবয়োর্নহি** ভেদোঽস্তি নাস্ত্যন্যৎ পরমেব হি।
যথা বয়ং নিযুক্তাহি ত্বয়া বৈষ্ণব-মায়য়া।
নিদেশকারিণো নিত্যং ভ্রমামঃ পরমেশ্বরি ॥
বৃত্তিঃ প্রবৃত্তিঃ পরমা ক্ষুধা নিদ্রা ত্বমেব চ।
আশা ত্বমাশাপূর্ণা চ সর্ব্বাশা-পরিপূরিকা ॥৫৯-৬০॥

৮। মুক্তিপ্রদা ত্বমেবাসি বন্ধহেতুস্ত্বমেব চ।
সর্ব্বকামপ্রদে নিত্যে ভক্তানাং কল্পবল্লরী ॥
ত্রাহি পাদাব্জলগ্নং মাং কৃপাপাঙ্গ-বিলোকনৈঃ ॥ ৬১-৬২ ॥

[স্তুত্বেত্থং ভদ্ররূপাং তাং তৎসমীপে স্থিতং রথে।
চক্রং **সুদর্শনং** বিষ্ণোশ্চতুর্থবপুরাস্থিতম্।
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা ইমাং স্তুতিমুদাহরৎ ॥ ৬৩ ॥]

শ্রীশ্রীসুদর্শন-স্তোত্রম্—

৯। **সুদর্শনমহাজ্বাল** কোটি-সূর্য্যসম-প্রভ।
অজ্ঞান-তিমিরান্ধানাং বৈকুণ্ঠাধ্ব-প্রদর্শক ॥৬৪॥

১০। নমস্তে নিত্য-বিলসদ্বৈষ্ণবাস্ত্র-নিকেতন।
অবার্য্য-বীর্য্যং যদ্রূপং বিষ্ণোস্তৎ-প্রণমাম্যহম্ ॥৬৫॥

—উৎকলখণ্ডে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ে

শ্রীশ্রীসুভদ্রা-সুদর্শন-স্তোত্রের অনুবাদ

[কমলযোনি ব্রহ্মা, পরমেশ্বর বলরামকে এইরূপ স্তুতিবাদান্তে প্রণামপূর্ব্বক অখিল জগতের ঈশ্বরী বিষ্ণুশক্তি সুভদ্রাকে দর্শনার্থ তদীয় রথ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥]

শ্রীশ্রীসুভদ্রা-স্তোত্র—

১। হে দেবি জগন্মাতঃ! আপনার জয় হউক, আপনি প্রসন্ন হউন। হে পরমেশ্বরি! আপনিই কার্য্য-কারণ-কর্ত্রী ও সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণী; অতএব আপনাকে নমস্কার ॥ ৫২ ॥

২। হে কৈবল্য-সুখদে! আপনি অখিল জীবের হৃৎপদ্ম-মধ্যে বিরাজ করিতেছেন; হে জ্ঞান-মোহাত্মিকে! আপনি সুরগণের অরণি-স্বরূপ; অতএব হে ভদ্রে! আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৫৩ ॥

৩। হে দেবি! যিনি চরাচর মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, আপনিই সেই বিষ্ণুমায়া। হে বিষ্ণু-ভাবানুসারিণি! আপনি কমলারূপে বিষ্ণুর হৃদয়-কমলে সতত বিরাজমানা ॥ ৫৪ ॥

৪। মাতঃ! একমাত্র আপনিই **লক্ষ্মী,** আপনিই **গৌরী,** আপনিই শচী ও আপনিই **কাত্যায়নী**; অধিক কি বলিব, জগতে সদসৎ যে-কিছু বস্তু আছে, আপনি তৎসমুদয়েরই শক্তিস্বরূপা; অতএব হে অখিলাত্মিকে! আপনাকে স্তব করিতে কে সমর্থ হইবে? ৫৫-৫৬ ॥

৫। জননি! আপনি সকলেরই ভদ্রদায়িনী বলিয়া ভদ্রা নামে প্রসিদ্ধা; অতএব হে সুভদ্রে! আপনার জয় হউক। হে **ভদ্রকালি**! আপনিই সমুদয় ভদ্রাভদ্র-স্বরূপা, আপনাকে নমস্কার ॥ ৫৭ ॥

৬। দেবি! আপনি—অখিল জগতের মাতা এবং ভগবান্ নারায়ণ—পিতা। জগতে যত কিছু স্ত্রী-মূর্ত্তি আছে, সকলই আপনি এবং যত কিছু পুরুষ আছে, জগদীশ্বর নারায়ণই তৎসমুদয়-স্বরূপ ॥ ৫৮ ॥

৭। হে পরমেশ্বরি! আপনাদিগের **উভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই,** জগতে আপনাদিগের অপেক্ষা অপর শ্রেষ্ঠবস্তু আর কিছুই নাই। বিষ্ণুমায়া আপনি আমাদিগকে যেরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমরা প্রতিনিয়ত সেই নিদেশানুসারেই ভ্রমণ করিতেছি। পরমাবৃত্তি বলুন, প্রবৃত্তি বলুন, ক্ষুধা বলুন,

নিদ্রা বলুন, আশা বলুন, আর আশার পূর্ণতাই বলুন, সকলি আপনি এবং একমাত্র আপনার কৃপাতেই সকলের সকল আশা পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ৫৯-৬০ ॥

৮। মাতঃ! আপনিই জীবগণের মুক্তিপ্রদায়িনী এবং আপনিই তাহাদিগের ভব-বন্ধনের হেতু। হে সনাতনি! আপনিই ভক্তগণের সর্ব্বকামপ্রদা কল্পলতিকা-স্বরূপ; অতএব হে ভক্ত-বৎসলে! আমি আপনার চরণ-প্রান্তে পতিত হইতেছি, আপনি কৃপা-কটাক্ষপাতে আমাকে পরিত্রাণ করুন ॥ ৬১-৬২॥

[ভগবান্ কমলাসন, সুভদ্রাদেবীকে স্তব করিয়া তৎসমীপবর্ত্তী রথস্থিত **বিষ্ণুর চতুর্থ শরীর সুদর্শন চক্রকে** পরম ভক্তিসহকারে প্রণামপূর্ব্বক এইরূপ স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥]

শ্রীশ্রীসুদর্শন-স্তোত্রম্—

৯। হে মহাদীপ্তিশালিন্ 'সুদর্শন!' হে কোটি-সূর্য্য-সম-প্রভ! তুমি অজ্ঞান-তিমিরান্ধ ব্যক্তিগণের বৈকুণ্ঠ-মার্গ-প্রদর্শক ॥ ৬৪ ॥

১০। (হে সুদর্শন!) তুমি প্রতিনিয়ত বিলসনশীল নানা প্রকার বৈষ্ণবাস্ত্র-নিচয়ের আধার-স্বরূপ; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি বিষ্ণুর অনিবার্য্য-বীর্য্য মূর্ত্তিস্বরূপ; তোমাকে আমি প্রণাম করি ॥ ৬৫ ॥

—উৎকলখণ্ডে সপ্তবিংশ-অধ্যায়ে

শ্রীমূর্ত্তি ও মায়াবাদ

জড়ীয় ভেদ অনিত্য, কিন্তু মিথ্যা নহে; চিন্ময় ভেদ বা বিলাস নিত্য, সত্য বা সনাতন

এই পরিদৃশ্যমান জগতে নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার বিচিত্রতা-ক্রমে বস্তু-সমূহের পরস্পর বিশেষ-ধর্ম্মদ্বারা ভেদ প্রতীত হয়। মায়াবাদী বলেন—এই জড়জগতে তাদৃশ ভেদ আছে, প্রকৃতির অতীত রাজ্যে সেইরূপ চিদ্বিলাস নাই। তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন—চিদ্‌রাজ্যে নিত্য বিচিত্রতা আছে, জড়রাজ্যের বিচিত্রতা অনিত্য। চিদ্‌রাজ্যে অদ্বয়-জ্ঞানদ্বারা বিচিত্রতা গঠিত, জড়মায়ার রাজ্যে দ্বৈত-জ্ঞানদ্বারা অখণ্ড অদ্বয়-জ্ঞান কাল-কর্ত্তৃক ক্ষুব্ধ।

'স্বপ্ন' তাৎকালিক সত্য, 'জাগরণ' নিত্যসত্য ; তাহাতে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন উপাদেয়রূপে নিত্যবর্ত্তমান

স্বপ্ন-কালের প্রতীতি কর্ত্তৃ-সত্তায় সত্য ও অনিত্য। জাগর-কালে স্বপ্নোত্থ প্রতীতি অতীত-কালে কর্ত্তৃ-সত্ত্বায় অধিষ্ঠিত সত্য। স্বপ্ন-ভূমি অতিক্রান্ত হওয়ায় জাগর-ভূমিতে অনুভবনীয় বিষয়গুলির অধিষ্ঠান পাওয়া যায় না। জাগর-ভূমিতে জীবাত্মার অধিষ্ঠান এবং অনুভূতি-যোগ্য বিষয়গুলি সত্য হইলেও নিত্যসত্য নহে। অর্থাৎ এখানে ভোগ্য, ভোক্তা ও ভোগ নিত্যকাল স্থায়ী নহে। চিদ্‌রাজ্যে বা আত্মজগতে চিদ্‌বস্তুর ত্রিবিধ শক্তিগত অধিষ্ঠান আছে। দ্রষ্টা নিত্যকাল নিত্যদৃশ্যকে নিত্য দর্শন করেন। দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন—এই বস্তুত্রয়ই চিৎ এবং তাহাতে উপাদেয়তা ও আনন্দ-ধর্ম্ম নিরবচ্ছিন্ন নিত্যকাল অবস্থান করে। মায়িক জগতে সচ্চিদানন্দ অনুভূতি অনিত্য, অজ্ঞান ও নিরানন্দময়।

শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা নিত্য ও অদ্বয়-জ্ঞানময় ; ব্রাহ্মণ, যোগী ও ভক্তগণ সেই একই অদ্বয়-জ্ঞানের জ্ঞাতা ও উপাসক

শ্রীভগবান্ নিত্যবিচিত্র লীলাময়। তাঁহার শ্রীনাম, রূপ, গুণ ও লীলা অদ্বয়-জ্ঞানময়। তিনি বৈকুণ্ঠ-বস্তু ; তাঁহার অনন্ত পরিকর নিত্যকাল প্রেমধর্ম্মে অবস্থিত। ভক্তগণের এই তত্ত্বজ্ঞান পরমাত্ম-যোগসাধন-নিরত যোগীদিগের বা কেবল-জ্ঞান-নিরত ব্রাহ্মণগণের অভীপ্সিত না হইলেও সেই একই তত্ত্বকে সকলেই লক্ষ্য করেন। ব্রাহ্মণ, যোগী ও ভক্ত সকলেই অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের জ্ঞাতা। যোগীও উপাসক।

কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী অপেক্ষা ভক্তগণ পৃথক্ ও শ্রেষ্ঠ, পরন্তু ভক্তই সর্ব্বোত্তম-জ্ঞানী ও ব্রাহ্মণ

ভক্তগণ সকলেই ভক্তি-যোগী ও পরব্রহ্ম ভগবানের উপাসক। ইতর যোগী বা ইতর ব্রাহ্মণগণের সহিত তাঁহাদের মতভেদ আছে। ভক্তগণের সহিত কর্ম্ম-যোগী ও জ্ঞান-যোগীর ভেদ আছে। কর্ম্মী ও জ্ঞানী-ব্রাহ্মণের ভেদ আছে। তাই বলিয়া ভক্ত-ব্রাহ্মণ ও ভক্ত-যোগীর মধ্যে কোন ভেদ নাই। উপাস্য বস্তুর অদ্বয় ও অখণ্ড-জ্ঞানে ভেদ থাকিতে পারে না। যেখানে ভেদ কল্পিত হইয়াছে, সেখানেই যোগী ও ব্রাহ্মণগণের সহিত ভক্তগণের পার্থক্য ঘটিয়াছে। বিরোধ করিতে গিয়াই ইতর-ব্রাহ্মণ বা ইতর-যোগিগণ ভক্তকে অব্রাহ্মণ ও অযোগী বলেন। পক্ষান্তরে ভক্ত-ধারণায় ভক্তই সর্ব্বোত্তম-ব্রাহ্মণ ও সর্ব্বোত্তম-যোগী।

ভক্ত হরিসেবা ছাড়িয়া ইতর-কর্ম্মময় যোগ এবং জ্ঞানময় যোগ এবং জ্ঞানময় কৈবল্য স্বীকার করেন না। ভক্তি-সংজ্ঞায় কর্ম্ম ও জ্ঞানাবৃত কৃষ্ণানুশীলনকে ভক্তি বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

শ্রীবিগ্রহকে মায়িক মনে করাই 'মায়াবাদ'

শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা আছে। জড়বুদ্ধিতে কর্ম্ম-মার্গীয়গণ বৈকুণ্ঠ-বস্তুতে অদ্বয়-জ্ঞানের পরিবর্ত্তে জড়-ধারণার প্রবর্ত্তন করেন। **মুমুক্ষু জ্ঞানিগণও মায়াগ্রস্ত হইয়া ভগবদ্‌বিগ্রহকেও ন্যূনাধিক মায়িক মূর্ত্তি মনে করেন।** মায়াবাদী বলেন—শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীবিগ্রহীর মধ্যে ভেদ আছে; মন্ত্রের দ্বারা শ্রীমূর্ত্তিতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম আহূত হন, কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ বস্তু; তাহার নিত্য-নাম-রূপ-গুণ-লীলা নাই। তত্ত্ববিদ্ বৈষ্ণবগণ বলেন—ইহাই উপাস্য বিগ্রহের সম্বন্ধে মায়াবাদ।

দীক্ষা-প্রভাবে শ্রীবিগ্রহে ও শ্রীবিগ্রহীতে ভেদজ্ঞান বিনষ্ট হয়

দীক্ষারূপ সম্বন্ধ-জ্ঞান উদিত হইলে এই মায়াবাদ কুজ্ঝটিকার ন্যায় বিলীন হয় এবং মন জড়াবার হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। **পাপিষ্ঠ মায়াবাদিগণ বিষ্ণু-কলেবরকে প্রাকৃত মনে করেন,** কিন্তু তত্ত্ববিদ্ দীক্ষিত বৈষ্ণবের নিত্য নির্ম্মল প্রতীতিতে বিগ্রহ-বিগ্রহীর মধ্যে অখণ্ডজ্ঞানে দ্বৈত-বুদ্ধি নাই। মায়াবাদী বা কর্ম্মিগণ জড়ে চিদ্ আরোপ করেন, নৈষ্কর্ম্ম-বৈষ্ণবগণ শ্রীমূর্ত্তিতে আদৌ জড়ের ভোগময় অনুভূতি বুঝিতে পারেন না। প্রকটকালীয় বিগ্রহ ও অর্চ্চা-বিগ্রহে বস্তুতত্ত্বে অখণ্ডজ্ঞান উদিত হয়।

—শ্রীল প্রভুপাদ

জ্ঞান

স্মার্ত্ত-কর্ম্মী, যোগী, মায়াবাদী প্রভৃতির জ্ঞান—খণ্ডজ্ঞান

জ্ঞান কি?—এই প্রশ্নের বহুবিধ উত্তর পাওয়া যায়। কেহ বলেন যে, মানবের ইন্দ্রিয়গণ বিষয় স্পর্শ করিয়া যে অনুভূতি লাভ করে, তাহাই জ্ঞান। কেহ বলেন যে, অষ্টাঙ্গ-যোগসিদ্ধির দ্বারা যে-সকল অনুভূতি হয়, তাহাই জ্ঞান। কেহ বলেন যে, একমাত্র ব্রহ্মানুভূতিই জ্ঞান। বিলাতে কোন কোন পণ্ডিত জ্ঞানকে দুই ভাগ করিয়া এক ভাগকে Knowledge এবং অপর ভাগকে

Wisdom বলেন। বস্তুতঃ ঐসমস্ত ব্যক্তি জ্ঞান-শব্দের প্রকৃত ও সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করেন না। খণ্ডার্থ লইয়া বাগাড়ম্বরে কালযাপন করেন।

জ্ঞানের অভাবে জ্ঞেয় নিরর্থক

বস্তুতঃ জ্ঞানই জগতে একমাত্র তত্ত্ব। জ্ঞেয়-বস্তু জ্ঞান হইতে পৃথক্ হইলেও জ্ঞানাভাবে জ্ঞেয়-বস্তু নিরর্থক হয়। সুতরাং সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বশাস্ত্রেই জ্ঞানের অপরিসীম মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার পরস্পর সম্বন্ধ

'জ্ঞান'-শব্দ উল্লেখ করিতে গেলেই জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতার পৃথক্ পৃথক্ ভাব উদয় হয়। যিনি অনুভব করেন, তিনি **পরিজ্ঞাতা**। যে বস্তু অনুভূত হয়, তাহা **জ্ঞেয়**। অনুভব-কার্য্যই **জ্ঞান**। আবার পরিজ্ঞাতা অন্যের দ্বারা অনুভূত হইলে জ্ঞেয়-শ্রেণীভুক্ত হন। অপর জ্ঞান দ্বারা আলোচিত হইলে জ্ঞানও জ্ঞেয়-বস্তু হয়। জ্ঞেয়-বস্তু যখন অন্য বস্তুকে অনুভব করেন, তখন তিনি পরিজ্ঞাতা। সুতরাং জ্ঞান স্বরূপতঃ এক বস্তু এবং সম্বন্ধতঃ তিন বস্তু।

'সম্বন্ধ' ব্যতীত 'স্বরূপে'র বিচারে অনর্থের উৎপত্তি

স্বরূপকে সম্মান করত সম্বন্ধকে হেয়-জ্ঞান করা অন্যায়। কেন না, স্বরূপ মাত্রেরই সম্বন্ধ-ভাব নিত্য। একটি অখণ্ড স্বরূপ মাত্র স্বীকার করিয়া সম্বন্ধ-সকলকে অস্বীকার করিলে তত্ত্বের চরিতার্থতা হয় না। এই কথাটী সুন্দররূপে বুঝিতে না পারিয়াই মায়াবাদ, বিবর্ত্তবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদ-রূপ মহা-অনর্থ জীবের হৃদয়ে উদিত হয়। স্বরূপ ও সম্বন্ধ উভয়ই যুগপৎ নিত্য। সুতরাং জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা স্বরূপতঃ এক অখণ্ড-তত্ত্ব হইয়াও সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে পৃথক্‌রূপে বর্ত্তমান। এবম্বিধ বিপরীত ব্যাপার কেবল ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তি হইতেই সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। জীবের পরিসীম জ্ঞানে তাহা উপলব্ধ হয় না।

জীবে জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃত্ব

পরমেশ্বর পূর্ণ-জ্ঞান-স্বরূপ। জীব সীমাবিশিষ্ট জ্ঞান-স্বরূপ। পরমেশ্বরের জ্ঞান আমাদের আলোচ্য নয়। জীবের জ্ঞান আমাদের পক্ষে আলোচ্য। অতএব আমরা জীব-জ্ঞানের আলোচনা করিয়া দেখাইব যে, জীবে জ্ঞান, জ্ঞেয়ত্ব ও পরিজ্ঞাতৃত্ব নিত্য বর্ত্তমান আছে।

বদ্ধ ও মুক্ত জীবদ্বয়-মধ্যে বদ্ধজীবের জ্ঞানই আলোচ্য

জীব-জ্ঞান ত্রিবিধ। জীব যাহা অনুভব করিতে পারেন, তাহাই জীব-জ্ঞান। জীব মুক্ত-বদ্ধ-ভেদে দুই প্রকার। মুক্তজীব পরমেশ্বর-প্রসাদ লাভ করিয়া কতদূর

অনুভব-রাজ্য বিস্তৃত করিতে পারেন, তাহা আমরা বিচার করিতে সক্ষম নই। কেবল বদ্ধজীবের অনুভব সম্বন্ধে আমাদের বিচার চলিতে পারে।

স্থূল-জ্ঞান ও লিঙ্গ-জ্ঞান-চিন্ময় নহে

বদ্ধজীবে জীবের স্বরূপ, লিঙ্গরূপ ও স্থূলরূপ—এইপ্রকার তিনটী পৃথক্ পৃথক্ সত্তা আছে। স্থূল-সত্তায় জীবের জ্ঞান পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা সংগৃহীত। পঞ্চ ইন্দ্রিয় তত্তদ্‌বিষয়-সংস্পর্শের দ্বারা যে জ্ঞান সংগ্রহ করে, তাহাই **স্থূল-জ্ঞান**। সেই স্থূল-জ্ঞান অন্তরেন্দ্রিয়-রূপ মনে নীত হইলে মনের সংকল্প-বিকল্প, গৌরব-লাঘব ইত্যাদি বৃত্তিক্রমে কল্পনা ও বিভাবনা দ্বারা যে একপ্রকার নূতন শ্রেণীর জ্ঞানোদয় হয়, তাহাই **লিঙ্গ-সত্তার জ্ঞান**। যোগসিদ্ধ পুরুষগণ যে লিঙ্গ-জগতের গূঢ়জ্ঞান লাভ করেন, তাহাও জীবের লিঙ্গ-সত্তার জ্ঞান। স্থূল ও লিঙ্গ-স্বরূপগত সমস্ত জ্ঞানই প্রাকৃত। তাহা চিন্ময় নয়। এই কারণেই যোগিগণ চিজ্জগতের কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন না। জ্যোতির্ম্ময় 'বিশেষ' সমস্তই লিঙ্গ-জগতের সম্পত্তি। Astral-Phenomena ও বিভূতি অর্থাৎ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সমস্তই লিঙ্গ-জগতে আবদ্ধ। তাহাদের সহিত চিজ্জগতের কোন নিকট-সম্বন্ধ নাই।

জীবের স্বরূপ-সত্তাগত জ্ঞানই চিন্ময় ও আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান

জীবের স্বরূপ-সত্তায় যে জ্ঞান আছে, এবং উদয় হয়, তাহাই চিজ্জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান। অষ্টাঙ্গযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি নামধেয় যোগ-দ্বারা সে-জ্ঞানের কোন উপকার হয় না। জীবের স্বরূপ-সত্তাগত জ্ঞানই **আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান**। তাহা দুই প্রকার অর্থাৎ জীবের **'স্বভাবজ'** ও **'প্রসাদজ'**। জীব-সত্তার স্বভাব হইতে যে জ্ঞান উদয় হয়, তাহাই জীবের স্বভাবজ জ্ঞান। লিঙ্গসত্তা বা স্থূলসত্তা হইতে সে জ্ঞান হয় না।

স্বভাবজ জ্ঞান ঃ—
ঈশ্বর ও জীব একজাতীয়, সুতরাং তাঁহাদের স্বভাব বা ধর্ম্মও একজাতীয়

জীব-সত্তা পরম চৈতন্যবস্তুর কণমাত্র। সুতরাং পরমচৈতন্যের যে স্বভাব, তাহারই কিয়ন্মাত্র পরিচয় জীব-স্বভাবে দেখা যায়। **স্বভাবের অন্য নাম ধর্ম্ম। পরমচৈতন্যের ধর্ম্ম ও জীবের ধর্ম্মে একতা আছে। ভেদ কেবল পরিমাণে।** যে ধর্ম্ম পূর্ণরূপে ও অসীমরূপে পরমচৈতন্যে নিত্য বর্ত্তমান, তাহাই পরমাণু পরিমাণে জীবেও নিত্য বর্ত্তমান। ঈশ্বর ও জীব একজাতীয় বস্তু, সুতরাং তাঁহাদের ধর্ম্মও একজাতীয়। লিঙ্গ-ধর্ম্ম বা স্থূল-ধর্ম্ম

ঈশ্বরে নাই, কাযে-কাযেই জীবেও নাই। স্থূলশরীর-গত ধর্ম্ম বা লিঙ্গ-শরীরগত ধর্ম্ম বদ্ধজীবদিগের ঔপাধিক ধর্ম্মমাত্র,—স্বভাব নয়। চিৎস্বরূপ জীব স্ব-প্রকাশ। লিঙ্গগত মন, বুদ্ধি বা অহঙ্কার-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় না। স্থূল-দেহের ইন্দ্রিয়, চন্দ্র, সূর্য্য বা অগ্নির আলোকে প্রকাশ পায় না। সুতরাং **স্থূল-ইন্দ্রিয়-প্রাপ্ত জ্ঞান বা লৈঙ্গিক মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-উদিত জ্ঞান কখনই জীবকে বা পরমেশ্বরকে প্রকাশ করিতে পারে না।** জীবের স্বভাবগত জ্ঞানই জীবের স্বরূপ-পরিচয়।

স্থূল ও লিঙ্গ-সত্তার অপসরণে স্বরূপ-জ্ঞান

ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি যেমত ভস্মে পরিচিত নন, ভস্ম অপসৃত হইলে স্বীয় উত্তাপ ও আলোক দ্বারা পরিচিত হন, সেইরূপ জীবের স্থূল ও লিঙ্গ-সত্তা অপসৃত হইলেই জীবের স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। স্থূল ও লিঙ্গরূপ ভস্মের দুই স্তর জীবরূপ অগ্নিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। যে-পর্য্যন্ত সেই দুই স্তর দূরীকৃত না হয়, সে-পর্য্যন্ত কি জীবের কোন পরিচয় নাই?—হাঁ, আছে। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির নিকট বসিলে যেরূপ স্বল্প পরিমাণ উত্তাপ পাওয়া যায়, সেইরূপ উক্ত দুই স্তর-আচ্ছাদিত জীবও কিয়ৎ পরিমাণে নিজ-পরিচয় দিয়া থাকেন।

বদ্ধাবস্থায় জীবের নিজ শুদ্ধ পরিচয়-জ্ঞান

সেই পরিচয় এইরূপ ;—

১। আমি স্থূল ও লিঙ্গ-জগৎ হইতে একটী পৃথক্ ব্যক্তি।

২। আমার সম্বন্ধ, আশা, স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতা—এই স্থূল ও লিঙ্গ-জগতের অতীত কোন অবস্থায় আছে।

৩। আমি স্বতন্ত্র-সত্তা হইয়াও কোন বৃহৎ স্বতন্ত্র-সত্তার পরতন্ত্র।

৪। আমি স্বভাবতঃ সেই বৃহৎ স্বতন্ত্র-সত্তা-কর্ত্তৃক সর্ব্বদা আকৃষ্ট।

৫। আমি কোন অপরাধে এই অস্বচ্ছন্দ অবস্থায় নীত হইয়া আছি।

৬। সেই অপরাধ ক্ষয়পূর্ব্বক আমার শুদ্ধ-অবস্থা লাভ করা আবশ্যক।

৭। একমাত্র বিশুদ্ধ প্রীতি-সুখই সেই অবস্থার পরিচয়।

৮। আমি স্বয়ং ক্ষুদ্র, সুতরাং শক্তিহীন। আমার পরম কান্তের অনুগত থাকিয়া তাঁহার সহায়তায় বল লাভ করিব।

৯। আমি দূরে পড়িয়াছি, কিন্তু আমার কান্ত স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিক্রমে আমা হইতে অনতিদূরে আছেন।

১০। আমার বর্ত্তমান অবস্থা—স্থূল ও লিঙ্গাবরণ-সত্তা-জনিত যন্ত্রণা-বিশেষ।

স্থূল ও লিঙ্গ-সত্তাগত বিতর্করূপ জ্ঞান স্বীয় বল প্রকাশপূর্ব্বক স্বভাবগত আত্ম-প্রত্যয়কে পরের ন্যায় অনাদৃত করিয়া রাখিয়া থাকে। সাধুসঙ্গ এবং অন্য সুকৃতিবলে যখন আত্মজ্ঞান বলবান্ হয়, তখন স্থূল ও লৈঙ্গিক জ্ঞান দুর্ব্বল হইয়া নিরস্ত হয়। স্বভাবজ জ্ঞান এইরূপ।

প্রসাদজ জ্ঞান দ্বিবিধ ঃ—

(১) ভগবৎ-প্রসাদজ জ্ঞান

প্রসাদজ জ্ঞান দুই প্রকার অর্থাৎ ভগবৎ-প্রসাদজ জ্ঞান এবং ভক্ত-প্রসাদজ জ্ঞান। শুদ্ধভক্তি-সাধন দ্বারা পরমেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে, তিনি কৃপা করিয়া জীবকে অনন্ত জ্ঞান প্রদান করেন। যোগবলে বা ইন্দ্রিয়-চালন-বলে অনন্তকালে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহা প্রসাদজ-জ্ঞানের এক কণের সমতা লাভ করে না। সমস্ত অপ্রাকৃত জ্ঞান-ভাণ্ডার ভগবৎকৃপা-বলে ভক্ত লাভ করিয়া থাকেন। যোগিগণ ও প্রাকৃত পণ্ডিতগণ বহু পরিশ্রমে যত প্রকার জ্ঞানই লাভ করুন, সে-সমস্তই প্রাকৃত। **যোগিগণের চরম প্রাপ্য—কৈবল্য। তাহাতে প্রাকৃত জ্ঞানের অন্ত নির্দ্দিষ্ট হইলেও কিছুমাত্র অপ্রাকৃত জ্ঞান নাই।** সেই কৈবল্য ভেদ করিয়া চিদ্‌বিচিত্রতা দেখিতে পাইলে অপ্রাকৃত জ্ঞানের আস্বাদ পাওয়া যায়। কৈবল্য ভেদ করা—জীবের নিজ-চেষ্টার অসম্ভব। ভগবৎ-ভাগবত-কৃপা ব্যতীত কৈবল্য অতিক্রম করা দুঃসাধ্য।

(২) ভক্ত-প্রসাদজ জ্ঞান

ভক্ত-প্রসাদজ জ্ঞানও দুর্লভ। যে ভক্ত ভগবৎ-প্রসাদে স্বীয় স্বভাবজ জ্ঞানকে ভগবৎ-কৃপায় সমৃদ্ধ করিয়া সমস্ত ভগবৎ-প্রসাদজ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি স্বীয় শক্তি-সঞ্চার দ্বারা তাঁহার কৃপা-পাত্রকে সেই অপ্রাকৃত জ্ঞান-ভাণ্ডারের অধিকারী করিতে পারেন। এবম্বিধ ভাগবত-সঙ্গ জীবের পক্ষে বিরল, সুতরাং **ভক্ত-প্রসাদজ জ্ঞান লাভ করা সর্ব্বত্র সুসাধ্য নয়।**

জ্ঞান ত্রিবিধ ঃ— স্থূল, লিঙ্গ ও অপ্রাকৃত

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, জ্ঞান তিন প্রকার ঃ—

১। ইন্দ্রিয়-সংগৃহীত **স্থূল-জ্ঞান।**

২। যোগদ্বারা প্রাপ্ত **লিঙ্গ-জ্ঞান।**

৩। জীবের স্বরূপ-সত্তাগত **অপ্রাকৃত-জ্ঞান।**

(১) **ইন্দ্রিয়-সংগৃহীত স্থূলজ্ঞান** এই স্থূল-শরীরের সঙ্গে-সঙ্গেই বিনষ্ট হয়। পদার্থ-তত্ত্ববিদ্যা যে-সকল জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া থাকেন, সে সমস্ত জ্ঞানেরই ঐ একপ্রকার গতি। স্থূলজ্ঞানী যতই অহঙ্কার করুন, মরণের সহিত তাঁহার অহঙ্কার ও অহঙ্কারের বিষয় দূরীভূত হইবে। এই ক্ষুদ্র অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি যে অপ্রাকৃত জ্ঞানের অবমাননা করেন, সে কেবল তাঁহার যথার্থ জ্ঞানাভাব-জনিত উপদ্রব-বিশেষ।

(২) **যোগদ্বারা প্রাপ্ত লিঙ্গজ্ঞানের** সীমা, লিঙ্গ-জগতের সীমার সহিত এক। কর্ম্মফলে যে-পর্য্যন্ত জীব লিঙ্গ-শরীরের বশবর্ত্তী, সে-কাল পর্য্যন্ত সেই জ্ঞানের বল। লিঙ্গ ভঙ্গ হইলে অর্থাৎ মুক্তি উপস্থিত হইলে, আর যোগাদির ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান কোথায় থাকে? সুতরাং যোগ-প্রাপ্ত জ্ঞানেরও আনন্ত্য-ধর্ম্ম নাই। তাহার একটী সীমা আছে।

(৩) **জীবের স্বরূপ-সত্তাগত অপ্রাকৃত জ্ঞানই** নিত্য, অসীম ও অনন্ত। সেই জ্ঞানের যত্ন করাই জীবের কর্ত্তব্য।

শ্রীব্যাসের প্রতি শ্রীনারদের জ্ঞানোপদেশ

অতএব শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন,—

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো, ন লভ্যতে যদ্‌ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং, কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা॥

(ভাঃ ১।৫।১৮)

অতএব হে ব্যাস! বিবেকী লোক সেই তত্ত্ব-জ্ঞানের জন্যই যত্ন করেন, যাহা এই প্রাকৃত জগতে উচ্চ-নীচ সমস্ত স্থান ভ্রমণ করিয়াও পাওয়া যায় না। প্রাকৃত জগতে যে সুখ আছে, তাহা গভীর বলযুক্ত কালদ্বারা চালিত হইয়া দুঃখের ন্যায় বিনা চেষ্টাতেও লাভ করা যায়।

শ্রীমদ্ ভাগবতই অপ্রাকৃত জ্ঞানপ্রদ গ্রন্থ

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থই সেই স্বানুভূত জ্ঞানপ্রদ গ্রন্থ। অতএব তাহা সর্ব্বশ্রুতি-গণের সার-শিক্ষা। জীবের স্বরূপ-সত্তাগত অপ্রাকৃত জ্ঞান পাইবার যদি বাসনা থাকে, তবে ঐ গ্রন্থে যে সমস্ত অপ্রাকৃত বিচিত্রতা বর্ণন আছে, তাহাতে অপ্রাকৃত জ্ঞান-ভাণ্ডার অন্বেষণ করুন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(সসঙ্গিনী সজ্জনতোষণী ৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা)

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বন্দনা

"নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥"

জয় জয় প্রভু ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।
নিখিল জীবেতে যাঁর করুণা প্রচুর॥
গৌরাভিন্ন-গৌরশক্তি মহা-তেজস্কর।
যাঁহার কৃপাতে ধন্য হৈল চরাচর॥
কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগী-ধ্যানী-অন্য অভিলাষী।
সকলে যাঁহার পদে নত হৈল আসি'॥
যেই জন আনিলেন কৃষ্ণ-প্রেমধন।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন॥ ১॥

কলিরাজ বিস্তারিয়া আপনার শক্তি।
মন্দক্ষণে আচ্ছাদিলা যবে প্রেম-ভক্তি॥
সেইকালে গৌরহরি জীব-দুঃখ হেরি।
পাঠাইলে নিজ-জনে জীবে কৃপা করি'॥
সেই গৌরশক্তি ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।
কলির কলুষ-রাশি এবে কৈলা দূর॥
ভক্তি-অস্ত্রে মায়াবাদ খণ্ডিলা যে-জন।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন॥ ২॥

যেই গৌরজন প্রচারিয়া গৌর-তত্ত্ব।
জীবে জানাইল তবে নিজ শুদ্ধ-সত্ত্ব॥
জড় ভোগের দাস হঞা ছিল জীবগণ।
ভোগ ছাড়াইয়া দিলা কৃষ্ণ-প্রেমধন॥
কৃষ্ণভক্তি-শূন্য ধরা করি' দরশন।
রূপ-প্রদর্শিত পথ দেখা'য়ে যে-জন—
জীবে উপদেশামৃত-ধারা কৈলা বরিষণ।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন॥ ৩॥

গৌর-ভক্তি বিনাশিয়া যবে জড় কামে।
মত্ত হ'য়ে ছিল জীব পরকীয় ভ্রমে॥

রাধা-কৃষ্ণ-সেবা ত্যজি 'সখীভেকী' হঞা।
প্রাকৃত সম্ভোগ-কথা কহে প্রচারিয়া॥
জড়-রস আদি শুদ্ধ প্রেমে মিশাইল।
রূপানুগ-পথ ত্যাগ যে-কালে করিল॥
　　সে-কালে জীবেরে দয়া করিল যে-জন।
　　বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন॥ ৪॥

সকল শাস্ত্রেতে যিনি হ'য়ে পারঙ্গত।
বিচারিলা বহু শাস্ত্র সিদ্ধান্ত-সম্মত॥
সে-শাস্ত্র পড়িয়া জীব ভক্তিরস পাঞা।
জড় ভোগ পরিহরি' বিস্মরিলা মায়া॥
শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট স্থাপিলা যে-জন।
শিক্ষা দিলা ভক্তি-প্রেমে কৃষ্ণ বশ হ'ন॥
　　ভজনেতে সুখ—শিক্ষা দিলা যেই জন।
　　বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন॥ ৫॥

যে 'ভক্তিবিনোদ'-নাম করিল ধারণ।
সৎ-চিদানন্দ-নাম করায় স্মরণ॥
যে-জন জীবের দূর করি' জড় ভাব।
শিক্ষা দিলা জড় ত্যাগে হয় ব্রজ-লাভ॥
শ্রীগৌর-বিমুখ হেরি বদ্ধ-জীবগণে।
মুক্ত কৈলা যেই জন কৃষ্ণপ্রেম-দানে॥
　　যত দুষ্ট-মত যিনি কৈলা বিনাশন।
　　বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন॥ ৬॥

ভকতিবিনোদ যদি হ'য়ে অবতার।
শ্রীচৈতন্য-বাণী নাহি করিত প্রচার॥
অচৈতন্য এ-জগতে অকৃত্রিম-ভাবে।
না চিনিত জীবগণ শ্রীচৈতন্যদেবে॥
"প্রেমভক্তি" একমাত্র কৃষ্ণ-বিনোদনে।
সমর্থ—এ'কথা শিক্ষা দিত কোন্ জনে?
　　বিশুদ্ধ ভক্তির বাণী-মূর্ত্তি যেই জন।
　　বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন॥ ৭॥

যাঁর 'গীতমালা' পড়ি' জীব-সমুদয়।
ভব-বন্ধ-মহাক্লেশ হ'তে মুক্ত হয়॥
যাঁর 'গীতাবলী' শুদ্ধভক্ত-মুখে শুনি'।
জড় জগতের গীত ঘৃণ্য বলি' মানি॥
যে 'কল্যাণ-কল্পতরু'-জাত পক্কফল।
সেবনে জীবের নাশে অনর্থ সকল॥
সেই ফল জীবে দান করিলা যে-জন।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন॥ ৮॥

আচার্য্যের অপ্রাকৃত চরিত্র-বিষয়।
উপলব্ধি হয় যাঁর শ্রীকৃষ্ণ কৃপায়॥
হইয়া অনর্থমুক্ত সেই মহাশয়।
শ্রীগুরুচরণপদ্মে লভিয়া আশ্রয়॥
অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবা-অধিকারী হ'ন।
সম্ভবে তাঁহারে তাঁর চরিত্র বর্ণন॥
আমি অতি দুষ্টমতি অনর্থে জড়িত।
চরিত্র বর্ণন মোর বাতুলতা মাত্র॥
শ্রীমুকুন্দ-প্রেষ্ঠ হ'ন আচার্য্য-প্রবর॥
আজিকে তাঁহার হয় নির্য্যাণ-বাসর॥
হেন দিনে তাঁর পদে প্রার্থনা আমার।
কৃষ্ণভক্তি পাই যেন প্রসাদে তাঁহার॥ ৯॥

ভক্তিবিনোদ জয় পতিতপাবন।
তোমা-বিনা কে দয়ালু আছয়ে এমন॥
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধর দয়াময়।
পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি-শৃঙ্গ তোমার কৃপায়॥
তব পাদপদ্ম শিরে করিয়া ধারণ।
পূজিতে বাসনা আজি তোমার চরণ॥
কিন্তু শক্তিহীন আমি দীন-অভাজন।
তাই প্রভু! তব পদে লইনু শরণ॥
করুণা করিয়া প্রভু তুমি নিজগুণে।
এ-পতিতে দেহ স্থান ও রাঙ্গাচরণে॥ ১০॥

কলুষ-মলিন জীবেরে হেরিয়া,
আনিলেন যিনি করুণা করিয়া,
সেবার বারতা বিশ্ব-মাঝ।
তিনি সেই প্রভু ভকতিবিনোদ,
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে তাঁহার প্রমোদ,
বিশ্ব তাঁহাকে পূজিছে আজ ॥
মন ! বন্দ ভকতিবিনোদ-চরণ সকল গুণের ভাজন।
তিনি—পরম করুণ নিখিল জীবের সকল মঙ্গল-কারণ ॥ ১১ ॥

ভব-দাবানলে দগ্ধ জীবগণ
পে'তেছিল যবে অশেষ বেদন,
তাহাদের ব্যথা করিতে দূর।
বরষিলা যিনি করুণার বারি,
সেই তিনি হ'ন পূজিত সবারি,
জীবের যাতনা করিয়া চূর ॥
মন ! বন্দ ভকতিবিনোদ-চরণ সকল গুণের ভাজন।
তিনি—পরম করুণ নিখিল জীবের সকল মঙ্গল-কারণ ॥ ১২ ॥

গৌরাঙ্গ-আদেশে যেই ভক্ত-শূর,
যাঁহার প্রকট-ভূমি মায়াপুর—
করিয়া প্রকাশ নদীয়া-মাঝে।
গৌর-নিত্যসেবা করিলা স্থাপন,
সে-ভক্তিবিনোদ গৌর-নিজজন,
বিশ্ব লুটিছে তাঁর পদ-রজে ॥
মন ! বন্দ ভকতিবিনোদ-চরণ সকল গুণের ভাজন।
তিনি—পরম করুণ নিখিল জীবের দুরিত-নাশন ॥ ১৩ ॥

দমি' দুরজন 'জৈবধর্ম্ম' ভবে,
প্রচারি'-বিতরি' মোহগ্রস্ত জীবে,
যিনি কৃষ্ণ-ভকতি করিলেন দান।
ভক্তি-রসে জীবে ডুবাইলা যিনি,
নিখিল জীবের আরাধনা তিনি,
জগৎ তাঁর চরণ করিছে ধ্যান ॥

মন ! বন্দ ভকতিবিনোদ-চরণ সকল গুণের ভাজন।
তিনি—পরম করুণ নিখিল জীবের সকল মঙ্গল-কারণ ॥ ১৪ ॥

নাম তত্ত্ববিৎ যেই মহাজন,
দশ অপরাধ করি' বিশ্লেষণ,
নামের স্বরূপ করি' প্রকাশ।
বিরিঞ্চি-দুর্লভ কৃষ্ণ-প্রেমধন,
সুলভে জগতে কৈলা বিতরণ,
হওরে তাঁহার দাসের দাস ॥
মন ! বন্দ ভকতিবিনোদ-চরণ সকল গুণের ভাজন।
তিনি—পরম করুণ নিখিল জীবের সকল অনর্থ-নাশন ॥ ১৫ ॥

'জীবে দয়া' 'নামে রুচি'-শিক্ষা দিয়া,
বৈষ্ণব-সেবায় জীবে নিয়োজিয়া,
(যিনি) জানা'লেন ইহা শুভঙ্কর।
তিনি সকলের সাধনার ধন,
তাঁর পদে কর আত্মনিবেদন,
তিনি ত' অসীম শক্তিধর ॥
মন ! বন্দ ভকতিবিনোদ-চরণ সকল গুণের ভাজন।
তিনি—পরম করুণ নিখিল জীবের সকল মঙ্গল-কারণ ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বভূতে সমদর্শী যেই জন,
নিত্যকাল হরি-রসে নিমগন,
যিনি সদা মত্ত হরি-কীর্ত্তনে।
চতুর্ব্বর্গ আদি কামনারহিত,
সর্ব্বতত্ত্বদর্শী যিনি নিত্য-হিত,
দাও অঞ্জলি তাঁহার চরণে ॥
মন ! বন্দ ভকতিবিনোদ-চরণ সকল গুণের ভাজন।
তিনি—পরম করুণ নিখিল জীবের সকল কল্মষ-নাশন ॥ ১৭ ॥

আজ—হে ভক্তিবিনোদ ! তব চরণে প্রণতি।
যেন তব আশীর্ব্বাদে রহে কৃষ্ণপদে মতি ॥ ১৮ ॥

বৈষ্ণব-চরণরেণু-প্রয়াসী দীন—
—শ্রীগোপালচন্দ্র দাসাধিকারী (রায়)
নারমা (মেদিনীপুর)

ভক্তিকথা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪১ পৃষ্ঠার পর)

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, বিহার প্রদেশের রাজ্যপাল ডাঃ এম্, এস্, আণে মহোদয় গত ১২ই জানুয়ারী, ১৯৫১ তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Convocation (সমাবর্ত্তন)-সভায় নিম্নলিখিত ভাবে বক্তৃতা দিয়াছেন। যথা—

"Our youth are being brought up in a tradition of veiled contempt for religion and everything religious. Spiritualists and religious devotees are the laughing-stock of the educated youth and as the general masses are religious-minded and have great respect and reverence for such devotees and spiritualists, they feel generally disgusted with the attitude of the educated calss and have no regard for them as a class. The educated class has also no feeling of affection for the masses whose way of life are mostly moulded and determined by religious ideas. The result is that the educated classes have not been able to produce in sufficient number of servants to look for the amelioration for the masses in a real missionary spirit.

ভাবার্থ এই যে, আমাদের যুবক-সম্প্রদায়কে এমনভাবে মানুষ করা হইতেছে যে, **তাহাদের ভিতর একটী প্রচ্ছন্ন ভগবদ্বিদ্বেষ বা ধর্ম্ম-বিদ্বেষ-ভাব পুষ্টিলাভ করিতেছে।** সাত্বত ভক্ত এবং ধার্ম্মিকগণ, আধুনিক যুবকবৃন্দের নিকট কয়েকজন হাস্যাস্পদ ব্যক্তি-বিশেষ বলিয়া পরিচিত। সাধারণ ভারতবাসিগণ স্বভাবতই ধর্ম্মভাবাপন্ন বলিয়া এবং তাঁহাদের জন্মগত ধর্ম্মপ্রতি একটা শ্রদ্ধা থাকায়, আধুনিক ধর্ম্মবিদ্বেষী শিক্ষিত-সম্প্রদায়ও তাঁহাদের বিশেষ গ্রাহ্যনীয় হয় না। আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণেরও সাধারণের প্রতি কোন দরদ নাই। ফল এই হইয়াছে যে, সাধারণের উন্নতিকল্পে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন সেবাবৃত্তির উন্মেষ হয় নাই।"

ডাঃ আণের উক্ত বক্তৃতা যাহা কোন বাংলা-দৈনিক-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, এস্থলে তাহার কিয়দংশ উল্লেখ করিয়া সহৃদয় পাঠকবর্গকে বিশ্ববিদ্যালয়ে

ধর্ম্মশিক্ষা-প্রবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে অহ্বান জানাইতেছি—

"ধর্ম্ম-বিষয়ক শিক্ষাদান সম্পর্কে ডাঃ আণে বলেন, বর্ত্তমানে স্কুল ও কলেজসমূহে যে শিক্ষা-নীতি প্রচলিত, তাহাতে ধর্ম্ম-বিষয়ক শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা নাই। স্কুল ও কলেজে ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের তীব্র বিরোধিতা করা হইয়াছে। কিন্তু সমাজ-জীবনে ইহার প্রতিক্রিয়া আধুনিক যুব-সমাজের মধ্য দিয়া কঠোরভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ধর্ম্ম-বিষয়ক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত না হইলে মানব-মনের পুনর্ব্বিকাশের পথ বন্ধ হইয়া যায় বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। **ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে সমাজে যুবকদের মধ্যে নিয়ম, শৃঙ্খলা ও আত্মসংযমের ভীষণ অভাব দেখা দিয়াছে।** যে-সব ছাত্র প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যায় প্রার্থনা না করে, তাহারা ক্রমশঃ নাস্তিক হইয়া পড়ে এবং তাহাদের মন 'নিরবলম্ব' অবস্থায় পড়িয়া থাকে। তাহাদের মনে নীতি অথবা ধর্ম্মের কোন প্রভাবই বিস্তার লাভ করিতে পারে না। তাহারা যুক্তি-তর্কের মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া চলে এবং প্রায়ই কোন না কোন বিপজ্জনক নীতিবাদের কবলে যাইয়া পড়ে। **আজিকার দিনে গুরু-শিষ্যের মধ্যে পবিত্র সম্পর্ক নাই। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ধর্ম্মশিক্ষার অভাবই ইহার প্রধান কারণ।** বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতিগণ আজকাল ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছেন।"

রাজ্যপাল ডাঃ এম্, এস্, আণে মহোদয়ের সহিত কিছুদিন পূর্ব্বে পাটনায় গভর্ণমেণ্ট হাউসে (১৮।১।৫০, বেলা ১১টা) আমাদের কিছু আলাপ-পরিচয় করিবার সুবিধা হইয়াছিল। সেই সময়ে তাঁহাকে আসুরিক শিক্ষা দমন করিবার জন্য কিছু কথা বলিয়াছিলাম। তিনি নিজে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি বলিয়া আমাদের কথা কিছু হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং অসুরিক ভাব দমন করিবার জন্য আমাদের যে আন্দোলন, তাহাতে তিনি সহানুভূতিও প্রকাশ করেন। বর্ত্তমানে তাঁহার এই বক্তৃতায় আমরা কিছু মঙ্গল দর্শন করিতেছি।

ভগবদ্বিদ্বেষী দুষ্ট, মূর্খ, নরাধম ও নষ্টবিত্ত অসুরগণ যেমন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রপত্তি করে না, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সেই প্রকার তাহাদের কোনদিনই দয়া করেন না। পরমদয়াল অবতারী শ্রীগৌরসুন্দর ভগবদ্ভক্ত-বিদ্বেষী গোপাল-চাপালকে এইভাবেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং-স্তথৈব ভজাম্যহম্"—ভগবানের এই বিচার। বরং সেইসকল অসুরগণ কি-প্রকার ক্রমান্বয়ে অন্ধ-যোনিতে নিক্ষিপ্ত হয় এবং জন্মজন্মান্তর অসুরভাবেই থাকিয়া যায়, তাহারই তিনি ব্যবস্থা করেন। যথা—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষেব যোনিষু ॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥

(গীঃ ১৬।১৯-২০)

[অর্থাৎ—সেই বিদ্বেষী, ক্রূর, নরাধমদিগকে আমি এই সংসার-মধ্যেই অশুভ আসুরী যোনিতে সর্ব্বদা ক্ষেপণ করি অর্থাৎ তাহাদের স্বভাবজনিত ক্রিয়াদ্বারা তাহাদের আসুর ভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়। আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ়গণ জন্মে-জন্মে আমাকে লাভ করিতে অক্ষম হয় এবং তাহা হইতেও অধম গতি লাভ করে।]

কিন্তু ভগবান্ অপেক্ষাও ভগবদ্ভক্তগণ মহামহাবদান্য বলিয়া তাঁহারা আমাদের মত নীচ অসুরগণকেও দয়া করেন। ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানের পরিত্যক্ত ব্যক্তিগণকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ—ইহাই তাঁহাদের বিশেষত্ব। সুতরাং পতিত, দুষ্ট, মূর্খ, নরাধমগণকে দয়া করিবার জন্য ভগবদ্ভক্তগণ নানা উপায় উদ্ভাবন করেন; ইহাই তাঁহাদের প্রচার-বৈশিষ্ট্য। এমন কি, তাঁহারা নিজে দুষ্ট, মূর্খগণের মধ্যে থাকিয়া কি-উপায়ে তাহাদের মঙ্গল হয়—তাহারা ভগবদ্ভজন-পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া বিবিধ কৌশল অবলম্বন করেন।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর-শতশ্রী **শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ** লণ্ডনে ছাত্রাবাস স্থাপনের পরিকল্পনায় আমাদিগকে যুক্তি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে, আবশ্যক হইলে ঐসকল বিপথগামী ছাত্রগণের, Sugar-quoted quinineএর মত, অসদাচারের কিঞ্চিৎ প্রশ্রয় দিয়াও তাহাদিগকে ভগবদ্ভক্তি-লাভের সুযোগ করিয়া দিতে হইবে। অসীম শক্তিশালী গুরু-বৈষ্ণবগণ ইচ্ছা করিলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকেই এককালীন উদ্ধার করিয়া ভগবানের পাদপদ্মে পঁহুছাইয়া দিতে পারেন। শ্রীল বাসুদেব দত্ত প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তিনি জগতের সকল জীবের পাপ গ্রহণ করিয়া অনন্তকাল নরকে বাস করিতে প্রস্তুত—যদি শ্রীমন্মহাপ্রভু এককালে সকল জীবকেই উদ্ধার করিয়া লইয়া যান। বৈষ্ণবের প্রাণ এমনই উদার যে, তাঁহারা জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল-লাভের জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল, এবং তাঁহাদেরই পাদপদ্মের রজোভিষেক ভিন্ন ভগবানের কৃপা-লাভ করিবার অন্য কোন উপায়ও নাই।

ভগবদ্ভক্তগণ বুঝেন যে, মূঢ়, নরাধম, দুষ্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তিগণ সকলেই মায়াদুষ্ট। সেইজন্য উদার-স্বভাব ভগবদ্ভক্তগণ সেইসকল দুরদৃষ্ট ব্যক্তিগণকে কদাপি হিংসা না করিয়া তাহাদের পরম মঙ্গল লাভের জন্য সর্ব্বদাই যত্নবান্। ভগবদ্ভক্তগণই তজ্জন্য 'পতিতপাবন' বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহারা ভগবান্ অপেক্ষাও বহুগুণে দয়াল। ভগবানের কৃপাতেই তাঁহারা ভগবান্ অপেক্ষা অধিক বলশালী। **সেইপ্রকার বলশালী ভগবদ্ভক্তের কৃপায় কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুম্ভ, যবন, খশ প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ পাপ-যোনিতে জাত নরনারী ভগবৎপাদপদ্ম লাভ করিতে পারে।**

এবম্বিধ ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মে অপরাধ করিলে আর কোন উপায় নাই। ভগবৎ-পাদপদ্মে অপরাধ করিলে ভগবদ্ভক্তগণই উদ্ধার করিতে পারেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণের পাদপদ্মে অপরাধ হইলে স্বয়ং ভগবানও তাহা হইতে রক্ষা করিতে পারেন না বা করেন না। ভগবদ্ভক্তগণ সেইজন্য কাহারও অপরাধ গ্রহণ করেন না। প্রভু যিশুখৃষ্টকে ক্রুশ-বিদ্ধ করিলেও তিনি কাহারও অপরাধ গ্রহণ করেন নাই। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, কাজীর বিচারে নবদ্বীপের ২২টি বাজারে বেত্রাঘাতে লাঞ্ছিত হইলেও ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—যেন বেত্রাঘাতকারীর কোন প্রকার দণ্ড না হয়। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু মার খাইয়া রক্তাক্ত-কলেবর হইয়াও পতিত জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার 'পতিতপাবন' নামের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। ভগবদ্ভক্তগণের এমনই কৃপা। সুতরাং পতিত, নরাধমগণের সুকৃতিলাভের একমাত্র উপায়—ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গলাভ।

আমরা সর্ব্বতোভাবে আশা করি যে, নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট **শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অনুকম্পিত বলশালী ভগবদ্ভক্তগণ আর সময় নষ্ট না করিয়া কলিহত জীবের কল্যাণের নিমিত্ত একযোগে পুনরায় শ্রীল রূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করিবেন।** শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে তাঁহার আরাধ্যদেব শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ কলির স্থান-স্বরূপ কলিকাতায় যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর লোকচক্ষে গুরু-বাক্য লঙ্ঘন (?) করিয়াও কেবল কলিকাতায় কেন, সুদূর বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, লণ্ডন, বার্লিন প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ কলির আড্ডায় ভগবদ্ভক্তি প্রচারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নির্জ্জনে মঠ-মন্দির স্থাপন করিয়া নির্ব্বিবাদে বসবাস করিবার অভিনয়ের আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। জীবনের সমস্ত energy cent per cent যাহাতে ভগবৎসেবায় জীব-কল্যাণে নিয়োজিত হয়, তিনি তাহারই

একমাত্র প্রচারক ছিলেন। বোম্বাই সহরতলীতে 'ভিলাপার্লা'-নামক **'নিরিবিলি স্থানে'** আমাদের কোন গুজরাটি বন্ধু তাঁহাকে মঠ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তাঁহার এইপ্রকার আচার-প্রচার-চেষ্টা দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। কিন্তু পতিতপাবন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানের পর কি আবার আমরা পতিত, নরাধম, দুষ্কৃতি-পরায়ণ থাকিয়া যাইব? আমাদের কি উদ্ধার হইবে না? শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু আবদ্ধ-করুণাসিন্ধু-রূপ ভগবৎ-প্রেমের মোহনা কাটিয়া সর্ব্বত্র উহাদ্বারা প্লাবিত করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশজ পরিচিত কয়েকজন জাতি-গোস্বামী সেই করুণাসিন্ধুকে কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-বিধিতে রুদ্ধ করিবার দুরাশা পোষণ করিলে, শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর আবার সেই মোহনা কাটিয়া দিয়াছিলেন—সর্ব্বত্রই প্রেম-বন্যায় প্লাবিত করিয়াছিলেন। আমরা কি জাতি-গোস্বামীর অনুকরণে আবার তাহা রুদ্ধ করিয়া দিব?

ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গপ্রভাবে আমার ন্যায় দুষ্ট, মূর্খ, নরাধম এবং অসুর-প্রবৃত্তির লোকও অজ্ঞাত সুকৃতিবলে ভগবদ্-ভজনোন্মুখী হয়। চঞ্চলমতি বালকগণকে যেমন বস্তু-পাঠ, খেলানা, গান প্রভৃতি আমোদজনক উপায়ে 'কিণ্ডার গার্টেন' (Kinder-garten) বিধিমতে ক্রম-শিক্ষা দিয়া লেখাপড়ায় একটা আসক্তি জন্মান সম্ভব হয়, সেই প্রকার যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করিয়া অর্থাৎ অর্চ্চনমার্গে তৎতৎ অধিকারীকে বৈষ্ণবগণ ক্রমশঃ কৌশলে ভগবানের বীর্য্যবতী কথারূপ ঔষধ এবং ভগবানে উদ্দিষ্ট নৈবেদ্য-প্রসাদ দান করিয়া পথ্যের ব্যবস্থা করেন। এতদ্দ্বারা নিম্নাধিকারীর ভবরোগ-ব্যাধি প্রশমিত করা সম্ভবপর হয়। **কৃষ্ণভক্তি জীব-মাত্রেরই নিত্যসিদ্ধ সম্পত্তি (birth-right)**, তাহা নূতন আরোপিত কোন মনগড়া জিনিস নহে। মূঢ়ব্যক্তিগণ এই ভগবদ্ভক্তিকে একটা মনের জড়াবস্থা-বিশেষ ধারণা করিয়া অধিকতর মূঢ়তার পরিচয় দিয়া থাকে। **এই নিত্যসিদ্ধ বস্তুটি (যাহাকে ভাগবতে "বাস্তব বস্তু" বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে) শুদ্ধচিত্তে স্বতঃই উদিত হয়।** রোগ-শান্তি হইলে যেমন স্বতঃই ক্ষুধার উদ্রেক হয়, সেইরূপ সাধুসঙ্গে সুকৃতি অর্জ্জিত হইলেই কৃষ্ণভক্তির স্বতঃই উন্মেষ হয়।

সেইপ্রকার সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে তর-তম-হিসাবে চারি-শ্রেণীর ব্যক্তি, যথা—আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী সকলেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন। যথা—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ (গীঃ ৭।১৬)

ভগবৎ-প্রবর্ত্তিত এবং আর্য্য-ঋষিগণ-প্রচারিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-পালনে একপ্রকার সুকৃতি অর্জ্জিত হয়। যথা—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্ ॥ (বিঃ পুঃ ৩।৮।৯)

অর্থাৎ ভগবানের আনুগত্য স্বীকার করাই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম। স্বীয় স্বভাবানুসারে যিনি যে বর্ণে বা আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত, তিনি সেই বর্ণ এবং আশ্রমোচিত ধর্ম্ম-পালন করিলেই সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু যথোচিত আরাধিত হন এবং তদ্দ্বারাই তিনি সন্তুষ্ট হন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণী স্ব-স্ব স্বভাবে শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মযাজন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিলেই সুকৃতি অর্জ্জনে সক্ষম হন। সেইপ্রকার ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসিগণও স্ব-স্ব আশ্রমোচিত ধর্ম্মাচরণ করিলেই সুকৃতি অর্জ্জিত হয়। কিন্তু কলির প্রভাবে যখন এই সকল বর্ণাশ্রমে আসুরিক-ভাব আশ্রয় গ্রহণ করে, তখনই মনুষ্য-সমাজে ব্যভিচারসমূহ দৃষ্ট হয় এবং তাহাতে বিষ্ণুমায়া-সঙ্ঘটিত নৈসর্গিক বহুপ্রকার উৎপাত আরম্ভ হয়। রাজার আইন মানিয়া চলিলেই রাজ্য সুশৃঙ্খলায় চালিত হয় এবং সকলেই সুখে বাস করে। কিন্তু রাজার আইন অমান্য করিয়া কতকগুলি আসুরিক বর্ণাশ্রমী বা বর্ণ-সঙ্কর চোর, বদ্‌মাস এবং গুণ্ডার বৃদ্ধি হইলে রাজ্যে বহু প্রকার বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হয়। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত
সভাপতি, সহঃ সম্পাদক-সঙ্ঘ

বাস্তুহারার মর্ম্ম-কথা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৮ পৃষ্ঠার পর)

মনুষ্য দেহটী সুলভ ও সুদুর্লভ। সৌভাগ্যক্রমে ইহা পাওয়া গিয়াছে, এইজন্য ইহা সুলভ। আবার বহু বহু জন্মের পর ভগবদ্‌ভজনোপযোগী এই দেহটী লাভ হইয়াছে বলিয়া ইহা সুদুর্লভ। ভগবানের শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টি এই মনুষ্য-জন্মে জীব সাধনবলে তাহার নিজ পরিচয় অবগত হইতে পারে এবং তাহার নিত্য বসতিস্থলে ফিরিয়া যাইতে সক্ষম হয়। কিন্তু তাহা না করিয়া মানুষ প্রায়ই তাহার অফুরন্ত

ভোগ-পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য নবনবায়মান ভোগের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল এবং সমস্ত জ্ঞান ও শক্তি তাহাতেই নিয়োগ করিল। ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বিষয়-বস্তুগুলি ভোগ করিবার জন্য প্রত্যেকে নিজ নিজ গণ্ডি রচনা করিয়া সংসার পাতিয়া বসিল। অবিরাম প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া নিজ নিজ ভোগায়তনগুলির সৌন্দর্য্য ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে বদ্ধ-পরিকর হইল। "ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে"—এই নীতিবাক্য অবলম্বন করত গৃহিণীকে কেন্দ্র করিয়া সুখের সংসার পত্তন করিল। পরিণামে পরপর কতকগুলি নবাগত প্রাণীর সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। সেই সংসার-বৃক্ষের ফলরূপ পুত্র-কন্যার প্রীতি-বিধান ও লালন-পালনের জন্য ভোগের আগার-স্বরূপ বাস্তুতে একটি ঘর পাতিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চলিল। কিন্তু হায়—

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল॥"

বর্ত্তমানে আমার সে আশা কোথায় রহিল? নিয়তির চক্রে আমার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কর্ম্মানুসারে বাসনার বিপরীত ফলভোগ করিতে করিতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছি। তাই সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগের প্রতি পূর্ব্বাহ্ণেই সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন—

কর্ম্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ।
পশ্যেৎ পাকবিপর্য্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্॥
নিত্যার্ত্তিদেন বিত্তেন দুর্ল্লভেনাত্মমৃত্যুনা।
গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ॥ (ভাঃ ১১।৩।১৮-১৯)

[অর্থাৎ—জগতে মানবগণ দুঃখনিবৃত্তি এবং সুখপ্রাপ্তির জন্য একত্র হইয়া কার্য্যসমূহে প্রবৃত্ত হইলেও ফল-বিষয়ে সর্ব্বদাই বিপরীত-ভাব ঘটিয়া থাকে, ইহা নিপুণভাবে বিচার করিবে। নিরন্তর দুঃখপ্রদ, অতি-আয়াসলভ্য, আত্মমৃত্যু-জনক বিত্তদ্বারা গৃহ, পুত্র, স্বজন, পশু প্রভৃতি যে-সকল অনিত্যবস্তু সংগ্রহ করা যায়, তাহাদের দ্বারা মানবগণের কিঞ্চিন্মাত্রও সুখলাভ হয় না।]

সংসারাসক্ত জীবের দুরবস্থা বর্ণন করিতে গিয়া ত্রাসাত্মক দৈন্য জ্ঞাপনমুখে কোন মহাজন গাহিয়াছেন,—

যৌবনে যখন, ধন-উপার্জ্জনে, হইনু বিপুল কামী।
ধরম স্মরিয়া, গৃহিণীর কর, ধরিনু তখন আমি॥
সংসার পাতা'য়ে, তাহার সহিত, কালক্ষয় কৈনু কত।
বহু সুত-সুতা, জনম লভিল, মরমে হইনু হত॥

সংসারের ভার, বাড়ে দিনে দিনে, অচল হইল গতি।
বার্দ্ধক্য আসিয়া, ঘেরিল আমারে, অস্থির হইল মতি॥
পীড়ায় অস্থির, চিন্তায় জর্জ্জিত, অভাবে জলিত চিত।
উপায় না দেখি, অন্ধকারময়, এখন হ'য়েছি ভীত॥
সংসার-তটিনী-স্রোত নহে শেষ, মরণ নিকটে ঘোর।
সব সমাপিয়া, ভজিব তোমায়, এ-আশা বিফল মোর॥

(শরণাগতি)

মাতৃকুক্ষিতে অবস্থান কালের দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণার কথা ও মৃত্যু-যন্ত্রণার কথা আমার এখন আর স্মরণ হয় না। আমি বেশ ভাল আছি—এইরূপ বোধ হইতেছে। কিন্তু যখন মায়াদেবীর কঠিন নির্ম্মম কশাঘাত প্রাপ্ত হই, তখনই চমকাইয়া উঠি ও চীৎকার করিতে থাকি। সম্প্রতি ইহ-জন্মের গড়া এই 'বাস্ত' হারাইবার জন্য যে দুঃখ পাইতেছি, ইহা মাত্র কএক দিনের মত; কারণ আমার মৃত্যুর পর আর এই বাস্ত আমার থাকিবে না। কিন্তু স্বরূপ-ভ্রান্ত হইয়া আত্যন্তিক দুঃখের হাত হইতে রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-যুবা ইত্যাদি কাহারও নিস্তার নাই।

ভাই বাস্তহারা! একবার চিন্তা করিয়া দেখ! আমাদের আপাত ভোগের আশা-তরুর মূলে কালের কুঠারাঘাতে বিচলিত হইও না, বরং ইহাতে বিবেক লাভ করিয়া মনকে প্রবোধ দাও এবং এই শিক্ষা লাভ কর যে, ইহা আমাদের নিত্যকালের আরামে বসিয়া থাকিবার মত স্থান বা বাস্ত নহে এবং এই বাস্তুতে আমরা যে-সকল বস্তুগুলি আঁকড়াই বসিয়া আছি, তাহাও প্রকৃত বস্তু নহে। নিত্যসত্য বাস্তব-বস্তু শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার পাদপদ্মই—সমস্ত জীবের আশ্রয়-স্থল। "স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি"—ইহ-জগতের ভোগের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া যদি আমরা সেই শান্তিময় নিত্য শাশ্বত পরমসত্য ধামে গমন করিতে পারি, তজ্জন্য চেষ্টা করা উচিত। যে-স্থানে গমন করিলে এই দুঃখময় জগতে আর আসিতে হয় না, তাহাই আমাদের নিত্য-বসতিস্থল। ভাই! শ্রীভগবানের বাণী স্মরণ কর—

"যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥" (গীতা ১৫।৬)

আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডে বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়াছি, বহু দেশে বহু বাস্ত, বহু স্ত্রী-পুত্র পাইয়াছি, কিন্তু কোথাও অশান্তি ভিন্ন শান্তি লাভ হয় নাই। সর্ব্বসময়ে ত্রিতাপে দগ্ধ হইয়াছি ও হইতেছি, তথাপি আমাদের ভুল ভাঙ্গিতেছে না। আমাদের এই

দুর্দ্দশায় ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র কৃপাপরবশ হইয়া সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদের পরমশান্তি-লাভের একমাত্র উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥

(গীতা ১৮।৬২)

[অর্থাৎ—সকল জীবই পরমেশ্বরের অধীন, অতএব অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া] হে ভারত! সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহারই শরণ লও, তাঁহারই প্রসাদে পরাশান্তি ও নিত্যধাম (বাস্তু) প্রাপ্ত হইবে।

পরমপাবন পরমাশ্রয়-দাতা ভগবানের বাণী নিত্য কল্যাণময়ী। তাঁহার দয়ার কথা হৃদয়ে উপলব্ধি করত সেই বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয়ের পন্থা অবলম্বন করিলে আমাদের এই অশান্তি ও দুঃখের অবসান ঘটিবে।

তবে তাহা লাভ করিবার পন্থা আমাদের জানা নাই। ইহ-জগতের বাস্তুহারা হইয়া আমরা যেমন রাজ-দরবারে নিজেদের দুঃখের কথা রাজার অনুগত প্রিয় ব্যক্তির নিকট জানাইলে তাহার প্রতিকার লাভ করিতে পারি, তদ্রূপ ভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিতে হইলে ভগবানের প্রিয় সাধুগণের নিকট আমার এই আত্যন্তিক ত্রিতাপ-দগ্ধ দুঃখের কথা জানাইলে, দয়াময় ভক্তগণের দ্বারা ভগবান্ নিশ্চয়ই আমাকে কৃপা করিবেন। আমার সকল প্রকার দম্ভ-অহঙ্কার দূরে রাখিয়া যদি নিষ্কপটে ভগবৎপ্রিয়গণের আনুগত্য লাভ করিতে পারি এবং নিজের দুঃখের কথা জানাইতে পারি,তবেই আমার মঙ্গল-লাভ হইবে। ঠাকুর মহাশয়ের কথায় যদি বলিতে পারি—

কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণব-পদছায়া ॥
কবে আমি ছাড়িব এ বিষয়াভিমান।
কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান ॥
গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব-নিকটে।
দন্তে তৃণ করি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার-অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম ॥
শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর ॥

বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর প্রতি হবেন সদয়॥ (কল্যাণকল্পতরু)

তখন আমার আর এই দুঃখ-শোক-মোহ ইত্যাদির ভয় থাকিবে না। দয়াময় বৈষ্ণব ঠাকুর তখন আমাকে আমার বিরূপের ধর্ম্ম মায়ার দাস্য ছাড়াইয়া কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করিবেন। তখন জানাইবেন "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"—তোমরা অমৃতের সন্তান।

"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥" (কঠ ২।৩।১৪)

ক্ষুর-ধারার ন্যায় এই সংসৃতির দুর্গম-পথে তোমাকে চলিতে হইবে—তোমার স্বরূপের-বৃত্তি যে 'কৃষ্ণ-দাস্য' তাহাতে উদ্বুদ্ধ হও। আর মায়িক নেশায় অচেতন-প্রায় থাকিও না। এই দুরত্যয়া দুর্গম-পথে তোমার দুর্ব্বল শক্তি লইয়া চলিবার সামর্থ্য নাই। তুমি যদি বাঁচিতে চাও, যদি প্রকৃত শান্তি চাও, তবে বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া শ্রীভগবানের শরণাগত হও, দেখিতে পাইবে তাহাতে কত শান্তি, কত আনন্দ! তখন তুমিই বলিতে পারিবে—

"অশোক, অভয়, অমৃত-আধার,
তোমার চরণ দ্বয়।
তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া,
ছাড়িনু ভবের ভয়॥" (শরণাগতি)

তখন এই জগতে থাকিলেও তোমার চিত্ত ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকায় ইহ জগতের কোনরূপ দ্বন্দ্ব-ধর্ম্ম তোমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না। তোমার আশ্রয়-স্থল তুমি নিজেই নির্ণয় করিতে শিখিবে—"কৃষ্ণ-বসতি, বসতি বলি' পরম-আদরে বরি॥" তখন জানিবে, ভগবদ্ধামই একমাত্র বরণীয় ও নিত্যবসতি-স্থল।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—শ্রীমোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী
সহঃ সম্পাদক

কাকদ্বীপে সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতার সারমর্ম্ম

[তারিখ—৭ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩৫৮, ইং ২২।৫।৫১]

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ, কাকদ্বীপে শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম-কর্ত্তৃক আহূত জনসভায় তাঁহার বক্তৃতার প্রারম্ভে সর্ব্বপ্রথম উক্ত সেবাশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তৎপরে তিনি বলেন—মনুষ্য-জন্মে পরম মঙ্গল লাভ করাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য; কিন্তু সেই মঙ্গল-লাভের প্রকৃত পন্থা নিদ্ধারণ করাই আজকাল কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃত মঙ্গলের পথ কি, সে-বিষয়ে বিচার করা আবশ্যক। সাধারণ বদ্ধজীব অমঙ্গলকে মঙ্গল এবং মঙ্গলকে অমঙ্গল বলিয়া ধারণা করে। গিল্‌টী সোনা প্রকৃত সোনা নহে। প্রকৃত সুবর্ণ লাভ করিতে হইলে যেরূপ সুবর্ণ-বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তব্য, তদ্রূপ প্রকৃত-মঙ্গল-লাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ গুরুপদ আশ্রয় করিবেন। **গুরুপদই একমাত্র মঙ্গল।** তদ্ভিন্ন অন্য কিছু মঙ্গল নহে। আমরা পাঠশালায়, হাইস্কুলে, কলেজে, সমাজে, রাস্তা-ঘাটে বহু গুরু করিয়া থাকি, কিন্তু তাহারা প্রকৃত গুরু শব্দবাচ্য নহেন। পার্থিব জিনিষের জন্য পার্থিব গুরুর প্রয়োজন বটে; কিন্তু পার্থিব বস্তু অমঙ্গলজনক। ভগবৎ আরাধনা ব্যতীত অন্যপথে মঙ্গল নিহিত নাই। ইহা লাভ করিতে হইলে প্রকৃত গুরুর নিকট যাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

জীব কর্ম্মমার্গে বিচরণ করিয়া কখনই সুখলাভ করিতে পারে না; পরন্তু বিপরীত ফল দুঃখই লাভ করে। বেদান্ত সূত্র বলেন—"কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাম্", গীতা বলেন—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি", শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"এবং লোকং পরং বিদ্যান্নশ্বরং কর্ম্মনির্ম্মিতম্"। শাস্ত্রকারগণ সর্ব্বত্রই কর্ম্মমার্গে বিচরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

মাননীয় প্রধান অতিথি—শ্রীযুত রামকৃষ্ণ ঘোষ এম, এ; বি, সি, এস্ মহোদয়ের উক্তিতে আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন—মনুষ্য-জীবনে ধর্ম্মের স্থান সর্ব্বোচ্চে। ধর্ম্ম-যাজন করা সকলেরই সর্ব্বকালে একান্ত আবশ্যক—ইহা অতীব সত্য কথা। ধর্ম্মকে বাদ দিয়া সমস্ত ক্রিয়া-কলাপই অহিতকর। ধর্ম্মই সকল কার্য্যে সুফল আনয়ন করে।

আচার্য্য শঙ্করের "সোঽহং"—চিন্তাটি সমাজের পক্ষে অহিতকারী। 'আমিই ভগবান্'—এই চিন্তাস্রোতের দ্বারা পিতার প্রতি পুত্রের অমর্য্যাদা, শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের অবজ্ঞা, গুরুজনের প্রতি লঘুব্যক্তির তাচ্ছীল্য প্রকাশিত হইয়া সমাজ আজ বিশৃঙ্খল হইয়াছে। সমাজে কেহই গুরুজনকে গুরুবুদ্ধি করে না। 'সোঽহং'-বিচারের প্রাবল্যই ইহার মূল কারণ। 'সোঽহং'-বাক্যের প্রকৃত অর্থ—আমি জীবাত্মা, সচ্চিদানন্দ বস্তুর কণামাত্র অর্থাৎ তৎগুণকণা-সম্পন্ন।

মহাপ্রভুর 'তৃণাদপি'-শ্লোকে 'সোঽহং' বাক্যের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। 'সোঽহং' বেদবাক্য—স্বয়ং ভগবান্ হইতে উদ্ভূত। তদ্রূপ 'তৃণাদপি' বাক্যও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু হইতে আবির্ভূত। সুতরাং উভয় বাক্যই এক-তাৎপর্য্যপর ও সমগৌরবময়। একটী গোলকের পরিধির প্রথম বিন্দুকে সোঽহং' ধরিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া শেষ বিন্দুর দিকে আসিলে 'তৃণাদপি'-ভাব ও 'সোঽহং'-ভাব একই স্থানে অবস্থিত হইয়া ব্যবধান-রহিত হইয়া পড়ে।

'তৃণাদপি সুনীচ'-ভাবের দ্বারা জগতের দুর্ব্বলতা সৃষ্টি হয় না। পরন্তু ইহার দ্বারা সর্ব্বোচ্চ শক্তি লাভ করিতে পারা যায়। মহাত্মা গান্ধীজী প্রভৃতি এই 'তৃণাদপি সুনীচ'-শিক্ষার এক কণামাত্র আশ্রয় করিয়া সমগ্র ভারতকে স্বাধীন করিয়াছেন। মহাপ্রভুর অনুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণব, সংখ্যায় সমগ্র ভারতের তুলনায়, অতীব মুষ্টিমেয়। কোনও কোন প্রাদেশিক ধর্ম্মবিদ্বেষী পাষণ্ডিগণ বলিয়া থাকেন যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দ্বারা ভারত পরাধীন হইয়াছে। এরূপ বিচার সর্ব্বতোভাবে যুক্তিহীন ও বিদ্বেষমূলক। পরন্তু যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচার গ্রহণ করেন নাই তাঁহাদের সংখ্যাই অত্যন্ত অধিক। সুতরাং তাঁহারাই ভারতের সর্ব্বতোভাবে পরাধীনতার কারণ। মহাপ্রভুর উক্ত শিক্ষা পূর্ব্বে সকলে গ্রহণ করিলে দেশ আরও পূর্ব্বে স্বাধীন হইত। মহাত্মা গান্ধীজীর অহিংসা-নীতি ও Non-violenceই 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'তরোরিব সহিষ্ণু'-বাক্যের শিক্ষাকণা, যাহাদ্বারা ভারত আজ স্বাধীন হইয়াছে।

শাস্ত্রে সর্ব্বত্র ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বস্তু নহে। ধর্ম্মজগতের বালকগণই অদ্বৈত-চিন্তাস্রোতে বা নির্ব্বিশেষ জ্ঞানমার্গে বিচরণ করে। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও বলেন—Indians are born philosopher অর্থাৎ ভারতবাসী জন্মগত জ্ঞানী। সুতরাং উহা বালকের ধর্ম্ম। যাঁহারা

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষা প্রকৃষ্টরূপে আলোচনা করেন নাই, তাঁহারাই অদ্বৈত-জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া থাকেন ; পরন্তু ভক্তিই সর্ব্বোত্তম।

ভক্তিধর্ম্ম সহজ। সহজ-শব্দের দ্বারা সাধারণ সাহিত্যিক যাহা বুঝেন, 'সহজ'-শব্দের প্রকৃত অর্থ তাহা নহে। 'সহজ' অর্থে আত্মার সঙ্গে সঙ্গে যে বৃত্তি জন্মগ্রহণ করে। অর্থাৎ ভক্তিই আত্মার নিত্য সহচর। জ্ঞান ও কর্ম্ম, মন ও দেহের ধর্ম্ম-হেতু তদ্দ্বারা চিত্তের ময়লা কিছু পরিমাণে শোধিত হইয়া **সৎসঙ্গ-প্রভাবে** ভক্তিলাভের সহায়তা করে। ভগবানের সহিত লীন বা এক হওয়া অসম্ভব। ভগবানের সহিত কেহ মিশিয়া গিয়া লীন হইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না ; পরন্তু মুক্তির পরও পৃথক্ সত্ত্বা রক্ষিত হইয়া ভগবানের ভজনা নিত্যকাল চলিতেছে—ইহা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। যথা—'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে" ইত্যাদি। মুক্তির পর ভগবানের সহিত এক হইয়া যাওয়ার ধারণা, ধর্ম্মজগতে প্রচলিত কয়েকটী Common errorsএর অন্যতম।

মহাপ্রভু এই বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মজগতের সর্ব্বোচ্চ বিষয়টী এই দেশেই প্রকাশ করেন, যেহেতু বঙ্গদেশের লোক সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ জাতি। মাদ্রাজ প্রভৃতি অন্যান্য দেশ সর্ব্ববিষয়ে বাঙ্গালার মুখাপেক্ষী হইয়া আছে। গত বৎসর দাক্ষিণাত্য-পরিক্রমা-কালে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ইহার সত্যতা অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালার সাধারণ অধিবাসী মহাপ্রভুর এই সর্ব্বোচ্চ দান সম্বন্ধে উদাসীন। আবার কেহ কেহ ধারণা করেন, মহাপ্রভুর এই সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা নিম্নশ্রেণীদিগের মধ্যেই আবদ্ধ। বস্তুতঃ তাহা ঠিক নহে। মহাপ্রভুর ধর্ম্মের সূক্ষ্মতম সর্ব্বোচ্চ বিচারগুলি উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে ব্যাপ্ত আছে ; কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অল্প। তাহার প্রকৃষ্ট প্রচার না হওয়ায় ইহার এইরূপ অবস্থা।

পূর্ব্বে অনেকে বলিতেন—দেশ স্বাধীন না হ'লে ধর্ম্ম আলোচনা চল্‌বে না। আচ্ছা, যে দেশ স্বাধীন, সে দেশ কি ধর্ম্মপরায়ণ? ভারতীয় হিন্দুস্থান ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। 'ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ' অর্থে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন—এরূপ নহে। পরন্তু হিন্দুস্থানে মুসলমান, খৃষ্টান, হিন্দু প্রভৃতি যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, হিন্দুস্থান তাঁহাদের কাহারও উপর ধর্ম্মান্তর গ্রহণের জন্য জোর জবরদস্তি করেন না। সহনশীলতাই ভারতের গৌরব। অসহন-ভাবই ধ্বংসের কারণ।

ভারতবর্ষ এখনও প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে নাই। কারণ

ভারতবর্ষ এখনও পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত নিয়মাবলী ও শাসন-পদ্ধতির দ্বারা শাসিত হইতেছে। স্বায়ত্ব-শাসন তখনই সম্ভবপর, যখন দেশীয় কৃষ্টি—যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, মনু, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণের অনুশাসন দ্বারা ইহার শাসন-কার্য্য পরিচালিত হইবে। আমাদের প্রাচীন ঋষিবর্গের রাজনৈতিক শিক্ষা ও চিন্তাধারা সমগ্র পৃথিবীর শিক্ষা ও চিন্তাধারা অপেক্ষা উন্নত ও শ্রেষ্ঠ। সংস্কৃত-শিক্ষার অভাবে আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহা অনুধাবন করিতে পারিতেছেন না। পাশ্চাত্য দেশে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত-গ্রন্থের প্রচুর আদর হইয়া তদনুসারে রাজনীতি ও বিজ্ঞান প্রভৃতি সংগঠনের প্রয়াস দেখা যাইতেছে। কিন্তু প্রকৃতিক গঠনমূলক চিত্তবৃত্তি তাহাদিগকে ক্রমশঃ আসুরিক-ভাবাপন্ন করিয়া ভারতীয় কৃষ্টি হইতে দূরে রাখিতেছে। ভারত একদিন ধর্ম্মের প্রভাবে সমগ্র পৃথিবীর আদর্শস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইবেই।

এতৎপ্রসঙ্গে স্বামিজী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন অনুষ্ঠানে বিহারের রাজ্যপাল মাননীয় ডাঃ মাধর শ্রীহরি আণের বক্তৃতার উল্লেখ করেন। ডাঃ আণে সত্যই বলিয়াছেন "যদিও এক শতাব্দী ও তদধিককাল সংস্কৃত ভাষার প্রতি মৃতবৎ আচরণ করা হইয়াছে এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উহাকে মৃত ভাষারূপেই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তথাপি সংস্কৃত ভাষাকে আমি মৃত ভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী নহি। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সংস্কৃত-শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্রগণ যাহাতে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি-লাভ করিতে পারে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিদ্বজ্জনরূপে জগৎ-সভায় বরণীয় আসনসমূহ অলঙ্কৃত করার পূর্ব্বে তাহারা যাহাতে সংস্কৃত-সাহিত্যের অমূল্য ও অক্ষয় ভাণ্ডারে সঞ্চিত জ্ঞান-রাশির সম্যক্ পরিচয়লাভে সমর্থ হয়, তজ্জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।"

স্বামিজী অতঃপর মাননীয় প্রধান অতিথি Circle officer মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন—তাহাদেরই উপরে এই দেশের শাসনভার ন্যস্ত; এবং তাঁহারা শাসন-সংক্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। এ বিষয়টী তাঁহাদের সকলেরই অনুধাবন করা বিশেষ আবশ্যক।

উপসংহারে তিনি সভাস্থ সকলকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন।

—শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী
কার্য্যাধ্যক্ষ ও সহঃ সম্পাদক

দাস্য

আমরা ধারাবাহিকরূপে নবধাভক্তির আলোচনা করিয়া আসিতেছি। গতবারে 'বন্দন' সম্বন্ধে কিছু আলোচনার সুযোগ ও লাভ করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান সংখ্যায় দাস্য-ভক্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া স্বীয় চিত্তশুদ্ধি লাভ করিবার চেষ্টা পাইব। 'দাস' শব্দে 'ষ্ণ্য' প্রত্যয় করিয়া 'দাস্য' শব্দ নিষ্পন্ন, দাস-শব্দে ভৃত্য, পরিচারক ও শূদ্রজাতি বুঝাইয়া থাকে। স্থলবিশেষে দাস-শব্দের অর্থ-বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। যখন 'দাস'-শব্দ কেবলমাত্র কৃষ্ণেতর বিষয়ের অথবা মায়িক জীবগণের সাময়িক ভৃত্য বা পরিচারক-হিসাবে নিয়োজিত হয়, তখন এই দাস-ভাবই কৃষ্ণভোলা জীবকুলের বন্ধনের কারণ মাত্র হইয়া দাঁড়ায়, এতাদৃশ দাসত্বের দ্বারা জীবকুল অনাদি-বহির্ম্মুখ হইয়া চিরতরে কৃষ্ণ হইতে বহুদূরে অবস্থান করিতে থাকে।

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৭)

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৪)

আর 'দাস' শব্দ যখন কেবলমাত্র কৃষ্ণ ও কাষ্ণ্যগণের নিত্য-ভৃত্য বা পরিচারকরূপে ব্যবহৃত হয়, তখন এই দাস্য-ভাবই জীবগণের বন্ধন মুক্তির কারণ হয়; তখনই জীবগণ সাধুগুরু-পদাশ্রয়ে নিত্যদাস্য-প্রভাবে নিজদিগকে মায়ার কবল হইতে চিরতরে মুক্ত করিয়া পরাশান্তির আকরস্বরূপ পঞ্চম পুরুষার্থ পরম-প্রয়োজন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহনজীউর নিত্যকালীন সেবায় সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা লাভ করেন। বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে একই দাস-শব্দের স্থলবিশেষে ব্যবহারভেদে অর্থ-বৈষম্য দৃষ্ট হয়। মায়ার দাসত্ব দ্বারা রৌরব নরকের দ্বার সদাই উন্মুক্ত এবং ভগবদ্দাস্য দ্বারা অনর্পিত অফুরন্ত প্রেমভাণ্ডার-দ্বার চির-উন্মুক্ত। মায়াদাস্য দ্বারা জীবগণ ধর্ম্মহীন পশুর ন্যায় জীবন-যাপন করিতে করিতে ক্রমশঃ ভগবৎস্মৃতি-বিরহিত হইতে থাকে। তখন—

অর্থলাভ এই আশে, কপট-বৈষ্ণব-বেশে,
ভ্রমিয়া বুলয়ে ঘরে ঘরে।
হইয়া মায়ার দাস, করি' নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে॥

(সাধক-কণ্ঠমালা)

"কে আমি কেন মোরে জারে তাপত্রয়"—এই বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত হইবার চেষ্টা না করিয়া, কেবলমাত্র আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনাদিতে অনর্থক কাল কাটাইতে থাকি। তখন দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া স্বয়ং কর্ত্তা, ভোক্তা, পালয়িতা প্রভৃতি অভিমান করিয়া বসি। এতাদৃশ বুদ্ধিকে ভাগবতে 'গোখর'-বুদ্ধি বা নির্ব্বোধের বুদ্ধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

দেহধীন্দ্রিয়বাক্ চেতো ধর্ম্মকামার্থকর্ম্মণাম্।
ভগবত্যর্পণং প্রীত্যা দাস্যমিত্যভিধীয়তে॥

(শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা ১০।১)

অর্থাৎ প্রীতি-সহকারে দেহ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, বাক্, চিত্ত, ধর্ম্ম, কাম, অর্থ ও কর্ম্ম-সকল শ্রীভগবানে অর্পিত হইলে, তাহা **'দাস্য'** নামে অভিহিত হয়। দশদিক্ যেমন আকাশে মিশিয়া থাকে, ভগবান্ বাসুদেবে যেমন জগৎ প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তদ্রূপ অপর ভক্তিসমূহ দাস্যে অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে, ভগবদ্দাস্য সহযোগ ব্যতীত কোন ভক্তিদ্বারা ভগবান্ বাসুদেব হৃদয়ে উদিত হন না।

শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং পাদসেবনমর্চ্চনম্।
বন্দনং স্বার্পণং সখ্যং সর্ব্বং দাস্যে প্রতিষ্ঠিতম্॥

(শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা ১০।৩)

সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, শ্রীভগবানের সেবায় আদর ও তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি, ভক্তকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠজ্ঞানে পূজা, সর্ব্বভূতে ভগবৎসত্তা বিরাজিত, কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, বাক্যদ্বারা ভগবদ্‌গুণানুবর্ণন, ভগবানে চিত্ত সমর্পণ ও সর্ব্বপ্রকার ভোগ ত্যাগ—এ-সমস্ত ভগবদ্দাস্যের অঙ্গ-স্বরূপ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভগবদ্দাস্য ব্যতীত কেবল শ্রবণাদি দ্বারা ভগবৎ-সেবা সুলভ নয়। তাই ভক্ত কামনা করিয়া থাকেন—হে ভগবন্! আমি কামাদি রিপুর কতই না দুষ্ট আদেশ পালন করিয়াছি, তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা হইল না। আমারও লজ্জা ও শান্তির উদয় হইল না। হে যদুপতে! সম্প্রতি আমি বিবেক লাভ করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক

তোমার অভয় শ্রীচরণে শরণাগত হইয়াছি। তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর।

কলিযুগপাবনাবতারী উন্নতোজ্জ্বল-রস-প্রদানকারী শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরি দাস্যভক্তির মহিমা বাড়াইবার নিমিত্ত স্বয়ং ভগবদ্দাসগণের দাসের দাসানুদাসত্ব-রূপ সৌভাগ্য লাভ করিবার লীলা প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

(পদ্যাবলী-৬৩)

অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় রাজা নই, বৈশ্য বা শূদ্র নই, অথবা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই; কিন্তু নিত্য সতঃপ্রকাশমান নিখিল পরমানন্দ-পূর্ণ অমৃত-সমুদ্র-স্বরূপ 'শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসানুদাস'ই আমার আত্ম-স্বরূপের পরিচয়।

—শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী,
সহঃ সম্পাদক

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের উত্তর

(৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৫ পৃষ্ঠার পর)

কোনও কোনও প্রাকৃত সাধারণ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ বলেন—"পাপকে ঘৃণা করিও, পাপীকে ঘৃণা করিও না।" এই যুক্তি অনুসারে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিতে পারেন—শঙ্করের যুক্তি-বিচারকে নাস্তিক্যবাদ বলিয়া ঘৃণা বা অগ্রাহ্য করিতে পারা যায়, কিন্তু আচার্য্য শঙ্করকে কখনও নিন্দা করা চলে না। আপাততঃ কথাটী শ্রুতিমধুর হইলেও উহা আদৌ বিচার-সঙ্গত নহে। গুণী ব্যতীত গুণের অধিষ্ঠান অসম্ভব। গুণ কোন বস্তুকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না। তজ্জন্যই বৈদান্তিক শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—"শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ।" যাঁহারা গুণ ব্যতীত 'গুণী'র বিচার করিয়া থাকেন, তাঁহারা অবৈদিক ও শাস্ত্রজ্ঞানহীন বলিয়া মনে করিতে হইবে। বেদে বহু পাপ-কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত-বিধান লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পাপী যদি ঘৃণিত না হইল, পুণ্যবানের সহিত সে যদি সমান হইল, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে কে? এমন কি, বর্ত্তমান জগতের আইন-আদালতগুলিও তাহা হইলে

তুলিয়া দিতে হয়। কারণ চোরকে কিছু বলা চলিবে না—তাহার ত' কোন দোষ নাই, তাহার কর্ম্মের দোষ। সুতরাং চোরকে শাস্তি দিয়া লাভ কি? এমন কি, কাহারও গৃহে চোর বা ডাকাইত প্রবেশ করিলে নিষেধ করা অন্যায় হইবে। গৃহস্থকে সাবধান করা পাপকার্য্য হইবে—চোর-ডাকাইতের সাজা দেওয়া অধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইবে। সুতরাং যাঁহারা **"পাপকে ঘৃণা করিও, পাপীকে ঘৃণা করিও না"**—এইরূপ বলিয়া থাকেন, তাঁহারা তাঁহাদের পাপ-কার্য্যের প্রশ্রয় পাইবার জন্য ঐরূপ বলিয়া থাকেন। তাঁহারা পাপকার্য্য করিবেন অথচ তাঁহাদিগকে নিন্দা করিও না—ইহাই তাঁহাদের শিক্ষা হইয়া দাঁড়ায়। আমরা এইরূপ মতবাদের প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহি। ঐরূপ যুক্তির প্রতিযোগিতায় আরও বলা যাইতে পারে—পুণ্যকে প্রশংসা করিও, পুণ্যবান্‌কে প্রশংসা করিও না। এই যুক্তি কি কোন নীতিবাদী ধার্ম্মিক-সম্প্রদায় স্বীকার করিবেন? যদি পুণ্যবান্‌কে প্রশংসা করিতে হয়, তবে পাপীকে নিন্দা করিতেই হইবে। নচেৎ পুণ্য ও পাপের অনাদর ও আদর করিয়া পুণ্যবান্ ও পাপীর প্রতি সমান ব্যবহার করিতে হইবে অর্থাৎ প্রশংসা বা ঘৃণা করিতে হইবে না। এইরূপ উর্ব্বর-মস্তিষ্কের লোকবঞ্চনাপর শিক্ষাগুলি যে সমাজের কত হানিকর হইয়াছে, তাহা সমাজ দেখিয়াও দেখিতেছে না। কোন গৃহস্থের বাড়ীতে পূর্ব্বপরিচিত চোর বা ডাকাইত এবং সাধু বা সন্ন্যাসী উপস্থিত হইলে সমানভাবে আদর পাওয়া কর্ত্তব্য কি? কিন্তু শাস্ত্র আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন—"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।" বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গ করিবেন—ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশংসিত ও বহুমানিত শ্রীল শঙ্করাচার্য্যও আমার এই যুক্তি সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার শারীরক-ভাষ্যে এবিষয়ে প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাইবে। এমন কি, তিনি মোহ-মুদ্গরেও লিখিয়াছেন—"ক্ষণমিহ **সজ্জনসঙ্গতিরেকা** ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।" (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

মুদ্রাকর প্রমাদ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় ৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় :—

(ক) ১৩৫ পৃষ্ঠায় ৮ম ছত্রে **জ্ঞেয়-জ্ঞান** স্থলে **হেয়-জ্ঞান** হইবে।

(খ) ১৩৬ পৃষ্ঠায় ৮ম ছত্রে **অনর্থ-মূর্ত্তির** স্থলে **অনর্থ-মুক্তি** হইবে।

গৃহে সুখ কোথায় ?

জন্মাবধি আমরা সুখের কাঙ্গাল। গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সুখলাভের আশায় আমরা বাল্যজীবন বিদ্যাশিক্ষায় ও অন্যান্য সময় অর্থোপার্জ্জনাদিতে অতিবাহিত করি। কিন্তু সকল বস্তুর মালিক কৃষ্ণের সেবা বাদ দিয়া গৃহে প্রমত্ত হইলে যে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাই আজ আমরা গৃহব্রত ধর্ম্মের প্রতীক একটী আদর্শ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

এক কপোত বনে মহাবৃক্ষে নীড় নির্ম্মাণ করিয়া ভার্য্যা কপোতীর সহিত কয়েক বৎসর স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছিল। এই পারাবত-দম্পতি পরস্পরের স্নেহে আবদ্ধ-হৃদয় হইয়া গৃহধর্ম্ম পালন করিতে করিতে একত্র শয়ন, একত্র উপবেশন, একত্র ভ্রমণ, কথোপকথন, ক্রীড়া, ভোজনাদি ব্যাপারসমূহ সম্পাদন করিয়া অরণ্য-মধ্যে নিঃশঙ্কভাবে বিচরণ করিতেছিল। তাহাদের দিন বেশ কাটিতেছিল। সেই কপোতী যখন ঈষৎ হাস্যের সহিত কটাক্ষপাত করিয়া আলাপ করিতে করিতে প্রিয়ের চিত্ত হরণ করিয়া স্বামী সন্নিধানে কোন বাঞ্ছা প্রকাশ করিত, তখন সেই অজিতেন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়বশ কপোত তাহাই গুরুর আজ্ঞা-স্বরূপ স্বীকার করিয়া সেই সেই দ্রব্য অতিকষ্টে ও প্রাণ বিপন্ন করিয়াও সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিত। এইরূপে আপাত-রমণীয় দাম্পত্য-প্রণয়োপভোগ করিতে করিতে সে স্বর্গ-সুখের কল্পনা করিতেছিল। কালক্রমে কপোতী গর্ভধারণ করিয়া যথাকালে নীড়ে স্বামীর সমক্ষে ক্রমে ক্রমে বহু ডিম্ব প্রসব করিল। শ্রীহরির দুর্জ্ঞেয় শক্তিপ্রভাবে সেইসকল ডিম্ব হইতে ক্রমশঃ শাবকগণের অঙ্গ প্রস্ফুটিত হইল। তখন সেই দম্পতি পুত্রবৎসল হইয়া তাহাদের অস্ফুট কল-ভাষিত শব্দ শ্রবণে পরম প্রীতি লাভ করিতে করিতে শাবকগণকে পালন করিতে লাগিল। তাহাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তাহারা মনে করিতে লাগিল, চিরদিন এইরূপ আনন্দে জীবন যাপন করিবে। শাবকগণের সুকোমল নবোদ্গত পক্ষস্পর্শে, তাহাদের অঙ্গচেষ্টা ও সুমধুর কূজনে এবং মাতাপিতা নীড়ে প্রত্যাগত হইলে তাহাদের সানন্দ মিলনে উভয়ে যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইত—তাহা বুঝি মরলোকে দুর্লভ। মায়া-কর্ত্তৃক বিমোহিত পরস্পর স্নেহানুবদ্ধ-হৃদয় অনুদিত-বিবেক এই কপোত-দম্পতি পরমানন্দে শিশু-পালনে মত্ত রহিল।

একদিন সেই পারাপত-দম্পতি শাবকগণের আহার সংগ্রহের জন্য কুলায় হইতে নির্গত হইয়া অরণ্যের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছিল, এমন সময়ে

যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে এক ব্যাধ নীড় হইতে বহির্গত অদূরে ক্রীড়োন্মত্ত সেই শাবকগুলিকে দেখিয়া জাল বিস্তারপূর্ব্বক তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিল। ইত্যবসরে কপোত-কপোতী অপত্য-পালনে সমুৎসুক হইয়া আহার্য্য সংগ্রহপূর্ব্বক নীড় সমীপে উপনীত হইয়া দেখিল, তাহাদের অতি আদরের পরম স্নেহের পুত্রকন্যা ব্যাধের জালে আবদ্ধ হইয়াছে। হায়, হায়, কি ভীষণ দর্শন! যে শিশুগুলিকে এত ক্লেশে গর্ভধারণ ও মোচন-বেদন সহ্য করিয়া প্রসব করিয়াছি, যাহাদিগকে এত যত্নে পালন করিয়া আসিতেছি, যাহারা আমাদের নয়নানন্দ-বর্দ্ধন, জীবনের একমাত্র অবলম্বন, স্নেহের একমাত্র পুত্তলী—আজ কিনা তাহারা নির্দ্দয় কঠোর-হৃদয় লুব্ধকের হস্তে! হা ধিক্ ভাগ্য! কে জানিত, জীবনে এত শোক হইবে! কে মনে করিয়াছিল যে, এত সৌভাগ্য, এত সুখ, এত আনন্দ,—সব এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কালের অতল জলধি-গর্ভে নিমজ্জিত হইবে! কি মর্ম্মভেদী যাতনা! এ অপেক্ষা বুঝি মরণ সংস্রগুণে শ্রেয়ঃ! এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে উভয়ে মোহান্ধ হইয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। কপোতী এই করুণ দৃশ্য আর দেখিতে না পারিয়া মোহে ব্যাধের পাশের কথা ভুলিয়া গেল। সে অবিলম্বে রোদন করিতে করিতে ক্রন্দনশীল শাবকগুলির প্রতি প্রধাবিত হইল। তখন অত্যধিক স্নেহান্ধতাবশতঃ জালাবদ্ধ শাবকগণকে দেখিতে গিয়া কপোতী স্বয়ং জালে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। এই সময়ে কপোত আত্মাধিক প্রিয় আত্মজগণকে আবদ্ধ দেখিয়া ও আত্মসমা প্রিয়ার তদবস্থা লক্ষ্য করিয়া শোক প্রকাশ-পূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিল—হায়, হায়! আমি সল্পপুণ্যবান্, দুর্ম্মতি; আমার এ কি বিপদ্ হইল? আমি এখনও সুখ ভোগে অতৃপ্ত ও অকৃতার্থ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গ-সাধনের ক্ষেত্ররূপ গৃহ বিনষ্ট হইল; আহা! আমার অনুরূপা, অনুকূলা, পতিব্রতা সতী ভার্য্যা আমাকে শূন্যগৃহে পরিত্যাগ করিয়া সন্তানগণের সহিত মৃত্যুবরণ করিতেছে, এখন শূন্যগৃহে দীনচেতা, মৃতদার, হতপুত্র, কাতরভাবে এ দুঃখময় জীবনধারণ করিয়া কি লাভ? এইরূপ করুণ বিলাপযুক্ত, মৃত্যুগ্রস্ত, যন্ত্রণায় অঙ্গচেষ্টা-তৎপর, পাশাবৃত স্ত্রী-পুত্রকে দেখিতে দেখিতে সেই দুর্ভাগ্য বুদ্ধিহীন কপোতও ব্যাধজালে আবদ্ধ হইল। তখন ক্রূর ব্যাধ সেই গৃহসুখমত্ত গৃহমেধী কপোত, কপোতী ও কপোত-শিশুগুলির প্রাপ্তিতে পূর্ণকাম হইয়া তাহাদিগকে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

এই প্রকার গৃহাসক্তি তির্য্যগ যোনিজাত ইতর প্রাণীর পক্ষেই এইরূপ অনর্থের

হেতু, আর ইহা যে মনুষ্যের পক্ষে অতি নিন্দনীয় তাহাতে আর সন্দেহ কি? যুগলারাগী গৃহস্থসুখ-মত্ত কুটুম্ব-পালনাসক্ত অশান্তচিত্ত দুর্ভাগা জীব এইরূপেই কপোতের ন্যায় সবংশে দুঃখভোগ করিয়া থাকে, তাহার দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। তাই শাস্ত্র এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবের দুর্গতি বর্ণনা করিয়াছেন—

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা বালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ॥
এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।
অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ॥ (ভাঃ ১১।১৭।৫৭-৫৮)

"হায়! আমার বৃদ্ধ মাতাপিতা, শিশুসন্তান-বিশিষ্টা ভার্য্যা এবং সন্তানগুলি আমা বিনা অনাথ ও দুঃখিত হইয়া দীনভাবে কিরূপেই বা জীবন-ধারণ করিবে"—এইপ্রকার গৃহাভিলাষে আক্ষিপ্তচিত্ত অসন্তুষ্ট ও মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি পুত্রকন্যাদিগকে সর্ব্বদা ধ্যান করে এবং মৃত্যুর পর 'অন্ধ' নামক অতিতামসী যোনিতে প্রবেশ করে।

যে জীব মুক্তির দ্বার-স্বরূপ মনুষ্য জীবন লাভ করিয়াও ঐ কপোতের ন্যায় গৃহে আসক্ত হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে "আরূঢ়চ্যুত" বলেন। অর্থাৎ সে উচ্চপদে আরোহণ করিয়াও তাহা হইতে ভ্রষ্ট হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধ সপ্তম অধ্যায়ে যযাতিপুত্র যদুর নিকট অবধূত বিপ্রের উক্তি—

"নাতিস্নেহঃ প্রসঙ্গো বা কর্ত্তব্যঃ ক্বাপি কেনচিৎ।
কুর্ব্বন্ বিন্দেত সন্তাপং কপোত ইব দীনধীঃ॥" (ভাঃ ১১।৭।৫২)

"কোন বস্তুর জন্য কোনও কারণে অতি স্নেহ ও অত্যাসক্তি করিবে না। যে সেরূপ করে সেই দীনাত্মা কপোতের ন্যায় অবশ্য সন্তাপ পাইয়া থাকে।"—এই উপদেশ দিয়া পূর্ব্বলিখিত উপাখ্যানটি বিবৃত হইয়াছে। অববৃত জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার চতুর্ব্বিংশতি শিক্ষা-গুরুর মধ্যে এই কপোত একটি অর্থাৎ এই কপোতের দুর্দ্দশা হইতে তিনি **গৃহতৃষ্ণা ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা** শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা এমনই মোহান্ধ যে এই কপোত-চরিত্র হইতে শিক্ষালাভ করা দূরে থাকুক, কপোত-কপোতীর জীবনকে অতি লোভনীয় মনে করিয়া তাহাদের ন্যায় জীবনযাপন করিতে ইচ্ছা করি। হায়, হায়! আমাদের এই ঘৃণিত গৃহ-মত্ততা কবে দূর হইবে? এবং কবে আমরা সাধুগুরু-চরণে প্রপন্ন হইয়া তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগপূর্ব্বক ভগবচ্চরণ-লাভরূপ পরামুক্তির সন্ধান পাইব? আমি ক্ষণকালের জন্যও চিন্তা করি না যে, এই গৃহমত্ততাই নরকের দ্বার।

সাধারণ ভাষায় যাহাকে "ঘর-পাগলা" বলিয়া থাকে, সেই "ঘর-পাগলাগণ" যমদূত-গণের দণ্ড্য। শ্রীযমরাজ তাঁহার দূতগণকে প্রেরণ করিয়া "ঘর-পাগলা-সম্প্রদায়"কে নরকে আনায়ন করিতে আদেশ দিতেছেন—

"তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্‌গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥" (ভাঃ ৬।৩।২৮)

সেই সব অসৎ দুরাত্মাকে আমার সমীপে লইয়া আসিবে—যাহারা দুঃসঙ্গ-বিবর্জ্জিত নিষ্কিঞ্চন পরমহংসগণ-সেবিত মুকুন্দ-পাদপদ্ম-মধুপানে বিরত হইয়া নরকের দ্বারস্বরূপ যে গৃহ, তাহাতে গাঢ়ভাবে আসক্ত।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

—শ্রীহরিদাস রায়
নারমা (মেদিনীপুর)

গোস্বামি-মতে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী

(৮ই ভাদ্র, শনিবার—৭ই ভাদ্র নহে)

আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি, বঙ্গদেশে প্রচলিত প্রায় সকল পঞ্জিকাকারগণই একবাক্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রদর্শিত বিধান অনুসারে বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীজন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রত-উপবাসাদি নিরূপণ করিয়াছেন। গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে বেধ-বিচার ও পরতিথি-যোগে অষ্টমীর উপবাস লইয়া কাহারও কাহারও মতে গোলযোগ উপস্থিত হইলেও, প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত-রূপে গোস্বামি-মতে **৮ই ভাদ্র, শনিবার—শ্রীজন্মাষ্টমীর উপবাস হইবে।** ৭ই ভাদ্র, শুক্রবার জন্মাষ্টমীর উপবাস হইবে না। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য পূর্ব্ব হইতেই ইহা প্রকাশ করিলাম। **৯ই ভাদ্র, রবিবার—শ্রীনন্দোৎসব ও প্রাতঃ ৭।৫৮ মধ্যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-ব্রতের পারণ।**

বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি, মাননীয় স্মার্ত্ত শ্রমণ মহারাজ শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে এবৎসরও একখানা **'নবদ্বীপ-পঞ্জিকা'** নামক দিনপঞ্জী যেরূপভাবে ভুল-ভ্রান্তিযুক্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আর কোন দিন না করিলেই বৈষ্ণব-জগতের মঙ্গল হইবে। পঞ্জিকাখানির প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ভুল দৃষ্ট হয়। ইহাতে মুদ্রাকর প্রমাদাদি ব্যতীত সিদ্ধান্ত ও বিচারসঙ্গত ভুলেরও অভাব নাই। বহু একাদশী ও জয়ন্তী-ব্রত

প্রভৃতির পারণের সময় নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া পারণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই। "বিধিমত পারণ না করিলে উপবাসে কাহারও কোন ফল হইবে না"—ইহা তাঁহারা জানিয়াও নির্ব্বাক্ হইয়া আছেন। তাঁহার শ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীরাম-নবমী প্রভৃতির বিচারও গোস্বামি-সম্মত নহে। আমাদের বিচার ও নির্দ্দেশমত ২।১টী বৈষ্ণব-পর্ব্বের সংশোধন করিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইয়াছি বটে, কিন্তু অন্যত্র এত ভুল রহিয়াছে যে, তাহা প্রকাশ করায় মনে হইতেছে—পঞ্জিকা-প্রকাশক নির্লজ্জ ও হিতাহিত-জ্ঞানহীন। "স্বভাব যায় না ম'লে।"

শ্রীজন্মাষ্টমী সম্বন্ধে বিশুদ্ধ বিচার পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ, শ্রীপত্রিকার সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ এবং কতিপয় সেবক সমভিব্যাহারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার-উদ্দেশ্যে ২৪ পরগণার অন্তর্গত কলারচক্, সরবেড়িয়া একতারা, ডায়মণ্ডহারবার, চাঁদনগর, মগরাপুর, কাশীনগর, কৃষ্ণচন্দ্রপুর, অম্বুলিঙ্গ, পারাণীঘাটা প্রভৃতি অঞ্চলে শুভ-বিজয় করেন। প্রত্যেক স্থলেই সভাপতি-মহারাজের শুভাগমন সংবাদে তত্তস্থানের ভক্তবৃন্দ স্বামিজীর শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত গভীর শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ও সুযুক্তিপূর্ণ বাণী শ্রবণ করিয়া পরমার্থিক কল্যাণ অর্জ্জনের সৌভাগ্য লাভ করেন। উক্ত স্থানসমূহের মধ্যে কলারচক, সরবেড়িয়া, কাশীনগর, কৃষ্ণচন্দ্রপুর প্রভৃতি অঞ্চলে গ্রামবাসিগণের পক্ষ হইতে স্বামিজী-মহারাজকে বিবিধ অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হয়। স্বামিজী প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা অথবা ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতাদি দ্বারা তত্তৎ প্রদেশে শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী প্রবাহিত করেন। ডায়মণ্ডহারবার, কাশীনগর প্রভৃতি অঞ্চলের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিশেষতঃ আইনজীবী এবং দার্শনিক পণ্ডিতগণ, স্বামিজী-মহারাজের বাগ্মিতাপূর্ণ ও শাস্ত্রাদির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-সম্বলিত বক্তৃতাদি শ্রবণ করত সভাপতি-মহারাজকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তাঁহাদের অনেকেই স্বামিজী-মহারাজের বাসা-ভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিরন্তর পরিপ্রশ্নাদি করিয়া নানাপ্রকার শাস্ত্রবিচারাদি শ্রবণ করেন এবং তত্তদ্দেশে স্বামিজী-মহারাজকে আরও কতিপয় দিবস অবস্থান করিতে বিশেষ অনুরোধ জানান। নানাবিধ সেবাকার্য্যের গুরুভার থাকায় তিনি তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষায় অসমর্থ হন। উল্লিখিত স্থান সমূহে গুণমুগ্ধ সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পাবলিক প্রসিকিউটার শ্রীযুত হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল; শ্রীযুত হিরণ্ময় চক্রবর্ত্তী বি, এল; শ্রীযুত সারদাপ্রসাদ হালদার, বি, এল; শ্রীযুত মন্মথনাথ মিত্র, বি, এল; শ্রীযুত সুশীল কুমার সর্দ্দার বি, এল; শ্রীযুত পঙ্কজ কুমার বসু, মোক্তার, শ্রীযুত অনাদিনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ; উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক

শ্রীযুত অনুকূল দাস বি, এল ; শ্রীযুত নগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, বি, এল ; শ্রীযুত উপেন্দ্র নাথ কাঞ্জি বি, এল ; শ্রীযুত ফণীভূষণ সেন বি, এল ; শ্রীযুত বিভূতিভূষণ মাইতি বি, এল ; শ্রীযুত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী বি, এল ; প্রফেসার শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সর্ব্বশেষে আমরা শ্রীযুত আনন্দমোহন দাসাধিকারী মহোদয়কে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁহারই উৎসাহ এবং বিশেষ আগ্রহে নানাবিধ সেবাকার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যেও স্বামিজী-মহারাজ এতদ্দেশে শুভাগমন করেন। শ্রীযুত দাসাধিকারী মহোদয়ের এই সেবাচেষ্টা এবং প্রচারোদ্যম সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাব্দ—৪৬৫ ; **শ্রাবণ—১৩৫৮**

২৯ বামন, ১ শ্রাবণ, ১৮ জুলাই, বুধবার—পূর্ণিমা রা ১।২৯। **পৌর্ণমাস্যারম্ভপক্ষে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণ-পক্ষে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ।** শ্রীল সনাতন গোস্বামীর তিরোভাব।

৫ শ্রীধর, ৬ শ্রাবণ ২৩ জুলাই, সোমবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী দি ৪।৩৮। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব।

৮ শ্রীধর, ৯ শ্রাবণ, ২৬ জুলাই, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণাষ্টমী দি ৪।১৪। শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর তিরোভাব।

১১ শ্রীধর, ১২ শ্রাবণ, ২৯ জুলাই, রবিবার—কৃষ্ণৈকাদশী রা ৮।৯। **কামিকা একাদশীর উপবাস।**

১২ শ্রীধর, ১৩ শ্রাবণ, ৩০ জুলাই, সোমবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী রা ১০।৬। **পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৩০ মধ্যে একাদশীর পারণ।**

২৬ শ্রীধর, ২৭ শ্রাবণ, ১৩ আগষ্ট, সোমবার—গৌরৈকাদশী রা ৬।১৯। **পবিত্রারোপণী একাদশীর উপবাস। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা আরম্ভ ;** চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে মহোৎসব।

২৭ শ্রীধর, ২৮ শ্রাবণ, ১৪ আগষ্ট, মঙ্গলবার—গৌর-দ্বাদশী দি ৩।৫০। **পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৩২ মধ্যে একাদশীর পারণ।** শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ উৎসব। শ্রীল রূপগোস্বামী ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব ; মতান্তরে পরাহ্নে।

৩০ শ্রীধর, ৩১ শ্রাবণ, ১৭ আগষ্ট, শুক্রবার—পূর্ণিমা দি ৮।৫৯। **শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলনযাত্রা সমাপ্ত। শ্রীবলদেবাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর উপবাস। (আগামী কল্য দি ৯।৩১ মধ্যে পারণ)**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

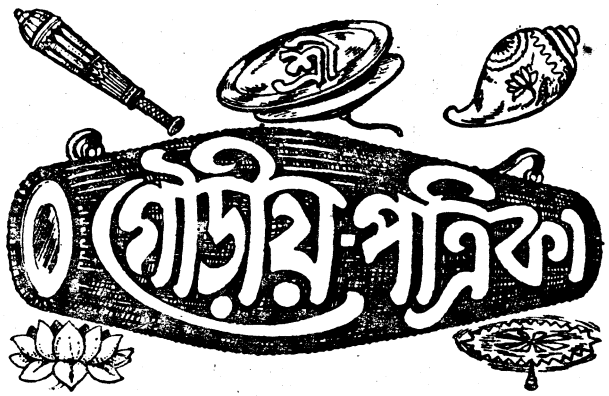

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩য় বর্ষ | গর্ভোদশায়ী, ৩০ শ্রীধর, ৪৬৫ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৫৮ ; ইং ১৭।৮।৫১ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

5/9

শ্রীহরিকুসুম-স্তবকম্

[শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীহরয়ে নমঃ

গতি-গঞ্জিত-মত্ততর-দ্বিরদং
মুখরীকৃত-বেণু-হৃত-প্রমদং
রদ-নিন্দিত-সুন্দর-কুন্দ-মদং।
মদ-বল্লিত-লোচন-তাম-রসং।
মদনার্ব্বুদ-রূপ-মদঘ্ন-রুচিং
রসপূর-বিকাশক-কেলি-পরং
রুচির-স্মিত-মঞ্জরি-মঞ্জু-মুখম্॥১॥
পরমার্থ-পরায়ণ-লোক-গতিম্॥২॥

গতি-মণ্ডিত-যামুন-তীর-ভুবং
ভুবনেশ্বর-বন্দিত-চারু-পদং।
পদকোজ্জ্বল-কোমল-কণ্ঠ-রুচং
রুচকান্ত-বিশেষক-বল্গু-তরম্ ॥৩॥

তরল-প্রচলাক-পরীত-শিখং
শিখরীন্দ্র-ধৃতি-প্রতিপন্ন-ভুজং।
ভুজগেন্দ্র-ফণাঙ্গণ-রঙ্গ-ধরং
ধর-কন্দর-খেলন-লুব্ধ-হৃদম্ ॥৪॥

হৃদয়ালু-সুহৃদ্গণ-দত্ত-মহং
মহনীয়-কথা-কুল-ধূত-কলিং।
কলিতাখিল-দুর্জ্জর বাহু-বলং
বল-বল্লব-শাবক-সন্নিহিতম্ ॥৫॥

হিত-সাধু-সমীহিত-কল্পতরুং
তরুণীগণ-নূতন-পুষ্প-শরং।
শরণাগত-রক্ষণ-দক্ষতমং
তমসাধু-কুলোৎপল-চণ্ডকরম্ ॥৬॥

কর-পদ্ম-মিলৎ কুসুম-স্তবকং
বক-দানব-মত্ত-করীন্দ্র-হরিং।
হরিণীগণ-হারক-বেণু-কলং
কল-কণ্ঠরবোজ্জ্বল-কণ্ঠ-রণম্ ॥৭॥

রণ-খণ্ডিত-দুর্জ্জন-পুণ্যজনং
জন-মঙ্গল-কীর্ত্তি-লতা-প্রভবং।
ভব-সাগর কুম্ভজ-নাম-গুণং
গুণ-সঙ্গ-বিবর্জ্জিত-ভক্তগণম্ ॥৮॥

গণনাতিগ-দিব্য-গুণোল্লসিতং
সিতরশ্মি-সহোদর-বক্ত্র-বরং।
বর-দৃপ্ত-বৃষাসুর-দাব-ঘনং
ঘন-বিভ্রম-বেশ-বিহারময়ম্ ॥৯॥

ময়-পুত্র-তমঃক্ষয়-পূর্ণবিধুং
বিধুরীকৃত-দানব-রাজকুলম্।
কুল-নন্দনমত্র নমামি হরিম্ ॥১০॥

উরসি পরিস্ফুরদিন্দিরমিন্দিন্দির-মন্দির-স্রজোল্লসিতং।
হরি-মঙ্গলাতি-মঙ্গল-সচ্চন্দনং বন্দে ॥১১॥

ইতি শ্রীহরিকুসুম-স্তবকম্

শ্রীহরিকুসুম স্তবকের বঙ্গানুবাদ

মত্ত-মাতঙ্গের গতি অপেক্ষাও যাঁহার গতি অতিসুন্দর, কুন্দ কুসুমাবলী অপেক্ষাও যাঁহার দশন-পঙ্‌ক্তি অতি মনোজ্ঞ, অর্ব্বুদ-পরিমিত কন্দর্পের শোভা অপেক্ষাও যাঁহার শ্রীঅঙ্গের শোভা, এবং যাঁহার মুখমণ্ডল মন্দ মন্দ হাস্যযুক্ত ॥১॥

যিনি বংশীধ্বনি দ্বারা প্রমদাগণকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন, যৌবন-মদহেতু যাঁহার নয়ন-পদ্ম অরুণবর্ণ হইয়াছে, যাঁহার লীলা—রসপ্রবাহ-প্রকাশক এবং যিনি পরমার্থ-পরায়ণ ভক্তগণের একমাত্র গতি ॥২॥

যাঁহার ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশাদি চরণ-চিহ্ন দ্বারা যমুনার তীরস্থ ভূমি ভূষিত হইয়াছে, বিধি-রুদ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক যাঁহার মনোহর পাদপদ্ম বন্দিত হইতেছে, উজ্জ্বল পদক-ভূষণ দ্বারা যাঁহার কোমল কণ্ঠ সুশোভিত এবং গোরচনা-নির্ম্মিত তিলক ধারণ করায় যাঁহার লালাট অতিশয় মনোহর ॥৩॥

ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা যাঁহার চূড়া সুশোভিত, যিনি বামহস্ত দ্বারা গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছেন, ভুজগেন্দ্র কালিয়ের মস্তকে যিনি নৃত্য করেন, গিরি-কন্দরে খেলা করিতে যাহার চিত্ত সমুৎসুক ॥৪॥

সহৃদয় সুহৃদ্‌গণকে যিনি সর্ব্বদা উৎসবযুক্ত করেন, যাঁহার কথা-প্রসঙ্গে কলিযুগের গর্ব্ব খর্ব্ব হয়, যাঁহার বাহুবল সকলের দুর্জ্জেয় এবং যিনি বলরাম ও ব্রজ-বালকগণের নিকটে সর্ব্বদা বিরাজমান ॥৫॥

যিনি অনুবর্ত্তী ভক্তগণের বাঞ্ছা পূরণে কল্পতরু, যিনি যুবতীগণের নবীন কন্দর্পস্বরূপ, যিনি শরণাগত-রক্ষণে তৎপর এবং যিনি দৈত্যবৃন্দ-রূপ কুমুদ পুষ্পসকলের ম্লান বিষয়ে সূর্য্যস্বরূপ ॥৬॥

কুসুম-স্তবকে যাঁহার কর-পদ্ম সুশোভিত, যিনি বকাসুররূপ মত্ত-মাতঙ্গের প্রতি সিংহ-স্বরূপ, যিনি সুমধুর বংশীরবে হরিণীগণকে আকর্ষণ করেন, কোকিলের কলরব অপেক্ষাও যাঁহার কণ্ঠধ্বনি সুমধুর ॥৭॥

যিনি যুদ্ধে দুষ্ট রাক্ষসগণকে পরাভব করিয়াছেন, যাঁহার কীর্ত্তি-কলাপ জগতের কল্যাণপ্রদ, যাঁহার নাম, গুণ ও লীলা ভব-সাগর শোষণে অগস্ত্যমুনি-স্বরূপ, যাঁহার ভক্তগণ প্রকৃতি-সঙ্গ-বিবর্জ্জিত ॥৮॥

দয়া-দাক্ষিণ্যাদি অসংখ্য সুদিব্য গুণগণে যিনি ভূষিত, যাঁহার মুখমণ্ডল শশাঙ্ক-সদৃশ, যিনি অতি গর্ব্বিত বৃষাসুররূপ দাবানল নির্ব্বাপণে মেঘস্বরূপ, যিনি অতিশয় বিলাসী ও তদুচিত বেশ-ভূষাদি করিয়া নিকুঞ্জ-বিহারে তৎপর ॥৯॥

যিনি ময়পুত্র ব্যোমাসুর-রূপ অন্ধকারের ক্ষয়ে পূর্ণচন্দ্র স্বরূপ, যাঁহা হইতে দানব-রাজবংশ ক্লেশান্বিত হইয়াছে, সেই স্ব-বংশের আনন্দকর শ্রীহরিকে আমি নমস্কার করি ॥১০॥

যাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীরাধা বিরাজমানা, অলিকুলাকীর্ণ বৈজয়ন্তী-মালায় যিনি সুশোভিত, যিনি যুবতীগণের অতিশয় মঙ্গলকর এবং মলয়াদি অনুলেপনে যাঁহার শ্রীঅঙ্গ অনুলিপ্ত, সেই শ্রীহরিকে আমি অভিবাদন করি ॥ ১১॥

ইতি শ্রীহরিকুসুম-স্তবক সমাপ্ত

আসুরিক প্রবৃত্তি

অসুরগণ বৈষ্ণব-অপরাধী

কলিকালে আমরা কেহ কেহ বিষ্ণুভক্তি রহিত হইয়া আসুরিক প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়া থাকি। কিন্তু তাহাতে আমাদের মঙ্গল হওয়া দূরে থাক্, বিষ্ণু-বৈষ্ণবের চরণে অপরাধী হইয়া পড়ি। আমাদের অসুর-প্রবৃত্তি কখনই সৎ-সমাজ আদর করিবেন না। সাধুর সমাজ আমাদিগকে অনাদর করিতে শিখিলে আমরা অনুতপ্ত হইয়া আসুরিক প্রবৃত্তি হইতে অবসর পাইব। বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হইলে অসুর-স্বভাব-সম্পন্ন হইয়া আমাদের কেহ কেহ নানাপ্রকার অযথা উৎপাতের আবাহন করি।

অসুরগণ শাস্ত্র-নিন্দুক

আমাদের অসুর-স্বভাবের সহিত সৎ-শাস্ত্রের কথার মিল না পাইলে আমরা শাস্ত্র-নিন্দা করি, কখনও কখনও তৎপ্রদর্শিত সত্য লঙ্ঘন করিয়া মহাভারত ছিঁড়িয়া ফেলি, সাক্ষাদ্ভগবন্মূর্ত্তি—শ্রীমদ্ভাগবত ছিঁড়িয়া ফেলি, এবং ঐ সকল শাস্ত্রকে পঙ্কমধ্যে ফেলিয়া দিতে বলি। এইগুলিই আমাদিগকে বিষ্ণুভক্তি হইতে চিরকালের জন্য অসুর-সম্প্রদায়ে পাতিত করে। আবার, আমরা অসুর, এইকথা শাস্ত্রোক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইলে নিজে নিজে অসন্তুষ্ট হই।

বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবকই দেবতা, তদিতর-সমূহ দেব-দ্বিজকুলে উদ্ভূত হইলেও অসুর

এখন দেখা যাক্, আমরাই দেবতা হইতে পারি, আমরাই অসুর হইতে পারি। বিষ্ণু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবা করিলেই আমরাই বৈষ্ণবের দাস, দেবতা, ব্রাহ্মণ; আর শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারতের অবমাননা করিয়া পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিলে আমরা দেবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও—কশ্যপের সন্তান হইয়াও হরি-বিদ্বেষ-পূর্ব্বক কুপথে নরকে চলিয়া যাই, বিশ্রবাতনয় হইয়া সীতা-হরণে প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হই। অঘ-বক-পূতনা হইয়া কৃষ্ণ-বিদ্বেষ করি। হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু হইয়া প্রাধান্য-লাভে যত্ন করি। জগাই মাধাই হইয়া বন্দ্যোপাধ্যায়-কুলের কলঙ্ক হই। আবার নিত্যানন্দ হরিদাসকে মারিতে গিয়া অনুতপ্ত হইয়া নিজের নিজত্বের পুনরুপলব্ধি করি। এ সকল যজ্ঞ-ভঙ্গরূপ রাক্ষস-প্রবৃত্তি আমাদের ভাল নহে।

বিষ্ণু-বৈষ্ণব কর্ত্তৃক অসুর নিধন, এবং বৈষ্ণব-অবৈষ্ণবের তারতম্য

মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বিতীয় অধ্যায় ১৬২।১৬৩ শ্লোক পড়িলে ব্রাহ্মণ আমরা জানিতে পারি যে,—

"সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্ব্বদা॥
সুখং হ্যবমতঃ শেতে সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে।
সুখং চরতি লোকেঽস্মিন্নবমন্তা বিনশ্যতি॥"

[ব্রাহ্মণ সম্মানকে বিষের ন্যায় বোধ করিবেন, তাহাতে প্রীতি লাভ করিবেন না এবং সর্ব্বদা অমৃতের ন্যায় বোধ করিয়া অবমাননার আকাঙ্ক্ষা করিবেন, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি সম্মান করিলে তাহা ত প্রীত হইবেন না বা অপমান করিলেও তাহাতে খেদ করিবেন না; মানাপমান সমান বোধ করিবেন। যেহেতু ইহ লোকে কোন ব্যক্তি অপমান করিলে যিনি খেদ না করেন, তিনি সুখে নিদ্রা যান, সুখে প্রতিবুদ্ধ হন এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিচরণ করিয়া বেড়ান; কিন্তু অপমানকর্ত্তা সেই পাপে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।]

এই সকল কথা বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা আলোচনা করেন। অসুর স্বভাবসম্পন্ন হওয়া কেহই আদর করেন না। অসুরগণ বিষ্ণু-বৈষ্ণব কর্ত্তৃক নিহত হ'ন। ভগবান্ অসুরদিগকে মোহিত করিবার জন্য অনেকবার দেবতাগণকে পীড়ন করাইয়াছেন। তাহা অসুরগণেরই অকল্যাণের জন্য। কলিকালে বিষ্ণুভক্তি নিতান্তই বিরল। বিষ্ণুভক্তির নামে নির্ব্বুদ্ধিতা ও আসুরিক প্রবৃত্তি জীবের কখনই মঙ্গল উৎপাদন করে না। শ্রীআচার্য্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলেন,—

"শাস্ত্রতঃ শ্রূয়তে ভক্তৌ নূমাত্রস্যাধিকারিতা"

আর শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ বলেন,—

"গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

[বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণু-পূজাপরায়ণ ব্যক্তি অভিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক 'বৈষ্ণব' বলিয়া কথিত হন, তদ্ব্যতীত অপরে 'অবৈষ্ণব'।]

শাস্ত্র আরও বলেন,—

"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥ (পদ্মপুরাণ)

[ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ কখনও শূদ্র বলিয়া কথিত হন না, তাঁহাদিগকে 'ভাগবত' বলিয়াই কীর্ত্তন করা যায়। জনার্দ্দনের প্রতি ভক্তি না থাকিলে যে কোন জাতিই হউক না কেন, তাহারা 'শূদ্র' বলিয়াই গণনীয়।]

গুরুর অবজ্ঞাকারী—কৃতঘ্ন, অসুর

যাহারা শ্রীগুরুদেবকে অমান্য করিয়া গুরুদেব শূদ্র—একথা বলেন, তাহারা বৈষ্ণব-গুরুর অবজ্ঞাকারী কৃতঘ্ন অসুর। আমরা যেন কোন দিন আসুরিক প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া বৈষ্ণব-গুরুর চরণে অপরাধ না করি। আচার্য্য শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন,—

"বৈষ্ণব-বিদ্বেষী চেৎ গুরুস্ত্যাজ্য এব।"

আমরা অসুর-স্বভাব-সম্পন্ন হইয়া যদি বৈষ্ণব-বিদ্বেষ বা গুর্ব্ববজ্ঞা করি, তাহা হইলে আমাদের যাবতীয় ধন, জন, পাণ্ডিত্য অচিরে বিধ্বংসিত হইবে।

শ্রী-সম্প্রদায় ও গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্গের প্রতি জাতিবুদ্ধিকারিগণ অসুর

শ্রীআলবন্দারু ঋষির স্তোত্র হইতে এই শ্লোকটী পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে বলি—

"মাতা পিতা যুবতয়স্তনয়া বিভূতিঃ
সর্ব্বং যদেব নিয়মেন মদন্বয়ানাং।
আদ্যস্য নঃ কুলপতের্বকুলাভিরামং
শ্রীমত্তদঙ্ঘ্রিযুগলং প্রণমামি মূর্দ্ধ্না॥"

শ্রীবকুলাভিরাম বা শ্রীশঠকোপ দাস শৌক্র ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত হ'ন নাই। তিনি আলবন্দারু ঋষির পূর্ব্বপুরুষ। এই আলবন্দারু ঋষির শিষ্য কোটী ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-পূজিতচরণ ভগবদ্রামানুজাচার্য্য। এই সকল পড়িয়া শুনিয়াও যদি আমাদের আসুরিক প্রবৃত্তিবলে ছয় গোস্বামীর কেহ কেহ শূদ্র ছিলেন, বলিবার বাসনা হয়, তাহা হইলে সেই গোস্বামী বংশে-জন্ম করিবার শ্লাঘা করিতে গিয়া যদি ব্রাহ্মণগৃহে প্রবেশ করি, তাহা হইলে আমাদের যজ্ঞ-সূত্র অযোগ্য বলিয়া ব্রাহ্মণগণ ছিঁড়িয়া দিবেন এবং সুশীতল চরণচ্ছায়ে আশ্রয়গ্রহণের কপটতা করিতে গেলে আমাদের গলদেশস্থ তুলসীমালিকা কাড়িয়া লইবেন এবং মূর্খতা-বশতঃ নিজ-নামের সহিত "গোস্বামী" লিখন হইতে চিরদিনের জন্য আমরা বঞ্চিত হইব।

ক্রিয়াহীন জাতিগোস্বামিগণ বৈষ্ণব-বিদ্বেষী অসুর

গোস্বামি-কুলোচিত ক্রিয়া পরিহার করিয়া আমরা যদি ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও অর্থলোভে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াই, তাহা হইলে শিশ্নোদর-পরায়ণ জানিয়া আমাদিগকে লোকে ঘৃণা করিবে। সামান্য কপর্দ্দকের লোভে ইন্দ্রিয়-তর্পণের পিপাসায় আমরা নিত্যকালের জন্য বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হইয়া যাইব এবং পিতৃকুলের তর্পণ করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে ক্লেশ দিব। যেহেতু শাস্ত্র বলেন—

"নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতম্॥ (স্কন্দপুরাণ)

[যে-সকল মূঢ় ব্যক্তি মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করিয়া থাকে, তাহারা পিতৃবর্গের সহিত মহারৌরব-সংজ্ঞক নরকে পতিত হয়।]

—শ্রীল প্রভুপাদ

অত্যাহার

ভক্তি-সাধনে "অত্যাহার"-শ্লোকের পালন একান্ত আবশ্যক

শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামী স্বকৃত **উপদেশামৃত**-গ্রন্থে এই শ্লোকটি লিখিয়াছেন—

"অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥"

(উপদেশামৃত-২)

এই শ্লোকের গূঢ়ার্থ বিচার করা নিতান্ত প্রয়োজন। যিনি বিশুদ্ধ ভক্তি-সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার এই শ্লোকের উপদেশ পালন করা বিশেষ আবশ্যক। যিনি এই উপদেশ-পালনে যত্ন করিবেন না, তাঁহার পক্ষে হরিভক্তি নিতান্ত দুর্ল্লভ। শুদ্ধভক্তি লাভের জন্য যাঁহাদের স্পৃহা বলবতী, তাঁহাদের উপকারের জন্য আমরা এই শ্লোকের তাৎপর্য্য পরিষ্কার করিয়া লিখিতেছি। এই শ্লোকে (১) অত্যাহার, (২) প্রয়াস, (৩) প্রজল্প, (৪) নিয়মাগ্রহ, (৫) জনসঙ্গ ও (৬) লৌল্য—এই ছয়টি ভক্তি-বাধক বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই ছয়টি বিষয় আমরা পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বিচার করিব। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কেবল **'অত্যাহার'** শব্দটীর অর্থ আলোচিত হইতেছে।

'অত্যাহার'-শব্দের অর্থ অধিক ভোজন-মাত্র নহে

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, 'অত্যাহার'-শব্দে এস্থলে **'অধিক ভোজন'**-মাত্র উদ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা নয়। উপদেশামৃত-গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বা-বেগমুদরোপস্থ-বেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥

যিনি ধৈর্য্যের সহিত বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ সহ্য করিতে সক্ষম হন, সেই ধীর পুরুষ সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করেন। এস্থলে **জিহ্বার বেগই**—ভোজ্য বস্তুর অস্বাদন-স্পৃহা এবং **উদরের বেগই**—অধিক ভোজন-স্পৃহা। দ্বিতীয় শ্লোকে 'অত্যাহার' শব্দে অধিক ভোজন বুঝিলে সংক্ষিপ্তসার-সংগ্রহ-গ্রন্থে দ্বিরুক্তি-দোষ আসিয়া পড়ে। **সুতরাং পরম গম্ভীর শ্রীরূপ-গোস্বামীর 'অত্যাহার' শব্দে অন্য তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করাই পণ্ডিত পাঠকবর্গের কর্ত্তব্য।**

'ভোজন'এর অর্থ—পঞ্চেন্দ্রিয়ে বিষয়-ভোগ

ভোজনই 'আহার'-শব্দের মুখ্যার্থ বটে, কিন্তু ভোজন শব্দেও পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় ভোগকে বুঝায়। চক্ষুদ্বারা **রূপ,** কর্ণের দ্বারা **শব্দ,** নাসিকাদ্বারা **গন্ধ,** জিহ্বার দ্বারা **রস,** এবং ত্বকের দ্বারা **মৃদুতা, কাঠিন্য, উষ্ণ, শীতাদি** বিষয়-পঞ্চকের ভোগ বা ভোজন হয়। এরূপ প্রাকৃত-বিষয় ভোগ দেহধারী জীবের পক্ষে অনিবার্য্য। বিষয়-ভোগ ব্যতীত জীবের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। বিষয়-ভোগ ত্যাগ করিবামাত্র জীবের দেহ-ত্যাগ হয়। সুতরাং 'বিষয়-ত্যাগ'—এই পরামর্শ কেবল কল্পনারূঢ় হইতে পারে, কখনই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না।

ভক্তির অনুকূল কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ কর্ত্তব্য

ভগবান্ অর্জ্জুনকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ (গীঃ ৩।৫-৬)

[অর্থাৎ—অশুদ্ধচিত্ত পুরুষ শাস্ত্রীয়-কর্ম্ম-ত্যাগ করিয়াও প্রকৃতিসিদ্ধ গুণদ্বারা উত্তেজিত হইয়া অস্বতন্ত্ররূপে ব্যবহারিক কর্ম্মসকল করিতে থাকে; অতএব তাহাদের পক্ষে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট চিত্তশোধক কর্ম্ম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়। চিত্ত যাহার শোধিত হয় নাই, তাহার কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম করিলে কি হইবে? সেই ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়-সমুদয় সংযম করিয়া মনে-মনে ইন্দ্রিয়ার্থের আলোচনা করিতে থাকিবে; অতএব সেই মূঢ়কে 'মিথ্যাচারী' বলা যায়।]

কর্ম্ম ব্যতীত যখন দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, তখন জীবন-রক্ষক কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই কর্ম্ম যদি বহির্ম্মুখভাবে করা যায়, তবে মনুষ্যত্ব পরিত্যক্ত হয় এবং পশুত্ব উদয় হয়। অতএব শরীর-কর্ম্ম-সকলকে ভগবদ্ভক্তির অনুকূল করিয়া লইতে পারিলে ভক্তিযোগ হয়।

যুক্ত বা পরিমিতভাবে বিষয়-গ্রহণের উপায়

ভগবান্ আবার বলিয়াছেন :—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ (গীঃ ৬।১৬-১৭)

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥ (গীঃ ৫।৮-৯)

[অর্থাৎ—অধিক ভোজনকারী, নিতান্ত অনাহারী, অধিক নিদ্রা-প্রিয় এবং নিতান্ত নিদ্রাশূন্য ব্যক্তির যোগ সম্ভব নয়। যুক্তাহার ও যুক্তবিহারশীল, কর্ম্মসকলে যুক্তচেষ্ট, যুক্ত-নিদ্র, যুক্তজাগর ব্যক্তিদিগেরই ক্রমচেষ্টা দ্বারা জড়দুঃখনাশী যোগ সম্ভব হয়। কর্ম্মযোগী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা ও শ্বাসাদি কার্য্য করিয়াও তত্ত্বজ্ঞান-বশতঃ 'আমি কিছুই করি নাই'—এরূপ মনে করেন। প্রলাপ, দ্রব্যত্যাগ, দ্রব্যগ্রহণ, উন্মীষণ ও নিমীষণ কার্য্যকালে মনে করেন,—আমি যে জড় দেহে আছি, তাহাই এ-সকল করিতেছে; অবিদ্যা-বদ্ধ 'আমি' এইসকল কার্য্যে নির্দ্ধারণ ও মনন মাত্র করিতেছি। আত্মযথার্থ্য সিদ্ধ হইলে প্রাকৃত বস্তুতে আমার এরূপ সম্বন্ধ নিঃশেষ হইবে'।]

অতি-ভোজন, অত্যল্প-ভোজন, অতি-নিদ্রা, অল্প-নিদ্রা দ্বারা যোগ হয় না। কিন্তু যুক্তভোজী, যুক্তচেষ্ট, যুক্তনিদ্র, যুক্তজাগ্রত ব্যক্তির পক্ষে যোগ সিদ্ধ হয়। তাহার প্রকার এই যে, আমার ইন্দ্রিয়সকল ইন্দ্রিয়ার্থে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু আমি শুদ্ধ আত্মা এইসকল কার্য্য করি না,—এইরূপ বুদ্ধির সহিত বিষয়সকল গ্রহণ করিবে।

কর্ম্ম ও জ্ঞান ত্যাগ করিলে ভক্তিযোগ সিদ্ধ হয়

এই উপদেশ যদিও জ্ঞান-পক্ষে অধিক কার্য্য-প্রবৃত্তি দেখায়, তথাপি ইহার তাৎপর্য্য ভক্ত্যনুকূল হইতে পারে। গীতার চরম শ্লোকে যে শরণাগতির উপদেশ আছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থকে ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া কর্ম্মাঙ্গ ও জ্ঞানাঙ্গ ত্যাগ করত আচরণ করিলে শুদ্ধভক্তিযোগ সিদ্ধ হয়।

যুক্ত-বৈরাগ্য ও জীবনযাত্রা-বিধি

অতএব শ্রীরূপ রসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১২৫ ২৬)

[অর্থাৎ—কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্তিশূন্য হইয়া এবং কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিয়া তদীয় সেবানুকূল বিষয়মাত্র গ্রহণ করিলে তাহাকেই যুক্তবৈরাগ্য বলে। মুমুক্ষুগণ শাস্ত্র, শ্রীমূর্ত্তি, নাম, মহাপ্রসাদ, গুরুপ্রভৃতি হরিসম্বন্ধি বস্তুকেও প্রাকৃত জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, ইহাই ফল্গু-বৈরাগ্য নামে অভিহিত হয়।]

উক্ত দুই শ্লোকের যে তাৎপর্য্য, তাহাই আবার উপদেশামৃতে অত্যাহার-ত্যাগ শব্দের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, বিষয়-ভোগ বলিয়া বিষয় গ্রহণ করিলে অত্যাহার হইবে। কিন্তু **ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া যথা-প্রয়োজন ভক্তির অনুকূল-রূপে যে বিষয় গ্রহণ করা যাইবে, তাহা অত্যাহার নয়।** ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া ইন্দ্রিয়ার্থ সরলতার সহিত স্বীকার করিলে ভক্তিপর্ব্বে যুক্তাহার হইবে। তাহাতে যুক্তবৈরাগ্য অনায়াসে সাধিত হইবে। **শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা এই যে, অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ কর ও কৃষ্ণনাম কর।** ভাল ভাল ভক্ষ্যদ্রব্য ও আচ্ছাদনাদির জন্য যত্ন করিবে না। স্বল্পায়াস-লব্ধ

পবিত্র ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ কর—ইহাই ভক্তদিগের জীবনযাত্রার বিধি। যাহা প্রয়োজন, তাহাই আহরণ কর। অধিক বা অল্প আহরণে শুভফল হইবে না। অধিক আহরণ বা সংগ্রহ করিলে সাধক রসের বশ হইয়া পরমার্থ হারাইবেন। উপযুক্তরূপে সংগ্রহ না করিলে ভজনোপায়-স্বরূপ শরীর রক্ষা হইবে না।

অত্যাহার-দমন নিত্য এবং জিহ্বা ও উদরবেগ দমন—নৈমিত্তিকী ক্রিয়া

(উপদেশামৃতের) **প্রথম শ্লোকে**—জিহ্বা ও উদরের বেগ সহন করিতে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রাকৃত মানব সহজেই উত্তম রস-সেবনে লালসা এবং ক্ষুধায় কাতর হইয়া প্রাপ্ত ভোজ্য-দ্রব্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া সেবনোৎসুক হন। তাহা একটী প্রাকৃত বেগ। যখন যেরূপ উঠিবে, তখন তাহা ভক্তি অনুশীলনের দ্বারা দমন করিবেন। **দ্বিতীয় শ্লোকে**—যে অত্যাহার ত্যাগের বিধান করিয়াছেন, তাহা একটী ভক্তি-সাধনের নিত্য নিয়ম। পূর্ব্বটী নৈমিত্তিক, শেষটী নিত্য।

গৃহী ও গৃহত্যাগীর অত্যাহার পৃথক্

ইহাতে আর একটী কথা আছে। গৃহী ও গৃহত্যাগী-ভেদে এই সমস্ত উপদেশের দুই প্রকার প্রবৃত্তি। কুটুম্ব-ভরণের জন্য গৃহী সঞ্চয় করিতে পারেন এবং ধর্ম্ম-সঞ্চিত ও ধর্ম্মোপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া ভগবৎসেবা, ভাগবত-সেবা, কুটুম্বভরণ, অতিথি-সেবা ও নিজের জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারেন। গৃহী সঞ্চয় ও উপার্জ্জনে অধিকার লাভ করিয়াও প্রয়োজনের অধিক অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার ভক্তি-সাধনে ও কৃষ্ণ-কৃপালাভে ব্যাঘাত হয়। সেরূপ অধিক সঞ্চয়ও অত্যাহার, এবং অধিক উপার্জ্জনও অত্যাহার, ইহাতে সন্দেহ নাই। গৃহত্যাগী সাধক সঞ্চয়মাত্রই করিবেন না। প্রতিদিন যে ভিক্ষা লাভ করিবেন, তাহাতে তুষ্ট না হইলে তাঁহার অত্যাহার দোষ হয়। ভাল বস্তু পাইয়া আবশ্যক অপেক্ষা অধিক ভোজন করিলেও তাঁহার অত্যাহার-দোষ হয়। অতএব গৃহী ও গৃহত্যাগী—সাধক বৈষ্ণবগণ এইরূপ বিচার করিয়া অত্যাহার পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণভজন করিলে কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করিবেন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে পূজিত
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথোৎসবোপলক্ষে

শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টক

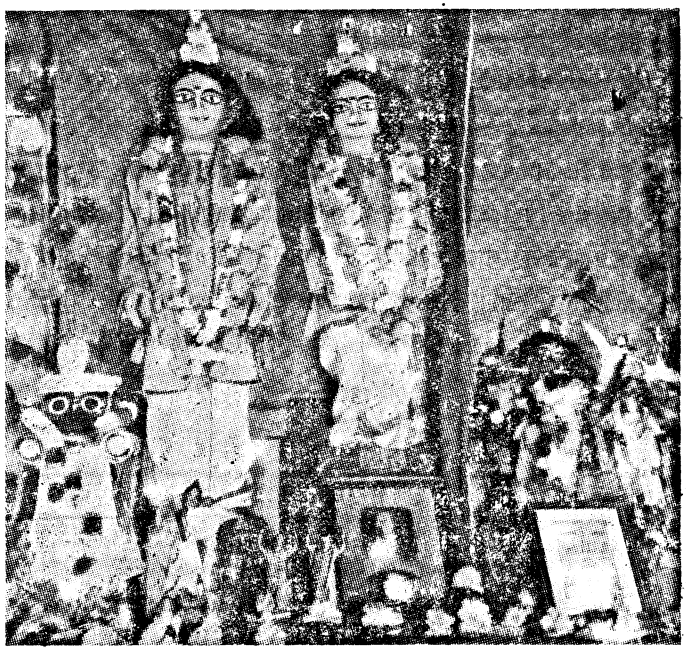

শ্রীমঠে সেবিত শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-জগন্নাথজীউ

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবায় নমঃ

(যিনি)—যমুনা-পুলিনে-বিপিন-মাঝারে গাহিতে গাহিতে সুমধুর গান,
মধুপ-সমান আনন্দে, গোপিনী-মুখপদ্ম-সুধা করেন পান ;
কমলা-মহেশ, গণেশ-দেবেশ, ব্রহ্মা আদি যত দেব-দেবীগণ—
করেন অর্চ্চনা নিয়ত আনন্দে যাঁহার অভয় যুগল চরণ ;
রম্য-মনোরম রথের উপর সুভদ্রাভগিনী বলরাম সাথ।
আমার নয়ন-পথের পথিক হউন সতত সেই জগন্নাথ ॥১॥

(যাঁর)—বামকরে বেণু, শিরে শিখিপাখা, গলে বনমালা, চরণে নূপুর,
কটিতটে-পীতবসন সুন্দর, আননে হাস্য মধুর মধুর ;
(যিনি)—সখাগণ-প্রতি নয়ন-উপান্তে আনন্দে কটাক্ষ করিয়া ধারণ।
বৃন্দাবনে সদা করেন বসতি—মায়া-বদ্ধজীব-মুকতি-কারণ।
রম্য মনোরম রথের উপর সুভদ্রাভগিনী বলরাম সাথ।
আমার নয়ন-পথের পথিক হউন সতত সেই জগন্নাথ ॥২॥

(যিনি)—সুগম্ভীর মহাজলধির তীরে, কনকোজ্জ্বল নীলাচল শিরে—
অভ্রভেদী-চূড়-নয়নাভিরাম সুরম্য-বিশাল প্রাসাদ ভিতরে,
সহোদর রাম-সহ সুভদ্রারে, রাখি' মধ্যস্থানে করি' অবস্থান
দেবগণে স্বীয় সেবার সুযোগ সতত কারুণ্যে করেন প্রদান ;
রম্য-মনোহর রথের উপর সুভদ্রাভগিনী বলরাম সাথ।
আমার নয়ন-পথের পথিক হউন সতত সেই জগন্নাথ ॥৩॥

(যিনি)—দয়ার সাগর ; সজল জলধি-সম অঙ্গকান্তি, নিরখি যাঁহার,
নিয়ত বৈকুণ্ঠে রমা-বাণী-সহ পরম আনন্দে করেন বিহার।
অমল কমল-বদন যাঁহার, "অমরোত্তমৈঃ" আরাধ্য রতন।
তন্ত্রাদি বেদসমূহ পুরাণ যাঁহার চরিত্র করেন কীর্ত্তন,
রম্য-মনোহর রথের উপর সুভদ্রাভগিনী বলরাম সাথ।
আমার নয়ন-পথের পথিক হউন সতত সেই জগন্নাথ ॥৪॥

রথে আরোহিয়া গমনের কালে পথ-মাঝে যত ব্রাহ্মণের গণ—
কৃত স্তব-স্তুতি-কীর্ত্তন শুনি' যিনি পদে-পদে সুপ্রসন্ন হ'ন,
যে জন দয়ার সাগর, নিখিল জনের পরম বন্ধু,
বারিধির প্রতি করুণা করিয়া বিরাজেন কুলে যেই দয়া-সিন্ধু,
রম্য-মনোরম রথের উপর সুভদ্রাভগিনী বলরাম সাথ।
আমার নয়ন-পথের পথিক হউন সতত সেই জগন্নাথ ॥৫॥
(যিনি)—পরমার্চ্চনীয় পরমেশ্বর জগত-জীবন অনাথ-শরণ,
প্রফুল্ল নলিনী-দল-সম যাঁর আকর্ণ-বিসারী যুগল নয়ন,

রয়েছেন যিনি অনন্তনাগের অগণিত শিরে করি পদার্পণ।
(যিনি) প্রেমানন্দময়, সুখী—শ্রীরাধার রসময় দেহ করি' আলিঙ্গন ॥
রম্য-মনোরম রথের উপর সুভদ্রাভগিনী বলরাম সাথ।
আমার নয়ন-পথের পথিক হউন সতত সেই জগন্নাথ ॥৬॥

(আমি)—বিশাল রাজত্ব, স্বর্ণ-মাণিক্যাদি মানবের কাম্য বিভব চাহি না,
সকল মানব-সদা স্পৃহণীয় অনবদ্য অঙ্গী নারীও চাহি না,
চাহিমাত্র শুধু নিবেদিতে তব রাঙাপদ-তলে জাতি-কুল-মান।
প্রমথ-ঈশ্বর, রুদ্র-গঙ্গাধর করেন যাঁহার সদা গুণগান—
রম্য-মনোহর রথের উপর সুভদ্রাভগিনী বলরাম সাথ।
আমার নয়ন-পথের পথিক হউন সতত সেই জগন্নাথ ॥৭॥

ওহে সুরপতে! ত্বরায় আমারে এ' সংসার হ'তে করহ উদ্ধার,
ওহে যদুপতে! কর বিমোচন, অসহ আমার কলুষের ভার;
(যিনি)—সৎ-চিদানন্দ-কৃষ্ণ-ভগবান্, পতিতে করেন শ্রীচরণ দান,
(যিনি)—নারদ-কীর্ত্তনে বিগলিত, যাঁর চরণে জাহ্নবী জনম পান,
রম্য-মনোহর রথের উপর সুভদ্রাভগিনী বলরাম সাথ।
আমার নয়ন-পথের পথিক হউন সতত সেই জগন্নাথ ॥৮॥

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-সেবক-দাসাভাস
—**শ্রীগোপাল চন্দ্র দাসাধিকারী**
নারমা (মেদিনীপুর)

ভক্ত ও ভোগী

"নারায়ণময়ং ধীরাঃ পশ্যন্তি পুত্রমার্থিনঃ।
জগদ্বন্ধুময়ং লুব্ধাঃ কামুকাঃ কামিনীময়ম্ ॥"

শ্লোকটী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, একই জগৎ বিভিন্ন চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট দর্শকের নিকট বিভিন্নভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে জগৎকে সাধুগণ শ্রীভগবানের সেবোপকরণরূপে দর্শন করেন, কামুকগণ তাহাকেই কামিনীময় দর্শন করিয়া থাকে।

ভোগিকুল সর্ব্বদা ভোগবুদ্ধিতে প্রধাবিত বলিয়া সেব্যদর্শন লাভে একান্ত অক্ষম। তাহারা ত্যাগের চিত্র দর্শন করিয়া তাহাকে কখনও কখনও বহুমানন করে, পরন্তু ভোগ-ত্যাগাতীত সেবাবৃত্তি হইতে বঞ্চিত বলিয়া সেবার স্বরূপ বিষয়ে তাহারা প্রবেশাধিকার পায় না। তাই তাহারা ভোগনেত্রে সেবাকে দর্শন করিয়াও ভোগ-সাম্যে গ্রহণ করিয়া নিরয়গামী হয়।

"মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ"—বিচারটী ভোগিবৃন্দ কখনও বুঝিতে পারে না। ভোগ এবং ত্যাগ—এই দুই ধর্ম্মই স্বরূপের ধর্ম্ম নহে; নৈসর্গিক অনাত্মীয় ধর্ম্মে ইহার স্থিতি। ভোগী যখন ভোগের পরিণাম উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় অর্থাৎ যখন সে "পশ্যেৎ পাকবিপর্য্যাসং" এর সত্যতা সম্যক্ অবগত হইয়া, ভোগপ্রবৃত্তিই তাহার দুঃখ-কষ্টের কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত করে, তখন সে "ত্যাগাচ্ছান্তি নিরন্তরম্"এর মোহে পতিত হইয়া তৎপ্রতি প্রধাবিত হয়। পরন্তু ত্যাগের দ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি ঘটিলেও শান্তিলাভ সম্ভবপর নহে। দুঃখ নিবৃত্তি এবং শান্তিলাভ অবস্থা দুইটী এক নহে। রোগীর বিজ্বর অবস্থা ঘটিলেই যেমন তাহাকে সুস্থ বলা যায় না, তাহার সুস্থশরীর লাভের পক্ষে এখনও সময়ের অপেক্ষা বর্ত্তমান এবং যেমন যে-কোন মুহূর্ত্তে তাহার পুনরাক্রমণ সম্ভবপর, তদ্রূপ 'নেতি' 'নেতি' বিচার-সম্পন্ন মুক্তাভিমানী ত্যাগীর যে মুক্তি তাহাও নিরাপদ এবং শান্তিপ্রদ নহে।

জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৯)

শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"
(ভাঃ ১০।২।৩২)

[অর্থাৎ হে অরবিন্দাক্ষ, যাহারা 'বিমুক্ত হইয়াছি'—এই অভিমান করে, তাহারা আপনাতে ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধবুদ্ধি। অনেক ক্লেশে মায়াতীত পরমপদব্রহ্ম পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া ভগবদ্ভক্তিতে অনাদর করতঃ তাহারা অধঃপতিত হয়।]

সুতরাং ত্যাগের দ্বারা কখনও জীবের শান্তিলাভ হয় না—ভোগিকুল ইহা উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়াই ত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হয়। পরন্তু ভক্তগণ ভোগ ও ত্যাগে আসক্ত নহেন, তাঁহারা তৃতীয় বস্তু—সেবা-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত—তাই মুরারির তৃতীয় পন্থা।)

পঞ্চতপা প্রভৃতির তামসিক বৈরাগ্য দর্শন করিয়া ভোগিকুল চমৎকৃত হয় এবং ঐপ্রকার অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া ধারণা করে। কিন্তু ঐপ্রকার বৈরাগ্যের দ্বারা শ্রীভগবানের কোন প্রীতির সম্বন্ধ না থাকায় পরন্তু জড়ীয় প্রতিষ্ঠায় রৌরব-লাভ ঘটে—ইহা দর্শন করিয়া ভক্তগণ ইহা হইতে শত যোজন দূরে অবস্থান করেন। তাঁহারা ঐপ্রকার ত্যাগ দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীগীতার নিম্নোক্ত বাক্যটী স্মরণ করেন—

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥
কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥

[অর্থাৎ—যে-সকল ঘোর তপস্যা শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই, তাহা কাম, রাগ ও বলযুক্ত, তাহা দম্ভ ও অহঙ্কার-বিশিষ্ট লোকগণ অবলম্বন করে। যাহারা শরীরস্থ ভূতসকলকে উপবাসাদিরূপ কঠিন তপস্যা দ্বারা কর্ষণ করে, সুতরাং তদন্তঃস্থিত আমার অংশভূত জীবকে দুঃখ দেয়, তাহারা আসুর-নিষ্ঠায় অবস্থিত।]

ভক্তগণ জানেন—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

অর্থাৎ—

"শ্রীহরি সেবায় যাহা অনুকূল।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥"

তাঁহারা জানেন, বর্ত্তমান প্রারব্ধ শরীরটী হরিসেবার অনুকূল। সুতরাং তাহাকে অযত্ন করা হরিসেবার প্রতিকূল বিচার। যে বস্তুদ্বারা সেব্যবস্তুর প্রীতি বিহিত হইয়া থাকে, তাহার প্রতি অনাদর করা সেবকের কর্ত্তব্য নহে। ভগবানের সেবার উপকরণগুলি যত্নপূর্ব্বক সংরক্ষণ এবং তদ্দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বিধান করাই ভক্তগণের কৃত্য। ভক্তের শরীর-রক্ষণাদি ব্যাপারগুলি দর্শন করিয়া ভোগী তাহারই মত ভোগপর বলিয়া উহাকে গ্রহণ করে। পরন্তু ভোগোদ্দেশে দর্শন করিয়া এক বলিয়া ধারণা হইলেও উহাদের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে, উহা ভোগী বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ভোগীর আহার-বিহারাদিযুক্ত শরীর রক্ষা দ্বারা তাহার নিজ ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতাই চরম লক্ষ্য। সে ভাল ভাল খাদ্য গ্রহণ

করিয়া, উত্তম উত্তম সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া, বৈদ্যুতিক পাখার বাতাস সেবন করিয়া এবং মোটর, হস্তী, ঘোটকাদিতে আরোহণ করিয়া তাহার নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া থাকে; আর ভক্ত যদিও উক্ত প্রকার আহার্য্য, শয্যাদি ও যান-বাহনাদি স্বীকার করেন, তদ্দ্বারা নিজেন্দ্রিয়-তর্পণের পরিবর্ত্তে শ্রীভগবানের প্রীতিই সাধন করেন। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে—পিতামাতা তাঁহাদের পাঁচটী পুত্রকে নানা-যত্নে পালন করিলেন। পুত্রগণ উপযুক্ত হইয়া নিজ নিজ স্ত্রী-পুত্রগণসহ পৃথক্‌ভাবে জীবন-যাপন করিতে লাগিলেন এবং পিতামাতার পালনাদি না করিয়া তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে বিরত থাকিলেন; পাঁচপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্রটী যথাশক্তি পিতামাতার সেবা করিয়া থাকেন। এক্ষেত্রে যেমন বলা হয় যে, জ্যেষ্ঠ-পুত্রকে লালন-পালন করিতে পিতামাতার যে কষ্ট হইয়াছে তাহা সার্থক হইয়াছে; অন্যগুলিকে লালন-পালন করিতে একইরূপ কষ্ট হইলেও তাহা সার্থক হয় নাই। ঠিক তদ্রূপ, ভক্তগণ শরীর রক্ষার জন্য যাহা কিছু স্বীকার করেন তাহা দ্বারা শ্রীভগবানের সেবাই সাধিত হয়। আর অভক্তগণ একই উপকরণে শরীর রক্ষাদি করিলেও তাহার দ্বারা ভগবৎপ্রীতি সাধিত হয় না; পরন্তু গীতার "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ" বাক্যানুসারে তাহারা বন্ধন-দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

জ্যেষ্ঠ পুত্রের সেবায় সন্তুষ্ট পিতামাতা যেমন সর্ব্বদা জ্যেষ্ঠ পুত্রের কুশল-কামনা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ভগবান্ সর্ব্বদা তাঁহার ভক্তগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য সচেষ্ট থাকেন। যদিও ভক্তগণ ইহা ভগবানের নিকট কখনও কামনা করেন না, তথাপি ভগবান্ ভক্তের সেবায় বশীভূত হইয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকেন। "তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই বাক্যই উহার প্রমাণ।

আর অভক্ত ভোগিগণ শ্রীভগবানের কৃপাদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত বলিয়া দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াও উদরান্নের সংস্থানে অক্ষম হইতেছে। তাহারা মনে করে, নিজের চেষ্টায় তাহারা তাহাদের অসুবিধা দূর করিবে। কিন্তু তাহারা জানে না—

"আপন ইচ্ছায় জীব কোটী বাঞ্ছা করে।
কৃষ্ণইচ্ছা বিনা তাহে ফল নাহি ধরে॥"

ভগবদ্ভক্তিহীন ভোগী কাণ্ডজ্ঞানরহিত হইয়া শ্রীভগবানের সেবার উপকরণেও ভোগবুদ্ধি করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। রাবণ যেরূপ ভগবানের অঙ্কশায়িনী সীতাদেবীকেও ভোগ করিতে অভিলাষী হইয়াছিল, ভোগী ব্যক্তিগণ তদ্রূপ

ভগবৎ-সেবা বন্ধ করিয়া, 'সমাজ-সেবা ও দেশ-সেবা'র নাম করিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণকে আবাহন করে। ভক্ত ও ভগবানের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া ভোগীর তাহাতেও লোভ জন্মে এবং কি-প্রকারে তাহা তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণে লাগাইতে পারা যায়, তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। কিন্তু রাবণের সীতা-হরণের পরিণাম দর্শন করাইয়া ভক্তগণ তাহাদিগকে সততই সাবধান করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥ (ঈশোপনিষৎ—১)

—শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী
কার্য্যাধ্যক্ষ ও সহঃ-সম্পাদক.

ভগবান্ কি নাই ?

ভগবানের অস্তিত্ব আছে কিনা, এসম্বন্ধে এর আগে থেকেই লিখ্‌তে আরম্ভ করা হ'য়েছে। পাঠকবর্গের নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম ওটা ঠিক মাসের পর মাস ধরেই বেরুবে। কিন্তু তা' আর হ'য়ে ওঠেনি, কারণ—এ সংসার দাবানল-স্বরূপ। এই সংসার-দাবানলে মানুষ পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়। মানুষ নিজ চেষ্টায় এটা এড়াতে পারে না। সেজন্য তা'কে নির্ভর কর্‌তে হয় এ-জগতের সৃষ্টিকর্ত্তার উপর। আমি মানুষ, তাই আমিও সময়ের গতিকে এড়াতে পারিনি ব'লেই এই শেষাংশটুকু প্রকাশ কর্‌তে দেরী হ'য়ে গেল। তজ্জন্য এই দীন সেবক পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌ছে।

এর পূর্ব্বে যা' লিখেছি, তাতে শুধু বহুবিধ মতামত নিয়ে তর্কের অবতারণাই করা হয়েছে—তর্কের শেষ নাই। কাউকে তর্কের দ্বারা তত্ত্ব-বস্তুতে বিশ্বাস করানো সম্ভব হয় না। বিশ্বাস—বিশ্বাসই। আমরা যা' কর্‌ছি, যা' দেখ্‌ছি, যা'তে পরিচিত হচ্ছি, যা' শুনে আনন্দ পাচ্ছি, এ-সবগুলিরই একটা না একটা antecedent ground আছে। মানুষ যখন সব 'কেন'র বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়, তখন তা'র মন কি নীরব থাকে? তা' হয় না, একটা কিছু solution চাই-ই। তা'কে এমন একটী বস্তুর সাহায্য গ্রহণ কর্‌তে হয়, যে বস্তুটী হ'বেন তা'র কাছে Final Authority. ঐ Final Authority হ'চ্ছেন—"God" অথবা Direct representation of 'God'.

আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে একটুখানি বিশ্লেষণ ক'রে দেখ্‌লে আমরা বেশ বুঝ্‌তে পারি, আমরা যা'ই করি না কেন সেগুলো সমস্তই অন্য কর্ম্মের ফলাফল-স্বরূপ। কিন্তু শুধু ফলাফলই আমাদের কাম্য বা জ্ঞেয় বস্তু নয়, এ'র ঊর্দ্ধে আরও একটা অজ্ঞেয় রহস্য থেকে যায়—যা'র উদ্ঘাটন কেউ কর্‌তে সক্ষম হ'চ্ছেন না। এই অক্ষমতাই আমাদের সেই ultimate causeএর কাছে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। অতএব আমরা যা' কর্‌ছি, সবই—based upon certain fundamental principles which we intuitively apprehend as true.

এ' পৃথিবীতে সূর্য্য, চন্দ্র উঠা থেকে আরম্ভ ক'রে সব কিছুই একটা orderএ চল্‌ছে। এই ordor এ'ল কি ক'রে ? সময় মত সব কিছু করা কোনও blind বস্তুর পক্ষে সম্ভব নয়। এ'তে একটা সুচিন্তিত Reasoning powerএর প্রয়োজন। এই বিশাল্ জগৎ যা'র Reasoning powerএর দ্বারা চল্‌ছে, তিনি যে একটি অসাধারণ তত্ত্ব, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

স্থিতি, অনুপ্রেরণা, অনুভব, প্রকাশ ও বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ভগবানের অনস্তত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। ভগবান্ আছেন এটা নাকি মানুষের জন্মগত জ্ঞান। অনেকে বলেন—খাওয়া-দাওয়ার প্রয়োজনীয়তা মানুষ যেমন অনুভব করে, ভগবানের অস্তিত্বও তেমনি মানুষের কাছে অনুভব্য। Intuition of Inborn—এ'গুলি undevicable fact.

অনেক সময় দেখা গিয়েছে, মানুষ রোগে-শোকে জর্জ্জরিত হ'য়ে যখন মৃত্যুর কোলে শেষ নিশ্বাস ফেলাতে যাচ্ছে, তখনও সে ভগবানের নাম নিয়ে—তাঁ'র পূজার্চ্চনা ক'রে এ-পার্থিব জগতে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসে। সে ভগবানের নামে বেঁচে যায়।

According to the Pragmatic View "Workableness or serviceability is a test of truth." যদি ভগবান্ আছেন—এই বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের জীবন সুখে কাটে এবং এই চিন্তাই যদি আমাদের জীবনে মৃতসঞ্জীবনীর কাজ করে, তবে কেন আবার অবিশ্বাসের অবতারণা ? Consciousness of obligation এবং responsibility থেকে আমরা বেশ অনুভব করি যে—There is God or supreme being or a moral Governor.

এজগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয়—এই তিনটী জিনিষ আমাদের কাছে বরাবরই দুর্জ্ঞেয় রহস্য ব'লেই প্রতীয়মান হ'চ্ছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধের ৫ম অধ্যায়ের ১ম শ্লোকে—

দেবদেব নমস্তেঽস্তু ভূতভাবন পূর্ব্বজ।
তদ্বিজানীহি যজ্‌জ্ঞানমাত্মতত্ত্বনিদর্শনম্॥

মহর্ষি নারদ প্রভৃতি, জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন— "প্রভো! আপনি সকলের পূর্ব্বজ, ও আপনিই এ-জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ব'লে আমাদের ধারণা ছিল, কিন্তু আপনাকেও তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত দে'খে আমাদের সংশয় হ'চ্ছে যে—আপনার থেকেও একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ আছেন। আপনার আরাধ্য সেই পুরুষটী কে?"

ব্রহ্মা বল্‌ছেন :—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ (ব্রহ্মসংহিতা ৫।১)

সৎ, চিৎ ও আনন্দময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমারাধ্য, পরম-ঈশ্বর এবং সকল কারণের কারণ।

Proper selection, combination এবং gradation ছাড়া এই সুন্দর জগতের সৃষ্টি অসম্ভব। এ-গুলিতে Planned method দরকার। এই Planned methodএর অধিকারী মানুষ বা অন্য কেউ হ'তে পারে না। যেখানে সামান্য ভুল হ'লেই সব নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে, সেখানে mortal mindএর Planned method এর দৌড় কতখানি হ'তে পারে তা' সহজেই অনুমেয়। অবিশুদ্ধ আত্মাই ভগবানের অস্তিত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া করে, ভগবান্ চির শান্তিময় বস্তু। তাঁ'কে পেতে হ'লে, তাঁ'কে বুঝ্‌তে হ'লে, চাই বিশুদ্ধ, সদানন্দ, অনাসক্ত, নিত্য সেবাময় মন। এইরূপ গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি পার্থিব মায়াজাল ও পাপাচার-মুক্ত হ'য়ে বিশুদ্ধ আরাধনাতে ভগবানকে পেয়ে থাকেন।

এ-জগতে আমরা যাই কর্‌ছি, সবই পূর্ব্ব দৃষ্টান্তের অনুসরণ মাত্র। আমরা জন্মগ্রহণের পর শিশুকালে মাতৃ-ক্রোড়েই লালিত-পালিত হই। জ্ঞান-লাভের পূর্ব্বে পিতার সঙ্গে কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ তখন হয় না। পিতাকে পিতা ব'লে চেনার আগে 'মা'ই চিনিয়ে দেন—ইনি তোমার পিতা। তার থেকেই বাবাকে 'বাবা' বলা যায়। এটাতে যদি কারুর আপত্তি না হয়, তবে তপস্বী, ঋষী বা বেদ, পুরাণ প্রভৃতি থেকে আমরা যে ভগবানের অস্তিত্বের কথা বা তাঁ'র স্থিতির প্রমাণ পাই, তা'তে আমাদের অবিশ্বাস হওয়ার কোনও কারণ দেখি না। এসম্বন্ধে কাউকে বাতুল মনে করাও যুক্তিযুক্ত নয়, তা'তে শুধু নিজের বাতুলতাই বৃদ্ধি পায়।

আরও ধরা যাক্, মাষ্টার-মশায় grammer পড়াতে গিয়ে ছেলেকে বল্‌ছেন—"ওহে, Third Person, Singular Number দেখ্‌লেই ক্রিয়াপদের সহিত ঝপ্ ক'রে 's' বা 'es' যোগ ক'রে দিও, তা' না হ'লে সব ভুল হ'বে।" কৌতূহলী ছাত্র জিজ্ঞেস্ কর্‌ছে—"Sir, অন্যান্য First person বা Second personএ ঐরূপ হয় না কেন ?" মাষ্টার মশায়ও ভেবে ঠিক পান্ না, কেন ঐরূপ হয়। যাই হোক্ ক'রে তখন বলা হ'ল —"বাপু, ও সবের প্রয়োজন তোমার নাই। যা' বলা হ'ল ওটা ঠিক। ওটা ঐরূপই হ'য়ে থাকে। ওসব প্রশ্ন করার বা আপত্তি করার অধিকার কারুর নাই।" সেই প্রকার মায়াবদ্ধ মানুষের ভগবানের অস্তিত্ব বা স্থিতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া উচিত ; কারণ যাঁ'র সম্বন্ধে ভেবে কিছু স্থির করা যায় না, সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকাই ভাল। অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব মায়িক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য—এরূপ মনে কর্‌লেই ভুল করা হ'বে।

ভগবানের স্থিতি নিত্যসত্য। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কোন কিছু করার আগে যেমন আমরা পূর্ব্বেকার আইনে বাঁধা থাকি, সেই-প্রকার ভগবৎ-বিশ্বাসের সময়েও আমরা আগেকার আইনে বাঁধা। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা বাতুলতা-স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। বিশ্বাস কর্‌লেই যদি মঙ্গল হয়, তখন অবিশ্বাসে কাজ কি ? "তিন-কোণের সমষ্টি দুই-সম-কোণ"—এরূপ না ব'লে চার-সম-কোণ বা পাঁচ-সম-কোণ বল্‌লে যেমন ভুল করা হ'বে, ভগবানের অস্তিত্বে অবিশ্বাস কর্‌লে তেমনিই ভুল করা হ'বে। ভগবানের অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ।

—শ্রীকৃষ্ণদাস রায়, বি, এ
সহকারী প্রধান-শিক্ষক,
মদনমোহনচক্ চৌধুরী বিদ্যাপীঠ
(মেদিনীপুর)

শান্তিলাভের অধিকারী কে ?

আমার বড় প্রিয় ও সাধের এই দেশে আমি চাই চির-শান্তি। নূতন নূতন রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের ঝরণায়—নূতন নূতন উন্মাদনায় আমি চাই সীমাহীন, অক্ষয় আনন্দের হিল্লোল। তাই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি দেশের শান্তি বলিতে বুঝি—মুষ্টিমেয় মানব-জাতির শান্তি। মানব-সম্বন্ধ-শূন্য কোন দেশ, নদ, নদী, গিরি, উপত্যকা, বন—আমার প্রিয় নয় ; কোন দেশে, কোন দ্বীপে আমি যদি

উপস্থিত হইয়া দেখি—তথায় কোন মানব নাই, তবে আমার সবই শূন্য বোধ হয়। হাজার হাজার পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, গিরি-কানন ধ্বংস হইয়া গেলেও আমার কোন দুঃখ হয় না—যদি সেগুলি মানবের সম্বন্ধযুক্ত না হয়। সুতরাং আমি এত উদার দেশ-সেবক যে, দেশের শান্তি বলিতে বুঝি—কেবলমাত্র আমার স্বজাতি মানব-জাতির শান্তি।

চারু-কলা, শিক্ষা-কলা, সঙ্গীত-কলা ও বাণিজ্য-কলা প্রভৃতি চৌষট্টি রকমের যত কলা আছে, আমার সেই কলাগুলির সৌন্দর্য্য যদি কোন মানবের দৃষ্টি-পথে, শ্রবণ-পথে, গন্ধ-পথে, আস্বাদন-পথে ও স্পর্শ-পথের পথিক না হয়, তবে আমার কোনই আনন্দ হয় না। যদি কোন মানব তাঁহার ইন্দ্রিয়দ্বারা আমার সম্বন্ধযুক্ত দেশের মৃত্তিকা, জল, বৃক্ষ-লতা প্রভৃতির পূর্ণ বা আংশিক সংযোগ লাভ করে, তবেই আমার কল্পনার ক্ষণিক চপল আনন্দ! আমার ও আমারই মত আর একটী মানবের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়-সম্ভূত বস্তুগুলি যেখানে যত আকর্ষণ-ধর্ম্মে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, সেখানেই আমার নিকট সেই মানব বা সেই মানবের নিকট আমি তত অধিক প্রিয়।

এই পরিদৃশ্যমান জগতে আমরা যে-সকল প্রাণীকে নিরন্তর লক্ষ্য করি, শাস্ত্র-পুরণাদি "জলজা নবলক্ষাণি" ইত্যাদি শ্লোকে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা চৌরাশী লক্ষপ্রকার বলিয়া জানাইয়াছেন। আবার তন্মধ্যেই শান্তি-লাভের অধিকারী বলিয়া মানব-দেহের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

আজ দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যে চলচ্চিত্র-প্রেক্ষাগৃহে বিভিন্ন ছায়া-ছবির নৃত্য-ভঙ্গি, দৃষ্টি-ভঙ্গি ও গীতি-ভঙ্গির ভাব-লহরীর তরঙ্গায়িত স্পন্দনে আনন্দের স্বপ্ন-কল্পনা অনুভব করিতেছেন, তাহার কারণ—সেই সব ছায়ার পশ্চাতে চেতনের ক্রিয়া আছে বলিয়াই আজ উহা দেখিবার জন্য লোকের এত উদ্যম। প্রাণহীন মৃত শরীরের স্পন্দন যদি আমাদের সুখের কারণ হইত, তবে মৃত শরীরগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংরক্ষিত হইলে আমরা নিশ্চয়ই সুখী হইতাম; কিন্তু কৈ তাহা হয় না। আজ লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া চলচ্চিত্র-সংরক্ষক-সমিতি যে প্রাণযুক্ত শরীরের স্পন্দনকে ছায়া-পথে বিতরণ করিতেছেন, তাহা শত আবরণ ও শত বন্ধনযুক্ত চেতনের অতি ক্ষীণ স্পন্দন মাত্র। এইরূপ শত আবরণযুক্ত অনিত্য প্রণয়ের স্পন্দন-ছায়া যদি এত সুখের কারণ হয়, তবে আবরণমুক্ত বিভু-চেতনের প্রণয়-স্পন্দনে যে কত আনন্দ, তাহা আজও কি মানব-সমাজের চিন্তার বিষয় হইবে না?

জগতে কোটি কোটি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত—আমরা কল্পিত স্বার্থের শান্তি-আশায়, কেবল দেহাত্মবাদের মরীচিকায়, প্রতি পলে, অনুপলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের দ্বারা আজ নিজের ও অন্যের যে সুখ-দুঃখের ভাগীদার হইতেছি, তাহাতে আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের অসংখ্য কর্ম্ম-বীজই মাত্র বর্দ্ধিত হইতেছে। আজ দেশের সর্ব্বত্রই অশান্তি, নানাপ্রকার অভাব-অভিযোগ পরিলক্ষিত হইতেছে। সুখ বা শান্তির জন্য সকলেই লালায়িত। তাই যে-কোন অনুষ্ঠানের বশবর্ত্তী হইয়া, এমন কি, বিষপান ইত্যাদি দ্বারা আত্মমৃত্যু বরণকেও আজকাল কেহ কেহ আশু শান্তিলাভের উপায় বলিয়া ভ্রমে পতিত হইতেছেন। অজ্ঞ ও মাতালগণ নিজেদের অনুষ্ঠানগুলিকে শান্তি-অনুষ্ঠান বলিলেও সুধীগণ যেমন তাহা বলেন না, তদ্রূপ আত্মদর্শী সাধুগণ হরিবিমুখ জীবগণের ঐসকল সম্মেলনকে 'শান্তি-সম্মেলন' আখ্যা প্রদান করিয়া কখনই সত্যের অপলাপ করেন না।

সংসারে জন্ম-সংপ্রাপ্তে যেন নরাধিতো হরিঃ।
আত্মঘাতী স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃতঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

দেবতা-বাঞ্ছিত মানব-জন্ম লাভ করিয়া যিনি শ্রীহরির পাদপদ্ম ভজন করেন না, তিনি সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত ও আত্মঘাতী। সুতরাং ব্যাকুলভাবে আর ইতস্তত ছুটাছুটি না করিয়া সামগ্রিক সকল মতবাদ পরিত্যাগ করত কেবলমাত্র উক্ত শ্লোকোপদিষ্ট মর্ম্মার্থ অনুভব করিতে পারিলেই শান্তি-সমস্যার সমাধান হইবে। এইজন্য বেদ বলিতেছেন,—"য আত্মস্থমনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্"। অর্থাৎ মেধাবান্ জনসকল সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয়ে আত্মান্তর্যামী ভগবৎ-অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেই শাশ্বতী শান্তি-লাভে সমর্থ হইবেন ; এতদ্ব্যতীত অন্য কেহ হইবেন না।

বাস্তব শান্তি-লাভের অধিকারী কে ?—ইহার সদুত্তরে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি "আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং" (গীঃ ২।৭০), "বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্" (গীঃ ২।৭১), "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং" (গীঃ ৪।৩৯), "যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা" (গীঃ ৫।১২), "ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং" (গীঃ ৫।২৯), "যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং" (গীঃ ৬।১৫), "প্রশান্ত-মনসং হ্যেনং" (গীঃ ৬।২৭), ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা" (গীঃ ৯।৩১), "শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাৎ" (গীঃ ১২।১২), "ত্বমেব শরণং গচ্ছ" (গীঃ ১৮।৬২) বিশেষভাবে আলোচ্য ;

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম,—অতএব **শান্ত**।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৪৯)

কৃষ্ণভক্তই একমাত্র কামনা-শূন্য এবং একমাত্র কৃষ্ণনিষ্ঠ বলিয়া শান্ত। স্বর্গাদি ভুক্তিকামী কর্ম্মী, নির্ব্বাণাদি মুক্তিকামী জ্ঞানী এবং অণিমাদি অষ্টাদশ সিদ্ধিকামী যোগী, স্ব-স্ব-কামের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণনিষ্ঠ নহে বলিয়া তদভাবে অশান্ত।

নিজে শান্তি-লাভের অধিকারী না হইলে অন্যকে কখনও অধিকারী করা যায় না। তাই কলিযুগ-পাবনাবতারী মহাবদান্য শ্রীগৌরহরির উপদেশাবলী হইতে জানিতে পারা যায় যে,—**সর্ব্বাকর্ষক ও সর্ব্বানন্দবর্দ্ধক, শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শরণাগতিই বাস্তব শান্তি-লাভের একমাত্র উপায়।** সুতরাং বহু ভাগ্যফলে যখন আমাদের শ্রীগৌর-জনের সঙ্গ লাভ হয়, তখনই বুঝিতে পারি—শান্তি লাভের অধিকারী কে? ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি॥

—**শ্রীআনন্দগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী**
আনন্দপুর (মেদিনীপুর)

প্রার্থনা

পরম দয়ার সিন্ধু পতিত জনের বন্ধু
প্রভু মোর শ্রীল সরস্বতী।
তোমার করুণা বিনে উদ্ধারিতে এ দুর্জ্জনে
নাহি দেখি আর অন্য গতি॥
জন্ম মোর বৃথা গেল সাধুসঙ্গ নাহি হ'ল
অসৎসঙ্গে মজিনু সতত।
কি মোর পামর মতি বৈষ্ণবে না হৈল রতি
হৃদয় না হৈল নিষ্কপট॥
ষড়রিপু, পঞ্চেন্দ্রিয় নিজ নিজ স্থানে প্রিয়
করি' সদা দেয় উত্তেজন।
ভোগানলে দগ্ধচিত অসহিষ্ণু সদা ভীত
স্থির নাহি হয় কোনক্ষণ॥
বহু অপরাধ ফলে অহর্নিশি হিয়া জ্বলে
জুড়াইতে না দেখি উপায়।
অধম-তারণ তুমি পাপে প্রপূরিত আমি
তোমা বিনে কেবা আছে হায়॥

করিয়াছি অপরাধ　　তোমার চরণে নাথ
ওহে প্রভু ! তুমি দয়াময়।
তথাপিহ আশা মনে　　ক্ষমা কর নিজগুণে
আমাপ্রতি হইয়া সদয় ॥
মোর চিত্ত, তনু, মন　　যতেক ইন্দ্রিয়গণ
প্রতিবন্ধ হয় অনুক্ষণে।
এই সব অন্তরায়　　কেমনে ত্যজিব হায়
নিবেদিনু তোমার চরণে ॥
আমি অতি নীচমনা　　সদা মনে দুর্ভাবনা
ছাড়িতে নারিনু কভু তায়।
কি হইবে গতি মম　　ওহে প্রভো সর্ব্বোত্তম
শরণ লইনু তব পায় ॥
তোমার চরণ বিনে　　তরিবারে দীনজনে
নাহি পারে ইহ ভবসিন্ধু।
তব পাদপদ্ম-যুগে　　জনমে জনমে মাগে
ভকতি-সিন্ধুর কণাবিন্দু ॥

—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী
বড়দিয়া

শ্রীজন্মাষ্টমীর বিশুদ্ধ-বিচার

প্রতিপক্ষের প্রতি আবেদন

আমরা শ্রীজন্মাষ্টমীর বিশুদ্ধবিচার-প্রসঙ্গে, স্মার্ত্ত শ্রমণ মহারাজের জন্মাষ্টমীর ব্রত-পালনের বিচারে যে-সমস্ত দোষ লক্ষ্য করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে তিনি আমাদিগকে সদুত্তর প্রদান করিলে বিশেষ আনন্দিত হইব। জন্মাষ্টমী-প্রসঙ্গে তাঁহার যত প্রবন্ধ ও প্রতিবাদ দেখিয়াছি, সর্ব্বত্রই "খাড়া বড়ি থোড়, থোড় বড়ি খাড়া"র ন্যায় একই কথার পুনঃ পুনঃ চর্ব্বিত-চর্ব্বণ। কোন গবেষণামূলক প্রবন্ধ বা প্রতিবাদ কুত্রাপি তাহাতে দৃষ্ট হয় নাই। বর্ত্তমান বর্ষে বঙ্গদেশের যাবতীয় পঞ্জিকাকারগণই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মতের অনুমোদন করিয়া পঞ্জিকায় "গোস্বামিমতে

পরাহ্নে" অর্থাৎ **৮ই ভাদ্র, শনিবার—জন্মাষ্টমীব্রত** লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মাননীয় শ্রমণ মহারাজ তাঁহার পক্ষে কেবলমাত্র স্মার্ত্ত পঞ্জিকাকার পি, এম্, বাক্‌চিকে ক্রোড়ে পাইয়াছেন। উভয়ই স্মার্ত্ত, উভয়ের পঞ্জিকার ভূমিকায় প্রবন্ধ একই প্রকার। তাহাতে গবেষণামূলক বিচার কাহারও নাই। বাক্‌চি মহাশয় আমাদের এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে তিনি তাঁহার ভ্রম অপনোদন করিতে পারিবেন। শুধু একঘ'রে হইয়া থাকা কর্ত্তব্য নয়। বিশুদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাস্ত্রকার-গণের অনুগত হইলে কাহারও পক্ষে দোষের হইবে না।

আমরা নিম্নে জন্মাষ্টমীর বিশুদ্ধবিচার সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিতেছি। এই প্রবন্ধ কয়টী পাঠকবর্গকে **পর পর পর্য্যায়ক্রমে** বিশেষ ধীরভাবে পাঠ করিয়া অনুধাবন করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। প্রবন্ধগুলি, যথা :—

(১) হরিবাসর
(২) ব্রতাদি পালনে বিধি ও নিষেধ
(৩) উমামাহেশ্বরী-তিথি ও যোগমায়ার জন্ম
(৪) ব্রত-পালন-সম্বন্ধে কয়েকটী বিচার
(৫) শ্রীল সনাতন-বাক্যের তাৎপর্য্য ও গূঢ়ার্থ
(৬) 'বলদেব'-বাক্যের অনুসরণ ও গুরুবাক্য

(১) হরিবাসর

'হরিবাসর' বলিলে কেবলমাত্র একাদশীকে বুঝায় না। 'হরিবাসর'-শব্দে বিষ্ণু-জয়ন্তীকেও লক্ষ্য করা হয়। দ্বাদশীর প্রথমপাদের নামও 'হরিবাসর'—"দ্বাদশ্যাঃ প্রথমঃ পাদো হরিবাসরসংজ্ঞকঃ" (হঃ ভঃ বিঃ ১৩।১০৪ সংখ্যাধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন)। একাদশীর জ্যোতিষ-শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা—নন্দা। কিন্তু নন্দা বলিলে একাদশী ব্যতীত আরও দুইটী তিথিকে লক্ষ্য করা হয়। "প্রতিপদেকাদশী ষষ্ঠী নন্দা জ্ঞেয় মনীষিভিঃ"—নন্দা বলিতে একাদশী ব্যতীত প্রতিপৎ ও ষষ্ঠী-তিথিকেও লক্ষ্য করে। তথাপি ক্ষেত্রবিশেষে 'নন্দা'-শব্দে কেবল একাদশীকেই বুঝায়। তদ্রূপ 'হরিবাসর' বলিলে ক্ষেত্রবিশেষে কেবল একাদশীকেই বুঝাইলেও দ্বাদশী, জয়ন্তী প্রভৃতিকে বুঝাইবে না—ইহা কখনও শাস্ত্রকারগণের অভিমত নহে। আমরা শাস্ত্রে বহু ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, হরিবাসর বলিলে দ্বাদশী ও জয়ন্তীকে স্পষ্ট করিয়া লক্ষ্য করা হইয়াছে—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিভিন্ন শাস্ত্রাদিতে

বহুস্থলে একাদশীকে **'শ্রীকৃষ্ণব্রতবাসর'**, **'কৃষ্ণবাসর'** প্রভৃতি বলা হইয়াছে। নিম্নে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত হইল :—

সত্যং সর্ব্বাণি পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
সন্ত্যেবৌদনমাশ্রিত্য **শ্রীকৃষ্ণব্রতবাসরে** ॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ২৬।১৩)

সশল্যং যে প্রকুর্ব্বন্তি **বাসরং কৃষ্ণসংজ্ঞকম্**।
প্রেতত্বং দুঃসহং পুত্র দুঃসহা যমযাতনাঃ ॥
(হরিভক্তিবিলাস ১২।৯৫ সংখ্যাধৃত দ্বারকা-মাহাত্ম্যে)

আবার জন্মাষ্টমীকেও **'কৃষ্ণবাসর'** প্রভৃতি বলা হইয়াছে, যথা—

অতীতানাগতস্তেন কুলমেকোত্তরং শতং।
পাতিতং নরকে ঘোরে ভুঞ্জতা **কৃষ্ণবাসরে** ॥
(হরিভক্তিবিলাস ১৪।১৪৬)

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—**"কৃষ্ণবাসরে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মদিনে।"** তিনি "একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং কর্ত্তব্যো জাগরঃ সদা। পলার্দ্ধেনাপি বিদ্ধস্তু ভোক্তব্যং **বাসরং** তব ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১০।৩৫৯) শ্লোকের টীকায়ও 'বাসর' শব্দের অর্থ **"বাসরং একাদশী জন্মাষ্টম্যাদি"** বলিয়া লিখিয়াছেন। 'আদি' শব্দে রামনবমী, নৃসিংহচতুর্দ্দশী প্রভৃতিকে বুঝায়। "ইত্থঞ্চ জন্মাষ্টম্যাদি" (১২।১৪৩) শ্লোকের টীকায় গোস্বামিপাদ জানাইয়াছেন—**"আদিশব্দেন রামনবমী নৃসিংহচতুর্দ্দশ্যাদি।"** এতদ্ব্যতীত তিনি হরিভক্তিবিলাসের টীকায় 'ব্রত' শব্দের অর্থ **"ব্রতানি একাদশী-জন্মাষ্টমী-কার্ত্তিকাদি নিয়মাঃ"** ও 'পর্ব্ব' শব্দে **"পর্ব্বাণি জন্মাষ্টমী চাতুর্ম্মাস্যৈকাদশ্যাদীনি"** এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া হরিভক্তি-বিলাসের বিভিন্ন স্থানে :— একাদশীকে 'হরের্দ্দিন' (১২।৮৯, ১৩।১১১), (১)**'বৈষ্ণবীতিথি'** (১২।১৪৯ ও টীকা), 'হরিদিন' (১২।১১৩); ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে :—একাদশী তিথিকে (২)**'শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিজনক'** (কৃষ্ণজন্মখণ্ড ২৬।৪); পদ্মপুরাণে :—একাদশীকে 'হরের্দ্দিন', 'বাসুদেবদিন' (৩)**বাসুদেববাসর'**, 'বাসুদেবদিবস' (ক্রিয়াযোগসার ১৪শ অধ্যায়), 'বিষ্ণোর্দ্দিবস' (ক্রিয়াযোগসার ১৫শ অঃ), 'হরিদিন', (৪)**'পদ্মনাভদিন'** (স্বর্গখণ্ড ১৫শ অঃ), 'বিষ্ণুদিন', (৫)**'জগন্নাথবল্লভা'**, (৬)**'জয়ন্তীবাসর'** (স্বর্গখণ্ড ৪৪শ অঃ), (১) **'বৈষ্ণবীতিথি'**, 'মদ্দিন',

'মম বাসর' (উত্তরখণ্ড ২১শ অঃ) 'বিষ্ণুব্রত', 'হরের্বাসর', (৫)'**বিষ্ণুবল্লভা**', (৭)'**হরিপ্রিয়া**' (উত্তরখণ্ড ২২শ অঃ), 'বিষ্ণোর্বাসর' (ঐ ২৩শ অধ্যায়), (৮)'**পাপনাশিনী**' (ঐ ২৪শ অঃ) প্রভৃতি বলা হইয়াছে।

আবার হরিভক্তিবিলাসের যত্রতত্র :— জন্মাষ্টমীকেও (১)'**বৈষ্ণবীতিথি**' (১৫।১৫৮), (৩)'**কৃষ্ণবাসর**' (১৫।১৪৬), (৮)'**পাপনাশিনী**' (১৫।১৫৮), (৫)'**কৃষ্ণবল্লভা**' (১৫।১৪১) ; ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে :—জন্মাষ্টমী তিথিকে (২)'**শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিহেতুক**' (কৃষ্ণজন্মখণ্ড ৮।৫), (৬)'**জয়ন্তীবাসর**' (কৃষ্ণজন্মখণ্ড ৮।৬৫) ; পদ্মপুরাণে :—জন্মাষ্টমীকে (৬)'**জয়ন্তী-বাসর**' (স্বর্গখণ্ড ৩৭শ অঃ, উত্তর খণ্ড ১৯শ অঃ), (৭)'**হরিপ্রিয়া**' (উত্তর খণ্ড ২৪শ অঃ), (৫)'**হরিবল্লভা**', (৪)'**পদ্মনাভবাসর**' (স্বর্গখণ্ড ৩৭শ অঃ), 'জন্মবাসর', 'হরেব্রর্ত' প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত একাদশীকে **ব্রত** এবং জন্মাষ্টমীকে '**মহাব্রত**' বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে (পদ্মপুরাণ ভূমিখণ্ড)। সুতরাং শাস্ত্রের বহু স্থলে 'একাদশী' ও 'জন্মাষ্টমী' শব্দের পরস্পর সাম্য-সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যাইতেছে। এসম্পর্কে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের—দশমী "হরিদিন' এবং উহাতে কেশবব্রত (১৩।২-৩), একাদশী-সংকল্প-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণপূজাবিধি (১৩।৯), দ্বাদশীতে দেবকীসুতুর মাহাত্ম্য-পাঠে একাদশী অপেক্ষা ফল-শ্রেষ্ঠত্ব (১৩।৭২-৭৩), "একাদশ্যাদি জাগরঃ" শ্লোকের টীকা (১১।৩৭৭) প্রভৃতি বিশেষভাবে আলোচ্য।

সুতরাং উক্ত প্রমাণাদি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, 'হরিবাসর' বলিলে একাদশী ও জন্মাষ্টম্যাদি জয়ন্তী-তিথিসমূহকেও লক্ষ্য করে। প্রতিপক্ষগণ শাস্ত্রযুক্তিমূলে কখনই ইহার প্রতিবাদ করিতে সক্ষম হইবেন না। যদি জন্মাষ্টমী প্রভৃতিকে 'হরিবাসর' বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে "হরিবাসরবর্জ্জিতা" (হঃ ভঃ বিঃ ১২।১২০) বাক্যের অর্থে আমরা জন্মাষ্টমীকেও পাইয়া থাকি। সুতরাং একাদশীর ন্যায় বিষ্ণু-জয়ন্তী-বাসরে অরুণোদয়-বিচার কোনক্রমেই অসঙ্গত নহে।

(২) ব্রতাদি পালনে বিধি ও নিষেধ

আমরা ব্রতাদি পালন করিতে গিয়া কেবলমাত্র বিধিকেই অবলম্বন করিলাম, নিষেধকে অগ্রাহ্য করা হইল—এইরূপ হইলে ব্রতের সুষ্ঠুতা পালন হয় না। শাস্ত্রে যেরূপ বিধি পালন করিতে আদেশ দিয়াছেন, সেইরূপ নিষেধ গ্রহণ করিবার আদেশও প্রদত্ত হইয়াছে। 'অন্বয়' ও 'ব্যতিরেক' যুগপৎ সমভাবে গৃহীত না হইলে

শাস্ত্র-উল্লঙ্ঘন-জনিত প্রত্যবায়-দোষে দোষী হইতে হয়। একপক্ষে যেমন বিধি পালন করিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে অপরপক্ষে নিষেধও গ্রহণ করিতে হইবে। **ব্রতাদি-পালনে আমরা কেবল নিষেধই গ্রহণ করিব, বিধি পালন করিব না—ইহা সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠু বিচার নহে।** ব্রতাদি পালনে পূর্ব্বতিথি-সংস্পর্শ-দোষ অগ্রাহ্য করিতে হইবে—ইহা নিষেধার্থক ক্রিয়া; অপরপক্ষে পরতিথি-সংযোগে গ্রহণ করিতে হইবে—ইহা বিধিবাক্য। জন্মাষ্টমী পালনে পূর্ব্বতিথিতে সপ্তমী-সংযোগে যেরূপভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে, ঠিক সেইরূপভাবেই পরতিথি নবমী-সংযোগে অষ্টমী পালন করিতে হইবে—ইহা বিধিবাক্য। সুতরাং আমাদের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য—সপ্তমী-সংযোগ পরিত্যাগ করিয়া নবমী-সংযোগে উপবাস করা। কেহ যদি সপ্তমী-সংযোগ-পরিত্যক্ত অষ্টমীতেই উপবাস মনে করেন, তাহা হইলে শাস্ত্রের এক পক্ষ রক্ষা করা হইল, অপরপক্ষ রক্ষিত হইল না। অর্থাৎ পরতিথি-যোগে উপবাস—ইহা পালিত হইল না। এসম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীল সনাতন গোস্বামী যেসকল বিধি ও নিষেধ-বাক্য আমাদিগকে পালন ও গর্হণের জন্য জানাইয়াছেন, নিম্নে তাহার কয়েকটী শ্লোক উদ্ধার করিলাম :—

(ক) **পরবিদ্ধা সদা কার্য্যা, পূর্ব্ববিদ্ধান্তু বর্জ্জয়েৎ।**
অষ্টমী সপ্তমীবিদ্ধা হন্যাৎ পুণ্যং পুরাকৃতম্॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৮১)

[সর্ব্বদা পূর্ব্ববিদ্ধা অর্থাৎ সপ্তমীবিদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া **(নিষেধ-বাক্য)**, পরবিদ্ধায় অর্থাৎ নবমীবিদ্ধায় ব্রত করিবে **(বিধি-বাক্য)**, যেহেতু সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী পূর্ব্বকালের সঞ্চিত পুণ্যসকল বিনষ্ট করিয়া দেয়।]

(খ) **বর্জ্জনীয়া** প্রযত্নেন **সপ্তমীসংযুতাষ্টমী।**
বিনা ঋক্ষেণ **কর্ত্তব্যা নবমীসংযুতাষ্টমী॥**
(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৭৫)

[সপ্তমী-সংযুক্তা অষ্টমী যত্নসহকারে বর্জ্জন করিবে **(নিষেধ-বাক্য)**, রোহিণী নক্ষত্রের যোগ না থাকিলেও কেবল নবমীযুক্তা অষ্টমীতে ব্রত করিবে **(বিধিবাক্য)**।]

(গ) **জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং** সযত্নাৎ সকলামপি।
বিহায় **নবমীং শুদ্ধামুপোষ্য** ব্রতমাচরেৎ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৭৬)

[সম্পূর্ণ রোহিণী-নক্ষত্র-সংযুক্ত জন্মাষ্টমী হইলে পূর্ব্ববিদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া (**নিষেধ-বাক্য**), কেবল নবমীতে উপবাস করিয়া ব্রত করিবে (**বিধি-বাক্য**)।]

(ঘ) বিনা ঋক্ষেণ **কর্ত্তব্যা নবমীসংযুতাষ্টমী।**
সঋক্ষাপি **ন কর্ত্তব্যা সপ্তমীসংযুতাষ্টমী॥**

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৭৬)

[রোহিণীনক্ষত্র ব্যতিরেকেও নবমীসংযুক্ত অষ্টমীতে ব্রত করিবে (**বিধি-বাক্য**), কিন্তু রোহিণী নক্ষত্রান্বিত সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীতে ব্রত করিবে না (**নিষেধ-বাক্য**।]

পূজ্যপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর উল্লিখিত (ক), (খ), (গ), ও (ঘ) চিহ্নিত শ্লোক-চতুষ্টয়ে বিধি ও নিষেধবাক্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সপ্তমী-বিদ্ধা অষ্টমীতে উপবাস করিতে হইবে না—ইহা যেরূপ **নিষেধ-বাক্য**, তদ্রূপ নবমীযুক্তা অষ্টমীতে উপবাস করিতে হইবে—ইহা **বিধি-বাক্য**। ব্রত-পালন করিতে হইলে শাস্ত্রের উক্ত উভয় বাক্যই অবশ্য স্বীকার ও আদর করিতে হইবে।

এস্থলে একটী বিচার বিশেষভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক। জন্মাষ্টমীর উপবাস করিতে হইলে নবমীযুক্ত অষ্টমীর উপবাসের বিধি কেন? শাস্ত্রকারগণের জন্মাষ্টমীর পর নবমী-তিথির এত মর্য্যাদা দিবার কারণ কি? ইহা বৈষ্ণবমাত্রেরই অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। এতৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গিয়া হরিভক্তিবিলাসে শ্রীসনাতন গোস্বামী যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আমরা পাঠকবর্গকে জানাইতেছি।

(৩) উমামাহেশ্বরী-তিথি ও যোগমায়ার জন্ম

অষ্টমী নবমীবিদ্ধা **উমামাহেশ্বরী তিথিঃ**।
সৈবোপোষ্যা সদা পুণ্যকাঙ্ক্ষিভীরোহিণীং বিনা॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৮১)

[অষ্টমী যদি নবমীবিদ্ধা হয়, তাহা হইলে উহার নাম—**উমামাহেশ্বরী-তিথি**। যাঁহারা পুণ্য আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা রোহিণী-যোগ ব্যতিরেকেও সর্ব্বদা ঐ তিথিতে উপবাস করিবেন।]

নবমীতিথিতে উপবাসের মাহাত্ম্য "উমামাহেশ্বরী-তিথি"তেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে হরিভক্তিবিলাসে শ্রীল সনাতন গোস্বামী আরও জানাইয়াছেন যে, অষ্টমী-তিথিতে হরির (কৃষ্ণের) জন্ম হইয়াছে এবং তৎপরেই নবমী-তিথিতে যোগনিদ্রা

বা যোগমায়াদেবীর জন্ম হইয়াছে। সুতরাং লীলাবিস্তারিণী শক্তি যোগমায়াদেবীর জন্ম-তিথিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া জন্মাষ্টমীর উপবাস 'রাজ্যহীন রাজার পূজা'র ন্যায় নিরর্থক হইয়া পড়ে। সুতরাং গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পক্ষে লীলাবিস্তারিণী-শক্তি যোগমায়াদেবী, সর্ব্বতোভাবে যিনি কৃষ্ণলীলা প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার জন্ম-তিথিকে উল্লঙ্ঘন করা উচিত নহে। বিশেষতঃ কৃষ্ণের জন্মলীলা-প্রকাশে যোগ-নিদ্রাই প্রধানা নায়িকা। কৃষ্ণজন্মের সঙ্গে সঙ্গে যোগমায়ার জন্ম—ইহা কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীতে প্রধান আলোচ্য বিষয়। জন্মাষ্টমী-তিথি পালন করিতে হইলে যোগমায়া কর্ত্তৃক কৃষ্ণের এই জন্মলীলা অবশ্য পাঠ্য, আলোচনীয় ও স্মরণীয়। যে-ক্ষেত্রে আমরা কৃষ্ণ-জন্মদিনে যোগমায়ার স্মৃতি কোনক্রমেই বিস্মৃত হইতে পারি না, সে-ক্ষেত্রে যোগমায়াদেবীর জন্মতিথি কি করিয়া উপেক্ষিত হইবে? তজ্জন্যই শাস্ত্রকারগণ সর্ব্বত্রই নবমীযুক্তা জন্মাষ্টমীতে ব্রতের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী পরিত্যক্ত হইলেও, কেবলমাত্র অষ্টমীতে জন্মাষ্টমী-ব্রত-পালন সুসঙ্গত নহে। এইপ্রসঙ্গে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে-সনাতন গোস্বামী জানাইয়াছেন—

নবম্যাং যোগনিদ্রায়াঃ জন্মাষ্টম্যাং হরেস্ততঃ।
নবম্যা সহিতোপোষ্যা রোহিণীবুধসংযুতা॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৭০)

উক্ত শ্লোকে দেখা যাইতেছে যে, নবমীতে যোগনিদ্রার জন্ম হইয়াছে, এবং অষ্টমীতে শ্রীহরি কৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছে। এই জন্যই যোগনিদ্রার জন্ম এবং কৃষ্ণজন্ম উভয়েরই মিলিত তিথিতে জন্মাষ্টমী-ব্রত পালন করার বিধি শাস্ত্রকারগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিশেষতঃ শিব এবং পার্ব্বতী অর্থাৎ উমা ও মহেশ্বর উভয়েই এই নবমীযুক্ত অষ্টমীতে ব্রত করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার বিশেষ সংজ্ঞা—"উমা-মাহেশ্বরী-তিথি"। "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ"। আমরা শম্ভুকে বৈষ্ণবাচার্য্য বলিয়া সম্মান করিয়া থাকি। সুতরাং তাঁহার সস্ত্রীক আচরিত জন্মাষ্টমী-ব্রত সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয়। এতদ্ব্যতীত আমরা অন্যান্য শাস্ত্রেও যোগনিদ্রার জন্ম-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণজন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই নবমীতিথিতেই লক্ষ্য করিয়া থাকি। এসম্বন্ধে হরিবংশে—

যা তু সা নন্দগোপস্য দয়িতা ভুবি বিশ্রুতা।
যশোদা নাম ভদ্রং তে ভার্য্যা গোপ-কুলোদ্বহা॥
তস্যাস্ত্বং নবমো গর্ভঃ কুলেঽস্মাকং ভবিষ্যসি।
নবম্যামেব সঞ্জাতা কৃষ্ণপক্ষস্য বৈ তিথৌ॥
অহং '**ত্বভিজিতো যোগে**' নিশায়াং যৌবনে স্থিতে।
অর্দ্ধরাত্রে করিষ্যামি গর্ভমোক্ষং যথাস্থিতম্॥
অষ্টমস্য তু মাসস্য জাতাবাবাং ততঃ সমম্॥ (হরিবংশ-বিষ্ণুপর্ব্ব ২।৩৪-৩৭)

[হে দেবি! তোমার মঙ্গল হউক, গোপতি নন্দগোপের যশোদা নাম্নী যে গোপকুলশ্রেষ্ঠা দয়িতা ভার্য্যা আছে, তুমি আমাদিগের কুলের নবম-গর্ভস্বরূপ হইয়া তদীয় গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। **তুমি কৃষ্ণপক্ষের নবমী-তিথিতে জন্মগ্রহণ করিবে** এবং আমিও অর্দ্ধরাত্র সময়ে **'অভিজিৎ-যোগে'** গর্ভ হইতে যথাসুখে নির্গত হইব এবং আমরা অষ্টম মাসেই সমকালে প্রসূত হইয়া বাসুদেব কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হইব।]

যোগমায়া ও কৃষ্ণের জন্ম সম্বন্ধে হরিবংশে আরও বিস্তারিত লিখিয়াছেন। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল—

দেবক্যজনয়দ্বিষ্ণুং যশোদা তাং তু দারিকাম্।
মুহূর্ত্তেঽভিজিতি প্রাপ্তে সার্দ্ধরাত্রে বিভূষিতে॥

(হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব ৪।১৪)

[বিভূষিত অর্দ্ধরাত্র-সময়ে **'অভিজিৎ'** নামক মুহূর্ত্তে দেবকী বিষ্ণুকে (বাসুদেব) ও যশোদা সেই কন্যাকে (যোগমায়া) প্রসব করিলেন।]

মহাভারতের টীকাকার আচার্য্য শ্রীনীলকণ্ঠকৃত উক্ত শ্লোকের টীকাও এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষ আলোচ্য :— "দেবকী বিষ্ণুম্ 'অভিজিতি মুহূর্ত্তে'ঽজনয়ৎ। 'বিভূষিতে' বিভোঃ বিষ্ণোঃ উষিতে প্রোষিতে ব্রজং প্রতি প্রবাসে জাতে সতি 'সার্দ্ধরাত্রে' চতুর্ভাগাত্মা রাত্রেঃ সার্দ্ধভাগেঽবশিষ্টে সতি যশোদা তাং কন্যকামজনয়দিত্যর্থঃ। **অর্দ্ধরাত্রে জাতস্য বিষ্ণোর্যশোদাং প্রতি আনয়নে অর্দ্ধযামমাত্রং জাতং তদানয়ন-সমকালমেব যশোদা দারিকামসূত, অতএব তস্যাঃ জন্ম নবম্যামিতি** প্রাগুক্তং সঙ্গচ্ছতে।"

'বিভূষিতে' অর্থাৎ বিভু বিষ্ণুর উষিতে, প্রকৃষ্টরূপে 'উষিতে' অর্থাৎ ব্রজের প্রতি প্রবাসে গমনকালে, 'সার্দ্ধরাত্রে' অর্থাৎ রাত্রির চতুর্থভাগে **দেবকী 'অভিজিৎ-মুহূর্ত্তে' বিষ্ণু অর্থাৎ কৃষ্ণকে প্রসব করলেন এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধরাত্র-ভাগে যশোদা সেই কন্যাকে (যোগমায়াকে) প্রসব করিলেন।** অর্দ্ধরাত্রে প্রসূত বাসুদেবকে যশোদার নিকট আনয়নে **অর্দ্ধযামমাত্র** অর্থাৎ ৯০ মিনিট সময় অতিবাহিত হয়। উক্ত সময় মধ্যে যশোদা যোগমায়াদেবীকে প্রসব করেন। অতএব যোগমায়া-দেবীর জন্ম নবমীতে। ইহা পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে।

আচার্য্য নীলকণ্ঠ উক্ত টীকায় যোগমায়াদেবীর জন্ম সম্বন্ধে যেরূপ সুস্পষ্ট উক্তি করিয়াছেন, এইরূপ উক্তি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সমস্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের আচার্য্য-বর্গই মহাভারতের নীলকণ্ঠ-টীকার সম্মান করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত টীকা

আলোচনায় আমরা প্রকৃষ্টরূপে বুঝিতে পারি যে, কৃষ্ণের জন্মরাত্রির প্রথম অর্দ্ধ-ভাগের শেষ মুহূর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধরাত্রের প্রথম মুহূর্ত্তে যোগমায়াদেবী জন্মগ্রহণ করেন। এইজন্যই শাস্ত্রকারগণ তারস্বরে মেঘগম্ভীর হুঙ্কারে সর্ব্বত্র নবমীযুক্ত অষ্টমীতে জন্মাষ্টমীর ব্রত নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ইহা উপেক্ষা করা কোন বৈষ্ণবের সঙ্গত হইবে কি ?

(৪) ব্রত-পালন-সম্বন্ধে কয়েকটী বিচার

(ক) শ্রীহরিভক্তিবিলাসে পূজ্যপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর উপদেশ :—

একাদশী তথা ষষ্ঠী পৌর্ণমাসী চতুর্দ্দশী।
তৃতীয়া চ চতুর্থী চ অমাবশ্যাষ্টমী তথা।
উপোষ্যাঃ পরসংযুক্তা নোপোষ্যাঃ পূর্ব্বসংযুতাঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১২।৭৪)

[একাদশী, ষষ্ঠী, পৌর্ণমাসী, চতুর্দ্দশী, তৃতীয়া, চতুর্থী, অমাবশ্যা এবং অষ্টমী—এই সকল পরসংযুক্ত হইলে উপবাসযোগ্য, পূর্ব্বসংযুক্ত হইলে উপবাসযোগ্য হয় না।]

বৃহন্নারদীয়পুরাণেও এসম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে—

একাদশষ্টমী ষষ্ঠী পৌর্ণমাসী চতুর্দ্দশী।
অমাবশ্যা দ্বিতীয়া চ উপবাসব্রতাদিষু॥
পরবিদ্ধাঃ প্রশস্তাঃ স্যুর্ন গ্রাহ্যাঃ পূর্ব্বসংযুতাঃ॥

(বৃহন্নারদীয়পুরাণ ২৭।৩-৪)

[উপবাস প্রভৃতি ব্রতে একাদশী, অষ্টমী, ষষ্ঠী, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী, অমাবশ্যা এবং দ্বিতীয়া—এই সমস্ত তিথি পরতিথির যোগে প্রশস্ত ; পূর্ব্বতিথির সহিত সংযুক্ত হইলে গ্রহণ করিবে না।]

এস্থলে বিচার্য্য এই যে, ব্রতাদি ব্যতীত অনেকেই তিথি পালন করিয়া থাকেন। ইহাও যদিও একপ্রকার ব্রত, তথাপি ইহাকে সাধারণতঃ তিথি-পালন বলে। এস্থলে আমার বক্তব্য এই, যাঁহারা তিথি পালন করিতে গিয়া অষ্টমী তিথি পালন করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রতি মাসে কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের অষ্টমীতে উপবাস বিধেয়। এবং সেই অষ্টমী নবমীসংযুক্তা না হইলে উপবাসযোগ্যা নয়। যিনি এই অষ্টমী পালন করিবেন তাঁহার পক্ষে মাননীয় শ্রমণ মহারাজের বিহিত জন্মাষ্টমী দিবসে কি কর্ত্তব্য, তাহাই বিবেচ্য। তিথি-পালন-বিষয়ে নবমীযুক্ত

অষ্টমীতে উপবাস বিধেয়। কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে শ্রমণ মহারাজের নির্দ্দিষ্ট জন্মাষ্টমী-দিবসে নবমী না থাকায় দুইদিবস উপবাস বিহিত হইতেছে। তিথি-পালক এরূপক্ষেত্রে কি দুইদিবস উপবাস করিবেন? তাহা হইলে দ্বি-উপবাস-দোষ উপস্থিত হইবে। আমাদের বিচার অনুসারে জন্মাষ্টমী-ব্রত গ্রহণ করিলে এই প্রকার দুই-উপবাস-দোষ সঙ্ঘটিত হইবে না।

(খ) শাস্ত্র বলেন,—এক তিথি তিন দিবসকে স্পর্শ করিলে 'ত্র্যহস্পর্শ' হইয়া থাকে; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের পঞ্জিকাকারগণ একদিবসে ৩টী তিথির স্পর্শ হইলে তাহাকে ত্র্যহস্পর্শ লিখিয়া থাকেন। ইহা শাস্ত্রসঙ্গত সুবিচার নহে। 'ত্র্যহস্পর্শ'ও 'অবম' উভয়ই অশুভ। ইহাতে শাস্ত্রকারগণ কোন শুভ কার্য্যের বিধান দেন নাই। বর্ত্তমান পঞ্জিকাকারগণের মত:—তাঁহারা এক তিথি সাবন-তিন-দিবসকে স্পর্শ করিলে তাহাকে 'ত্র্যহস্পর্শ' না বলিয়া 'অবম' বলিয়া থাকেন। সুতরাং বর্ত্তমান জন্মাষ্টমী-তিথি সাবন-দিবসত্রয়কে স্পর্শ করায় **৭ই ভাদ্র, শুক্রবার 'অবম' অথবা 'ত্র্যহস্পর্শ'** হইয়াছে। এই অবম বা ত্র্যহস্পর্শ তিথিতে কোন শুভ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া উচিত নহে। তজ্জন্য শাস্ত্রকারগণ বলেন—

"সূর্য্যস্তিস্রস্তিথয়ো যত্রে একস্মিন্নবমা তিথিঃ।
তিথির্বারত্রয়ে চৈকা ত্রিত্র্যস্পৃগ্ দ্বেঽপি নিন্দিতে॥
কৃতং যন্মঙ্গলং তত্র ত্রিত্র্যস্পৃগবমে দিনে।
ভস্মীভবতি তৎ ক্ষিপ্রমগ্নৌ সম্যগ্ যথাঽনম্॥" (বশিষ্টসংহিতা)

এসম্বন্ধে রত্নমালা টীকায় বলিতেছেন—**"যাবদবম-ত্রিস্পৃশোর্ভোগস্তাবন্ন শুভকর্ম্ম কুর্য্যাৎ।"**

সুতরাং বর্ত্তমান বর্ষের ৭ই ভাদ্র জন্মাষ্টমী এক সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য সূর্য্যোদয়ের পরেও অবস্থিত থাকায় উহা বর্ত্তমান মতে 'অবম' অথবা অন্যমতে 'ত্র্যহস্পর্শ' হইয়াছে। এই দিবস কোন শুভকার্য্য সমাধা হইতে পারে না। আমাদের মতে পরদিবসে জন্মাষ্টমী-ব্রত করিলে এইরূপ দোষ ঘটিবে না।

(গ) শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—জন্মাষ্টমী একাদশীর ন্যায় পূর্ব্ববিদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া পালন করিতে হইবে। ইহার দ্বারা আমরা কি কেবল ইহাই বুঝিব যে, একাদশীতে বিদ্ধা উপবাসে যে দোষ, জন্মাষ্টমীর বিদ্ধা উপবাসে সেই দোষ, ইহা ছাড়া অন্য কিছু বুঝাইবে না?—অথবা স্মার্ত্তমতে একাদশী সূর্য্যোদয়-বিদ্ধা পালন না করিলে যে দোষ হইবে, জন্মাষ্টমীও সূর্য্যোদয়বিদ্ধা হইলে সেইরূপ দোষ হইবে?

এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, হরিভক্তিবিলাসে স্মার্ত্তমতে একাদশী পালিত না হইলে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়বিদ্ধা একাদশী পালিত না হইলে যে কি দোষ হইবে, তাহা কুত্রাপি লিপিবদ্ধ হয় নাই। অথচ হরিভক্তিবিলাস বলেন—

ইত্থঞ্চ **জন্মাষ্টম্যাদি** ব্রতান্যপি ন বৈষ্ণবৈঃ।
বিদ্ধেষ্বহঃসু কার্য্যাণি **তাদৃগ্ দোষগণাশ্রয়াৎ** ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১২ ১৪৩)

[বৈষ্ণবগণ এইপ্রকার একাদশীর ন্যায় জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতসকলও বিদ্ধ-দিনে করিবেন না, করিলে **লিখিত দোষসকল** উপস্থিত হইবে।]

উক্ত শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ সনাতন গোস্বামী এইরূপ লিখিয়াছেন—

"আদিশব্দেন রামনবমী নৃসিংহচতুর্দ্দশ্যাদি তাদৃশানাং 'বিদ্ধৈকাদশী-ব্রতোক্তসদৃশানাং' দোষাণাং গণস্যাশ্রয়াৎ।"

এস্থলে বিচার্য্য এই যে, সনাতন গোস্বামীর "বিদ্ধা একাদশী-ব্রতোক্ত-সদৃশানাং" বাক্যের তাৎপর্য্য কি? রামনবমী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি সমুদয় জয়ন্তী তিথিই একাদশী-তিথির ন্যায় বিদ্ধোপবাসে যাবতীয় দোষসমূহ ব্রতাচারী ব্যক্তির পক্ষে আশ্রয় করিবে। এস্থলে আমরা কেবল সূর্য্যোদয়বিদ্ধা একাদশীর কথা কোনক্রমেই বুঝিতে পারিতেছি না; যেহেতু একাদশীর বিদ্ধোপবাসে চারিপ্রকার দোষের উল্লেখ হরিভক্তিবিলাসে ইতঃপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সেই চারি প্রকার দোষ, যথা—বেধ, অতিবেধ, মহাবেধ ও যোগ। এই ৪টী দোষই অরুণোদয়কাল হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত চারি দণ্ডের মধ্যে আবদ্ধ আছে। জন্মাষ্টমী প্রভৃতিতে বিদ্ধোপবাসে এই ৪টী দোষ পূজ্যপাদ সনাতন গোস্বামীর বিচার অনুসারে স্বীকার করিতে হইলে জয়ন্তী-বাসরেও অরুণোদয়-বেধ স্বীকার করাই একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। নচেৎ "দোষাণাং গণস্য আশ্রয়াৎ" বাক্যের সার্থকতা থাকে না।

(ঘ) শ্রীহরিভক্তিবিলাস (১৪শ বিলাস) কোন কোন সকাম বৈষ্ণবের পক্ষে শিবচতুর্দ্দশী-ব্রত-পালনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। সেস্থলেও অবিদ্ধ-চতুর্দ্দশী-ব্রত-পালনের কথাই লিখিত হইয়াছে। তাহাতে সূর্য্যোদয়ের দুই দণ্ডের মধ্যে ত্রয়োদশী থাকিলে বৈষ্ণবের পক্ষে উপবাস হইবে না—লিখা আছে। 'যোগ' ও 'বেধ' সেস্থলে মানা হইয়াছে। এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, শিবচতুর্দ্দশী ব্রতের সময় সূর্য্যোদয়-বেধ মানা হয় নাই। অবশ্য অরুণোদয়-বেধও গৃহীত না হইলেও সূর্য্যোদয় ও অরুণোদয়ের মধ্যবর্ত্তী সময় গৃহীত হইয়াছে। শিবরাত্রের যদি এইরূপ মহিমা দৃষ্ট হয়, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি সম্বন্ধে কিরূপ হওয়া কর্ত্তব্য?

(৫) শ্রীল সনাতন-বাক্যের তাৎপর্য্য ও গূঢ়ার্থ

~~অর্থান্তর গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।~~ আমরা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার পাঠকবর্গকে বর্ত্তমান ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত "অত্যাহার" প্রবন্ধটীর ২০৮ পৃষ্ঠার ১৪শ ও ১৫শ পংক্তি বিশেষভাবে আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। ইহাতে শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামীর উপদেশামৃতের শ্লোক আলোচিত হইয়াছে। 'অত্যাহার' শব্দটী দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথম শব্দ। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইহার স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া তাহার কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ করিলে দ্বিরুক্তি-দোষ হইয়া থাকে। অর্থাৎ 'অত্যাহার'-শব্দে 'অধিক আহার' অর্থ গ্রহণ করা এস্থলে যুক্তিযুক্ত নহে, যদিও ইহাই তাহার স্বাভাবিক অর্থ। কারণ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রথম শ্লোকেই জিহ্বাবেগ ও উদরবেগের কথা প্রকাশ করিয়া 'অত্যাহার' অর্থাৎ অধিকভোজনের কথা নিষেধ করিয়াছেন। উহাই পুনরায় উক্ত হইলে দ্বিরুক্তি-দোষ হয়। তজ্জন্য উহার অর্থান্তর গ্রহণই সুসিদ্ধান্ত বলিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিচার করিয়াছেন। সুতরাং এস্থলে শ্রীল ঠাকুরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসোক্ত (১৫।১৭৪) শ্লোকের পূজ্যপাদ সনাতন গোস্বামীর টীকার পূর্ব্বাপর সঙ্গতি সাধারণতঃ পরিলক্ষিত না হওয়ায়, উহার অর্থান্তর করাই সুসঙ্গত বিচার। তজ্জন্য আমরা এই শ্লোকের সাধারণ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া সুসঙ্গত বিষয়-সংশয়-পূর্ব্বপক্ষ-সিদ্ধান্ত-সঙ্গতি প্রভৃতি বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক নিম্নে উহার আলোচনা করিতেছি,—

পাদ্মে—

পূর্ব্ববিদ্ধা **যথা নন্দা** বর্জ্জিতা শ্রবণান্বিতা।
তথাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৭৪ সংখ্যাধৃত পদ্মপুরাণ-বচন)

[যেমন পূর্ব্ববিদ্ধা একাদশী শ্রবণানক্ষত্র-সংযুক্ত হইলেও পরিত্যাগ করিবে, তদ্রূপ পূর্ব্ববিদ্ধা অষ্টমী রোহিণী-নক্ষত্র-সংযুক্ত হইলেও তাহাকে আদর করিবে না।]

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—

অত্র চ যথাশব্দবলাৎ কেচিদেবং মন্যন্তে। **অরুণোদয়ে দশম্যা বিদ্ধা যথৈকাদশী বর্জিতা তথা অরুণোদয়ে সপ্তম্যা বিদ্ধা জন্মাষ্টম্যপি**

ত্যাজ্যা। অতো রোহিণীং বিনাপি নবম্যেবোপোষ্যা। অতএবোক্তং **স্কান্দে—**

জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাং সকলামপি।
বিহায় শুদ্ধাং নবমীমুপোষ্য ব্রতমাচরেদিত্যাদি ॥
(হং ভঃ বিঃ ২৫।১০৬)

[জন্মাষ্টমী সম্পূর্ণা হইলে এবং তাহা রোহিণী-নক্ষত্রযুক্ত হইলেও কেবল শুদ্ধা নবমীতে উপবাসদ্বারা ব্রত করিবে।]

অনেনাভিপ্রায়েণৈব পাদ্মে স্কান্দাদৌ—**নবমীযুতাপীতি অষ্টম্যুপবাসস্য প্রাশস্ত্যমুক্তমিতি। তচ্চ ন সুসঙ্গতম্** ঃ—**একাদশীতরাশেষতিথীনাং রব্যুদয়তঃ প্রবৃত্তানামেব সম্পূর্ণত্বেন অরুণোদয়বেধাসিদ্ধেঃ। তচ্চ পূর্ব্বং সম্পূর্ণালক্ষণে লিখিতমেব** ॥ ১৫।১৭৪ ॥

পূজ্যপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—'যথা'-শব্দ-বলে কেহ কেহ 'অরুণোদয়-বেধ' অর্থ করিয়া থাকেন। কারণ 'অরুণোদয়-বেধ' সম্বন্ধে তিনি পূর্ব্বেই পদ্মপুরাণ ও স্কন্দপুরাণের পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোকদ্বয় উদ্ধার করিয়া জন্মাষ্টমীর অরুণোদয়-বেধ-পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ "সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ-বচন।" (চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৩৩৮)—এই বাক্যের সার্থকতাস্বরূপ আমরা অরুণোদয়বেধ-পক্ষে বহু পুরাণ-বচন প্রমাণ পাইতেছি। সনাতন গোস্বামীপাদ এই প্রমাণসমূহ উদ্ধার করিয়া **"তচ্চ ন সুসঙ্গতম্"** বাক্য বলায় কি বুঝিতে হইবে যে, তিনি উক্ত শ্রীব্যাসবাক্য খণ্ডন করিতেছেন? শ্রীমহাপ্রভুর আদেশ—ব্রতাদি নির্ণয়কালে ব্যাসের পুরাণবাক্য প্রমাণস্বরূপ লিখিতে হইবে, তাহা খণ্ডন করিতে হইবে না। এস্থলে কি আমরা বুঝিব—শ্রীল গোস্বামিপাদ মহাপ্রভুর বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া শ্রীব্যাসের মত খণ্ডন করিতে বসিয়াছেন? ইহা বোধহয় কোন সুধী ব্যক্তি স্বীকার করিবেন না। সুতরাং ইহার অর্থান্তর বিচার করাই সুসিদ্ধান্ত, সাধারণ অর্থ গ্রহণীয় নয়। অর্থাৎ কেহ কেহ যদি 'যথা'-শব্দ-বলে জন্মাষ্টমী প্রভৃতি জয়ন্তী-তিথি ব্যতীত অন্যান্য তিথিতেও ঐরূপ অরুণোদয়-বিচার করেন, তাহা সুসঙ্গত নহে। এস্থলে জন্মাষ্টমী ব্যতীত অন্যান্য অষ্টমী ও অপরাপর তিথিসমূহের বিচার-ক্ষেত্রেও অরুণোদয়-বিচার সুসঙ্গত—ইহাই পূজ্যপাদ সনাতন গোস্বামীর বলিবার উদ্দেশ্য। কারণ তৎপরবর্ত্তী ছত্রে তিনি বলিয়াছেন—একাদশী ব্যতীত অন্য অশেষ তিথি অর্থাৎ যাবতীয় তিথিসমূহ সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পরসূর্য্যোদয় তিথি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিলে তাহা 'সম্পূর্ণা' হইবে। সুতরাং

গোস্বামিপাদ বলেন—তিথি সম্পূর্ণা হইলেই পালনযোগ্যা, কিন্তু জন্মাষ্টমী প্রভৃতি জয়ন্তী-তিথিগুলি সম্বন্ধে "রব্যুদয়তঃ প্রবৃত্তানামেব সম্পূর্ণত্বে (সতি) ন অরুণোদয়বেধ অসিদ্ধেঃ।"—অর্থাৎ সূর্য্যোদয় হইতে তিথি আরম্ভ হইলে তিথির সম্পূর্ণত্ব প্রাপ্তি হইলেও জন্মাষ্টমী প্রভৃতির অরুণোদয়বেধ অসিদ্ধ নহে। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর টীকার ইহাই তাৎপর্য্য। ইহার অন্য কোন অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে গোস্বামিপাদের পূর্ব্বাপর যাবতীয় বাক্য উল্লঙ্ঘিত হইয়া যায়। সুতরাং তাহা কোন মতেই সঙ্গত অর্থ হইতে পারে না।

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বাক্যের যে ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহা জ্ঞাপন করিবার জন্য তিনি স্বয়ং ইহার পরেই যাজ্ঞবল্ক্যের শ্লোক উদ্ধার করিয়া সুস্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন—

সম্পূর্ণা চার্দ্ধরাত্রে তু রোহিণী যদি লভ্যতে।
কর্ত্তব্যা সা, প্রযত্নেন **পূর্ব্ববিদ্ধাং বিবর্জ্জয়েৎ** ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৭৮ সংখ্যাধৃত যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি-বাক্য)

[সম্পূর্ণা অষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রে যদি রোহিণী লাভ হয়, তাহা হইলে তাহাতে ব্রত বিহিত হইলেও পূর্ব্ববিদ্ধা যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবে।]

এই শ্লোকের অর্থ অতি সুস্পষ্ট হইলেও, পাঠকবর্গের দৃঢ়তার জন্য ইহার বিশ্লেষণ করিতেছি :—অষ্টমী তিথি সম্পূর্ণা হইলেও অর্থাৎ এক সূর্য্যোদয় হইতে পরসূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইলেও এবং তাহাতে রোহিণী-নক্ষত্র সংযুক্ত থাকিলেও, পূর্ব্ববিদ্ধা বিশেষ যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিতে হইবে। তিথি যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে 'সম্পূর্ণা' হইয়াছে বলিয়া বিচার করাই শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মত। এইরূপ ক্ষেত্রেও (ন অরুণোদয়-বেধ অসিদ্ধেঃ)—অরুণোদয়-বেধ অসিদ্ধ নহে অর্থাৎ "প্রযত্নেন পূর্ব্ববিদ্ধাং বিবর্জ্জয়েৎ।" সূর্য্যোদয় হইতে তিথি আরম্ভ হইলে, তাহার পূর্ব্ববিদ্ধা বিচার করিতে গেলে একমাত্র অরুণোদয়-বিদ্ধাই গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের গ্রহণীয়। তিথি সম্পূর্ণা হইলেও যদি পূর্ব্ববিদ্ধা-প্রসঙ্গ থাকে, তাহা হইলে একমাত্র 'অরুণোদয়-বিদ্ধা' ব্যতীত অন্য কোন প্রসঙ্গ এস্থলে আসিতে পারে না। তজ্জন্য গোস্বামীপাদের ইহাই মত যে, 'জয়ন্তী-তিথি' সম্পূর্ণা হইলেও পূর্ব্ববিদ্ধা অর্থাৎ অরুণোদয়বেধ-বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, মাননীয় **পণ্ডিত শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দেবশর্ম্মা**, কাব্য-তর্ক-বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ মহোদয় উক্ত যাজ্ঞবল্ক্যের শ্লোকটীর সঙ্গতি করিতে না পারিয়া একাদশীপক্ষে তাহার অর্থ করিয়াছেন। ("**সারস্বত গৌড়ীয়**",

৪র্থ খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ইহা তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত অসমীচীন বলিয়া মনে হইতেছে। অবশ্য ঐ শ্লোকটীর সম্বন্ধে ঐরূপ অর্থ না করিলে তাঁহার গত্যন্তর ছিল না। **"সম্পূর্ণা চার্দ্ধরাত্রে তু"** শ্লোকটী শ্রীল সনাতন গোস্বামি-কর্ত্তৃক শ্রীহরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থে **জন্মাষ্টমী-প্রসঙ্গেই** উদ্ধৃত হইয়াছে। সেস্থলে একাদশীর কোন প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয় নাই। আরও দুঃখের বিষয়, পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে ব্রত অপেক্ষা যোগেরই প্রাধান্য দিয়াছেন; ইহা হরিভক্তি-বিলাসের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বিচার। এসম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—

রোহিণ্যাদেবিযুক্তাপি সোপোষ্যা কেবলাষ্টমী।
তত্তদ্যোগস্তু বৈশিষ্ট্যে ব্রতলোপোঽন্যথা ভবেৎ॥
ইত্থং শুদ্ধৈব লিখিতা **যোগাদ্বহুবিধাষ্টমী।**
ত্যাজ্যা বিদ্ধা চ সপ্তম্যা **সা বিদ্ধৈকাদশী যথা॥**

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৭১-৭২)

[রোহিণী প্রভৃতির যোগ না হইলে কেবল অষ্টমীতে উপবাস করিবে, আর **যদি (ব্রত অপেক্ষা) যোগের শ্রেষ্ঠতা বলা যায়, তাহা হইলে কখন কখন ব্রত-লোপের সম্ভাবনা** হইতে পারে। যদি অর্দ্ধরাত্র-যোগের প্রতি আদর করা হয়, তাহা হইলে কখন সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীতে উপবাস ঘটিতে পারে, একারণ সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীতে সোমবার বা বুধবার অথবা রোহিণী-নক্ষত্রের যোগ হইলেও তাহাতে ব্রত করিবে না। এইপ্রকার যোগভেদে অষ্টমী বহুপ্রকার হইলেও শুদ্ধাই লিখিত হইয়াছে; যেমন বিদ্ধা-একাদশী পরিত্যাগ করিতে হয়, তদ্রূপ সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী পরিত্যাগ করিতে হইবে।]

যোগ যতই প্রবল হউক না কেন, সর্ব্বত্র ব্রতেরই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। যদি ব্রতের আদর না করিয়া কেবল যোগের আদর করা হয় তবেই সপ্তমীবিদ্ধা উপবাস হইবে, নচেৎ নহে। অর্থাৎ যোগ অপেক্ষা ব্রতেরই প্রাধান্য শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। সেইহেতু ব্রতেরই আদর করিয়া সমস্ত যোগ ত্যক্ত হইলেও বিদ্ধায় উপবাস হইবে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসবের বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাব্দ—৪৬৫ ; ভাদ্র—১৩৫৮

৮ হৃষীকেশ, ৮ ভাদ্র, ২৫ আগষ্ট, শনিবার—কৃষ্ণাষ্টমী দি ৬।১৭। **শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস। শ্রীশ্রীজয়ন্তী।**

৯ হৃষীকেশ, ৯ ভাদ্র, ২৬ আগষ্ট, রবিবার—কৃষ্ণনবমী দি ৭।৫৮। **প্রাতঃ ৭।৫৮ মধ্যে শ্রীজন্মাষ্টমীর পারণ। শ্রীনন্দোৎসব।**

১১ হৃষীকেশ, ১১ ভাদ্র, ২৮ আগষ্ট, মঙ্গলবার—কৃষ্ণৈকাদশী দি ১১।৫৯। **অন্নদা একাদশীর উপবাস।**

১২ হৃষীকেশ, ১২ ভাদ্র, ২৯ আগষ্ট, বুধবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী দি ১।৫৭। **দি ৯।৩১ মধ্যে একাদশীর পারণ।**

২০ হৃষীকেশ, ২০ ভাদ্র, ৬ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার—গৌরপঞ্চমী দি ৩।১১। শ্রীঅদ্বৈতপত্নী শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।

২২ হৃষীকেশ, ২২ ভাদ্র, ৮ সেপ্টেম্বর, শনিবার—গৌর-সপ্তমী দি ১১।১৮। শ্রীললিতাসপ্তমী।

২৩ হৃষীকেশ, ২৩ ভাদ্র, ৯ সেপ্টেম্বর, রবিবার—গৌরাষ্টমী দি ৯।২। **শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী।**

২৬ হৃষীকেশ, ২৬ ভাদ্র, ১২ সেপ্টেম্বর, বুধবার—গৌর-দ্বাদশী রা ১১।৩০। **পার্শ্বৈকাদশী, বামন-দ্বাদশী ও শ্রবণ-দ্বাদশীর উপবাস।** সন্ধ্যায় শ্রীহরির পার্শ্বপরিবর্ত্তন। শ্রীল জীব গোস্বামীর আবির্ভাব।

২৭ হৃষীকেশ, ২৭ ভাদ্র, ১৩ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার—গৌর-ত্রয়োদশী রা ৯।২৪। **প্রাতঃ ৫।৫৮ গতে পুর্ব্বাহ্ণ ৯।২৯ মধ্যে পারণ।**

"দ্বাদশ্যামুপবাসাচ্চ ত্রয়োদশ্যাঞ্চ পারণাৎ।
ত্রয়োদশ্যাং পারণং হি শ্রবণেঽপি নিষেৎস্যতে॥" (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।২৫৭)

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব। চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে মহোৎসব।

২৮ হৃষীকেশ, ২৮ ভাদ্র, ১৪ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার—গৌর-চতুর্দ্দশী রা ৭।৩৪। শ্রীঅনন্তচতুর্দ্দশীব্রত। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব।

২৯ হৃষীকেশ, ২৯ ভাদ্র, ১৫ সেপ্টেম্বর, শনিবার—পূর্ণিমা রা ৬।৫। **শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব।**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

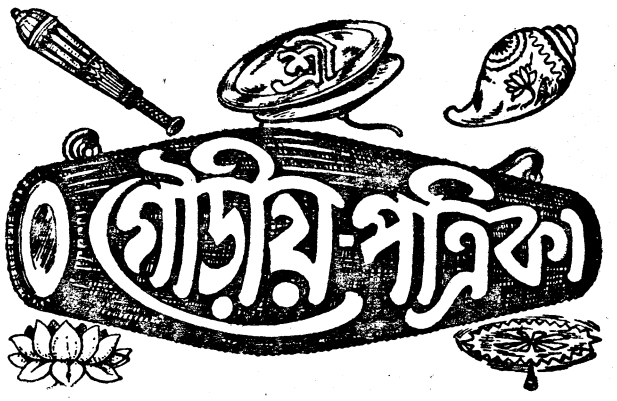

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩য় বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ২ পদ্মনাভ, ৪৬৫ গৌরাব্দ
সোমবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৫৮ ; ইং ১৭।৯।৫১ | ৭ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-ব্রতম্

১। ইত্যুক্তো ভগবান্ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণো গোকুলেশ্বরঃ।
প্রত্যাহ প্রণতান্ দেবান্মেঘগম্ভীরয়া গিরা॥ ২৩॥

শ্রীভগবানুবাচ—

২। হে সুরজ্যেষ্ঠ হে শম্ভো দেবাঃ শৃণুত মদ্বচঃ।
যাদবেষু চ জন্যধ্বমংশৈঃ স্ত্রীভির্ম্মদাজ্ঞয়া॥ ২৪॥

৩। অহং চাবতরিষ্যামি হরিষ্যামি ভুবো ভরম্।
করিষ্যামি চ বঃ কার্য্যং ভবিষ্যামি যদোঃ কুলে॥ ২৫॥

৪। ইত্যুক্তবন্তং জগদীশ্বরং হরিং, রাধা পতিপ্রাণ-বিয়োগ-বিহ্বলা।
দাবাগ্নিনা দুঃখলতেব মূর্চ্ছিতাশ্রু-কম্প-রোমাঞ্চিত-ভাবসংবৃতা ॥২৮॥

শ্রীরাধোবাচ—

৫। ভুবো ভরং হর্ত্তুমলং ব্রজের্ভুবং, কৃতং পরং মে শপথং শৃণোত্বতঃ।
গতে ত্বয়ি প্রাণপতে চ বিগ্রহং, কদাচিদত্রৈব ন ধারয়াম্যহম্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

৬। ত্বয়া সহ গমিষ্যামি মা শোকং কুরু রাধিকে।
হরিষ্যামি ভুবোঃ ভারং করিষ্যামি বচস্তব ॥ ৩১ ॥

শ্রীরাধিকোবাচ—

৭। যত্র বৃন্দাবনং নাস্তি যত্র নো যমুনা নদী।
যত্র গোবর্দ্ধনো নাস্তি তত্র মে ন মনঃসুখম্ ॥ ৩২ ॥

৮। **বেদনাগক্রোশভুমিং স্বধাম্নঃ শ্রীহরিঃ স্বয়ম্।**
গোবর্দ্ধনঞ্চ যমুনাং প্রেষয়ামাস ভুপরি ॥ ৩৩ ॥

—শ্রীমদ্‌গর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে তৃতীয়োঽধ্যায়ে

৯। শ্রীরাধয়া পূর্ণতমস্ত সাক্ষাদ্ভূত্বা ব্রজে কিং চরিতং চকার।
তদ্‌ব্রূহি মে দেবঋষে ঋষীশ, ত্রিতাপ-দুঃখাৎ পরিপাহি মাং ত্বম্ ॥৩॥

শ্রীনারদ উবাচ—

১০। অথ প্রভোস্তস্য পবিত্রলীলাং, সুমঙ্গলাং সংশৃণুতাৎ পরস্য।
অভূৎ সতাং যো ভুবি রক্ষণার্থং, ন কেবলং কংসবধায় কৃষ্ণঃ ॥ ৫ ॥

১১। অথৈব **রাধা বৃষভানুপত্ন্যামাবেশ্য রূপং মহসঃ পরাখ্যম্।**
কলিন্দজা-কূল-নিকুঞ্জদেশে, সুমন্দিরে সাবততার রাজন্ ॥৬॥

১২। **ঘনাবৃতে ব্যোম্নি দিনস্য মধ্যে**
ভাদ্রে সিতে নাগতিথৌ চ সোমে।
অবাকিরন্ দেবগণাঃ স্ফুরদ্ভি-
স্তন্মন্দিরে নন্দনজৈঃ প্রসূনৈঃ ॥

রাধাবতারেণ তদা বুভূবুর্নভোঽমলাভাশ্চ দিশঃ প্রসেদুঃ।
ববুশ্চ বাতা অরবিন্দরাগৈঃ, সুশীতলাঃ সুন্দরমন্দযানৈঃ ॥ ৭-৮ ॥

১৩। সুতাং শরচ্চন্দ্রশতাভিরামাং, দৃষ্ট্বাথ কীর্ত্তির্মুদমাপ গোপী।
শুভং বিধায়াশু দদৌ দ্বিজেভ্যো, দ্বিলক্ষমানন্দকরং গবাঞ্চ ॥ ৯ ॥

১৪। প্রেঙ্খে খচিদ্রত্নময়ূখপূর্ণে, সুবর্ণযুক্তে কৃতচন্দনাঙ্গে।
আন্দোলিতা সা ববৃধে সখীজনৈর্দিনে দিনে চন্দ্রকলেব তাভিঃ ॥

যদ্দর্শনং দেববরৈঃ সুদুর্লভং
যজ্ঞৈরবাপ্তং জনজন্মকোটিভিঃ।
সবিগ্রহাং তাং বৃষভানুমন্দিরে
লক্ষ্যন্তি লোকা ললনাপ্রলালনৈঃ ॥ ১০-১১ ॥

১৫। শ্রীরাসরঙ্গস্য বিকাসচন্দ্রিকা
দীপাবলীভির্বৃষভানু-মন্দিরে।
গোলোকচূড়ামণি-কণ্ঠভূষণাং
রাধাং পরাং তাং সততং স্মরামি ॥ ১২ ॥

—শ্রীমদ্‌গর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে অষ্টমোঽধ্যায়ে

ফলশ্রুতিঃ —

১৬। শ্রীরাধিকা-জন্ম-বৃত্তান্তং নিত্যং যঃ পঠেন্নরঃ।
রাধামাধবয়োঃ পাদে ভক্তিং দাস্যং লভেদ্‌ধ্রুবম্ ॥
কর্ম্ম নির্ম্মূলনং কৃত্বা জিত্বা মৃত্যুং সুদুর্জ্জয়ম্।
বিলঙ্ঘ্য সর্ব্বলোকাংশ্চ যাতি গোলোকমুত্তমম্ ॥

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-ব্রতের বঙ্গানুবাদ

১। গোকুলেশ্বর সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রণত দেবগণ-কর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া মেঘগম্ভীর বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

২-৩। ভগবান্ বলিলেন,—হে চতুরানন! হে শঙ্কর! হে দেবগণ! তোমরা আমার বাক্য শ্রবণ কর,—আমার আদেশে তোমরা নিজ নিজ স্ত্রীগণের সহিত স্ব-স্ব অংশে যদুবংশে জন্মগ্রহণ কর। আমিও যদুকুলে জন্ম লইয়া অবতীর্ণ হইব,—ভূভার-হরণপূর্ব্বক তোমাদের কার্য্যসিদ্ধি করিব ॥ ২৪-২৫ ॥

৪। স্বীয় পতি জগদীশ্বর হরি এইরূপ বলিলে রাধা প্রাণস্বরূপ পতির বিরহে বিহ্বলা হইয়া দাবাগ্নিদগ্ধ লতার ন্যায় মূর্চ্ছিতা হইলেন, তাঁহার নেত্র অশ্রুতে আপ্লুত এবং দেহ কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইল ॥ ২৮ ॥

৫। রাধা বলিলেন,—হে প্রাণনাথ! আপনি ভূভার হরণ জন্য ভূতলে গমন করিবেন, অতএব আমার এক অমোঘ প্রতিজ্ঞা-বাক্য শ্রবণ করুন; আপনি চলিয়া গেলে আমি এখানে কোনরূপেই শরীর ধারণ করিয়া থাকিতে পারিব না ॥ ২৯ ॥

৬। ভগবান্ বলিলেন,—হে রাধিকে! শোক করিও না, আমি তোমার বাক্য পালন করিব,—তোমাকেও সঙ্গে লইয়া গিয়া ভূভার হরণ করিব ॥ ৩১ ॥

৭। রাধিকা বলিলেন,—যেখানে বৃন্দাবন, যমুনা-নদী ও গোবর্দ্ধন-গিরি নাই, সেখানে আমার মনের শান্তি হইবে না ॥ ৩২ ॥

৮। **তখন স্বয়ং ভগবান্ হরি নিজ গোলোকধাম হইতে চৌরাশী ক্রোশ ভূমি, গোবর্দ্ধন-গিরি ও যমুনাকে ভূতলে প্রেরণ করিলেন** ॥৩৩॥

—শ্রীগর্গসংহিতা, গোলোকখণ্ডে তৃতীয়াধ্যায়ে

৯। (বহুলাশ্ব বলিলেন,—) পরিপূর্ণতম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্রজপুরে রাধার সহিত অবতীর্ণ হইয়া কি লীলা করিয়াছিলেন, হে ঋষিসত্তম নারদ! তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়া আধিদৈবিকাদি ত্রিতাপ হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ৩ ॥

১০। নারদ বলিলেন,—অনন্তর পরম প্রভু সেই শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময়ী পাবন-লীলা শ্রবণ কর; তিনি যে কেবল কংসবধের জন্য ধরায় অবতীর্ণ হন তাহা নহে, তিনি সাধুদিগের রক্ষণার্থও ব্রজে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

১১। হে রাজন্! **শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পরম তেজ বৃষভানু-পত্নীতে রাধা-রূপে আবেশিত করেন, সেই তেজ হইতে যমুনাকূলের নিকুঞ্জদেশে উত্তম মন্দিরে রাধা আবির্ভূতা হন** ॥ ৬ ॥

১২। **ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে সোমবার মধ্যাহ্নকালে তিনি অবতীর্ণা হন,** সে-সময় আকাশ মেঘাবৃত ছিল। তখন দেবগণ সেই মন্দিরে নন্দন-বনজাত প্রফুল্ল প্রসূন বর্ষণ করিলেন, নদীসকল অমল ও দিক্‌সকল প্রসন্ন হইল, পদ্মপরাগসহ সুগন্ধ সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইল ॥৭-৮॥

১৩। শত শরৎ-শশধর-কান্তি রমণীয়া কন্যা দর্শনে মাতা কীর্ত্তি অত্যন্ত

হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি সত্বর শুভবিধান করিয়া আনন্দদায়ক দ্বি লক্ষ গো দ্বিজগণকে দান করিলেন ॥ ৯ ॥

১৪। অনন্তর রাধা, কিরণপূর্ণ রত্নখচিত চন্দনলিপ্ত সুবর্ণময় দোলায় সখীজন-কর্ত্তৃক আন্দোলিত হইয়া দিনে-দিনে নিজপ্রভায় শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। যাঁহার দর্শন দেবগণেরও সুদুর্লভ, যাঁহা কোটি কোটি জন্ম-যজ্ঞাচরণেও লাভ হয় না, লোকসকল তাঁহাকে আজ বৃষভানু-মন্দিরে শরীর-ধারিণী এবং ললনাগণ-দ্বারা লালিত দর্শন করিতেছে ॥ ১০-১১ ॥

১৫। **শ্রীরাস-রঙ্গের প্রকাশকারিণী** দীপাবলীরূপ যে জ্যোৎস্না আজ বৃষভানু-মন্দিরে উদিত, **গোকুল-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠভূষণ**-স্বরূপা সেই পরমা রাধিকাকে সতত স্মরণ করি ॥ ১২ ॥

—শ্রীগর্গসংহিতা, গোলোকখণ্ডে অষ্টমাধ্যায়ে

ফলশ্রুতি ঃ—

১৬। যিনি এই শ্রীরাধিকা-জন্ম-বৃত্তান্ত নিত্য পাঠ করেন, তাঁহার শ্রীরাধা-মাধবের চরণযুগলে ভক্তি ও দাসত্ব লাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং তিনি কর্ম্মকাণ্ড উন্মূলন করত দুর্জ্জয় মৃত্যু **জয়** করিয়া সমস্ত লোক লঙ্ঘনপূর্ব্বক উত্তম গোলোকধামে গমন করিবেন।

কৃষ্ণতত্ত্ব

শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক কৃষ্ণতত্ত্বের সন্ধান

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কৃষ্ণতত্ত্বের প্রকৃত সন্ধান দিয়াছেন। কৃষ্ণতত্ত্ব হইতেই সমগ্র ব্যক্ত ও অব্যক্তভাব এবং স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধি প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃষ্ণ—পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, সর্ব্বাদি, গোবিন্দ ও সর্ব্বকারণ-কারণ।

কৃষ্ণ কাহারও অন্তর্গত, বশীভূত বস্তু নহেন। তাঁহারই বশীভূত—প্রকৃতি, কাল, কর্ম্ম ও ব্যোম। তিনি নিত্য অজ্ঞানাস্পৃষ্ট ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়। তিনি ক্ষণভঙ্গুর নহেন। কোন অজ্ঞানই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি পূর্ণজ্ঞানময় ও নিরানন্দের সহিত অসংপৃক্ত। দুঃখাদি তাঁহার নিকট হইতে পারে না।

কৃষ্ণ—পুরুষোত্তম। তিনি প্রাপঞ্চিক ধারণায় গুণসাম্যা স্থ অব্যক্তপ্রকৃতি মাত্র নহেন। তিনি নির্ব্বিশিষ্ট না হইয়া বিগ্রহবিশিষ্ট; জড়ের ত্রিগুণ বা জীবের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানোত্থ সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণ-চালিত স্থূল-সূক্ষ্ম-পরিচ্ছিন্ন বস্তুবিশেষ নহেন। অখণ্ডকাল তাঁহা হইতে সৃষ্ট, তাঁহাতেই অবস্থিত, তাঁহাতেই অখণ্ডত্বের প্রতিকূল খণ্ডত্বভাব প্রদর্শন করিয়া খণ্ডকালাতীত বস্তু। তিনি ভূতাকাশ ও পরব্যোমের সৃষ্টির ও প্রাকট্যের পূর্ব্বে আদি জনক-পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণ—কার্য্য-কারণ-বাদের অতীত

দৃশ্যকার্য্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে যে-কারণ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অন্তর্গত হয়, সেই কারণরূপ কার্য্যের প্রাগ্ধারায় যে-কারণ নির্ণীত হয়, তাহা কার্য্য-জ্ঞানে পুনরায় কারণের অনুসন্ধান হইতে পারে। এই ধারা পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান করিয়া যে-স্থলে কার্য্য-কারণবাদ সমাপ্তি লাভ করিবে, তাহাই শ্রীকৃষ্ণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণতত্ত্ব খণ্ডন

ইতিহাসজ্ঞ তাঁহাকে দেশ-কাল-পাত্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে সমর্থ হয় না, যেহেতু তিনি অজিত। তিনি প্রপঞ্চের অন্তর্গত বস্তুবিশেষ হইলে এবং তুরীয়বস্তু না হইলে তাঁহাকে 'পরতত্ত্ব' বলিবার পরিবর্ত্তে ইতরতত্ত্ব বলা যাইত। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণিত কৃষ্ণমাত্র নহেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের 'নাম-নামী অভিন্ন'-বিচারের উদ্দিষ্টবস্তু। কৃষ্ণ—পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য মুক্তধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তু। কৃষ্ণ—চিন্তামণি, তাঁহার নামও সর্ব্বকামদুঘ। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, পরিবার বৈশিষ্ট্য ও লীলাময় ভাবসমূহ হইতে যাঁহার ভাব, সেই বস্তুসমূহ পৃথক্ নহেন; এজন্যই তিনি অদ্বয়জ্ঞান।

কৃষ্ণ—অজ ও স্বেচ্ছায় ভক্তের নিকট প্রকাশমান

তিনি—অজ ও শাশ্বত। দ্বাপরান্তে যে তাঁহার আবির্ভাবের কথা বর্ণিত আছে, তাহা তাঁহার প্রপঞ্চে প্রাকট্য মাত্র। তৎকালে পৃথিবীতে অপ্রাকৃত-তত্ত্বের প্রকাশযোগ্য অনুভূতি অবতরণ করিয়াছিল বলিয়া, নিত্যকাল অজের কালাধীনত্বে জন্ম স্বীকার করিতে হইবে না। তাঁহার জন্ম ও বিক্রমসমূহ নিত্যকাল পরব্যোম-ভূমিকায় অবস্থিত। সেই চিন্ময়-আধার বা পরব্যোম অচিৎ-প্রপঞ্চের স্থূল-সূক্ষ্মাধারের অন্তর্ভূত ও বহির্ভূত—বহিরন্তরের মধ্যে অনুস্যূত ও পরিস্ফুট। পরিস্ফুটাবস্থায় তাঁহার অনন্ত বৈচিত্র্য, অব্যক্তাবস্থায় তাঁহার অত্যধিক সূক্ষ্মতা। তিনি অতি দূরে ও নিতান্ত অন্তিকে এবং সর্ব্বদা ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। তিনি প্রকাশিত হইবার কেবল যোগ্যতা লইয়া সুপ্ত, নিদ্রিত ও অপরিচিত থাকেন না।

তাঁহার যখন ইচ্ছা হয়, তখনই তিনি প্রকাশিত হন যাঁহার প্রতি তাঁহার দয়া হয়, তাঁহাতে।

কৃষ্ণ—ত্রিবিধশক্তিমান্ ও অসমোর্দ্ধ

কৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি বর্ত্তমান। এই সকল শক্তির পূর্ণতা তাঁহাতেই আছে এবং অন্যত্র পূর্ণতা থাকিলেও তাদৃশ ধারণাকারীর পূর্ণতা-ধারণা অপূর্ণ হওয়ায়, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার সহিত তদিতর বস্তুর বিজ্ঞতা সমান নহে বলিয়া তিনি অসমোর্দ্ধ। তিনি পুরুষোত্তম হইয়া অবস্থিত বলিয়া অখণ্ড ও খণ্ড-ভাবদ্বয় তাঁহার দুইপার্শ্বে অবস্থিত। খণ্ডিতজ্ঞানে যে পঞ্চাঙ্গ-ন্যায় মানবের নৈতিকধর্ম্ম পুষ্টি করে, তিনি তন্মাত্রে অবস্থিত নহেন। তাঁহার অধিষ্ঠান দ্বারাই তন্মাত্রতা-ভাব ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া ভাবের উদয় করাইয়াছে। মানবের ধারণায় যে দিব্যজ্ঞান-লাভ ঘটে, তাহার সর্ব্বোচ্চ আরাধ্য-বিচারে তিনিই অবস্থিত। আরাধ্য-বস্তু বিভিন্ন প্রকাশসমূহের মধ্যে কৃষ্ণতত্ত্বকে কেহই প্রকাশমাত্র জ্ঞান করেন না, যেহেতু তাঁহা হইতে সকল প্রকাশ উৎপত্তি-লাভ করিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত (১।৩।২৮) বলেন,—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

কৃষ্ণ—যাবতীয় রসের অধিদেবতা

কৃষ্ণ—**স্বয়ং কান্ত** ও ঐকান্তিক একান্তিগণের কান্ত। **কৃষ্ণ—বাল, বাল-গোপাল** এবং যাবতীয় পিতৃ-মাতৃকুলে একমাত্র উপাস্য বালক। কৃষ্ণ—**জগদ্বন্ধু**, তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব না করিলে জীব শত্রু-পুরীতে অরিগণকে 'মিত্র' বলিয়া গ্রহণ করায় বিপৎসঙ্কুল হয়। কৃষ্ণেতর বস্তুতে ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করিতে গেলে কিছুদিন পরে সেবক স্বীয় ক্ষণভঙ্গুর সেবা-ধর্ম্ম পরিহার করিয়া সেব্য হইয়া পড়ে। তখন তাহার ভূতশুদ্ধির পরিবর্ত্তে দুর্ব্বিপাক-বশতঃ সেব্যাভিমান হওয়ায় জাড্য আসিয়া তাহাকে পশু, উদ্ভিদ্ ও প্রস্তর-ধর্ম্মের আসামী করিয়া তোলে। কৃষ্ণের লীলায়, নীতি-কথায়, বিচার-কথায় বাধা দিতে গেলে তাঁহার পরিমিতি-কার্য্যে দশ অঙ্গুলি কম পড়িয়া যায়।

কৃষ্ণ সদানন্দময় মাত্র নহেন—আনন্দস্বরূপ

কৃষ্ণ—সদানন্দময়। মায়িক বিচারে ময়ট্-প্রত্যয়-দ্বারা জীবজ্ঞানে 'প্রচুর' বলিয়া গৃহীত হন, আবার বৈকুণ্ঠজ্ঞানে সর্ব্বব্যাপকতাও তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না। ভাগ্যহীন জনগণ তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ মানব-নীতির দ্বারা মাপিতে গিয়া পাশবদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহারা পরিচ্ছেদ প্রভৃতি সীমা-দ্বারা মাপিতে গিয়া পাত্রান্তরিত

করিয়া বসে। তাহাদের জড়ীয় ভোগময়ী অভিজ্ঞতার ভোগ্যবস্তুরূপে কৃষ্ণকে কল্পনাপূর্ব্বক মায়িক-বস্তুবিশেষ-রূপ অবজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত করায় তাহাদের সেবা-প্রবৃত্তি ভোগে পরিণত হয়।

কৃষ্ণের সর্ব্বশক্তিমত্তার সুযোগ লইয়া কাল্পনিকগণের যদৃচ্ছাজ্ঞান—কখনও 'কৃষ্ণ' নহেন

কৃষ্ণের সর্ব্বশক্তিমত্তা বিচার করিয়া, যাহার যেরূপ বিমুখকল্পনা, তদ্রূপ তাঁহাকে মনগড়া পুতুল করিতে চায়। কোন সময় বা তাঁহার নির্ব্বিশিষ্ট নামক মানব-ধারণার কারখানায় গড়া 'পুতুল' করিতে চায়। এই প্রকার কল্পনা সেবা-বিমুখতা হইতে দাম্ভিকতায় পরিণত করে বলিয়া, দণ্ডস্বরূপে জীব-ধারণায় 'ব্রহ্ম' ও 'পরমাত্মা'-শব্দদ্বারা কৃষ্ণজ্ঞান হইতে পার্থক্য কল্পনা করায়। কাষ্ণ' বা ভাগবতের সেবা না করিলে কৃষ্ণানুশীলনে কাহারও অধিকার হয় না। সুতরাং অধিকার না পাইলে কৃষ্ণজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই, কৃষ্ণের সান্নিধ্য-লাভের সম্ভাবনা নাই অথবা কৃষ্ণশক্তির বিক্রমসমূহ শ্রবণ করিবার অধিকার নাই। সুতরাং অনধিকারিগণ কর্ম্মফল-বাধ্য হইয়া বিভিন্ন প্রতীতিযুক্ত জড়াবৃত স্থূল-সূক্ষ্ম পরিচয়ে খণ্ডকালের আলিঙ্গন করেন।

কৃষ্ণতত্ত্ব-লাভের অধিকারী

বদ্ধজীবের নিত্যসত্য, নিত্য-স্থিতি প্রভৃতি আধার-লাভের সম্ভাবনা নাই। তিনি সর্ব্বদা বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া চতুর্দ্দশ-ভুবন ভ্রমণ করিবার জন্য প্রাণিবিশেষ হইয়া পড়েন। ভোগ আসিয়া তাঁহাকে 'ভোগী' বা ভোগ ছাড়াইয়া 'ত্যাগী' করায়। ভালমন্দের বিচারে একদিক হইতে অপরদিকে তাড়িত হন, পুনঃ পুনঃ তাড়নায় তাঁহার মঙ্গলের উদয় হয়। এই সত্যানুভূতি তাঁহাকে ভজন-রাজ্যে প্রবেশ করায়। তজ্জন্য, গীতা (৭।১৬) বলেন,—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

—শ্রীল প্রভুপাদ

(২) প্রয়াস

'প্রয়াস' কাহাকে বলে এবং তাহা দ্বিবিধ

'প্রয়াস' পরিত্যাগ না করিলে ভক্তির উদয় হয় না। 'প্রয়াস'-শব্দে আয়াস বা শ্রমকে বুঝায়। ভগবানে শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত আর কোন বস্তুকেই 'পরমার্থ' বলা যায় না। ভগবচ্চরণে শরণাপত্তি ও আনুগত্য ব্যতীত আর কোন লক্ষণদ্বারা ভক্তির ব্যাখ্যা হয় না। শরণাপত্তি ও আনুগত্য জীবের স্বভাবসিদ্ধ নিত্যধর্ম্ম। অতএব ভক্তিই জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা সহজধর্ম্ম-ধর্ম্ম। সহজ-ধর্ম্মে প্রয়াসের কোন প্রয়োজন নাই; তথাপি জীবের বদ্ধদশায় ভক্তিবৃত্তির আলোচনায় কিয়ৎপরিমাণে প্রয়াসের কার্য্য আছে। সেই সামান্য প্রয়াস ব্যতীত আর যত-প্রকার প্রয়াস দেখা যায়, সে-সকলই ভক্তির প্রতিকূল। প্রয়াস দুই প্রকার অর্থাৎ জ্ঞান-প্রয়াস ও কর্ম্ম-প্রয়াস। জ্ঞান-প্রয়াসে কেবলাদ্বৈত-বোধরূপ ফলোদয় হয়। তাহাই আবার সাযুজ্য বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ-শব্দদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে।

জ্ঞান-প্রয়াস ভক্তিবিরোধী

জ্ঞান-প্রয়াস পরমার্থের বিরোধী—ইহা বেদশাস্ত্রে, মুণ্ডকোপনিষদে এইরূপ বিচারিত হইয়াছে,—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

(মুণ্ডক-৩।২।৩)

আত্মা—আত্মতত্ত্ব বা পরমাত্মা। তাহা প্রবচন, মেধা ও বহু অধ্যয়ন-প্রয়াসে পাওয়া যায় না। যিনি তাঁহাকে স্বীয় প্রভু বলিয়া বরণ করেন, আত্মা তাঁহার স্বীয় স্বরূপ তাঁহার নিকট প্রকাশ করেন; সুতরাং ভক্তিই ভগবচ্চরণ-লাভের একমাত্র হেতু। ভাগবতে দশমস্কন্ধে ব্রহ্মা কৃষ্ণকে বলিলেন,—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়-বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

(ভাঃ ১০।১৪।৩)

হে অজিত! যাঁহারা জ্ঞান-মার্গে প্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুমুখ হইতে

আপনার কথা শ্রুতিগত করত কায়-মনোবাক্যে ভক্তিমার্গ আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগের দ্বারা এই ত্রিলোকীর মধ্যে আপনি জিত হইয়া থাকেন।

কেবলাদ্বৈতবাদীর প্রয়াস নিষ্ফল

জ্ঞান-প্রয়াসকে স্পষ্টীকরণার্থ ব্রহ্মা বলিলেন,—

শ্রেয়ঃ-স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূল-তুষাবঘাতিনাম্ ॥ (ভাঃ ১০।১৪।৪)

হে বিভো! ভক্তিই জীবের একমাত্র শ্রেয়ঃ-পথ; তাহা ত্যাগ করত যে-সকল ব্যক্তি কেবলাদ্বৈত-বোধ-লাভের জন্য চেষ্টা করে, তাহাদের ক্লেশ বই আর কিছুই লাভ হয় না। তুষাবঘাতে যেরূপ তণ্ডুল পাওয়া যায় না, সেইরূপ কেবলাদ্বৈতবাদীর প্রয়াসে কিছুমাত্র পরমার্থ-ফল হয় না।

সম্বন্ধ-জ্ঞান—পবিত্র, উহা অদ্বৈত-জ্ঞান নহে

কৈবলাদ্বৈতবাদ সত্যমূলক নয়; তাহা কেবল আসুর-বিধান মাত্র। তবে যে সম্বন্ধ-জ্ঞানের প্রশংসা শুনা যায়, সে-জ্ঞান অতীব পবিত্র ও সহজ; তাহাতে প্রয়াসের প্রয়োজন নাই। 'চতুঃশ্লোকী'তে যে জ্ঞানের উল্লেখ আছে, তাহা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-জ্ঞান। সে-জ্ঞান স্বভাবতঃ জীব-হৃদয়ে নিহিত আছে। ভগবান্—চিন্ময় সূর্য্য-কল্প; জীব—তাঁহার কিরণ-পরমাণু-কল্প। জীব ভগবদানুগত্য ব্যতীত স্ব-স্বরূপে থাকিতে পারে না। সুতরাং ভগবদ্দাস্য তাহার স্বধর্ম্ম। সেই স্বধর্ম্মানুশীলনই জীবের স্বভাব। তাহাই জীবের প্রয়াসশূন্য সহজ-ধর্ম্ম।

ভক্তিসাধন—কর্ম্ম-জ্ঞানের ন্যায় প্রয়াস নহে

যদিও বদ্ধদশায় সেই স্বধর্ম্ম সুপ্তপ্রায় এবং সাধনদ্বারা প্রতিবোধিত হয়, তথাপি জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়াসের ন্যায় ভক্তি-সাধনে প্রয়াস নাই। কিছু আদর করিয়া নামাশ্রয় করিলেই স্বল্পকালের মধ্যে অবিদ্যা-প্রতিবন্ধক দূর হয় এবং স্বধর্ম্ম-সুখ পুনরুদিত হয়। কিন্তু জ্ঞান-প্রয়াসকে স্থান দিলে অধিক ক্লেশ-ভোগ হয়। আবার সাধুসঙ্গে তাহা পরিত্যক্ত হইলে ভক্তি-চেষ্টা হয়।

জ্ঞান-প্রয়াসের গতি

শ্রীগীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্রসমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ (গীঃ ১২।২-৫)

কেবল শরণাপত্তি-লক্ষণা পরা শ্রদ্ধার সহিত যাঁহারা আমার উপাসনা করেন, তাঁহারা **যুক্ততম**। যাঁহারা অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল ও স্থির ব্রহ্মকে সমস্ত ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্ব্বক সর্ব্বত্র সমবুদ্ধির সহিত উপাসনা করেন, তাঁহারা **জ্ঞান-প্রয়াসী**। সুতরাং যদি তাঁহাদের সর্ব্বভূতে দয়া থাকে সেই গুণে অনেক ক্লেশের পর সাধু-ভক্তের কৃপায় কৃষ্ণরূপ আমাকে পা'ন। সেরূপ ভজনে অনেক ক্লেশ ও বিলম্ব। জ্ঞান-প্রয়াসের ত' এইরূপ গতি!

কর্ম্ম-প্রয়াসের ফল

কর্ম্ম-প্রয়াসেও কদাচ মঙ্গল হয় না। যথা, ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥ (ভাঃ ২।৮)

ধর্ম্ম—বর্ণাশ্রমগত কর্ম্মকাণ্ডীয় স্বধর্ম্ম। সেই স্বধর্ম্ম যদি কেহ উত্তমরূপে অনুষ্ঠান করিয়াও হরিকথায় রতিলাভ না করিলেন, তবে তাঁহার স্বধর্ম্ম-পালন কেবল প্রয়াস বা শ্রমমাত্র হইল। সুতরাং যেরূপ জ্ঞান-প্রয়াস ভক্তির বিরোধক, কর্ম্ম-প্রয়াসও তদ্রূপ।

ভক্তির অনুকূল কর্ম্ম—প্রয়াস নহে

সিদ্ধান্ত এই যে,—কর্ম্ম ও জ্ঞান-প্রয়াস অতিশয় অহিতকর। কিন্তু জীবনযাত্রা সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিবার অভিপ্রায়ে যে, কোন ভক্ত বর্ণাশ্রম-লক্ষণ-কর্ম্ম স্বীকার করেন, তাহা ভক্তির অনুকূল বলিয়া ভক্তিতে পরিগণিত হয়। সে-সকল কর্ম্ম আর 'কর্ম্ম' বলিয়া উক্ত হয় না। ইহার মধ্যে স্বনিষ্ঠ-ভক্তগণ কর্ম্ম ও কর্ম্মফলকে ভক্তির অনুগত করেন। পরিনিষ্ঠিত ভক্তগণ কেবল লোক-সংগ্রহের জন্য ভক্তির অবিরোধে কর্ম্মাচরণ করেন। নিরপেক্ষ ভক্তগণ লোকাপেক্ষা ত্যাগ করিয়া ভক্ত্যনুকূল ক্রিয়া স্বীকার করেন।

ভক্তির অনুকূল জ্ঞান ও যোগ—প্রয়াস নহে

জ্ঞান-প্রয়াস ও তদন্তর্গত সাযুজ্য-নির্ব্বাণমুক্তি-প্রয়াস নিতান্ত বিরোধী। অষ্টাঙ্গ-যোগ-প্রয়াস যদি বিভূতি ও কৈবল্যকে লক্ষ্য করে, তবে তাহাও অত্যন্ত বিরোধী। ভক্তিসাধক-বিধি এবং অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ-জ্ঞান জীবের পক্ষে অত্যন্ত সহজ বলিয়া 'প্রয়াস-শূন্য' আখ্যা লাভ করিয়াছে। এইরূপ কর্ম্ম, জ্ঞান উপায়-স্বরূপে আদৃতমাত্র। উপেয়-স্বরূপে গৃহীত হইলেই তাহা দোষজনক হয়—ইহা 'নিয়মাগ্রহ' বিচারে দেখাইব।

সাধুসঙ্গ-লালসায় তীর্থযাত্রা, ভক্ত্যঙ্গ-ব্রতপালন, বৈষ্ণবসেবা, অর্চ্চন, কীর্ত্তনাদি প্রয়াস নহে

তীর্থ-যাত্রাদি পরিশ্রমও ভক্তিবিরোধী প্রয়াস। তবে যদি সাধুসঙ্গের ও কৃষ্ণভাবোদ্দীপক অনুশীলন-লালসায় কৃষ্ণ-লীলা-স্থলে গমন করা যায়, তাহা ভক্তিই বটে—বৃথা-প্রয়াস নয়। **ভক্ত্যঙ্গ-ব্রতসমূহ** বৃথা-প্রয়াস নয়—ভক্তি-সাধিকা প্রক্রিয়ার মধ্যে আদৃত হইয়াছে। **বৈষ্ণব-সেবা**র যে প্রয়াস, তাহা প্রয়াস নয়; কেননা, **স্বযূথ-সঙ্গ-লালসাই জনসঙ্গ-লিপ্সারূপ দোষের বিনাশক। অর্চ্চনাঙ্গ**-প্রয়াস হৃদয়ের উচ্ছ্বাসরূপ সহজ-ধর্ম্ম। **সংকীর্ত্তনাদি**র প্রয়াস কেবল হৃদয় উদ্ঘাটনপূর্ব্বক প্রভুর নামোচ্চারণ, সুতরাং তাহা নিতান্ত সহজ-বস্তু।

বৈরাগ্য-প্রয়াস অনাবশ্যক

বৈরাগ্যে প্রয়াসের আবশ্যক নাই; কেন-না, ভক্তির উদয়ে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যত্র অতৃষ্ণা জীবের সহজেই হইয়া উঠে। ভাগবতে বলিয়াছেন,—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥ (ভাঃ ৩।৩২।২৩)

ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযোজিত হইলে তাহা আশু বৈরাগ্য অর্থাৎ প্রয়াসশূন্য বৈরাগ্য এবং অহৈতুক জ্ঞান অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্দাস্য-বুদ্ধ্যাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন করে। সুতরাং জ্ঞান-প্রয়াস এবং কর্ম্ম বা বৈরাগ্য-প্রয়াস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তি-সাধনে প্রবৃত্ত হইলে আর ভক্তির প্রতিবন্ধক জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ বা বৈরাগ্য আসিয়া জীবকে অধঃপাতিত করে না।

ভক্তির প্রয়াস-শূন্যত্ব

অতএব, শ্রীমদ্ভাগবত "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ" (ভাঃ ১১।২।৪২)—এই বাক্যে স্থির করিয়াছেন যে, যিনি শুদ্ধভক্তিকার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন,

তাঁহার হৃদয়ে এককালেই ভক্তি ও সম্বন্ধ জ্ঞান এবং অন্যত্র বিরক্তির উদয় হয়। দীনভাবে যখন ভক্ত সরলতার সহিত কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন ও স্মরণ করেন, তখন সহজেই—'আমি চিৎকণ কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণ আমার নিত্যপ্রভু এবং কৃষ্ণচরণে শরণাগতিই আমার নিত্যস্বভাব; এজগৎ আমার পান্থ-নিবাসমাত্র, ইহার কোন বস্তুতে আসক্তি করা আমার পক্ষে নিত্য সুখকর নয়',—এইরূপ স্বাভাবিক বুদ্ধির উদয় হয়। ইহাতেই সাধকের সমস্ত সিদ্ধি অল্পকালে হইয়া থাকে।

বিবিধ প্রয়াস-তালিকা, তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস সর্ব্বাপেক্ষা হীন

জ্ঞান-প্রয়াস, কর্ম্ম-প্রয়াস, যোগ-প্রয়াস, মুক্তি-প্রয়াস, ভোগ-প্রয়াস, সংসার-প্রয়াস, বহির্ম্মুখ-জনসঙ্গ-প্রয়াস—এ-সমস্তই নামাশ্রিত সাধকের বিরোধী তত্ত্ব। এইসকল প্রয়াস দ্বারা ভজন নষ্ট হয়। আবার, প্রতিষ্ঠা-লাভের প্রয়াস, সমস্ত প্রয়াস অপেক্ষা হেয়। হেয় হইলেও অনেকের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। তাহাও সরল-ভক্তির দ্বারা দূর করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতএব শ্রীসনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

সর্ব্বত্যাগেঽপ্যহেয়ায়াঃ সর্ব্বানর্থভুবশ্চ তে।
কুর্য্যুঃ **প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠা**য়া যত্নমস্পর্শনে বরম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ২০শ বিঃ, উপসংহার-শ্লোক)

—এই উপদেশটী অত্যন্ত গম্ভীর। ভক্তগণ বিশেষ যত্ন-সহকারে এই একান্তি-ধর্ম্ম পালন করিবেন।

গৃহী-বৈষ্ণবের প্রয়াসশূন্য ভজন

ভক্তির অনুকূল সহজ-ব্যাপারের ক্রিয়াদ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহপূর্ব্বক ভক্তি-সাধক সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত হরিনাম স্মরণ ও কীর্ত্তন করিবেন। এই প্রয়াসশূন্য ভজন-পদ্ধতির আবার গৃহী ও গৃহত্যাগিভেদে—দুই প্রকার প্রবৃত্তি। গৃহী বর্ণাশ্রমকে ভক্তির অনুকূল করিয়া জীবনযাত্রা অঙ্গীকার করত প্রয়াসশূন্য হইয়া ভক্তি সাধন করিবেন। যাহাতে কুটুম্ব-ভরণাদি অনায়াসে নির্ব্বাহ হয়, সেরূপ সঞ্চয় ও উপার্জ্জন করিবেন। হরিভজনই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—ইহাই তিনি সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া চলিলে কখনই প্রমাদে পড়িবেন না। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, জাগরণে-নিদ্রায়—সর্ব্বত্র তাঁহার হরিভজন অচিরে সিদ্ধ হইবে।

ত্যাগী-বৈষ্ণবের প্রয়াসশূন্য ভজন

আর, গৃহত্যাগী সঞ্চয়মাত্রই করিবেন না। প্রতিদিন ভিক্ষাদ্বারা শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ করত ভক্তিসাধন করিবেন। কোন উদ্যমে থাকিবেন না। উদ্যমে প্রবেশ

করিতে গেলেই তাঁহার পক্ষে দোষ। দৈন্য ও সরলতার সহিত তিনি যত ভজন করিবেন, তত কৃষ্ণকৃপায় তিনি কৃষ্ণতত্ত্ব জানিবেন। যথা, ভাগবতে ব্রহ্মবাক্য—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

(ভাঃ ১০।১৪।৮)

হে কৃষ্ণ! তুমি মুক্তিপদ, তোমাতে কেহ দায়ভাক্ হইতে পারে না। কেবল তিনিই হইতে পারেন, যিনি আত্মকৃত বিপাক ভোগ করিতে করিতে 'তোমার অনুকম্পা অবশ্য হইবে'—এই আশা করত কায়মনোবাক্যে তোমাতে ভক্তিযোগ করেন।

কৃপাদ্বারাই ভগবৎতত্ত্ব লভ্য—জ্ঞানে নহে

জ্ঞানাদি-প্রয়াসদ্বারা কিছুই হয় না; তবে তোমার কৃপাতেই তোমাকে জানা যায়। অতএব—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥

(ভাঃ ১০।১৪।২৯)

দৈন্যভাবে নামাশ্রয় করিলে, ভগবৎ-কৃপায় সমস্ত জ্ঞাতব্য ভগবত্তত্ত্ব সরল ভক্তের হৃদয়ে বিনা-প্রয়াসে উদিত হয়। চিরকাল স্বতন্ত্র জ্ঞান-প্রয়াসে তাহা পাওয়া যায় না।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা :—

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৩৬	২	"অর্থান্তর গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য"—ছত্রটি হইবে না।	
২৩২	৪	"অভিসিত-যোগে"	স্থলে "অভিজিৎ-যোগে" হইবে।
২৩৭	২৮	"বিচার সুসঙ্গত"	" "বিচার অসঙ্গত" হইবে।
,,	৩১	"তিথি পর্য্যন্ত"	" "পর্য্যন্ত তিথি" হইবে।

শ্রীশ্রীমদ্ গোপাল-ভট্ট-গোস্বামীর চরণ-কমলে
দীনের ভক্ত্যর্ঘ্য

(১)

(আজি)—বিশ্ব তোমার পূজিছে চরণ, নিয়ে হৃদি-ভরা আকুলি-দৈন্য।
(আমি)—কি দিয়ে পূজিব, চরণ তোমার, হৃদয় আমার ভকতি-শূন্য ॥
(তুমি)—গৌর-প্রিয়জন, পতিত-পাবন, করুণার তব নাহিক পার।
(তব)—করুণাতে পেল, কতই কাঙাল, শচী-দুলালের করুণা-ধার ॥
(জয়)—জগদ্বন্দ্য গোপালভট্ট, গোস্বামী তব করুণা-বলে।
(যেন)—লুটাইতে পারি, চিরদিন তরে, বিশ্ব-পূজিত চরণ-তলে ॥

(২)

(আজি) করুণায় তব, এ-দীন সেবক, তোমার যুগল চরণ বন্দে।
(আজি)—গাহিব হরষে, তব গুণ-গাথা, সাধুজন-সনে ললিত ছন্দে ॥
(কর)—প্রদীপ্ত আমার, মলিন হৃদয়, দাও হৃদে মোর বিপুল শান্তি।
(মোর)—কলুষ-কালিমা, মুছায়ে দাও গো, হৃদয়ে বিকশি' ভকতি-কান্তি ॥
(জয়)—জগদ্বন্দ্য গোপালভট্ট, গোস্বামী তব করুণা-বলে।
(যেন)—লুটাইতে পারি, চিরদিন তরে, বিশ্ব-পূজিত চরণ-তলে ॥

(৩)

(মোর)—অনর্থের ঘন, কুহেলি-তিমির, বিনাশি' প্রদান' শুদ্ধ-প্রেমভক্তি।
(তব)—চরণ পূজিতে, দাও কৃপা করি,' হৃদয়ে আমার অমিত শক্তি ॥
(তব)—মহিমা-সংগীতি, গাহে বিহঙ্গম, মৃদু-কুলুনাদে তটিনী গায়।
(পত্রে)—মর্ম্মরিয়া গাহে, ঘন-বনে শাখী, আকাশ নমিছে তোমার পায় ॥
(জয়)—জগদ্বন্দ্য গোপালভট্ট, গোস্বামী তব চরণ পূজিতে।
(আজি)—কুসুম-কুন্তলা, ধরণী ব্যাকুলা, ভরিয়া কুসুম কানন-সাজিতে ॥

(৪)

(আজি)—হ'য়েছে আমার, হিতাহিত জ্ঞান, অলীক মোহের ছলনে লুপ্ত।
(প্রভো !)—জাগাও চরণ-পরশে আমারে, আমি যে মায়ার মায়াতে-সুপ্ত ॥

(তব)—করুণা-সলিলে, নির্ম্মল কর, আমার মলিন বিকল চিত্ত।
(যেন)—গুরু-গৌরাঙ্গ-অভয়-চরণ, নিষ্কপটে পারি সেবিতে নিত্য ॥
(জয়)—জগদ্বন্দ্য গোপালভট্ট, গোস্বামী তব করুণা-নিঝরে—
(স্নান)—করিয়া তোমার, পূজিছে চরণ, কৃতাঞ্জলিপুটে এ-দীন কাতরে ॥

(৫)

(মম)—কামনা-অনল-দগ্ধ-হৃদয়ে, ঢাল' করুণার অমৃত-বিন্দু ॥
(আমি)—গাহিব ললিতে, তব গুণ-গাথা, ওগো দীনহীন জনের বন্ধু ॥
(মোরে)—দাও সহিষ্ণুতা, দৈন্য-নর্ম্মতা, দর্প-অভিমান করিয়া চূর।
(তুমি)—শোধহ আমারে, কৃপা-কণা দিয়া, আলস্য-জড়তা করিয়া দূর ॥
(জয়)—জগদ্বন্দ্য গোপালভট্ট, গোস্বামী তব মহিমা অপার।
(তব)—চরণ-কমলে, অগণিত নর, ঢালিছে বাসিত কুসুম-ভার ॥

(৬)

(মোর)—অসার কামনা, বিষয়-বাসনা, অকপট-চিতে করিয়া দূর।
(আজি)—শরণ লইনু, তোমার চরণে, আমার আমিত্ব করগো চূর ॥
(আমি)—পুরীষের কীট, হইতে অধম, হে দয়াল ! মোরে করুণা কর।
(তব)—অহৈতুকী কৃপা, আজি যেন মোরে, শ্রীগুরু-সেবাতে করে তৎপর ॥
(জয়)—জগদ্বন্দ্য গোপালভট্ট, গোস্বামী তব করুণা-নিঝরে—
(স্নান)—করিয়া তোমার, পূজিছে চরণ, কৃতাঞ্জলিপুটে এ-দীন কাতরে ॥

(৭)

(দেব !)—তোমার রচিত, স্মৃতি-গ্রন্থ যত, জগৎ-পাবন সকলে তা'রা।
(জয়)—"সৎক্রিয়াসার-দীপিকা" যত আর, গৌড়ীয়-গগনে দিতেছে সাড়া ॥
(তুমি)—সনাতন-মন, বুঝিয়া তখন, "হরিভক্তিবিলাস"-সার সংকলনে।
(তব)—এ-বিশ্ব সংসার, করিতে শোধন, অপূর্ব্ব করুণা ঘোষিত ভুবনে ॥
(জয়)—জগদ্বন্দ্য গোপালভট্ট, গোস্বামী তব মহিমা অপার।
(আজি)—শরণ লইনু, তোমার চরণে, রূপানুগ-বর্য্য জানিয়া সার ॥

—শ্রীগোপালচন্দ্র দাসাধিকারী (রায়)
নারমা (মেদিনীপুর)

প্রদীপ-শিখা *

'প্রেম-প্রদীপ'-গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য

ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, কি দুর্দ্দশা লাভ করিয়াছে, সাধারণ লোক তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে দৈনন্দিন জীবনে যে কয়েকটী দ্রব্যের একান্ত আবশ্যক, তাহার প্রত্যেকটীরই অত্যন্ত অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রধানতঃ আহারের অভাব, দ্বিতীয়তঃ পরিধেয় বস্ত্রের অভাব, তৃতীয়তঃ স্বচ্ছন্দ-বাসগৃহের অভাব—সর্ব্বত্রই এইরূপ অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। দেশ স্বাধীন হইলে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত থাকিতে হইবে জানিতে পারিলে, লোকে এইরূপ স্বাধীনতা চাহিত কি না সন্দেহের বিষয় হইয়াছে। এইরূপ দুর্দ্দিনে কেহই শান্তি খুঁজিয়া পাইতেছে না,—এমন সময়ে শান্তির সন্ধান দিবে কে ?

আমরা 'প্রেম-প্রদীপ'-গ্রন্থের লেখক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জীবনী হইতে জানিতে পারি, তিনি সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ও উড়িষ্যার সদ্য পরাধীনতার পর, দেশের দুর্দ্দিনের মধ্যে যে দেশ-শান্তির বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহারই প্রতিধ্বনি-স্বরূপ তাঁহার রচিত গ্রন্থ **'প্রেম-প্রদীপ'** ৬৫ বৎসর পরে পুনঃ প্রজ্জ্বালিত হইল তৎকালে ব্রাহ্মগণ আরব্য ও পারস্য-শিক্ষা-প্রভাবে হিন্দু-হিংসা, বিগ্রহ-বিদ্বেষ, শুভকর্ম্ম-কদন, সমাজ-সংহার প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত থাকায় দেশে ভয়ানক দুর্দ্দিন উপস্থিত করিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে যোগিগণের শারীরিক 'কসরৎ' ও নিরীশ্বর চিন্তাস্রোত জগৎ-ধ্বংসের সহায়তা করে। এই 'প্রেম-প্রদীপ'-গ্রন্থখানি তদানীন্তন-কালে উহাদের প্রতিবন্ধক-স্বরূপে সুদিন আনয়ন করিয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয়, বলিতে কি, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অক্লান্ত চেষ্টায় ব্রাহ্ম সমাজ ও নিরীশ্বর যোগী-সম্প্রদায়ের হস্ত হইতে ভারত রক্ষা পাইয়াছে; এমন কি, তাঁহারই অনুগ্রহে আজ ভারত হইতে ব্রাহ্ম ও যোগিগণ বিলুপ্তপ্রায়। তথাপি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে তত্তদ্ধর্ম্মযাজী স্বল্প সংখ্যক দুই চারিজন ব্যক্তি বর্ত্তমানেও দৃষ্ট হওয়ায় তাহাদের বুদ্ধি সংশোধনের জন্য ও বর্ত্তমান দুর্দ্দশায় বিশ্বের পরাশান্তি কামনায় এই গ্রন্থখানি পুনঃ প্রকাশিত হইল। জীব-হৃদয়ে 'প্রেম-প্রদীপের' শিখা প্রদীপ্ত হইলেই যাবতীয় ক্লেশের নিবৃত্তি হইবে।

---

* এই প্রবন্ধটী "প্রেম-প্রদীপ"-গ্রন্থের ভূমিকা। "প্রেম-প্রদীপ" গ্রন্থখানি সকলেরই বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং এই ভূমিকায় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ হওয়ায় ইহা শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইল।

এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকর্ত্তা এই গ্রন্থের অন্তঃপ্রচ্ছদে (lnner title) শ্রীমদ্ভাগবতের যে আদর্শ শিক্ষা-শ্লোকটী উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থ-প্রকাশের উদ্দেশ্য সমাপন করিতেছি।—

"তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং, তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং, যদুত্তমশ্লোকযশোঽনুগীয়তে॥"

(ভাঃ ১২।১২।৫০)

শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় উক্ত শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, "ভগবৎ-কথাই জীবের নিত্যমঙ্গল উৎপন্ন করে। ভগবদ্-যশঃ-কীর্ত্তন মানবগণের অভাবজনিত দুঃখ-সমুদ্রের অগাধ জল শুষ্ক করিতে সমর্থ। ভগবানের কথাই জীবের মনোবৃত্তির নিত্য-মহোৎসব-সাধনে সমর্থ, ঐ কথা নব-নবায়মান হইয়া পরম-রুচিপ্রদ ও রমণীয়। কৃষ্ণেতর কথা জীবের চিত্তবৃত্তিকে শোক-সমুদ্রে ডুবাইয়া দেয়। ভগবৎ-কীর্ত্তি-কথা অভাবের পরিবর্ত্তে স্বাভাবিক বৈচিত্র্যে জীবের স্বাস্থ্য প্রদান করে।"

গ্রন্থ-পরিচয়

চারিশত চৈতন্যাব্দ, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ, ১২৯৩ বঙ্গাব্দে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই গ্রন্থখানি গ্রন্থকারে প্রথম প্রকাশ করিয়া তাহার এইরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন,— "(ইহা) পবিত্র হরিভক্তির উৎকর্ষ, যুক্তির অকর্ম্মণ্যতা, শুষ্ক যোগ-চেষ্টার নৈষ্ফল্য ও ব্রাহ্মাদি-ধর্ম্মের অপকর্ষ-প্রদর্শক **উপন্যাস**।" তাঁহার উক্ত সংস্করণে কোন ভূমিকা লিপিবদ্ধ না থাকিলেও, তিনি স্বাধীন ত্রিপুরাধীশ মাহামান্য বীরচন্দ্র মাণিক্য মহারাজ বাহাদুরের উদ্দেশ্যে যে উৎসর্গ-পত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেও আমরা এই গ্রন্থের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া থাকি। যথা—

"পবিত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার মানসে আমি এই **'প্রেম-প্রদীপ'** গ্রন্থ রচনা করিয়া আমার **"সজ্জনতোষণীতে"** খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইহার দ্বারা অনেক কৃতবিদ্য যুবকের কৃষ্ণভক্তি লাভ হইয়াছে। অধুনা তাঁহাদের ইচ্ছামতে এই গ্রন্থখানি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম। মহারাজের বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও তৎপ্রচারার্থে অসীম ব্যয়শীলতা দৃষ্টি করিয়া কৃতজ্ঞতা-সহকারে ইহাকে মহারাজের নিরন্তর হরিসেবা-রত কর-কমলে অর্পণ করিলাম। এই গ্রন্থের বিষয়টী কোন সময় আপনার বিদ্বৎসভায় আলোচিত হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে।" ইত্যাদি—

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজী, হিন্দী, উর্দু' প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীবেদান্ত সমিতি-সঙ্কলিত **'শ্রীল ভক্তিবিনোদ**

ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী'-গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁহার জীবনী আলোচনামুখে উক্ত গ্রন্থসমূহের একটী তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার প্রত্যেকখানি গ্রন্থই যাবতীয় শাস্ত্রের সার-সঙ্কলন। 'প্রেম-প্রদীপ' গ্রন্থখানিও তাহা হইতে ভিন্ন নহে।

উপন্যাসিকতা

সাধারণ উপন্যাস যে-প্রকার ভোগপর চিন্তাস্রোত লইয়া গ্রথিত হইয়া থাকে, 'প্রেম-প্রদীপ' তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। উপন্যাসে স্ত্রী-চরিত্র যেরূপভাবে বর্ণিত হয়, তাহাতে পাঠকবর্গের চিত্ত স্বভাবতঃই ভোগপর ধারণার ইন্ধন যোগায়। এই গ্রন্থে কিঞ্চিৎ স্ত্রী-চরিত্রের বর্ণন থাকিলেও তাহাতে পূজ্য ও গৌরব-ভাব-বর্জ্জিত কোন অসৎ-চিন্তার প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। তজ্জন্যই ইহাকে কেবল উপন্যাস না বলিয়া ইহাকে, 'পারমার্থিক' শব্দের দ্বারা বিশেষিত করত **'পারমার্থিক উপন্যাস'** আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। আজকাল অনেকেরই উপন্যাস-পাঠে রুচি দৃষ্ট হইতেছে। তজ্জন্য তাঁহাদের রুচির অনুকূলে পারমার্থিক শিক্ষার সুযোগ প্রদানের জন্য এই উপন্যাস-গ্রন্থখানি বিশেষ আবশ্যক-বোধে পুনঃ প্রকাশিত হইল।

বর্ত্তমান সংস্করণের বৈশিষ্ট্য

পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বর্ত্তমান সংস্করণে অনেক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইবে। ইহাতে প্রত্যেক বিষয়ের সংক্ষেপে শিরোনামা দিয়া বক্তব্য-বিষয়ের পরিচয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বিবিধ সূচীপত্র দ্বারা গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ উল্লিখিত হইয়াছে। বিশেষতঃ জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-স্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী** প্রভুপাদ-প্রবর্ত্তিত সম্ভোগবাদ-নিরসনপর বিপ্রলম্ভ-ভজনানুকূল-ধারা অবলম্বনপূর্ব্বক ইহা প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। ইহাও এই গ্রন্থ সম্পাদনের একটী বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিষয়

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে প্রধানতঃ বিবিধ মতবাদ-নিরসনপর বিচার লিপিবদ্ধ করিলেও, পূর্ব্ব-উল্লিখিত **'গ্রন্থ-পরিচয়'**-প্রসঙ্গের চারিটী বিষয় এই গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য-বিষয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (প্রথমতঃ) **'হরিভক্তির উৎকর্ষ'** সম্বন্ধে এই গ্রন্থের ১২, ১৪, ১৫, ৪১, ৬৯, ১০৩, ১১১, ১২১ প্রভৃতি পৃষ্ঠা, (দ্বিতীয়তঃ) কেবল **'মুক্তির অকর্ম্মণ্যতা'** সম্বন্ধে ৫৯, ১১১ প্রভৃতি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (তৃতীয়তঃ) **'শুষ্কযোগ-চেষ্টার নৈষ্ফল্য'** সম্বন্ধে ১০-১২ প্রভৃতি পৃষ্ঠায় এবং

(চতুর্থতঃ) **'ব্রাহ্মাদি ধর্ম্মের অপকর্ষ-প্রদর্শক'** বিচার ৭০, ৭১, ৯৪-৯৮ প্রভৃতি পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ গ্রন্থের কোন্ কোন্ স্থলে কি-কি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে জানানো হইল। গ্রন্থের সর্ব্বত্রই এই সমস্ত বিষয়ের সুষ্ঠু আলোচনা আছে। নিম্নে যোগ ও ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই একটী বক্তব্য নিবেদন করিয়া 'প্রদীপ-শিখা' নির্ব্বাপিত করিব।

যোগ-ধিক্কার

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া কেবলমাত্র পাতঞ্জল-যোগ-দর্শনেরই হেয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। নিরীশ্বর সাংখ্য সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষিত বলিয়া উহার কথা আলোচিত হয় নাই। সাংখ্যকার প্রকৃতিতে সর্ব্বকর্তৃত্ব আরোপ করিতে গিয়া পুরুষকে 'নিষ্ক্রিয়', শব্দমাত্র ও সংখ্যা-পূরণ-জন্য স্বীকার করিয়াছেন। তজ্জন্যই সাংখ্যকার চতুর্ব্বিংশতি প্রাকৃত তত্ত্বস্থলে পঞ্চ-বিংশতি তত্ত্ব-সংখ্যা বিচারাভিনয় করিয়াছেন। সাংখ্যকার বলেন—প্রকৃতির অন্তর্গত তত্ত্বসমূহের বিচারের দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি হইলে সমুদয় দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে এবং তাহাই মোক্ষ। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, ইতিহাসাদি সমস্ত শাস্ত্রই ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন—প্রাকৃত জ্ঞানে অপ্রাকৃত মোক্ষ-লাভের সম্ভাবনা অসম্ভব। সুতরাং সাংখ্য-যোগকে বেদান্ত-দর্শন ধিক্কার করিয়াছেন। পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গ-যোগেও পরমব্রহ্ম-জ্ঞান হওয়া অসম্ভব, অধিকন্তু অষ্টাঙ্গ-যোগ ঈশ্বর মানিলেও সাংখ্য-যোগেরই প্রতীক। সুতরাং তাহাও ঐরূপ বুঝিতে হইবে।

ব্রাহ্মের নির্ব্বাণ

নবীন ধর্ম্মপ্রচারক ব্রাহ্মাচার্য্য রাজা রামমোহন রায় বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিতে গিয়া তাঁহার আদরের ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজের নির্ব্বাণ-সাধন করিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণবগণকে আক্রমণ করিতে গিয়া, শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে গরুড়-পুরাণের "ভাষ্যোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রানাম্" এই শ্রীব্যাসবাণীর প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতকে "ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য" বলিয়া গ্রহণ করিবার মত শিক্ষালাভ করেন নাই। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি মুসলমানী আরবী ও পার্সী পড়িতে গিয়া মুসলমানের চিন্তাধারায় প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব-সমাজ ও ব্রাহ্ম-সমাজ, বিদ্যা ও অবিদ্যার ন্যায় পৃথক্, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। ঈশ্বরের সেবা-কর্ম্ম আর অবিদ্যোৎপন্ন জ্ঞান কখনই এক নহে। ব্রাহ্মাচার্য্য আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন—শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণ-লীলার গ্রন্থ, উহা যদি বেদান্তের ভাষ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়,

তাহা হইলে বেদান্তের সার্দ্ধপঞ্চশত সূত্রে কোন না কোন ক্ষেত্রে কৃষ্ণ-নামের উল্লেখ থাকিত। এরূপস্থলে বিশেষ বক্তব্য এই যে, কৃষ্ণনামের উল্লেখ নাই বলিয়া 'শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের ভাষ্য নহে'—এরূপ বিচার অত্যন্ত অসমীচীন। কোন তত্ত্ব-বিষয় উপাখ্যানের দ্বারা বুঝান হইলে সেই উপাখ্যানের সহিত তত্ত্বের কোন সম্বন্ধ নাই—এরূপ বিচার করা অনভিজ্ঞতা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। আধুনিক শিক্ষা-জগতে ইহাই রীতি—উপাখ্যান হইতে উপদেশ এবং উপদেশ হইতে উপাখ্যান সংগ্রহ করা। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়, বেদান্ত-দর্শন প্রত্যক্ষভাবে 'কৃষ্ণ' শব্দ উচ্চারণ করেন নাই বলিয়া বেদান্তের সহিত কৃষ্ণলীলার কোন সম্বন্ধ নাই—ইহা ভ্রান্ত বিচার। সতী-সাধ্বী স্ত্রীর নিকট তাহার স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে কখনই তাহা বলে না। এখন, প্রশ্নকর্ত্তা স্বামীর নাম পাইলেন না বলিয়া তাহার স্বামী নাই অথবা স্বামীর সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, এরূপ বিচার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। অত্যন্ত প্রিয় ও প্রচুর গৌরবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তির নাম অনেকেই উল্লেখ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন। এমন কি, ব্রাহ্মাচার্য্য রাজা রামমোহন রায়ের আচরণ ও লেখনী হইতেও ইহা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার পরম প্রিয় ও গৌরবের পাত্র আচার্য্য শ্রীল শঙ্করের নাম উল্লেখ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়া তিনি সর্ব্বত্রই 'ভগবান্ ভাষ্যকার,' 'ভগবান্ ভাষ্যকার'—এরূপ উক্তি করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং গৌরব-হেতু আচার্য্য শঙ্করের নাম উচ্চারণে যদি দ্বিধা বোধ করেন, বেদান্ত-দর্শনকার শ্রীব্যাসদেব সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ও গৌরবময় পুরুষের নাম উল্লেখে কুণ্ঠাবোধ করিয়াছেন—এইরূপ বিচার করিলেও অসঙ্গত হইবে কি? এতদ্ব্যতীত আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিতে গিয়া **জ্ঞানই** শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মই **জ্ঞান-স্বরূপ** বিচার করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মাচার্য্যও উহা ধ্রুবসত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এস্থলে জিজ্ঞাস্য, এই 'জ্ঞান' শব্দটী ব্রহ্মসূত্রের কোন সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে? বেদান্ত-দর্শনের সার্দ্ধপঞ্চশত সূত্রের মধ্যে কুত্রাপি 'জ্ঞান'-শব্দের উল্লেখ নাই। সুতরাং ব্রাহ্মাচার্য্যের উক্ত তর্ক স্বীকার করিয়া লইলে, ব্রহ্মসূত্রের জ্ঞানপর ভাষ্যও তাহার প্রকৃত ভাষ্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

*　　*　　*　　*　　*

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার বিরাট আয়োজন

পথিমধ্যে গয়া, কাশী, প্রয়াগ-তীর্থসমূহ দর্শন ও পরিক্রমা

যাত্রার দিন—৩০শে আশ্বিনের পূর্ব্বে নহে।
ট্রেনভাড়া-সমেত ভিক্ষা ২০০৲ টাকা।
যাঁহারা যাইবেন, পূজার পূর্ব্বে ১০০৲ টাকা জমা দিয়া নাম রেজিষ্ট্রী করিবেন।

সকলে প্রস্তুত হউন।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য
নিম্নঠিকানায় পত্র লিখুন ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ
শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

পরলোকে শ্রীপাদ দীনদয়াল ব্রজবাসী

বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বিগত ৯ই আগষ্ট, ২৩শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, প্রাতঃকালে—শ্রীবৃন্দাবন-ধামস্থ শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আশ্রমে **শ্রীপাদ দীনদয়াল ব্রজবাসী** মহোদয় চিরতরে আমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পরলোক-গমন করিয়াছেন। তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের সকলেরই অতিপ্রিয় ও সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার স্বভাবসুলভ দৈন্য, অমায়িকতা, উদারতা, ক্রোধশূন্যতা প্রভৃতি বহু বৈষ্ণবোচিত গুণ সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। অত্যন্ত চিত্ত-চাঞ্চল্যকর ক্রিয়াকলাপ ও বিপদাপদের মধ্যেও তাঁহার সর্ব্বদাই হাঁসিমুখ লক্ষ্য করা যাইত। বিশেষতঃ তাঁহার সত্য-প্রিয়তা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়া। শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত ও শিষ্য হইয়াও যাঁহারা শিষ্যব্রুবের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করেন তাঁহাদের সহিত আন্তরিক কোন প্রকার সংস্রব না রাখিয়া, অনুগত সেবকগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের বিশুদ্ধভাবে সেবা-প্রচারাদি বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিতেছেন, তাঁহাদের সহিতই তিনি অধিকাংশ সময় কালযাপন করিতেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সারস্বত-



শ্রীপাদ দীনদয়াল ব্রজবাসী

ধারায় বিশুদ্ধ সেবা ও প্রচারাদি সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ব্রজবাসী প্রভু উক্ত সমিতির বহু সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সমিতির সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ সভ্যবৃন্দ ও অন্যান্য অনুগত পৃষ্ঠপোষক শ্রদ্ধালু জনগন সকলের নিকটই তিনি অত্যন্ত সুপরিচিত, আদৃত ও সম্মানিত ছিলেন। সমিতির অনুষ্ঠিত বিরাট

পরিক্রমা ও উৎসবাদি-অনুষ্ঠানের সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ সেবাকার্য্যের ভার তিনি একাই গ্রহণ করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন। যাঁহারা এইসকল পরিক্রমায় যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছেন। "শ্রীঅযোধ্যা ও নৈমিষারণ্য-ধাম-পরিক্রমা" (১৩৫৬), "শ্রীরামেশ্বর-কন্যাকুমারী-অনন্তপদ্মনাভ-পরিক্রমা" (১৩৫৭), প্রতি বৎসর "শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা," "শ্রীরথযাত্রা-উৎসবাদি"তে তাঁহার সেবাচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান বর্ষে ৮৪ক্রোশ শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ও তথায় কার্ত্তিক-ব্রতের অনুষ্ঠান হইবে স্থির হওয়ায়, তিনি পূর্ব্ব হইতে উক্ত পরিক্রমার আয়োজন করিবেন—এই উৎসাহ লইয়া ব্রজধামে গমন করিয়াছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ-সেবা-সন্দর্শন হইতে এবৎসর কেন, চিরতরে বঞ্চিত হইলাম। শ্রীশ্রীব্রজেশ্বর তাঁহাকে ইতিমধ্যেই স্বক্রোড়ে আকর্ষণ করিলেন। আমরা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতেছি, তিনি যেন শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিধান হইতে আমাদের প্রতি প্রচুর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন—যাহাতে আমরা তাঁহার জীবন্ত জলন্ত সেবার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারি।

তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে আমরা যতদূর অবগত আছি, নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ পাঠকবর্গকে পরিবেশন করিলাম :—

ব্রজবাসী প্রভুর জীবনী

২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত **"বাজিতপুর"** গ্রামে, ১৩০২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে, শ্রীপাদ দীনদয়াল ব্রজবাসী প্রভু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সমৃদ্ধিশালী ধর্ম্মপ্রাণ রাজকৃষ্ণ বাবুর ছয় পুত্রের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ। দুর্ভাগ্যবশতঃ, তাঁহার পিতামহ হলধর বাবু বর্ত্তমান থাকিতেই তাঁহার শৈশবাবস্থায় পিতা পরলোক-গমন করেন। তদবধি তিনি পিতামহের নিকট সাদরে লালিত-পালিত হন এবং কিছুকাল পরে পিতামহও ইহলোক ত্যাগ করায়, উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকা-সত্ত্বেও, তিনি আশানুরূপ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। বাল্যাবধি তাঁহার ধর্ম্ম-প্রাণতা, ঈশ্বরানুরাগ ও পূজাপার্ব্বণাদিতে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইত।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে যৌবনে তাঁহার উপর পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করিবার ভার ন্যস্ত হয়। এই সময়ে তিনি ২৪ পরগণা জেলা-বোর্ডের অধীনে

টীকাদারের কার্য্য গ্রহণ করেন। তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা গ্রামবাসী সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ক্রমশঃ ২৫ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলে তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ তাঁহাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করেন। কালের করাল গতি অন্যদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভগবান্ তাঁহার ভক্তের বন্ধন ছেদন করিবেন; সুতরাং বিবাহের অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার পত্নীবিয়োগ ঘটিল। কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবের চিন্তাস্রোত অন্যরূপ। তাই আত্মীয়স্বজন ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবর্গ পুনরায় তাঁহাকে দার পরিগ্রহ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য দ্বিতীয়বার সংসারে প্রবেশ না করিয়া পারমার্থিক চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন।

এই সময় হইতে তিনি সাত্ত্বিকভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। হৃদয়ে ধর্ম্মপিপাসা প্রবলরূপে জাগরূক হওয়ায় তিনি তাঁহার স্বগ্রামবাসী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত তথাকথিত কয়েকজন বাবাজীর নিকট যাতায়াত করিতে থাকেন এবং পরে তাঁহাদের নানারূপ অসদাচার ও বিচার-বৈষম্য লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। অবশেষে ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসে তাঁহার সাংসারিক জীবনে পরিবর্ত্তন ঘটিল। গ্রামবাসী আত্মীয়-স্বজন ও বিষয়-সম্পত্তির মায়ামোহ হইতে তাঁহার হৃদয়গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইল। তিনি "সংসার—অসার ও মায়া-কারাগার" জানিয়া অনায়াসে তাহা পরিত্যাগ করত শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** শ্রীচরণ-ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তদবধি শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশ ও নির্দ্দেশ-অনুসারে কয়েক বৎসর যাবৎ শ্রীধাম-সেবায় নিযুক্ত থাকেন। চাঁপাহাটী 'শ্রীগৌর-গদাধর মঠ', মামগাছি 'শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাট', বিদ্যানগর 'শ্রীসার্ব্বভৌম গৌড়ীয় মঠ', রাউতাড়া 'শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ', কৃষ্ণনগর 'কুঞ্জকুটীর' প্রভৃতি স্থানে তিনি সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং পরিশেষে নবদ্বীপ ধামের অন্তর্গত উক্ত সমুদায় মঠসমূহের পরিদর্শকরূপে তিনি নিযুক্ত হন। তদবধি তাঁহার গুরুভ্রাতা সকলেই তাঁহাকে "ইন্স্‌পেক্টর"-সংজ্ঞায় আহ্বান করিতেন। অবশেষে শ্রীল প্রভুপাদের তিরোধানের পর দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া, জন্মভূমির অধিবাসী আত্মীয় স্বজনগণের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তিনি বাজিতপুরে সপ্তাহকাল প্রচুরভাবে হরিকথা প্রচার করত পুনরায় শ্রীমঠসেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

কিছুকাল নির্লিপ্তভাবে শ্রীব্রজমণ্ডলের বিভিন্নস্থানে অবস্থানকালে **শ্রীগৌড়ীয়**

বেদান্ত সমিতির সেবা-প্রচারাদিতে আকৃষ্ট হইয়া উক্ত সমিতিতে যোগদান করেন। অতঃপর ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে উক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ,** ব্রজবাসী প্রভুর বিশেষ আগ্রহে বাজিতপুর গ্রামে প্রচারোপলক্ষে শুভবিজয় করিলে, তিনিও আচার্য্য-মহারাজের সহিত গমন করিয়া বাজিতপুরে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের স্মৃতি-সংরক্ষণের প্রস্তাব করেন। আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইং ১৮৯২ সালে বসিরহাটের সন্নিকট এই 'বাজিতপুর' গ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভু-উপদিষ্ট শ্রীনামপ্রেম-প্রচারার্থে শুভপদার্পণ করেন। তিনি "স্বলিখিত জীবনী"-গ্রন্থে এসম্বন্ধে যেরূপ লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

"১৮৯২ সালের ১৫ই ফাল্গুন তারিখে আমি, ভক্তিভৃঙ্গ, তারকব্রহ্ম গোস্বামী বসিরহাটে নাম-প্রচারার্থে গমন করি। **১৬ই বাজিতপুরে শ্রীনামহট্টের কার্য্য হয়।** ১৭ই বসিরহাটে বক্তৃতা হয়। ১৯শে তারিখে দত্তিরহাটে বক্তৃতা ও প্রচার হয়।" (স্বলিখিত জীবনী—১২২ পৃঃ)

কে বলিতে পারে, তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শুভাগমন-ফলেই উক্ত গ্রাম হইতে আমরা শ্রীপাদ দীনদয়াল প্রভুকে তাঁহার স্মৃতি-সংরক্ষণ-কল্পে পাইয়াছিলাম কিনা। তাই ব্রজবাসী প্রভুর হৃদয়ে আগ্রহ জন্মিয়াছিল— নিজ জন্মস্থান বাজিতপুরে শ্রীল ঠাকুরের স্মৃতি-সংরক্ষণ করিয়া তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি উক্ত স্মৃতি-সেবায় সমর্পণ করা।

শ্রীপাদ দীনদয়াল প্রভুর ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে সকলেই ধর্ম্মপ্রাণ। তথাপি শ্রীযুক্ত প্রতাপ বাবুর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতি আকর্ষণ দর্শন করিয়া ব্রজবাসী প্রভু বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ সকলেই তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলেই বৈষ্ণববর্গের বিশেষ আনন্দের বিষয় হয়।

দীনদয়াল প্রভুর আদর্শ-শিক্ষা

পূজ্যপাদ দীনদয়াল প্রভুর পরিচয় আমরা তাঁহার লেখনী হইতেই সুষ্ঠুভাবে পাইয়া থাকি। তিনি জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা", ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যার, ৩৩৬ পৃষ্ঠায় "বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ধর্ম্মের আলোচনা"-শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ভাব, ভাষা ও শিক্ষা অতীব গভীর ও জগন্মঙ্গলকর। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার স্বহস্তলিখিত আরও ২টী প্রবন্ধ আমাদের শ্রীপত্রিকার নিয়ামক-মহারাজের নিকট প্রকাশ করিবার জন্য দিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধদ্বয়ই তাঁহার শেষ শিক্ষা। আমরা সময়ান্তরে ইহা প্রকাশ করিতে যত্ন করিব।

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধ্যতত্ত্ব কেন ?

কোনদিকে সাগর, কোনদিকে গিরি-উপত্যকা, কোনদিকে শ্যামল তৃণ-শস্যের আস্তরণ ; কোনদিকে মন্দ মন্দ সমীরণ এবং বর্ষার ঝর ঝর বরিষণ ; আবার কোনদিকে নির্ঝর স্রোতের জল, কোনদিকে বজ্র-মেঘে বিদ্যুৎমালা ; আবার নির্ম্মল আকাশ কোন দিকে তারকাবেষ্টিত, কোথাও পূর্ণিমার চাঁদের স্নিগ্ধ আলোক। স্থানে স্থানে লোকালয়, বিহঙ্গকুলের কূজন ও সঙ্গীতলহরী—আহা কি মধুর! কি মনোভিরাম!!—এইপ্রকার জগতে আমরা যে-সকল বস্তুর প্রতি প্রণয়াবদ্ধ হই, সেই সমূহ বস্তুই আকর্ষণ ও আনন্দ-সদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট। কোন বস্তু আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ না করিলে ও আনন্দ-প্রদান না করিতে পারিলে তাহাকে আমরা ভালবাসি না। এইজন্য বেদ-উপনিষদ্ ও বিভিন্ন পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখিতে পাই, জীবের সর্ব্বারাধ্য-শিরোমণির নাম—শ্রীকৃষ্ণ।

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ (মঃ ভঃ উঃ পঃ ৭১।৪)

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাকর্ষক ও সর্ব্বানন্দবর্দ্ধক, নিখিল বেদৈকবেদ্য, অখিল ব্রহ্মাণ্ডৈকপূজ্য, নিত্যসুখবোধতনু, পরব্রহ্ম পরমেশ্বর। তাঁহারই ব্যতিরেকাত্মক মায়াশক্তি দ্বারা এই জগৎ সৃষ্ট। তন্নিমিত্ত জগতের সকল বস্তুই ক্ষণিক আকর্ষণ-স্বভাববিশিষ্ট। এ-জগতের প্রত্যেক বস্তুই জলজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও জরায়ুজ প্রাণীসমূহের চিত্ত-বিনোদী ও প্রাণাকর্ষী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিভুচৈতন্য, জীব অণুচৈতন্য। ভগবানের অণুচিৎ সত্তা জীবের স্বরূপ। এইজন্য ভগবৎ-দাস্যই জীবের স্বরূপগত শাশ্বত বৃত্তি। ভগবান্ তদ্‌বস্তু, জীব ও মায়া তদীয়বস্তু। সুতরাং তৎ ও তদীয় বস্তু-সমূহের মধ্যেই আকর্ষণ-সত্তা বিদ্যমান। এখন একটি উদাহারণ দিয়া দেখা যাক্—চুম্বক আকর্ষক বস্তু। তাহা হইতে বিখণ্ড এক অণুচুম্বক, অন্য অণুচুম্বকের আকর্ষক ও আকর্ষণ—উভয় স্বভাববিশিষ্ট। আবার যেরূপ সমূহ অণুচুম্বকগুলি বৃহৎ চুম্বকের নিকট সম্পূর্ণ আকর্ষণযোগ্য, সেইরূপ জীবসমূহ পরস্পর আকর্ষক ও আকর্ষণ-স্বভাববিশিষ্ট হইলেও বিভুচিৎ কৃষ্ণের নিকট আকর্ষণযোগ্য।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ (গীঃ ৯।১০)

বিভুচিৎ ভগবানের লীলা-বৈচিত্র্যের চলচ্চিত্র-স্বরূপ একটি ছায়াশক্তিই এই মহামায়া। 'ফিল্ম ওপারেটার' যেরূপ খণ্ড খণ্ড অভিনয় ও প্রাকৃতিক দৃশ্য-

গুলিকে ছায়াশক্তি-সংরক্ষণ-যন্ত্রে আকর্ষণ ও সংবদ্ধ করিয়া চলচ্চিত্রে পরিবেশন করেন, সেইরূপ কৃষ্ণও নিজাংশ বিষ্ণু-স্বরূপের ছায়াশক্তি দ্বারা জীবসমূহের দেহ ও মনকে কেন্দ্র করিয়া নিরন্তর বিভিন্ন আকর্ষণ-ধর্ম্মের এই ছায়া-চলচ্চিত্র চালাইতেছেন। চলচ্চিত্র-প্রেক্ষাগৃহে উন্মাদ পাগলের ব্যবহারগুলিকে মেধাবান্ জনগণ যেরূপ আদর করেন না, সেইরূপ ভগবৎপ্রপন্ন আত্মস্থ ব্যক্তিগণ এই জগতের আগমাপায়ী শোক-দুঃখ-ভয়-সন্তপ্ত দেহাত্মবাদিগণের কোনও বুদ্ধির প্রশংসা করেন না। তাই তাঁহারা জলে-স্থলে, আকাশে-কাননে, প্রতি গৃহে-গৃহে সর্ব্বত্র খণ্ড খণ্ড ছায়াচিত্র দর্শন করিয়াও তাহাতে মুগ্ধ হন না।

ব্যতিরেক শক্তি-সম্ভূত বস্তুগুলিতে আকর্ষণ-ধর্ম্ম থাকিলেও ঐগুলিকে জীবের নিত্যাকর্ষক উপাস্য বস্তু বলিয়া ধারণা করা উচিত নহে। কারণ, যে-আকর্ষণের পশ্চাতে শোক-দুঃখ-ভয়মুক্ত নিত্য-আনন্দের অভাব, সেই আকর্ষণে ক্ষতি স্বীকার ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। তাই তাহা আত্যন্তিক মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষীর নিকট স্বতঃই বর্জ্জনীয়। অন্বয়-শক্তির পরিপূর্ণাধার পরমোপাস্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সকল বিচারই ভক্তগণের নিকট নিত্য-আনন্দপ্রদ।

এই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ধারণা করিতে গিয়া কোন কোন ঋষি নিজেদের যোগ্যতায় কোথাও কোথাও তত্ত্ববস্তুর অসম্যক্ ও আংশিক প্রতীতির আবাহন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন—ক্ষিতি, চন্দ্র, ভাস্কর, গ্রহ, তারকাদি পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং ইহার অতীত যাহা কিছু আছে, তৎ সমস্তের মূল যিনি তাঁহার স্বরূপ 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিত। কিন্তু 'ব্রহ্ম' শব্দটী তাঁহার স্বরূপ-বাচক, ইহার অর্থ—বৃহত্তম বস্তু; 'বৃহ্' ধাতু হইতে ব্রহ্ম শব্দ নিষ্পন্ন—"বৃংহতি বৃংহয়তি চ ইতি ব্রহ্ম"। (বৃংহতি) যিনি বড় হন, এবং (বৃংহয়তি) যিনি বড় করেন, তিনি ব্রহ্ম। তাহা হইলে যিনি ব্রহ্ম শব্দবাচ্য, তিনি নিজে বড় হইয়া অপরকে বড় করেন। সুতরাং তিনি নিঃশক্তিক কিরূপে? 'বৃংহয়তি' অর্থে—ব্রহ্মের যে বড় করার শক্তি আছে তাহার সমর্থনে শ্রুতি বলেন,—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" (শ্বেতাশ্বতর ৬।৮)। তাঁহার অনন্ত শক্তি এই বিচারে, তিনি স্বরূপে ও শক্তিতে সকল বিষয়েই বড়। অন্যত্র শ্রুতি বলিয়াছেন,—"অনন্তং ব্রহ্ম"; যে-ব্রহ্ম স্বরূপে ও শক্তিতে এবং শক্তির বিকাশে পূর্ণতম, তাঁহাকেই 'পরব্রহ্ম' বলা যায়—

বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ তদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ। (বিষ্ণু পুঃ ১।১২।৩৫)

যে-স্বরূপের ন্যূনতম বিকাশ অর্থাৎ অসম্যক্ প্রতীতি, সাধারণতঃ তাঁহাকেই 'ব্রহ্ম' বলা যায়। ইনি স্বরূপে ব্রহ্ম হইলেও শক্তিতে ব্রহ্ম নহেন। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্ম-

বাচক শব্দের 'বৃংহয়তি' অংশ বাদ দিয়া কেবল 'বৃংহতি' অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। এই শেষোক্ত স্বরূপ যে নিরাকার, তাহা সত্য; কারণ এই স্বরূপকে সম্পূর্ণ নিঃশক্তিকও বলা চলে না। কারণ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মকে অস্তিত্বময় ও আনন্দময় বলিয়াছেন। সুতরাং আনন্দ অনুভব করাইবার শক্তিও তাঁহার আছে। শক্তি আছে, তবে শক্তির বিকাশ নাই; তাই ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক না বলিয়া অব্যক্ত-শক্তিক বলাই সঙ্গত। যে-যে শ্রুতিতে ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলা হইয়াছে, অব্যক্ত-শক্তিক ব্রহ্মই সেই সেই শ্রুতির লক্ষিতব্য বিষয়।

ব্যক্তশক্তিক ব্রহ্মই আনন্দ বা রসস্বরূপ; "রসো বৈ সঃ" (তৈত্তিরীয়-২।৭)। বিষয় ও আশ্রয়-তত্ত্বের পরস্পর সম্বন্ধহেতু বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী —এই সামগ্রী-চতুষ্টয়ের মিলনে 'রস' হয় (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)। রস শব্দের দুই প্রকার অর্থ—"রস্যতে ইতি রসঃ" ও "রসয়তি ইতি রসঃ"। অতএব রস-অর্থে আস্বাদ্য এবং আস্বাদক (রসিক) দুই-ই হয়। অব্যক্ত-শক্তিক ব্রহ্ম ব্যতীত, ব্যক্ত-শক্তিক ব্রহ্মের সকল স্বরূপই আনন্দরূপে আস্বাদ্য। যে-সমস্ত স্বরূপে শক্তির বিকাশ আছে, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য (নিখিল স্বামিত্ব), মাধুর্য্য (সর্ব্বাবস্থায় চারুতা), কৃপা (অহৈতুক-ভাবে পরদুঃখ দুরীকরণেচ্ছা), তেজঃ (কাল, মায়া প্রভৃতিরও অভিভবকারী প্রভাব), সর্ব্বজ্ঞতা, ভক্ত-বাৎসল্য, ভক্তবশ্যতা প্রভৃতি গুণের বা শক্তির পূর্ণতম বিকাশ, সেই স্বরূপকেই পূর্ণতম ভগবান্ বা স্বয়ং ভগবান্ বলা হয়। এই নিমিত্ত পরব্রহ্মই স্বয়ং ভগবান্ বা পূর্ণতম ভগবান্। তাঁহাতেই রস-স্বরূপের পূর্ণতম অভিব্যক্তি আছে; তাঁহাতেই পরিণত প্রণয়ের অস্বাদন-চমৎকারিতার চরম পরিণতি। তিনিই আস্বাদকরূপে নিত্যকাল রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি।

আশ্রিত জনগণের প্রতি যাঁহার প্রণয় পরিপূর্ণ, যিনি শোভাসমূহের পরম আশ্রয়-স্বরূপ, যাঁহার প্রতি-অঙ্গের পরিচালনা ও শ্রীঅঙ্গ-বিন্যাস লালিত্যপূর্ণ, যিনি প্রতি-মুহূর্ত্তেই নবনবায়মানভাবে রূপমাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য, প্রেমমাধুর্য্য প্রভৃতি চতুঃষষ্টি অপ্রাকৃত গুণের স্বয়ং অখণ্ড রস-স্বরূপ, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহাতে মাধুর্য্যাম্বুধির আনন্দ-রূপ তরঙ্গমালা নিত্য-নবীনরূপে বিদ্যমান, তিনি শৃঙ্গাররসের অধিদেবতা ও নব-কিশোর, তাঁহার বদন—বংশী-গানের অমৃতধাম ও অমৃত-লাবণ্যের জন্মস্থান। কোটি কোটি সুধাংশু নিঙ্গ'র যাঁহার বদন-চন্দ্র হইতে নিত্য প্রবাহিত, যিনি ভক্ত-হৃদয়-হ্রদে বিহারশীল নিত্য আনন্দ-সংপ্লব, যিনি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, সর্ব্ব-শক্তিমান্ ও সর্ব্বরসময় তত্ত্ব, তিনিই সর্ব্বারাধ্য-শিরোমণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীমদ্ভাগবত (১।৩।২) বলেন,—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—সর্ব্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। শ্রুতি বলেন,—

"স্বরূপং দ্বিবিধঞ্চৈব সগুণং নির্গুণাত্মকম্" (গোপাল-তাপণী-৫)। অব্যক্ত-শক্তিক ব্রহ্ম—নির্গুণ, অন্যান্য স্বরূপ—সগুণ। সগুণ হইলেও কোন প্রাকৃত গুণ ভগবৎ-স্বরূপে নাই। ভগবৎ-স্বরূপ দিব্য ও চিন্ময় গুণ-ভূষিত। শক্তি বা গুণের তারতম্যেই তাঁহার অংশ ও অংশীতে ভেদ। যাঁহাতে অল্প শক্তির বিকাশ তাঁহাকে বলে অংশ, আর যাঁহাতে সর্ব্বশক্তির বিকাশ তাঁহাকে অংশী বলে। তাই শ্রীকৃষ্ণই অন্যান্য স্বরূপের মূল-অংশী।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ বিষ্ণু-পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥
অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব-বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ। (চঃ চঃ অঃ ২।৮,৬৫)
স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের কায়ব্যূহ তাঁর সম।
ভক্ত সহিতে হয় তাঁহার আবরণ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।১)

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব। "অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে" (লঘু ভাগবতামৃত)। যাঁহার রূপ অন্যের নিকট ধার করা নহে, তিনিই স্বয়ং-সিদ্ধ বা স্বয়ংরূপ। তিনি এমন একটি বস্তু যে, তাঁহার স্বজাতীয় ও বিজাতীয় স্বয়ংসিদ্ধ আর কোনও বস্তু নাই। তাঁহার সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের দেহ-দেহী-ভেদও নাই। জীবের দেহ—জড় বস্তু, আর দেহী বা আত্মা—চিদ্‌বস্তু। এইজন্য জীবের দেহ ও দেহীতে ভেদ আছে। দেহের ইন্দ্রিয়াদি জড় অচেতন, সুতরাং দর্শনাদি-শক্তিশূন্য। চেতন দেহীর শক্তিই জড় ইন্দ্রিয়াদির ভিতর দিয়া ক্রিয়া করে বলিয়া ইন্দ্রিয়সমূহ ক্রিয়াশীল হয়। ইন্দ্রিয়াদির গঠনে পঞ্চ-মহাভূতের মিশ্রণ-তারতম্য থাকায় দেহীর শক্তিসমূহ ইন্দ্রিয়ে সমানভাবে ক্রিয়া করে না। তাই জীবের এক ইন্দ্রিয় অন্য ইন্দ্রিয়ের কাজ করিতে পারে না। চক্ষু কেবল দেখে কিন্তু শুনে না। কিন্তু ভগবান্ বিগ্রহবিশিষ্ট হইলেও তাঁহাতে দেহ-দেহী ভেদ না থাকায়, তাঁহার সমস্তই সচ্চিদানন্দ বলিয়া ঐরূপ পার্থক্য হয় না। ভগবানের যে-কোনও অঙ্গ, যে-কোন ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য করিতে পারে—"অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়-বৃত্তিমন্তীতি" (ব্রহ্ম-সংহিতা)।

পুলিন-ভোজন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রমাণ দিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে আছেন তাঁহারাও সকলে মনে করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের দিকেই চাহিয়া আছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য প্রভৃতি প্রত্যেকটী রসের

পূর্ণতম আধার হইলেও, মাধুর্য্য-রসেরই প্রাধান্য শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহার ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যেরই অনুগত। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের প্রতি অণু-পরমাণু যেন মাধুর্য্য-রসে নিরন্তর স্নাত; তাই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যও অতি মধুর। তাহা অন্য ঐশ্বর্য্যের ন্যায় ভীতিপ্রদ বা গৌরব-বুদ্ধিকারক নহে। এই অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যের আকর্ষণ-শক্তি এত প্রবল যে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই তাঁহার আস্বাদন-লোভে চঞ্চল হইয়া পড়েন।

কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ-আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৪৭)
আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৪৭)

এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের কথা কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-দেবই সর্ব্বপ্রথম জন-সমাজে প্রচার করেন। তৎপূর্ব্বে ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণ পরতত্ত্বের ঐশ্বর্য্যের দিকেই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাই ভগবত্তার কথা শুনিলেই স্বভাবতঃ লোকের চিত্তে ঐশ্বর্য্যের ভাব ফুটিয়া উঠিত। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব মৃদু-মধুরহাস্যে জলদ-গম্ভীর-স্বরে বিশ্ববাসীকে জানাইলেন,—ঐশ্বর্য্যই ভগবত্তার সার নহে, "মাধুর্য্যই" ভগবত্তার সার (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১১শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তাই তত্ত্বদর্শী বৈষ্ণবগণের নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি লইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে শাস্ত্রসিদ্ধান্তসমূহ শ্রবণ-কীর্ত্তন ও অনুশীলন করিলে আমাদের বুঝিবার সুযোগ হয়—"শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধ্য-তত্ত্ব কেন ?"

—শ্রীআনন্দগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব

এবৎসরও চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি বিশেষ সমারোহের সহিত পালিত ও উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে, এমন কি, সুদূর পাকিস্থান হইতে পথের নানারূপ ক্লেশ সহ্য করিয়াও ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ ভক্তগণ ও শ্রীমঠের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ সজ্জনগণ উৎসবে যোগদান করত ইহাকে সর্ব্বতোভাবে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শুদ্ধভক্তি-আচার-প্রচার-বৈশিষ্ট্যের প্রতি তাঁহাদের ঐকান্তিক অনুরাগ লক্ষ্য করিয়া আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বিগত ১৯শে আষাঢ়, বুধবার—প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিকান্তে 'গুরুপরম্পরা', 'পঞ্চতত্ত্ব' ও শ্রীল ঠাকুরের স্বরচিত 'জীব জাগ, জীব জাগ, গোরাচাঁদ বলে', 'উদিল অরুণ পূরব ভাগে' প্রভৃতি ঊষঃকীর্ত্তন করা হয়। পরে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠান্তে 'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ' ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনমুখে তুলসী পরিক্রমা হয়। শ্রীমঠের দৈনন্দিন সেবাপঞ্জী অনুযায়ী ইহা প্রাত্যহিক কৃত্য হইলেও, শ্রীল ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে অদ্য ইহা বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহগণের ভোগরাগ ও আরাত্রিক সমাপ্ত হইলে, মঠবাসী ও সমাগত ভক্তমণ্ডলী প্রসাদ সেবান্তে স্ব-স্ব সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হন।

অপরাহ্ণে শ্রীল ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। বৈকালে ৫টার সময় সভার আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে, শ্রীল ঠাকুর সুগন্ধি মাল্য-চন্দন-ভূষিত সুবৃহৎ অর্চ্চালেখ্য-মূর্ত্তিতে সুসজ্জিত সুউচ্চ মণ্ডপোপরি বিরাজিত হন, এবং তখন সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনান্তে "গুরুপরম্পরা", "শ্রীভক্তিবিনোদ-দশকম্", পঞ্চতত্ত্ব, "শ্রীগোদ্রুমচন্দ্র-ভজনোপদেশঃ", "কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর", "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর" প্রভৃতি স্তব-স্তোত্র ও বিরহসূচক গীতি কীর্ত্তিত হয়। পরে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি-মহারাজের ইচ্ছানুসারে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুকম্পিত শ্রীপাদ কল্যাণকল্পতরু দাসাধিকারী (শ্রীযুত কুমুদকান্ত ভৌমিক) মহোদয় অতি আবেগভরে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল শ্রীল ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য জীবনী ও উপদেশাবলী বক্তৃতামুখে বর্ণন করেন। অতঃপর সভাপতি-মহারাজের আদেশে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রচার-সম্পাদক—পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌর-নারায়ণ ভক্তবান্ধব, শ্রীপত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ ও অন্যতম সহঃ সম্পাদক—পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধানাথ দাসাধিকারী ও শ্রীপত্রিকার প্রকাশক মহোদয় পরপর বক্তৃতা প্রদান করেন। (বক্তৃতার সারমর্ম্ম—**"বিরহ-বাসরে বক্তৃতা"**-শীর্ষক পৃথক্ প্রবন্ধে প্রকাশিত হইল)। অতঃপর সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি-মহারাজ, উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলীর প্রার্থনানুসারে কৃপাপূর্ব্বক বক্তৃতামুখে বহু মূল্যবান্ উপদেশ-নির্দ্দেশ প্রদান করেন। (বক্তৃতার সারমর্ম্ম—**"সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতা** শীর্ষক পৃথক্ প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য)।

বক্তৃতান্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয় এবং সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে সমাগত ভক্ত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সভায় চুঁচুড়া-সহরস্থ বহু উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

বিরহ-বাসরে বক্তৃতা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথিতে তদীয় কৃপাপ্রাপ্ত **শ্রীপাদ কল্যাণ-কল্পতরু দাসাধিকারী** মহোদয় বক্তৃতামুখে বলেন—বর্ত্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ শ্রীল ঠাকুরের নিকট সর্ব্বতোভাবে ঋণী। এযুগে যদি তিনি না আসিতেন, তবে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম যে কি বস্তু, তাহা বর্ত্তমান শিক্ষিত-সমাজের কখনই অনুধাবনের বিষয় হইত না। কে গোস্বামীবর্গের সংস্কৃতভাষায় লিখিত ষট্‌সন্দর্ভের তাৎপর্য্য সহজ-সরলভাষায় বিশ্লেষণ করিয়া আমাদিগকে জানাইতেন, কে স্মার্ত্ত-সহজিয়া-বাদ প্রভৃতি অপসিদ্ধান্তের খণ্ডন করিয়া বিমল বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-তত্ত্ব জ্ঞাপন করিতেন, কেই বা বিশুদ্ধ নাম-প্রেম-প্রচার দ্বারা আমাদের ন্যায় বিষয়ান্ধ মানবগণের আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয় চিন্তা করিতেন? দুর্জ্জন-পরিকল্পিত ছন্দোবন্দ, সুসিদ্ধান্ত-তত্ত্ববিরোধপূর্ণ রসাভাসদুষ্ট অন্যান্য কল্পিত পদ বা ছড়া-গান পরিত্যাগ করিয়া "গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও"-বাক্যানুসারে উচ্চৈঃস্বরে একমাত্র ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র কীর্ত্তনেই যে কলিজীব কৃতার্থ ও ধন্য হইতে পারে, তাহা তিনি নিজ জীবনে আচরণ করিয়া তাঁহার লিখিত "শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি" ইত্যাদি গ্রন্থে ও "শ্রীনামহট্ট" প্রভৃতি বহুতর প্রবন্ধে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় নির্ভীক ও তেজস্বী আচার্য্য জগতে অতি বিরল।

অতঃপর শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রচার-সম্পাদক **পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌর-নারায়ণ ভক্তবান্ধব** মহোদয় বলেন—বৈষ্ণবের আবির্ভাব-তিরোভাব-লীলা অপ্রাকৃত বিধায় একই তৎপর্য্যপর। ইহা বদ্ধজীবের বোধগম্য নহে। অপ্রাকৃত শব্দই—শব্দব্রহ্ম। তিনি মূর্ত্তিমান্, নির্ব্বিশেষ নহেন। শব্দব্রহ্ম, মায়িক শব্দ ও শব্দীর ন্যায় পৃথক্ বস্তু নন। অপ্রাকৃত নাম ও নামী একই বস্তু। সেই শ্রীনাম ও শ্রীনামীর তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে, গৌরশক্তি-স্বরূপ ভক্তিবিনোদ-প্রকটিত শ্রীগৌর-ধাম ও ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে—ইহাই শ্রীগুরু-বর্গের আদেশ ও নির্দ্দেশ।

শ্রীপত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ ও সহঃসম্পাদক **পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধানাথ দাসাধিকারী** মহোদয় বলেন—জাগতিক বিচ্ছেদ দুঃখজনক, কিন্তু বৈষ্ণবগণের অপ্রকট-লীলা সেইরূপ দুঃখজনক নহে। তাঁহারা অপ্রকট-লীলা দ্বারাও জীবকে নিত্যধাম বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে গমনের সুযোগ প্রদান করেন। শ্রীল ঠাকুরকে জানিতে হইলে আরোহ-পন্থায় বা আধ্যক্ষিক বিচারে জানা যাইবে না। অবরোহ-পন্থায় শ্রীগুরুকৃপায় যাঁহার দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, তিনিই শ্রীল ঠাকুরকে অবগত

হইতে পারেন। সৎসঙ্গশূন্য জড়বিদ্যা জীবের অধিকতর বন্ধনের কারণ। শ্রীল ঠাকুর এসম্বন্ধে বলিয়াছেন—"জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা। মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে, জীবকে করয়ে গাধা॥" সুতরাং সৎসঙ্গ অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত জীব কখনও অপ্রাকৃত তত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞান-লাভে অসমর্থ।

অতঃপর **শ্রীপত্রিকার প্রকাশক** মহোদয় বলেন—ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান্—এই তিনের সহিত পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকায়, পরম-মুক্ত-পুরুষ ভগবন্নিজজন-গণের আবির্ভাব-তিথিতে তাঁহাদের সাক্ষাদ্ শ্রীমুখবাণী বা পূত জীবনী আলোচনায় জীবের জীবন ধন্য হয় এবং পরম কল্যাণ লাভ করিতে পারা যায়—ইহা শাস্ত্র বহুস্থলে কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের (৪।৯।১০) "যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম"—শ্লোকই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব বা বিরহ-মহোৎসব-পালনে কোন বাধা নাই; উক্ত উভয় তিথিতেই তাঁহাদের পূত চরিতাবলী আলোচনা—সাধকজীবের ভজনের সহায়, স্মারক, সৌভাগ্য-উদ্দীপক ও অঙ্গস্বরূপ।

অধর্ম্ম প্রবল হইয়া ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে ভগবান্ কখনও জীবে শক্তি-সঞ্চার করিয়া, কখনও পার্ষদবিশেষকে প্রেরণ করিয়া, কখনও নিজে অংশাবতার-রূপে, কদাচিৎ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া অধর্ম্ম প্রশমন ও ধর্ম্ম-সংস্থাপন-কার্য্য সম্পাদন করেন। স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, বহিরঙ্গ প্রয়োজন—নাম-প্রেম-প্রচারোদ্দেশ্যে কুতর্ক নিরাস, বিরুদ্ধ মতবাদ খণ্ডন, নিজে শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া, শক্তিসঞ্চারে স্বীয় পার্ষদ রূপ-সনাতনাদি মহাজনগণের দ্বারা শাস্ত্রার্থ প্রকাশ করাইয়া, গ্রন্থ লেখাইয়া, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিয়া, নিজে আচার-প্রচার করিয়া অনুগত জনগণের দ্বারা আচার-প্রচার করাইয়া, বৈদিক নির্ম্মল সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সংস্থাপন করত জগজ্জীবের পরম মঙ্গল বিধান করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পর গৌড়ীয়-জগতে তিনটি অন্ধকারযুগ লক্ষ্য করা যায়। ষড়্গোস্বামীর পর প্রথম অন্ধকারযুগে শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু প্রভৃতি, দ্বিতীয় অন্ধকারযুগে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রভৃতি এবং অবশেষে তৃতীয় অন্ধকারযুগে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম **শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর,** জগদ্গুরু **শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী**কে প্রেরণ করিয়া ভগবান্ বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পুনঃ প্রচার করাইলেন।

শ্রীল ঠাকুর যে-কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়ানেড়ী প্রভৃতি কত অপসম্প্রদায়, অশাস্ত্রীয় অতি ঘৃণিত যুক্তিবিরুদ্ধ আচরণকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ ও আদর করিতেছিল। অন্যদিকে কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ তুচ্ছ কর্ম্মকাণ্ডকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া সমাজের নিরীহ সরল-বিশ্বাসী জনসাধারণকে বিপথে চালিত করিতেছিলেন। শাস্ত্র-ব্যবসায়ীরা, অজ্ঞ কুলগুরুগণ, তথাকথিত আচার্য্যগণ, স্বকপোল-কল্পিত ব্যাখ্যাদ্বারা শাস্ত্রের গূঢ় অভিপ্রায় আচ্ছাদনপূর্ব্বক নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি করিতেছিলেন। কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সত্যসঙ্কল্প শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর শাসন-বিভাগীয় অতি জটিল দায়িত্বশীল উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তিনি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে নানা যুক্তি ও শাস্ত্রবাক্যসহ প্রবন্ধাদি লিখিয়া পূর্ব্বোক্ত সকল মতবাদসমূহই খণ্ডন করেন এবং বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যে নেড়ানেড়ীর ধর্ম্ম নহে, উহা যে জগতে সকল ধর্ম্মের সার শ্রেষ্ঠতম নির্দ্দোষ একমাত্র সনাতন ধর্ম্ম, তাহা অনুধাবন ও নিজের জীবনে আচরণ করিয়া প্রচার করেন। তিনি বিভিন্ন ভাষায় সহজ-সরলভাবে সকলের বোধগম্য করিয়া সিদ্ধান্ত ও তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থরাজি রচনা করিয়া পারমার্থিক সাহিত্য-ভাণ্ডারে বৈকুণ্ঠের কৌস্তুভ-মণি অবিষ্কার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে তিনিই সর্ব্বপ্রথম বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিয়া পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণবাচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। অদ্য বিরহ-দিবসে তাঁহার ও তন্নিজজনগণের কৃপাকণাই আমাদের একমাত্র ভরসা।

—প্রকাশক

সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতা

শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ,** শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-সভায় সমাগত শুশ্রূষু শ্রোতৃমণ্ডলী কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক জীব-মঙ্গলকর বহু উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার প্রারম্ভেই তিনি মাননীয় দেওয়ান বাহাদুর রায় শ্রীযুত কমলাপ্রসাদ দত্ত বাহাদুর এম্, এ, বি, এল্* মহোদয়ের, বিরহ-উৎসবের সাফল্য কামনা করিয়া,

---

*মাননীয় রায়বাহাদুর কমলাপ্রসাদ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের তৃতীয় পুত্র এবং জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বরের দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার পর তিনি বর্ত্তমানে অবসর গ্রহণান্তে কলিকাতায় মাণিকতলা "ভক্তি-ভবনে" অবস্থান করিতেছেন।

প্রেরিত একখানি পত্র সভাস্থলে পাঠ করেন। পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

১৮১ নং, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট্
পোঃ বিডন ষ্ট্রীট্,
(কলিকাতা—৬)
সোমবার, ২রা জুলাই, ১৯৫১

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎপ্রণতি পুরঃসর নিবেদনমেতৎ,—

আপনাদের কৃপা-আমন্ত্রণ-পত্র যথাকালে প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি এবং তজ্জন্য বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। আপনারা **শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** ও **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা** উপলক্ষে ইং ৪ঠা জুলাই, ১৯৫১ হইতে একাদশ দিবস-ব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছেন জানিয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি এবং উহাতে পূর্ণ সাফল্য লাভ করুন—শ্রীশ্রীভগবৎ-সন্নিধানে প্রার্থনা করিতেছি।

বার্দ্ধক্য-প্রযুক্ত নানা ব্যাধিতে শরীর ও মন সুস্থ না থাকায় সময়ে যোগদান করিতে না পারিয়া, ত্রুটী মার্জ্জনার জন্য কৃপাভিক্ষা করিতেছি। শ্রীশ্রীভগবান্ এই উৎসব সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত করিয়া বিশুদ্ধ আনন্দ প্রদান করিবেন, আশা করি। ঐসব উৎসব সম্বন্ধে বিবরণ আপনাদের শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে এবং বিশদভাবে জানিতে পারিব।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠের এই শুভ আয়োজন সকলকে বিপুল আনন্দ প্রদান করিয়াছে এবং এই কার্য্যের জন্য শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠের সভ্যবৃন্দকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি। **এই অনুষ্ঠানসমূহ দ্বারা সকলেই ভক্তিলাভ করিবেন,** সকলেই এই অভিলাষ করেন। এই সকল কার্য্য দ্বারা **শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর আজ্ঞা-পালনে প্রভূত কল্যাণ লাভ হইবে।** লিপিদোষ মার্জ্জনা করিতে প্রার্থনা। ইতি—

বৈষ্ণবকৃপাপ্রার্থী বৈষ্ণব-দাসানুদাসাধম
শ্রীকমলাপ্রসাদ দত্ত

অতঃপর দৈন্য-জ্ঞাপনমুখে স্বামিজী-মহারাজ বলেন—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-বাসরে মাননীয় শ্রীযুত কমলা বাবুর পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়া ও শ্রীল ঠাকুরের অনুগৃহীত শ্রীপাদ কল্যাণকল্পতরু প্রভুর সাক্ষাৎ সঙ্গলাভ করিয়া আমরা অদ্য নিজদিগকে বিশেষ সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছি। শ্রীল ঠাকুরের

নিজজনগণের সেবা ও তাঁহাদের শুভাশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারিলে আমরা অবশ্যই তাঁহার কৃপা লাভে সমর্থ হইব। পরে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন—প্রতিবৎসরই শ্রীল ঠাকুরের তিরোভাব তিথি পালিত হয় এবং আপনাদিগকে ইহাতে যোগদানের জন্য আহ্বান করিয়া থাকি। বিরহ-তিথি বা তিরোভাব-তিথি কাহাকে বলে, ইহার তাৎপর্য্য কি, কেন এইসকল তিথিগুলি পালিত হয়—এবিষয়ে আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি।

মহাপুরুষগণের জীবনীই এক একখানি ধর্ম্মশাস্ত্রগ্রন্থ। কারণ সাধু-শাস্ত্র গুরুবাক্যের অনুবর্ত্তন করিয়াই তাঁহাদের জীবন অতিবাহিত হয়। সেজন্য মহাপুরুষগণের পূত চরিতাবলী ও জীবনী আলোচনার মধ্য দিয়াই শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধির বিষয় হয় এবং ইহা দ্বারাই আমাদের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাই বলিয়া ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানদ্বারা ভগবৎ বা ভাগবত-তত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলে তাহা মায়িক হইয়া যাইবে। "অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত গোচর।" এজন্য ভজনবিজ্ঞ তত্ত্বদর্শী ভগবন্নিজজনগণের আনুগত্য ব্যতিরেক বেদ-বেদান্ত ধর্ম্মশাস্ত্রাদি ও মহাপুরুষ-চরিতাদি আলোচনা করিতে গেলে তাহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গমে অসমর্থ হইয়া অনেকে বিপথগামী হন। মাননীয় রাজেন-বাবুর লিখিত "শঙ্কর ও রামানুজ-চরিত"কে প্রকৃত জীবনী বলা যায় না। কারণ আনুগত্যশূন্য অক্ষজ-বিচারের বহুমানন করিয়া, আচার্য্য রামানুজ ও শঙ্করের তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত না হইয়া ও নিরপেক্ষ বিচার অবলম্বন না করিয়াই সরলতা-বিবর্জ্জিত বিদ্বেষমূলে তিনি উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শঙ্করই শঙ্কর, রামানুজই রামানুজ।

সিদ্ধ বৈকুণ্ঠ-পুরুষগণের স্বরূপের পরিচয় রহিয়াছে। বৈকুণ্ঠ-পুরুষের স্বরূপের পরিচয়—"মঞ্জরী" ইত্যাদি মায়িক স্ত্রী-পুরুষের কাম্য নহে। ভজনের অপক্কাবস্থায় ঐরূপ ভাণ করিতে গেলেই পতন অবশ্যম্ভাবী। প্রাকৃত ও বৈকুণ্ঠ-বস্তু—অন্ধকার ও আলোর ন্যায় সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি প্রাকৃত ও বৈকুণ্ঠ-বস্তু এক হইত, তবে স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধাভাব লইয়া আসিতে পারিতেন না। বৈকুণ্ঠ-বিচার—একই দেহে পুরুষ ও স্ত্রী-ভাব যুগপৎ সত্য। একই শ্রীল রূপগোস্বামী, কৃষ্ণলীলায় স্ত্রী ও পুরুষরূপে অবস্থান করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুরের বাহ্যে পুরুষ-বেশ লক্ষ্য করা গেলেও, স্বরূপতঃ তাঁহার স্ত্রী-বেশ। সুতরাং বৈকুণ্ঠ-তত্ত্ব, মায়িক-তত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ।

প্রসঙ্গক্রমে স্বামিজী ব্রাহ্মের পৌত্তলিকতাবাদ ও তাঁহাদের কথিত বিগ্রহ-বিচার খণ্ডন করিয়া শাস্ত্রযুক্তিমূলে অনেক বিচার প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন, আর্য্যসমাজী ও কালাপাহাড়ের সৃষ্ট দ্রব্য কখনও শ্রীবিগ্রহ নহেন—শ্রীবিগ্রহ তথা হইতে অন্তর্হিত। শ্রীবিগ্রহ বা ভগবৎতত্ত্ব—মায়াবাদী বা আধ্যক্ষিকগণের কখনই অনুভবের বিষয় নহেন। শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব-আলোচনায় সাক্ষীগোপাল-প্রসঙ্গই আমাদের উৎকৃষ্ট উদাহরণ-স্থল। অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তিকে আমরা প্রাকৃত বুদ্ধি না করি, তন্নিরাস-কল্পে স্বয়ং ভগবানই তাঁহার ভক্ত ছোটবিপ্রকে দিয়া নিজ-তত্ত্ব বলাইয়াছেন —"প্রতিমা হঞা কহ কেনে বাণী।" "প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন"। সুতরাং পৌত্তালকতা ও শ্রীমূর্ত্তিবাদ বা বিগ্রহতত্ত্ব এক নহে। শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য তাঁহার প্রকটকালেই তদীয়ৈকপ্রাণ একান্ত বিশ্রম্ভ সেবকের বিশেষ অনুরোধে তাহাকে যে নিজ শ্রীমূর্ত্তি অর্পণ করিয়াছিলেন, উত্তরকালে সেই শ্রীমূর্ত্তিই উক্ত শিষ্যের সহিত আলাপ-আলোচনাদ্বারা তাহার সকল প্রকার প্রশ্নের মীমাংসা ও সংশয় ছেদন করিয়া দিতেন। এখানে দেখা যাইতেছে, উক্ত শ্রীমূর্ত্তি রামানুজাচার্য্য হইতে কোনমতে ভিন্ন নহে। নবদ্বীপ-মণ্ডলের স্বরূপগঞ্জস্থিত "স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে" শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের যে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, তাঁহা তাঁহার নিত্যদেহ ও তাঁহা হইতে অভিন্ন। বৈষ্ণবগণ অনিত্য ধ্বংসশীল কোন বস্তুর পূজা করেন না। সুতরাং শ্রীল ঠাকুরের যে-শ্রীবিগ্রহ শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজিত হইতেছেন তাহা সাধকগণের পক্ষে পুরুষ-দেহরূপে দৃষ্ট হইলেও, সিদ্ধগণের পক্ষে—স্ত্রী-দেহে তিনি "কমল-মঞ্জরী"। অতএব শ্রীভক্তিবিনোদ ও কমল-মঞ্জরী একই বস্তু।

মহাপুরুষগণের বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ বা জীবনী আলোচনাতেই তাঁহাদের সুষ্ঠু পরিচয় লাভ হয় না। সুষ্ঠু দর্শন করিতে হইলে তাঁহাদের স্বরূপের পরিচয় জানা আবশ্যক। সুতরাং অদ্য আমরা ঠাকুরের জীবনী আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহার কোন্ জীবনী আলোচনা করিব, চিন্তার বিষয় হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর সিদ্ধ-পরিচয়ে তাঁহার যে নাম, ধাম, সেবা ও ক্রিয়াকলাপাদির কথা জানাইয়াছেন, তাহাই একপক্ষে তাঁহার প্রকৃত জীবনী। ইহাই কি আমাদের আলোচনার বিষয় হইবে না? অপরপক্ষে যাহা জীবনী, তাহা আপনাদের নিকট নিবেদন করিয়াছি এবং আপনারাও তাহা শ্রবণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে সেই জীবনীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার উভয় জীবনীই আমাদের আদর্শ হউক।

—প্রকাশক-কর্ত্তৃক সংগৃহীত

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহামহোৎসব

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরথযাত্রা মহোৎসব বিরাট্‌ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গত ২০শে আষাঢ় হইতে ২৯শে আষাঢ় পর্য্যন্ত দশদিবস-ব্যাপী এই মহদনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্থান হইতে অসংখ্য ভক্ত নরনারী যোগদান করিয়া পারমার্থিক কল্যাণের সুযোগ লাভ করিয়াছেন। দেশের সর্ব্বত্রই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হওয়া সত্ত্বেও, মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণ সর্ব্বসাধারণকে ধর্ম্মজীবন-যাপনে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত এই দুর্বৎসরেও উৎসবে যোগদানকারী যাত্রিগণের দুইবেলা প্রসাদ ও বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত করিয়া সকলেরই বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীরথযাত্রা উপলক্ষে পূর্ব্বপ্রকাশিত "দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা" অনুযায়ী প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ছায়াচিত্রে বক্তৃতা, শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগ ও মহোৎসবাদি বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবকালে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্য ও সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের দার্শনিক বিচারসম্বলিত সুযুক্তিপূর্ণ পাঠ ও বক্তৃতা শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজের শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথা ও শ্রীপত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ, সহঃসম্পাদক—শ্রীপাদ রাধানাথ দাসাধিকারী মহোদয়-প্রদত্ত ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতাদি শ্রবণে যাত্রিগণ পরমানন্দ লাভ করেন। শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ আনন্দগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের সুললিত কীর্ত্তনাদিতে সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হন। সহরের বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তিগণ উৎসবকালীন পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদিতে নিয়মিতভাবে যোগদান করিয়া সমিতির প্রচারকার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

২০শে আষাঢ়—**গুণ্ডিচা মার্জ্জন**-উপলক্ষে ভক্তগণ নগর-সঙ্কীর্ত্তনযোগে গুণ্ডিচা-মন্দিরে গমনপূর্ব্বক শ্রীমন্দিরাদি মার্জ্জন করেন। এখানে সভাপতি-মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া যাত্রিগণকে বহু উপদেশ প্রদান করেন।

২১শে আষাঢ়—**শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা**-দিবসে অর্চ্চাবতার শ্রীজগবন্ধু সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিয়া শ্রীগুণ্ডিচা-বাড়ীতে শুভগমন-কালে অগণিত নরনারী অকাতরে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করেন। সমিতির সন্ন্যাসী,

ব্রহ্মচারিগণ মৃদঙ্গ-করতালাদি-সহযোগে রথাগ্রে নৃত্য-কীর্ত্তনাদি করিতে থাকেন। দর্শক জনসাধারণ সঙ্কীর্ত্তনের রোলে মুগ্ধ হইয়া প্রবল উৎসাহের সহিত রথরজ্জু আকর্ষণ করত "জয় জগন্নাথ" শব্দে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তোলেন। শ্রীবিগ্রহ গুণ্ডিচাবাড়ীতে পৌঁছিলে তাঁহার ভোগরাগ ও আরাত্রিক সম্পন্ন হয়।

২৫শে আষাঢ়—**হেরাপঞ্চমী**-দিবসে ভক্তগণ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর বিজয়-উৎসব দর্শন করেন। অদ্য গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে হেরাপঞ্চমী-প্রসঙ্গ পাঠ ও কীর্ত্তনাদি হয়।

২৯শে আষাঢ়—**পুনর্যাত্রা**-দিবসে অপরাহ্ণে গুণ্ডিচামন্দির হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শুভ-বিজয় করেন। পথিমধ্যে তিনি ভক্তগণের প্রদত্ত বিবিধ ভোগসামগ্রী ও পুষ্প-মাল্যাদি গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে সেবা-সুযোগ প্রদান করেন। অদ্য সন্ধ্যারাত্রিকান্তে পাঠ-কীর্ত্তনাদি সমাপ্ত হইলে, আহূত, অনাহূত জনসাধারণকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাব্দ—৪৬৫ ; আশ্বিন—১৩৫৮

১২ পদ্মনাভ, ১০ আশ্বিন, ২৭ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী অহোরাত্র। **ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশীর উপবাস।**

১৩ পদ্মনাভ, ১১ আশ্বিন, ২৮ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, কৃষ্ণ-দ্বাদশী দি ৫।৪৬। **দি ৫।৪৬ মধ্যে মহাদ্বাদশীর পারণ।**

২২ পদ্মনাভ, ২০ আশ্বিন, ৭ অক্টোবর, রবিবার—গৌর-সপ্তমী রা ৭।৪১। শ্রীদুর্গাপূজা।

২৫ পদ্মনাভ, ২৩ আশ্বিন, ১০ অক্টোবর, বুধবার—গৌর-দশমী (বিজয়া-দশমী) দি ১২।৩৯। **শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব।** শ্রীল মধ্বাচার্য্য-পাদের আবির্ভাব।

২৬ পদ্মনাভ, ২৪ আশ্বিন, ১১ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার—গৌরৈকাদশী দি ১০।৩৫। **পাশাঙ্কুশা একাদশীর উপবাস।**

২৭ পদ্মনাভ, ২৫ আশ্বিন, ১২ অক্টোবর, শুক্রবার—গৌর-দ্বাদশী দি ৮।৪৭। **দি ৮।৪৭ মধ্যে একাদশীর পারণ।** দ্বাদশ্যারম্ভপক্ষে ঊর্জ্জব্রত, কার্ত্তিকব্রত, দামোদর ব্রত বা নিয়মসেবা আরম্ভ। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব।

৩০ পদ্মনাভ, ২৮ আশ্বিন, ১৫ অক্টোবর, সোমবার—পূর্ণিমা দি ৫।৪০। **শ্রীকৃষ্ণের শারদীয় রাসযাত্রা।** শ্রীল মুরারিগুপ্তের তিরোভাব। **পৌর্ণমাস্যারম্ভপক্ষে কার্ত্তিক-ব্রত, দামোদর-ব্রত, ঊর্জ্জব্রত বা নিয়মসেবা আরম্ভ।**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ। নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩য় বর্ষ | কারণোদশায়ী, ৩ দামোদর, ৪৬৫ গৌরাব্দ
বৃহস্পতিবার, ৩১ আশ্বিন, ১৩৫৮; ইং ১৮।১০।৫১ | ৮ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

মুকুন্দ-মুরলীরব-শ্রবণ-ফুল্ল-হৃদ্বল্লবী-
কদম্বক-করম্বিত-প্রতিকদম্ব-কুঞ্জান্তরা।
কলিন্দগিরিনন্দিনী-কমল-কন্দলান্দোলিনা
সুগন্ধিরনিলেন মে শরণমস্তু বৃন্দাটবী॥ ১॥

বিকুণ্ঠপুর-সংশ্রয়াদ্বিপিনতোঽপি নিঃশ্রেয়সাৎ
সহস্রগুণিতাং শ্রিয়ং প্রদুহতী রস-শ্রেয়সীম্।

চতুর্ম্মুখ-মুখৈরপি স্পৃহিত-তার্ণ-দেহোদ্ভবা
জগদ্‌গুরুভিরগ্রিমৈঃ শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ২ ॥

অনারত-বিকস্বর-ব্রততিপুঞ্জ-পুষ্পাবলী-
বিসারি-বরসৌরভোদ্গম-রমা-চমৎকারিণী।
অমন্দ-মকরন্দভৃদ্বিটপিবৃন্দ-বন্দীকৃত-
দ্বিরেফকুল-বন্দিতা শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৩ ॥

ক্ষণদ্যুতি-ঘন শ্রিয়োর্ব্রজনবীনযূনোঃ পদৈঃ
সুবল্গুভিরলঙ্কৃতা ললিত-লক্ষ্ম-লক্ষ্মীভরৈঃ।
তয়োর্নখরমণ্ডলী-শিখর-কেলিচর্য্যোচিতৈ-
র্বৃতা-কিশলয়াঙ্কুরৈঃ শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৪ ॥

ব্রজেন্দ্রসখনন্দিনী-শুভতরাধিকার-ক্রিয়া-
প্রভাবজ-সুখোৎসব-স্ফুরিত-জঙ্গম-স্থাবরা।
প্রলম্বদমনানুজ-ধ্বনিত-বংশিকা-কাকলী-
রসজ্ঞ-মৃগমণ্ডলা শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৫ ॥

অমন্দ-মুদিরার্ব্বুদাভ্যধিক-মাধুরী-মেদুর-
ব্রজেন্দ্রসুত-বীক্ষণোন্নটিত-নীলকণ্ঠোৎকরা।
দিনেশ-সুহৃদাত্মজাকৃত-নিজাভিমানোল্লস-
ল্লতা-খগ-মৃগাঙ্গনা শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৬ ॥

অগণ্যগুণ-নাগরীগণ-গরিষ্ঠগান্ধর্ব্বিকা-
মনোজ্ঞ-রণ-চাতুরী-পিশুন-কুঞ্জপুষ্পোজ্জ্বলা।
জগত্ত্রয়-কলাগুরোর্ললিতলাস্য-বল্গুৎপদ-
প্রয়োগবিধি-সাক্ষিণী শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৭ ॥

বরিষ্ঠ-হরিদাসতা-পদসমৃদ্ধ-গোবর্দ্ধনো
মধূদ্বহবধূ-চমৎকৃতিনিবাস-রাসস্থলা।
অগূঢ়গহনশ্রিয়ো মধুরিম-ব্রজেনোজ্জ্বলা
ব্রজস্থ সহজেন মে শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৮ ॥

ইদং নিখিল-নিষ্কুটাবলিবরিষ্ঠ-বৃন্দাটবী-
গুণস্মরণকারি যঃ পঠতি সুষ্ঠু পদ্যাষ্টকম্।
বসন্ ব্যসন-মুক্তধীরনিশমত্র সদ্বাসনঃ
স পীতবসনে বশীরতিমবাপ্য বিক্রীড়তি ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের মুরলী-রব-শ্রবণে উৎফুল্লচিত্তা গোপীগণ-কর্ত্তৃক যাঁহার কদম্বাদি কুঞ্জমধ্যে পূরিত হইয়াছে এবং কলিন্দগিরি-নন্দিনী যমুনাদেবীর পদ্মবৃন্দ-সঞ্চালক-সমীরণদ্বারা যাঁহার সৌরভ সম্পাদিত হইতেছে, সেই বৃন্দাটবী অর্থাৎ বৃন্দারণ্য আমার আশ্রয় হউন ॥ ১ ॥

বৈকুণ্ঠপুর হইতেও অর্থাৎ পরব্যোমস্থিত নিঃশ্রেয়স হইতেও সহস্রগুণিত শ্রেয় (দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর) রস-সম্পত্তি যিনি প্রদান করেন, জগদ্‌গুরু চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাও যে-স্থানের তৃণ-গুল্ম-লতাদিরূপ (হীন) জন্ম প্রার্থনা করেন, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ণীয়া হউন ॥ ২ ॥

যিনি নিয়ত-পুষ্পিত লতাশ্রেণীর দূরগামী সৌরভদ্বারা লক্ষ্মীদেবীরও বিস্ময় সম্পাদন করিতেছেন এবং নিরতিশয় পুষ্পরস-বর্ষণশীল বৃক্ষগণে ভ্রমণকারী সমস্ত ভ্রমরবৃন্দও যাঁহাকে বন্দনা করিতেছে, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ীভূতা হউন ॥ ৩ ॥

যাঁহার সমূহ অবয়ব—সৌদামিনী ও জলধরের ন্যায় সম্মিলিত বৃন্দাবনের নবীন শ্রীরাধাগোবিন্দের অতি মনোহর ও ললিত বজ্রাঙ্কুশাদি-চিহ্নিত পদ-পঙ্‌ক্তিদ্বারা অঙ্কিত রহিয়াছে এবং সেই রাধাকৃষ্ণের নখরশ্রেণীর অনুকারী কিশলয় ও অঙ্কুরদ্বারাও যিনি পরিবৃতা, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ণীয়া হউন ॥ ৪ ॥

নন্দরাজের প্রিয়বন্ধু বৃষভানুরাজ-দুহিতা শ্রীরাধিকার অনুমতিবশতঃ আনন্দোৎসব বৃদ্ধির জন্য বৃন্দা-সখী যে-স্থানের স্থাবর-জঙ্গম (বৃক্ষ-মনুষ্যাদি) উভয়বিধ প্রাণিদিগেরই উল্লাস সম্পাদন করিয়াছেন ও প্রলম্বারি বলদেবের অনুজ শ্রীকৃষ্ণ-বাদিত বংশীকাকলী-রসজ্ঞ মৃগমণ্ডল যে-স্থানে বিচরণ করিতেছে, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ীভূতা হউন ॥ ৫ ॥

ময়ূরগণ শ্রীকৃষ্ণের অভিনব জলধরের ন্যায় কান্তি দর্শনপূর্ব্বক যে-স্থানে কৌতূহল-সহকারে নৃত্য করিতেছে এবং সূর্য্যসুহৃদ্ বৃষভানুরাজ-নন্দিনী শ্রীরাধিকার আত্মাভিমান অর্থাৎ "এই বৃন্দাটবী আমার"—এই প্রীতিসূচক বাক্যে লতা, এবং মৃগ, পক্ষিগণ মিথুন হইয়া যে-স্থানে উল্লসিত হইতেছে, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ণীয়া হউন ॥ ৬ ॥

অগণ্যগুণগ্রাম-সম্পন্না শ্রীরাধিকার মনোজ-রণ-চাতুরীকে যাঁহার কুণ্ডসকল সূচিত করিতেছে এবং যিনি ত্রিভুবনের প্রধান কলা-কৌশলের গুরু শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য-কার্য্যে পদ-চালনার সাক্ষিস্বরূপা, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ীভূতা হউন ॥ ৭ ॥

জনদুর্লভ হরিদাসত্ব লাভ করিয়া গিরিরাজ গোবর্দ্ধন স্বয়ং যে-স্থানে বাস করিতেছেন, এবং মধুসূদন-বধূ গোপাঙ্গনাদিগের চমৎকারকারী রাসমণ্ডল যে-স্থানে স্থিত রহিয়াছে, সেই অপ্রকট-কাননশোভা-বিধায়ক বৃন্দাবনের মাধুর্য্যকুলদ্বারা উজ্জ্বলকান্তি বৃন্দাটবী স্বাভাবতঃ আমার আশ্রয়ণীয়া হউন ॥ ৮ ॥

নিখিল বনশ্রেষ্ঠ বৃন্দাটবী-গুণ-স্মরণকারী এই পদ্যাত্মক মনোহর অষ্টক যিনি সুষ্ঠুভাবে পাঠ করেন, তিনি সমূহ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া এবং সর্ব্বশুভ-কামনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণ লব্ধানুরাগপূর্ব্বক সুখে বিহার করেন ॥ ৯ ॥

দুর্গাপূজা

দুর্গাপূজার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

পুরাকালে শুম্ভ ও নিশুম্ভ-নামক অসুর-যুগল ত্রিভুবন এবং দেবগণের যজ্ঞভাগ হরণ করিয়াছিলেন। দেবগণ রাজ্যভ্রষ্ট ও পরাজিত হইয়া নগরাজ হিমালয়ে গমনপূর্ব্বক বিষ্ণুমায়া দুর্গার স্তব করেন।—

দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

এই কথা মার্কণ্ডেয়-পুরাণে সপ্তশতীর মধ্যে বর্ণিত আছে। দেবগণের যে স্তবে অধিকার, অপেক্ষাকৃত হীনবীর্য্য মানবের সেই পূজ্যার স্তবাদিতেও

অধিকার। আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে উভয় স্থানেই বহুদিন হইতে দুর্গাপূজা চলিয়া আসিতেছে। বঙ্গদেশে শারদীয় দুর্গোৎসব সকল পর্ব্বাপেক্ষা বড় পর্ব্ব।

বদ্ধাবস্থায় জীব কামনানুরূপ ফলভোগী; কিন্তু জীবাত্মা তাদৃশ ফলভোগী নহেন

ভগবদ্বিমুখ জীব বদ্ধাবস্থায় নানাপ্রকারে অভাবগ্রস্ত হইয়া বিবিধ কামনার আবাহন করেন। লৌকিক কামনা করিয়া দেবীর নিকট হইতে যে ফল লাভ করেন, তাহাই বদ্ধাবস্থায় স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ে ভোগ করেন। বস্তুতঃ জীবাত্মা তাদৃশ কোন ফলভোগী হন না।

বিবিধ উপাসকের বিবিধ ফল, এবং মায়ার হাত হইতে উদ্ধারের পথ

সপ্তশতী ভগবদ্গীতা বলেন :—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥ (গীঃ ৯।২৫)

বিষ্ণুসেবা পরিহারপূর্ব্বক যাঁহারা বিষ্ণুমায়া-সেবা-নিরত জন, তাঁহারা কামনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে অসমর্থ। বিষ্ণুপূজা-প্রভাবে জীব বৈষ্ণবতা লাভ করেন, বিষ্ণুমায়া-গঠিত দেবাদির পূজা করিয়া দেবলোক, পূর্ব্ব-পুরুষের পূজায় পিতৃলোক এবং ভূতপূজা-প্রভাবে ভূতলোক লাভ করেন। গীতা আরও বলেন :—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীঃ ৭।১৪)

বিষ্ণুমায়া বদ্ধজীবের পক্ষে দুষ্পারা। বদ্ধজীবের গুণাত্মক অভিমান প্রবল হইলে তিনি আর তখন আপনাকে বৈষ্ণব জানিতে সমর্থ হন না; আবার ভগবানে প্রপত্তি-বিশিষ্ট হইলেই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হন।

কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য দেবতার পূজা অবৈধ

গীতা বলেন :—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ (গীঃ ৯।২৩)

অন্য দেবতাকে বিষ্ণুর সহিত অভেদ-বুদ্ধিতে শ্রদ্ধা-সহকারে পূজা করিলেও তাদৃশ বিষ্ণুপূজা অবৈধ মাত্র।

শ্রীশ্রীদুর্গাদেবী ও অন্যান্য দেবীর তত্ত্ব-নিরূপণ

গৌতমীয় কল্পে ভগবানের সহিত দুর্গার এবম্বিধ অভেদোক্তি দেখা যায় :—

"যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ। সা হি মায়াংশরূপা তদধীনে প্রাকৃতেঽস্মিন্ লোকে মন্ত্ররক্ষালক্ষণসেবার্থং নিযুক্তা চিচ্ছক্ত্যাত্মক-দুর্গায়া দাসী তে ন তু সেবাধিষ্ঠাত্রী।"

মায়াংশরূপা দুর্গা প্রাকৃত-রাজ্যে চিচ্ছক্ত্যাত্মক-দুর্গার অধীনে সেবাধিষ্ঠাত্রী না হইয়া মন্ত্ররক্ষা-লক্ষণ-সেবোদ্দেশে দাসীস্বরূপে নিযুক্তা।

ভগবানের পীঠাবরণ-পূজায় যে গণেশ, দুর্গা প্রভৃতি আছেন, তাঁহারা বিষ্বক্সেনাদির ন্যায় ভগবানের নিত্য-বৈকুণ্ঠসেবক। **সেই বৈকুণ্ঠ-সেবক গণেশ-দুর্গাদি দেবগণ মায়া-শক্ত্যাত্মক গণেশ-দুর্গাদির ন্যায় নহেন।** তাঁহারা ভগবানের স্বরূপভূত-শক্ত্যাত্মক।

বিষ্ণুপ্রসাদ-নির্ম্মাল্যদ্বারা দেবদেবীর পূজা ও পিতৃতর্পণ বিধেয়

বিষ্ণুযামলে লিখিয়াছেন :—

বিষ্ণুপাদোদকেনৈব পিতৃণাং তর্পণক্রিয়া।
বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্॥

বিষ্ণুকে পূর্ব্বে অন্ন নিবেদন করিয়া, পরিশেষে সেই নিবেদিতান্নের দ্বারাই বিষ্ণুভক্তজ্ঞানে দুর্গা-গণেশাদির পূজা বিহিত।

অনন্যশরণ বিষ্ণুভক্তগণ বিষ্ণুপ্রসাদ দ্বারাই অপরাপর দেবতার পূজা করিবেন; বিষ্ণুর চরণামৃত দ্বারাই পিতৃলোকের তর্পণাদি বৈষ্ণবের বিহিত।

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥ (নারদ-পঞ্চরাত্র)

ঐকান্তিক ভক্তগণ কখনই হরিসেবার প্রতিকূলে কোন লৌকিক বা বৈদিক অনুষ্ঠান করেন না; যাহা কিছু করেন, তদ্দ্বারাই হরিসেবা করিয়া থাকেন।

বিষ্ণুপূজায় সর্ব্বদেবতা ও পিতৃপুরুষের পূজা হয়

ভগবানের সেবা হইলেই সকল দেবতার পূজা হইয়া যায়, সকল পিতৃলোকের তর্পণ হয়।—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥
(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

যেরূপ তরুর মূলে জলসেচন করিলে সেই বৃক্ষের স্কন্ধ, ভুজ ও উপশাখা, ডালপালা, ফুল, ফল সকলেরই তৃপ্তি হয় এবং যেরূপ প্রাণোপহার হইতেই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি, সেইরূপ বিষ্ণুপূজা করিলেই সর্ব্বদেবতার পূজা সিদ্ধ হয়। যিনি স্বতন্ত্রভাবে পূজা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বিষ্ণুর অবশেষ দ্বারা পূজা করিতে পারেন। তাহা সেখানেও ভোগাদির কামনা বর্জ্জনীয়। **ভগবানের অর্চ্চন করিয়া যিনি ভগবদ্ভক্তের পূজা করেন না, তিনি ভক্তির অভাবে দাম্ভিক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হন।**

বৈকুণ্ঠের দুর্গা-গণেশাদি বিষ্ণুর আবরণ-দেবতাগণ এবং তাঁহাদের পূজা-বিধি

পদ্মপুরাণে মায়ার অতীত বৈকুণ্ঠের আবরণ-বর্ণনে উত্তরখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে :—

সত্যাচ্যুতানন্ত-দুর্গা-বিষ্বক্সেন-গজাননাঃ।
শঙ্খপদ্মনিধী লোকাশ্চতুর্থাবরণং স্মৃতম্॥
ঐন্দ্রপাবক যাম্যানি নৈর্ঋতং বারুণং তথা।
বায়ব্যং সৌম্যমৈশানং সপ্তমং মুনিভিঃ স্মৃতম্॥
সাধ্যা মরুদ্‌গণাশ্চৈব বিশ্বে দেবাস্তথৈব চ।
নিত্যাঃ সর্ব্বে পরে ধাম্নি যে চান্যে চ দিবৌকসঃ।
তে বৈ প্রাকৃতলোকেঽস্মিন্ ন নিত্যাস্ত্রিদশেশ্বরাঃ॥
দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিষ্বক্সেনং গুরূন্ সুরান্।
স্বে স্বে স্থানে ত্বভিমুখান্ পূজয়েৎ প্রোক্ষণাদিভিঃ॥

[**সত্য**, অচ্যুত, দুর্গা, বিষ্বক্সেন, গণেশ, শঙ্খ এবং পদ্ম-নামে দুই নিধি,—এই সকলই বিষ্ণুর চতুর্থ আবরণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মুনিগণ পূর্ব্বদিক্ অগ্নিকোণ, দক্ষিণদিক্ নৈঋতকোণ, পশ্চিমদিক্ বায়ুকোণ এবং উত্তরদিক্ ঈশান-কোণকে সপ্তম আবরণ বলিয়াছেন। সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, বিশ্বদেবগণ এবং পরম-ধামে অন্যান্য যে-সকল নিত্য দেবতা আছেন, তাঁহাদেরই মায়িক স্বরূপ এই প্রাকৃত লোকে অনিত্য দেবতা হইয়া বিরাজ করিতেছেন। দুর্গা, গণেশ, ব্যাস, বিষ্বক্সেন প্রভৃতি গুরুবর্গ ও দেবতাগণকে ভগবৎসেবক-জ্ঞানে নিজ নিজস্থানে অভিমুখাদি দ্বারা পূজা করিবে।]

বেদে যাহার উল্লেখ নাই, এইরূপ দেবগণের পূজা করিবে না। বেদের লিখিত দেবগণের স্বতন্ত্রভাবে পূজা নিষেধ। বিষ্ণু-নির্ম্মাল্যদ্বারা বৈদিক দেবগণের পূজা বিহিত। পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে :—

অর্চ্চয়িত্বা জগদ্বন্দ্যং দেবং নারায়ণং হরিম্।
তদাবরণসংস্থানং দেবস্য পরিতোর্চ্চয়েৎ॥
হরেভু'ক্তাবশেষেণ বলিং তেভ্যো বিনিক্ষিপেৎ।
হোমঞ্চৈব প্রকুর্ব্বীত তচ্ছেষেণৈব বৈষ্ণবঃ॥

ভগবৎপীঠাবরণ-দেবতা-মধ্যে ভূতাদির অবস্থান নাই, সুতরাং ভূতাদির পূজা করিবে না। মদ্য-মাংস দ্বারা পূজা নিষিদ্ধ :—

যক্ষাণাঞ্চ পিশাচানাং মদ্যমাংসভুজাং তথা।
দিবৌকসাং পূজনন্তু সুরাপান-সমং স্মৃতম্॥ (পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড)

—শ্রীল প্রভুপাদ

---

(৩) প্রজল্প

'প্রজল্প' কাহাকে বলে, এবং তাহা ভক্তিবিরোধী

পরস্পর কথোপকথনের নাম জল্পনা বা 'প্রজল্প'। জগতে সম্প্রতি বহির্মুখতা এত প্রবল যে, অন্যের সহিত জল্পনা করিতে গেলেই প্রায় বহির্মুখ-জল্পনা হইয়া পড়ে। সুতরাং ভক্তিসাধকের পক্ষে জল্পনা শ্রেয়স্কর নয়।

ভক্তির অনুশীলনে অনেক প্রকার জল্পনা হইতে পারে। সে-সমুদয় ভক্তদিগের পক্ষে মঙ্গলজনক। শ্রীরূপ স্বয়ং স্বীয় 'কার্পণ্য-পঞ্জিকা'-স্তোত্রে লিখিয়াছেন—

তথাপ্যস্মিন্ কদাচিদ্বামধীশৌ নাম-জল্পিনি।
অবদ্যবৃন্দনিস্তারি-নামাভাসৌ প্রসীদতম্॥ (কাঃ পঃ ১৬)

এই তাৎপর্য্যে বৈষ্ণবগণ এই পদ্যটী পাঠ করিয়া থাকেন—

তথাপি এ দীন-জনে, যদি নাম-উচ্চারণে,
নামাভাস করিল জীবনে।
সর্ব্বদোষ-নিবারণ, দুহুঁ-নাম-সংজল্পন,
প্রসাদে প্রসীদ দুই জনে॥

কীর্ত্তন, স্তুতি, শাস্ত্রোচারণ—এ সমস্তই জল্পনা; কিন্তু সেই সমস্ত যখন আনুকূল্য-ভাবের সহিত অন্য-অভিলাষ-শূন্য হয়, তখন সে-সকলই কৃষ্ণানুশীলন হইয়া পড়ে।

অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল সমস্ত প্রজল্পই ভক্তি-বিরোধী। সাধক বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রজল্প পরিত্যাগ করিবেন।

মহাজনানুগত প্রজল্প আদরণীয়

মহাজনের কার্য্যে দোষ নাই। মহাজনগণ যে-সমস্ত প্রজল্প আদরপূর্ব্বক করিয়াছেন, তাহাই কেবল আমাদের কর্ত্তব্য। কোন কোন অতিভক্ত পুরুষ সর্ব্বপ্রকার প্রজল্প পরিত্যাগ করিবার উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু আমরা শ্রীরূপানুগ, রূপের অনুগত হইয়া তদাদিষ্ট সাধুগণের পথানুগমনে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত থাকিব। যথা—

স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপবর্জ্জিতঃ।
অনবাপ্তশ্রমং পূর্ব্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে॥

(ভঃ রঃ সিঃ ধৃত স্কান্দ-বচন)

যে-পথে পূর্ব্ব সাধুগণ অনায়াসে বিচরণ করিয়া গিয়াছেন, সেই সন্তাপবর্জ্জিত শ্রেয়ঃসাধক পন্থা সর্ব্বদা আমাদের অন্বেষণীয়।

ব্যাস, শুক, প্রহ্লাদ, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদবর্গ যে-পথ দেখাইয়াছেন, তাহাই আমাদের মহাজন-পন্থা। সে-পন্থা পরিত্যাগ করিয়া আমরা নবীন অতিভক্তদিগের উপদেশ শুনিতে বাধ্য নই। **সমস্ত মহাজনগণ হরিভক্তি-সাধক প্রজল্পকে আদর করিয়াছেন।** তাহা আমরা স্থলবিশেষে বিচার করিব।

প্রজল্পের প্রকার-ভেদ ও তন্মধ্যে (১) বৃথাগল্প

বহির্ম্মুখ প্রজল্পই ভক্তি-বাধক। তাহা বহুবিধ। (১) বৃথাগল্প, (২) বিতর্ক, (৩) পরচর্চ্চা, (৪) বাদানুবাদ, (৫) পরদোষানুসন্ধান, (৬) মিথ্যা-জল্পনা, (৭) সাধু-নিন্দা, (৮) গ্রাম্যকথা প্রভৃতি সকলই 'প্রজল্প'।

(১) **বৃথা-গল্প** অতীব অহিতকর। ভক্তি-সাধকগণ বৃথা কাল নষ্ট না করিয়া সর্ব্বদা ভক্তসঙ্গে হরিকথা আলোচনা ও নির্জ্জনে হরিনামাদি স্মরণ করিবেন। গীতা বলিয়াছেন—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ (গী. ১০।৮-৯)

অন্যত্র :—

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ (গীঃ ৯।১৪)

এইরূপভাবে ভক্তিসাধকগণ অনন্য-ভক্তির অনুশীলন করিবেন। যদি বহির্ম্মুখ লোকের সহিত বৃথা-গল্পে দিন বা রাত্রি যাপন করেন, তবে 'সর্ব্বদা আমার নাম কীর্ত্তন করিবে'—এই উপদেশ পালন করা হয় না। সংবাদপত্রে অনেক বৃথা-গল্প থাকে। **ভক্তি-সাধকগণের পক্ষে সংবাদপত্র পাঠ করা বড়ই অনিষ্টকর কার্য্য।** তবে কোন বিশুদ্ধভক্তের কথা তাহাতে বর্ণিত থাকিলে তাহা পাঠ্য হয়। গ্রাম্য-লোকেরা আহারাদি করিয়া প্রায়ই ধূম্রপান করিতে করিতে অন্য বহির্ম্মুখ লোকের সহিত বৃথা-গল্পে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের পক্ষে রূপানুগ হওয়া বড়ই কঠিন। উপন্যাস পাঠ করাও তদ্রূপ। তবে যদি শ্রীভাগবতের পুরঞ্জনোপাখ্যানের ন্যায় উপন্যাস পাওয়া যায়, তাহা পাঠ করিলে ভক্তির বাধা হয় না, বরং তাহাতে লাভ আছে।

(২) বিতর্ক প্রজল্পের অন্তর্গত

(২) **বিতর্ক** একটী ভক্তিবাধক প্রজল্প। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক তার্কিকগণ যে-সমস্ত তর্ক করেন, সে-সকলই বহির্ম্মুখ বিবাদ মাত্র। চিত্তের বলক্ষয় ও চাঞ্চল্য-বৃদ্ধি ব্যতীত তাহাতে আর কোন ফল হয় না। বেদ (কঠ—১।২।৯) বলিয়াছেন যে—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া"। জীবের সুমতি সহজ-বুদ্ধিতে নিত্য আছে। সেই মতি ভগবৎ-পাদপদ্মে স্বভাবতঃ চালিত হয়; কিন্তু দিক্, দেশ, ভ্রম, প্রমাদ লইয়া বিতর্ক করিতে করিতে হৃদয় কর্কশ হইয়া উঠে। তখন আর সেই স্বাভাবিক শুদ্ধমতি থাকে না। বেদে যে দশমূল উপদিষ্ট আছে, তাহা স্বীকার করত তদনুগত তর্ক করিলে মতি দুষ্ট হয় না। কি ভাল, কি মন্দ—এইরূপ বিতর্ক বেদানুগত হইলে তাহা আর প্রজল্প হয় না। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু এরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—"অতএব ভাগবত করহ বিচার" (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৪৬)।

সম্বন্ধজ্ঞান-নিরূপণের জন্য যে বিচার করা যায়, তাহা প্রজল্প নয়। বৃথা-তর্ক করিয়া যাঁহারা সভা জয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিজের কোন সিদ্ধান্ত হয় না; সুতরাং তার্কিকের সঙ্গত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম স্বয়ং এই কথাটী স্বীকার করিয়াছেন—

তার্কিক-শৃগাল-সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ', 'হরি' ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১২।১৮৩)

যাঁহারা পরমার্থ-বিচারে প্রবৃত্ত, তাঁহারা যেন বারাণসীর সন্ন্যাসী ঠাকুরের এই কথাটী স্মরণ করেন—

পরমার্থ-বিচার গেল, করি মাত্র বাদ।
কাঁহা মুঞি পা'ব, কাঁহা কৃষ্ণের প্রসাদ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।৪২)

বৃথা-তর্কসমূহ হয় ঈর্ষা, নয় দম্ভ ; হয় দোষ, নয় বিষয়ানুরাগ ; হয় মূঢ়তা, নয় আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতেই হইয়া থাকে। কলহপ্রিয় ব্যক্তিগণও বৃথা-তর্কে মত্ত হইয়া পড়েন। ভক্তিসাধক ব্যক্তিগণ যখন ভগবত্তত্ত্ব বা ভাগবত-চরিত্র আলোচনা করেন, তখন বৃথা-তর্ক হইয়া না পড়ে—এ-বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবেন।

(৩) পরচর্চ্চা—প্রজল্পের অন্যতম

(৩) অকারণ **পরচর্চ্চা** অতীব ভক্তি-বিরোধী। অনেকেই আত্ম-প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য পরচর্চ্চা করিয়া থাকেন। কোন কোন লোক স্বভাবতঃ অন্যের প্রতি বিদ্বেষপূর্ব্বক তাহার চরিত্র লইয়া চর্চ্চা করেন। এইসকল বিষয়ে যাঁহারা ব্যস্ত হন, তাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণ-পাদপদ্মে কখনই স্থির হইতে পারে না। পরচর্চ্চা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা ভক্তি-সাধকের কর্ত্তব্য। **কিন্তু ভক্তি-সাধনের অনেক অনুকূল কথা আছে ; তাহা পরচর্চ্চা হইলেও দোষের হয় না।** সম্পূর্ণরূপে পরচর্চ্চা পরিত্যাগ করিতে হইলে বন-বাসই প্রয়োজন। ভক্তি-সাধকগণ গৃহী ও গৃহত্যাগি-ভেদে দ্বিবিধ। গৃহত্যাগী ব্যক্তির কোনমাত্র বিষয়োদ্গম না থাকায় তিনি পরচর্চ্চা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু গৃহী ব্যক্তি উপার্জ্জন, সঞ্চয়, সংরক্ষণ ও কুটুম্ব-ভরণ-সম্বন্ধে পরচর্চ্চা একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন না। তাঁহার পক্ষে কৃষ্ণ-সংসারে স্থিতিই একমাত্র সদুপায়। বিষয়-কার্য্যসমস্ত কৃষ্ণ-সম্বন্ধী হইলে, তাঁহার অনিবার্য্য পরচর্চ্চাও নিষ্পাপ এবং কৃষ্ণ-সম্বন্ধে ভক্তিসাধক হয়। পরের যাহাতে ক্ষতি হয়, এইরূপ পরচর্চ্চা তিনি করিবেন না। তাঁহার কৃষ্ণ-সংসারে যেটুকু পরচর্চ্চা আবশ্যক হয়, তাহাই তিনি করিবেন। অকারণ পরচর্চ্চা করিবেন না। আবার গুরু যখন শিষ্যকে বিষয়-প্রবোধনের জন্য উপদেশ করেন, তখন কাজে কাজেই একটু একটু পরচর্চ্চা না করিলে উপদেশ স্ফুট হয় না। পূর্ব্ব মহাজনগণ যখন যেরূপ পরচর্চ্চা করিয়াছেন, তখন তাহাতে গুণ বই দোষ নাই। যথা, শ্রীশুকদেব-বচন—

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা ॥
দেহাপত্য-কলত্রাদিষ্বাত্মসৈন্যেষ্বসৎস্বপি।
তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥ (ভাঃ ২।১।৩-৪)

হে রাজন্! বিষয়ী লোক নিদ্রাসক্ত হইয়া রাত্রিক্ষেপ করে অথবা স্ত্রীসঙ্গে রাত্রিকাল যাপন করে। দিবসে তাহারা অর্থ-চেষ্টায় বা কুটুম্ব-ভরণে কাল নষ্ট করে। দেহ, অপত্য, কলত্র—ইহাদের সকলকেই নিজজন জানিয়া প্রমত্তভাবে তাহাদের নাশ দৃষ্টি করিয়াও তাহাদিগকে অনিত্য জ্ঞান করে না। শুকদেব শিষ্যোপদেশ জন্য এইরূপ বিষয়ীদিগের চর্চ্চা করিয়াও প্রজল্পী হন নাই। সুতরাং এরূপ কার্য্য হিতকর বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আবার শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশের জন্য স্বীয় শিষ্যদিগকে অসদ্-বৈরাগীর বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন—

প্রভু কহে,—"বৈরাগী করে 'প্রকৃতি'-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥"
প্রভু কহে,—"মোর বশ নহে মোর মন।
'প্রকৃতি'-সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন॥"

(চঃ চঃ অ ২।১১৭,১২০, ১২৪)

উপদেশ-স্থলে এবং বিষয়-সিদ্ধান্ত-সময়ে এইরূপ বাক্য না বলিলে জগতের ও নিজের মঙ্গল হয় না। সুতরাং মহাত্মা গুরুবর্গ যখন এইরূপ আচরণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, তখন এরূপ উপদেশের বিরুদ্ধ আচরণে আমাদের কিরূপে মঙ্গল হইবে? **কোন সম্প্রদায় বা সাধারণে প্রচলিত অসদ্ব্যবহার এইরূপ অবস্থায় আলোচনা করাকে ভক্তি-বিরোধী প্রজল্প বলা যায় না। কোন কোন সময়ে ব্যক্তি-বিশেষের কথা হইয়া পড়িলেও দোষ হয় না।** ভাগবত-প্রধান মৈত্রেয় বেণরাজা-সম্বন্ধে এইরূপ বলিলেন—

ইত্থং বিপর্য্যয়মতিঃ পাপীয়ানুৎপথং গতঃ।
অনুনীয়মানস্তদ্‌যাচ্ঞাং ন চক্রে ভ্রষ্টমঙ্গলঃ॥ (ভাঃ ৪।১৪।২৯)

বিপর্য্যয়-মতি উৎপথগত মহাপাপী বেণরাজা অনেক অনুনয়েও তাঁহাদের যাচ্ঞা পরিপূরণ করিল না, যেহেতু সে ভ্রষ্টমঙ্গল হইয়াছিল। শ্রীমৈত্রেয় ঋষির এইরূপ পরচর্চ্চার আবশ্যক হইয়াছিল। অতএব উপদেশ-বাক্যের সহিত শ্রোতৃবর্গকে তদ্রূপ কহিয়াছিলেন; ইহাতে প্রজল্প হয় না। ভক্তি-সাধকদিগের ভক্ত-মণ্ডলীকে প্রাচীন ইতিহাস-সকল সহজে আলোচিত হয়। তাহাতে অসাধু-দিগের চরিত্র-আলোচনা স্থানে-স্থানে দেখা যাইতেছে। তাহা সর্ব্বদাই মঙ্গলজনক ও ভক্তির অনুকূল। ঈর্ষা, দ্বেষ, দম্ভ অথবা প্রতিষ্ঠাদি ভক্তি-বাধক প্রবৃত্তি দ্বারা

পরিচালিত হইয়া যে-সকল লোক পরের কথা আলোচনা করেন, তাঁহারা ভক্তি-দেবীর নিকট অপরাধী।

(৪) বাদানুবাদ, (৫) পরদোষানুসন্ধান, (৬) মিথ্যা-জল্পনা, (৮) গ্রাম্যকথা—প্রজল্পের মধ্যে পরিগণিত

(৪) বাদানুবাদ কেবল জিগীষা হইতে উৎপন্ন হয়। তাহা নিতান্ত হেয়। **(৫) পরদোষানুসন্ধান** কেবল স্বীয় কুপ্রবৃত্তি-পরিচালনেই হইয়া থাকে। তাহা সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য। **(৬) মিথ্যা-জল্পনা** কেবল বৃথা-গল্পের রূপান্তর। **(৮) গ্রাম্যকথা** গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য, গৃহী বৈষ্ণবের পক্ষে ভক্ত্যনুকূলরূপে কিয়ৎপরিমাণে স্বীকার্য্য। পুরাবৃত্ত, পশু-বিবরণ, জ্যোতিষ ও ভূগোল ইত্যাদি বহির্ম্মুখ হইলে দূরে পরিহার্য্য। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

মৃষা গিরস্তা হ্যসতীরসৎ-কথা, ন কথ্যতে যদ্ভগবানধোক্ষজঃ।

তদের সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং, তদেব পুণ্যং ভগবদ্‌গুণোদয়ম্॥
তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং, তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং, যদুত্তমঃশ্লোক-যশোঽনুগীয়তে॥

(ভাঃ ১২।১২।৪৯-৫০)

হে রাজন্! **যাহাতে অধোক্ষজ ভগবানের কথা উদয় না হয়, সেই কথা মিথ্যা ও অসতী।** যাহাতে ভগবদ্‌-গুণোদয় হয়, সেই কথাই সত্য; তাহাই মঙ্গল-স্বরূপ এবং তাহাই পবিত্র। যে-কথায় উত্তমশ্লোক ভগবানের যশঃ অনুগীত হয়, তাহাই রম্য, সুন্দর ও চিত্তের মহোৎসব। তাহাই মানবগণের শোকার্ণব-শোষণ-স্বরূপ।

সাধুনিন্দা—অমঙ্গলজনক প্রজল্প

(৭) সাধুনিন্দা-রূপ জল্পনা অত্যন্ত অমঙ্গলজনক। যদি কেহ হরিভক্তি পাইতে আশা করেন, তিনি যেন এইরূপ একটী প্রতিজ্ঞা করেন যে,—"আমি এ জীবনে কখনই সাধুদিগের নিন্দা করিব না।" ভগবদ্ভক্তগণই সাধু। তাঁহাদের নিন্দা করিলে সমস্ত শ্রেয়ঃ বিনষ্ট হয়। পরম-পাবন শ্রীমহাদেবের নিন্দা করিয়া তাপসশ্রেষ্ঠ দক্ষ প্রজাপতির বিষম অমঙ্গল ঘটিয়াছিল। যথা, দশমে—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকমাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥

(ভাঃ ১০।৪।৪৬)

মহদতিক্রম অর্থাৎ সাধুদিগের প্রতি অমর্য্যাদ-বাক্য বলিলে মানবের আয়ুঃ, শ্রী, যশ, ধর্ম্ম, পরকাল-গতি শুভ অর্থাৎ সমস্ত শ্রেয়ই বিনষ্ট হয়।

প্রবন্ধের নির্য্যাস বা উপদেশ-সার

এই প্রবন্ধের নির্য্যাস এই যে,—ভক্তির অনুকূল নহে, এইরূপ সমস্ত প্রজল্পই ভক্তিসাধক বৈষ্ণবগণ বহুযত্নে পরিত্যাগ করিবেন। এই উপদেশগুলির মধ্যে প্রথম শ্লোকে যে 'বাচো বেগং' অর্থাৎ বাক্যের বেগ সহিবার উপদেশ আছে, তাহা কেবল নৈমিত্তিক বেগমাত্র। প্রজল্প-পরিত্যাগ-দ্বারা বাক্য নিত্যরূপে নিয়মিত হয়। নিষ্পাপ জীবন-নির্ব্বাহে যতটুকু প্রয়োজন হয়, তদ্ব্যতীত কোন প্রকার বাক্য-ব্যয় করাই ভাল নয়। আপনার এবং অন্য জীবের যাহাতে মঙ্গল হয় সেইসমস্ত কথা আলোচনা করাই প্রয়োজন। পরের বিষয় লইয়া চর্চ্চা করিতে গেলে নিরর্থক জল্পনা হইবে। অতএব শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে এইপ্রকার উপদেশ করিয়াছেন—

পর-স্বভাব-কর্ম্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি।
স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যাভিনিবেশতঃ॥ (ভাঃ ১১।২৮।২)

যিনি পরের স্বভাব ও কর্ম্মসকল প্রশংসা করেন বা নিন্দা করেন, তিনি অসদ্ বিষয়ে অভিনিবেশ-বশতঃ স্বার্থ হইতে শীঘ্রই ভ্রষ্ট হন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ
(সজ্জনতোষণী ১০ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা)

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬০ পৃষ্ঠায় ১৮শ পঙ্‌ক্তিতে "সাংখ্য-যোগয়েই প্রতীক" স্থলে **"সাংখ্য-যোগেরই প্রতীক"** হইবে এবং ২৭৭ পৃষ্ঠায় ১৩-১৪ পঙ্‌ক্তিতে "অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত গোচর।" স্থলে **"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।"** হইবে।

শ্রীশ্রীমদ্ দীনদয়াল প্রভুর অপ্রকটে

অনুতাপ-গীতি

হে দীনদয়াল প্রভো, গোকুল-গোয়াল !
সেবা-রঘুলাল, ওহে শ্রীগুরু-দুলাল !
নিদারুণ শ্রাবণের, বরষণ শ্রবণের,
হায় হায় ! কি শ্রবণ শুনিনু হে কাল !
ছাড়িয়া যাইলে তুমি এ ভুবন-জাল ॥ ১ ॥

শুন শুন হে দয়াল, সেবা-মতিলাল !
ভুলি' মোরে থেকো নাহে আর ক্ষণকাল ।
একসাথে এসেছিনু, একসাথে পেয়েছিনু,
ভকতি-সিদ্ধান্ত-সার শ্রীগুরু বিশাল ।
প্রভুপাদ সরস্বতী মোদের ভূপাল ॥ ২ ॥

হে দীনদয়াল প্রভো ! আমি ত' কাঙ্গাল ।
নিজ-দোষে বাঁধা সদা খাইয়া মাকাল ।
জানিয়াও ছেড়ে তবে, কেন প্রভু-জিত এবে,
টেনে নাও হে রাখাল, করুণা-কয়াল !
আর নাহি সহে দুঃখ যাতনা করাল ॥ ৩ ॥

হে দীনদয়াল প্রভো, প্রেম-মাতোয়াল !
কেন চলে গেলে দূরে ছাড়ি' এ বেতাল ?
প্রভুপাদ-তিরোভাবে, যে আঁধার দেখি ভবে,
এইমত সকলে হে হইলে আড়াল !
গৌড়ীয়-সাধন-তরী' কে রাখিবে হাল ?? ৪ ॥

ভবদীয় অযোগ্য দাসানুদাস
—শ্রীআনন্দগোপাল

ভক্তিকথা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮২ পৃষ্ঠার পর)

কালদুষ্ট এইপ্রকার বিশৃঙ্খল অবস্থায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সুষ্ঠু-পালন আদৌ সম্ভবপর নহে। যাহা কিছু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম নামে চলিতেছে, তাহাও আসুরিক ধর্ম্মের আর একটী সংস্করণ মাত্র। সেইপ্রকার আসুরিক বর্ণাশ্রম যাজন করত তথাকথিত সূত্র-সংস্কারে উপবীত ধারণ করিয়া কোনই লাভ নাই বা সুকৃতির সম্ভাবনা নাই। সকল সংস্কার পরিত্যাগ করত সমাজে 'হাম্ বড়া' হইবার জন্য কলিহত জীবের "বিপ্রত্বম্ সূত্রমেব হি" ভবিষ্যদ্বাণী পালন করিয়া কোনপ্রকার সুকৃতি অর্জ্জন করিবার সুবিধা নাই। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এইপ্রকার বর্ণশ্রাম-ধর্ম্মকেই বাহ্য বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সেজন্য গীতায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিশেষ আলোচনা না করিয়া, যজ্ঞার্থে কর্ম্মের উপরই বিশেষ জোর দিয়াছেন। সুতরাং যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করিলেই বিষ্ণুপ্রীতি হইবে এবং তাহাতেই সমস্ত ক্লেশঘ্ন শুভদ ফল নিহিত আছে, জানিতে হইবে।

যাঁহারা রোগ-শোকাদি দ্বারা প্রপীড়িত, তাঁহারাই **আর্ত্ত** বলিয়া পরিচিত। সাধারণভাবে সকল লোকই ঔষধ-বৈদ্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রোগ-শোকাদি প্রতিকারের চেষ্টা করেন। কিন্তু বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ বলেন—রোগ-শোকাদি যত প্রকার ক্লেশ আমাদের হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পাপাচরণেরই ফল। সেই-সকল পাপ প্রারব্ধ, অপ্রারব্ধ, কূটস্থ, অবিদ্যা দ্বারাই কৃত হয়—সাধারণ ব্যক্তি ইহা বুঝিতে পারে না। ঔষধাদি গ্রহণে তাৎকালিক কিছু সুবিধা হইলেও, তাহাদ্বারা ক্লেশের যে আদি-কারণ তাহা কখনই বিনষ্ট হয় না। ভগবানের শরণাগতি দ্বারাই অত্যন্তিক উপকার হয়। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' আলোচনা করিলে এইপ্রকার পাপ, পাপবীজ এবং অবিদ্যা, ভগবদ্ভক্তি-প্রভাবে কিরূপে নষ্ট হয় তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইবে। সেইজন্য সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণই দুঃখের সময় ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হন। তাৎকালিক রোগ-শোকাদি প্রশমন করাই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য নহে, পরন্তু জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধিরূপ শত শত প্রকারের ক্লেশ হইতে অর্থাৎ এককথায় ভবরোগ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য যে 'ভবৌষধি', তাঁহারই অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। সেইজন্য সুকৃতিবান্ ব্যক্তি সাধুশাস্ত্ররূপ সদ্বৈদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজের আত্যন্তিক মঙ্গলের চেষ্টা করেন। সাধু-

শাস্ত্রে শ্রদ্ধা হইলেই ভগবদ্ভজন-রূপ ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং তাহাতেই সকল অনর্থ বা ভবরোগের কারণ নিবৃত্ত হইয়া ক্রমশঃ ভগবানে প্রবৃত্তি লাভ করা যায়।

নিষ্কপটে শিক্ষার্থিগণকে **জিজ্ঞাসু** বলা যাইতে পারে। নিষ্কপট শিক্ষার্থিগণই সমাজের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসাস্থল। ধীশক্তি-সম্পন্ন সুকুমারমতি বালকগণ প্রায়ই জিজ্ঞাসু হয়। তাহারা পিতামাতার নিকট প্রত্যেকটী বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিয়া লয়। সেইপ্রকার ধীশক্তি-সম্পন্ন বালক-বালিকাগণকে তাহাদের উপযুক্ত পিতা-মাতা বা গুরুজন সকল বিষয় উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলে, তাহারা সমস্তই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এবং উত্তরোত্তর বহুবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দূরদর্শী হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। এইপ্রকার মেধাবী সরলান্তঃকরণ ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা সুকৃতিশালী বা পুণ্যবান্, তাঁহারাই ভগবদ্বিষয় জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত বা উৎসুক হন। তাঁহারা কেবলমাত্র ইতর-জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াই সন্তুষ্ট হন না, পরন্তু আত্মজ্ঞান সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসু হন। ভগবজ্জ্ঞান বাদ দিয়া যাহারা কেবলমাত্র ইতর-জ্ঞান অর্জ্জন করিবারই চেষ্টা করেন, তাহাদের জীবনে কোনপ্রকার সুফল-লাভ না হইয়া স্থূল-তুষাবঘাতন-স্বরূপ কেবল ক্লেশই লাভ হয়। যাঁহারা ইতর-জ্ঞান ব্যতীত আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হন, তাঁহারা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু বলিয়া পরিচিত। সুতরাং সেইরূপ ব্রহ্মজিজ্ঞাসুই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে বা তাঁহার দাসানুদাসগণের নিকট প্রপন্ন হন। ইহা তাঁহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্ম-সঞ্চিত পুণ্যকার্য্যের পরিচয়। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ ক্রমশঃ উন্নত স্তরে পঁহুছিয়া, "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" (গীঃ ১৪।২৭)—ব্রহ্মের যে প্রতিষ্ঠা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকে বুঝিতে পারেন এবং পরিশেষে তাঁহারই ভজনা করেন। সুতরাং স্বল্পপুণ্যবান্ ব্যক্তি কখনও ভগবদ্ভক্ত হইতে পারে না। শাস্ত্র বলেন—

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥"

সাধারণ গৃহস্থ সকলেই প্রায় **অর্থার্থী**। বিশেষ করিয়া আজকাল সকলেই অর্থের টানাটানিতে ক্লিষ্ট। সাধারণ ব্যক্তির যে অর্থের পিপাসা, তাহা কেবল-মাত্র ভোগের নিমিত্ত। ভোগী-সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়িয়া যাহার অর্থ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা হয়, তাহার অর্থ জগতে কনক-কামিনী-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা এবং তদানুষঙ্গিক বাড়ী, গাড়ী, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি লাভ করিবার চেষ্টাতেই নিযুক্ত এবং তাহাতে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি ভিন্ন আর কোন উদ্দেশ্য থাকে না। যে-সকল ব্যক্তিগণের কেবল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিই একমাত্র মূল উদ্দেশ্য, তাহারাই পূর্ব্বকথিত মূঢ়

ঋষি-সম্প্রদায়। কিন্তু তাহার মধ্যে কেহ যদি সুকৃতিবান্ হন, তাহা হইলে তিনি কেবল ইন্দ্রিয়-তর্পণের চেষ্টা না করিয়া ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশ ভগবানের সেবার জন্য যত্ন করেন। এইসকল কর্ম্মী শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ না করিয়াও 'পারমার্থিক' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কারণ তাহাদের ভগবদ্ভক্তির মূল উদ্দেশ্যই থাকে—নিজ-ইন্দ্রিয়-তোষণ। "ঋষীকেন হৃষীকেশ-সেবনম্"—এই কথা তাহারা বুঝিতে পারেন না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞানী, যোগীও দেখা যায়, কিন্তু ইহাদের সকলের নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তিই একমাত্র কাম্য। শ্রীল রূপগোস্বামি-কৃত পারমার্থিক বিজ্ঞান-শাস্ত্র 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'ই এই প্রকার মিশ্র ভক্তগণকে শুদ্ধভক্তে পরিণত করিতে একমাত্র সমর্থ।

জ্ঞানী-অর্থে তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ, যাঁহারা ব্রহ্ম-সম্বন্ধে সকল বিষয়ই অবগত আছেন। জ্ঞানিগণ অমানী, অদাম্ভিক, শৌচ, আর্জ্জব, আচার্য্য, উপাসনা প্রভৃতি বহু গুণে বিভূষিত হইয়া প্রায়ই সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া থাকেন। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, তাঁহাদের মধ্যে 'অহংগ্রহ'-উপাসনাদি বা 'আমিই ভগবান্'—এইরূপ একটী দোষ বা কষায় থাকিয়া যায়। তাঁহারা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বেদ-বাক্যের বিকৃত অর্থ করত শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান-লাভে বঞ্চিত হইয়া অতৎ-নিরসন মাত্র কেবল-জ্ঞান লাভমূলে ক্লেশকর আলোচনাকে বহুমানন করেন। এইরূপ কেবল-জ্ঞান-অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ পূর্ণব্রহ্ম-জ্ঞান বা ভগবজ্জ্ঞান আশ্রয় করিতে গিয়া মায়াদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন। মায়াদেবী 'মুক্তি'-নামক শেষ জাল বিস্তার করিয়া এইসকল মায়াবাদী জ্ঞানিগণকে ভবসমুদ্রে আটকাইয়া রাখেন। তাঁহারা মায়াদ্বারা অপহৃত-জ্ঞান হইয়া 'আমিই সেই', 'আমিই সেই' নামক মনকলা খাইয়া তাহাতেই বিভোর হইয়া থাকেন।

এইসকল মায়াবাদী কোনপ্রকারে সুকৃতি-লাভ করিলে এবং গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাপ্রাপ্ত হইলে (যেমন কাশীর মায়াবাদিগণ শ্রীমন্ মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক উদ্ধার-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) তাঁহাদের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান বা পরমাত্ম-জ্ঞান অসম্পূর্ণ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। এই অবস্থায়ই তাঁহারা ভগবজ্জ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া যান। সনকাদি মুনিগণ, শুকদেব গোস্বামীর ন্যায় বহু জ্ঞানি-সম্প্রদায় পরে এই ভগবজ্জ্ঞানের আস্বাদন পাইয়া, ভগবানের অপ্রাকৃত চিন্ময় লীলাকথাই কীর্ত্তন করত জীবন ধন্যাতিধন্য করিয়াছিলেন।

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈগুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥ (ভাঃ ২।১।৯)

নির্গুণ-ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও শুকদেব গোস্বামী স্বীয় পিতা শ্রীব্যাস-দেবের নিকট ভগবজ্ জ্ঞান লাভ করিয়া সেই ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাকথায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এবং তিনিই মহারাজ পরীক্ষিতের সম্মুখে সর্ব্বপ্রথম পঞ্চমপুরুষার্থ শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত আলোচনা করিয়াছিলেন।

উপরিউক্ত সুকৃতিবান্ আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানিগণের বিষয়ে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর মহাশয় যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"তত্র প্রধানীভূতাসু ভক্তিষু মধ্যে আর্ত্তাদিষু ত্রিষু যাঃ কর্ম্মমিশ্রাস্ত্রিস্রঃ সকামাঃ ভক্তাঃ, তাসাং ফলং তত্তৎকাম-প্রাপ্তিঃ। বিষয়াদ্-গুণ্যাৎ তদন্তে সুখৈশ্বর্য্য-প্রধান-সালোক্য-মোক্ষপ্রাপ্তিশ্চ; ন তু কর্ম্মফল-স্বর্গভোগান্ত ইব পাতঃ; যদ্বক্ষ্যতে,—"যান্তি মদ্‌যাজিনো মাম্" ইতি চতুর্থ্যা জ্ঞানমিশ্রায়াস্তত উৎকৃষ্টায়াস্তু ফলং শান্তরতিঃ সনকাদিবিব। ভক্তভগবৎকারুণ্যাধিক্যবশাৎ কস্যাশ্চিৎ তস্যাঃ ফলং প্রেমোৎকর্ষশ্চ শ্রীশুকাদিষিব। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির্যদি নিষ্কামা স্যাৎ, তদা তস্যাঃ ফলং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিঃ, তস্যাঃ ফলমুক্তমেব। কচিচ্চ স্বভাবাদেব দাসাদি-ভক্তসঙ্গোত্থ-বাসনাবশাদ্বা জ্ঞানকর্ম্মাদিমিশ্র-ভক্তিমতামপি দাস্যাদিপ্রেমা স্যাৎ, কিন্তু ঐশ্বর্য্যপ্রধানমেবেতি। অথ জ্ঞানকর্ম্মাদ্যমিশ্রায়াঃ শুদ্ধায়াঃ অনন্যা-কিঞ্চন-উত্তমাদিপর্য্যায়া ভক্তের্বহুপ্রভেদায়া দাস্য-সখ্যাদি-প্রেমবৎ পার্ষদত্বমেব ফলম্ ইত্যাদিকং শ্রীভাগবত-টীকায়াং বহুশঃ প্রতিপাদিতম্। অত্রাপি প্রসঙ্গবশাৎ সাধ্যো ভক্তিবিবেকঃ সংক্ষিপ্য দর্শিতঃ॥"

অর্থাৎ—"আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু এবং অর্থার্থী প্রভৃতি তিন প্রকার যে ভক্ত, তাঁহারা সকাম ভক্ত এবং তাঁহাদের ভক্তি প্রধানীভূতা বা মিশ্রভক্তি। সেই সেই ভক্তের প্রাপ্তিফল—সেই সেই কামনায় সিদ্ধিলাভ। তাহার পর সেইসকল ভক্তের সুখৈশ্বর্য্যপ্রধান সালোক্য-মোক্ষ বা বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি। কিন্তু তাঁহাদের কর্ম্মী-দিগের ন্যায় অন্তবৎ স্বর্গাদি-প্রাপ্তি নহে। যথা, কথিত হইয়াছে—"আমাকে যে যজনা করে, সে আমার নিকটই যায়।" আর চতুর্থ ভক্ত যে জ্ঞানী, তিনি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হন, যেহেতু তিনি জ্ঞানমিশ্র-ভক্ত। সনকাদির ন্যায় তাঁহার শান্তরতি লাভ হয়; পরন্তু, ভক্ত ও ভগবানের কারুণ্যাধিক্যবশতঃ ঐসকল জ্ঞানি-ভক্তগণ ভগবৎপ্রেমাও লাভ করিয়া থাকেন—যেমন শুকদেব গোস্বামী। কর্ম্মমিশ্র-ভক্তি নিষ্কাম হইলে তখন তাহা জ্ঞানমিশ্র-ভক্তিতে পরিণত হয়। সেই জ্ঞানমিশ্র-ভক্তির ফল উপরে কথিত হইয়াছে। কখনও

কখনও জ্ঞান-কর্ম্মাদিমিশ্র ভক্তগণের স্বভাব-প্রভাবে দাস্য-ভাবাদি সঙ্গলাভের ইচ্ছা হইলে ঐশ্বর্য্যপ্রধান-দাস্য-ভক্তিও লাভ হয়। কর্ম্ম-জ্ঞানমিশ্র-ভক্তদিগের আরও বিশুদ্ধাবস্থা লাভ ঘটিলে তাঁহাদের দাস্য-সখ্যাদি প্রেমবশতঃ ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ হইয়া থাকে—শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার প্রমাণ আছে। এস্থানে প্রসঙ্গ-বশতঃ কিছু কথিত হইল মাত্র।" (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত
সভাপতি, সহঃ সম্পাদক-সঙ্ঘ

ভজন-ক্রিয়া

ভজনীয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণ, তৎপ্রাপ্তির উপায়ই ভজন-ক্রিয়া অর্থাৎ সদ্‌গুরু হইতে লব্ধ নাম ও মন্ত্রের ক্রমপন্থানুযায়ী সাধনই ভজন। উপাসনা, সেবা, সাধনা, আরাধনা ও অভ্যাস প্রভৃতি শব্দগুলি ভজনের পর্য্যায়-বাচক। "ভজ্ ধাতু সেবায়াম্"। ভজ্ ধাতুর ভাবে-অনট্ প্রত্যয় করিয়া 'ভজন' শব্দ নিষ্পন্ন। প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ দ্বারা সেবার ভাবকেই ভজন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

ব্যবহারিক জগতে 'সেবা' শব্দের প্রয়োগ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ পিতৃমাতৃ-সেবা, জীব-সেবা, আর্ত্ত-সেবা ও পীড়িতের সেবা প্রভৃতি স্থলে সেবা-শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। উক্ত সেবাসমূহ দ্বারা জীবকুলের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্যার্জ্জন হয় মাত্র। গীতা বলেন—পুণ্যক্ষয় হইলে জীবগণ স্ব-স্ব কর্ম্মময় দেহ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় ইহজগতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং ইদৃশী সেবাদ্বারা জীবগণের আত্যন্তিক মঙ্গল সাধিত হয় না; পরন্তু যিনি যেভাবে যাঁহার সেবা করিতে করিতে মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হন, তিনি তদ্গতচিত্ত-হেতু পরজন্মে তদ্ভাবোচিত দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥ (গীঃ ৯।২৫)

দেব, পিতৃ, ভূত ও ভগবান্—ইঁহাদের মধ্যে যিনি যাঁহার ভজন করেন, তিনি তত্তল্লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শাস্ত্রান্তরে আরও দেখিতে পাওয়া যায়,—

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥ (ভাঃ ১১ ১৪।২৭)

[বিষয়-চিন্তাশীল পুরুষের চিত্ত বিষয়ের প্রতিই আসক্ত হইয়া থাকে ; পরন্তু যিনি অনুক্ষণ আমার চিন্তা করেন, তাঁহার চিত্ত পরমাত্মরূপী আমাতেই (ভগবানেই) নিমগ্ন হইয়া থাকে।]

ভজনীয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণ ; তাঁহার ভজনদ্বারাই জীবকুলের আত্যন্তিক মঙ্গল হওয়া সম্ভব। তাই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ জানাইয়াছেন,—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই আরাধ্যবস্তু। ব্রজগোপীগণ এই সেবা লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উৎপাদনে সমর্থা হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত।

সনাতন-ধর্ম্মে বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূর্য্য ও গণেশ প্রভৃতি পঞ্চপ্রকারের ভজন পরিদৃষ্ট হইলেও, তর-তম-বিচারে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কারণ শৈবগণ শ্রীশিবের উপাসনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া থাকেন ; কিন্তু শ্রীশিব স্বয়ং অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী গিরিজা-দেবীকে উপদেশ দিয়াছেন—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥ (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ—জগতে যত প্রকার ভজন আছে, তন্মধ্যে শ্রীবিষ্ণু-ভজনই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং তাহা হইতেও নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব-সেবনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্র নিরূপণ করিয়াছেন।

আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়।
সেই প্রভু বেদে-ভাগবতে কৈল দঢ়॥ (চৈঃ ভাঃ)

উপরিউক্ত শাস্ত্রবাক্য আলোচনা দ্বারা ভজন কি, ভজনীয় বস্তু কি, কাহার ভজন জীবমাত্রেরই একান্ত করণীয় ইত্যাদি বিষয় আলোচনাকারীর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপলব্ধির বিষয় হইলেও, প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে সাধুসঙ্গ ও তৎসঙ্গ-প্রভাবে

কি-প্রকারে মানবগণের হৃদয়ে 'ভজনক্রিয়' আরম্ভ হয়, তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনার প্রয়াস পাইতেছি। 'ক্রিয়া'র পর্য্যায়-বাচক-শব্দে—কার্য্য, অনুষ্ঠান, প্রয়োগ, শিক্ষা, পূজা ও চেষ্টা প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কৃ+শ—ভাববাচ্যে+স্ত্রীয়াম্ আপ্ প্রত্যয় করিয়া 'ক্রিয়া' শব্দ নিষ্পন্ন। যে-কোনও বিষয়ের আনুষ্ঠানিক ব্যাপারকে সাধারণতঃ 'ক্রিয়া' আখ্যা দেওয়া হয়। সুতরাং ভজনরূপ কার্য্যের আনুষ্ঠানিক ব্যাপারকেই 'ভজন-ক্রিয়া' বলা হয়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়,—শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম সখাগণ-সঙ্গে বনে যাজ্ঞিক-পত্নীগণের পাচিতান্ন ভোজন করিতেছেন। এস্থলে যেমন 'ভোজন'-রূপ বিষয়ের সম্পাদনার নিমিত্ত যাহা অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাই 'ভোজন-ক্রিয়া,' তদ্রূপ 'ভজন'রূপ বিষয়ের অনুষ্ঠান-হেতু 'ক্রিয়া'শব্দ প্রযুক্ত হইয়া—'ভজনক্রিয়া' হইয়াছে। ভজনক্রিয়া-শব্দে—ভজন কার্য্য, ভজন-চেষ্টা, ভজন-অনুষ্ঠান ও ভজন-শিক্ষা বুঝায়। অনন্তপ্রকার সাধন-ভক্তির মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে, শ্রীভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু-গ্রন্থে ও শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বহু প্রকার ভক্ত্যঙ্গের বর্ণনা আছে। ভক্তি-সাধনে প্রধানতঃ চতুঃষষ্ঠী ভক্ত্যঙ্গ, বৈধ ও রাগানুগা-ভেদে কথিত হইয়াছে। এই চতুঃষষ্ঠী ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে নবধাভক্তিই শ্রেষ্ঠা।

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৪।৭০-৭১)

চতুঃষষ্ঠী প্রকার ভজনাঙ্গের মধ্যে শ্রবণাদি নববিধ ভক্ত্যঙ্গই শ্রেষ্ঠ। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরি এই নববিধ ভক্ত্যঙ্গকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই ৯ প্রকার ভজনাঙ্গের মধ্যে নাম-ভজন বা নাম-কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠতম ভজন। কারণ সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয়ে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র গ্রহণ করিতে করিতে লব্ধোপদিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেরই ভজনক্রিয়া আরম্ভ হইয়া যায়,—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
ষোড়শৈতানি নামানি দ্বাত্রিংশদ্ বর্ণকানি হি।
কলৌযুগে মহামন্ত্রঃ সম্মতো জীবতারণে॥ (অনন্ত-সংহিতা)

অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবনিচয়ের চিত্তদর্পণে বহুজন্ম-সঞ্চিত অন্যাভিলাষ, জ্ঞান,

ও কর্ম্মাদির আবিলতা, নাম-কীর্ত্তন-প্রভাবে বিধৌত হইয়া ধীরে ধীরে অপ্রাকৃত ভজনক্রিয়ার বিকাশ হইয়া থাকে। গুরুমন্ত্রে সংসার-দাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়—সূর্য্যোদয়ে তমোনাশের ন্যায় যাবতীয় অকল্যাণ দূরীভূত হইয়া নিখিল কল্যাণরাশির উদয় হয়। তখন সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত অপ্রাকৃত আনন্দ-সাগর উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং প্রতিপদে পূর্ণামৃত আস্বাদনের বিষয় হয়। ক্রমপন্থানুযায়ী এইরূপ ভজন করিতে করিতে ভজনকারী সর্ব্বানর্থ-মুক্ত হইয়া ভগবৎপ্রেম-লাভে সমর্থ হন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীমুখবিগলিত নিম্নোক্ত শ্লোকই ভজন-পিপাসুগণের কণ্ঠহার-স্বরূপ,—

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনম্।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং।
সর্ব্বাত্ম-স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্॥ (শিক্ষাষ্টক—১)

—শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী
কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)

বৈষ্ণব-ঠাকুর —"কৃপাসিন্ধু"

ব্যাপারটা কি মহাশয়? ওখানে অত গোলমাল হ'চ্ছে কেন? তদুত্তরে একটী ভদ্রলোক বল্লেন "মহাশয়, বড় গুরুতর ব্যাপার! ভয়ানক লোমহর্ষণ কাণ্ড!! একদিনেই এক ঘরের বারটা মানুষ মারা গ্যাছে। তা'দের চার ভাইয়ের মধ্যে তিন ভাই, তিন ভাইয়ের তিন পত্নী ও প্রত্যেকের দুটী ক'রে ছয়টী পুত্র—মোট বার জন মারা গ্যাছে; মাত্র একটী ভাই বেঁচে আছে। তা'দের পিতা খুব ধনী ছিলেন, কিন্তু তিনি ছেলেদের বিশ্বাস কর্‌তেন না ব'লে গুপ্ত-স্থানে সমস্ত অর্থ পুঁতে রাখ্‌তেন।

"কিছুদিন পরে পিতা তীর্থ-ভ্রমণ কর্‌বার উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়্‌লেন, পুত্রদের মধ্যে কাউকে সঙ্গে না নিয়ে। তারপর তাঁ'কে আর বাড়ী ফিরে আস্‌তে হয় নি, তিনি সেই তীর্থস্থানেই দেহ রেখেছিলেন; তিনি পুত্রদের বিশ্বাস না করার জন্য তীর্থে যাওয়ার পূর্ব্বে গুপ্ত-স্থানে রক্ষিত সঞ্চিত সমূহ অর্থের কথা পুত্রদের না বলায়, তাঁ'র মৃত্যুর পর অর্থাভাবে পুত্রদের

সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহ করা দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠেছিল। এমন কি, তারা তা'দের মৃত পিতার শ্রাদ্ধ করা দূরে থাকুক্, নিজেদের ও স্ত্রী-পুত্রগণের ভরণ-পোষণের কি ব্যবস্থা কর্‌বে তাই ভেবে অস্থির হ'চ্ছিল। স্বাভাবিক উপায়ে এক মুষ্টি অন্ন যোগাড় কর্‌বারও তা'দের ক্ষমতা ছিল না। তাই অনাহারে, একাহারে, স্বল্পাহারে, ভিক্ষালব্ধ অন্নের দ্বারা যা হোক্ ক'রে পরিজনবর্গের জীবনগুলি ও নিজ নিজ প্রাণ বাঁচিয়ে রেখেছিল মাত্র।

"কিছুকাল এইরূপে কাটানোর পর একদিন একজন দৈবজ্ঞ এসে বল্লেন—'ভাই সব, তোমরা এত দুঃখ পাচ্ছ কেন? তোমাদের স্বর্গগত পিতা তোমাদের জন্য অতি গোপনীয় স্থানে বহু অর্থ পুঁতে রেখে গ্যাছেন, কিন্তু খুব সাবধানে বের কর্‌তে হ'বে। যদি **দক্ষিণ দিকে** মাটি খুড়্‌তে যাও, তবে লক্ষ লক্ষ 'ভীমরুল-বরুলী' উঠে প্রাণ নষ্ট কর্‌বে। **পশ্চিমের** মাটী খুঁড়্‌লে 'যক্ষের' হাতে প্রাণ হারাবে। **উত্তর দিকে** খুঁড়্‌লে 'কৃষ্ণবর্ণের ভীম-দরশন অজগর' বেরিয়ে এসে খেয়ে ফেল্‌বে। তবে পূর্ব্বদিকে অল্প-খুঁড়্‌লেই ধনের পাত্র পাবে।' এই ব'লে সর্ব্বজ্ঞ চলে গেলে তিন ভাইয়ের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া বেধে গেল। ছোট ভাইটী খুব ঠাণ্ডা ছেলে, সে চুপ ক'রে থাক্‌ল। এইরূপে ঝগড়া কর্‌তে কর্‌তে তা'রা সর্ব্বজ্ঞের কথা ভুলে গিয়ে তিন জনে তিন দিকে মাটী খুঁড়্‌তে আরম্ভ ক'রে দিল এবং মাটী সরাবার জন্য ও ধনের পাত্র তুল্‌বার জন্য প্রত্যেকেই আপন আপন গৃহিণীকে ও ছেলে দুটীকে সঙ্গে রেখে দিল।

অল্প মাটী খুঁড়্‌তেই দক্ষিণ-দিক থেকে লক্ষ লক্ষ ভীমরুল-বরুলী উঠ' বড় ভাই, তা'র পত্নী ও ছেলে দু'টীর সর্ব্বাঙ্গে বিষাক্ত হুল দিয়ে ক্রোধের সঙ্গে এমন বিঁধ্‌তে লাগলো যে, বড়বাই, পত্নী ও পুত্র দুইটী দারুণ যাতনায় অস্থির হ'য়ে তন্মুহূর্ত্তেই প্রাণত্যাগ কর্‌ল। পশ্চিম দিকের মাটী খুঁড়ার ফলে এক যক্ষ উঠে' মেজো ভাই, তা'র স্ত্রী ও দু'টী ছেলেকে খেয়ে ফেল্লে এবং উত্তরে মাটী খুঁড়ার ফলে একটী অতিকায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণের অজগর সর্প উঠে' সেজো ভাই, তা'র স্ত্রী ও দু'টী ছেলেকেও চিরদিনের জন্য ঘুম পাড়িয়ে দিল। এইজন্য এখানে এত গোলমাল হ'চ্ছে।"

উপরিউক্ত ঘটনায় দেখা যায় যে, পিতৃধন পাবার তিনটী পথে তিন রকমের বাধা-বিপত্তি ছিল। কেবল পূর্ব্বদিকে কোন ভয় ছিল না। আমাদেরও সেইপ্রকার কৃষ্ণভক্তি-রূপ পিতৃধন পাবার তিনটী পথে তিন রকমের বাধা ও বিপদ্ আছে। তাহা সর্ব্বজ্ঞ বা বৈষ্ণব-ঠাকুর কৃপা ক'রে ব'লে দেন। তাঁ'রা বলেন—

(১) দক্ষিণা-মার্গ বা কর্ম্ম-পথে কৃষ্ণভক্তি পাওয়া যায় না, যে-দিকে লক্ষ লক্ষ স্মার্ত্তের বিষয়-বাসনারূপ ভীমরুল-বরুলী দংশন ক'রে বাধা ও যন্ত্রণা দেয়। (২) পশ্চিম-পথ বা জ্ঞানকাণ্ডে মৃষা-মোক্ষ ও সিদ্ধিকাণ্ড প্রভৃতি ঈশ্বর-সাযুজ্যাদি-রূপ যক্ষ আছে, সেই যক্ষ জীব-সত্তার বিনাশ করে। (৩) উত্তর-মার্গ বা যোগ-পথে অষ্টসিদ্ধি-রূপ কৃষ্ণসর্প ও মায়াবাদীর নরকতুল্য কৈবল্য জীবকে সংহার করে। (৪) তবে পূর্ব্বদিকে বা ভক্তিপথে কোন ভয়, বাধা, বিঘ্ন ও বিপদ্ নাই। সে-দিকে সর্ব্বজ্ঞ বা বৈষ্ণব-ঠাকুর নিজেই কৃষ্ণভক্তি-রূপ পিতৃধনের ভাণ্ডারী হ'য়ে উহা বিতরণ কর্‌ছেন। আর তিনি—আয়, তোরা কে নিবি, কে নিবি ব'লে ডেকে ডেকে, যেচে যেচে, হাতে পায়ে ধ'রে পিতৃধন বিলিয়ে দিচ্ছেন। আরও বল্‌ছেন—"যে এই ধন নিবি, আমি তা'র কেনা দাস হ'ব।" আবার তাঁ'র হাতের এমনি গুণ যে, যত দিচ্ছেন ঐ ধন অফুরন্ত হ'য়ে আছে—কিছুই কম্‌ছে না, বরং বেড়েই যাচ্ছে! আহা! বৈষ্ণব-ঠাকুরের মত এমন দয়াল আর কে আছেন? তাঁ'র দয়ার শেষ নাই। সমুদ্রের জল বরং ক'মে যে'তে পারে বা কোনদিন শুষ্ক হ'তে পারে, কিন্তু বৈষ্ণব-ঠাকুরের দয়ার ভাণ্ডার কম্‌বার নয়, শুষ্ক হ'বার নয়, তাই তিনি "কৃপাসিন্ধু"। তিনি বলেন—

ওরে ভাই! ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা কর দূর।
ভোগের নাহিক শেষ, তাহে নাহি সুখ লেশ,
নিরানন্দ তাহাতে প্রচুর॥
ইন্দ্রিয়-তর্পণ বই, ভোগে আর সুখ কই,
সেও সুখ অভাব-পূরণ।
সে-সুখেতে আছে ভয়, তাকে 'সুখ' বলা নয়,
তাকে দুঃখ বলে বিজ্ঞজন॥
শাস্ত্রে ফলশ্রুতি যত, সেই লোভে শত শত
মূঢ়জন ভোগ-প্রতি ধায়।
সে-সব কৈতব জানি', ছাড়িয়া বৈষ্ণব জ্ঞানী,
মুখ্যফল কৃষ্ণরতি পায়॥
মুক্তি-বাঞ্ছা দুষ্ট অতি, নষ্ট করে শিষ্ট-মতি,
মুক্তি-স্পৃহা কৈতব-প্রধান।
তাহা যে ছাড়িতে নারে, মায়া নাহি ছাড়ে তারে,
তার যত্ন নহে ফলবান্॥
অতএব স্পৃহাদ্বয়, ছাড়ি' শোধ এ হৃদয়,
নাহি রাখ কামের বাসনা।
ভোগ-মোক্ষ নাহি চায়, শ্রীকৃষ্ণ-চরণ পায়,
সেবকের এই ত সাধনা॥

—শ্রীগোপালচন্দ্র দাসাধিকারী (রায়), পুরাণরত্ন
নারমা (মেদিনীপুর)

চৌরাশী-ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)
২১।৯।৫১

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এই বৎসর ঊর্জ্জব্রত-পালনমুখে **৮৪ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার** বিরাট্ আয়োজন করিয়াছেন এবং পথিমধ্যে **গয়া, কাশী, প্রয়াগ**-তীর্থও দর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে। সমিতি আগামী **৩০শে আশ্বিন ১৩৫৮**, ইং **১৭ই অক্টোবর ১৯৫১, বুধবার—হাওড়া ষ্টেশন হইতে রাত্র ৮টা ১০ মিনিটে ডুন এক্স্ প্রেসে যাত্রা করিবেন।** আমরা ধর্ম্মপ্রাণ সকলকে নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী যোগদান করিয়া এই অপূর্ব্ব সুযোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। ইতি—

নিবেদক—**সভ্যবৃন্দ,**
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

নিয়মাবলী ঃ—

(১) ঊর্জ্জব্রত, পরিক্রমা ও তীর্থাদি-দর্শনে ন্যূনাধিক **৩০ দিন সময়** লাগিবে।

(২) প্রত্যেক যাত্রীকে **দুইবেলা প্রসাদ** ও হাওড়া হইতে যাতায়াত **ট্রেনভাড়া** প্রভৃতি খরচের জন্য **২০০৲ টাকা** ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে।

(৩) যাঁহারা পদব্রজে পরিক্রমা করিতে অশক্ত, তাঁহারা ঘোড়াগাড়ী বা গরুর গাড়ীতে পরিক্রমা করিতে পারিবেন। তজ্জন্য পৃথক্ খরচ পড়িবে।

(৪) যাত্রিগণ সংক্ষেপে **শীতোপযোগী** বিছানা, জামা ও চাদর সঙ্গে আনিবেন। আবশ্যকবোধে ১টী ঘটী ও ১টী বাটী লইতে পারেন।

(৫) যাত্রিগণকে **১৮ই আশ্বিনের পূর্ব্বেই** দেয় ভিক্ষার টাকার মধ্যে ১০০৲ টাকা, **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের** নিকট উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে বা জমা দিয়া রসিদ লইতে হইবে।

(৬) অগ্রিম ১০০ টাকা দেওয়া বাদে বাকী টাকা ৩০শে আশ্বিন, ১৭ই অক্টোবর, বুধবার—**বেলা ৩টা হইতে ৬টার মধ্যে** হাওড়া ষ্টেশনের ৫নং প্লাটফর্ম্মে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে।

কালের গতি

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥"

সুখের সংসার-মাঝে
　　দেখি দুঃখ-নিকেতন।
সুখ-স্বপনের পাশে
　　শান্তিহীন জাগরণ॥
মধুর মিলন-মাঝে
　　বিচ্ছেদের তীক্ষ্ণ-বাণ।
প্রফুল্ল কুসুম-রাশি
　　নিমেষেতে হয় ম্লান॥
সুখ-শান্তি-ভালবাসা
　　আশা-স্নেহ ছিনাইয়া।
সরল কোমল বুকে
　　পড়ে বজ্র নির্ঘোষিয়া॥
বুঝিতে না পারি হায়!
　　কালের রহস্য কিছু।
সুখ-সাধ না পূরিতে
　　দুঃখ আসে পিছু-পিছু॥
কালের করাল স্রোতে
　　ভাসিতেছে এ-সংসার।
ফিরায় কালের গতি
　　হেন শক্তি আছে কা'র॥
কালচক্র সমভাবে
　　ঘুরিতেছে নিরবধি।
আবর্ত্তনশীল ধরা—
　　এই ত' বিধির বিধি॥

সে-বিধিরে বাধা দিতে
তব সাধ থাকে যদি।
কৃষ্ণনাম, হে রসনে!
গান কর নিরবধি॥
সব বিধি হ'বে বাধ্য
কৃষ্ণসেবা-সাধনায়।
বিধির বিধাতা সব
অবস্থিত কৃষ্ণ-পায়॥
বিধি ও অবিধি ব'লে
রবে নাকো কিছু আর।
বহিবে অমৃত উৎস
কৈলে কৃষ্ণনাম সার॥
বৈষ্ণবের কৃপা হ'লে গুরু-কৃপা হয়।
গুরু-কৃপা হ'লে পাবে কৃষ্ণ প্রেমময়॥

শ্রীবৈষ্ণব-চরণ-রেণুপ্রার্থী
—**শ্রীহরিদাস রায়**
নারমা (মেদিনীপুর)

যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী

বহু প্রাচীনকালে যাজ্ঞবল্ক্য নামে এক বেদজ্ঞ ঋষি ছিলেন। মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে তাঁহার দুই পত্নী ছিলেন। একদিন মৈত্রেয়ীকে যাজ্ঞবল্ক্য জানাইলেন যে, তিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। অতএব তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীর জন্য ধন-সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিবেন।

ইহা শুনিয়া মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবন্! এই ধনধান্য-পূর্ণা বসুন্ধরা যদি আমার হয়, তাহা হইলে কি আমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব?"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—"না, ইহার দ্বারা তুমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিবে না। তবে ধন-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের জীবন যেরূপ লৌকিক সুখভোগে যাপিত হয়, তোমার জীবনও সেইরূপ সুখভোগে অতিবাহিত করিতে পারিবে; কিন্তু বিত্তের দ্বারা অমৃতত্ব-লাভের কোন আশা নাই জানিবে।"

মৈত্রেয়ী বলিলেন,—"যে ধন বা ধনসাধ্য কর্ম্মের দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব না, তাহা লইয়া আমি কি করিব? অতএব হে ভগবন্। আপনি যাহা অমৃতের সাধন বলিয়া জানেন, তাহাই আমাকে বলুন।"

যাজ্ঞবল্ক্য আনন্দের সহিত মৈত্রেয়ীকে বলিলেন,—"হে মৈত্রেয়ি! তুমি আমার প্রিয়া ছিলে, বর্ত্তমানেও তুমি আমার চিত্তের অনুকূল প্রিয়বাক্যই বলিতেছ। তুমি আমার নিকট উপবেশন কর। আমি তোমার নিকট আত্মতত্ত্বের কথা কীর্ত্তন করিতেছি; খুব মনোযোগের সহিত বিচার করিয়া আমার কথাগুলি শুনিও। মৈত্রেয়ি! পতির প্রীতির জন্য কোন পত্নী পতির প্রিয়-কার্য্য করেন না; কিন্তু নিজের সুখের জন্যই পতির প্রয়োজন সম্পাদন করিয়া থাকেন। এইরূপ পত্নীর প্রয়োজনের জন্যও পতি কখনও পত্নীর প্রিয় হন না। কিন্তু নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই পতি পত্নীর প্রিয় হইয়া থাকেন। পিতা যে পুত্রকে ভালবাসেন, তাহা পুত্রের সুখের জন্য নহে, আত্ম-সুখের জন্যই তাহাকে ভালবাসিয়া থাকেন। এইরূপ ধনের প্রয়োজন সিদ্ধি হউক বা ধনের সুখ হউক, এজন্য লোকে ধনকে ভালবাসে না; কিন্তু নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই ধন লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের সুখের জন্য লোকে ব্রাহ্মণকে ভক্তি করেন না, নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। রাজার প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত রাজা প্রজার প্রিয় হন না; কিন্তু স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই রাজা প্রজার প্রিয় হন। স্বর্গের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য লোকে স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা করেন না; কিন্তু নিজের সুখভোগের জন্যই স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। দেবতাগণের প্রীতির জন্য লোকে দেবতাগণকে ভক্তি করেন না; স্বার্থসিদ্ধির জন্যই দেবতাগণকে শ্রদ্ধা করেন। প্রাণিগণের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য প্রাণিগণ লোকের প্রিয় হন না; কিন্তু স্ব-স্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্যই প্রাণী লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। দুগ্ধ-লাভের জন্য গাভীকে যত্ন করিলে গাভীর প্রতি প্রীতি প্রমাণিত হয় না, উহা নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই প্রমাণিত হইয়া থাকে। মাতা স্নেহভরে সন্তানকে যখন চুম্বন করেন, তখন সন্তান ক্রন্দন করিলেও তিনি তাহা হইতে বিরত হন না; কেন না, মাতা নিজের সুখের জন্যই ঐরূপ করিয়া থাকেন, সন্তানের সুখের জন্য নহে। হে মৈত্রেয়ি!

অধিক কি বলিব? লোকে স্ব-স্ব প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব পতি,পুত্র বা ধনাদির প্রতি যে প্রীতি, তাহা কেবল কপটতা। সেই কপটতা পরিত্যাগ করিয়া যিনি সকলের নিত্য প্রিয়বস্তু, একমাত্র সেই ভগবানের প্রীতির জন্য তাঁহার আরাধনা কর, তাঁহাকেই দর্শন কর, তাঁহার কথা শ্রবণ কর, তাঁহার কথা মনন কর, তাঁহাকেই ধ্যান কর। তাঁহাকে জানিলে সমস্তই জানা হইবে, তাঁহাকেই ভালবাসিলে সকলকেই ভালবাসা হইবে এই ভগবৎ-সেবাদ্বারাই তুমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিবে।"

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

"ভূতানুদ্বেগদায়িতা"

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সাধনভক্তি-লহরীতে ৬৪ প্রকার সাধন-ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে "ভূতানুদ্বেগদায়িতা"কে অন্যতম অঙ্গমধ্যে গণনা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।" প্রাণি-সমূহকে কায়মনোবাক্যে উদ্বেগ-দান-বর্জ্জন ভক্তি-মন্দিরে প্রবেশের অন্যতম দ্বার-স্বরূপ। সুতরাং যাহারা অপর প্রাণীকে কায়মনোবাক্যে তাপ বা উদ্বেগ প্রদানরূপ প্রভুত্ব ও দাম্ভিকতাপ্রসূত আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণপর চিত্তবৃত্তি পরিত্যাগ না করিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ে ভগবৎপ্রীতির আবির্ভাব সুদূর-পরাহত। প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ-প্রদানকে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণ সেবাপরাধ, নামাপরাধ, অবৈষ্ণব-সঙ্গ ও বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দার সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা করিয়াছেন। প্রাণীর প্রতি অবজ্ঞা, দ্বেষ, হিংসা, নিন্দা, সেবাপরাধ, অসৎসঙ্গ, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা প্রভৃতি যেরূপ ভক্তিপথের প্রবল বিঘ্নকারক, প্রাণিমাত্রে কায়মনোবাক্যে উদ্বেগ-প্রদানও সেইরূপ ভক্তি-বিরুদ্ধ অমঙ্গলকর। যাহারা সাধারণ প্রাণীকে অবজ্ঞা করে, তাহাদের প্রতি দ্বেষ ও হিংসা করে, তাহাদিগকে উদ্বেগ প্রদান করে, সর্ব্বভূতান্তর্যামী শ্রীহরি সেইসকল ব্যক্তির পূজা ও বন্দনা প্রভৃতি কিছুই গ্রহণ করেন না। শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিয়াছেন,—

"আমি অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বদাই সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত। যে-সকল ব্যক্তি প্রাণিসমূহে আমার অধিষ্ঠান দর্শনের অভাবে আমাকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক অর্থাৎ ঐ সকল প্রাণীর প্রতি অবজ্ঞার দ্বারা তাহাদের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়স্বরূপ আমাকেই অবজ্ঞা করিয়া আমার অর্চ্চামূর্ত্তির পূজা করে, তাহাদের ঐ অর্চ্চনাদি বিড়ম্বনামাত্র।"

তৃণ-গুল্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বতোভাবে শরণাগত জীব পর্য্যন্ত কাহাকেও উদ্বেগ দিতে হইবে না। যাঁহারা প্রাথমিক উপাসক অর্থাৎ লৌকিক-শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অর্চ্চন করেন, তাঁহারা সর্ব্বভূতে আদর করিতে অবশ্যই শিক্ষা করিবেন। ইহা তাঁহাদের পক্ষে বিধি। তাই শাস্ত্র বলেন,—

"হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ।"

যাঁহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্তি মাত্র লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ "প্রবর্ত্ত" বা কনিষ্ঠ শ্রদ্ধাবান্, তাঁহাদের পক্ষে প্রথম পরিহার্য্য—'অপরকে তাপ' বা 'উদ্বেগ-প্রদান'। আর যাঁহারা ভক্তি-রাজ্যে কিছু অগ্রসর হইয়াছেন, অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান্ সাধক, তাঁহাদের ভগবান্ বিষ্ণুর বৈভব দর্শন হয় বলিয়া তাঁহারা স্বাভাবিকভাবেই সর্ব্ব-ভূতের প্রতি আদর করিয়া থাকেন। তাঁহারা—"জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।"—এই শাস্ত্র-বাক্য সহজভাবে সর্ব্বদাই স্মরণ করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা উন্নত ভক্ত, তাঁহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন,—"সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি।" অর্থাৎ তাঁহারা সর্ব্বত্রই নিজের হৃদয়স্থিত আরাধ্য-বস্তু-কে দর্শন করিয়া মনে করেন—"সকলেই আমার ইষ্টদেবকে সেবা করিতেছে, সুখী করিতেছে; দেখিতেছি, কেবল আমিই হতভাগ্য অযোগ্য।" যিনি ভক্তিরাজ্যে যত উন্নত, তিনি নিজেকে ততোঽধিক অযোগ্য বলিয়া মনে করেন—"সর্ব্বোত্তম আপনারে হীন করি' মানে॥" তাঁহারাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকের মূর্ত্ত-আদর্শ। এই সুনীচতা ও দৈন্যের মধ্যে কপট "আঁকুপাকু"-ভাব বা প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায়ের কপট ব্যবহার নাই; ইহা হৃদয়ের সহজ সরল অভিব্যক্তি। সকল প্রাণীতে কৃষ্ণ-সম্পর্ক ও কৃষ্ণাধিষ্ঠান দর্শন করিয়া কৃষ্ণাজ্ঞা-পালন বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণই ভূতাদরের মুখ্য তাৎপর্য্য।

সম্বন্ধজ্ঞান, স্ব-স্বরূপ ও পর-স্বরূপ-জ্ঞানের অভাব হইতেই জীবমাত্রকেই উদ্বেগ-প্রদান বা পর-পীড়নের প্রবৃত্তি উদিত হয়। যেখানে "আমি কৃষ্ণের ভৃত্য এবং আমার আত্মীয় বা অনাত্মীয়, বন্ধু বা শত্রু সকলেই ভগবানের দাস" এই জ্ঞানের পরিবর্ত্তে অন্যাপেক্ষা নিজেকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান—আমি প্রভু, আমি শাসক, আমি স্বামী, আমি পিতা—এইরূপ জড় দম্ভাদিপ্রসূত অভিমান ও নিজের কাম, ক্রোধ, মৎসরতা, হিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অজ্ঞাত মোহ, সেইখানেই পরপীড়ন-রূপ দুষ্প্রবৃত্তির উদয় হয়। যাহারা প্রাণীসমূহকে কায়মনোবাক্যে পীড়া প্রদান করিয়া সুখ অনুভব করে ও নিজের কার্য্য সমর্থনের জন্য নানাভাবে উদ্যোগী হয়, তাহাদের হৃদয়ে শুদ্ধা ভক্তির আভাসও উদিত হয় নাই। শুদ্ধ-ভক্তের চিত্ত কত

কোমল, কত স্নিগ্ধ, কত মধুর, তাহার অন্তর দেখিলেই জীবের চিত্ত-কাঠিন্য, বিরুদ্ধ-প্রবৃত্তি সবই চলিয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্ব-চরিতে ও তদীয় ভক্তগণের চরিতে দেখা যায়, তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষবিশিষ্ট প্রধান প্রধান শত্রুগণও যে-মুহূর্ত্তে তাঁহাদের স্বল্পমাত্র অথবা পরস্পর-সংস্পর্শে আসিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহাদের চিত্তের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; তাঁহারা সেই সর্ব্বভূতপ্রিয় মহাজনগণের শ্রীচরণে আত্ম-বিক্রয় করিয়া পরম পবিত্র হইয়াছেন।

প্রাণীমাত্রে উদ্বেগ দিতে হইবে না—একথা নিজের স্বপক্ষ, বিপক্ষ, আত্মীয়-অনাত্মীয়, শ্রেষ্ঠ, কনিষ্ঠ সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য। এবং যাহারা নিজ-অপেক্ষা কনিষ্ঠ, নিজের বশ্য, পাল্য, অধীনস্থ, আশ্রিত, এমন কি বাহ্যতঃ শত্রু—ইহাদের সকলের সম্বন্ধেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ এইরূপ ব্যক্তির প্রতিই জীবের কায়মনোবাক্যে উদ্বেগ দেওয়ার অবকাশ থাকে। এবং যাহারা নিজ-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, নিজের পাল্য বা বশ্য নহে, স্বাধীনভাবে আমার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত তাহাদিগকে কায়মনোবাক্যে উদ্বেগ-দানের অবকাশ অপেক্ষাকৃত কমই থাকে। সুতরাং নিজ অপেক্ষা কনিষ্ঠ ও নিজের বশ্য বা পাল্য ব্যক্তিগণের প্রতি ব্যবহারই জীবের 'ভূতানুদ্বেগদায়িতা'র কষ্টি-পাথর। ইংরাজীতে বলে, "Charity begins at home". অর্থাৎ নিজ নিকটস্থ প্রাণীগণের প্রতি দয়া প্রথমে হওয়া আবশ্যক। নিজের আশ্রিত বা শরণাগত ব্যক্তিগণকে অনাহারে অযত্নে রাখিয়া—তৎপ্রতি উদাসীন থাকিয়া পরের উপকারের চেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র। নিজ আত্মীয়-স্বজন বা আশ্রিত-গণের প্রতি আসক্তি যেরূপ গর্হণীয় ও ভক্তির বাধা, তাহাদের প্রতি অবিচার, মর্য্যাদালঙ্ঘন, নিষ্ঠুরতা ও পীড়াদানও সেরূপ নিন্দনীয়। যাহারা ভক্তিপথ আশ্রয় করিয়া ঘটনা-চক্রে উপস্থিত নিজ পিতামাতা বা শিক্ষক প্রভৃতি জাগতিক গুরুজনের প্রতি যথোচিত মর্য্যাদা-দান ও শিষ্টাচার প্রদর্শন না করিয়া, বরং 'স্বজনাখ্য দস্যু-জ্ঞানে' তাঁহাদের প্রতি অশিষ্ট আচরণ ও মর্য্যাদালঙ্ঘনকে ভক্তির পরিপোষক জ্ঞান করিয়া গর্ব্ববোধ করে, গুরুজনের পূর্ব্ব উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহাদের প্রতি সামান্য ভক্তিসম্মত কৃতজ্ঞতাটুকু প্রকাশ করিতে কুণ্ঠাবোধ করে, তাহারা দুইদিন পরে গুরুবৈষ্ণবগণের বর্ত্তমান উপকার ভুলিয়া সুযোগ পাইলে তাঁহাদের প্রতিও ঐরূপ আচরণ প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করিবে কিনা তাহা বিচার্য্য।

এইসকল কথা শুনিয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যদি ভক্তির বিরুদ্ধ কোন কার্য্য, সেবা-শৈথিল্য অথবা ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের অভিনয়কারী কাহাকেও কোন নীতিবিরুদ্ধ দুরাচার করিতে দেখা যায়, তখন সে-স্থলে সেরূপ দুষ্ট ব্যক্তিকে

শাসন করাও কি অভক্তি? তদুত্তর এই যে, উহা অভক্তি না হইলেও ঐরূপ বিচারও সংযত ও শাস্ত্রশাসিত হওয়া আবশ্যক; নতুবা হিতের বিপরীত হইবে। বন্ধুজ্ঞানে কাহারও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত কামক্রোধাদির বশীভূত হইয়া প্রভুত্ব-আকাঙ্ক্ষায় কাহাকে শাসন করিতে গেলে তাহা অভক্তিই হইবে। সাধুগণ বাক্যের দ্বারাই বহির্ম্মুখ জীবকে শাসন করিয়া থাকেন। ইহা জীবের প্রতি তাঁহাদের অপার কৃপার নিদর্শন। আচার্য্য অতি কঠোর-ভাষায় তীব্রভাবে শাসন করিলেও আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণ তাহা সাদরে মাথা পাতিয়া লইয়া থাকেন। আর আমার একটী সামান্য কথাও লোকে শুনিতে চাহে না; ইহার কারণ—সাধুর সেবাময় আদর্শ আচরণ ও মধুর ব্যক্তিত্ব, সকলকে তাঁহার চরণে প্রণত করায়। সাধু অন্তর-বাহিরে পরদুঃখকাতর; আর আমার অন্তর কপটতাপূর্ণ। সাধুর হৃদয় স্নেহে পূর্ণ; আর আমার হৃদয়ে কাহারও প্রতি অকপট নিঃস্বার্থ স্নেহের লেশও নাই। সাধু সকলকেই আপন-জ্ঞান করেন, কিন্তু আমি তাহা করি কি? সাধু পরদুঃখ-দুঃখী, আর আমি পরসুখে দুঃখী। সাধুর প্রত্যেকটী কার্য্য ভগবানের সুখের জন্য; কিন্তু আমার ২৪ ঘণ্টা ভগবৎ-সেবার জন্য ব্যয়িত হয় কি? সাধুর শাসন—জীবের প্রতি অপার কৃপা ও আপন-জ্ঞানের পরিচয়। আর আমি আমার অপূর্ণ প্রতিহিংসা বা কাম-চরিতার্থ করিবার জন্য অথবা অত্যন্ত অসহিষ্ণুতার বশবর্ত্তী হইয়া অবৈধ অনুকরণ-বৃত্তিদ্বারা অপরকে যে শাসন করি, তাহা কি করিয়া ভক্তির কার্য্য হইবে? তাহা আমার ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার চেষ্টা মাত্র—তাহা অসহিষ্ণুতা, অসংযম ও ক্রোধ-রিপুর তাণ্ডবমাত্র। উহা আদৌ ভক্তিরাজ্যের কথা নহে। যদি আমার মন এত শুনিয়াও অনুতপ্ত না হইয়া যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া বলে যে, "আমি ভক্তি শিক্ষা দেওয়ার জন্য এইরূপ করিতেছি।" তাহার উত্তরে শাস্ত্র বলেন—"অভক্তির দ্বারা কি করিয়া ভক্তি-শিক্ষা দেওয়া যায়?" যে-কার্য্য শাস্ত্রে সর্ব্বত্র ও জীবের বিবেক-বুদ্ধিতেও অভক্তি বলিয়া নিন্দিত, সেই কার্য্য দ্বারা আমি কি করিয়া ভক্তি শিক্ষা দিব? অভক্তি কি ভক্তির জননী, না ভক্তিই ভক্তির জননী? ভগবানের শ্রীমন্দির মুছিবার জন্য যেরূপ শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গের উত্তরীয়খানা ঐ সেবায় লাগান অভক্তি, সেইরূপ ভক্তি-শিক্ষা দেওয়ার জন্য অভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করার যে বিচার, তাহাও আত্মবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নহে। দ্বিতীয় কথা, আমার ঐরূপ বিচার যদি ভক্তি হইবে, তবে তাহাতে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ নিশ্চয়ই সুখী হইবেন এবং আমিও প্রসন্নতা লাভ করিব। শ্রীবাস-কর্ত্তৃক কীর্ত্তনবিরোধী-শাশুড়ীর কেশাকর্ষণ ও শ্রীসার্ব্বভৌমের 'ষাঠী রাণ্ডী হউক'—এই অভিশাপ শ্রীগৌরসুন্দরের

সন্তোষজনক হইয়াছিল। কিন্তু আমার ঐরূপ অবৈধ আনুকরণিক চেষ্টায় কৃষ্ণের সন্তোষ হয় কি?

রাজা যদি দণ্ড ধারণ করেন, তবে তাহা শোভা পায়। কিন্তু একজন কয়েদী যদি কৃত্রিমভাবে রাজদণ্ড ধারণ করে, তবে সে নিন্দিত ও দণ্ডিতই হইয়া থাকে। তাহার কথা কেহই শোনে না। অকৃত্রিম স্নেহ ও শুভানুধ্যান হইতে যে শাসন, তাহাতে সীমা লঙ্ঘন হইবার কারণ থাকে না; সে-শাসনে ক্রোধের বা অসহিষ্ণুতার তাণ্ডব নৃত্য নাই। স্নেহহীন, আচরণহীন, দয়াহীন, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সেবাবুদ্ধিহীন ব্যক্তির অসহিষ্ণুতা-জনিত যে শাসন (?) তাহা উৎপীড়নই। তাহাতে শাসক (?) ও শাসিত উভয়েই অসুবিধায় পড়িবেন।

সাধুগণ জীবের মঙ্গলের জন্য অপ্রিয় শ্রেয়োবাক্য বলিয়া জীবের মনোব্যাসঙ্গ-ছেদন করেন, ইহা জীবের প্রতি কৃপারই আদর্শ। সদ্‌বৈদ্য রোগীকে যে আপাত-ক্লেশ দিয়া—উদ্বেগ প্রদান করিয়া পরিণামে নিত্য শান্তি প্রদান করেন, সেই আপাত-উদ্বেগ, 'উদ্বেগ'-পদবাচ্য নহে; তাহা নিত্য শান্তিরই সোপান। তাই বলিয়া সাধুর ঐরূপ কর্কশ-শাসনবাক্যে কোনপ্রকার অশ্লীলতা বা সংযমহীনতা প্রকাশ পায় না—সাধুর ঐ শাসনে কায়িক কোন দণ্ড নাই—ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। কারণ বৈষ্ণব-শাস্ত্রে সাধুর পক্ষে যে শাসন করার অধিকার দেওয়ার কথা আছে তাহাতে বাচিক ও মানসিক কাহারও শরীরে আঘাত করার ব্যবস্থা সমর্থন করা হয় নাই। তবে বৈষ্ণব ও ভগবদ্‌বিদ্বেষীর জিহ্বা-ছেদনের যে ব্যবস্থা দেওয়া আছে, তাহা জিহ্বারূপ অঙ্গের ছেদন নহে, পরন্তু শাস্ত্রবাক্য দ্বারা জিহ্বা-স্তম্ভন বুঝায়—অসদ্ভপক্ষে মৌন অথবা স্থান-ত্যাগই বিধি। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে' ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার 'জৈবধর্ম্ম' ও অন্যান্য গ্রন্থে 'জিহ্বা-ছেদনের' এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর তাঁহার পদাবলীতেও এইরূপ লিখিয়াছেন,—

বৈষ্ণব চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তারে,
থাকে সদা মৌন ধরি॥

ভক্ত ও ভগবদ্-বিদ্বেষীর প্রতি সাধকের এইরূপ শাসন ব্যতীত অন্য প্রকার শাসন শ্রীল ঠাকুর অনুমোদন করেন নাই।

অনর্থযুক্ত দুর্ব্বল ব্যক্তি কৃপার পাত্র। তাহাদিগকে সংযত বাক্যের দ্বারা শাসনই বিধি। হরিভজন-পরায়ণ ব্যক্তিই একমাত্র হরিসেবা-তাৎপর্য্যে অপরের

সংশোধনের জন্য বাক্যদ্বারা শাসন করিতে পারেন ; তাঁহার সেই বাক্যও সংযত হওয়া দরকার, তাহা যাহাতে রিপু-তাড়িত, নীচ, ক্রোধী ব্যক্তিগণের ন্যায় শ্লীলতা ও শিষ্টতার সীমা অতিক্রম না করে, গ্রাম্যবার্ত্তার অন্যতম না হইয়া পড়ে, তদ্বিষয়ে তীব্র সতর্কদৃষ্টি রাখিতেই হইবে। যাঁহারা হরিভজন-পরায়ণ, অবশ্যেও তাঁহাদের বেতালে পা পড়ে না।

যদি পুনঃ পুনঃ হিতোপদেশ দেওয়া-সত্ত্বেও কেহ সংশোধিত না হয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গত্যাগ করাই হরিভজনকারীর কর্ত্তব্য। হরিভজনকারী নিজে ঐরূপ অসদ্ ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ এবং নিজের বন্ধু-বান্ধবদিগকে ঐরূপ অসত্যের সঙ্গ পরিত্যাগে অনুরোধ করিতে পারেন এইমাত্র। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন ইতর নীচ পন্থা হরিভজনকারিগণের অবলম্বনীয় নহে। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভক্তিপথের পথিকগণ কায়মনোবাক্যে অপরকে উদ্বেগ-প্রদান হইতে বিরত থাকিবেন এবং সর্ব্বদা গুরুবৈষ্ণবের পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ করিবেন। অপরের প্রতি ভোগবুদ্ধি ও তদ্মুখ বিচারেই মনের দ্বারা পর-পীড়ন হইয়া থাকে এবং তাহাই ক্রমে ক্রমে বাক্য ও কায়ের দ্বারা পীড়নের আকার ধারণ করে। সুতরাং হরিভজনেচ্ছু ব্যক্তি সর্ব্বদাই ভোগবুদ্ধি পরিত্যাগের যত্ন করিবেন। হরিভজনেচ্ছু সাধকের ইহা সর্ব্বক্ষণ মনে রাখা উচিত যে, কেহ ভক্তের হিংসা করিলেও ভক্ত কখনও হিংসা করেন না ; এমন কি, মনে মনেও তাঁহার ঐ ব্যক্তিকে পীড়ন করার প্রবৃত্তি উদিত হয় না। নিজের প্রতি কেহ বিদ্বেষ করিলে ভক্তগণ তাহাতে ক্ষুব্ধচিত্ত না হইয়া তদ্বিষয়ে উদাসীন থাকেন ; বিদ্বেষকারী অজ্ঞ বলিয়া তাহার প্রতি সাধুর কৃপারই সদ্ভাব দেখা যায়। সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। স্ত্রীর ভূষণ—সতীত্ব, আর সাধুর ভূষণ—'ক্ষমা'। ভগবান্ হরিভজনেচ্ছুর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন, কিন্তু পর-পীড়ন ক্ষমা করেন না। এমন কি, কোন উন্নত সাধকও যদি অন্যায়ভাবে তাঁহা অপেক্ষা কনিষ্ঠ কোন ব্যক্তিকে পীড়া-প্রদান করেন, তবে তাঁহাকেও ঐ অন্যায় কার্য্যের জন্য ভগবানের নিকট হইতে দণ্ড ভোগ করিতে হয়। ইহার উদাহরণ শাস্ত্রে বিরল নহে। কেবল কনিষ্ঠের শ্রেষ্ঠের নিকট অপরাধ হয়, আর শ্রেষ্ঠের কনিষ্ঠের নিকট অপরাধ হয় না—এরূপ নহে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও কনিষ্ঠের নিকট অপরাধী হইতে পারেন। সুতরাং আমরা যাহাতে ভুলক্রমেও কাহারও মনে অন্যায়ভাবে ব্যথা প্রদান না করি—অনধিকার-চর্চ্চা না করি, তদ্বিষয়ে খুব সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

—পণ্ডিত শ্রীদোলগোবিন্দ ভক্তিশাস্ত্রী

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের উত্তর

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯৪ পৃষ্ঠার পর)

মাননীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার বসিরহাটে প্রদত্ত বক্তৃতার প্রতিবাদ-পত্রের উত্তর শেষ হইতে না হইতেই, পুনরায় আর একটী বিস্তৃত প্রতিবাদ পাঠাইয়াছেন। আমার প্রদত্ত উত্তরে প্রসঙ্গক্রমে আমি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ১৩৫৭ সালের ২য় বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার কার্ত্তিক হইতে মাঘ সংখ্যা অর্থাৎ ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ পর্য্যন্ত চারিটী সংখ্যায় "শ্রীজন্মাষ্টমীতে দার্শনিক আলোচনা"-শীর্ষক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তাহাতে অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদের অযৌক্তিকতা ও অসারতা সুষ্ঠুভাবে ও সর্ব্বতোভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অদ্বৈতবাদের বিপদ্ গণনা করিয়াছেন বুঝিলাম।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে পূর্ব্বে আমি প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, তিনি প্রকাশ্য এবং গোঁড়া মায়াবাদী। শুধু তাহাই নহে, তিনি যে প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার মনোগত ভাব যেরূপ প্রস্ফুটিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাও নিরপেক্ষ সমালোচকগণের সমক্ষে ধরিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করি। তাঁহার বর্ত্তমান প্রবন্ধটি মূলতঃ "শ্রীজন্মাষ্টমীতে দার্শনিক আলোচনা"-প্রবন্ধের প্রতিবাদ। প্রকৃত-প্রস্তাবে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চটিয়া যাওয়ায় আমার ঐ প্রবন্ধ ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। আমি সহৃদয় পাঠকবর্গকে উক্ত চারি সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধটী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাহাতে কোন ভাষার জটিলতা নাই, সিদ্ধান্তের কূট বিচারসমূহ সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হইয়াছে। তিনি আমাকে অযথা 'অসৎ-কারণবাদী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি সর্ব্বতোভাবে 'অসৎ-কারণবাদ'কে অস্বীকার করিয়া থাকি। প্রসঙ্গক্রমে আমি শ্রীল শঙ্করাচার্য্যের 'শারীরক-ভাষ্য' হইতে প্রমাণ তুলিয়া দেখাইয়া দিব যে, তিনি 'অসৎ-কারণবাদে'র কি-প্রকার প্রশ্রয় দিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ সর্ব্বতোভাবে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ন্যায়-দর্শনকে অসৎ-কারণবাদী বলিয়া অস্পৃশ্য-বোধ থাকিলে অদ্বৈতবাদিগণ কখনই ন্যায়ের যুক্তি অবলম্বন করিয়া স্বমত-স্থাপনে 'উঠিয়া-পড়িয়া' লাগিতেন না। যদি-ন্যায়ের সাহায্যে 'অদ্বৈতসিদ্ধি'র ন্যায় গ্রন্থ রচিত হইতে পারে, তাহা হইলে ন্যায়ের সাহায্যে উহা খণ্ডনও করা যাইবে না কেন? স্বার্থপরতাই যুক্তিহীনতার লক্ষণ।

প্রতিবাদীর দ্বিতীয় প্রবন্ধে তাঁহার মনোগত ভাবের দুই একটী নিদর্শন এস্থলে উদ্ধার করিতেছি,—

(১) "শ্রীমদ্ মহারাজের নিকট প্রেরিত আমার প্রথম পত্রে **আমার প্রতিবাদ পত্রটী ছাপাইবার জন্য অনুরোধ করি নাই ;** কারণ এই যে—বাদ-প্রতিবাদ উঠিলেই অনেক সময় **অপ্রিয় মন্তব্য** আসিয়া পড়ে। ঐরূপ অবস্থার মধ্যে **নিজেকে মগ্ন করিবার ইচ্ছা** ছিল না।"

(২) "অদ্বৈতবাদিগণের উপর **দৌরাত্ম্য** করিতে গিয়া শ্রীমন্মহারাজ **আত্মবিস্মৃত** হইবার মত অবস্থায় পতিত হইয়াছেন বুঝিলাম।"

এস্থলে **পূর্ব্বপ্রকাশিত** কয়েকটী কথার প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রতিবাদী প্রথম পত্রের শেষ অংশে (৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত) লিখিয়াছেন—"শঙ্করকে শ্রীকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত বিবেচনায় তাঁহাকে বৈষ্ণবের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করত আমাদের * * চিরকৃতজ্ঞ করুন।"

এই উক্তি হইতে স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া শঙ্করাচার্য্যকে বৈষ্ণব সাব্যস্ত করা হউক। কিন্তু দার্শনিক সমাজ আচার্য্য শঙ্করকে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বিশেষতঃ শঙ্কর-সম্প্রদায়ের লোকসকল অর্থাৎ অদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদিগণ ইহা কখনই অঙ্গীকার করেন না।

ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবগণ পরব্রহ্ম ভগবানকে যেরূপ সচ্চিদানন্দ, নিত্য ও সনাতন বস্তু বলিয়া স্বীকার করেন, তদ্রূপ অণুচৈতন্য ভগবদ্ভক্ত জীবসকলও নিত্য ও সনাতন। এতদ্ব্যতীত জীব ও ভগবানের মধ্যবর্ত্তী ভক্তি-বৃত্তিও নিত্যা ও সনাতনী। সেব্য, সেবক ও সেবার নিত্যত্বই ভগবদ্ভক্তগণের নিকট শ্রীব্যাস-রচিত সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত।

আচার্য্য শঙ্কর এই তত্ত্বত্রয়ের নিত্যত্ব কোথাও স্বীকার করেন নাই। দুঃখের বিষয়, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'শঙ্কর-ভাষ্যে'র আলোচনা নাই। থাকিলে তিনি এই সত্য অবনত-মস্তকে স্বীকার করিতেন। আচার্য্য শঙ্করের কষ্ট-কল্পনায়, তর্কে ও বিচারে একবস্তু ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুর নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই। যাহা কিছু ভেদ বা দ্বৈত এবং যাহা কিছু প্রত্যক্ষ সমস্তই তিনি মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, যদিও ইহা আদৌ প্রতিপন্ন হয় নাই। আচার্য্য শঙ্কর নির্গুণ-শ্রুতির বহুমানন করিয়া অন্যান্য শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাসাদি বহু গ্রন্থাদিই তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। এমন কি, বেদকেও তিনি মিথ্যা বলিয়া যুক্তি প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করেন নাই। বেদের প্রামাণ্য স্থির করিতে হইলেও

তাহাতে স্বকপোল-কল্পিত তর্কের আবশ্যকতা আছে বলিয়া বহু যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। অথচ "তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই"—ইহা বেদ ও বেদান্তের সুস্থির সিদ্ধান্ত।

অবশ্য একথা সত্য, 'শারীরক-ভাষ্যে' আচার্য্য শঙ্কর বহু ভাল কথা লিখিয়াছেন। প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্রেই যুক্তিসঙ্গতরূপে বহু ভালকথা লিপিবদ্ধ থাকে। নচেৎ তাহা সাধারণ লোকের গ্রহণে উৎসাহ হয় না। যিশুখৃষ্টের বাইবেল অর্থাৎ 'ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট' (Old Testament) ও নিউ টেষ্টামেণ্টের (New Testament) জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রভৃতি বহু ভাল কথা শঙ্কর-ভাষ্যে ও তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি; বৌদ্ধ, জৈন, কাপালিক, কর্ম্মী ও মুসলমানদেরও বহু ভাল কথা আচার্য্য শঙ্করের গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। তজ্জন্য শ্রীশঙ্করকে খৃষ্টিয়ান্, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান প্রভৃতি বলা চলিবে কি? পরস্পর ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে সাধারণ বহু কথাই সমভাবে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তজ্জন্য সমস্ত ধর্ম্মমতগুলিকে এক বলা চলে না। কারণ, সমস্তই এক বলিয়া স্বীকৃত হইলে মনীষিগণের মধ্যে এইরূপ তারতম্যমূলক সম্প্রদায় পরিলক্ষিত হইত না। প্রত্যেক ধর্ম্মমতের মূল তত্ত্ব-বিচারের মধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা লইয়াই দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে বিচার হইয়া থাকে। তাহা না হইলে আচার্য্য শঙ্করই বা কেন সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন, কাপালিক প্রভৃতি মতবাদিগণের বিচার খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিবেন?

দ্বিতীয়তঃ, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করিয়া লিখিয়াছেন,—আমি অদ্বৈতবাদিগণের উপর দৌরাত্ম্য করিয়াছি। কিন্তু আমি ইহা সর্ব্বতোভাবে অস্বীকার করি। আমার বক্তব্য,—অদ্বৈতবাদ অসার ও অযৌক্তিক। ইহা আমি "শ্রীজন্মাষ্টমীতে দার্শনিক আলোচনা"-প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে প্রদর্শন করিয়াছি। তাহাই কি অদ্বৈতবাদিগণের উপর দৌরাত্ম্য হইল? যদি বিচার-যুক্তিতে ও শাস্ত্রাদি প্রমাণমূলে মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ অযৌক্তিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় এবং বৈষ্ণবগণের ভক্তিসিদ্ধান্তই যদি সার বলিয়া গৃহীত হয়, তাহাতে নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ পরিতুষ্টই হইবেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহাকে 'দৌরাত্ম্য' মনে করায় তাঁহার প্রকৃত মুখোস খুলিয়া পড়িয়াছে। তিনি যতই "শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব (?) জয়তি" এবং "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক"—এইরূপ লিখুন না কেন, তিনি যে শ্রীচৈতন্য-বিরোধী, ইহা তাঁহার লেখনীর প্রত্যেক ছত্রই প্রমাণ করিয়া দিতেছে। "একে নিন্দে, আরে বন্দে এই মত ভণ্ড"—শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের এই উক্তিই তাহার প্রমাণ। কেহ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মানেন,

শ্রীজীব গোস্বামীকে মানেন না ; আবার জীব গোস্বামীকে মানেন, শ্রীকবিরাজ গোস্বামীকে মানেন না ; কবিরাজ গোস্বামীকে মানেন, কিন্তু শ্রীবলদেব বিদ্যা-ভূষণকে মানেন না ; কেহ আবার কবিরাজ গোস্বামীর সহিত শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের মিল খুঁজিয়া না পাইয়া শ্রীচৈতন্য-বিদ্বেষী হইয়া পড়েন ; কেহ বা 'বিমানবিহারী' হইয়া নিরাকার-নির্ব্বিশেষ আকাশে উড়িতে গিয়া ডানা ভাঙ্গিয়া মোহান্ধ-কূপে পতিত হন। ইহারা সকলেই "অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বে"র ছদ্মবেশী দৌরাত্ম্যকারী।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আরও বুঝিয়াছেন যে, আমি "আত্মবিস্মৃত হইবার মত অবস্থায় পতিত" হইয়াছি। তিনি এই বাক্যের দ্বারা আমার কোন্ যুক্তিকে খণ্ডন করিতেছেন বুঝিতে পারিলাম না। তবে শঙ্করের ন্যায় অদ্বৈতবাদিগণের স্বভাবে এইরূপ অসংযত লেখনীর ধারা প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, প্রতিবাদীর দ্বিতীয় প্রবন্ধ যত বড়ই হউক না কেন, আমি তাহার প্রত্যেকটী বিচারের প্রতিবাদ এই পত্রিকায় প্রকাশ করিব এবং "তদ্দ্বারা মহারাজের অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য" সাধিত হইবার বাক্যের সফলতা হইবে এবং অদ্বৈতবাদীর প্রকৃত স্বরূপ সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

প্রতিবাদীর দ্বিতীয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে ২।১টী মন্তব্য এস্থলে লিখিত হইল মাত্র। প্রথম প্রবন্ধের প্রতিবাদ আমরা আগামী সংখ্যা হইতে পুনরায় প্রকাশ করিতে থাকিব। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাব্দ—৪৬৫ ; কার্ত্তিক—১৩৫৮

৫ দামোদর, ২ কার্ত্তিক, ২০ অক্টোবর, শনিবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী দি ১০।২। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব।

৮ দামোদর, ১০ কার্ত্তিক, ২৩ অক্টোবর, মঙ্গলবার—কৃষ্ণ-অষ্টমী দি ৪।১২। বহুলাষ্টমী শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান-দানাদি মহোৎসব। মতান্তরে **শ্রীল গদাধর গোস্বামীর তিরোভাব।**

৯ দামোদর, ৬ কার্ত্তিক ২৪ অক্টোবর, বুধবার—কৃষ্ণ-নবমী রা ৬।০। শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব।

১১ দামোদর, ৮ কার্ত্তিক, ২৬ অক্টোবর, শুক্রবার—কৃষ্ণ-একাদশী রা ৮।২৭।
শ্রীরমা একাদশীর উপবাস।

১২ দামোদর, ৯ কার্ত্তিক, ২৭ অক্টোবর, শনিবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী রা ৮।৫৬।
দিবা ৯।২৭ মধ্যে একাদশীর পারণ। শ্রীপাট পানিহাটীতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শুভবিজয়। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব।

১৩ দামোদর, ১৩ কার্ত্তিক, ৩১শে অক্টোবর, বুধবার—গৌর-প্রতিপৎ রা ৫।৫৮। **পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব।** শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের তিরোভাব। শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর আবির্ভাব।

১৪ দামোদর, ১৪ কার্ত্তিক, ১ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার—গৌর-দ্বিতীয়া দি ৪।১৩। শ্রীল বাসুদেব ঘোষের তিরোভাব।

২২ দামোদর, ১৯ কার্ত্তিক, ৬ নভেম্বর, মঙ্গলবার—গৌরাষ্টমী রা ২।৪০। শ্রীগোপাষ্টমী ও শ্রীগোষ্ঠাষ্টমী। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যের ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব।

২৫ দামোদর, ২২ কার্ত্তিক, ৯ নভেম্বর, শুক্রবার—গৌরৈকাদশী রা ৯।২৯। **শ্রীউত্থানৈকাদশীর উপবাস। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব।**

২৬ দামোদর, ২৩ কার্ত্তিক, ১০ নভেম্বর, শনিবার—গৌর-দ্বাদশী রা ৮।২৮। **পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৮ মধ্যে একাদশীর পারণ।** দ্বাদশ্যারম্ভপক্ষে চাতুর্ম্মাস্য ও উর্জ্জব্রত সমাপ্ত। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে ও শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে **শ্রীল গৌরকিশোর দাস-গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব।**

২৯ দামোদর, ২৬ কার্ত্তিক, ১৩ নভেম্বর, মঙ্গলবার—পূর্ণিমা রা ৮।২১। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের হৈমন্তিকী রাসযাত্রা। **পৌর্ণমাস্যারম্ভপক্ষে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত ও উর্জ্জব্রত সমাপ্ত।** শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীল কাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব।

গৌরাব্দ ৪৬৫ ; অগ্রহায়ণ—১৩৫৮

১২ কেশব, ৯ অগ্রহায়ণ, ২৫ নভেম্বর, রবিবার—কৃষ্ণৈকাদশী দি ১১।৩৭।
উৎপন্না একাদশীর উপবাস।

১৩ কেশব, ১০ অগ্রহায়ণ, ২৬ নভেম্বর, সোমবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী দি ১১।৫।
দিবা ৯।৩৫ মধ্যে একাদশীর পারণ। শ্রীকালাকৃষ্ণদাস ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব।

২৬ কেশব, ২৩ অগ্রহায়ণ, ৯ ডিসেম্বর, রবিবার—গৌরৈকাদশী দি ১১।৪।
মোক্ষদা একাদশীর উপবাস।

২৭ কেশব, ২৪ অগ্রহায়ণ, ১০ ডিসেম্বর, সোমবার—গৌর-দ্বাদশী দি ১১।৫।
দি ৯।৪২ মধ্যে একদশীর পারণ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩য় বর্ষ | গর্ভোদশায়ী, ৩ কেশব, ৪৬৫ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ২৯ কার্ত্তিক, ১৩৫৮; ইং ১৬।১১।৫১ | ৯ম সংখ্যা

শ্রী শ্রীরাধিকাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

রসবলিত-মৃগাক্ষী-মৌলিমাণিক্য-লক্ষ্মীঃ
প্রমুদিত-মুরবৈরি-প্রেমবাপী-মরালী।
ব্রজবর-বৃষভানোঃ পুণ্য-গীর্ব্বাণবল্লী
সুপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু॥ ১॥

স্ফুরদরুণ-দুকূল-দ্যোতিতোদ্যন্নিতম্ব-
স্থলমভি বরকাঞ্চী-লাস্যমুল্লাসয়ন্তী।
কুচকলস-বিলাস-স্ফীত-মুক্তাসর-শ্রীঃ
সুপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু॥ ২॥

সরসিজবর-গর্ভাখর্ব্ব-কান্তিঃ সমুচ্চৈঃ
তরুণিম-ঘনসারাশ্লিষ্ট-কৈশোর-সীধুঃ।
দর-বিকশিত-হাস-স্যন্দি-বিম্বাধরাগ্রা
স্বপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৩ ॥

অতি-চটুলতরং তং কাননান্তর্ম্মিলন্তং
ব্রজ-নৃপতি-কুমারং বীক্ষ্য শঙ্কাকুলাক্ষী।
মধুর-মৃদুবচোভিঃ সংস্তুতা নেত্রভঙ্গ্যা
স্বপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৪ ॥

ব্রজকুল-মহিলানাং প্রাণভূতাখিলানাং
পশুপপতি-গৃহিণ্যাঃ কৃষ্ণবৎ প্রেমপাত্রম্।
সুললিত-ললিতান্তঃস্নেহ-ফুল্লান্তরাত্মা
স্বপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৫ ॥

নিরবধি সবিশাখা শাখিযূথ-প্রসূনৈঃ
স্রজমিহ রচয়ন্তী বৈজয়ন্তীং বনান্তে।
অঘবিজয়-বরোরঃপ্রেয়সী শ্রেয়সী সা
স্বপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৬ ॥

প্রকটিত-নিজবাসং-স্নিগ্ধবেণু-প্রণাদৈ-
র্দ্রুতগতি হরিমারাৎ প্রাপ্য কুঞ্জে স্মিতাক্ষী।
শ্রবণকুহর-কণ্ডূং তন্বতী নম্র-বক্ত্রা
স্বপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৭ ॥

অমল-কমলরাজিস্পর্শি-বাত-প্রশীতে
নিজ-সরসি নিদাঘে সায়মুল্লাসিনীয়ম্।
পরিজনগণ-যুক্তা ক্রীড়য়ন্তী বকারিং
স্বপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৮ ॥

পঠতি বিমলচেতা মৃষ্ট-রাধাষ্টকং যঃ
পরিহৃত-নিখিলাশা-সন্ততিঃ কাতরঃ সন্।
পশুপপতি-কুমারঃ কামমামোদিতস্তং
নিজ-জনগণ-মধ্যে রাধিকায়াস্তনোতি ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

যিনি সুরসিকা মৃগাক্ষী স্ত্রীগণের শিরোমাণিক্যের শোভাস্বরূপা এবং আনন্দিত মুরবৈরি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-দীর্ঘিকার হংসী, যিনি ব্রজশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃষভানু-রাজের পবিত্র কল্পলতা-স্বরূপা, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে স্বীয় দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ১ ॥

রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র-সুশোভিত নিতম্বোপরি ইতস্ততঃ দোদুল্যমান ক্ষুদ্র-ঘণ্টিকা দ্বারা যিনি নৃত্য প্রকাশ করিতেছেন এবং কুচ-কুম্ভোপরি সঞ্চলিত সুদীর্ঘ মুক্তা-মালার দ্বারা যাঁহার শোভা সম্পন্ন হইতেছে, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমায় নিজ-দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ২ ॥

যাঁহার মধ্যদেশ উৎকৃষ্ট পদ্ম-কর্ণিকার ন্যায় অতিশয় কান্তিবিশিষ্ট, যাঁহার কৈশোরামৃত সমুজ্জ্বল তারুণ্য-রূপ কর্পূর দ্বারা মিশ্রিত হইয়াছে এবং যাঁহার বিম্বাধরাগ্র ঈষৎ-প্রকাশিত হাস্য-রস বিস্তার করিতেছে, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে স্বীয় দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ৩ ॥

কাননাগত অতি চপল সেই ব্রজরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া যাঁহার নেত্রদ্বয় শঙ্কাকুল হইয়াছে এবং যিনি নেত্রভঙ্গি বিস্তার করিয়া সুমধুর মৃদুবাক্য দ্বারা কৃষ্ণকে স্তব করিয়া থাকেন, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমায় নিজ-দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ৪ ॥

যিনি নিখিল ব্রজ-মহিলাগণের প্রাণ-স্বরূপা এবং নন্দরাজ-পত্নী যশোদাদেবীর কৃষ্ণ-তুল্য স্নেহের পাত্রী, যাঁহার অন্তরাত্মা ললিতা-সখীর সুললিত আন্তরিক স্নেহে প্রফুল্লিত হয়, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে স্বীয় দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ৫ ॥

এই বনমধ্যে যিনি নিরন্তর বিশাখার সহিত নানা বৃক্ষের বিবিধ পুষ্পদ্বারা বৈজয়ন্তী-মালা রচনা করিতেছেন, যিনি শ্রেয়সী অর্থাৎ মঙ্গলস্বরূপা, অতএব অঘবিজেতা শ্রীকৃষ্ণের উৎকৃষ্ট বক্ষঃস্থলে পরম প্রেয়সীরূপা হইয়াছেন, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমায় নিজ-দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ৬ ॥

যিনি বেণুধ্বনি শ্রবণপূর্ব্বক কুঞ্জমধ্যে কৃতনিবাস শ্রীকৃষ্ণের নিকট দ্রুত গমন করিয়া নেত্রদ্বয় ঈষৎ উন্মীলন করত নত-বদনা হইয়া কর্ণকুহরে কণ্ডূয়ণ বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে স্বীয় দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ৭ ॥

নির্ম্মল পদ্মরাজি-সংস্পর্শশীল বায়ুদ্বারা সুশীতল নিজ সরোবর রাধাকুণ্ডে যে শ্রীরাধিকা গ্রীষ্ম-সময়ের সায়ংকালে পরমানন্দ লাভ করত সখীগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া বকাসুর-বিনাশী শ্রীকৃষ্ণকে ক্রীড়া করাইতেছেন, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমায় নিজ-দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ৮ ॥

যিনি নিখিল আশা-পরম্পরা পরিত্যাগ করত কাতর-স্বভাবে নির্ম্মল-চিত্ত হইয়া এই পরিশুদ্ধ শ্রীরাধাষ্টক পাঠ করেন, গোপরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে শ্রীরাধিকার নিজগণ-মধ্যে পরিগণিত করেন ॥ ৯ ॥

অপ্রকট-তিথি *

শ্রীল বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-কাল ও স্থান

আট বৎসর পূর্ব্বে শ্রীউত্থান-একাদশী-তিথির ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীজাহ্নবী-বক্ষে শ্রীধাম-নবদ্বীপে এক মহাত্মা প্রকটলীলা-সমাপ্তির অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার সূচক-স্মৃতিদিবস বর্ত্তমান বর্ষে সন্নিকটবর্ত্তী। ঢাকাস্থিত শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে আগামী বুধবার, ১৫ই কার্ত্তিক সেই জগদারাধ্য মহাত্মহোদয়ের স্মৃতি মহোৎসব-হইবে।

অক্ষজ-দৃষ্টিতেও শ্রীগৌরকিশোরের মহত্ত্ব

এই বৈষ্ণব-শিরোভূষণের কথা অনেকে জানেন না—অনেকে অক্ষজ-জ্ঞানে বিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান শুদ্ধবৈষ্ণব-জগৎ তাঁহার আদর্শ লীলার সৌন্দর্য্য-দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইতেছেন। অক্ষজ-জ্ঞানে সেই মহাত্মাকে দর্শন করিতে গেলেও আমরা তাঁহার অলৌকিক ও অনুপম বিষয়-বিরাগ লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হই। তাঁহার সদৃশ বিরক্ত পুরুষের ইতিহাস, ভারতীয় হরিজন-গগনে বহুদিন পরিলক্ষিত হয় নাই।

অধোক্ষজ-দর্শনে শ্রীল ঠাকুরের ভজনের সর্ব্বোত্তমতা

সদাচার-রত আচার্য্য-জগতে অক্ষজজ্ঞানে তাঁহার সর্ব্বোপরি আদর বিচারিত না হইলেও অধোক্ষজ সেবাপর শুদ্ধভক্তগণ তাঁহাকে অধোক্ষজ-ভক্তি-তৎপর

---

* এই প্রবন্ধ শ্রীল ঠাকুর গৌরকিশোর-দাস বাবাজী মহারাজ সম্বন্ধে ১১ই কার্ত্তিক, ১৩২৯ সালে লিখিত এবং ইহা ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' হইতে উদ্ধৃত।

ভগবদাশ্রয়-জাতীয় বস্তু বলিয়াই লক্ষ্য করেন। আমাদের ন্যায় মর্ত্ত্য-মানব, কোন্ কোন্ সেবার অবলম্বনে ব্রজেন্দ্রনন্দন ও বৃষভানু-কুমারীর সুদুর্লভ নিত্যসেবা লাভ করিবেন সেই অপ্রাকৃত স্মরণ-চিত্র যে জীবনে সুষ্ঠুভাবে প্রতিভাত হইয়াছে, সেই চরিত্রের স্মরণী-সেবা কৃষ্ণোন্মুখ ভক্ত-জগতের কিরূপ আদরণীয়, তাহা ভাষায় পরিস্ফুট করিতে অসমর্থ।

শ্রীল গৌরকিশোরের গুরু-পরম্পরা

এই মহাজন এই প্রপঞ্চে **শ্রীগৌরকিশোর-দাস গোস্বামী** নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। লৌকিক ভাগবত-পরম্পরা যাঁহাদের আলোচ্য তাঁহাদের পাঠ্য-বিষয়রূপে আমরা লিপিবদ্ধ করিতে পারি যে, তিনি শ্রীমাথুর-মণ্ডলের শ্রীসূর্য্যকুণ্ড-বাস্তব্য **শ্রীভাগবত-দাসের** অনুগ বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-জগতে প্রসিদ্ধনামা **শ্রীজগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজ** শ্রীমদ্ভাগবত-দাসের আরাধ্যবস্তু। শ্রীজগন্নাথ-দাস মহারাজ, শ্রীমধুসূদন দাস, শ্রীউদ্ধবদাস, শ্রীগোবিন্দ-দাস (বলদেব), শ্রীশ্যামসুন্দর দাস (রাধা-দামোদর), শ্রীবিশ্বনাথ প্রমুখ ভক্তাধিরাজগণকে উত্তরোত্তর ভাগবত-বর্য্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

চ্যুত ও অচ্যুত-বংশ কাহাকে বলে ?

শ্রীগৌর-বংশ-বর্ণনে শ্রীবৃন্দাবন-দাস ঠাকুরের উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি —

নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-সুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥

—বলিয়া শ্রীভগবানকে স্তব করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের কোন শৌক্র-বংশ বা চ্যুতগোত্রীয় শাখা নাই। তাঁহার অচ্যুতগোত্রীয় সন্তানসমূহে আজ ভারতের নানাস্থান তীর্থীভূত হইয়াছে। চ্যুতগোত্রীয় সন্তানসমূহ যাহাদিগকে ঋষিকুল বা ব্রাহ্মণকুল বলা হয়, তাহারা নিজ নিজ অক্ষজ-ধারণায় অচ্যুতের প্রকৃত বংশ হইতে আপনাদিগকে দূরে অক্ষজ-জ্ঞান দ্বারা বিক্ষিপ্ত করেন মাত্র। অচ্যুতগোত্রীয়গণ কোনদিনই শ্রীগৌর-ভগবান্ হইতে দেশ-কাল-পাত্রের ব্যবধানে চ্যুত হন না।

ভাগবত-পরম্পরা কাহাকে বলে ও তাহার উৎকর্ষ

অক্ষজ-জ্ঞানে পরিদৃষ্ট ব্যবহারিক পাঞ্চরাত্রিক পরম্পরাকেও তাঁহারা সকল সময় ভাগবত-পরম্পরা বলেন না। চ্যুত-গোত্রের পরিচয়ে চ্যুত-ধারার গুরু-

পারম্পর্য্য তাঁহাদের বর্ণনীয় বিষয় হইলেও, অচ্যুত পারম্পর্য্যই অধোক্ষজ-সেবার একমাত্র উপযোগী। অনেক স্থলে অধোক্ষজ-পারম্পর্য্য অক্ষজ-দ্রষ্টার হস্তগত হইবে জানিয়া এবং তাহার অপব্যবহার হইবে জানিয়া তাহা অপ্রকাশিত আছে। লৌকিক পারম্পর্য্য ব্যতীত শ্রদ্ধা-নদী যে পারম্পর্য্য সম্বন্ধ-জ্ঞানে স্বীকার করেন, তাহাই প্রকৃত ভাগবত-পরম্পরা।

শ্রীগৌরসুন্দরের অচ্যুত-বংশাবলী

সেই পারম্পর্য্যে অচ্যুত-গোত্রে শ্রীগৌরসুন্দরের বংশে ঠাকুর শ্রীনরোত্তমের আবির্ভাব। শ্রীনরোত্তম হইতেই শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুর শুদ্ধভক্তি বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীদামোদর-স্বরূপ শ্রীগৌড়ীয়গণের আদি-পুরুষ। তাঁহার পূজার পাত্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। আচার্য্য 'দামোদর'-স্বরূপের অপ্রাকৃত রূপাদি ছয় গোস্বামীর মূলপুরুষ শ্রীসনাতন। সেই সনাতনের রূপ, শ্রীরূপের রঘুনাথ ও শ্রীজীব। শ্রীরূপের শ্রীগোপাল-ভট্ট ও শ্রীরঘুনাথ-ভট্ট। শ্রীসনাতনের প্রচার্য্য বিষয় **ভক্তিসিদ্ধান্ত** ও বৈষ্ণবাচার শ্রীগোপাল-ভট্টে ন্যস্ত। শ্রীগোপাল-ভট্ট, তুঙ্গবিদ্যা-দেবীর প্রকাশ-মূর্ত্তি শ্রীগৌরপ্রিয় শ্রীত্রিদণ্ডী প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামীর প্রচার্য্য সম্পত্তির মালিক। শ্রীপ্রবোধানন্দপাদ শ্রীগৌর-সুন্দরের নিকট যে পুত্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহার পারমহংস্যাচার শ্রীসনাতন প্রমুখ গোস্বামিষট্‌কে প্রকটিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, ও তাহাই শ্রীগৌরকিশোরের আচরিত ধর্ম্ম এবং গৌড়ীয়ের প্রচার্য্য বিষয়

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপাদ গৌরকিশোর-দাস প্রভুবর সেই **ত্রিদণ্ডিপাদের** সহায়তার জন্য যে আচার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই গৌড়ীয় কীর্ত্তনকারী মাধ্ব-গৌড়ীয়-গণের প্রচারের বিষয় হউক। তাহা এই—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্—৯০)

শ্রীগৌরসুন্দরের মহা-শিক্ষা—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ (শিক্ষাষ্টক—১)

শ্রীত্রিদণ্ডিপাদকে উপরি লিখিত শ্লোকের প্রচারে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, আর সেই প্রচারিত বিষয় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ মহোদয়ের অভিন্ন-হৃদয়-সুহৃৎ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপাদবর নিজ চরণে প্রদর্শন করিয়াছেন। আমাদের সেই গুরুসেবা-দিবসে আমরাও তাহা কীর্ত্তন করিয়া গুরুকুলের সেবা করি।

—শ্রীল প্রভুপাদ

---

(৪) নিয়মাগ্রহ

Published in

'নিয়মাগ্রহ' দুইপ্রকার—'বিধি' ও 'নিষেধ'

নিয়ম দুই প্রকার অর্থাৎ 'বিধি'-লক্ষণ ও 'নিষেধ'-লক্ষণ। যাহা যাহা করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সকলই বিধি-লক্ষণ-নিয়ম। যাহা যাহা নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সকলই নিষেধ-লক্ষণ-নিয়ম। উভয় লক্ষণ-নিয়মই জীবের মঙ্গলজনক।

জীবের উপাদেয়তা-লাভের প্রত্যেক ক্রম-সোপানেরই বিধি এবং নিষেধ বর্ত্তমান

বদ্ধজীব অত্যন্ত হেয় অবস্থা হইতে অত্যন্ত উপাদেয় অবস্থা-প্রাপ্তির যোগ্য। তদুভয় অবস্থার মধ্যে অনেক অবস্থা আছে। প্রত্যেক অবস্থাই একটী 'ক্রম'-সোপান। প্রত্যেক 'ক্রম'-সোপানই জীবের এক একটী বিশ্রাম-স্থল। প্রত্যেক ক্রম-সোপানেই পৃথক্ পৃথক্ বিধি-নিষেধরূপ কতকগুলি নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে; জীব যখন যে সোপানে পদ রাখিয়া বিশ্রাম করিতে থাকেন, তখন সেই সোপানের নির্দ্দিষ্ট বিধি-নিষেধ-পালনে তিনি বাধ্য। সেই নির্দ্দিষ্ট বিধি-নিষেধ পালন করিতে করিতে তাঁহার অব্যবহিত পর-সোপান-প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ হয়। ঐ যোগ্যতা লাভ করিতে না পারিলে তিনি পদচ্যুত হইয়া নিম্নস্থ সোপানে নামিয়া পড়েন। ইহার নাম দুর্গতি। উচ্চ-সোপান-প্রাপ্তির নাম সদ্গতি।

স্বাধিকার-নিষ্ঠাই 'গুণ' ও তাহা ত্যাগের নাম 'দোষ'

স্বীয় সংপ্রাপ্ত সোপান-সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি যথাযোগ্য পালনের নাম 'স্বধর্ম্ম' বা স্বাধিকার-নিষ্ঠা। স্বাধিকার-নিষ্ঠাই 'গুণ' এবং স্বাধিকার-নিষ্ঠা-ত্যাগের নাম

'দোষ'। গুণ-দোষ বলিয়া আর কিছু নাই। অতএব শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে এই উপদেশ বলিয়াছেন—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ॥
দেশকালাদিভাবানাং বস্তূনাং মম সত্তম।
গুণদোষৌ বিধীয়েতে নিয়মার্থং হি কর্ম্মণাম্॥

(ভাঃ ১১।২১।২,৭)

স্বাধিকার-নিষ্ঠাই 'গুণ' এবং তদ্বিপর্য্যয়ই 'দোষ'—ইহাই সত্য সিদ্ধান্ত। দেশ কাল ও বস্তুসকলে জীবের কর্ত্তব্য-নিয়মের জন্য গুণ ও দোষের বিধান হইয়াছে।

নিত্য ও নৈমিত্তিক বিধি-নিষেধের মধ্যে 'নিত্য', যথা ঃ—

এই বিধি-নিষেধাত্মক নিয়ম আবার বিচার করিতে গেলে নিত্য ও নৈমিত্তিক-ভেদে দ্বিবিধ হয়। জীব বিশুদ্ধ চিদ্বস্তু।

তাঁহার নিত্য-স্বভাবে অবস্থিতি-কালে যে বিধি-নিষেধাত্মক নিয়ম আছে, তাহা **নিত্য নিয়ম**। তিনি সংসার প্রাপ্ত হইয়া মায়া-দত্তোপাধি দ্বারা স্বীয় সিদ্ধ অবস্থা হইতে যে পৃথক্ অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাহা ঔপাধিক। সেই ঔপাধিক অবস্থাই বহুবিধ; নিত্য অবস্থা অদ্বয় ও এক।

নিত্য-অবস্থায় জীবের প্রেমই বিধি ও মৎসরতাই—নিষেধ। সেই বিধি-নিষেধাত্মক নিয়ম জীবের নিত্য-স্বভাবের অনুগত। মৎসরতাশূন্য প্রেমময় জীব নিত্য-রসের আশ্রয়। রস পঞ্চবিধ হইলেও এক অখণ্ড চিন্ময় তত্ত্ব। সে-অবস্থার নিয়ম আমাদের এস্থলে বিচার্য্য নয়। কেবল এইমাত্র জানা আবশ্যক যে, সেই অবস্থায় জীবের নিত্য-স্থিতি।

নৈমিত্তিক বিধি-নিষেধ, যথা ঃ—

নৈমিত্তিক অবস্থায় নিময়সকল বহুবিধ হইলেও স্থূল-লক্ষণ বিচারপূর্ব্বক সমস্ত সোপানগুলিকে তিনটী সীমাবদ্ধ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বেদ, গীতা, স্মৃতিসকলের মতেই **কর্ম্ম, জ্ঞান** ও **ভক্তি**—এই তিনটী স্থূল বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক বিভাগে কতকগুলি বিধি ও কতকগুলি নিষেধ নির্দ্দিষ্ট আছে। **কর্ম্ম-বিভাগে** বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম এবং তদনুগত দশবিধ সংস্কার ও আহ্নিক কর্ম্মগুলি—বিধি। পাতক, উপপাতকাদি—নিষেধ। দ্বিতীয় বিভাগে

অর্থাৎ **জ্ঞান-বিভাগে** সন্ন্যাস, ত্যাগ, বৈরাগ্য, চিদচিদ্-আলোচনা—বিধি। কাম্যকর্ম্ম, নিষিদ্ধকর্ম্ম ও বিষয়াসক্তি—নিষেধ। **ভক্তি-বিভাগে** ঔদাসীন্য ও ভক্তির অনুকূলতার সহিত কর্ম্ম ও জ্ঞান-বিভাগের বিধি-নিষেধ-পালন এবং তদ্দ্বারা দেহযাত্রা-নির্ব্বাহপূর্ব্বক ভগবদনুশীলনই—বিধি। ভগবদ্বহির্ম্মুখ সমস্ত কর্ম্ম-জ্ঞান ত্যাগ, বিষয়াসক্তি ও অন্যান্য ভক্তি-প্রতিকূল সিদ্ধান্ত ও ক্রিয়া পরিত্যাগই—এ পর্ব্বের নিষেধ।

বদ্ধজীবের প্রথম সোপান—কর্ম্মকাণ্ড

বদ্ধজীব অবৈধ-জীবন অর্থাৎ অন্ত্যজ-চরিত্র ছাড়িয়া যে-সময়ে উন্নত হন, তখন প্রথমে তিনি কর্ম্মকাণ্ড-রূপ সোপানে অধিষ্ঠিত হন।[1] সেই সোপানস্থ জীব জ্ঞান-বিভাগের উচ্চ সোপানকে লক্ষ্য করিয়া নিরন্তর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে থাকিবেন—ইহাই তাঁহার পক্ষে নিয়ম। যে-পর্য্যন্ত চিদচিদ্-আলোচনা ও অহঙ্কার-তত্ত্বের বিবেক-ক্রমে জড়ময় কর্ম্মে তাঁহার নির্ব্বেদ না হয়, সে-পর্য্যন্ত তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মনিষ্ঠা ত্যাগ করিলে প্রত্যবায়ী হইয়া পড়েন। আবার যখন তদ্রূপ নির্ব্বেদ উৎপত্তি হয়, তখন উচ্চাধিকার আসিয়া তাঁহার কর্ম্ম-নিষ্ঠাকে দূর করে। সে-সময়ে কর্ম্মাধিকারগত **নিয়ম-সকলে আগ্রহ** করিলে তাঁহার আর উন্নতি সাধন হয় না।

দ্বিতীয় সোপান—জ্ঞান-বিভাগীয় কাণ্ড

সেইরূপ জ্ঞান-বিভাগীয় সোপানারূঢ় পুরুষের পক্ষে জ্ঞান-নিষ্ঠাই নিয়ম। যে-পর্য্যন্ত ভক্তি-সোপানে রুচি না হয়, সে-পর্য্যন্ত তিনি জ্ঞান-নিয়মে অবস্থিত থাকিবেন। ভক্তিতে অধিকার জন্মিলেই (জ্ঞান-নিষ্ঠা ত্যাগ) করিতে হইবে; নতুবা তিনি **নিয়মাগ্রহ-দোষে দুষিত** হইয়া উন্নতি-লাভ করিতে পারিবেন না। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

(ভাঃ ১১।২০।৯)

যে-কাল পর্য্যন্ত বিবেক-জাত বৈরাগ্য না হয়, সে-পর্য্যন্ত কর্ম্মসকল করিবে। সেই নির্ব্বেদ ততদিন কার্য্যকর হইবে, যতদিন কৃষ্ণ-কথায় শ্রদ্ধার উদয় না হয়। শ্রদ্ধাই ভক্তির অধিকার-তত্ত্ব। যথা—

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥ (ভাঃ ১১।২০।৩১)

আমার ভক্তিযুক্ত যোগীদিগের পক্ষে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায় শ্রেয়োজনক হয় না। অর্থাৎ যখন জ্ঞান ও বৈরাগ্য-নিষ্ঠা হৃদয় হইতে দূর হয়, তখনই ভক্তির ক্রিয়া ভালরূপ হইতে থাকে।

কর্ম্ম-জ্ঞানের সোপান ত্যাগ করিয়া ভক্তির সোপানে নিষ্ঠাই কর্ত্তব্য

কৃষ্ণ-প্রেমের মন্দির, শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনের উচ্চ-চূড়ায় স্থাপিত। তথায় উঠিতে হইলে চৌদ্দ-লোকময় প্রাকৃত কর্ম্ম-কাণ্ডীয় জগৎ-রূপ সোপান অতিক্রম করত বিরজা-ব্রহ্মলোকরূপ জ্ঞান-কাণ্ডীয় সোপান ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠের উপরিভাগে উঠিতে হয়। কর্ম্ম-জ্ঞানের সোপানাবলীর নিষ্ঠা ক্রমশঃ ত্যাগ করিতে করিতে ভক্তির অধিকার লাভ হয়। ভক্তি-সোপানগুলি অতিক্রম করিয়া প্রেম-মন্দিরের দ্বার দর্শন করিতে হয়।

তৃতীয় সোপান—ভক্তি, এবং তাহার ক্রমোন্নতিতে—'প্রেম'

ভক্তি-সোপানে সমারূঢ় পুরুষের শ্রদ্ধাই—নিয়ম। সেই **শ্রদ্ধা** সাধু-গুরু-সমাশ্রয়ে ভজনবলে বিগত-অনর্থ হইলে ভক্তি—**নিষ্ঠা-রূপে** প্রকাশ পায়। যত যত অনর্থ বিগত হয়, তত তত উন্নতি-সোপানের অতিক্রম হইতে হইতে নিষ্ঠা **রুচি-রূপে** এবং রুচি **আসক্তি-রূপে** এবং আসক্তি **ভাব-রূপে** প্রকাশিত হইতে থাকে। ভাব **রতি-রূপে** সামগ্রী-যোগে **রস** হয়। যথা, একাদশে—

যথা যথাত্মা পরিমুজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথা-শ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জন-সম্প্রযুক্তম্॥ (ভাঃ ১১।১৪।২৬)

আমার পুণ্যগাথা শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারা জীবাত্মা ক্রমশঃ যত যত পরিষ্কৃত হন, তত তত তিনি সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পান। অঞ্জন-সংযুক্ত চক্ষু যেরূপ সূক্ষ্ম বস্তু ক্রমশঃ দেখে, তদ্রূপ।

শ্রীল রূপগোস্বামী 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে এই ক্রমটী স্পষ্ট কহিয়াছেন—

আদৌ **শ্রদ্ধা** ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো **নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ**॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১০)

সাধন-ভক্তিতে **শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি** ও **আসক্তি—এই চারিটী** সোপান। এই চারিটী সোপান অতিক্রম করিয়া প্রেমের দ্বারস্বরূপ ভাবের সোপানে অবস্থিত

হইতে হয়। প্রত্যেক সোপানে শ্রদ্ধার অবস্থাভেদে কিছু কিছু পৃথক্ নিয়ম আছে। এক একটী সোপানকে পশ্চাৎ রাখিয়া যখন অগ্রবর্ত্তী সোপানে উঠিতে হয়, তখন পশ্চাদ্‌বর্ত্তী সোপানের নিয়মকে পশ্চাৎ রাখিয়া অগ্রবর্ত্তী সোপানের নিয়মগুলিতে আদর করিতে হয়। যাঁহারা তাহা না করিয়া পশ্চাদ্‌বর্ত্তী সোপানের নিয়মাগ্রহ না ছাড়েন, তাঁহাদিগকে ঐসকল নিয়ম, শৃঙ্খল হইয়া পূর্ব্ব সোপানেই আবদ্ধ রাখে; অগ্রবর্ত্তী সোপানে উঠিতে দেয় না।

ভক্তিমার্গের ক্রম-সোপানের যাবতীয় বিধি-নিষেধই একটী প্রধান নিয়মের অন্তর্গত

ভক্তিমার্গে যে সোপানে যে নিয়ম স্থিরীকৃত আছে, সে সমুদায়ই একটী প্রধান সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত। সাধারণ নিয়ম, যথা—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

(পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৪২শ অধ্যায়)

'কৃষ্ণ-স্মরণ নিরন্তর কর্ত্তব্য'—এই মূল-বিধি হইতে শাস্ত্রীয় সমস্ত বিধির উদয় হইয়াছে। 'কৃষ্ণ-বিস্মৃতি কখনই কর্ত্তব্য নয়'—এই মূল-নিষেধ হইতে সমস্ত নিষেধ-নিয়ম হইয়াছে। এই মূল বিধিকে স্মরণ করিয়া **সাধক উন্নতি-কালে পূর্ব্ববিধির নিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া পর-পর বিধি অবলম্বন করিবেন। তাহা না করিলে তিনি নিয়মাগ্রহ-দোষে দূষিত হইয়া ঊর্দ্ধগতি-লাভে অশক্ত হইবেন**। ভক্তি-সাধকদিগের পক্ষে এ-বিষয়টী সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য। 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে' এবিষয়ের বিশেষ উপদেশ আছে। যথা—

কৃত্যান্যেতানি তু প্রায়ো গৃহিণাং ধনিনাং সতাম্।
লিখিতানি ন তু ত্যক্তপরিগ্রহ-মহাত্মনাম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ—২০শ বিলাস, উপসংহার-শ্লোক)

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে যত কৃত্য লিখিত হইয়াছে, সে-সমস্তই প্রায় গৃহী, ধনী সাধুদিগের সম্বন্ধে লিখিত। ত্যক্ত-পরিগ্রহ মহাত্মাদিগের সম্বন্ধে কোন নিয়ম লিখিত হয় নাই।

অবশ্যং তানি সর্ব্বাণি তেষাং তাদৃক্ত্ব সিদ্ধয়ে।
প্রাগপেক্ষ্যাণি ভক্তিহি সদাচারৈকসাধনা॥

(হঃ ভঃ বিঃ—২০শ বিলাস, উপসংহার-শ্লোক)

যদিও ত্যক্ত-পরিগ্রহ পুরুষদিগের জন্য নিয়মসকল এই গ্রন্থে অপেক্ষিত হইয়াছে, তথাপি সাধকদিগের ত্যক্তপরিগ্রহ-অবস্থা-সিদ্ধির জন্য সেইসকল অপেক্ষিত নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য। ত্যক্তপরিগ্রহ সাধুদিগের কৃত আচারই সে সম্বন্ধে সদাচার। তাহাই মাত্র তাঁহাদের পালনীয়।

গৃহস্থ ও গৃহত্যাগি-ভেদে শরণাগতি দ্বিবিধ

প্রাপ্তশ্রদ্ধ পুরুষের প্রথম লক্ষণই শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাগতি। তাহা গৃহস্থ-গৃহত্যাগি-ভেদে দ্বি-প্রকার। সেই অবস্থার নিয়মগুলি যতদূর গৃহিদিগের পালনীয়, তাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সংগৃহীত হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন শিব-চতুর্দ্দশী প্রভৃতি ব্রত-সকল ঐ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। তন্মধ্যে যেগুলি গৃহত্যাগীর উপযোগী, তাহা গৃহত্যাগী শরণাগত পুরুষের পালনীয়।

অনন্য-শরণাগতের লক্ষণ

গৃহী ও গৃহত্যাগী উভয়েই সাধনোন্নতি লাভ করিতে করিতে অনন্য-শরণাগত হন। তখন তাঁহাদের নিয়ম কিছু পৃথক্ হইয়া পড়ে। সে-অবস্থায় সাধনোন্নতি-ক্রমে ঐকান্তিক শ্রীকৃষ্ণ-শরণাগতি উপস্থিত হয়। যথা, একাদশে—

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥ (ভাঃ ১১।১৮।২৮)
একান্তিতাং গতানান্তু শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জয়োঃ।
ভক্তিঃ স্বতঃ প্রবর্ত্তেত তদ্বিঘ্নৈঃ কিং ব্রতাদিভিঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ, ২০শ বিলাস)
ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্॥ (ভাঃ ১১।২০।৩৬)

আমার ভক্ত **জ্ঞান-নিষ্ঠই হউন, বিরক্তই হউন বা নিরপেক্ষই হউন**—তিনি আশ্রমসকলকে তত্তদাশ্রমের লিঙ্গের সহিত পরিত্যাগ করত অবিধি-গোচর হইয়া বিচরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে যাঁহারা একান্তিত্ব লাভ করিয়াছেন, ভক্তি তাঁহাদের হৃদয়ে স্বয়ং প্রবর্ত্তমানা অর্থাৎ **ব্রত-নিয়মাদির অপেক্ষা থাকে না। ব্রত-নিয়মাদি তাঁহাদের পক্ষে বিঘ্নজনক হয়।** আমার একান্ত ভক্ত-দিগের সম্বন্ধে গুণদোষোদ্ভব গুণসকল স্থান পায় না, কেন না, তাঁহারা সমচিত্ত সাধু এবং বুদ্ধির পার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে॥

বিহিতেষ্বেব নিত্যেষু প্রবর্ত্তন্তে স্বয়ং হি তে।
ইত্যাদ্যেকান্তিনাং ভাতি মাহাত্ম্যং লিখিতং হি তৎ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ, ২০ বিলাস, উপসংহার-শ্লোক)

একান্ত শরণাগত ভক্তদিগের প্রায়ই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও কৃষ্ণ-স্মরণ পরম-প্রীতির সহিত সাধিত হয়; সুতরাং নিম্নাধিকারীদিগের জন্য আর যে-সকল কৃত্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাতে তাঁহাদের রুচি হয় না। সময়ে সময়ে তাঁহারাও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিত্য-বিধিসকলে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের নিয়ম-বন্ধন বা নিয়মাগ্রহ থাকে না। এই 'উপদেশামৃতের' অষ্টম শ্লোকে ইহা দর্শিত হইয়াছে। ইহাই একান্ত ভক্তদিগের মাহাত্ম্য অর্থাৎ অন্যান্য কৃত্যের অসাধনে তাঁহাদের কোন প্রকার লাঘব হয় না।

ভক্ত জ্ঞানীর নিয়ম, জ্ঞানী কর্ম্মীর নিয়ম স্বেচ্ছায় পালন করেন—ইহা বাধ্যতামূলক নহে

তাৎপর্য্য এই যে,—উচ্চ সোপানস্থ মহাপুরুষগণ নিম্ন সোপানস্থ যে-কিছু নিয়ম পালন করেন, সে কেবল তাঁহাদের স্বেচ্ছাবিলাস মাত্র। জ্ঞানাধিকারী কর্ম্মাধিকারের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম স্বেচ্ছাক্রমে পালন করেন, বিধি-বাধ্যতার সহিত পালন করেন না। ভক্ত্যধিকারীও তদ্রূপ কর্ম্মাধিকার ও জ্ঞানাধিকারের নিয়ম-সকল কোন কোন কারণবশতঃ স্বেচ্ছাচারের সহিত পালন করেন। অর্থাৎ তাঁহারা সেই সেই বিধি-নিষেধের বাধ্য না হইলেও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পালন করিয়া থাকেন। সেইরূপ পরমোচ্চ-ভক্ত্যধিকারী একান্ত ভক্তও কর্ম্ম, জ্ঞান ও সাধারণ-সাধনভক্তির নিয়মসকল পালন করিয়াও নিয়মাগ্রহী হন না; স্বাধীনভাবে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের একান্ত ভজনে প্রবৃত্ত হন। সাধন-ভক্তমাত্রই নিয়মাগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে নিয়মাদি পালন করেন, তাহাই তাঁহার মঙ্গলজনক।

নিয়মাগ্রহ সম্বন্ধে ঠাকুরের উপদেশ

উপদেশ এই যে,—স্বীয় অধিকারগত নিয়ম পালন করিতে করিতে সেই নিয়ম-ফলেই সাধকের উচ্চ সোপান লাভ হয়। তখন পূর্ব্ব নিয়মে আগ্রহ থাকে না। সাধক এই উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ ও কীর্ত্তন-লক্ষণ ভজনের প্রতি লক্ষ্য করত ক্রম-সোপান অতিক্রম করিতে থাকিবেন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(সজ্জনতোষণী, ১০ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা)

শ্রীহর-পার্ব্বতী-সংবাদে
শ্রীসারস্বত লীলা

কৈলাস-শিখরে বসি' শঙ্কর শঙ্করী
স্নিগ্ধমনে সদানন্দে স্মরে রাম নাম।
প্রস্ফুটিত সমন্তাৎ কিশলয়-রাজি,
শীতঋতু-সহ সদা বিরাজে বসন্ত।
যোগী-ঋষিবৃন্দ-দেব-গন্ধর্ব্ব-মণ্ডলী
স্তবদ্বারে তোষে সদা দেব আশুতোষে॥

শোভে মনোহর উপবন। যুগান্তের
তপোরাশি মূর্ত্তিমান্ যেন স্তরে স্তরে।
প্রবাহিতা বিষ্ণুপদী নির্ম্মলা জাহ্নবী
ধূর্জ্জটির জটারাশি চুমি'; দীন-জনে
অহৈতুকী কৃষ্ণকৃপা-সমা, সুশোভিতা।
তপন-কিরণ তাহে তৈল-ধারা-সম
নিপতিত। যেন ভানু মানিয়া মুকুর
হেরে অকলঙ্ক-রূপে। কিবা রবি, রাহু-
ভয় করিয়া কল্পনা রাখি'ছে জাহ্নবী-
পাশে সমন্তক-মণি করদ্বারে॥

প্রাণীকুল (তথা) অহিংসা-প্রতীক। সবৎসা হরিণী-
বসি' কহে ঈশ-গাথা, মৃগেন্দ্র কেশরী-
পাশে। সখা-সখী ভাব। সানন্দে শায়িত
শিখি-ক্রোড়ে ভুজঙ্গিণী। সুখময় ধাম॥

প্রশান্ত কৈলাস-গিরি, নন্দী দ্বারপাল।
তথা কহিলা পার্ব্বতী, পতি-পদে নমি'—
"দাসী-নিবেদন—দেব! কর অবধান।

শুনেছিনু সঙ্গোপনে, তব শ্রীবদনে,
হ'বে ধরাধামে দিব্যসূরি-আবির্ভাব ?
বড় কৌতুহলা আজি, কহ হে শঙ্কর !
কবে, কোথা, অবতরি' নাশি' মায়ারাশি
বিস্তারিবে কৃষ্ণগুণ-লীলা সে মহান্ ?
অমায়ায় কহ পতি ! শান্তি লভি চিতে ॥"

উত্তরিলা দিগম্বর, সুগম্ভীর স্বরে—
"ধন্য আমি মহেশ্বরি ! তব জিজ্ঞাসনে,
মহানন্দে উদ্বেলিত স্মৃতির সাগর।
শুন প্রিয়ে ! অখিল-কল্যাণ-গুণখনি
শ্রীকৃষ্ণ-পার্ষদ-আবির্ভাব-সমাচার।
সম্প্রতি প্রেরণা কিগো ! লভিয়াছ চিতে ?—"
কহিলা গিরিজা—"দেব ! দেখি ধরণীতে
তমোঘ্ন অদৃষ্টপূর্ব্ব ক্ষণজন্মা নর
বিতরিছে নাম-রস—সুধার ভাণ্ডার।
অজানুলম্বিত বাহু সুখেন্দু-সমান,
কনক-বরণ বহির্ব্বাস পরিধান,
সে সন্ন্যাসী দেখি' মন উল্লাসে উছলে।
তাই এ'-বারতা পুছি তব বিদ্যমানে ॥"

সোল্লাসে ভাষিলা শুনি' দেব উমাপতি—
"যাঁর কথা পুছিলে, কল্যাণি ! হেরিয়াছ
সে সৌম্য মূরতি ? আহা ! কি কব মহিমা ;
জীব-দুঃখে দুঃখী সদা কৃষ্ণগত প্রাণ,
তেঁই আজি ভৌম-লীলা করি'ছে সাধন।
শুন দেবি ! ভক্ত-লীলা গুণ-পরিচয়—
উৎকলে পুরী-ধামে হইয়া উদয়,
দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম করিবে স্থাপন,
ভকতি-সিদ্ধান্তে তেঁহ সরস্বতী-সম।

এই মহাধনী বিতরিবে বহুরূপে,
এ'-মর-জগতে রাধাপ্রেম-সুধনিধি।
আচণ্ডালে পিবে, প্রাণ ভরি'। নাম-রসে
ভাসিবে ভুবন। নিন্দুক, পাষণ্ডী, ভণ্ড,
নারকী ব্রাহ্মণ, দুরাচার-ভাগ্যরেখা
যাবে মুছি'; সর্ব্বজীব হ'বে মাতোয়ারা
ভক্তিভাবে; লুপ্ত-তীর্থ হইবে উদ্ধার;
ইঁহ গৌরলীলা-ব্যাস-বাণীর মুরতি
পৃথিবীতে বিতরিবে শ্রীকৃষ্ণ-ভকতি ॥"

—উপদেশক পণ্ডিত শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী, বিদ্যারঞ্জন

শ্রীজয় ও বিজয়

একদা সনকাদি ঋষিগণ শ্রীহরির পাদপদ্ম দর্শনের জন্য বৈকুণ্ঠ-ধামে উপনীত হইয়াছিলেন। সেখানে তাঁহারা বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণের প্রাসাদের ছয়টি প্রাকার-দ্বার অতিক্রম করিয়া সপ্তম প্রাকার-দ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় সমানবয়স্ক, গদাধারী, কেয়ূর-কুণ্ডল ও কিরীটাদি-শোভিত দুইজন দ্বারপালকে দ্বাররক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে পাইলেন। তাঁহারাই জয় ও বিজয়। সেই দ্বারপালদ্বয় বনমালা-অলঙ্কৃত, তাঁহাদের কুটিল ভ্রূভঙ্গী, উৎফুল্ল নাসাপুট এবং আরক্ত লোচনের দ্বারা দুই জনেরই বদনমণ্ডল কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ বলিয়া মুনিগণ দেখিতে পাইলেন। সেই মুনিগণের গতি সর্ব্বত্র অবারিত ছিল। তাঁহারা আপন ও পর—এইরূপ বৈষম্য-জ্ঞানরহিত বুদ্ধিদ্বারা সর্ব্বত্র নিঃশঙ্কচিত্তে বিচরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব ছয়টি দ্বারই দ্বারপালদের জিজ্ঞাসা না করিয়াই স্বেচ্ছায় অতিক্রম করিয়াছিলেন। এবারও তাঁহারা সপ্তম দ্বারে প্রবেশ করিলেন। তখন জয়-বিজয় নামধারী উক্ত দ্বারপালদ্বয় সেই মুনিগণকে পঞ্চম-বর্ষীয় বালকের আকৃতিবিশিষ্ট ও নগ্ন দেখিয়া তাঁহাদের প্রভাব অনাদরপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বেত্রদ্বারা নিবারণ করিয়াছিলেন। তখন মুনিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে অসুর-যোনি প্রাপ্তির অভিশাপ প্রদান করিলেন। পরে শ্রীনারায়ণ হঠাৎ সেই দ্বারে উপস্থিত হইয়া মুনিগণকে দর্শন-দানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

এস্থলে সংশয় এই যে, ভগবৎপার্ষদ জয় ও বিজয়ের বৈকুণ্ঠ হইতে পতন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আত্মারাম সনকাদি মুনিগণেরই বা কি-প্রকারে ক্রোধ উৎপন্ন হইল?—এই সন্দেহ নিরাকরণার্থ পূর্ব্ব ও পর মহাজনগণ যেরূপ স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা বিবৃত হইল :—

(ক) শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—যদিও আত্মারাম সনকাদি ঋষিগণের ক্রোধ সম্ভবপর হয় না, ভগবৎপার্ষদ জয়-বিজয়ের ব্রাহ্মণগণের প্রতি প্রতিকূলাচরণ এবং ভগবানেরও স্বভক্তগণের প্রতি উপেক্ষা, তথা বৈকুণ্ঠগত ভক্তগণের পুনর্জন্ম অসম্ভব, তথাপি ভগবানের সৃষ্ট্যাদি সম্পাদনের ইচ্ছার ন্যায় কোনসময় যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু তুল্য-বলশালী ভগবৎপার্ষদ ব্যতীত অন্য মর্ত্ত্য জীবের বল অল্প, আবার পার্ষদগণের বল সমান হইলেও তাঁহারা ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহরূপ প্রাতিকূল্যাচরণ করিতে পারেন না। সুতরাং ভগবানের যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা কিরূপে সফল হইবে—ইহা বিবেচনা করিয়া ভগবান্ নিজেই আত্মারাম মুনিগণের ক্রোধ উৎপাদনপূর্ব্বক তাঁহাদের শাপচ্ছলে স্বপার্ষদ জয় ও বিজয়কে অসুর-যোনিতে প্রতিকূল-ভাবান্বিত করাইয়াছিলেন। অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ যুদ্ধ-কৌতুক অনুভব করিবার জন্যই জয়-বিজয়কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। অসুর-ভাবাপন্ন না হইলে ভগবানের সহিত প্রতিদ্বন্দিতা অসম্ভব বলিয়া শাপচ্ছলে ভগবান্ তাঁহাদিগকে ঐরূপ অসুর-দেহে আবির্ভূত করাইয়াছিলেন।

(খ) শ্রীরামানুজাচার্য্যের অধস্তন শ্রীবীররাঘবাচার্য্য লিখিয়াছেন—এই দুইজন দ্বারপাল নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকরগণের তুল্য হইলেও বিশেষ সুকৃতি-ফলেই দ্বারপালাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহারা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ নিত্যসিদ্ধ পরিকর নহেন। সুকৃতিবশে বহু জীব নিত্যসিদ্ধ না হইয়াও সাধারণ বৈকুণ্ঠবাসী অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবশতঃ ভগবৎ-পরিজনতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এস্থলে পূর্ব্বকথিত (ভাঃ ৩।১৫।১৪ শ্লোকে) "যে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুতুল্য পুরুষগণ বাস করেন এবং যাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত নিষ্কাম ধর্ম্ম দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করেন"—এই বাক্যে সাধারণভাবে বৈকুণ্ঠবাসীর কথা বলিয়াছেন এবং ৩২ শ্লোকে "সুমহতী পরিচর্য্যার ফলে এই বৈকুণ্ঠে আগমনকারী সাধুগণের মধ্যে থাকিয়া তোমাদের স্বভাব এরূপ বিরুদ্ধ হইল কেন?"—এই বাক্যেও জয়-বিজয় যে নিত্যসিদ্ধ নহেন, সাধনসিদ্ধ, তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

(গ) শ্রীল সনাতন গোস্বামীও বৃহদ্ভাগবতামৃতে ২।৪।১৯৪ শ্লোকের টীকায়—ইহারা সাধনসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ নহেন—এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। আর অষ্টম

স্কন্ধে (৮।২১।১৬) নন্দ, সুনন্দ, জয়, বিজয়, প্রবল, বল, কুমুদ, বিষ্বক্‌সেন, গরুড় প্রভৃতি পার্ষদগণের মধ্যে যে জয়-বিজয়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা বামন-দেবের পার্ষদ এবং শাপগ্রস্ত জয়-বিজয় হইতে পৃথক্। কারণ শাপগ্রস্ত জয়-বিজয়ের কৃষ্ণাবতারে শাপ-মোচন হয়। সুতরাং বামনাবতারে আবার তাঁহাদেরই পার্ষদত্ব কিরূপ সঙ্গত হইবে? অর্থাৎ তাহা অসম্ভব। অতএব ত্রিপাদ-বিভূতিবর্ত্তী যে-সকল নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ আছেন, এই শাপগ্রস্ত জয়-বিজয় তাঁহাদের হইতে ভিন্ন এবং সাধনসিদ্ধ।

(ঘ) শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১।৪৫ অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন,—"কারুষ-দেশাধিপতি শিশুপাল, দন্তবক্র পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠনাথের দ্বারপাল—'জয়-বিজয়' ছিলেন। (ভাঃ ৭।১।৩৪) শ্লোকে প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়-প্রাণহীন বৈকুণ্ঠবাসিগণের প্রাকৃত দেহ-সম্বন্ধ কিরূপে ঘটিতে পারে,—শ্রীযুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নে জানা যায় যে, তাঁহারা অপ্রাকৃত দেহবিশিষ্ট। সাধুগণের অপ্রাকৃত দেহের ন্যায় তাঁহাদের দেহেরও বিনাশ নাই—একথা স্বয়ং শ্রীভগবানের উক্তি হইতেই জানা যায়। শ্রীভগবান্ নিজানুগত দ্বারপালদ্বয়কে বলিলেন,—"তোমরা মর্ত্ত্যলোকে গমন কর। তোমরা ভীত হইও না। তোমাদের মঙ্গল লাভ হউক। উত্তরার গর্ভে পরীক্ষিতের অবস্থান-কালে আমি (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য অশ্বত্থমার ব্রহ্মাস্ত্র যেরূপ বিফল করিয়াছিলাম, সেইরূপ তোমাদের প্রতি ব্রহ্মশাপ খণ্ডনে সমর্থ হইয়াও আমি তাহা খণ্ডন করিলাম না।" শ্রীভগবানের এই উক্তি অনুসারে জানা যায় যে, 'জয়-বিজয়' শ্রীসনকাদির শাপচ্ছলে কেবল শ্রীভগবানের লীলার নিমিত্তই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পাদ্মোত্তরখণ্ডের গল্পানুসারে জানা যায়, শ্রীহরি নিজ ভক্তের চিত্ত-বিনোদনের জন্য এবং যুদ্ধাদি ক্রীড়ার নিমিত্ত তাঁহার দুর্ঘটন-ঘটনাকারিণী ইচ্ছায় জয়-বিজয়ের স্বভাবসিদ্ধ অণিমাদি ঐশ্বর্য্যযুক্ত পরম জ্যোতির্ম্ময় দেহ, পার্থিব গুণময় দেহে তিনবার প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন।

তাবত্র ক্ষত্রিয়ৌ জাতৌ মাতৃস্বস্রাত্মজৌ তব।
অধুনা শাপনির্ম্মুক্তৌ কৃষ্ণচক্রহতাংহসৌ॥

(ভাঃ ৭।১।৪৬)

শ্রীনারদ শ্রীযুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—সেই জয়-বিজয় তোমার মাতৃস্বসার (কুন্তীদেবীর ভগ্নী শ্রুতশ্রবার) গর্ভে ক্ষত্রিয়রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কৃষ্ণচক্রে তাহাদের পাপ হত হওয়ায় তাহারা এখন শাপ-নির্ম্মুক্ত। উপরি উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণচক্রেণ হতমহো যয়োঃ তৌ। তয়োঃ

পাপমেব হতং, ন তু তাবিত্যর্থঃ।" অর্থাৎ কৃষ্ণচক্রে তাহাদের পাপ হত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা অর্থাৎ জয়-বিজয় হত হয় নাই—ইহাই তাৎপর্য্য।"

শ্রীজয়-বিজয়কে অভিশাপ প্রদানের পর শ্রীনারায়ণ সেইস্থানে আবির্ভূত হইয়া মুনিগণকে দর্শন-দানে কৃতার্থ করিলেন। মুনিগণ ভগবানের মধুরবাক্য ও শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন, তদুপরি তচ্চরণে প্রণিপাত করিবার সময় তদীয় পাদপদ্ম-সৌরভমিশ্রিত তুলসীর আঘ্রাণ তাঁহাদিগের নাসাবিবরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শনকে উল্টাইয়া দিয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহারা **'ব্রহ্মানন্দময়'** ছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি ভগবানের মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য ও সৌরভের পরিচয় পাইয়া তাঁহাদের চিত্ত ও শরীর ভগবন্মাধুর্য্যানুভবানন্দে পরিপূরিত হইল—চিত্ত ক্ষুভিত হইল ও সেই ক্ষোভ কম্পাশ্রু-পুলকাদিরূপে শরীরে প্রকাশ পাইল; তাঁহারা **'ভক্ত'** হইলেন।

দৈন্যই ভক্তের ভূষণ। চিত্তে ভক্তিদেবীর আবির্ভাবের প্রথম প্রকাশ—দৈন্য। যে মুনিগণ কিছুক্ষণ আগে ক্রোধে শাপ-প্রদান করিয়াছিলেন, সেই মুনিগণ এখন শ্রীভগবানকে বলিলেন—"হে ভগবন্! আমরা আপনার সেবানিরত নিরপরাধ ভৃত্যদ্বয়কে অকারণে অভিশাপ প্রদান করিয়াছি। তজ্জন্য আপনি আমাদের উচিত শাস্তি বিধান করুন এবং ইহাদের প্রতি প্রদত্ত অভিশাপকে আপনার যেরূপ ইচ্ছা অন্যথা করুন, তাহাতে আমাদের পূর্ণ অনুমোদন আছে।"

তদুত্তরে শ্রীভগবানের বাক্য (ভাঃ ৩।১৬।২৬) শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এইরূপ লিখিয়াছেন,—"(ভগবান্ কহিলেন,) হে বিপ্রগণ! আপনারা যে আমার পরমভক্ত জয়-বিজয়ের প্রতি অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমারই কৃত। আমি এই পরম-ভক্তদ্বয়ের আসুর-ভাব সিদ্ধ করিবার নিমিত্তই আপনাদিগকে বৈকুণ্ঠ আনাইয়া শুদ্ধসত্ত্ব-বিগ্রহ দ্বারপালদ্বয়কে পরমভক্ত আপনাদের প্রতি প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত করাইয়া আপনাদের দ্বারা শাপ-প্রদান করিয়াছি। এস্থলে আমার পার্ষদদ্বয়ের অথবা আপনাদের কোন অপরাধ নাই।"

সনকাদি ঋষিগণ কহিলেন,—"হে ভগবন্! আপনি ভক্তবৎসল। সুতরাং এই ভক্তদ্বয়ের প্রতি এতাদৃশ দুঃখ-প্রদানে প্রবৃত্তি আপনার কিরূপে হইল?"

তদুত্তরে শ্রীভগবান্ কহিলেন,—"হে বিপ্রগণ! আপনারা সর্ব্বজ্ঞ, অতএব সকলই জানেন; আমার বলা বাহুল্য মাত্র। জয়-বিজয়ের প্রেম-বিজৃম্ভিত কোন ইচ্ছা-বিশেষই ইহার কারণ। তাঁহারা আমার যুদ্ধকৌতুক অনুভবের ইচ্ছা দেখিয়া আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—'হে প্রভুবর! আপনি দেবতাগণেরও

অধিদেব—বৈকুণ্ঠনাথ। মর্ত্যজীবের সামর্থ্য অতি অল্প। আমরা যদি আপনার প্রতিকূল না হই, তাহা হইলে আপনার যুদ্ধ-সুখ হইবে না। অতএব আমাদিগকে কোনপ্রকারে প্রতিকূল-ভাবান্বিত করিয়া যুদ্ধ-সুখ অনুভব করুন। আপনার স্বতঃপরিপূর্ণতাতে আমরা আপনার অণুমাত্র ন্যূনতাও সহ্য করিতে পারি না। অতএব আপনি স্বীয় ভক্ত-বাৎসল্য-গুণ খর্ব্ব করিয়াও অস্মদ্‌দৃশ কিঙ্করদ্বয়ের প্রার্থনা পূর্ণ করুন।"

সুতরাং ভগবদ্ভক্তগণের চিত্ত-বিনোদনার্থই ভগবানেরও তৎকালে ঐপ্রকার বাসনার উদয় হইয়াছিল। তৎপরে জয় ও বিজয় ভূতলে প্রথমে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ভগবান্ নৃসিংহদেব-কর্ত্তৃক হত হইয়া তাহারা রাবণ-কুম্ভকর্ণরূপে জন্ম গ্রহণ করে। সেই জন্মে তাহারা শ্রীরামচন্দ্র-কর্ত্তৃক হত হয়। পরে শিশুপাল-দন্তবক্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বয়ং অবতারী শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়া শাপ-মুক্ত হয়।

পরমারাধ্যতম জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে শ্রীজয়-বিজয়ের তিনবার জন্ম ও শেষজন্মে শাপমুক্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থ অংশে পরাশরের প্রতি মৈত্রেয়-ঋষি প্রশ্ন করিলেন—"হিরণ্যকশিপু 'রাবণে'র দেহ ধারণপূর্ব্বক দৈত্য অসুরগণেরও দুষ্প্রাপ্য ভোগসমূহ লাভ করিয়াছিল; কিন্তু মুক্তিলাভ করে নাই। সেই দৈত্য আবার 'শিশুপাল'-দেহে কি-প্রকারে শ্রীকৃষ্ণে সাযুজ্য লাভ করিল?" তদুত্তরে পরাশর বলিলেন—শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইলে হিরণ্যকশিপু নৃসিংহদেবকে 'ইনি বিষ্ণু'—এবুদ্ধি না করিয়া কোন পুণ্যরাশি-সমুদ্ভূত প্রাণিবিশেষ বলিয়া মনে করিয়াছিল। রজোগুণের উদ্রেক-হেতু মরণ-কালে শ্রীভগবানের রূপ চিন্তা করিতে পারে নাই, কিন্তু তাঁহার হস্তে নিধন-ফলে রাবণ-দেহে ত্রৈলক্যাধিকারিণী নিরতিশয় ভোগ-সম্পত্তি লাভ করিয়াছিল। এই কারণে ভগবানকে আলম্বন অর্থাৎ সেব্য বিষয়-বিগ্রহ-বুদ্ধি না করায় তাহার মন ভগবানে বিলীন হয় নাই। সে রাবণ-দেহে কাম-পরবশত্ব-হেতু জানকীতে আসক্তচিত্ত হইয়া ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের রূপ দর্শনমাত্র করিয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুকালে শ্রীরামে বিষ্ণু-বুদ্ধি না হইয়া, তাহার অন্তঃকরণে কেবল তৎপ্রতি মনুষ্য-বুদ্ধিই হইয়াছিল। শ্রীরাম-হস্তে পতন-ফলে পরজন্মে সে শিশুপালদেহে শ্লাঘ্য চেদিরাজবংশে জন্ম এবং প্রচুর ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ 'বাসুদেব' বলিয়া তাঁহাকে বিষ্ণু-জ্ঞানে বহুজন্ম পর্য্যন্ত বিদ্বেষ-ফলে

তাহার চিত্তে সেই বিদ্বেষ দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকায়, নিন্দন-তর্জ্জনাদিতেও সে কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিত। আর বদ্ধমূল বিদ্বেষভাবে ভ্রমণ, ভোজন, স্নান, উপবেশন ও শয়নাদি কোন অবস্থায়ই কিছুতেই সেই সুন্দর ভগবদ্রূপ শিশুপালের কৃষ্ণাবিষ্ট চিত্ত হইতে অপসৃত হয় নাই। আক্রোশাদিতে সেই নামের উচ্চারণ এবং হৃদয়ে সেই রূপের অবধারণ করিতে করিতে অন্তিম-কালে দ্বেষাদি অপরাধ দূর হওয়ায় নিজ বিনাশ-নিমিত্ত আগত সুদর্শন-চক্রের কিরণচ্ছটায় সে পরমব্রহ্ম ভগবৎ-স্বরূপ দর্শন করিয়াছিল। (প্রতিকূল হইলেও) ভগবৎস্মরণ-প্রভাবে অঙ্ঘ্ররাশি দগ্ধ হওয়ায় শিশুপাল ভগবচ্চক্রে নিহত হইয়া তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল।

প্রতিকূল অনুশীলন-ফলে কৃষ্ণদ্বেষীগণ যখন বৈরানুবন্ধ-দ্বারাও সদ্‌গতি লাভ করিতে পারে, তখন অনুকূল-অনুশীলন-ফলে শুদ্ধভক্তগণ যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম গতি কৃষ্ণপাদপদ্ম বা কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই দুই দৈত্য পূর্ব্বে ভগবৎপার্ষদ জয়-বিজয় ছিলেন, পরাশর এই কথা না বলিয়া তাহারা তিনবার জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল—এইমাত্র বলিয়াছেন। অতএব এই ভগবৎ-পার্ষদদ্বয় যে, সকল কল্পেই অসুররূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা পরাশরের অভিপ্রায় নহে। তাহা না হইলে প্রতি-কল্পেই ভগবৎ-পার্ষদগণের পতন হয়—একথা বড়ই অসঙ্গত। অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণুতে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাশক্তির ন্যায় যুদ্ধ করিবার ইচ্ছাশক্তিও নিত্য বর্ত্তমান। ক্রীড়ামোদী মহারাজ যেমন প্রতিকূল-বৃত্তিবিশিষ্ট ক্রীড়কগণের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন, আবার ক্রীডক-গণের অনুপস্থিতি হইলে স্বীয় পারিষদ বা অনুচরগণকে প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তাহাদের সহিত ক্রীড়ামোদ করেন এবং সেই অনুচরগণও প্রতিকূল-ভাবের সহিত ক্রীড়া করিয়া প্রচুর সন্তোষ বিধান করে, তদ্রূপ ভগবান্ বিষ্ণুও প্রতিকূল-ভাবাপন্ন অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব, অথবা স্বীয় কোন পার্ষদকে প্রতিকূল-ভাবযুক্ত করিয়া এবং তাহারাও প্রতিকূল-ভাবাবিষ্ট হইয়া পরস্পরের যুদ্ধক্রীড়া-বৃত্তি চরিতার্থ করেন। এজন্য প্রতিকল্পে ভগবৎপার্ষদগণের পতন হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

———

পরলোকগত শ্রীপাদ দীনদয়াল ব্রজবাসী প্রভুর স্বলিখিত প্রবন্ধ*

হরিভজনের অধিকারী ও বর্ণ-বিচার

বিদেহরাজ নিমির প্রতি নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীচমস-মুনির উক্তি,—

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩)

অর্থাৎ চারি বর্ণাশ্রমীর মধ্যে যে-সকল ব্যক্তি সাক্ষাৎ নিজ-পিতা ঈশ্বরকে ভজন করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়। পরিপ্রশ্ন হইতে পারে যে, চারিবর্ণের মধ্যে কেহ ঈশ্বর-ভজন না করিলে পতিত বা নিম্নগামী হইবে; কিন্তু চারিবর্ণ ব্যতীত অন্যান্য যে-সকল শঙ্কর-বর্ণাদি জাতি আছে, তাহাদের ত' ঈশ্বর-ভজন না করিলে পতিত বা নিয়মগামী হইতে হইবে না? সুতরাং ঈশ্বর-ভজন ঐ চারিবর্ণের জন্য, অন্য বর্ণের জন্য নহে—এই পরিপ্রশ্নের সমাধানকল্পে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৭-১১৮)

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন-দাস ঠাকুরও তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবত-গ্রন্থে শচীমাতার জিজ্ঞাসা-ছলে লিখিয়াছেন—

মা'য়ে বলে,—"আজি, বাপ, কি পুঁথি পড়িলা?
কাহার সহিত কি বা কন্দল করিলা?"—
প্রভু বলে,—"আজি পড়িলাঙ কৃষ্ণনাম।
সত্য কৃষ্ণ-চরণ-কমল গুণধাম ॥
সত্য কৃষ্ণনাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে-যে-জন ॥

* প্রবন্ধটী অসম্পূর্ণ ছিল বলিয়া পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। লেখক ইহা ১৪ই বৈশাখ, ১৩৫৭ সালে বৃন্দাবনে বসিয়া লিখেন। এই প্রবন্ধের কোনও শিরোনামা লিখা ছিল না। দুইটী সংক্ষেপ শিরোনামা পরে বসান হইয়াছে।

সেই শাস্ত্র সত্য—কৃষ্ণভক্তি কহে যা'য়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায়॥" (চৈঃ ভাঃ মঃ ১।১৯২-১৯৫)

তথাহি জৈমিনি-ভারতে আশ্বমেধিকে পর্ব্বণি—

"যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎ শাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥"

"চণ্ডাল 'চণ্ডাল' নহে,—যদি 'কৃষ্ণ' বলে।
বিপ্র 'বিপ্র' নহে,—যদি অসৎপথে চলে॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১।১৯৬-১৯৭)

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীগৌড়ীয়-ভাষ্যে লিখিয়াছেন—প্রকৃতপ্রস্তাবে কৃষ্ণভক্ত চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত হইলেও তাঁহারই ব্রাহ্মণোত্তমতা, এবং ব্রাহ্মণ-কুলোৎপন্ন অসদ্বৃত্তিজীবী কৃষ্ণ-ভক্তিহীন পাষণ্ডীর চণ্ডালত্ব সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ। জাতি-সামান্য-বুদ্ধিতে কৃষ্ণভজনকারীদিগকে দর্শন নিষিদ্ধ।

রুচি, বৃত্তি-স্বভাব বা লক্ষণানুসারেই মানুষের বর্ণ-নির্দ্দেশ বিধেয়—ইহাই সমগ্র শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণেতিহাস-পাঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রের অভিপ্রায় ও সিদ্ধান্ত।

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" (গীঃ ৪।১৩)—গুণ-কর্ম্মানুসারে জীব চারিবর্ণ ও বর্ণ-শঙ্কর মধ্যে পরিগণিত হয়। অতএব যাহারা ঈশ্বর-ভজন না করে, তাহারাই বহির্ম্মুখ বা পতিত।

কৃষ্ণ-বিস্মৃত বহির্ম্মুখ জীবের ক্লেশ-বর্ণন

এ-যুগে উচ্চ-নীচ বর্ণবিচার না করিয়া, সেশ্বর কপিলের মূল শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের কৃষ্ণবিস্মৃতি-জন্য গর্ভবাসাদি ক্লেশ সম্বন্ধে মাতার প্রতি দেবহূতি-কপিলের ন্যায় যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥
চিত্ত দিয়া শুন' মাতা! জীবের যে গতি।
কৃষ্ণ না ভজিলে পায় যতেক দুর্গতি॥
মরিয়া মরিয়া পুনঃ পায় গর্ভাবাস।
সর্ব্ব-অঙ্গে হয় পূর্ব্ব-পাপের প্রকাশ॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ১।২০২-২০৪)

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ শ্রীকপিলদেব বলিলেন,—

মাতঃ! এই যে কালের কথা কহিলাম, মনুষ্য ইহার প্রভাবেই চালিত হয়; কিন্তু মেঘসকল বায়ু-কর্ত্তৃক বিচলিত হইয়াও যেমন বায়ুর বিক্রম অবগত

হইতে পারে না, মনুষ্যগণও সেইরূপ এই বলবান্ কালের অসীম বিক্রম জানিতে পারে না। মনুষ্য সুখের নিমিত্ত অতিশয় ক্লেশ স্বীকার করিয়াও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে-যে বস্তু উপার্জ্জন করে, শক্তিমান্ কাল সে-সমুদায় বস্তুই বিনষ্ট করিয়া থাকে।

দুর্গত জীব মোহবশতঃ পুত্র-কলত্রাদি-সমন্বিত অনিত্য দেহ, গেহ, ক্ষেত্র ও বিত্তকে নিত্য বলিয়া মনে করে; সুতরাং ঐসকল বস্তু নষ্ট হইলে উহারা শোকে নিমগ্ন হয়। পশুসকল এই সংসারে যে-যে যোনি পরিভ্রমণ করে, সেই সেই যোনিতে সন্তুষ্টি লাভ করিয়া থাকে; তাহারা কিছুতেই বিরক্ত হইতে পারে না। দৈবী মায়া-বিমোহিত পুরুষ নরক-যোনি লাভ করিয়াও নরক-যোগ্য আহারাদিতে সন্তুষ্ট থাকিয়া নারকী শরীর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। ঐ ব্যক্তি দেহ, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, পশু, ধন, বন্ধু প্রভৃতিতে নানা মনোরথ বন্ধন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে। কুটুম্বদিগের পোষণ-চিন্তায় দুরাশয় সেই মূঢ় ব্যক্তির আপাদমস্তক নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতে থাকে। তাহাতেও অপারক হইয়া সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়। ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি কাপট্য-ধর্ম্মবহুল সুখ-দুঃখপ্রধান গৃহে নিরলস হইয়া কলভাষী শিশুগণের আধি আধ আলাপে ও অসতী স্ত্রীগণের নির্জ্জন-বিরচিত সম্ভোগাদিরূপা মায়ার দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়গণের দাসত্ব করিতে থাকে; নিরন্তর কেবল দুঃখ প্রতিকারের যত্ন করিতে গিয়া দুঃখই লাভ করে এবং উহাকেই সুখ বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

মূঢ় ব্যক্তিগণ তথাকথিত স্বজন-পোষণে অধোগতি লাভ করে এবং সদসৎ উপায় দ্বারা নানা স্থান হইতে অর্থোপার্জ্জনপূর্ব্বক সেই পরিবারবর্গকেই পোষণ করিয়া থাকে এবং স্বয়ং তাহাদিগের ভোজনাবশেষ যাহা কিছু থাকে, তাহাই আহার করিয়া অতি কষ্টে জীবন-ধারণ করে। উপজীবিকা-রহিত হইলে তখন অন্য উপায় অবলম্বনে বারংবার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ-মনোরথ হয় এবং তখন ঘৃণিত লোভে অভিভূত হইয়া পরের ধনে স্পৃহা করে। এইরূপে অত্যন্ত পাপাচরণে লিপ্ত হইয়াও হতভাগ্য পুরুষগণ বারংবার যখন কুটুম্ব-ভরণে অশক্ত হয়, তখন তাহারা হতশ্রী, দুঃখিত ও ম্রিয়মাণ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে। কিন্তু তাহাতেও তাহাদের মধ্যে কাহারও বিরাগ উপস্থিত হয় না! জরাগ্রস্ত, বিরূপাকৃতি ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া সেই গৃহব্রত ব্যক্তি গৃহেই বাস করে এবং পূর্ব্বে যে পুত্র-কলত্রাদিকে স্বয়ং প্রতিপালন করিয়াছিল, তাহারাই অবজ্ঞা করিয়া

তাহাকে যৎসামান্য যে-কিছু খাদ্যদ্রব্যাদি প্রদান করে, সে গৃহপালিত কুক্কুরের ন্যায় তাহাই ভক্ষণ করিয়া থাকে ; তখন সে রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলে মায়া-মোহাচ্ছন্ন আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবগণ, মৃতপ্রায় ব্যক্তির প্রতি তাহাদের ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে এবং বারংবার তাহাকে নানাকথা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু সে তখন কাল-পাশের বশবর্ত্তী হইয়া মৃত্যু-বরণ-সময়ে বন্ধুগণের কোন কথারই উত্তর দিতে পারে না। কুটুম্ব-ভরণে ব্যাপৃতচিত্ত অজিতেন্দ্রিয় ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি এইরূপ অবস্থাতেও রোরুদ্যমান আত্মীয়-স্বজনের সাতিশয় দুঃখ সন্দর্শন করিয়া অধীর হয় এবং অবশেষে সে নষ্টবুদ্ধি হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে।

এইরূপ গৃহব্রত ব্যক্তির মৃত্যু-সময়ে সক্রোধনেত্র ভয়ঙ্কর যমদূতগণ আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ ব্যক্তি উহাদিগকে দর্শন করিয়াই ত্রাস ও ভয় পাইয়া পুনঃ পুনঃ মল-মূত্র পরিত্যাগ করিতে থাকে। অনন্তর যমদূতগণ ঐ গৃহব্রত ব্যক্তিকে স্থূলদেহ হইতে যাতনাদেহে নিরুদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার গলদেশে পাশ বন্ধন করে এবং যেরূপ রাজপুরুষগণ দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া যায়, যমরাজের কিঙ্করগণও সেইরূপ তাহাকে লইয়া দীর্ঘ-পথে প্রস্থান করে। যমদূতগণের তিরস্কার বাক্যে ঐ পুরুষের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে এবং সর্ব্বশরীরে কম্প উপস্থিত হয়। পথিমধ্যে কুক্কুরসকল তাহাকে ভক্ষণ করিতে আসে ; তাহাতে ঐ ব্যক্তি যাতনায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া স্বকৃত পাপ স্মরণ করিতে করিতে চলিতে থাকে। যমদূতগণ তাহাকে যে পথ দিয়া লইয়া যায়, তাহা প্রতপ্ত বালুকা-পরিপূর্ণ অত্যন্ত বন্ধুর পথ ; তথায় কোন বিশ্রামস্থল বা পানীয় জল নাই ; ঐ ব্যক্তি ক্ষুধায় প্রপীড়িত ; সূর্য্য-কিরণ এবং দাবানল দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া চলিতে নিতান্ত অসমর্থ হইলেও, যমদূতগণ তাহার পৃষ্ঠদেশে কশাঘাত করিতে থাকে ; সুতরাং সে অতিকষ্টে পথে চলিতে বাধ্য হয়।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী
বৃন্দাবন

অনর্থ-নিবৃত্তি

'অর্থ' কাহাকে বলে, ইহা প্রথমতঃ আমাদের উপলব্ধির বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য। 'অর্থ'-শব্দে আমরা সাধারণতঃ ধন, বস্তু, প্রয়োজন ও শব্দের বাচক প্রভৃতি বুঝিয়া থাকি। 'অর্থ' শব্দে যদি আমরা ধনকে লক্ষ্য করি, তাহা হইলে স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তিকেও বুঝাইয়া থাকে; কিন্তু শ্রীসনাতন-শিক্ষায় আমরা জানিতে পারি যে, 'ধন' শব্দে একমাত্র ভগবান্ ও তন্নামই উপলক্ষিত হইয়াছে।

জগতে যত প্রকার অস্থাবর সম্পত্তি আছে, তন্মধ্যে স্পর্শমণিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এহেন শ্রেষ্ঠ-বস্তু পাইয়াও শ্রীল সনাতন গোস্বামী ইহাকে অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া, নদী-তীরে বালুকা-ভূমিতে নিক্ষেপ করেন এবং প্রকৃত ধন বা পরমধনের সেবায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। শ্রীল গোস্বামিপাদ যে ধন লাভ করিয়াছিলেন তাহা নিত্য, সত্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সে ধন লাভ করিতে পারিলে জগতে কাহারও আর কিছু লাভ করিবার আশা হৃদয়ে উদিত হইতে পারে না। অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারের অভাব-বোধ হৃদয় হইতে চিরতরে নির্ব্বাসিত হয়। কারণ ধন, রত্ন, মণি-মাণিক্যাদি যতই লাভ করা যায়, ততই ঐগুলি আরও অধিকতর লাভ করিবার আশা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। সুতরাং মাণিক্যাদি ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তি আনন্দদায়ক বলিয়া বিবেচিত হইলেও, ইহাদ্বারা পূর্ণানন্দ-লাভ কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু পরম-ধন লাভ করিতে পারিলে—"প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্" অর্থাৎ প্রতি-পদে পূর্ণ অমৃত আস্বাদনের বিষয় হয়। আংশিক বা খণ্ডভাবে আশা প্রপূরিত হয় না।—ইহার প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে, যখন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, শ্রীল সনাতন গোস্বামীর নিকট ধন প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন গোস্বামিপাদ তাঁহাকে স্পর্শমণির সন্ধান দিয়া ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ স্পর্শমণি পাইয়া পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। ইহাতেও তাঁহার ধন-পিপাসার শান্তি হইল না; ব্রাহ্মণ-ঠাকুর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গভীর চিন্তায় নিপতিত হইলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন যে, "এই স্পর্শ-মাণিক অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধন নিশ্চয়ই ইঁহার নিকট আছে; নচেৎ কেনই বা গোস্বামী ঠাকুর ইহাকে ত্যাগ করিলেন? সুতরাং আমাকেও সেই ধন লাভ করিতে হইবে।" এইরূপ স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া সেই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিয়াছিলেন—

"যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মান না মণি, তাহার খানিক।
মাগি আমি নতশিরে, এত বলি' নদী-নীরে, ফেলিলা মাণিক॥"

অবশেষে গোস্বামিপাদ সেই ব্রাহ্মণকে সর্ব্ববেদান্তের একমাত্র প্রতিপাদ্য ও সার শ্রীভগবন্নাম-রূপ রত্ন দান করিয়া, তাঁহাকে জড়েন্দ্রিয়-প্রসূত ধন-পিপাসার কবল হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। তখন হইতে তিনি কৃষ্ণধনে ধনী হইলেন।

'অর্থ'-শব্দে যদি 'বস্তু'কে লক্ষ্য করা হয়, তাহা হইলে জড়েন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যাবতীয় বিষয়সমূহকে বুঝাইয়া থাকে। ঐ 'বস্তু'-শব্দে 'সৎপাত্র', বা 'সত্য' প্রভৃতি অর্থও লক্ষ্য করা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে বস্তু-শব্দে 'বাস্তব বস্তু'কে স্বীকার করিয়াছেন—"বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদম্।"

আর 'অর্থ'-শব্দে যদি 'প্রয়োজন' বুঝি, তাহা হইলে প্রতিদিন প্রত্যেক জীবের জাগতিক চিন্তাস্রোতযুক্ত কর্ম্ম-ধারার অনুকূলে যে-সকল প্রয়োজন ঘটিয়া থাকে, বিজ্ঞগণ তাহাকে প্রয়োজন বলেন না; কারণ এরূপ প্রয়োজনের দ্বারা মানবকুল কখনও পরম প্রয়োজনীয় বস্তুর সেবালাভ করিতে পারেন না। শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দজীউর নিত্য সেবা-প্রাপ্তিই—জীবগণের পক্ষে পরম প্রয়োজন।

অতএব ধন, বস্তু ও প্রয়োজন প্রভৃতি প্রত্যেকটী শব্দকে কেবল 'অর্থ'-শব্দের বাচক না বলিয়া, 'পরমার্থ' শব্দের বাচক বলিয়াও অভিহিত করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত বিপরীতার্থ-দ্যোতক বিষয়কে 'অনর্থ' বলিয়া অভিহিত করা হয়—

মায়ামুগ্ধস্য জীবস্য জ্ঞেয়োঽনর্থশ্চতুর্ব্বিধাঃ।
হৃদৌর্ব্বল্যঞ্চাপরাধোঽসতৃষ্ণা-তত্ত্ববিভ্রমঃ॥ (ভজনরহস্য)

মায়ামুগ্ধ জীবগণ মোহের কবলে পতিত হইয়া অনর্থ-চতুষ্টয়ের অধীন হইয়া পড়ে। হৃদয়দৌর্ব্বল্য, অপরাধ, অসতৃষ্ণা ও তত্ত্ব-বিভ্রম প্রভৃতি অনর্থগুলি জীবগণকে সর্ব্বদাই বিপদ্‌গ্রস্ত করিতেছে।

হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ভগবদ্ভক্তি-পথের একটী কণ্টক-স্বরূপ। কারণ হৃদয়দৌর্ব্বল্য থাকিলে জীবগণ কৃষ্ণেতর বিষয়ে অত্যাসক্ত হইয়া পড়ে। আবার অত্যাসক্তি-বশতঃ গ্রাম্য কুটীনাটী আলোচনায় লিপ্ত হইয়া যায়। ঐরূপ কুটীনাটী-বিষয়ে লিপ্ত হইলে অন্যায়বশতঃ পরদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইতে হয়। অতএব **প্রথম অনর্থ—হৃদয়দৌর্ব্বল্য** আমরা চারিপ্রকার বলিতে পারি।—

কৃষ্ণনাম-স্বরূপেষু তদীয় চিৎকণেষু চ।
জ্ঞেয়ো বুধগণৈর্নিত্যমপরাধাশ্চতুর্ব্বিধাঃ॥ (ভজনরহস্য)

কৃষ্ণনামে, স্বরূপে, ভক্তে ও অন্য নরে—অপরাধভেদে হৃদয়দৌর্ব্বল্য চতুর্ব্বিধ। **দ্বিতীয় অনর্থ**—ঐহিক ও পারত্রিক এষণা, ভুতিকাম ও মুক্তিকাম-ভেদে চতুর্ব্বিধ। **তৃতীয় অনর্থ**—অসত্তৃষ্ণাও চতুর্ব্বিধা। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ'সেবা বাদ দিয়া কি-উপায়ে ইহলোকে সুখ ও পুণ্যাদি অর্জ্জন করিয়া পরলোকে সুখভোগ করিতে পারা যায়, এতাদৃশ চেষ্টার নাম—ঐহিক ও পারত্রিক **এষণা**। কৃষ্ণভোলা জীবগণের ঐরূপ চেষ্টাকে তত্ত্ববিদ্‌গণ **'অসত্তৃষ্ণা'** বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। সম্পত্তি বা ঐশ্বর্য্য-কামনা অথবা অণিমাদি অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্যসিদ্ধি-কামনাকে **ভুতি-কাম** বলা হয়। ইহাদ্বারা মানবকুলের কোন সুবিধা হয় না ; পরন্তু সকলে অসুবিধার মধ্যেই পড়িয়া থাকে। কারণ জগতের লোকগণ যদি দৈবক্রমে কিছু ঐশ্বর্য্যবান্ বা বিত্তশালী হইয়া পড়েন, তখন তাঁহারা নাস্তিক হইয়া ভগবৎ ও তদ্ভক্তগণের বিদ্বেষ-আচরণে প্রবৃত্ত হন। তাই জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর জানাইয়াছেন—

"কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব।"

অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি দ্বারা কখনই আমাদের মঙ্গল হইতে পারে না। ইহাদ্বারা আত্মার প্রসন্নতা লাভ হয় না।—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি ॥ (ভাঃ ১।৬।৩৬)

সুতরাং যমাদি সাধনকে ভুতি-বাঞ্ছা নামক অসত্তৃষ্ণা বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায়। **মুক্তি-কামনাও** একটী অসত্তৃষ্ণা। অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তির নামই মুক্তি। জ্ঞানী ও কর্ম্মিগণ সদাই মুক্তি ও ভুক্তি কামনা করিয়া থাকেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ কখনও অহৈতুকী ভক্তি ব্যতীত মুক্তি ও ভুক্তি কামনা করেন না। জ্ঞানী ও কর্ম্মিগণ ঐহিক দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য যাবতীয় কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন ; কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ ঐহিক দুঃখ-নিবৃত্তির কোনমাত্র চেষ্টাই করেন না। উপরন্তু অনেকস্থলে কেবলমাত্র দুঃখকেই বরণ করিয়া থাকেন। কারণ দুঃখ সকল সময়ে লাগিয়া থাকিলে দুঃখহারী ভগবান্ ভক্ত-হৃদয় হইতে এক পল-মাত্র সময়ের জন্যও ছাড়িয়া থাকিতে অবসর পান না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে,—কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধান্তে বিজেতা পাণ্ডবগণ রাজ্য ফিরিয়া পাইয়া রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করিলে, পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের নিকট বিদায় গ্রহণান্তর রাজমাতা কুন্তীদেবীর নিকট বিদায় গ্রহণমানসে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, কুন্তীদেবী যাহাতে পুত্রদের সব সময়েই বিপদ্ ও দুঃখ লাগিয়া থাকে—এতাদৃশ বর প্রার্থনা

করিয়াছিলেন। কারণ পুত্রদের দুঃখ লাগিয়া থাকিলেই কৃষ্ণ কখনও একমুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন না, অর্থাৎ কৃষ্ণকে হৃদয় হইতে বিদায়ের পরিবর্ত্তে প্রকারান্তরে কুন্তীদেবী তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিবার বর প্রার্থনা করিলেন। তাই ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীভগবানের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করেন,—

তোমার সেবায়,　　দুঃখ হয় যত,
সেও ত পরম সুখ।
সেরা-সুখ-দুঃখ,　　পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥ (শরণাগতি)

ভগবদ্ভক্তগণের নিকট দুঃখই সুখের কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়, দুর্দ্দিনগুলিকে সুদিন বলিয়াই তাঁহারা গ্রহণ করেন। বৈষ্ণবগণ মুক্তিকে 'কৈতব' বা 'কপটতা' আখ্যা দিয়া থাকেন—

তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥ চৈঃ চঃ অঃ ১।৯২)
ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন ন ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থ-কামগতয়ঃ সময়-প্রতীক্ষা॥ (কৃষ্ণকর্ণামৃত—১০৭)

হে ভগবন্! তোমাতে যদি কাহারও নিশ্চলা ভক্তি উদিত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের সেবা করিবার জন্য মুক্তি কৃতাঞ্জলিপুটে সময় প্রতীক্ষা করিয়া প্রার্থনা জানাইয়া থাকে। সুতরাং মুক্তিবাঞ্ছাও অসত্তৃষ্ণার অন্তর্গত।

স্বতত্ত্বে পরতত্ত্বে চ সাধ্য-সাধন-তত্ত্বয়োঃ।
বিরোধিবিষয়ে চৈব তত্ত্বভ্রমশ্চতুর্ব্বিধঃ॥ (ভজনরহস্য)

আত্মতত্ত্ব, পরমাত্ম-তত্ত্ব, সাধ্য-সাধনতত্ত্ব ও বিরোধি-বিষয়-তত্ত্ব প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ তত্ত্ব-ভ্রম। ইহাদের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে, শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয়ে নিরপরাধে দ্বাত্রিংশৎ বর্ণ ও ষোড়শ-নামাত্মক কলিপাবন মহামন্ত্রের সম্যক্ সাধন করিতে হইবে। ইহাই কলিহত জীবকুলের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এইরূপে শুদ্ধনাম গ্রহণ করিতে করিতে সাধক-জীবসমূহের হৃদয়-গুহা হইতে অনর্থ-চতুষ্টয় দূরে অপসৃত হয়। তখন তাঁহারা অনর্থ-নির্ম্মুক্ত হইয়া নিষ্ঠার সহিত ভজনে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর

উপদিষ্ট নিম্নলিখিত শ্লোকে শ্রীনাম-প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ (শ্রীশিক্ষাষ্টক—২)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

অনেক লোকের বাঞ্ছা—অনেক প্রকার।
কৃপাতে কহিল অনেক-নামের প্রচার॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল, দেশ, নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
'সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব,—নামে নাহি অনুরাগ॥" (চৈঃ চঃ অঃ ২০।১৭-১৯)

—শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী
কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)

বর্ত্তমান সভ্যতার মানদণ্ড

আজকাল সভ্যতা ও অসভ্যতার প্রভেদ কেবলমাত্র চেহারা, পোষাক-পরিচ্ছদ বা দু'এক গদ ইংরাজী জানা না জানার উপর দিয়াই পরিলক্ষিত হয়। ইহার উপর যদি কিছু টাকা বা কয়েক বিঘা জমি-জমা কাহারও থাকে, তবে তিনি যতই শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম্ম বা দুষ্কর্ম্ম করুন না কেন, আধুনিক সভ্য-সমাজের তিনি একজন বিশিষ্ট সভ্য না হইয়াই পারিবেন না। পথে-ঘাটে চলিতে গেলে দেখিতে পাই—দু'এক গদ ইংরাজী না ঝাড়িতে পারিলে তাহাকে কেহ মানুষ বলিয়াই গ্রাহ্য করিতে চাহেন না। কেহ যদি কোন বড়লোকের বাড়ীতে বড়বাবুর সহিত সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়া যান, তবে বাবু আগে তাঁহার চাকরকে পাঠাইয়া জানিতে চাহেন—'দর্শন-প্রার্থী মোটরে করিয়া আসিয়াছেন কিনা, দেখিতে ভদ্র কিনা' অর্থাৎ তিনি রূপবান্ কিনা এবং তাঁহার ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ আছে কিনা ইত্যাদি। যদি সেই ভৃত্য আসিয়া বাবুর উপরি উক্ত ধারণানুযায়ী সভ্যতার পরিচয় প্রদান করে তবেই সেই দর্শনপ্রার্থী আগন্তুকের ভাগ্য অতি সুপ্রসন্ন, নতুবা যদি বাবু তাঁহার ধারণার

বিপরীত কিছু শ্রবণ করেন তবে সেই আগন্তুককে বাড়ীর বাহির হইতেই বিদায় লাভ করিতে হয়। যাঁহারা আধুনিক 'এটিকেট্' মোটেই জানেন না, সেই সেকেলে ধরণের চটি পা'য়, গায়ে একখানা চাদর, মাথায় শিখা, সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ কিন্তু ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ একবারে 'দেশী সাহেব' নহেন, তাঁহারা আজকাল নব্য-শিক্ষিত বাবুদের কাছে মানুষ বলিয়াই গণ্য নহেন। জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর মদে অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া যিনি দিবানিশি কলি-পঙ্কজের দাস্যে রত, যিনি গভর্ণমেণ্ট বা পাবলিককে দুই দশ হাজার টাকা ডোনেশন দিয়া খেতাব অর্জ্জনে সক্ষম হইয়াছেন, যিনি সর্ব্বসময়ে অপরকে উদ্বেগ প্রদানের জন্য ব্যস্ত, জীব-হিংসারত, নিজের অনিত্য সুখের জন্য পাপকর্ম্ম করিতে যাঁহার বিন্দুমাত্র ভয় নাই, যাঁহার হৃদয়ে দয়া-দাক্ষিণ্যের লেশমাত্রও নাই, যিনি স্বার্থপর, পরসুখে-দুঃখী, সদা মিথ্যাভাষী, ক্রোধী, দম্ভ-পরায়ণ, বিষয়-মদে অনুক্ষণ মত্ত, হিংসা-গর্ব্বই যাঁহার অলঙ্কার-স্বরূপ, যিনি নিদ্রালস্য-পরবশ হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্ব সুকার্য্যে বিরত কিন্তু অকার্য্যে উদ্যোগী, যিনি নিজের ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিবার জন্য সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ-বিবর্জ্জিত, যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট অতএব যিনি বাহিরে ধনবান্ বলিয়া পরিচিত হইলেও অত্যন্ত দরিদ্র, যিনি বাহিরে পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেও ভগবদ্বিষয়ে অজ্ঞতা-নিবন্ধন নিতান্ত মূর্খ, যিনি সাধু-মহাজনের নির্দ্দিষ্ট পন্থা উল্লঙ্ঘনের জন্য অশ্রৌত-পন্থী, যিনি একবার ভুলিয়াও ভগবানের নাম মুখে আনেন না, যিনি চিৎ-জড়-সমন্বয়বাদী অথবা সত্যে মিথ্যা বা মিথ্যায় সত্য-দর্শনহেতু বিবর্ত্তবাদী, যিনি ভগবৎসেবা-সম্বন্ধবিহীন কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগী, ভগবৎসেবা ভিন্ন ইতর-তৃষ্ণাযুক্ত, সরলতাকে বিসর্জ্জন দিয়া যিনি কপটতাকেই একমাত্র সার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ও তাহার আশ্রয় লইয়াছেন—তিনিই হইতেছেন বর্ত্তমান যুগের সভ্য মানব; আর যিনি নিষ্কিঞ্চন হইয়া ভগবদ্ভক্তগণের আনুগত্যে দিবানিশি ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতেছেন এবং ভগবৎসেবায় নিমগ্ন আছেন, যিনি জগতের লোকের প্রদত্ত মান বা অপমানে বিন্দুমাত্র উল্লসিত বা অসন্তুষ্ট নহেন, যিনি জগতের লোককে তোষামোদ করিবার জন্য ব্যস্ত নহেন, ভ্রমাদি দোষশূন্য মহাজন-পদাশ্রয়-হেতু যিনি নিজেও তত্তদ্দোষ-দুষ্ট নহেন, সুতরাং যাঁহার সত্যে অসত্য বা অসত্যে সত্য-ভ্রম জন্য বিবর্ত্তবুদ্ধি হয় নাই, যিনি নিজের ইন্দ্রিয়-তোষণের জন্য কোন কর্ম্ম করেন না, যিনি তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর যে হৃষীকেশ তাঁহার সেবায় সতত নিযুক্ত, যিনি মহাজনকথিত সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণ—তিনিই বর্ত্তমানযুগের সভ্যতা-বাদীদের নিকট 'অসভ্য' বলিয়া

পরিচিত। ধন্য সভ্যতা ও অসভ্যতার আধুনিক ধারণা! এই বিপরীত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই বর্ত্তমান জগৎ চায় তাহার উন্নতি! কিন্তু ইহার দ্বারা প্রকৃত উন্নতি সম্পূর্ণই অসম্ভব।

—শ্রীহরিদাস রায়

পরিক্রমার শংখরব

ভবাটবী-দুঃখ-তলে কে আছ বসিয়া,
বৃথা সুখ-বারি আশে চাতকের সম।
এস ত্বরা করি' সবে এস হে ছুটিয়া,
ব্রজধামে পাবে যদি শান্তি অনুপম ॥

'সাধু-সঙ্গ,' 'নাম-গান,' 'ভাগবত-শ্রবণ,'
'মথুরা-বাস,' 'শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তি-সেবন'।
সকল সাধন-সার এ-পঞ্চ সাধন—
মাধবের প্রীতি বলি' গায় সাধুজন ॥

তাল, মধু, কুমুদ, বহুলা, কাম্যবন,
খদির, বৃন্দাবন—যমুনার পুব পারে।
ভদ্র, বিল্ব, লৌহ আর ভাণ্ডীর মহাবন—
পশ্চিম যমুনা-পারে দেখহ সাদরে ॥

এই ত দ্বাদশবন—কৃষ্ণলীলা-ভূমি-
পরিক্রমা-সেবা-সুখ যদি চাও সবে।
ধনী-মানী-ভেদে যত মাতা, সুত, স্বামী,
সকল যাতনা ছাড়ি' ছুটে এস তবে ॥

স্বরাটের সেবা ছাড়ি' ভুলি' স্বাধীনতা,
চির পরাধীন কেন কামাদির বশে।
স্বরাট সুশীল কৃষ্ণ সেবায় ধীরতা,
লভিলে হ'বে স্বাধীন পর ধামাবাসে ॥

—শ্রীআনন্দগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী

সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব

আমরা বিগত ১৫ই আশ্বিন, ১৩৫৮, মঙ্গলবার তারিখের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কলিকাতা সংস্করণে উক্ত শিরোনামায় একটী সংবাদ পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। সংবাদটী পাঠকবর্গের আনন্দবিধান করিবে জানিয়া নিম্নে অবিকল মুদ্রিত হইল :—

"সোমবার লাটভবনে বঙ্গীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন কমিটির উদ্বোধন সভায় এ প্রদেশে একটী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

রাজ্যপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

প্রস্তাবে বলা হয় যে, বঙ্গীয় সংস্কৃত পরিষদকে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হউক। সংস্কৃত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানান হয়।

"প্রাচ্যবাণী মন্দিরের" উদ্যোগে সভার আয়োজন হয়।

ডাঃ রমা চৌধুরী বলেন, কেহ কেহ মনে করেন, হিন্দুধর্ম্মের অনুশাসনের গোঁড়ামিই সকল অনর্থের মূল। কিন্তু তাহা সত্য নহে। ধর্ম্মের অনুশাসন হইতে আমরা বিচ্যুত হইয়াছি বলিয়াই অনর্থের উদ্ভব হইয়াছে। ঈশ্বরানুভূতি হইতে যখন আমরা বিচ্যুত হই, তখনই আমাদের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। ভারতবর্ষ যদি তাহার প্রাচীন সংস্কৃতির পুনঃ উদ্ধার করিতে পারে, তবেই সকল অনর্থের অবসান হইবে। প্রাচীন সংস্কৃতির পুনঃ উদ্ধার করিতে হইলে সংস্কৃত ভাষার প্রতি আমাদের অনুরাগ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

প্রস্তাব সমর্থন করিয়া ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত বক্তৃতা করেন।

সভাপতি ডাঃ কাটজু বলেন যে, সংস্কৃত অতি সমৃদ্ধ ভাষা। এক সময় এই ভাষা সারা ভারতে প্রসার লাভ করিয়াছিল। দেশ বিদেশের বড় বড় পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষার সমৃদ্ধি ও সম্ভাবনীয়তা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন ; কিন্তু এখন প্রতি বৎসরই স্কুল কলেজে সংস্কৃত ভাষার প্রতি ছাত্রদের অনুরাগ হ্রাস পাইতেছে। এই ভাষাকে জনপ্রিয় করিয়া উহার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিতে চেষ্টা করা সরকার ও জনসাধারণের কর্ত্তব্য।

অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন—ডাঃ যতীন্দ্রবিমল রায় চৌধুরী কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক ও পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ।"

(আনন্দবাজার পত্রিকা, দৈনিক সংস্করণ)

বাংলার চিন্তাধারার অনুসরণ

মাননীয় আচার্য্য জে, বি, কৃপালনী ভারতীয় কংগ্রেস পরিত্যাগ করিবার পর বাংলাদেশে আসিয়া বাংলার প্রশংসামুখে বলিয়াছিলেন—"What Bengal thinks to-day, all India thinks to-morrow." অর্থাৎ বাংলা আজ যাহা চিন্তা করে, ভারতের অবশিষ্ট প্রদেশ তাহা পরে অনুসরণ করে। এই কথাটী মাননীয় বাল গঙ্গাধর তিলক ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় রাজনৈতিক আলোচনার সূত্রপাতের সময় বজ্রগম্ভীর স্বরে উক্তি করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি গত বৎসর কার্ত্তিকব্রত-সময়ে রামেশ্বর প্রভৃতি দাক্ষিণদেশে তীর্থস্থানসমূহ ভ্রমণকালে ঐপ্রকার উক্তির প্রচুর সমর্থন পাইয়াছেন। বাংলা ভারতের শীর্ষস্থান, সুতরাং ভারতের ভাগ্যবিধানের সুব্যবস্থা বাংলাকেই করিতে হইবে। রাজনৈতিক, সমাজ-নৈতিক অর্থনৈতিক, ও ধর্ম্মনৈতিক যাবতীয় বিষয়সমূহের চিন্তা বাংলাই করিয়া থাকে। তাই আমরা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদে বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেছি। বাংলা, সংস্কৃত শিক্ষার প্রাধান্য দিলে ভারত তাহার অনুগমন নিশ্চয়ই করিবে। ইহাই রাজনৈতিক ধারা—বহুকাল যাবৎ পরিলক্ষিত হইতেছে। সংস্কৃত শিক্ষার সহিত ভারতের উন্নতি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। ভারত ইহা বর্ত্তমানে ভুলিতে বসিয়াছে। তাহার এই ভ্রম অপনোদন করিয়া সংস্কৃত ভাষার দ্বারা তাহাকে সংস্কার করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আমরা বাংলার মহামান্য প্রদেশপাল শ্রীকৈলাসনাথ কাটজু মহোদয়ের ও ডাঃ রমা চৌধুরীর উক্তি সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করি। এই বিশ্ববিদ্যালয়টী সংগঠিত হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে সন্দেহ নাই। আমরা এসম্পর্কে বাংলা কেন, সমগ্র ভারত-বাসীর দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছি।

সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব

ভাষা ভাবের অভিব্যক্তি

'ভাষা' ভাবের অভিব্যক্তি। নানাপ্রকার লেখ-প্রণালীর দ্বারা ইহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। মূক ব্যক্তির নিকট 'বৈখরী' স্বর প্রভৃতির বিকাশ না থাকিলেও অঙ্গভঙ্গিই সে-স্থলে ভাবের যানবাহন। পৃথিবীর অধিকাংশ স্থলে কতকগুলি ভাবের বিকাশ, লেখ-প্রণালী ব্যতীত অন্য প্রকারে প্রকাশিত হওয়ার ক্ষেত্রসাম্য লক্ষ্য করা যায়। হাস্যের প্রক্রিয়া, রোদন, উল্লাস, ভীতি প্রভৃতির অভিব্যক্তি সর্ব্বত্রই একইরূপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যে-কোন প্রক্রিয়ার দ্বারাই ভাবের

অভিব্যক্তি হউন না কেন, ব্রাহ্মী ইত্যাদি লেখ-প্রণালীর দ্বারা যে অক্ষরাত্মক অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই 'ভাষা' নামে কথিত হয়।

ভাষার পার্থক্য

দেশ, কাল, পাত্রভেদে ভাষার পার্থক্য প্রচারিত আছে। কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, বৃক্ষলতাদিরও ভাষা আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ, পশুতত্ত্ব-আলোচকমণ্ডলী ও বৈজ্ঞানিকগণ সকলেই ইহাদের ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহাদের স্ব-স্ব চিত্তবৃত্তিকেই কেন্দ্র করিয়া উহা বিচার করিয়াছেন। সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বজীব-তত্ত্বের ভাষার জীবনীশক্তির পর্য্যালোচনা করিতে হইলে কি-প্রকার মানদণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে, এস্থলে তাহাই বিচার্য্য বিষয়। কীট-পতঙ্গাদি, আব্রহ্ম দেব, দানব, মনুষ্য, স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেরই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চেতনের বিকাশ-স্বরূপ ভাব-ভাষাদি বর্ত্তমান। এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পরের বাহ্যতঃ যেরূপ পার্থক্য লক্ষিত হয়, তদ্রূপ ভাব ও ভাষার পার্থক্য বর্ত্তমান।

বিভিন্নাংশ অণুচৈতন্যের ভাব ও ভাষা

সমগ্র ভারত বা ভারতেতর যাবতীয় দেশ-প্রদেশেই চেতনধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক চেতনই এক ধর্ম্মে অবস্থিত হইলেও তাহারা বিভিন্নাংশ। এক অণুচেতন, অন্য অণুচেতনের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিয়া থাকে। এই আদান-প্রদানের প্রণালীই 'ভাষা' বলিয়া কথিত হয়। কীটাণুকীটের অন্তর্নিহিত অণুচেতন, বৃক্ষলতা ও পশু-পক্ষী প্রভৃতির অন্তর্নিহিত অণুচেতন পরস্পরের সহিত ভাব বিনিময় করিয়া থাকে। কিন্তু এক জাতি অন্য জাতির ভাব বিনিময়ের প্রণালীর সহিত ভেদ স্থাপন করিয়াছে। এই ভেদ প্রত্যেক জীবের অন্তর্নিহিত অণুচেতনের নহে। কারণ ইহা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সর্ব্ববাদি-সম্মত যে, চেতনতায় কাহারও কোন পার্থক্য নাই। অর্থাৎ জীবাত্মা স্বরূপতঃ বিভিন্নাংশরূপে একই—ইহাই যাবতীয় আস্তিকগণের বিচার। বিভিন্নাংশ অণু-চৈতন্য জীবাত্মা অণুত্বে ও ধর্ম্মে এক হইলে তাহার ভাব ও ভাষা পৃথক্ হইবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। আমরা সমাজগত বা দেশগত সসীম সমষ্টির মধ্যে ভাষাগত সাম্য লক্ষ্য করিয়া থাকি। সুতরাং ভাষার পার্থক্য, বিভিন্নাংশ অণুচৈতন্য জীবের স্বভাবগত নহে। ভগবানের মায়াশক্তি-বিরচিত দেশ-কাল-পাত্রাদি আবরণ হইতে উদ্ভূত ভাষারই পার্থক্য বর্ত্তমান।

বিভিন্নাংশ জীবের ভাষা বৈশিষ্ট্য

এক জাতীয় বিভিন্ন আত্মার ভাব-বৈভিন্ন্য অস্বীকৃত নহে; অথচ ভাষার বৈভিন্ন্য না থাকিলেও বৈশিষ্ট্য আছে। একই ভাষার গুরুত্ব-লঘুত্ব, লালিত্য-কাঠিন্য

প্রভৃতি ভেদে পার্থক্য লক্ষিত হইলেও ভাষাগত ভেদ নাই। তথাপি তাহাকে 'বৈশিষ্ট্য' বলিতে কোনপ্রকার আপত্তি থাকিতে পারে না। পরন্তু বৈশিষ্ট্যই ভেদের কারণ। অণুচেতনের ভাষার বৈশিষ্ট্য থাকিলেও তদ্দ্বারা ইহা বুঝাইবে না যে, প্রত্যেক জীবাত্মার স্বরূপ গঠনের আত্মগত বৈশিষ্ট্য ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ভেদ আছে। যাহারা জীবাত্মার বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করিতে চেষ্টা করেন, তাহাদের ভাব ও ভাষা সমস্তই মিথ্যা হইয়া পড়ে। আমরা ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া ঐরূপ 'ব্যবহারিকতা' ও 'মিথ্যার' প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহি।

দিব্য বা দৈব-ভাষা

আত্মা দিব্য বস্তু, প্রকৃতির কোন বস্তু নহেন। সুতরাং আত্মার ভাব ও ভাষা দিব্য বস্তু অর্থাৎ দৈবভাব-সম্পন্ন। তজ্জন্যই আত্মার ভাষা দিব্য ও দৈব। আত্মতত্ত্ব অনুশীলনে যাঁহারা যত উন্নত, তাঁহাদের ভাব ও ভাষাও তত উন্নত। যে দেশ যত নিম্নগতিতে চলিতে থাকে, সেই দেশের ভাব ও ভাষা তত নিম্নগামী হইয়া থাকে। চিন্তাস্রোতের অসম্পূর্ণতাই ভাষার অসম্পূর্ণতা আনায়ন করে। দিব্য বস্তু বা ভাব যাহার দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, তাহাও দিব্য এবং সম্পূর্ণ। তাহা যতই বিস্তৃত হউক বা ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হইতে সংক্ষিপ্ততর বা সংক্ষিপ্ততম হউক না কেন, উহা দিব্য এবং পূর্ণ। আমরা বেদচতুষ্টয়কে অতি বিস্তৃত দেখিলেও উপনিষদাদি তাহা অপেক্ষা অনেক সংক্ষিপ্ত। উপনিষদ্, পুরাণ, ইতিহাসাদি বিরাট্‌ভাবে দৃষ্ট হইলেও সূত্রাকারে 'ব্রহ্মসূত্রে' আরও সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। ইহাও মন্ত্রে এবং ক্রমশঃ বীজে আরও সংক্ষিপ্ত আকারে লক্ষিত হয়। 'বীজ' অতি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে সমগ্রতা ও বিরাটের সত্তা লক্ষিত হওয়ায় ইহা সম্পূর্ণ। বটের বীজ অতিশয় ক্ষুদ্র হইলেও তাহাতে বিরাট্ মহীরুহের সত্তা থাকায় উহা পূর্ণ। নৃসিংহতাপনী বলেন—"বাগ্বা ওঙ্কারো বাগেবেদং সর্ব্বং ন হ্যশব্দমিবেহাস্তি।" (নঃ তাঃ ৮।২)

উক্ত উপনিষদের শঙ্করভাষ্য-রহস্যার্থ-দীপিকায় লিখিত হইয়াছে—"বাঙ্‌মাত্রত্বাচ্চোঙ্কারস্যোতত্ত্বং সিদ্ধমিত্যাহ বাগ্বা ইতি। **সর্ব্ব-বর্ণন-কবলনরূপত্বাদ্** বৈখর্য্যাদিরূপত্বাচ্চ বাঙ্‌মাত্রমবগন্তব্যম্।"

অর্থাৎ ওঙ্কারের বাঙ্‌মাত্রতাহেতু তাহার ওতত্ত্ব অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপকত্ব সিদ্ধ আছে। ওঙ্কারদ্বারা সকল পদার্থ বর্ণিত হয়। সকল পদার্থই ওঙ্কারের কবলীকৃত বা অন্তর্গত এবং বৈখরী প্রভৃতি স্বরও ওঙ্কারের স্বরূপ মাত্র। এই নিমিত্ত ওঙ্কারকে বাঙ্‌মাত্র বলিয়া জানিবে।

এস্থলে অপৌরুষেয় বৈদিক বাণী হইতে জানিতে পারি, বীজ-স্বরূপ ওঙ্কারে (ওঁ)

যাবতীয় বর্ণ, শব্দ, বাক্য ও ভাষা কবলীকৃত হইয়াছে। বেদ-পুরাণ-ইতিহাসাদি এই ওঙ্কারেরই বিস্তার এবং আরও কথিত হইয়াছে যে, শব্দরূপ ওঙ্কার হইতেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি হইয়া থাকে। সুতরাং 'ওঁ' এই দিব্য শব্দটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও ইহা পূর্ণ এবং ইহাতেই বস্তু ও তত্ত্ব নিহিত আছে—ইহা বৈজ্ঞানিক রূপে সিদ্ধ।

'সংস্কৃত' ভাষার বৈশিষ্ট্য

ইংলণ্ড, গ্রীস, জার্ম্মান, চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশের ভাষার সহিত আমাদের ভারতীয় ভাষার তুলনা করিলে ইহার পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে অনুভব করিতে পারি। এই পার্থক্যের মূল কারণ প্রকৃতি এবং প্রকৃতি-জাত দেশ, কাল ও পাত্র। ভারতবর্ষ এই প্রকৃতিজাত দেশ, কাল, পাত্র হইতে বহির্ভূত না হইলেও, সে এই প্রকৃতি ও প্রকৃতিজাত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হইতে অতীত রাজ্যের অনুশীলন করিয়াছে। পার্থিব পরমাণুর সংযোগে যে চেতনতার আভাস লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইতেও ভারতীয় মনীষিগণ আপনাদের বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছেন। অপ্রাকৃত চেতন প্রাকৃত চেতন (?) হইতে প্রচুর পৃথক্। সুতরাং অপ্রাকৃত অণুচেতনের ভাব ও ভাষা প্রাকৃত চেতন হইতে সর্ব্বতোভাবে বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যময় ভাষার নামই 'সংস্কৃত ভাষা'।

ভাষার 'সংস্কৃত' আখ্যা দিবার উদ্দেশ্য

'সংস্কৃত' শব্দের দ্বারা ইহাই বুঝায়, যে ভাষা সর্ব্বপ্রকার সংস্কার লাভ করিয়াছে। দশসংস্কারে মানব যে প্রকার শুদ্ধি লাভ করে, সেইপ্রকার 'সংস্কৃত ভাষা'টীও সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধতা লাভ করিয়াছে। বিষ সদ্‌বৈদ্যের দ্বারা জারিত হইলে উহা প্রাণনাশক না হইয়া প্রাণরক্ষক হইয়া থাকে। সেইপ্রকার ভাষাগত প্রাকৃত মল দেব-ঋষিগণের দ্বারা জারিত হইয়াছে বলিয়া দেবভাষার নাম—'সংস্কৃত ভাষা'। এই ভাষা অক্ষর ব্রহ্ম-বস্তুর নির্দ্দেশকারিণী।

'অক্ষর'-পরিচয়

দেবভাষা কিছু ক্ষর-বস্তু নহে। ইহা অক্ষরাত্মক নিত্য সনাতন বস্তু। এই অক্ষরাত্মক বস্তুর অনুসন্ধান না করিলেই আমরা 'কৃপণ' হইয়া পড়ি। তজ্জন্য বৃহদারণ্যক (৩।৯।১০) বলিয়াছেন—"এতদ্ 'অক্ষরং' গার্গি অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স এব 'কৃপণঃ'।

ভারত যদি অক্ষর ও ব্রহ্ম-বস্তুর অনুশীলন না করিয়া কৃপণতার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে ভারত অন্যান্য দেশের ন্যায় দুর্ভাগ্য বরণ করিবে। ভারতীয়

লেখ-প্রণালী যাহাই হউক না কেন, দিব্য ভাষা বা দৈবভাষাই অণুচৈতন্য জীব-মাত্রের ভাবজ্ঞাপক যানবাহন। বাল্যজীবনে পঞ্চম বর্ষীয় শিশুকে অক্ষর পরিচয় করাইয়া দিবার পদ্ধতি আজও রহিয়াছে। তজ্জন্যই তাহাকে শিক্ষা-গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আমরা অক্ষর পরিচয়ের পদ্ধতির সারাংশ পরিত্যাগ করিয়া গতানুগতিক ধারা অনুসারে শিক্ষা আরম্ভের সময় যে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া অবলম্বন করি, তাহাতে ক্ষরবস্তু ব্যতীত অক্ষর-বস্তুর পরিচয় হইতেছে না। আমরা আমাদের ত্রিকালজ্ঞ হিতকামী ঋষিবর্গের শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি। অক্ষর-পরিচয়ের নামে ক্ষর-পরিচয় লইয়াই আমরা বর্ত্তমানে ব্যস্ত হইয়াছি। ভারতীয় বিবিধ লেখ-প্রণালী যাহাই হউক না কেন, অক্ষর বস্তুর সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে তাহা সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে অমঙ্গলের পথে চালিত করিবে।

শব্দ বা ধ্বনির উৎপত্তি

লেখ-প্রণালীর সহিত স্বর বা ধ্বনির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ না থাকিলে উহা নিষ্ফল হইয়া পড়ে। ধ্বনি মূলতঃ বায়ু-বিলোড়নে উৎপন্ন হয়। স্ফোটবাদী বৈয়াকরণিক-গণ ভাষাগত ধ্বনির উৎপত্তি-স্থান অনেক প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন—প্রধাণতঃ কণ্ঠ, জিহ্বা, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, 'স' তিন প্রকারে তিন স্থান হইতে উচ্চারিত হয়। তালু হইতে উচ্চারিত হইলে তালব্য স = 'শ,' মূর্দ্ধা হইতে উচ্চারিত বলিয়া মূর্দ্ধন্য স = 'ষ' এবং দন্ত হইতে যে স এর উচ্চারণ হয়, তাহা দন্ত্য স = 'স'। এইপ্রকার উচ্চারণ ভেদে 'ন'ও দুইপ্রকার। যথা দন্ত হইতে উচ্চারিত বলিয়া ন এর নাম—দন্ত্য 'ন' এবং মূর্দ্ধা হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া উহার নাম—মূর্দ্ধন্য 'ণ'। সুতরাং 'বৈয়াকরণিকের শব্দ বা ধ্বনি বায়ু-বিলোড়িত শব্দের ন্যায় প্রাকৃতই বুঝিতে হইবে। ইহাকে আমরা 'অক্ষর' শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তু বলিয়া মনে করিতে পারি না। অথচ অক্ষর-পরিচয় করিতে গিয়া শিশুগণকে ঐপ্রকার বর্ণ-পরিচয়ই করাইয়া দেওয়া হয়।

বর্ণ অক্ষরের সাদৃশ্য

লেখ-প্রণালীর বর্ণমালার সহিত অক্ষর বস্তুর কোনরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে উহার দ্বারা আমাদের পারমার্থিক মঙ্গলের কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং শাস্ত্রকারগণ বলেন—বর্ণমালাকে সর্ব্বতোভাবে 'সংস্কৃত' করিয়া অর্থাৎ তাহার যাবতীয় মল বিদূরিত করিয়া অথবা সদ্‌বৈদ্যের ন্যায় জারিত করিয়া গ্রহণ করিলে আমরা অপ্রাকৃত অক্ষর বস্তুর সন্ধান পাইব। 'বর্ণ' এবং 'অক্ষর' এক বস্তু নহে, অথচ সাদৃশ্যযুক্ত। সদৃশবস্তুর উপমানের সহিত ভেদ থাকিলেও, উপমান-জ্ঞানে প্রচুর সাহায্য করিয়া থাকে।

অপ্রাকৃত পণ্ডিতকুলবরেণ্য জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার স্বরচিত 'শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে'র প্রথমে লিখিয়াছেন—"নারায়ণাৎ উদ্ভূতোঽয়ং বর্ণক্রমঃ"—অর্থাৎ নারায়ণ হইতেই বর্ণসমূহের উদ্ভব হইয়াছে। শ্রীনারায়ণই অক্ষর ব্রহ্মবস্তু। যে বর্ণ অপ্রাকৃত বিশুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ নারায়ণ হইতে উদ্ভূত, তাহা প্রাকৃত জিহ্বায় বা কণ্ঠ, তালু প্রভৃতিতে উচ্চারিত হয় না। তথাপি যে বর্ণসমূহ অক্ষরের উদ্দীপক, তাহাই আমাদের একমাত্র গ্রহণীয়। অর্থবোধক বর্ণসমূহের সমষ্টিতে শব্দ, এবং এক বা একাধিক শব্দসমূহের অর্থ প্রকাশক সমাবেশে বাক্য, এবং বাক্য-সমষ্টিতে ভাষার উৎপত্তি হইয়া থাকে। আমরা নারায়ণ হইতে উদ্ভূত যে বর্ণসমূহ, শব্দ, বাক্য ও ভাষা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকেই 'সংস্কৃত ভাষা' বলিয়া জানি। (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সহ-সম্পাদক
পণ্ডিত শ্রীযুত নিতাইদাস বিদ্যানিধি, এম, এ, বি, এল মহোদয়ের
বিলাত যাত্রা

আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুত নিতাইদাস বিদ্যানিধি, এম, এ, বি, এল মহোদয় 'ব্যারিষ্টারী' পড়িবার জন্য গত ১৯শে আশ্বিন ১৩৫৮, ৬ই অক্টোবর ১৯৫১, শনিবার—বোম্বাই হইতে বাষ্পীয়-জলযানে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে ১৩ই আশ্বিন, ৩০শে সেপ্টেম্বর রবিবার—শ্যামবাজার, কলিকাতার ১৪০এ, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটস্থ তাঁহাদের নিজ বাসভবন-প্রাঙ্গণে বেলা ৫ ঘটিকার সময় একটী মহতী সভা আহূত হয়। তাহাতে বহু গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া সহকারী সম্পাদক মহোদয়ের বিলাতে শুভবিজয় উপলক্ষে মৌখিক ও লিখিতভাবে অভিনন্দনাদি প্রদান করেন। বিদ্যানিধি মহোদয়ের পিতৃদেব মাননীয় পরমভাগবত শ্রীযুত সখীচরণ রায়, ভক্তিবিজয় মহোদয়ের আগ্রহে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিবিজয় প্রভুর যত্ন ও আগ্রহাতিশয্যে উপস্থিত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, অন্যান্য বৈষ্ণববর্গ ও সমাগত ভদ্রমহোদয়গণ সকলেই অত্যন্ত প্রীত ও আনন্দিত হন এবং সভাস্থ শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই বক্তৃতামুখে বিদ্যানিধি মহোদয়ের সাফল্য-কামনা করেন। তন্মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট বক্তা পাশ্চাত্য-শিক্ষা ও আচার-ব্যবহারের অসারতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং

বিদ্যানিধি মহোদয়ের নিজ আচরিত বৈষ্ণব-সদাচার পাশ্চাত্যে যাহাতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে অবহিত করেন। বিশেষতঃ ভারতীয় বিচার-বিভাগের প্রাচীন নিয়ম-পদ্ধতি যাহা যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, মনু প্রভৃতি ঋষিবর্গ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তদনুকূলে সর্ব্বত্রই শাসন-পদ্ধতি যাহাতে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। পাশ্চাত্য শাসন-পদ্ধতি অপেক্ষা ভারতীয় শাসন-পদ্ধতি অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ—ইহাও বিশেষ-ভাবে আলোচিত হয়।

তৎপরে মাননীয় বিদ্যানিধি মহোদয় বক্তৃমহোদয়গণের বক্তৃতা ও অভিনন্দন-সমূহের (সংস্কৃত ও বাঙ্গালা) সংক্ষেপে দৈন্যমুখে মধুর উত্তর প্রদান করেন।

অতঃপর মাননীয় ভক্তিবিজয় প্রভু অতি দৈন্য সহকারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে আনন্দিত ও চমৎকৃত করেন এবং সমাগত সকলকেই চতুর্ব্বিধ-রস-সমন্বিত ভগবৎপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

—শ্রীগৌরনারায়ণ ভক্তবান্ধব
সহকারী সম্পাদক

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাব্দ—৪৬৫ ; পৌষ—১৩৫৮

৪ নারায়ণ, ১ পৌষ, ১৭ ডিসেম্বর, সোমবার—কৃষ্ণ-চতুর্থী রা ১০।২৩। **জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের তিরোভাব।** শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীনস্থ সমুদয় মঠে পঞ্চদশ বার্ষিক **বিরহ-মহোৎসব।**

১১ নারায়ণ, ৮ পৌষ, ২৪ ডিসেম্বর, সোমবার—কৃষ্ণৈকাদশী রা ১।৩০। **সফলা একাদশীর উপবাস। শ্রীল দেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব।**

১২ নারায়ণ, ৯ পৌষ, ২৫ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী রা ১২।৪। দি ৯৫০ মধ্যে **একাদশীর পারণ।** শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব।

১৩ নারায়ণ, ১০ পৌষ, ২৬ ডিসেম্বর, বুধবার—কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী রা ১০।১৯। **শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব**

১৮ নারায়ণ, ১৫ পৌষ, ৩১ ডিসেম্বর, সোমবার—গৌর-তৃতীয়া দি ১১।১৮। **শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব।** শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

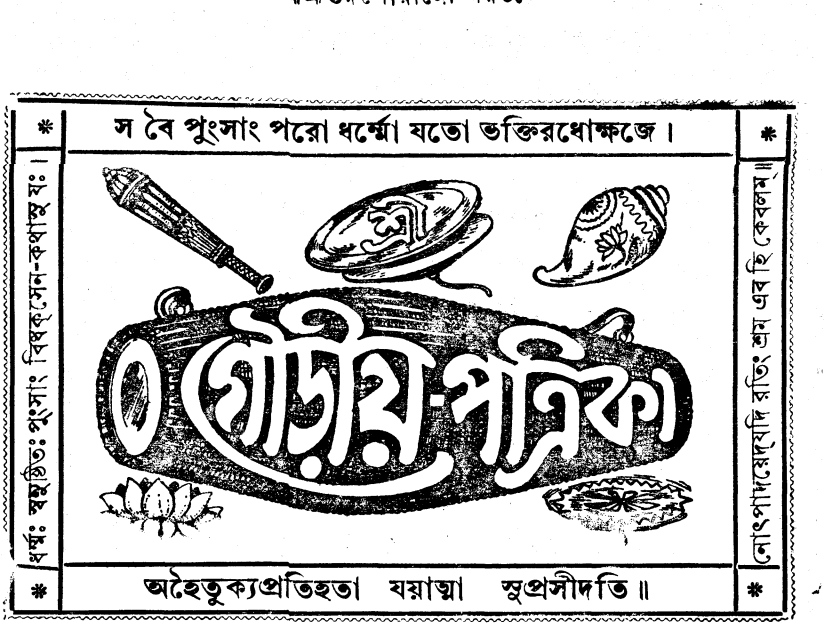

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩য় বর্ষ | বাসুদেব, ৩ নারায়ণ, ৪৬৫ গৌরাব্দ
রবিবার, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮; ইং ১৬।১২।৫১ | ১০ম সংখ্যা

শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীগোবর্দ্ধনায় নমঃ

গোবিন্দাস্যোত্তুংসিত-বংশী-রূণিতোদ্য-
ল্লাস্যোৎকণ্ঠা মত্ত-ময়ূরব্রজ-বীত।
রাধাকুণ্ডোত্তুঙ্গ-তরঙ্গাঙ্কুরিতাঙ্গ
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্॥১॥

যস্যোৎকর্ষাদ্বিস্মিত-ধীভির্ব্রজদেবী-
বৃন্দৈর্বর্য্যং বর্ণিতমাস্তে হরিদাস্যম্।
চিত্রৈর্যুঞ্জন্ স দ্যুতিপুঞ্জৈরখিলাশাং
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্ ॥২॥

বিন্দদ্ভির্যো মন্দিরতাং কন্দরবৃন্দৈঃ
কন্দৈশ্চেন্দোর্বন্ধুভিরানন্দয়তীশম্।
বৈদূর্য্যাভৈর্নির্ঝরতোয়ৈরপি সোঽয়ং
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্ ॥৩॥

শশ্বদ্বিশ্বালঙ্করণালঙ্কৃতি-মেধ্যৈঃ
প্রেম্না ধৌতৈর্ধাতুভিরুদ্দীপিত-সানো।
নিত্যাক্রন্দৎ কন্দর-বেণুধ্বনি-হর্ষাৎ
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্ ॥৪॥

প্রাজ্যা রাজির্যস্য বিরাজত্যুপলানাং
কৃষ্ণেনাসৌ সন্ততমধ্যাসিতমধ্যা।
সোঽয়ং বন্ধুর্বন্ধুর-ধর্ম্মা সুরভীণাং
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্ ॥৫॥

নির্ধূম্বানঃ সংহৃতি-হেতুং ঘনবৃন্দং
জিত্বা জম্ভারাতিমসম্ভাবিতবাধম্।
স্বানাং বৈরং যঃ কিল নির্যাপিতবান্ সঃ
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্ ॥৬॥

বিভ্রাণো যঃ শ্রীভুজ-দণ্ডোপরি ভর্ত্তু-
শ্ছত্রীভাবং নাম যথার্থং স্বমকার্ষীৎ।
কৃষ্ণোপজ্ঞং যস্য মখস্তিষ্ঠতি সোঽয়ং
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্ ॥৭॥

গান্ধর্ব্বায়াঃ কেলিকলা-বান্ধব-কুঞ্জে
ক্ষুণ্ণৈস্তস্যাঃ কঙ্কণ-হারৈঃ প্রযতাঙ্গ।
রাসক্রীড়া-মণ্ডিতয়োপত্যকয়াঢ্য
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্ ॥৮॥

অদ্রিশ্রেণী-শেখর পদ্যাষ্টকমেতৎ
কৃষ্ণান্তোদপ্রেষ্ঠ পঠেদযস্তব দেহী।
প্রেমানন্দং তুন্দিলয়ন্ ক্ষিপ্রমন্দং
তং হর্ষেণ স্বীকুরুতাং তে হৃদয়েশঃ ॥৯॥

শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের অধর-শোভিত মুরলী-ধ্বনি শ্রবণে নৃত্যোন্মত্ত ময়ূরগণ দ্বারা তুমি বেষ্টিত রহিয়াছ এবং শ্রীরাধাকুণ্ডের উন্নত তরঙ্গমালা দ্বারা তোমার অঙ্গে অভিনব হরিত-তৃণ-লতা অঙ্কুরিত হইয়াছে; হে শৈলরাজ গোবর্দ্ধন! তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ কর ॥১॥

শ্রীকৃষ্ণ-সম্পাদিত উৎকর্ষ-প্রযুক্ত বিস্ময়াপন্ন গোপীগণ যাঁহাকে **'হরিদাস-বর্য্য'** বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, বিবিধ বর্ণের চন্দ্রকান্তাদি মণিগণের কান্তিদ্বারা যাঁহার তেজঃপুঞ্জ প্রকাশ পাইতেছে, সেই গোবর্দ্ধন! তুমি আমার বাঞ্ছা সফল কর ॥২॥

তুমি মন্দির-তুল্য কন্দরসমূহ, চন্দ্রবন্ধু কুমুদ-মৃণালাদির ন্যায় উজ্জ্বল ও সুস্বাদু কন্দমূল এবং বৈদূর্য্যতুল্য স্বচ্ছ নির্ঝর-বারিধারা দ্বারা সপরিকর শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দিত করিতেছ; হে গোবর্দ্ধন! তুমি আমার অভীষ্ট পূরণ কর ॥৩॥

জগন্মণ্ডলের মণ্ডনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের ভূষণ-ব্যাপারে বিশুদ্ধ প্রেম-প্রক্ষালিত গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা তোমার সানু-দেশ উদ্দীপিত হইয়াছে এবং কীচকাখ্য বেণুধ্বনিরূপ আনন্দবশতঃ তোমার কন্দরসকল সর্ব্বদাই প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে; হে গোবর্দ্ধন! তুমি আমার বাসনা সফল কর ॥৪॥

তোমার গণ্ডশৈলশ্রেণী শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর উপবেশনবশতঃ সাতিশয় শোভা পাইতেছে এবং তুমি গো-গণের পালন-জন্য তাহাদের বন্ধু হইয়াছ; সুতরাং তোমার পালন-ধর্ম্ম বিশেষভাবে সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে; হে শৈলপতে গোবর্দ্ধন! তুমি আমার প্রত্যাশা পূর্ণ কর ॥৫॥

সংহার-নিমিত্ত জগদ্বিপ্লবকারী জলদ-সমূহের প্রেরক ও সর্ব্বত্র বিজয়ী জম্ভারাতি ইন্দ্রকে পরাজয়পূর্ব্বক তুমি স্বীয় জ্ঞাতিবর্গ পর্ব্বতসমূহের শত্রু বিনাশ করিয়াছ; হে ইন্দ্রবিজয়িন্ গোবর্দ্ধন! তুমি আমার কামনা সিদ্ধ কর ॥৬॥

তুমি শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডোপরি ছত্ররূপে অবস্থান করিয়া স্বকীয় 'গিরিরাজ'—এই নামের সার্থকতা করিয়াছ এবং তোমার যজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণেরই প্রথম পরিজ্ঞাত; হে গোবর্দ্ধন! তুমি আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ কর ॥৭॥

তুমি গান্ধর্ব্বা শ্রীরাধিকার কেলিকলার সাহায্যকারী, তোমার অঙ্গ নিকুঞ্জ-নিপতিত শ্রীরাধিকার কঙ্কণ ও মালাদ্বারা বিভূষিত হইয়াছে, এবং তোমার উপত্যকা-প্রদেশ শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়ায় মণ্ডিত; হে গোবর্দ্ধন! তুমি আমার মনোঽভীষ্ট পূর্ণ কর ॥৮॥

হে গিরিরাজ! হে গোবর্দ্ধন! যিনি তোমার এই পদ্যাষ্টক পাঠ করেন, তোমার হৃদয়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অতি সত্বর তাঁহার নিরতিশয় প্রেমানন্দ বর্দ্ধনপূর্ব্বক সানন্দে তাঁহাকে নিজজন বলিয়া গ্রহণ করেন ॥৯॥

শ্রীপ্রবোধানন্দ

শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণ-ভ্রমণ ও শ্রীরঙ্গমে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-পালন

১৪৩৩ শকাব্দের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে তীর্থ-পর্য্যটন-চ্ছলে ভক্তগণকে কৃপা বিতরণ করেন। উৎকল-প্রদেশের নীলাদ্রি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমে গোদাবরী-সঙ্গমে, পরে বর্ত্তমান মাদ্রাজ-প্রদেশের অনেক তীর্থস্থানে ভ্রমণ করেন। আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী তিথিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হন। **'চাতুর্ম্মাস্য'** আগত দেখিয়া দশনামি-সন্ন্যাসিগণের বিধি-অনুসারে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র শ্রীরঙ্গনাথ-ক্ষেত্রে চারিমাস কাল বাস করিবার সঙ্কল্প করেন। তথায় শ্রী-সম্প্রদায়ি-বৈষ্ণবগণের বাস। দাক্ষিণাত্যে সাম্প্রদায়িক-বৈষ্ণবগণের সদাচার-নিষ্ঠা—প্রবলা। দাক্ষিণাত্যের গ্রামসমূহে যেখানে পারমার্থিক বৈষ্ণবের বাস, তথায় স্মার্ত্ত-বিপ্রগণ কোনমতে বাস করিতে সুবিধা বোধ করেন না। শ্রীরঙ্গ তৎকালে কেবলমাত্র 'শ্রী'-বৈষ্ণব-সেবিত তীর্থ ছিল। এইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বিষ্ণুভক্ত্যাশ্রিত সদাচার-সম্পন্ন বৈষ্ণবগণের নিকট চারিমাস-কাল অতিবাহিত করিয়া শ্রীরঙ্গনাথ-দর্শন ও কৃষ্ণ-কথা-প্রচার দ্বারা জীবকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্যেঙ্কট-পরিবার-গৃহে চারিমাস অবস্থিতি

সেই সময়ে তিরুমলয়, ব্যেঙ্কট ও **প্রবোধানন্দ*** নামক তিনটী ভ্রাতা মহীশূর-প্রদেশ হইতে আসিয়া শ্রীরঙ্গে বাস করিতেন। বস্তুতঃ ইঁহারা আন্ধ্র বা উত্তর-প্রদেশের অধিবাসী। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই বিপ্র-বংশের প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের গৃহে চারিমাস-কাল অতিবাহিত করেন। এই মধ্যম ভ্রাতা ব্যেঙ্কটের পৌগণ্ড বয়স্ক পুত্র সুপ্রসিদ্ধ ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম **শ্রীগোপাল-ভট্ট**। 'শ্রী'-সম্প্রদায়ি-বৈষ্ণবগণ—শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা-প্রিয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আন্তরিক দয়া-গুণে এই ভট্ট-পরিবার শ্রীকৃষ্ণরস-লাভে নিপুণ হইয়া উঠিলেন। শ্রীতিরুমলয়ের বিষয় আমরা অধিক না জানিতে পারিলেও তিনিও যে শ্রীচৈতন্য-গত-প্রাণ ছিলেন—এরূপ বুঝিতে পারা যায়। শ্রীব্যেঙ্কটের সহিত **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য**-দেবের কথোপকথন শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-গ্রন্থে মধ্য লীলা—নবম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আছে।

গোপাল-ভট্টের গুরু প্রবোধানন্দ—শ্রীকৃষ্ণলীলায় 'তুঙ্গবিদ্যা'

শ্রীপ্রবোধানন্দের শ্রীচৈতন্যানুরক্তি অতুলনীয় ছিল। শ্রীপ্রবোধানন্দের সৎশিক্ষা-প্রভাবে শ্রীব্যেঙ্কটের পুত্র শ্রীগোপাল-ভট্ট শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের আচার্য্যত্ব লাভ করিয়াছেন; শ্রীচৈতন্য-দাসগণের মধ্যে শ্রীপ্রবোধানন্দের স্থান—অত্যন্ত উচ্চে। শ্রীকবি-কর্ণপূর তৎকৃত 'শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকায়' শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীকে শ্রীকৃষ্ণলীলায় **'তুঙ্গবিদ্যা'** বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-প্রারম্ভে লিখিত আছে যে, শ্রীভগবৎপ্রিয় শ্রীল প্রবোধানন্দের শিষ্য শ্রীগোপাল-ভট্ট, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন এবং শ্রীরঘুনাথ-দাসকে সন্তোষ সাধনপূর্ব্বক 'হরিভক্তি-বিলাস' রচনা করিয়াছেন। শ্রীভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে—

কেহ কহে,—প্রবোধানন্দের গুণ অতি।
সর্ব্বত্র হইল যাঁর খ্যাতি **'সরস্বতী'**॥
পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্।
তাঁর প্রিয়, তাঁহা বিনা স্বপনে নাহি আন॥
পরম-বৈরাগ্য-স্নেহ-মূর্ত্তি মনোরম।
মহাকবি, গীত-বাদ্য-নৃত্যে অনুপম॥

---

*প্রবোধানন্দের পূর্ব্ব নাম **"গোপালগুরু"**। পাঠান্তরে প্রবোধানন্দ-নামের পরিবর্ত্তে গোপালগুরু এই নামও দৃষ্ট হয়।

যাঁর কাব্য* শুনি' সুখ বাড়য়ে সবার।
প্রবোধানন্দের মহা-মহিমা অপার॥ (ভঃ রঃ ১ম তরঙ্গ)

শ্রীপ্রবোধানন্দের শ্রীগৌর-চরণাশ্রয় ও গোপালের তদনুগমন

শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, কয়েক বর্ষের মধ্যেই শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের হৃদয়গত উপাসনায় প্রগাঢ়রূপে প্রবিষ্ট হইলেন। শ্রীরঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অভীষ্ট ভজন সঙ্কল্প-পূর্ব্বক শ্রীগৌর-চরণাশ্রয়ে কাল-বিলম্ব না করিয়া মাথুর-মণ্ডলে 'কাম্যবনে' বাস করিলেন। শ্রীগোপাল-ভট্টেরও ক্রমশঃ ব্রজধাম-বাস-লালসা বৃদ্ধি হইল। তিনিও পরে পিতৃব্যের পদানুসরণ করিলেন।

প্রবোধানন্দের শ্রীগৌর-প্রিয়ত্ব সম্বন্ধে আপত্তির উত্তর

অনেকের নিকট এইরূপ প্রশ্নের উদয় হয় যে, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রীগৌরাঙ্গের এতদূর প্রিয় থাকা সত্ত্বেও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, শ্রীগৌর-ভক্ত-পাঠকের প্রীতির জন্য তাঁহার বিবরণ-মহিমা লিপিবদ্ধ করিলেন না কেন? তদুত্তরে শ্রীভক্তিরত্নাকরের লেখনীই প্রচুর বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থকার শ্রীঘনশ্যাম শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী বলেন—

'শ্রীগোপাল'-'ভট্টের' এসব বিবরণ।
কেহ কিছু বলে, কেহ না করে বর্ণন॥
না বুঝিয়া মর্ম্ম ইথে কুতর্ক যে করে।
অপরাধ-বীজ তা'র হৃদয়ে সঞ্চরে॥
পরম-রসিক পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিগণ।
বর্ণিতে সমর্থ হইয়া না করে বর্ণন॥
রাখিলেন মধ্যে মধ্যে বর্ণন করিতে।
বর্ণিবে যে কবিগণ তাহার নিমিত্তে॥
শ্রীগোপাল ভট্টে হৃষ্ট হইয়া আজ্ঞা দিলা।
গ্রন্থে নিজ-প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিলা॥
কেনে নিষেধিলা,—ইহা কে বুঝিতে পারে?
নিরন্তর অতিদীন মানে আপনারে॥
কবিরাজ তাঁ'র আজ্ঞা নারে লঙ্ঘিবারে॥ (ভঃ রঃ ১ম তরঙ্গ)

* এই প্রবন্ধের পাঠান্তরে 'কাব্য' স্থলে 'বাক্য' দৃষ্ট হয়। 'শ্রীভক্তি-রত্নাকর' মূলগ্রন্থে 'কাব্য'-পাঠই রহিয়াছে।

শ্রীপ্রবোধানন্দ পারকীয় মাধুর্য্যের উপাসক

কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীপ্রবোধানন্দের লিখিত কাব্যাবলী হইতে স্বকীয় বাদের পুষ্টি দেখা যায়; এজন্য শ্রীরূপানুগ গৌর-ভক্তগণ পারকীয়-ভজনের উৎকর্ষ দেখিয়া শ্রীল সরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুর অধিক আলোচনা করেন না। যাহা হউক, শ্রীনরহরি-দাসের ন্যায় নিরপেক্ষ শ্রীরূপানুগ শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত ভক্ত-মাত্রই ভাগ্যবান্; সুতরাং তাঁহার ন্যায় সকলে কুতর্ক ছাড়িয়া শ্রীপ্রবোধানন্দের বিমল গৌরানুগত্য ও শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর পারকীয়-দাস্য-মাধুরী নিরন্তর আস্বাদন করুন।

প্রবোধানন্দের অতুলনীয় গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীপ্রবোধানন্দের ভাবসমূহ—পরম পরিস্ফুট; ভাষার পাণ্ডীর্য্য ও মাধুর্য্যের যুগপৎ স্থিতি দেখা যায়। শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত সকল বৈষ্ণবই শ্রীপ্রবোধানন্দের **'শ্রীবৃন্দাবন-শতক'** নিত্য পাঠ করিয়া অনুপম প্রীতি-লাভ করেন। তদ্‌রচিত **'শ্রীনবদ্বীপ-শতক'**-গ্রন্থখানিও শ্রীবৃন্দাবন-শতকের ন্যায়। শ্রীপ্রবোধানন্দের **'শ্রীরাধা-সুধানিধি'*** কাব্য-গ্রন্থখানি—জগতে বাস্তবিকই অতুলনীয়। এই গ্রন্থ-পাঠে সাধারণ-কাব্যপ্রিয় পাঠকের তাদৃশ সুখানুভূতি না হইলেও উহা—শ্রীহরি-রস-স্নিগ্ধ নিষ্কপট ভক্তজনের পরম প্রিয়। রুচির তারতম্যে উৎকর্ষের হ্রাস-বৃদ্ধি; এজন্য পাঠকের সুকৃতির উপর ঐ লোকাতীত ব্রজ-রসমূলক ভাবগুলি কার্য্য করিবে। **'বিবেক-শতক'** বলিয়া তাঁহার এক গ্রন্থ আছে, অধ্যাপক অফ্রেতের গ্রন্থে তাহার উল্লেখ দেখা যায় এবং বহরমপুর-বাসী *পরলোকগত রামদাস সেন মহাশয় ঐ গ্রন্থখানি দেখিয়াছেন।* **'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত'**-গ্রন্থখানি বঙ্গদেশে বহুল প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীগৌর-বিরোধিগণও ইহা পাঠ করিলে স্ব-স্ব চিত্তের নির্ম্মলতা উপলব্ধি করিবেন। আর বলা বাহুল্য, শ্রীগৌরানুগগণও ইহা পাঠ করিলে, পরমানন্দে অনির্ব্বচনীয় সুখ-সাগরে নিমগ্ন হইবেন। **'সঙ্গীত-মাধব'**-নামক শ্রীল সরস্বতী গোস্বামীর একখানি গীতি-গ্রন্থও আছে। শ্রীগোলোকপতি চারিমাস কাল ধরিয়া যাঁহাদের সেব্য-বিষয় হইয়া দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়াছেন, ক্ষুদ্র জীবমণ্ডলী তাঁহাদের অক্ষয় অমূল্য দ্রব্য-ভাণ্ডারের কিছু অংশ লাভ করিবার অবশ্যই প্রত্যাশা রাখে।

শ্রীপ্রবোধানন্দ কখনও প্রকাশানন্দ নহেন

কেহ কেহ মায়াবাদী কাশী-বাসী প্রকাশানন্দের সহিত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য

---

* এই গ্রন্থের অন্য নাম—"শ্রীরাধা-রস-সুধানিধি।"

প্রবোধানন্দের একত্ব-স্থাপনে প্রয়াস পান; আমরা কিন্তু তাহাদের কথা কোনও মতে বিশ্বাস করিতে পরিলাম না।

'প্রকাশানন্দ'-নামক মায়াবাদী কাশীবাসী সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ড তৃতীয় অধ্যায়ে এরূপ লিখিত আছে,—

"এইরূপে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ভক্তিসুখে ভাসে লই' সর্ব্ব অনুচর॥
একদিন বরাহ-ভাবের শ্লোক শুনি'।
গর্জ্জিয়া মুরারি-ঘরে চলিলা আপনি॥
গুপ্ত-বাক্যে তুষ্ট হই' বরাহ-ঈশ্বর।
বেদ-প্রতি ক্রোধ করি' বলয়ে উত্তর॥
হস্ত, পাদ, মুখ মোর নাহিক লোচন।
বেদে মোরে এইমত করে বিড়ম্বন॥
কাশীতে পড়ায় বেটা **'প্রকাশানন্দ'**।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥
বাখানয়ে,—বেদ মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্বাঙ্গ হইল কুষ্ঠ তবু নাহি জানে॥
সর্ব্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজ-ভব-আদি গায় যাঁহার চরিত্র॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে-অঙ্গ-পরশে।
তাহা 'মিথ্যা' বলে বেটা কেমন সাহসে!"

এই ঘটনা ১৪২৫ শকাব্দের পর হইতে ১৪৩০ শকাব্দের মধ্যে সংঘটিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪৩৩ শকাব্দে শ্রীরঙ্গে শুভাগমন করিয়া ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে শ্রীপ্রবোধানন্দ-পাদকে দেখিতে পা'ন। তাঁহারা—তৎকালে 'শ্রী'-সাম্প্রদায়িক শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণব; সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী নিত্য শ্রীনারায়ণ-বিগ্রহের সেবক; আর প্রকাশানন্দ—তৎকালে শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত মায়াবাদের সেবকাগ্রণী। এই দুই ব্যক্তিকে 'এক' করিবার চেষ্টা বা সাম্য-প্রয়াস—বাতুলতা-মাত্র।

প্রকাশানন্দের প্রকৃত পরিচয়

শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডে ২০শ অধ্যায়েও প্রকাশানন্দের সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে; যথা—

"বলিতে প্রভুর হইল ঈশ্বর আবেশ।
দম্ভ কড়মড়ি করি' বলয়ে বিশেষ॥
সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভালমতে॥
পড়ায় বেদান্ত, মোর 'বিগ্রহ' না মানে।
কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে, তবু নাহি জানে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বৈসে।
তাহা 'মিথ্যা' বলে বেটা কেমন সাহসে?
সত্য কহোঁ, মুরারি, আমার তুমি 'দাস'।
যে না মানে মোর অঙ্গ, সেই যায় নাশ॥
সত্য মোর লীলা-কর্ম্ম, সত্য মোর স্থান।
ইহা 'মিথ্যা' বলি' মোরে করে খান খান॥
যে-যশঃ-শ্রবণে আজি অবিদ্যা-বিনাশ।
পাপী অধ্যাপকে বলে, 'মিথ্যা' সে বিলাস॥
হেন পুণ্যকীর্ত্তি প্রতি অনাদর যার।
সে কভু না জানে গুপ্ত মোর অবতার॥"

শ্রীপ্রকাশানন্দ একদণ্ডি-শাঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণের তাৎকালিক নেতা, আর শ্রীপ্রবোধানন্দ মহীশূর-দেশাগত রঙ্গক্ষেত্র-প্রবাসী রামানুজীয় ত্রিদণ্ডী জীয়ারস্বামী। প্রকাশানন্দ—কাশীবাসী মায়াবাদী, আর প্রবোধানন্দ—কাম্যবন-প্রবাসী বৈষ্ণব। একজন—আর্য্যাবর্ত্তবাসী, অপরজন দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব; একজন—নির্ব্বিশেষবাদী, আর অপরজন—বিশিষ্টাদ্বৈত সবিশেষবাদী, পরে অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত-মতাশ্রিত। একজন বিষ্ণু-বৈষ্ণবের বিরোধী হইয়া উদ্ধার-লাভের পর ভক্ত, অপরজন—নিত্যসিদ্ধ গৌর-পার্ষদ এবং বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীগোপালভট্ট-গোস্বামীর গুরুদেব। শ্রীগোপালভট্ট-গোস্বামীর পরমারাধ্য পিতৃব্য ও গুরুদেবকে নিত্যসিদ্ধ ভক্তকুল-চূড়ামণি না বলিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিদ্বেষী মায়াবাদী ও বদ্ধচর বলিয়া লাঞ্ছনা ও নিন্দা করিলে ভীষণ নিরয়-জনক বৈষ্ণব-অপরাধ হয়।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের দৈন্য নির্দ্দেশহেতু তাঁহার সম্বন্ধে বর্ণনায় শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর ঔদাসীন্য

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে মধ্যলীলায় পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে ও আদি লীলায়

সপ্তম পরিচ্ছেদে মায়াবাদী প্রকাশানন্দের কথাই উল্লিখিত আছে। ১৪২৫ হইতে ১৪৩০ শকাব্দা পর্য্যন্ত যে-ব্যক্তি—মায়াবাদী, ১৪৩৩ শকাব্দায় তিনিই কি-প্রকারে দাক্ষিণাত্যে গিয়া শ্রীরামানুজীয় 'শ্রী'-বৈষ্ণব হইতে পারেন? আবার, ১৪৩৫ শকাব্দায় পুনরায় কিরূপে মায়াবাদী হন, বুঝা যায় না। অতএব, প্রকাশানন্দের সহিত শ্রীপ্রবোধানন্দের একত্ব-স্থাপন-প্রয়াস—নিতান্ত অনভিজ্ঞতার পরিচয়। ফলতঃ, ঐতিহ্যসমূহের এইরূপ মূলোৎপাটন-প্রবৃত্তি অল্পদুঃখের বিষয় নহে। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী স্বীয় দৈন্য ও বিনয়ের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীগোপালভট্ট দ্বারা তাঁহার ব্যক্তিগত কথা শ্রীচরিতামৃতে আলোচনা করিতে নিষেধ করায়, শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করেন নাই বলিয়াই বর্ত্তমান-কালে এই বিপত্তি দেখা যাইতেছে। শ্রীল প্রবোধানন্দ যদি জানিতেন যে, তাঁহাকে তদীয় প্রকট-দশায় বিষ্ণু-বৈষ্ণবাপরাধি-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য ভাবি-কালে এই বিষম-ভ্রমময়ী চেষ্টা উৎপন্ন হইবে, তাহা হইলে শ্রীভট্টগোস্বামী-দ্বারা শ্রীকবিরাজ-গোস্বামীকে সেরূপভাবে নিষেধ করিতেন না। ভক্তিরত্নাকরের পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।

প্রবোধানন্দের মহিমা

শ্রীল প্রবোধানন্দের সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে এরূপ লিখিত আছে,—

তিরুমলয়, ব্যেঙ্কট, আর প্রবোধানন্দ।
তিন ভ্রাতার প্রাণধন—গৌরচন্দ্র॥
লক্ষ্মী-নারায়ণ-উপাসক এ তিন পূর্ব্বেতে।
রাধাকৃষ্ণ-রসে মত্ত প্রভুর কৃপাতে॥
তিরুমলয়, ব্যেঙ্কট, প্রবোধানন্দ তিনে।
বিচারয়ে,—'প্রভু বিনে রহিব কেমনে?
মো-সবার সঙ্গে পরিহাস কে করিবে?
কাবেরী-স্নানেতে সঙ্গে কেবা লঞা যাবে?'
চারিমাস্ পরে প্রভু হইলা বিদায়।
তিন ভাই ক্রন্দন করয়ে উভরায়॥
প্রভু তিন ভ্রাতায় করিয়া আলিঙ্গন।
কহিলা অনেকরূপ প্রবোধ-বচন॥
কেহ কহে—প্রবোধানন্দের গুণ অতি।
সর্ব্বত্র হইল যাঁর খ্যাতি 'সরস্বতী'॥

পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্।
তাঁর প্রিয় তাঁ-বিনা স্বপনে নাহি আন॥

শ্রীল প্রবোধানন্দের 'সঙ্গীত-মাধব'

অধ্যাপকবর অফ্রেতের তালিকায় 'শ্রীসঙ্গীত-মাধব'-নামক একখানি গ্রন্থ শ্রীল প্রবোধানন্দ-সরস্বতী-কৃত বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। স্থানান্তরে* উহা প্রকাশ করিলাম।

ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী—শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী

'শ্রী'-সম্প্রদায়ের গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ গৃহ ত্যাগ করিয়া কোনও ক্রমে 'একদণ্ড'-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন না। তাঁহারা 'ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস' গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং শ্রীরামানুজীয়ার্য্য স্বামী নামে অভিহিত হন। শ্রীল প্রবোধানন্দের 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত'-গ্রন্থ আলোচনা করিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে 'ব্রহ্ম-সন্ন্যাসী' বলিয়া স্থির করেন, কিন্তু বিশিষ্ট-প্রমাণাভাবে উহা স্বীকার করিতে গেলে অনেক বিপত্তি হয়।

—শ্রীল প্রভুপাদ

---

(৫) জন-সঙ্গ

ভক্ত নিষ্পাপ, সর্ব্বজ্ঞ ও কর্ম্মি-জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

'জন'-শব্দে স্ত্রী-পুরুষ সমস্ত মানবকে বুঝায়। কিন্তু শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "সাধো সঙ্গঃ স্বতো বরে" অর্থাৎ **সাধকগণ আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবেন।** ভক্তি-সাধকগণ স্বভাবতঃ কর্ম্মি-জ্ঞানী অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্য-কর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্ব-মোহ-নির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥ (গীঃ ৭।২৮)

ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া পাপ-পুণ্যরূপ দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে যে মোহ—তাহা হইতে বিমুক্ত হ'ন। সুতরাং তাঁহারা স্বভাবতঃ পবিত্র-কর্ম্মা। তাঁহাদের পাপ-প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের ন্যায় তাঁহারা অল্পজ্ঞ ন'ন, কেন-না, তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়াছেন।

---

* 'শ্রীসজ্জনতোষণী'-পত্রিকা ১৮শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা হইতে ১২শ সংখ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ 'শ্রীসঙ্গীত-মাধব' গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রদ্ধা-ফলে সাধুসঙ্গ ; এবং সাধু-সঙ্গের মাহাত্ম্য

বহু জন্মের সুকৃতি-ফলে কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা হয় ; অতএব তাঁহারা যে পবিত্র-কর্ম্মা—ইহাতে আর সন্দেহ কি ? শ্রদ্ধা হইলে স্বভাবতঃ সাধুসঙ্গে স্পৃহা জন্মে। সাধুসঙ্গে সকল লাভই হয়। সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য এইরূপ,—

যে মে ভক্ত-জনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥ (আদিপুরাণ)

আমার ভক্ত হইলেই ভক্ত হয় না, আমার ভক্তগণের ভক্ত-সকলই ভক্ততম।

সাধু-সঙ্গের প্রয়োজনীয়তা

ভক্ত-সঙ্গের প্রয়োজনীয়তা-কথনে উক্ত হইয়াছে—

দর্শন-স্পর্শনালাপ-সহবাসাদিভিঃ ক্ষণাৎ।
ভক্তাঃ পুনন্তি কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপি চ পুক্কশম্॥

কৃষ্ণ-ভক্তের ক্ষণমাত্র দর্শন, স্পর্শন, আলাপ ও সহবাস—সাক্ষাৎ পুক্কশকেও পবিত্র করে। শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদ-রজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥
(ভাঃ ৭।৫।৩২)

যে পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্ত মহাজনগণের পদধূলি পরমার্থ বলিয়া না বরণ করে, সে পর্য্যন্ত ইহাদের সমস্ত অনর্থ-নাশক কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিবার আশা নাই।

ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গ ব্যতীত জীব-হৃদয়ে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হয় না—ইহা শাস্ত্রে অনেকস্থলে কথিত হইয়াছে। সাধকগণের ভক্তজন-সঙ্গ নিতান্ত প্রয়োজন। **অতএব 'জনসঙ্গ'-শব্দে এস্থলে ভক্তিহীন ব্যক্তিগণের সঙ্গ বুঝিতে হইবে।**

অসাধু-সঙ্গ ত্যাগের আবশ্যকতা

এইজন্যই শ্রীরূপপাদ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে বহির্ম্মুখ-সঙ্গ-ত্যাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যথা—

সঙ্গ-ত্যাগো বিদূরেণ ভগবদ্বিমুখৈর্জনৈঃ। (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৪৩)

কৃষ্ণভক্তি-লাভের জন্য যিনি আশা করেন, তিনি বহু যত্নে বহির্ম্মুখ-সঙ্গ ত্যাগ

করিবেন অর্থাৎ চতুর্থ শ্লোকের* লিখিত লক্ষণাক্রান্ত ক্রিয়াসকল তাহাদের সহিত কোনক্রমে করিবেন না। কার্য্য-ব্যবহারে যে বাক্যালাপাদি করা যায়, তাহাকে 'সঙ্গ' বলা যায় না। প্রীতির সহিত সেই সেই কার্য্য যাহার সহিত করা যায়, তাহার সহিত সঙ্গ করা হইল—বলিতে হইবে।

বহির্ম্মুখ বা অসাধু-সঙ্গ সাত (৭) প্রকার

ভগবদ্বহির্ম্মুখ জন কত-প্রকার, তাহা প্রত্যেক ভক্তি-সাধকের ভালরূপে জানা কর্ত্তব্য। এতন্নিবন্ধন আমরা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেইসকল লোকের সংখ্যা লিখিতেছি। ভগবদ্বহির্ম্মুখ জন সপ্ত প্রকার, যথা—

(১) মায়াবাদী বা নাস্তিক, (২) বিষয়ী, (৩) বিষয়ি-সঙ্গপ্রিয় ব্যক্তি, (৪) যোষিৎ, (৫) যোষিৎ-সঙ্গী, (৬) ধর্ম্মধ্বজী এবং (৭) কদাচারী মূঢ়বুদ্ধি অন্ত্যজ।

(১) মায়াবাদী ও নাস্তিক

মায়াবাদিগণ পরমেশ্বরের নিত্য স্বরূপ, নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও শক্তি স্বীকার করেন না। জীব-সত্তাকে মায়া-গঠিত বলিয়া মনে করেন। সুতরাং তাঁহাদের মতে জীবের নিত্য-সত্তা নাই। ভক্তি-তত্ত্বকে তাঁহারা নিত্যধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন না, বরং জ্ঞান-সাধনের একটী অনিত্য উপায় মনে করেন। মায়াবাদীর সমস্ত সিদ্ধান্তই শুদ্ধভক্তি-তত্ত্বের বিরোধী। অতএব **মায়াবাদীর** সঙ্গক্রমে ভক্তি ক্রমশঃ তিরোহিত হন। শ্রীস্বরূপ-গোস্বামীর উপদেশ—

বুদ্ধি ভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে॥
বৈষ্ণব হঞা যেবা 'শারীরক-ভাষ্য' শুনে।
সেব্য-সেবক-ভাব ছাড়ি' আপনারে 'ঈশ্বর' মানে॥

(চৈঃ চঃ অঃ ২।৯৪-৯৫)

যাহারা বেদোক্ত পরমেশ্বর-তত্ত্ব স্বীকার করে না, তাহারা **নাস্তিক**। কুতর্কের দ্বারা তাহাদের চিত্ত দূষিত হইয়াছে; অতএব তাহাদের সঙ্গ করিলে ভক্তিহানি হয়।

(২) বিষয়ী

বিষয়ীর সঙ্গ অতিশয় মন্দ। যে-সকল লোক বিষয়-সঙ্গে সর্ব্বদা ব্যস্ত, তাহারা

---

* দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥

[অর্থাৎ দান, প্রতিগ্রহ, গুহ্যকথা বলা ও শুনা, ভোজন করা ও করান।]

পরনিন্দা ও দ্বেষ-হিংসায় পরিপূর্ণ। বিবাদ-বিসংবাদ ও বিষয়-পিপাসাই তাহাদের জীবন। যত ভোগ করে, ততই তাহাদের বিষয়-পিপাসা বৃদ্ধি হয়। বিষয়িগণ কৃষ্ণকথা শুনিতে বা বলিতে অবসর পায় না। পুণ্যকর্ম্মই করুক বা পাপকর্ম্মই করুক, বিষয়িগণ আত্মতত্ত্ব হইতে সর্ব্বদাই দূরে থাকে। অতএব শ্রীদাস-গোস্বামী বলিয়াছেন—

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে, নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৭৮)

যে-সকল লোক বাহ্যে বিষয়-কর্ম্ম করেন এবং জীবন-যাত্রার নিমিত্ত বিষয়-স্বীকার করেন, কিন্তু অন্তঃকরণে সর্ব্বদা আত্মতত্ত্বে এবং কৃষ্ণ-বিষয়ে যত্নবান্, তাঁহারা কর্ম্মফলাসক্ত বিষয়ীর মধ্যে পরিগণিত নন।

(৩) বিষয়ি-সঙ্গপ্রিয় ব্যক্তি

বিষয়ী ও বিষয়ি-সঙ্গপ্রিয় ব্যক্তিগণও ভগবদ্বহির্ম্মুখ। বিষয়ি-সঙ্গপ্রিয় ব্যক্তিগণও প্রকৃত বিষয়ী; যেহেতু তাহাদের হৃদয়ে অনুক্ষণ বিষয়-ধ্যান হয়। কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা স্বয়ং তত বিষয়ী নন, অথচ বিষয়ি-দিগের সঙ্গে প্রীতি লাভ করেন। তাঁহাদের সঙ্গও সর্ব্বদা পরিহার্য্য। কেন-না, তাঁহারা শীঘ্র বিষয়ী হইয়া দুঃসঙ্গী হইবেন। বিষয়ী ও বিষয়ি-সঙ্গ দুই প্রকার অর্থাৎ নিতান্ত বিষয়ী ও ভগবদ্বহির্ম্মুখ বিষয়ী। নিতান্ত বিষয়ীর সঙ্গ একেবারে পরিত্যাজ্য। ভগবদ্বহির্ম্মুখ বিষয়ী দুই প্রকার অর্থাৎ যাঁহারা ভগবানকে স্বীয় বিষয়াঙ্গ করিয়াছেন এবং যাঁহারা ভগবদর্থে সমস্ত বিষয়কার্য্য করেন। প্রথম-প্রকার বিষয়ী অপেক্ষা শেষ-প্রকার বিষয়ীর সঙ্গ ভাল। যাঁহাদের পুণ্যময় বিষয়-সঙ্গ, তাঁহারা পাপ-যুক্ত বিষয়ী অপেক্ষা ভাল হইলেও, যে-পর্য্যন্ত তাঁহারা কৃষ্ণোন্মুখ না হন, সে-পর্য্যন্ত সাধক ভক্তের সঙ্গযোগ্য নন। বৈরাগ্য-বেশাদি ধারণ করিলেই যে, বিষয়হীন ভক্ত হওয়া যায়—এরূপ নয়; কেন-না, অনেকস্থলে বৈরাগিগণ বিষয় অর্জ্জন ও বিষয় সঞ্চয় করেন। পক্ষান্তরে অনেক বিষয়িপ্রায় ব্যক্তি হৃদয়ে যুক্ত-বৈরাগ্যের সহিত হরিভজন করেন। এই সমস্ত বিচার করিয়া ভক্তি-সাধক ব্যক্তি বিষয়ি-সঙ্গ ও বিষয়ি-সঙ্গি-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বা ভাগ্যোদয় হইলে প্রকৃত সাধুসঙ্গে ভজনাদি করিবেন।

(৪-৫) যোষিৎ ও যোষিৎ-সঙ্গী

যোষিদ্‌গণের সহিত সঙ্গ করিবেন না। পক্ষান্তরে, স্ত্রীলোক যখন সাধন-ভক্তিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনিও পুরুষ-সঙ্গ করিবেন না। যোষিৎ-সঙ্গ বা পক্ষান্তরে

পুরুষ-সঙ্গ সাধন-প্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে বড় অহিতকর। যোষিৎ বা পুরুষ—দুই প্রকার। যে-পুরুষের সহিত যে স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম-সম্বন্ধদ্বারা বিবাহ হইয়াছে, তাঁহাদের পরস্পর সংস্পর্শ ও সম্ভাষণে পাপ নাই, বরং শাস্ত্রানুমোদনে সংস্পর্শ-সম্ভাষণে পুণ্য আছে। কিন্তু পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য-সাধন ব্যতীত অন্য কোন-প্রকার মোহ-কার্য্যের ব্যবস্থা নাই। পরস্পর মোহিত হইয়া কর্ত্তব্যাতিরিক্ত অভিনিবেশ করিলে তাহাকে যোষিৎ-সঙ্গ বা পুরুষ-সঙ্গ বলা যায়। যাঁহারা হরিভজনে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের পক্ষে সেরূপ সঙ্গ প্রভূত অনিষ্টের উদয় করে। যদি এক-পক্ষের সঙ্গ-দোষ ঘটে, তবে অপর-পক্ষের সাধকের ব্যাঘাত হইয়া উঠে। পত্নী যদি ভক্তি-সাধনের সহায় হন, তবে যোষিৎ-সঙ্গ বলিয়া একটী দোষের জন্ম হয় না। **পত্নী যদি ভক্তি-সাধনের বিরুদ্ধা হন, তবে বহু যত্নের সহিত তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত।** বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্রামানুজের চরিত্র এস্থলে বিচারণীয়। যে-স্থলে বিবাহ-সম্বন্ধ হয় নাই, সে-স্থলে কোন দুষ্টবুদ্ধির সহিত স্ত্রীলোকের প্রতি সম্ভাষণাদি সমস্তই যোষিৎ-সঙ্গ। তাহা পাপময় ও ভক্তি-বিরোধী। এই সমস্ত বিচারপূর্ব্বক ভক্তি-সাধক ব্যক্তি যোষিৎ-সঙ্গ ও যোষিৎ-সঙ্গিগণের সঙ্গ বিশেষ যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবেন। যথা, শ্রীভাগবতে—

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎ-সঙ্গাদ্-যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গি-সঙ্গতঃ॥ (ভাঃ ৩।৩১।৩৫)

পূর্ব্বোক্ত অবস্থাবিশেষে গৃহী সাধকের স্ত্রী-সংস্পর্শ ও স্ত্রী-সম্ভাষণ ভক্তি-বিরোধী হয় না; কিন্তু **গৃহত্যাগী পুরুষের কোনও প্রকারে স্ত্রী-সংস্পর্শ বা স্ত্রী-সম্ভাষণ হইতে পারে না, হইলেই ভক্তি-সাধন সম্পূর্ণরূপে ভ্রষ্ট হইবে। সেইরূপ ভ্রষ্টাচারীর সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।**

(৬ক) ধর্ম্মধ্বজী

ধর্ম্ম-ধ্বজিগণের সঙ্গ বিশেষ অবধানের সহিত পরিত্যাগ করিবে। যাহারা ধর্ম্মের বাহ্য-চিহ্নসকল ধারণ করে অথচ ধর্ম্ম পালন করে না, তাহারাই ধর্ম্ম-ধ্বজী। **ধর্ম্ম-ধ্বজী দুইপ্রকার, অর্থাৎ কপট ও মূঢ়; বঞ্চক ও বঞ্চিত।** কর্ম্ম ও জ্ঞানাধিকারেও এই ধর্ম্মধ্বজিত্ব অতিশয় নিন্দনীয়। ভক্ত্যধিকারে এই ধর্ম্মধ্বজিত্ব জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। **বিষয়ী বরং ভাল, কিন্তু ধর্ম্মধ্বজী অপেক্ষা আর কুসঙ্গ জগতে নাই। কপট ধর্ম্মধ্বজিগণ জগৎকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে ধর্ম্ম-লিঙ্গ ধারণ করে, আবার স্বীয় দুরভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য মূঢ় লোককে বঞ্চনা করতঃ সেই কার্য্যে**

প্রবৃত্তি দেয়। ইহারা কেহ গুরু হয় এবং অপরকে শিষ্য করিয়া জগতে শাঠ্যদ্বারা প্রতিষ্ঠা, দ্রব্য ও কনক-কামিনী সংগ্রহ করে। এইসকল কপট-কুটিল-সঙ্গ পরিত্যাগ করিলে সাধক সরলতার সহিত ভজন করিতে পারেন। সরল-ভজনই কৃষ্ণপ্রসাদ-লাভের একমাত্র হেতু। যথা, শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে—

স বেদ ধাতুঃ পদবীং পরস্য দুরন্তবীর্য্যস্য রথাঙ্গপাণেঃ।
যোঽমায়য়া সন্ততয়ানুবৃত্ত্যা ভজেত তৎপাদ-সরোজ-গন্ধম্॥

(ভাঃ ১।৩।৩৮)

দুরন্তবীর্য্য চক্রপাণি পরম-পুরুষ শ্রীভগবানের পদবী, তিনিই জানিতে পারেন যিনি নিষ্কপটে নিরন্তর অনুবৃত্তি-দ্বারা তাঁহার পাদপদ্ম ভজন করেন। আবার শ্রীভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছেন—

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিত-পদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্ব-শৃগালভক্ষ্যে॥ (ভাঃ ২।৭।৪২)

যাঁহারা নিষ্কপটে তাঁহার চরণ আশ্রয় করেন, সর্ব্বাত্ম-স্বরূপে আশ্রিতপদ, ভগবান্ অনন্ত তাঁহাদের প্রতি দয়া করেন এবং তাঁহারা দুস্তরা ভগবন্মায়া পার হইয়া যান। যাহাদের কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে 'আমি' ও 'আমার'-বুদ্ধি, তাহাদের এরূপ লাভ হয় না।

(৬খ) ধর্ম্মধ্বজী (অন্যপ্রকার)

অন্তরে মায়াবাদ অথচ বাহ্যে বৈষ্ণব-স্বভাব-প্রদর্শন, এরূপ কার্য্যও কপট-বৈষ্ণবতা। শ্রীচরিতামৃতে রামদাস বিশ্বাসের সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, বাহ্যে তিনি 'পরম-বৈষ্ণব রঘুনাথ-উপাসক'—

অষ্টপ্রহর রাম-নাম জপে রাত্রি-দিনে।
সর্ব্ব ত্যজি' চলিলা জগন্নাথ-দরশনে॥
রামদাস যদি প্রথম প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু অধিক তাঁ'রে কৃপা না করিলা॥
অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহো, বিত্ত গর্ব্ববান্।
সর্ব্বচিত্ত-জ্ঞাতা প্রভু—সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্॥

(চৈ চঃ অঃ ১৩।৯৩,১০৯-১১০)

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর স্বীয় দৈন্যচ্ছলে বলিয়াছেন—

কাম, ক্রোধ ছয় জনে,　　লঞা ফিরে নানা-স্থানে,
বিষয় ভুঞ্জায় নানা মতে ॥
হইয়া মায়ার দাস,　　করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থ-লাভ—এই আশে,　　কপট বৈষ্ণব-বেশে,
ভ্রমিয়া বুলয়ে ঘরে ঘরে ॥

এই প্রকার ধর্ম্ম-ধ্বজিদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে শুদ্ধ হরিভজন হয় না। জগতে এই সকল লোকই অনেক; সুতরাং যে-পর্যন্ত শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সঙ্গ না পাওয়া যায়, সে-পর্য্যন্ত নির্জ্জন-জীবন-যাপন ও ভজন-সাধনই শ্রেয়ঃ।

(৭) কদাচারী মূঢ়বুদ্ধি অন্ত্যজ

কদাচারী মূঢ়বুদ্ধি অন্ত্যজদিগের সঙ্গে ভজন-প্রবৃত্তি প্রফুল্ল হয় না। তাহারা স্বভাবতঃ জীব-মাংস ভোজন ও আসব-পানে অনুরক্ত এবং বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-মতে সংস্থাপিত নয়। তাহাদের চরিত্র সর্ব্বদা অনিয়মিত। দুরাচার সঙ্গে চিত্ত মলিন হয়। তবে যদি সেই সেই কুলজাত ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব-দর্শনে ভক্তিতে শ্রদ্ধাবান্ হন এবং ক্রমশঃ অনন্যভাবে কৃষ্ণ-ভজনে রুচিলাভ করেন, তাহা হইলে তাহাদের সঙ্গ অশুভকর হয় না। তাহাদের পূর্ব্ব স্বভাববশতঃ কিছুদিন কিছু কিছু দুরাচার থাকিলেও তাহারা সাধু। শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—

অপি চেৎ সু-দুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ (গীঃ ৯।৩০-৩১)

তাৎপর্য্য এই যে, অন্ত্যজ-স্বভাব পুরুষগণ যদি কোন সুকৃতিবলে অনন্য-ভক্তিতে শ্রদ্ধা লাভ করেন, তবে তাঁহারা উপযুক্ত পথ লাভ করিলেন—বলিতে হইবে। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহারা শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অনুসরণে বিশুদ্ধ-চরিত্র, শান্ত-স্বভাব ভক্ত হইবেন—ইহাতে সন্দেহ নাই। স্বভাব-জনিত দুরাচার অগত্যা কিছুদিন থাকে। তাহাতেও তাঁহাদের সঙ্গকে দুঃসঙ্গ বলা যাইবে না। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ-স্কন্ধে, বিংশ-অধ্যায়ে তাঁহাদের লক্ষণ বলিয়াছেন। যথা—

জাতশ্রদ্ধা মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ ॥ (ভাঃ ১১।২০।২৭)

ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়-নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥
প্রোক্তেন ভক্তি-যোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥

(ভাঃ ১১।২০।২৮-২৯)

মূলকথা—কৃষ্ণবিমুখ পুণ্যবান্ ও পাপী উভয়ই দুঃসঙ্গ এবং ত্যাজ্য

মূল-কথা এই—ভগবদ্বিমুখ পুণ্যবান্ ও পাপী উভয়ই দুঃসঙ্গ। ভগবৎ-সাম্মুখ্য-প্রাপ্ত (আপাত) পাপী ব্যক্তির সঙ্গও সুসঙ্গ বলিয়া জানিতে হইবে।

মহর্ষি কাত্যায়ন বলিয়াছেন—

বরং হুতবহ-জ্বালা-পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরি-চিন্তা-বিমুখজন-সংবাস-বৈশসম্॥

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৫১ ধৃত কাত্যায়ন-সংহিতা-বাক্য)

অগ্নি-জ্বালা বা পঞ্জরমধ্যে বন্ধনও ভাল, তবুও যেন কৃষ্ণ-স্মৃতি-বিমুখ ব্যক্তির সহিত সঙ্গ-জাত ক্লেশ না হয়।

ভক্তি-সাধনকালে এই বিষয়টী বিশেষ যত্ন-সহকারে বুঝিয়া লইয়া নিরপেক্ষ-ভাবে কার্য্য করা আবশ্যক।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রদ্ধাই ভক্তিলতাবীজ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার সম্পাদিত সজ্জনতোষণী পত্রিকায় "শ্রদ্ধা"-সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ দিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধার করিলাম—

সাধুসঙ্গ-ক্রমে এই শ্রদ্ধা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং শ্রদ্ধা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুলতাও বাড়িয়া উঠে। তখন কি উপায়ে জীব শ্রীভগবানের চরণ পাইবেন, তাহারই অন্বেষণে যত্নবান্ হয়েন। তখন তিনি প্রথমেই দেখিতে পান, তিনি অনর্থের একান্ত বশীভূত ও তাঁহার স্বভাব সুপ্ত। তিনি তখন কোন বিগত-অনর্থ, জাগ্রত-স্বভাব সাধুর পদাশ্রয় করত একনিষ্ঠ হইয়া ভজন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। শ্রদ্ধার এই অবস্থার নামই দৃঢ় বা নির্গুণ-উদ্দেশিনী শ্রদ্ধা। ইহাই 'ভক্তিলতাবীজ'।

—প্রকাশক

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য অষ্টোত্তর-শতশ্রী

শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ-কমলে

ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি

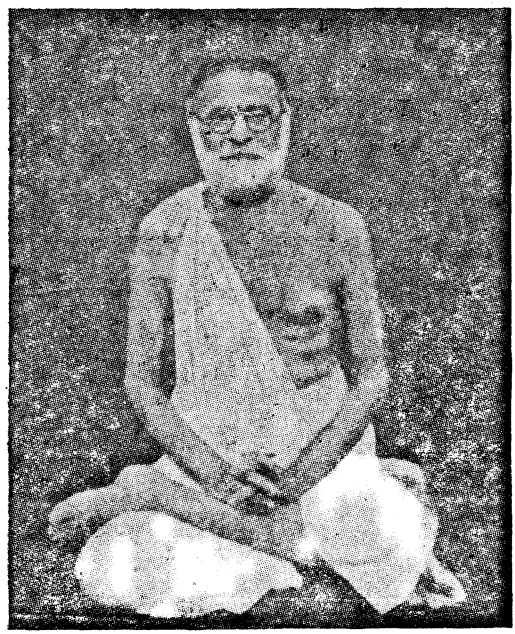

আয়রে আয় প্রভুপাদের
চরণ-ধূলায় লুটবি আয়—
ধূলা গায়ে মাখবি আয়;
অভিন্ন নিতাই আপনি এসে জীব তরাতে নাম বিলায়।
জীবের মলিন বদন হেরে নয়ন-জলে ভেসে যায় ॥ ১ ॥

কাজ কি'রে তোর ছার কামনা,
তাঁর চরণে প্রাণ সঁপ না,
প্রভুপাদের অপার করুণা,
(তিনি) পতিত-পাবন, অধম-তারণ, তাঁর করুণায়—
অন্ধ যে-জন চক্ষু পায়, কতই পতিত ত'রে যায় ॥ ২ ॥

ও' ভাই ! হরি ব'লে বাহু তুলে,
আয়রে পতিত দলে দলে
প্রভুপাদের চরণ-তলে,
প্রেমে মাখা ভক্তি-ফুলের পুষ্পাঞ্জলি দিবি আয়।
নিত্যধন পাবিরে ভাই, প্রভুপাদের করুণায় ॥ ৩ ॥

প্রভুপাদ জগদ্‌গুরু,
নাম ধ'রেছেন কল্পতরু,
অপূর্ণ বাসনা নাই কা'রু—
(সেই) তরুর তলায় বস্‌লে পরে, শীতল ছায়ায় প্রাণ জুড়ায়।
ও' ভাই, তাপিত হৃদয় শীতল হয়, পরা শান্তি পায় হিয়ায় ॥ ৪ ॥

দীন গোপাল বলে আকুল প্রাণে,
শরণ লয় যে' তাঁ'র চরণে,
ছোঁয় না ভাই তাঁ'রে শমনে,
(ও' তার) সকল দুঃখ ছুটে, আর মায়ার বাঁধন টুটে যায়।
প্রভুপাদের চরণ-গুণে অন্তে কৃষ্ণ-চরণ পায় ॥ ৫ ॥

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণ-সরোজ-সেবাভিলাষী—
—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, পুরাণরত্ন
নারমা (মেদিনীপুর)

ভক্তিকথা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩০০ পৃষ্ঠার পর)

সাধারণতঃ জ্ঞানী-সম্প্রদায় অদ্বৈতপন্থী হইয়া থাকেন। চেতনের সন্ধান পাইয়াছেন—মনে করেন এবং জড়ের তিক্ততা বোধ হইয়াছে ও কর্ম্মের ব্যর্থতা অনুভব করিয়াছেন—ইহাই জ্ঞানিগণের অদ্বৈতবাদ অবস্থা। কিন্তু চিদনুসন্ধান পরিপূর্ণ হইলে, চেতন-রাজ্যে যে চিদ্-বিলাসরূপ সবিশেষত্ব বর্ত্তমান আছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। ক্রমশঃ সেই চিদ্বিলাস-তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া কৃষ্ণ-তত্ত্বে আকৃষ্ট হন। যথা—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥ (গীঃ ৭।১৯)

কৃষ্ণতত্ত্ব যাঁহার অনুভব হয়, ত্রিজগতের মধ্যে তাঁহার 'তিক্ত' বলিয়া কোন বস্তু থাকে না। সম্বন্ধ-জ্ঞান পরিপুষ্ট হওয়ায় কৃষ্ণ-সম্বন্ধে এই সমস্ত জগৎই,

মুমুক্ষুদিগের ন্যায় প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি না হইয়া, 'কৃষ্ণ-সেবার উপকরণ' বা 'বাসুদেবময়'—তাঁহার এই ভাবের উদয় হয়। তখন বাসুদেবময় জগৎ কৃষ্ণ হইতে আর স্বতন্ত্র বস্তু থাকে না। জগতের সমস্ত বস্তুই বাসুদেবের সেবাপর—এইরূপ দর্শন করিয়া তিনি সেই সকল বস্তুর চরম উপাদেয়ত্ব অনুভব করেন। বাসুদেবপর-জগতে মায়ার কোন অধিকার না থাকায় তাহা তাঁহার নিকট বৈকুণ্ঠরূপে প্রতিভাত হয়। সেইপ্রকার কৃষ্ণতত্ত্ব-জ্ঞানী ভক্ত যে কেবলমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্মে নিজেই প্রপত্তি করেন তাহা নহে, পরন্তু পৃথিবীর সকলকেই সেই শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া 'মহাত্মা'-নামে অভিহিত হন। এইপ্রকার 'মহাত্মা'গণই যথার্থ মহাত্মা, তাঁহারা খুবই সুদুর্ল্লভ।

সাধারণতঃ, তথাকথিত মহাত্মগণ জগৎকে বাসুদেবময় না জানিয়া নিজেই 'বাসুদেব' সাজিয়া সেবা গ্রহণ করিবার ছলনা করিয়া মায়া-জালে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। তখন তাঁহারা বহু কামনা দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া, বাসুদেব ব্যতীত অন্যান্য ইতর দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥ (গীঃ ৭।২০)

কামনা-প্রপীড়িত ব্যক্তিগণ রোগ-শোকাদির দ্বারা নষ্টবুদ্ধি হইয়া 'হৃতজ্ঞান'-শব্দে শব্দিত হন। সেইপ্রকার হৃতজ্ঞান ব্যক্তি অন্যান্য দেবতার পূজা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। হৃতজ্ঞানই—বহ্বীশ্বরবাদী। বহ্বীশ্বরবাদিগণ বুঝেন না যে—'কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব-কর্ম্ম কৃত হয়।" তাহাদের ধারণা—সূর্য্যাদি দেবগণ বিষ্ণুর সমান। সেইপ্রকার মায়িক বিচারে পতিত হইয়া হৃতজ্ঞান ব্যক্তিগণ কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রপত্তি করিতে অসমর্থ হন। কিন্তু যাঁহারা উদার-ধী-সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহারা জানেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ঈশ্বর; তাঁহাদের কোনপ্রকার কামনা থাকিলেও তাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যথা—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ (ভাঃ ২।৩।১০)

যাঁহার যে-কামনাই থাকুক না কেন, তাহার সিদ্ধির জন্য (ইতঃপূর্ব্বে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এবিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন) তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা সেই পরম-পুরুষ বা পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই আরাধনা করা কর্ত্তব্য। স্বভাবতঃই যাঁহারা কৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ, তাঁহারা যদি কামনা লইয়াও পরম-

পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রপত্তি করেন, তাহা হইলে স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁহাদের কামনা-কষায় দূর হইয়া ভগবৎ-প্রেমরূপ অমৃত আস্বাদনের সুযোগ লাভ হয়। সুতরাং, নষ্টবুদ্ধি না হইয়া সর্ব্বতোভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়াই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর, পরতত্ত্ব-বস্তু হইয়া জীবের অণু-স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করেন না। "একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।"—সূর্য্যাদি দেবগণ সকলেই ভগবানের আজ্ঞানুসারে কার্য্য সমাধান করেন। এবং সেইজন্য তাঁহারা দেবতা বলিয়া খ্যাত। কারণ ভগবদ্ভক্তমাত্রই দেবতা-পর্য্যায়ে পরিগণিত; আর তদ্বির্য্যয় যাহারা, তাহারা অসুর-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। সুতরাং দেবতাগণের নিজের কোন **স্বতন্ত্র** ক্ষমতা নাই। এমন কি, তত্তৎ দেবতাগণের প্রতি শ্রদ্ধা উদয় করাইবারও ক্ষমতা সেই দেবতাগণের নাই; তাহাও শ্রীভগবান্-কর্ত্তৃক সাধিত হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার একাংশে পরমাত্মা রূপে সকল জীবের হৃদ্দেশে অবস্থান করিয়া তত্তৎ দেবতাগণের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদন করেন। ইহাই অন্তর্যামীর কার্য্য। কারণ সূর্য্যাদি দেবগণের যে বিভূতি, তাহা ভগবানেরই শক্তি। শক্তির দিকে আকৃষ্ট হইলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ক্রমশঃ শক্তিমানের দিকে আকর্ষণ হয়। ব্যতিরেকভাবে সেই সেই দেবতাগণের পূজা দ্বারা **অবিধিপূর্ব্বক** ভগবানেরই পূজা হইয়া থাকে। কামনাসক্ত জনগণ শক্তিমান্ অপেক্ষা শক্তির প্রতিই অধিক আকৃষ্ট। যথা—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥

(গীঃ ৭।২১-২২)

রাজার তুলনায় রাজকীয় কর্ম্মচারীগণের যেরূপ ক্ষমতা, ইতর দেবতাগণেরও সেইরূপ ক্ষমতা। তাঁহাদের নিজের কোন ক্ষমতা নাই, কারণ তাঁহারা সকলেই জীবতত্ত্ব। যে-জীবের প্রতি ভগবানের যেটুকু ক্ষমতা দেওয়া আছে, তাহা লইয়াই সে বাহাদুরী করিতে পারে। জীবের নিজের কোন স্বতন্ত্র-ক্ষমতা নাই। সুতরাং, রাজপ্রদত্ত ক্ষমতা-প্রাপ্তি-হেতুই যেমন রাজকীয় কর্ম্মচারীর নিকট হইতে কিছু উপকারাদি পাওয়া যায়, সেইরূপ ভগবান্ দেবতাগণকে যতটুকু ক্ষমতা দিয়াছেন, তদনুযায়ী দেবতাগণ সেই সেই যাজকগণের

উপকার করিতে সমর্থ। কামনাযুক্ত দেবতা-যাজিগণের যদি কোন বুদ্ধি হয় যে, দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়ই তাঁহাদের কামনা পূর্ণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বুদ্ধিমান্ হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই আরাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন। পৃথক্ পৃথক্ দেবতাগণের পৃথক্ পৃথক্ ক্ষমতা থাকে। যেমন—সূর্য্যের ক্ষমতা—রোগ প্রশমিত করা, চন্দ্রের ক্ষমতা—ওষধি-বৃক্ষসমূহকে বীর্যবান্ করা, দুর্গার ক্ষমতা—বল-বীর্য্য দান করা, সরস্বতীর ক্ষমতা—বিদ্যাবান্ করা, লক্ষ্মীর ক্ষমতা—ধনাদি দান করা, চণ্ডীর ক্ষমতা—মদ্য-মাংস খাইবার সুবিধা দেওয়া, গণেশের ক্ষমতা—কার্য্য-সিদ্ধি করা—ইত্যাকার বহু দেবতার বহুপ্রকার পৃথক্ পৃথক্ ক্ষমতা থাকিলও তাহা সমস্তই ভগবৎ-প্রদত্ত শক্তি জানিতে হইবে। এক দেবতার নিকট এক সুবিধা পাওয়া যায়, অন্য দেবতার নিকট অন্যরূপ সুবিধা মিলে। কিন্তু পূর্ণ ভগবানের নিকট সকল সুবিধাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কূপ-মণ্ডূকের জলাশয় আর প্রবাহমান নদীর জলাশয়, উভয়ের মধ্যে বহু পার্থক্য বর্ত্তমান।

আমরা পূর্ব্বে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি যে, জগতে সমস্ত ব্যাপারই ক্ষেত্র-শক্তি ও ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তি—এই উভয়েরই সংঘর্ষে উৎপাদিত। সেই দুই শক্তিই পূর্ব্বে 'পরা' ও 'অপরা' নামে অভিহিত হইয়াছে এবং দুই-ই ভগবানের প্রকৃতি—ইহা জানিতে পারিয়াছি। সুতরাং জগতের সমস্ত ব্যাপারই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি-পরিণাম মাত্র। শক্তি ও শক্তিমান্-তত্ত্ব সর্ব্বদাই অপৃথক্-সম্বন্ধবিশিষ্ট। অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা-শক্তি একত্রই সম্পর্কিত। কিন্তু মায়াবাদিগণ শক্তির পরিণাম না বুঝিয়া জগতে বিপর্য্যয় উপস্থাপিত করিয়াছেন।

দেবতাগণ বা জীবগণ সকলেই শক্তিতত্ত্ব, কেহই শক্তিমান্-তত্ত্ব নহেন। জগৎও শক্তি-তত্ত্ব। এই সূক্ষ্ম অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব না বুঝিতে পারিলে পরিশেষে মায়াবাদী হইয়া যাইতে হয়; ফলে, ভগবদ্ভক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিত্যবদ্ধ হইতে হয়। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্—শক্তিমান্ তত্ত্ব; তাঁহাকে 'নির্ব্বিশেষ' ব্রহ্ম বলিলে ব্রহ্মের পূর্ণতার হানি করা হয়। ব্রহ্মের পূর্ণতা একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে জানিতে হইবে। তিনি অসমোর্দ্ধ পরাৎপর তত্ত্ব, তাঁহার সমান বা অধিক কেহই নাই। তাই তিনি—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"। তাঁহার শক্তি বহুভাবে প্রকাশিত দেখিয়া বিভ্রান্ত ব্যক্তিগণই বহ্বীশ্বরবাদী হইয়া পড়েন। সুতরাং, আমাদের বোধগম্য হওয়া আবশ্যক যে—জগতে যতপ্রকার বৈচিত্র্য আছে, তাহা সমস্তই ভগবানেরই শক্তির পরিচয়। মায়াবাদিগণ এই 'শক্তি-পরিণাম' বাদ দিয়া 'বিবর্ত্ত'-আশ্রয়ে ব্রহ্মকে 'নির্ব্বিশেষ' বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন।

ভগবানের নির্ব্বিশেষ পরিচয় যেস্থলে কথিত হইয়াছে, সেস্থলে ভগবান্ স্বয়ং 'পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ,' 'জীবনং সর্ব্বভূতেষু,' 'বলং বলবতাং চ,' 'বুদ্ধিঃ বুদ্ধিমতাং' 'তেজস্তেজস্বিনাম্' ইত্যাদি কথায় বহুপ্রকারে নিজের নির্ব্বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। এইসমস্ত নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ পরিচয় দ্বারা অচিন্ত্য-শক্তিমান্ পুরুষ একই কালে 'সম' এবং 'পৃথক্' পরিচয়ে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বই প্রতিস্থাপিত করিয়াছেন। এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ হইতে এইভাবে নিঃসৃত হইয়াছে; যথা—

"মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥" (গীঃ ৭।১২)

অর্থাৎ সমস্ত চরাচর বস্তুই তাঁহা হইতে প্রভাবিত ও বিভাবিত হইলেও তিনি তাহাতে নাই, কিন্তু সমস্ত বস্তুই তাঁহাতে আছে। শক্তিমান্ হইতে সমস্ত শক্তি প্রবাহিত হইলেও, শক্তির কার্য্য হইতে তিনি স্বয়ং পৃথক্। শক্তি তাঁহাতে নিহিত থাকিলেও, তিনি শক্তি-কার্য্যে নিহিত নহেন। এই সিদ্ধান্তে ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে, দেব-দেবীগণের শক্তি—শক্তিমান্ ভগবানেই নিহিত, কিন্তু সেই সেই দেবতাগণ কখনও ভগবান্ নহেন। সুতরাং দেবগণের প্রদত্ত ফল কখনই নিত্যমঙ্গল বিধান করিতে পারে না।

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ গীঃ ৭।২৩)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সকাম ভক্তগণ যদি কামনার বশবর্ত্তী হইয়াও অন্যান্য দেবতাগণের আরাধনা না করিয়া কেবলমাত্র ভগবানেরই আরাধনা করেন, তাহা হইলেও তাঁহারা নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন। সকাম-কর্ম্মিগণ কর্ম্মযোগ-পন্থা হইতে নিষ্কাম জ্ঞানযোগ-পদে অধিরূঢ় হইবেন। তাহা হইলে সাধারণ কর্ম্মীর ন্যায় নশ্বর স্বর্গাদি লাভ না করিয়া বৈকুণ্ঠে সালোক্য-মুক্তি লাভ করিবেন। দেবযাজিগণ দেবলোকে গমন করেন। সেই দেবলোক বা স্বর্গলোক—সমস্তই অনিত্য বস্তু। পুণ্য ক্ষীণ হইলে পুনরায় স্বর্গাদি লোক হইতে এই ভূলোকে আসিতে হয়। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ—ভগবল্লোক বা বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইলে তাঁহাদিগকে আর এই মরলোকে ফিরিয়া আসিতে হয় না। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত
সভাপতি, সহঃ সম্পাদক-সঙ্ঘ

শ্রীগুরুতত্ত্ব, অবতার-তত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্ব

শ্রীগুরু-স্বরূপ

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" (শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩)

শ্রীগুরুপাদপদ্ম, যিনি এক-জগদ্‌গুরুবাদ পরিহার করিয়া, আম্নায়-পারম্পর্য্যগত মহান্ত-জগদ্‌গুরুবাদের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন-পূর্ব্বক যাবতীয় কু-রূপ অপসারিত করিয়া সু-রূপের রাজ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং বাক্যে, চিন্তায় ও আচরণে অপ্রাকৃত সেবার মহাসুযোগ প্রদান করিয়াছেন, সেই পরম কারুণিক পরদুঃখদুঃখী জগদ্বন্দ্য সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের শরণের বিষয় হউন। তিনি স্বেচ্ছাবশতঃ মহান্তগুরুরূপে কৃপা-পরবশ হইয়া আমাদের নয়ন-পথের পথিক হন, আবার স্বেচ্ছাক্রমে অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করেন। প্রকট-অপ্রকট-ভেদে উভয় লীলাতেই তিনি নিত্যবস্তু। সুতরাং তিনি নিত্যকালই আমাদের নিয়ামকরূপে অবস্থান করিয়া আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তিকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। নন্দীশ্বর-পতি-সুতের অত্যন্ত প্রাণ-প্রেষ্ঠ নিজজন শ্রীগুরুদেব আমার ন্যায় মূক ব্যক্তিতে কবিত্ব-শক্তি সঞ্চার করিতে পারেন—তিনি আমার ন্যায় পতিত পামরকে অনিত্য বিষয়-রতি হইতে উদ্ধার করিয়া নিত্য নব-নবায়মানা সর্ব্বোত্তমা রতির বিষয় শ্রীশ্রীরাধিকা-মাধবের পরমমধুর-রসে সংশ্লিষ্ট-দশায় নিত্য-লীলার নিজ চিন্ময় পরিকর-স্বরূপ প্রদান করান্। স্বয়ং সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রাণপ্রিয়া শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী গান্ধর্ব্বা দেবীও নবনীতাপেক্ষা সুকোমল ও করুণা-বিগলিত স্নেহার্দ্র-হৃদয়ে স্বীয় আকৃষ্ট আপন-জনকে সম্যক্‌রূপে স্ব-চরণকমলে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শ্রৌত বিচার ও সদ্‌গুরু-নিষ্ঠা

আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় 'শ্রুতি' বা 'শ্রৌত' শব্দের যে রূঢ়ি-বৃত্তি গ্রহণ করেন, অধোক্ষজের সেবক বিদ্বৎ-সম্প্রদায় 'শ্রুতি' বা 'শ্রৌত'-শব্দের সেইরূপ সাধারণ-রূঢ়ি মাত্র গ্রহণ করেন না। শ্রৌত-শ্রীগুরুমুখ-বিগলিত বাণীর অবিমিশ্রভাবে সেবা-স্নিগ্ধ-শিষ্যের বিশুদ্ধ-হৃদয়-খাতে যে বাস্তব-সত্য-সুধা-সঞ্জীবনী-ধারা কর্ণাঞ্জলি দ্বারা সঞ্চারিত হয়, তাহাই 'শ্রুতি'। যে গুরুপাদপদ্ম হইতে সেবোন্মুখ স্নিগ্ধ-শিষ্য সত্য লাভ করিতে চেষ্টা করেন, সেই গুরু যদি নিত্য ও শ্রৌত না হন, তবে সেইরূপ সাময়িক গুরু-শিষ্য-পরম্পরার অভিনয়ের মধ্যে শ্রুতি কখনই আপনাকে প্রকাশ করেন না। "যস্য দেবে পরাভক্তিঃ"—'পরাভক্তি'-শব্দে—অন্যাভিলাষ-রহিতা

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির আবরণ-নির্ম্মুক্তা আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনময়ী অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা **শুদ্ধাভক্তি**।

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবে পরাভক্তি

উপায় ও উপেয়-ভেদবাদী—জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী প্রভৃতি যে-সকল গুরু স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহাদের নিত্যত্ব নাই। ত্রিপুটী বিনাশে গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ নিত্য থাকে না; যোগ-সিদ্ধিতে কৈবল্য-লাভের পর গুরুসেবার প্রয়োজন বোধ হয় না; সুতরাং সেইরূপ তাৎকালিক বা ক্ষণিক গুরু-স্বীকার-বাদে শ্রেয়ঃ বা পরাভক্তি নাই। দেবতা যেরূপ নিত্য, গুরু তেমনিই নিত্য। দেবতা-শব্দে—অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীগুরুদেব—শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ—কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, কৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ। "সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত-শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু **প্রভোর্যঃ প্রিয় এব** তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥" নিখিল শাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ 'শ্রীকৃষ্ণ'-স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, সাধুগণও যাঁহাকে সেইরূপে চিন্তা করেন, তথাপি যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত প্রেষ্ঠ, আমি ভগবানের সেই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি।

গৌড়ীয়-সাহিত্যে গুরু-তত্ত্বের বিচার এইভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং গৌড়ীয়গণ গুরুদেব ও কৃষ্ণে নিত্য অভিন্ন-বুদ্ধিতে শ্রীগুরুদেবে পরাভক্তি-যুক্ত। এই পরাভক্তি-বৃত্তি যাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান, তাঁহারই কর্ণে শ্রীগুরুমুখ-নিঃসৃত শ্রৌতবাণী পূর্ণভাবে প্রবিষ্ট। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-রহিত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যাদির আবরণ-আবর্জ্জনায় কর্ণপুট অবরুদ্ধ থাকিলে শ্রুতি সঞ্চারিত হইতে পারে না। সেবোন্মুখ কর্ণে প্রবিষ্ট পরব্যোমাবতীর্ণ নিত্য-শব্দ-পরম্পরাকে **'শ্রুতি'** বলা যায়।

অবতার-তত্ত্বের ক্রম-বিকাশ

পাশ্চাত্য দেশে জড়দেহের ক্রম-বিকাশ-বাদ জড়-বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধিত করিয়াছে; কিন্তু, ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে জড়াতীত তত্ত্বের ক্রম-বিকাশ-স্বরূপ, আত্মার সেবা-বৃত্তির ক্রম-বিকাশের সহিত পরতত্ত্বের সেবা-যোগ্য নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলারূপ অপ্রাকৃত বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছে। আত্মার সেবা-বৃত্তির সঙ্কোচাবস্থা, খর্ব্বাবস্থা, মুকুলিতাবস্থা, বিকচিতাবস্থা ও পূর্ণ প্রস্ফুটিতাবস্থার সহিত পরতত্ত্বের নিত্য নাম-রূপাদির প্রকাশ—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, বলরাম প্রভৃতি বিষ্ণুর অবতার তত্ত্ব-বর্ণনায় মানব-হৃদয়ে ক্রমবিকাশ প্রদর্শন করে।

'বামন' ক্ষুদ্র মানুষ – পূর্ণ পুরুষের আকার নহে। বামনের পূর্ব্বে অর্দ্ধনর ও অর্দ্ধ-পশুরাজ-মিলিত-তনু। ক্ষুদ্র নরাবস্থার পর অসভ্য নরাবস্থা। তৎপরে সভ্য-নরাবস্থা বা নীতিপুষ্ট নরমূর্ত্তি। **তৎপরে পুরুষের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়ত্ব বা পূর্ণ জ্ঞানাবস্থা।**

ভগবৎ-তত্ত্ব ও অবতারী কৃষ্ণ

ভগবৎ তত্ত্বের মধ্যে ছয়টি চিন্ময় গুণ নিহিত। যথা—

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥" (বিঃ পুঃ ৬।৫।৪৭)

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ অর্থাৎ মঙ্গল, শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, জ্ঞান অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমানে অদ্বয়ত্ব এবং বৈরাগ্য অর্থাৎ বিরহে অপ্রাকৃতত্ব—এই ছয়টির নামই **গুণ।** যাঁহাতে এই ছয় গুণ পূর্ণভাবে লক্ষিত হয়, তিনিই **ভগবান্।** এখানে জ্ঞাতব্য এই যে,—ভগবান্ সকল গুণ বা গুণ-সমষ্টি মাত্র নহেন; কিন্তু, তিনি অপ্রাকৃত চিন্ময়-স্বরূপবিশেষ তাঁহাতে ঐ সকল গুণ স্বাভাবিকভাবে ন্যস্ত আছে। উক্ত ছয়টি গুণের মধ্যে 'ঐশ্বর্য্য' ও 'শ্রী' ভগবৎ-স্বরূপের সহিত ঐক্যভাবে প্রতীত হয়। ঐশ্বর্য্যাত্মক-স্বরূপে আস্বাদনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প থাকায়, উহা হইতে সৌন্দর্য্যাত্মক-স্বরূপটী অধিকতর আস্বাদক-প্রিয়। উহাতে একমাত্র মাধুর্য্যের প্রাদুর্ভাব পরিদৃষ্ট হয়। ঐশ্বর্য্যাদি অপর পাঁচটি গুণ মাধুর্য্য-স্বরূপে ক্রোড়ীভূত-রূপে অবস্থিত। মাধুর্য্য-রস-কদম্ব শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপই একমাত্র স্বাধীন ভগবদনুশীলনের বিষয়। শিশুপাল, পূতনা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণকে দ্বেষ করিয়াও যখন সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের অত্যধিক প্রিয়া যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে নিরুপাধিক প্রীতির অনুশীলন করেন, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে সিদ্ধিপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সংশয় কি? অর্থাৎ কোন সংশয়ই নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকবাক্যম্—

"উক্তং পুরস্তাদেতৎ তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ॥" (ভাঃ ১০।২৯।১৩)

এইখানে ভগবৎ-স্বরূপের মাধুর্য্যাধিক্য-হেতু প্রিয়ত্ব-ধর্ম্মের প্রাচুর্য্য।

নারায়ণে গৌরব-রস

জীবের ব্রহ্ম-জ্ঞান ও ব্রহ্ম-তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইলে, প্রথমে ভগবজ্-জ্ঞানের উদয়কালে **'শান্ত'**-নামে একটি রসের উদয় হয়। ঐ **রস নারায়ণপর,** কিন্তু ঐ রসটী উদাসীন-ভাবাপন্ন। নারায়ণের প্রতি যখন প্রেমের স্বরূপ মমতার উদয় হয়, তখন 'প্রভু-দাস'-সম্বন্ধ-বোধ হইতে **'দাস্য'** নামক আর একটী রসের কার্য্য হইতে

থাকে। নারায়ণ-তত্ত্বে ঐ রসের আর উন্নতি সম্ভব হয় না, কেননা নারায়ণ স্বরূপটী সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসের আস্পদ কখনই হইতে পারে না। কাহার এইরূপ সাহস হইবে যে, নারায়ণের গলদেশ ধারণপূর্ব্বক কহিবে—"সখে! আমি তোমার জন্য কিছু উপহার আনয়ন করিয়াছি।" কোন্ জীব বা তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া পুত্রস্নেহ-সূত্রে তাঁহাকে চুম্বন করিতে সাহস করিবে? আর কেই বা কহিতে পারিবে, "হে প্রিয়বর! তুমি আমার প্রাণনাথ, আমি তোমার প্রিয়া।"

নারায়ণাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে প্রীতির উৎকর্ষ

মহারাজ-রাজেশ্বর পরমৈশ্বর্য্য-পতি নারায়ণ কতদূর গম্ভীর, আর দীন-হীন জীব কতদূর ক্ষুদ্র ও অক্ষম! কিন্তু উপাস্য-বস্তু পরম দয়ালু ও বিলাস-পরায়ণ। তিনি যখনই জীবের উর্দ্ধগতি লক্ষ্য করেন, তখনই পরম অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐসকল উচ্চ-রস-বিষয়ীভূত হইয়া জীবের সহিত **অপ্রাকৃত-লীলায় প্রবৃত্ত হন।** অতএব চৌষট্টি-কলাবিশিষ্ট, ঐশ্বর্য্য-ক্রোড়ীভূত, পরম-মাধুর্য্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই ভক্তি-প্রবৃত্তির পূর্ণতম বিষয় হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সকল জীবের যে নির্ম্মল প্রেম, তাহাই শুদ্ধাত্মার নিরূপাধিক চরম প্রাপ্তি।

পরম-প্রামাণিক বেদ-বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, স্থূল ও সূক্ষ্ম এই জড় পদার্থে প্রেম নাই; উহা 'কাম' শব্দবাচ্য। শুদ্ধ-জীব চিন্ময়—অতএব আত্মা। আত্মার আত্মা শ্রীকৃষ্ণে যে প্রেম, তাহাই বিশুদ্ধা প্রীতি। সেই প্রীতিই একমাত্র সৌভাগ্যবান্ জীবের বিমৃগ্য।

ভক্তের ক্রমোর্দ্ধ সোপান ও রসের ক্রমোৎকর্ষ

চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের উপরিভাগে চিন্ময় কারণ-বারি বিরজা নদী অবস্থিত। উহাতে স্নানের পর গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বা **শান্ত-রতির** প্রকাশ হয়। শান্ত-রতিতে মমতারূপে প্রেম যুক্ত হইলে **দাস্য-রতি হয়।** সেই মমতা—সমতা ও বিশ্রম্ভে মথিত হইলে **সখ্য-রতির** উদয় হয়। সখ্য-রতিতে পাল্য-বিচার সংযুক্ত হইলে **বাৎসল্য-রতির** প্রকাশ হয়। বৎসল-রতিতে বৎসল রতির আস্পদের নিকট যাহা গুপ্ত থাকে, তাহাও সর্ব্বাঙ্গীন উন্মুক্ত হইলে অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাঙ্গে সেবার উৎকর্ষ প্রকাশিত হইলে **মধুর-রতির** বা শৃঙ্গার-রসের প্রকাশ হয়।

সর্ব্বোত্তম প্রেমের বিষয় শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধা প্রিয়তমা শ্রীরাধা

সমগ্র চিন্ময়-রসের বিষয় একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। তিনি পরম পুরুষ ও পরাৎপর.

বস্তু। সকল প্রকার রতিতে পরমেশ্বরই পুরুষ বা ভোক্তা। পরম-পুরুষ ব্যতীত অন্য কেহ নিরপেক্ষ **ভোক্তৃতত্ত্ব** হইতে পারে না। শান্তরসে গোধন, বেত্র, বিষাণ, বেণু প্রভৃতি অজ্ঞাতসারে লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করেন। 'রক্তক', 'চিত্রক', 'পত্রক' প্রভৃতি দাস-রসে শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করেন। সুদাম, শ্রীদাম, সুবলাদি সখাগণও সখ্য-রসে সেই একই পরমপুরুষের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া তাঁহারই সুখ-সেবা বিধান করেন। নন্দ-যশোদাও গোপাল কৃষ্ণকে তাঁহাদের পাল্য-জ্ঞানে সদা সেবা করিয়া থাকেন। ব্রজ-গোপীগণ সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা কামদেব কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমা সেবা বিধান করিয়া থাকেন। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধা সমগ্র রসের আশ্রয় ও প্রেমোৎকর্ষের সার মহাভাব-স্বরূপা। তিনি সর্ব্বাঙ্গীন সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববাঞ্ছা পূর্ত্তি করিয়া থাকেন। "কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।" তাঁহার সমান শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোপরি প্রিয়তা সাধন করিতে অন্য কেহ সমর্থ হন না। তিনি শতকোটী কায়ব্যূহ বিস্তারপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বতোমুখী উজ্জ্বল-রসের বিস্তার করিয়া অসমোর্দ্ধ-রতি-বর্দ্ধন ও সেবা-সুখ বিধান করেন। তিনি উজ্জ্বল-রসের নায়িকা-শিরোমণি। শ্রীকৃষ্ণও উজ্জ্বল রসের নায়ক-শিরোমণি। এই অপ্রাকৃত চিল্লীলা-মিথুন ব্রজের নবীন-যুগল-কিশোরই 'আশ্রয়' ও 'বিষয়'-স্বরূপে মহাভাব ও রসরাজ-স্বরূপ। অন্য যাবতীয় আশ্রয় ও বিষয়তত্ত্ব এই দুইয়েরই অধীন। মধুর-রতিতে প্রেম, প্রণয়, মান, স্নেহ, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব প্রভৃতি অষ্ট মহানিধি চরম ও পারাকাষ্ঠাবস্থায় একমাত্র শ্রীমতী রাধিকাতেই উজ্জ্বলরূপে সর্ব্বোৎকৃষ্টতার সহিত দেদীপ্যমান। ললিতাদি অষ্ট-নায়িকা শ্রীরাধার কায়-ব্যূহরূপা, তাঁহারা মান, প্রণয় প্রভৃতি প্রধান অষ্টভাবের মূর্ত্তিবিগ্রহ-স্বরূপে স্বাধীন-ভর্তৃকা প্রভৃতি শ্রীরাধার নায়িকোচিত অষ্ট কায়ব্যূহ। শৃঙ্গার-রসে চিন্ময় সামগ্রীর মিলনে প্রেম, মান, স্নেহ, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব প্রভৃতি চরমাবস্থার প্রাপ্তিতেও প্রেমের গতির ইয়ত্তা নাই। ইহাই শ্রীরাধার মহিমার অসমোর্দ্ধত্ব।

গৌড়ীয়-দর্শনে 'অপ্রাকৃত'-শব্দের বৈশিষ্ট্য

'অপ্রাকৃত' শব্দটী গৌড়ীয়-দর্শনে বিশেষ আদৃত পরিভাষা। ইহার সর্ব্বোত্তম বিকাশ একমাত্র গৌড়ীয়-দর্শনেই পাওয়া যায়। দার্শনিক পণ্ডিতম্মন্য আধ্যক্ষিক-গণ ইহার তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। যাহারা 'প্রাকৃত'-গবাক্ষের মধ্য দিয়া ভগবদ্বহির্ম্মুখ দৃষ্টিতে 'অপ্রাকৃত' তত্ত্বের পরিমাপ করিতে যান, তাহারা উহার বিকৃত ছবি দর্শন করিয়া আত্ম-বঞ্চনা করিয়া থাকেন।

কংসমাতা পদ্মার নীতি

শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু সেই বিকৃত ছবির একটী দৃষ্টান্ত দিয়া "পদ্মা-নীতির" বিচারটী দেখাইয়াছেন। পদ্মা ছিলেন—কৃষ্ণদ্বেষী কংসের মাতা। তাঁহার বিচার **কর্ম্ম-জড়-সাংসারিক বুদ্ধিতে পূর্ণ।** তাঁহার বিচার ছিল,—বৃন্দাবনে নন্দ-যশোদাদি গোপ-গোপীগণ কৃষ্ণকে লইয়া এত নাচানাচি করে কেন? তিনি জানিতেন না যে, ব্রজবাসিগণের একমাত্র **জীবন-সর্ব্বস্বই শ্রীকৃষ্ণ।** তাঁহার ধারণা—ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণের কাছে কিছু ধার পাইবে। তাই পদ্মা একটী পরামর্শ দিলেন; বলিলেন—"একটা হিসাব-নিকাশ হউক। কৃষ্ণ গোপ-গোপীদের গরু চরিয়ে কতটা খাটিয়া দিয়াছে, আর গোপ-গোপীগণই বা কৃষ্ণকে শিশুকাল হইতে লালন-পালন, খাওয়া-পরার বাবদ কত টাকা খরচ করিয়াছে। যদি ব্রজবাসীদের পাওনা কিছু বেশী থাকে, তাহ'লে সেই পাওনার কয়েকটা টাকা তাহাদিগকে দিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের সম্বন্ধটুকু চিরতরে চুকিয়ে দেওয়া যাক্।" ইহার উত্তরে শ্রীবলরাম-জননী শ্রীরোহিণী দেবী যে জবাব দিয়াছেন, তাহা যেন শ্রীরোহিণী দেবী নিজ পুত্র বলদেবাপেক্ষা কোটী প্রাণ-প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে বাৎসল্য-স্নেহ-বর্ত্তিকা দ্বারা অধিকতর স্নিগ্ধ-দীপিত প্রাণ-প্রদীপে সর্ব্বাঙ্গে নিরাজন করিয়াছেন। যাঁহাদের প্রাণ-সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণ সেই নন্দ-যশোদা-রোহিণী প্রভৃতি কৃষ্ণের নিত্য পরিকর ব্রজবাসিগণের হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক আঘাত দিয়া সেই অপস্বার্থ-পরতায় বিমূঢ়া জরতী কংসমাতা পদ্মা অধিকতর অপরাধের আবাহন করিয়াছিল। কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত-গৃহমেধি-ধর্ম্মে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের মায়িক জড়-বিচারের চশমার দ্বারা কৃষ্ণকে ও গোপ-গোপীগণকে দেখিতে গিয়া ঐপ্রকারই দর্শন করিয়া থাকে। কৃষ্ণ ও ব্রজবাসিগণের মধ্যে যে নিত্য স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাহা তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

ঐশ্বর্য্য-গন্ধশূন্য মাধুর্য্যের মহাদানই ঔদার্য্যে প্রকাশিত। প্রণয়াদির চরমাবস্থায় বিশ্রম্ভ-ভাবের প্রগাঢ়তায় বিষয়াশ্রয়ের পরস্পর এক-প্রাণ এক-আত্মা ইত্যাদি ভাবের স্ফূর্ত্তি হয়।

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-স্বরূপের রহস্য

শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য ও ঐশ্বর্য্য-কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ভক্তি যখন স্বকার্য্যে প্রবৃত্তা হন, তখন ভক্তি ঐশ্বর্য্যপরা। অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের পরমৈশ্বর্য্য-প্রভাব হইতে ভগবত্তত্ত্বে অসামান্য প্রভুতা লক্ষিত হয়। তখন পরমৈশ্বর্য্য-যুক্ত পরম-পুরুষ সর্ব্বরাজ-রাজেশ্বরভাবে (নারায়ণস্বরূপে) জীবের কল্যাণ বিধান করেন।

এই ভাবটী নিত্য ও সনাতন। সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ শ্রীভগবানকে ঐশ্বর্য্য হইতে পৃথক্ করা যায় না। ঐশ্বর্য্যাপেক্ষা মাধুর্য্য-স্বরূপে অধিকতর চমৎকারিতা স্বতঃসিদ্ধ। ভক্তির যখন মাধুর্য্যপর ভাবটী প্রবল হয়, তখন ভগবৎসত্তায় মাধুর্য্যের প্রকাশ হয়, উহাই সর্ব্বচিত্তাকর্ষক পরমানন্দধাম শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ। নারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের উদয় হইয়াছে এরূপ নয়, কিন্তু উভয় সত্তাই বিচিত্ররূপে সনাতন ও নিত্য।

"সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥" (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৩২)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ

সখ্য

কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ নবধা-ভক্তির অন্যতম সখ্য-ভক্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া আপনাদের সেবা করিবার চেষ্টা পাইব। সহ+খ্যা+কর্ম্ম+ইন্ প্রত্যয় করিয়া সখা বা সখি শব্দ নিষ্পন্ন। মিত্র, সহচর, সহায় প্রভৃতি শব্দ সখি বা সখা-শব্দের পর্য্যায়-বাচক। সখি+ষ্ণ্য প্রত্যয়ে 'সখ্য'-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

অতি-বিশ্বস্ত-চিত্তস্য বাসুদেবে সুখাম্বুধৌ।
সৌহার্দ্দেন পরা প্রীতিঃ **সখ্য**মিত্যভিধীয়তে॥ (হঃ ভঃ কঃ লঃ ১১।১)

অর্থাৎ একান্ত দৃঢ়-বিশ্বাসযুক্ত ব্যক্তির সর্ব্বসুখের অম্বুধি-স্বরূপ বাসুদেবে সৌহার্দ্দের সহিত যে পরা প্রীতি, তাহাই 'সখ্য' বলিয়া কথিত হয়।

এই মহাবাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, 'সখ্য' শব্দটী যথেচ্ছা যত্র-তত্র ব্যবহার করা চলে না। ব্যবহারিক জগতে নিকটস্থ অথবা দূরদেশস্থ গোত্রান্বয়ের বহির্ভূত, পরিচিত অথবা অপরিচিত ব্যক্তিগণের সহিত ঐহিক প্রীতির সম্বন্ধ-স্থাপনের নামই 'সখ্য'; কিন্তু পারমার্থিক জগতে এতাদৃশ সম্বন্ধ-স্থাপনকে 'সখ্য' বলা হয় না। যদ্দ্বারা সৌহার্দ্দের সহিত একান্ত আসক্তচিত্ত হইয়া সর্ব্বসুখের আকরস্বরূপ পরমপুরুষ পরমাত্মা বাসুদেবের নিত্য-সেবায় নিত্য-প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহাই প্রকৃত 'সখ্য'। যে-প্রীতির সম্বন্ধ চির অক্ষুণ্ণ, নিত্য, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহ্য—এমন কি, শত-সহস্র চেষ্টাসত্ত্বেও হৃদয় হইতে যাহা দূর করিতে পারা যায় না এবং যে-সম্বন্ধ স্থাপনের পর জীবে ও ঈশ্বরে

নিত্য অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সুতরাং যাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার ভয় আর থাকে না—উত্তরোত্তর পরাশান্তির আকরস্বরূপ চিরশান্তিময় ধামে বিচরণ করিবার সৌভাগ্য লাভ হয়—তাহাই 'সখ্য'। এতাদৃশ সখ্য, একমাত্র শান্তি-রাজ্যের অধীশ্বর ভগবান্ বাসুদেবের শ্রীচরণ-যুগল-সেবাদ্বারাই সম্ভব, নচেৎ সুদূর-পরাহত।

বিশ্বাস ও মিত্রবৃত্তি-ভেদে 'সখ্য' দ্বিবিধ—

"বিশ্বাসো মিত্রবৃত্তিশ্চ সখ্যং দ্বিবিধমীরিতম্।" (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৮৪)

কৃষ্ণ আমায় পালেন, রাখেন—এইরূপ চিত্তবৃত্তির ভাবই 'বিশ্বাস-সখ্য'। "রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তত্বে বরণং তথা"—এই যে বিশ্বাস, ইহাও বিশ্বাস-সখ্য; কারণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করিলে জানা যায়, কুরুক্ষেত্র মহাসমরে অর্জ্জুন যখন বলিয়াছিলেন—"সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত!", তখন পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ কৌরব ও পাণ্ডব-সৈন্যসাগর-মধ্যে যুদ্ধ-রথ স্থাপনপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। মহারথী অর্জ্জুন কৌরব-সৈন্য-সাগর মধ্যে উপস্থিত হইয়া তথায় প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ প্রভৃতি পরমাত্মীয়গণকে দেখিয়া মোহপ্রাপ্ত হন। তখন পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণ, জগতে 'সখ্যে'র বৈশিষ্ট্য স্থাপন-মানসে ও তিনিই যে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, তাঁহার ইচ্ছা পরিপূরণ দ্বারা যে জগতের মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল হইতে পারে না, অথবা "মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে"—এই বাণীর সার্থকতা সম্পাদনের নিমিত্ত অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক যুদ্ধে কৌরব-বিনাশরূপ দুষ্কার্য্য-সাধন দ্বারা জগতে কীর্ত্তিধ্বজা স্থাপন করিয়াছেন। এইগুলি বিশ্বাস-মিশ্রিত সখ্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এইস্থলে অর্জ্জুন "সৌহার্দ্দেন পরা প্রীতিঃ সখ্যম্" বাক্য যথাযথ প্রতিপালন করিয়াছেন। এই বাণীর সত্যতা সংরক্ষণ-কল্পে তিনি স্বীয় পরমাত্মীয়-বধেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ না করিয়া, অম্লানবদনে শ্রীকৃষ্ণাদেশ পালন করিয়া সখ্য-ভক্তির দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়াছেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনের এতাদৃশ ভাব পরিদর্শন, একাধারে বিশ্বাস-সখ্য ও মিত্র-সখ্য—এই দুই সখ্যেরই পরিচায়ক হইতেছে। শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতির বিশ্রম্ভ-সখ্যের কথা আরও অনেক উন্নত ও বিশ্বাসযুক্ত। এস্থলে তাহা আলোচিত হইল না।

—শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী
কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)

৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও শ্রীঊর্জ্জব্রত

যাত্রাপথে গয়া, কাশী, প্রয়াগ-দর্শন
তীর্থ-দর্শন, পরিক্রমা ও ঊর্জ্জব্রত-পালনের নিয়ম

"গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে॥
"প্রদক্ষিণঞ্চ বৈ কুর্য্যাৎ কার্ত্তিকে বিষ্ণুসদ্মনি।
বিষ্ণোঃ পূজা কথা বিষ্ণোর্বৈষ্ণবানাঞ্চ দর্শনম্॥
ন গৃহে কার্ত্তিকে কুর্য্যাদ্বিশেষেণ তু কার্ত্তিকম্।
তীর্থে তু কার্ত্তিকীং কুর্য্যাৎ সর্ব্বযত্নেন ভাবিনী॥"

[কার্ত্তিকমাসে (ঊর্জ্জব্রতকালে) বিষ্ণুমন্দির প্রদক্ষিণ (পরিক্রমা) করিবে। বিষ্ণুর পূজা বিধান, বিষ্ণুর কথা শ্রবণ এবং বৈষ্ণব দর্শন করিবে। কার্ত্তিক মাসে বিশেষ করিয়া **"কার্ত্তিক-ব্রত" গৃহে করিবে না;** সর্ব্বপ্রকার যত্ন-সহকারে **তীর্থে কার্ত্তিক-ব্রত পালন করিবে।**]

উপরিউক্ত মহাজন-বাণী ও সাত্বত-বৈষ্ণব-স্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসোদ্ধৃত শাস্ত্র-বচন শিরে ধারণ করত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি প্রতি বৎসরই কার্ত্তিক-মাসে শ্রীদামোদর-ব্রত পালনোপলক্ষে ভগবৎ ও ভাগবত-ধাম পরিক্রমার ব্যবস্থা করিয়া দেশবাসিগণের পারমার্থিক কল্যাণ লাভে সহায়তা করিয়া থাকেন। এবৎসরও সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ,** শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত গয়া, কাশী, প্রয়াগ-তীর্থ, শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন লীলাস্থলী দর্শন ও পরিক্রমার আয়োজন করিয়া শ্রদ্ধালু জনসাধারণকে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জনের সুবর্ণ-সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

সাধুসঙ্গে ভগবদ্ভক্তি-লাভের অপূর্ব্ব সুযোগ

অনেকে বলিয়া থাকেন গৃহে থাকিয়া কি ধর্ম্ম-কর্ম্ম হয় না? তজ্জন্য তীর্থস্থানাদিতে যাইবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে শাস্ত্র বলেন—ধর্ম্ম-কর্ম্ম যাহাই পালিত হউক না কেন, সর্ব্বত্রই সাধুসঙ্গের বিশেষ প্রয়োজন। নিজচেষ্টা বা বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা তত্ত্ববস্তু সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ—কোনমতে সম্ভবপর নহে। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-দ্বারা শুদ্ধভক্তের সঙ্গক্রমেই ভক্তি-বৃত্তি উদিতা হন। শুদ্ধভক্তের শ্রীমুখ-বিগলিত বীর্য্যবতী ভগবৎ-ভাগবত-গাথা শ্রবণ-

কীর্ত্তনানুশীলনেই জীবের অশেষ কল্যাণ লাভ হয়। সাংসারিক জীবের এইরূপ সৌভাগ্য অতি অল্পই ঘটিয়া থাকে। তজ্জন্য শ্রীবেদান্তসমিতি অন্যান্য বহু উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকিলেও, প্রতিবৎসর দেশবাসী জনসাধারণকে ঊর্জ্জব্রত বা নিয়মসেবা-সময়ে মাসাধিককাল সাধুসঙ্গে শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে বিভিন্ন তীর্থস্থানাদি দর্শন ও পরিক্রমার সুযোগ দিয়া থাকেন।

পরিক্রমা কাহাকে বলে ও শ্রীমণ্ডলাদি পরিক্রমার বৈশিষ্ট্য

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-স্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ** জানাইয়াছেন যে, "চতুঃষষ্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গ-সাধনের মধ্যে পরিক্রমা অন্যতম। 'পরিক্রমা' 'পাদসেবন'-ভক্ত্যঙ্গের অন্তর্গত। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে নবধা ভক্তি লক্ষণের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—'অস্য (পাদসেবায়াঃ) শ্রীমূর্ত্তিদর্শন-স্পর্শন **পরিক্রমা**-অনুব্রজন-ভগবন্মন্দির-গঙ্গা-পুরুষোত্তম-দ্বারকা-**মথুরাদি**-তদীয় - তীর্থস্থান - গমনাদয়োঽপ্যন্তর্ভাব্যাঃ।' অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তির দর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা ও অনুগমন এবং ভগবন্মন্দির, গঙ্গা, পুরুষোত্তম-দ্বারকা-মথুরাদি তদীয় তীর্থস্থানে গমনাদি ক্রিয়াও পাদসেবনের অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীবিগ্রহের, শ্রীমন্দিরের, শ্রীধামের ও **শ্রীমণ্ডলের পরিক্রমা**—উত্তরোত্তর ব্যাপকতা জ্ঞাপন করে। শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহ, শ্রীগোবিন্দ-মন্দির, শ্রীগোবিন্দ-ধাম, "মাথুরা গোষ্ঠবাটী"—শ্রীমণ্ডল-পরিক্রমার অন্তর্ভুক্ত। এজন্য ভগবদ্ভক্তগণ সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান-জ্ঞানে মণ্ডলাদি পরিক্রমা করিয়া থাকেন।"

চৌরাশী ক্রোশ শ্রীব্রজ-মণ্ডলের ইতিবৃত্ত ও পরিক্রমা ইত্যাদির বিবরণ জানিবার জন্য শ্রীপত্রিকার পাঠকবর্গ ও অন্যান্য অনেকেই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তজ্জন্য ইহা জনসাধারণ, বিশেষতঃ তীর্থযাত্রিগণের পক্ষে ভবিষ্যতে বিশেষ উপকারে আসিবে জানিয়া যথাসম্ভব বর্ণিত হইল।

বিগত ৩০শে আশ্বিন ১৩৫৮, ইং ১৭ই অক্টোবর ১৯৫১, বুধবার—উক্ত সমিতি ২০০ শত শ্রদ্ধালু ভক্ত-যাত্রীকে সঙ্গে লইয়া হাওড়া ষ্টেশন হইতে রাত্র ৮-১০ মিনিটের সময় (৯নং আপ) ডুন্ এক্সপ্রেসে রিজার্ভড্ বগীতে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এস্থলে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পথিমধ্যে গয়া, কাশী, প্রয়াগ-তীর্থও দর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতেই ই, আই, রেলওয়ে কোম্পানীর মাননীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ যাত্রিগণের সুবিধার্থ একখানি বগী রিজার্ভ করিয়া দেন। যে-যে স্থলে দর্শনের নিমিত্ত আমরা

অবতরণ করিয়াছিলাম, সেই সেই স্থানে ঐ রিজার্ভড্ বগীখানি কাটিয়া রাখা হইয়াছিল এবং পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সময়ানুসারে যাত্রিগণ স্ব-স্ব স্থানে উপবিষ্ট হইলে উহা পুনরায় অন্য গাড়ীর সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য গাড়ীতে বৈদ্যুতিক আলো, পাখা এবং প্রয়োজনীয় জল ইত্যাদিরও বেশ সুবন্দোবস্ত ছিল। এসম্পর্কে কলিকাতা হেড্ অফিস হইতে আমাদের সকল হল্টিং ষ্টেশনসমূহে পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। ই, আই, আর, রিজার্ভেশন বিভাগের মহানুভব দায়িত্বশীল ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীবৃন্দের অনুগ্রহ-নির্দ্দেশ ও সুব্যবস্থায় যাত্রিগণ বিশেষ আনন্দিত হন।

হাওড়া ষ্টেশন হইতে রাত্র ৮-১০ মিনিটে গাড়ী ছাড়িয়া দিবার পর উহা খুব দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল। ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে পৌঁছিতেই শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সন্ধ্যারাত্রিকের পর ভোগ সমাপ্ত হইল। শ্রীবিগ্রহ-শয়নের পর সকল যাত্রিগণকে পুরী, আলুর তরকারী ও মিষ্টি-প্রসাদ 'খা-চাই' করিয়া বিতরণ করা হয় এবং উদ্বৃত্ত প্রসাদ ষ্টেশনে দীন-দুঃখিগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল। যাত্রিগণ মনের আনন্দে প্রসাদ পাইলেন। সকলেরই মুখে হাঁসি, মনে উৎসাহ,—আনন্দে সকলেই উৎফুল্ল। এই সময়ে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণের মধ্যে কেহ উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনাম গ্রহণ করিতেছিলেন, আবার কেহ কেহ গুন্ গুন্ স্বরে কীর্ত্তন করিতেছিলেন। গাড়ীখানি যেন আমাদের নিজস্ব শ্রীমঠ-মন্দির ও গৃহ হইয়া পড়িয়াছিল। একটী সংবাদে বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। ব্রহ্মচারিগণের মধ্যে একজন অন্যান্য কামরায় গিয়া কাহারও কোন অসুবিধা হইতেছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে বলিলেন—"এইরূপ সুব্যবস্থায়ও যদি কাহারও অসুবিধা হয়, তবে তাঁহার তীর্থযাত্রা না করাই ভাল।" বর্দ্ধমানে আমাদের গাড়ী পৌঁছিলে তথা হইতেও কয়েকজন যাত্রী আমাদের রিজার্ভড্ গাড়ীতে উঠিয়া স্ব স্ব স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। এইরূপে বহু নদ-নদী, প্রান্তর, পাহাড়-পর্ব্বত, বন-জঙ্গল, পল্লী-নগরী অতিক্রম করিয়া পরদিবস ১৮ই অক্টোবর ভোর ৫-৫৪ মিনিটে আমরা শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মক্ষেত্র শ্রীগয়াধামে উপস্থিত হইলাম। ডুন্ এক্সপ্রেস আমাদের রিজার্ভড্ বগী এখানে কাটিয়া রাখিয়া যাত্রা করিল।

শ্রীবিগ্রহের নিমিত্ত শিবিকা সুসজ্জিত হইতে লাগিল। বিচিত্রবর্ণের পতাকা, শঙ্খ, ঘন্টা, খোল, করতাল প্রভৃতি হস্তে যাত্রিগণ অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমাদের গাড়ীর সম্মুখে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ আসিয়া শ্রীবিগ্রহকে দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া নিজেদের জীবন ধন্য জ্ঞান

করিলেন। যথাসময়ে শ্রীল প্রভুপাদের অর্চ্চালেখ্য-মূর্ত্তি ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিজয়-বিগ্রহ বহু মূল্যবান্ পোষাক-পরিচ্ছদে সুসজ্জিত শিবিকায় অধিরূঢ় হইয়া জনসাধারণকে কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দান করিতে থাকিলে, পরিক্রমার নিয়ামক-মহারাজের নির্দ্দেশমত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজের আনুগত্যে যাত্রীগণ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-যোগে মৃদঙ্গ-করতালাদি হস্তে উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত **"গয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠ"** দর্শন ও পরিক্রমা করেন। এস্থলে 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'র সম্পাদক পূজ্যপাদ শ্রীনারসিংহ মহারাজ মধুর প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর গয়া-আগমনের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। তথা হইতে যাত্রিগণ ১৷৷০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া **শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম** দর্শন করিলেন। শ্রীশ্রীগদাধর মন্দিরে শ্রীপত্রিকার সহঃ সম্পাদক শ্রীমোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী, রাগভূষণ মহোদয়ের স্বভাবসুলভ সুমধুর কীর্ত্তনে শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ পরিতুষ্ট হন। পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ও এস্থলে গোস্বামী-শাস্ত্র হইতে গয়া-ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন।

হাওড়া হইতে গ্রাণ্ডকর্ড লাইনে ২৮৫ মাইল গয়া ষ্টেশন। পঞ্চক্রোশ ব্যাপিয়া এই গয়াক্ষেত্র। গয়া ষ্টেশন হইতে ২ মাইল দক্ষিণে শ্রীগদাধর-মন্দির। মন্দিরের সম্মুখে নিম্নেই ফল্গু নদী প্রবাহিতা। ফল্গুর পরপারে 'আদি অক্ষয়বট'। শ্রীমন্দিরের দক্ষিণে 'ব্রহ্মযোনি পর্ব্বত' ও উত্তর দিকে 'রামশিলা পর্ব্বত' এবং ৫ মাইল উত্তর-পশ্চিম কোণে 'প্রেতশিলা পর্ব্বত'। শ্রীমন্দির হইতে ৫।৬ মাইল দূরে বুদ্ধগয়া। যাত্রিগণের মধ্যে অনেকে ফল্গুনদীতে স্নানাদি সমাপন করিয়া সকলেই ষ্টেশন অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

যাত্রিগণের থাকিবার জন্য ষ্টেশনের অতি নিকটবর্ত্তী "শেঠ শিউপ্রসাদ ঝুনঝুনবালা ধর্ম্মশালা" নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ভক্তগণ ধর্ম্মশালায় প্রবেশ করিয়া "নগর ভ্রমণ ক'রে গৌর এল ঘরে" কীর্ত্তনটী উচ্চৈঃস্বরে গাহিতে গাহিতে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহের ভোগ ও আরাত্রিকের পর প্রসাদ সেবান্তে সকলে বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

নিয়ামক-মহারাজের হরিকথা

সন্ধ্যা-আরতি ও কীর্ত্তনান্তে পরিক্রমার নিয়ামক-মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে "সাক্ষীগোপাল-প্রসঙ্গ" পাঠ করেন। পাঠের পূর্ব্বে তিনি যাত্রিগণকে পরিক্রমায় যোগদানের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ

করেন। তিনি বলেন—পরিক্রমা ও তীর্থস্থানাদি দর্শনের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া বৈষ্ণব-আনুগত্য বাদ দিয়া নিজ ইচ্ছামত কেবল 'আকু-পাকু' করিয়া বেড়াইলেই আমাদের কোনরূপ মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। তীর্থ-দর্শন, তাহা হইলে, কেবল ভ্রমণেই পর্য্যবসিত হইবে। আপনারা যখন আমাদের সঙ্গে আসিয়াছেন, তখন আমাদের কর্ত্তব্য হিসাবে আপনাদিগকে এ বিষয়ে সতর্ক করিতে বাধ্য হইতেছি। শ্রবণমুখেই আমাদের দর্শন হওয়া প্রয়োজন। 'শ্রবণ' না হইলে আমাদের সম্যক্ 'দর্শন' হইবে না। তাই আমাদের গুরুবর্গ **কর্ণের দ্বারা দর্শন** করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

পরে স্বামিজী আরও বলেন,—গয়া—'কর্ম্মক্ষেত্র', কাশী—'জ্ঞানক্ষেত্র' এবং প্রয়াগ—'ভক্তিক্ষেত্র'। ভগবদ্ভক্তগণ কর্ম্ম ও জ্ঞানের আদর করেন না। শ্রীচরিতামৃত-কথিত বিদ্যানগরের দুই মহাভাগবত, যাঁহাদের জন্য শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি শত দিবসের পথ হাটিয়া সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা গয়া, বারাণসী, প্রয়াগ প্রভৃতি দর্শন করিয়া "মথুরাতে আইলা দুঁহে আনন্দিত হৈঞা॥" 'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ।' সুতরাং মহাজনবর্গের সর্ব্বতোভাবে অনুসরণই আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা গুরুবর্গের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই পরিক্রমা-পথে অগ্রসর হইব।

তিনি আরও বলেন—বেদ-বেদান্ত-উপনিষদাদি সকল শাস্ত্রই কর্ম্মমার্গের হেয়ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এমন কি, শঙ্করাচার্য্যও কর্ম্মবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। বেদান্ত-দর্শন "কৃতাত্যয়ে অনুয়শবান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাম্" সূত্রেও কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের অনিত্যত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান ও তর্পণাদি ক্রিয়া কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের বিশেষ রুচিপ্রদ হইলেও, স্বয়ং ভগবান্ শচীনন্দন শ্রীগৌরহরির গয়ায় আগমনের সেরূপ কোন উদ্দেশ্য ছিল না। শ্রীভগবান্ যাঁহাকে পিতৃত্বে বরণ করিয়াছেন, তাঁহার অধঃলোক বা প্রেতলোক-প্রাপ্তি কিরূপ বিশ্বাস করা যায়? সুতরাং প্রভুর গয়ায় আগমনের অন্যরূপ উদ্দেশ্য ছিল, তাহা তিনি স্বয়ংই শ্রীমুখে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণাভিনয় করিয়া বলিয়াছেন—"কৃষ্ণ-পাদপদ্মের অমৃত-রস পান। আমারে করাও তুমি এই চাহি দান॥"

অনেকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গয়াযাত্রার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া 'তিনি স্মার্ত্তদের প্রশ্রয় দিয়াছেন'—এইরূপ বলিবার ধৃষ্টতা পোষণ করেন। শ্রীগৌরহরি নিখিল জগতের লোক-শিক্ষক প্রভু। তিনি এস্থলে কেবলমাত্র

একটী 'লৌকিক-আচার' প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র। পক্ষান্তরে, কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ "এতে প্রেত-তর্পণকালে ভবন্তীহ" মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শ্রাদ্ধাদি সময়ে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে পিণ্ডাদি দান করেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ, যিনি দেহান্তে ঊর্দ্ধগতি বা উন্নত লোক লাভ করিয়াছেন, বা মুক্ত-ভূমিকায় উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাকে যদি ভগবন্নৈবেদ্য ব্যতীত অন্যকিছু নিবেদন করা হয়, তাহা কি তিনি গ্রহণ করিবেন? শাস্ত্রকারগণ বলেন—বদ্ধজীবেরই পুনর্জন্ম হইয়া থাকে। 'অপুনর্ভব' মুক্তি সর্ব্বত্রই প্রচারিত আছে। অক্ষয় স্বর্গের কথাটী কেবল বাক্যবিন্যাসমাত্র। উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য সাধারণতঃ লক্ষিত হয় না। তবে, 'স্বর্গ'-শব্দের অর্থে বৈকুণ্ঠাদি নিত্য ধামসমূহকে লক্ষ্য করিলে, অক্ষয় স্বর্গের সার্থকতা আছে। জীবমাত্রের মৃত্যুর পরের অবস্থা লইয়া কিছু মতভেদ লক্ষিত হয়। কাহারও মতে, বদ্ধজীব অন্যত্র জন্মগ্রহণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কোথাও বা, মৃত্যুর পর বায়ুভূত নিরাশ্রয় অবস্থায় থাকিয়া পরে কর্ম্মানুসারে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। সে যাহাই হউক, সর্ব্বত্রই কর্ম্মানুসারে পরজন্ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং কর্ম্মের তারতম্য অনুসারে, কেহ বা প্রেতলোক, ভূতলোক, স্বর্গলোক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবর লোকাদিতে জন্মগ্রহণ করিবার ভাগ্য লাভ করিয়া থাকে। এই সমস্ত বিচার বাদ দিয়া, সাধারণ উদাহরণ গ্রহণ করিলেও আমরা বিষয়টী অর্থাৎ স্মার্ত্ত-শ্রাদ্ধাদির পরিণতি ভালরূপ বুঝিতে পারিব। শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামীর স্মৃতি বা 'বৈষ্ণবস্মৃতি অনুসারে শ্রাদ্ধ-পদ্ধতি নির্দ্দোষ ও সর্ব্বতোভাবে পবিত্র। স্মার্ত্তগণের বিচার অনুসারে সাধু-অসাধু যে-কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার শ্রাদ্ধে যেরূপ পিণ্ড-দানাদির ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা সর্ব্বত্রই একপ্রকার। সাধু ব্যক্তি যদি চিরজীবন সৎকর্ম্মের দ্বারা নির্ম্মল পবিত্র জীবন-যাপন করিয়া থাকেন, এমন কি, যিনি মোক্ষ-পদবী লাভ করিয়াছেন, তিনিও স্মার্ত্তগণের শ্রাদ্ধকালে "এতে প্রেত-তর্পণকালে ভবন্তীহ" মন্ত্রের দ্বারা উদ্দিষ্ট হইতে বাধ্য হন। সেই সাধু ব্যক্তির সৎপুত্র কি করিয়া তাহার ধার্ম্মিক পিতাকে প্রেতলোক-গত বদ্ধ হেয় বা ঘৃণিত মনে করিয়া স্মার্ত্তের অধীন পিণ্ডদান করিতে পারেন? গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ এইরূপ ক্ষেত্রে বাসুদেবে নিবেদিত মহাপ্রসাদ, যাহা ব্রহ্মতুল্য নির্ব্বিকার বৈকুণ্ঠবস্তু, তাঁহার দ্বারাই পিণ্ডদানাদি করিয়া, মৃত-ব্যক্তি বদ্ধ বা মুক্ত যে-কোন অবস্থায়ই থাকুন না কেন, তদ্দ্বারা তাঁহার তৃপ্তি-বিধান করিয়া থাকেন। এস্থলে গীতার (৯।২৫) শ্লোকটী বিশেষভাবে বিচার করা আবশ্যক—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥ (গীঃ ৯।২৫)

অর্থাৎ নিজ-নিজ কর্ম্মানুসারে বদ্ধজীব ভূত-লোক, পিতৃ-লোক, দেব-লোক এবং ভগবদ্ভক্ত নিত্য বৈকুণ্ঠাদি ভগবল্লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মৃত ব্যক্তি কোন্ লোকে গমন করিয়াছেন—ইহা শ্রাদ্ধকর্ত্তা স্থির করিতে না পারিলে এরূপ একটী পথই অবলম্বন করা আবশ্যক, যাহার দ্বারা সকলকেই পরিতুষ্ট করিতে পারা যায়। যে-দ্রব্য ভূত প্রেত-লোক ব্যতীত দেব-মনুষ্য-লোকাদিতে প্রবেশ করে না, তাহার দ্বারা সকলের তৃপ্তিসাধন হইতে পারে না; বৈকুণ্ঠাদি মোক্ষলোকের বিষয় ত' দূরের কথা। বিষ্ণু-নৈবেদ্য সকলেরই মঙ্গলদায়ক ও সর্ব্বত্র তাহার অবাধ গতি।

রাত্রে প্রসাদাদি পাইয়া যাত্রিগণ বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। আগামীকল্য সকালে কাশী যাত্রা করা হইবে। (ক্রমশঃ)

—প্রকাশক-কর্ত্তৃক সংগৃহীত

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাব্দ—৪৬৫ ; পৌষ—১৩৫৮

জানুয়ারী—১৯৫২

২৫ নারায়ণ, ২২ পৌষ, ৭ জানুয়ারী, সোমবার—গৌরৈকাদশী রা ৩।২০। **পুত্রদা একাদশীর উপবাস।**

২৬ নারায়ণ, ২৩ পৌষ ৮ জানুয়ারী, মঙ্গলবার—গৌর-দ্বাদশী ৪।২৬। **দি ৯।৩৭ গতে ৯।৫৬ মধ্যে একাদশীর পারণ।** শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব।

৩০ নারায়ণ, ২৭ পৌষ, ১২ জানুয়ারী, শনিবার—পূর্ণিমা দি ৯।৫৮। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা।

মাঘ—১৩৫৮

৩ মাধব, ১ মাঘ, ১৫ জানুয়ারী, মঙ্গলবার—কৃষ্ণ-তৃতীয়া দি ৪।০। **শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর আবির্ভাব** ও শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের তিরোভাব।

৫ মাধব, ৩ মাঘ, ১৭ জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী সন্ধ্যা ৬।২০। **শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর তিরোভাব।** শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির শাখামঠ সমূহে বিরহ-মহোৎসব।

৯ মাধব, ৭ মাঘ, ২১ জানুয়ারী, সোমবার—কৃষ্ণ-নবমী সন্ধ্যা ৫।০। শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের তিরোভাব।

১১ মাধব, ৯ মাঘ, ২৩ জানুয়ারী, বুধবার—কৃষ্ণৈকাদশী দি ১।৪৫। **ষট্‌তিলা একাদশীর উপবাস।**

১২ মাধব, ১০ মাঘ, ২৪ জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী দি ১১।৪৩। **পূর্ব্বাহ্ণ ১০।০ মধ্যে একাদশীর পারণ।**

১৯ মাধব, ১৭ মাঘ, ৩১ জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—গৌর-পঞ্চমী রা ৭।২৭। শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত পঞ্চমী **শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর** ও শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের **আবির্ভাব** এবং **শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের তিরোভাব।**

২১ মাধব, ১৯ মাঘ, ২ ফেব্রুয়ারী, শনিবার—গৌর-সপ্তমী সন্ধ্যা ৬।৯। **মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে উপবাস।**

২২ মাধব, ২০ মাঘ, ৩ ফেব্রুয়ারী, রবিবার—গৌরাষ্টমী সন্ধ্যা ৬।১৫। **পূর্ব্বাহ্ণ ১০।০ মধ্যে শ্রীঅদ্বৈত-সপ্তমীর পারণ।** শ্রীভীষ্মপঞ্চক।

২৩ মাধব, ২১ মাঘ, ৪ ফেব্রুয়ারী, সোমবার—গৌর-নবমী রা ৬।৫২। শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের তিরোভাব।

২৪ মাধব, ২২ মাঘ, ৫ ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার—গৌর-দশমী রা ৭।৫৮। শ্রীল রামানুজ আচার্য্যের তিরোভাব।

২৫ মাধব, ২৩ মাঘ, ৬ ফেব্রুয়ারী, বুধবার—গৌরৈকাদশী রা ৯।৩২। **ভৈমী একাদশী ও বরাহদ্বাদশীর উপবাস।**

২৬ মাধব, ২৪ মাঘ, ৭ ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার—গৌর-দ্বাদশী রা ১১।২৪। **বরাহদেবের অর্চ্চনান্তে পূর্ব্বাহ্ণ ১০।২৪ মধ্যে পারণ।**

২৭ মাধব, ২৫ মাঘ, ৮ ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার—গৌর-ত্রয়োদশী রা ১।৩১। **শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে উপবাস।**

২৮ মাধব, ২৬ মাঘ, ৯ ফেব্রুয়ারী, শনিবার—গৌর-চতুর্দ্দশী রা ৩।৪০। **পূর্ব্বাহ্ণ ১০।২৩ মধ্যে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশীর পারণ।**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।



নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩য় বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ২ মাধব, ৪৬৫ গৌরাব্দ সোমবার, ২৯ পৌষ, ১৩৫৮; ইং ১৪।১।৫২ | ১১শ সংখ্যা

শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীমদীশ্বরী-কুণ্ডায় নমঃ

বৃষভদনুজ-নাশান্নর্ম্ম-ধর্ম্মোক্তি-রঙ্গৈ-
র্নিখিল-নিজসখীভির্যৎ স্বহস্তেন পূর্ণম্।
প্রকটিতমপি বৃন্দারণ্য-রাজ্ঞা প্রমোদৈ-
স্তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে॥ ১॥

ব্রজভুবি মুরশত্রোঃ প্রেয়সীনাং নিকামৈ-
রসুলভমপি তূর্ণং প্রেম-কল্পদ্রুমং তম্।
জনয়তি হৃদি ভূমৌ স্নাতুরুচ্চৈঃ প্রিয়ং য-
ত্তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ২ ॥

অঘরিপুরপি যত্নাদত্র দেব্যাঃ প্রসাদ-
প্রসর-কৃতকটাক্ষ-প্রাপ্তিকামঃ প্রকামম্।
অনুসরতি যদুচ্চৈঃ স্নান-সেবানুবন্ধৈ-
স্তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৩ ॥

ব্রজভুবন-সুধাংশোঃ প্রেমভূমির্নিকামং
ব্রজ-মধুর-কিশোরী-মৌলিরত্ন-প্রিয়েব।
পরিচিতমপি নাম্না যচ্চ তেনৈব তস্যা-
স্তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৪ ॥

অপি জন ইহ কশ্চিদ্ যস্য সেবা-প্রসাদৈঃ
প্রণয়-সুরলতা স্যাত্তস্য গোষ্ঠেন্দ্র-সূনোঃ।
সপদি কিল মদীশা-দাস্য-পুষ্প-প্রশস্যা
তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৫ ॥

তট-মধুর-নিকুঞ্জাঃ ক্লপ্ত-নামান উচ্চৈ-
র্নিজ-পরিজনবর্গৈঃ সংবিভজ্যাশ্রিতাস্তৈঃ।
মধুকর-রুত-রম্যা যস্য রাজন্তি কাম্যা-
স্তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৬ ॥

তট-ভুবি বরবেদ্যাং যস্য নর্ম্মাতি-হৃদ্যাং
মধুর-মধুরবার্ত্তাং গোষ্ঠচন্দ্রস্য ভঙ্গ্যা।
প্রথয়তি মিথ ঈশা প্রাণসখ্যালিভিঃ সা
তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৭ ॥

অনুদিনমতি-রঙ্গৈঃ প্রেমমত্তালি-সঙ্ঘৈ-
র্বরসরসিজ-গন্ধৈহারি-বারি-প্রপূর্ণে।
বিহরত ইহ যস্মিন্ দম্পতী তৌ প্রমত্তৌ
তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৮ ॥

অবিকলমতি দেব্যাশ্চারু-কুণ্ডাষ্ঠকং যঃ
পরিপঠতি তদীয়োল্লাসি-দাস্যার্পিতাত্মা।
অচিরমিহ-শরীরে দর্শয়ত্যেব তস্মৈ
মধুরিপুরতিমোদৈঃ শ্লিষ্যমাণাং প্রিয়াং তাম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ বৃষরূপী দৈত্যকে বিনাশ করিলে বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর পরিহাসগর্ভ বাক্যে [অর্থাৎ—তুমি ব্রজরাজনন্দন হইয়া বৃষাসুর বধ করায় তোমার গো-হত্যা-জনিত পাপ হইয়াছে ; রাজকৃত পাপ প্রজাসকলকেও স্পর্শ করে, অতএব আমাদের যে পাপ হইয়াছে তজ্জন্য আমাদিগকেও সর্ব্বতীর্থের জলে অভিষেক দ্বারা শুদ্ধ হইতে হইবে।] নিজের সমস্ত সখীগণের সহস্তানীত জলে পরিপূর্ণ হইয়া যে রাধাকুণ্ড শ্রীনন্দনন্দন-কর্ত্তৃক আমোদপূর্ব্বক এই পৃথিবীতে প্রকটিত হইয়াছেন, সেই অতি রমণীয় সুপ্রসিদ্ধ শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ১ ॥

যে রাধাকুণ্ড, স্নানকারী ব্যক্তির হৃদয়-ক্ষেত্রে চন্দ্রা-রুক্মিণী-সত্যভামা প্রভৃতি মুরনাশন শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের বাঞ্ছাতিশয় দ্বারাও দুষ্প্রাপ্য অতি সুপ্রসিদ্ধ প্রেম-কল্পতরু উৎপাদন করেন, সেই অতি মনোহর শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ২ ॥

অন্যের কথা কি বলিব, স্বয়ং অঘশত্রু শ্রীকৃষ্ণও মানিনী শ্রীরাধার বিস্তৃত প্রসাদ-জনিত কটাক্ষ-লাভের আশায় স্নান-সেবানুবন্ধন-হেতু সযত্নে যে রাধা-কুণ্ডের অনুসরণ করেন, সেই অতি মনোরম শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৩ ॥

ব্রজের মধুর-রসাশ্রিত কিশোরীগণের শিরোমণি-স্বরূপা প্রিয়তমা শ্রীরাধার ন্যায় যাহা ব্রজভুবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রেমভাজন, এবং যাহা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-

কর্ত্তৃকই শ্রীরাধার নামদ্বারা প্রচারিত অর্থাৎ 'শ্রীরাধাকুণ্ড' এই নামে প্রকাশিত, সেই অতি কমনীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৪ ॥

এজগতে বিবেকাদিশূন্য ব্যক্তিও যে রাধাকুণ্ডের সেবানুগ্রহে তৎক্ষণাৎ শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়াস্পদরূপ প্রেম-কল্পলতিকা হইয়া মদীশ্বরী শ্রীরাধার দাস্যরূপ পুষ্প-সমৃদ্ধি-লাভে প্রশংসনীয় হন, সেই অতি রমণীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৫ ॥

শ্রীরাধার নিজ-পরিজনবর্গ অর্থাৎ শ্রীললিতাদি সখীগণ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত উৎকৃষ্ট নাম-বিশিষ্ট, [অর্থাৎ—পূর্ব্বতটে চিত্রা-সুখদ-কুঞ্জ, অগ্নিকোণে ইন্দুলেখা-সুখদ-কুঞ্জ ইত্যাদি নামে বিখ্যাত] এবং সখীগণের বিভাগক্রমে পরিজনবর্গ-কর্ত্তৃক আশ্রিত, ভ্রমর-গুঞ্জনরম্য, সকলের বাঞ্ছনীয়, মধুররসের উদ্দীপক যাহার তটস্থিত নিকুঞ্জ-সমূহ শোভা পাইতেছে, সেই অতি মনোহর শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৬ ॥

যাঁহার তট-প্রদেশস্থ উত্তম বেদিকার উপরিভাগে ঈশ্বরী শ্রীরাধিকাদেবী প্রাণসখীগণের সহিত বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীব্রজরাজ-নন্দনের ক্রীড়া-কৌতুকাদি সম্বন্ধীয় অতি মধুর বার্ত্তাসমূহ পরস্পর বাক্-চাতুর্য্য-সহকারে প্রকাশ করিতেছেন, সেই অতি মনোরম শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৭ ॥

উত্তম কমল-সৌরভযুক্ত মনোহর সলিল-পূর্ণ যে রাধাকুণ্ডে সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগল প্রমত্ত হইয়া প্রেমমত্ত সখীগণের সহিত অতিরঙ্গে প্রত্যহ বিহার করিতেছেন, সেই অতি রমণীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৮ ॥

যিনি শ্রীরাধার নিয়ত-উল্লাসদায়ী দাস্যে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক শ্রীরাধিকার এই মনোহর কুণ্ডাষ্টক নির্ম্মলচিত্তে সর্ব্বতোভাবে পাঠ করেন, মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত হইয়া পরম-হর্ষযুক্তা প্রেয়সী শ্রীরাধাকে সেই সাধকের এই শরীরে অবস্থিতি-কালেই দর্শন লাভ করাইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

উপকুর্ব্বাণ

ব্রহ্মচারী দ্বিবিধ—(১) উপকুর্ব্বাণ ও (২) নৈষ্ঠিক

ব্রহ্মচারী দ্বিবিধ,—'উপকুর্ব্বাণ' ও 'নৈষ্ঠিক'। শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধে, ১৭ অধ্যায়, ১৮ শ্লোক-টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—'উপকুর্ব্বাণো নৈষ্ঠিকশ্চ'।

উপকুর্ব্বাণের পালনীয় ধর্ম্ম

'উপকুর্ব্বাণের' ধর্ম্ম শাস্ত্রে এইরূপ কথিত আছে—শৌক্র-জন্ম-লাভের পর, দ্বিতীয় সাবিত্র-জন্ম। পরে তৃতীয়—দৈক্ষ্য-জন্ম লাভ করিলে জীব ভাগবত হন। গর্ভাধানাদি সংস্কার লাভ করিয়া উপনীত হইবার পর বেদাধ্যয়ন-জন্য আচার্য্য-কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তৎকুলে বাস করিবেন। মেখলা, মৃগচর্ম্ম, দণ্ড, অক্ষমালা, ব্রহ্মসূত্র, কমণ্ডলু, অতৈল নিবন্ধন জটা-ধারণ, অধৌত দন্ত ও অধৌত পরিধেয় ও **'কুশ' ধারণ করিবেন।** রক্তাসনে উপবেশন নিষিদ্ধ। স্নান, ভোজন, হোম এবং জপোচ্চারণ-কালে বাগ্‌যত হইবেন। কক্ষোপস্থগত লোম ও নখ-ছেদন নিষিদ্ধ। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী রেতস্ত্যাগ করিবেন না। অনিচ্ছায় সেইরূপ হইলে জলে অবগাহনপূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবেন; অগ্নি, সূর্য্য, আচার্য্য, গো, বিপ্র, গুরু, বৃদ্ধ ও দেবগণকে শৌচ হইয়া উপাসনা করিবেন এবং সন্ধ্যাদ্বয়ে যতবাক্ হইয়া জপ করিবেন।

শ্রীগুরুদেবের প্রতি উপকুর্ব্বাণের একান্ত করণীয়

আচার্য্যকে অভীষ্টদেব জ্ঞান করিবেন, কখনই অপমান এবং মরণশীল-জ্ঞানে অসূয়া করিবেন না। গুরু সর্ব্বদেবময়। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ভিক্ষিত ও অন্যদ্রব্য তাঁহাকে নিবেদন করিবেন। তাঁহার অনুজ্ঞাত দ্রব্য সংযত হইয়া গ্রহণ করিবেন। আপনাকে নীচের ন্যায় মনে করিয়া আচার্য্যের সর্ব্বদা সেবা-শুশ্রূষা করিবেন। তাঁহার যান, শয্যা, আসন ও স্থানের নাতিদূরে কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকিবেন। এইপ্রকার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া 'উপকুর্ব্বাণ' ব্রহ্মচারী ভোগ-বিবর্জ্জিত হইয়া অখণ্ড ব্রত-ধারণপূর্ব্বক বিদ্যা সমাপন কালাবধি গুরুকুলে বাস করিবেন। পরে আশ্রমান্তর লাভেচ্ছা হইলে লব্ধবিদ্য হইয়া গুরু-দক্ষিণা প্রদান করত গুর্ব্বভিমতিক্রমে স্নান করিবেন অর্থাৎ সমাবর্ত্তন করিবেন।

'নৈষ্ঠিক' ব্রহ্মচারীর লক্ষণ

যাঁহারা 'নৈষ্ঠিক' ব্রহ্মচারী, তাঁহারা 'উপকুর্ব্বাণ' ব্রহ্মচারীর ন্যায় সমাবর্ত্তন করিবেন না। আজীবন ভক্তিযোগ দ্বারা নিষ্কাম শুদ্ধান্তঃকরণে 'বৃহদ্‌ব্রত' ধারণ করিবেন। বৃহদ্‌ব্রত ধারণ করিলে তাঁহাদের কর্ম্মাশয় দগ্ধ হইয়া আত্মা নির্ম্মলতা লাভ করিবে। ব্রহ্মচারী সকাম হইলে উপকুর্ব্বাণ-শ্রেণীস্থ হইবেন। তাঁহাদের সমাবর্ত্তন-বিধানক্রমে গৃহস্থের ধর্ম্মাশ্রয় করিবেন। নিষ্কাম হইলে নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচর্য্য-ক্রমে গুরু-পাদাশ্রয়ে ভগবদ্ভক্তি লাভ করিবেন।

—শ্রীল প্রভুপাদ

(৬) লৌল্য

লৌল্য অর্থাৎ চাঞ্চল্যের প্রকার-ভেদ

'লৌল্য'-শব্দের অর্থ—চাঞ্চল্য, লোভ ও বাসনা। চাঞ্চল্য দুই প্রকার অর্থাৎ চিত্ত-চাঞ্চল্য ও বুদ্ধি-চাঞ্চল্য। ইন্দ্রিয়ানুগত মনোবৃত্তিই চিত্ত। ইন্দ্রিয়ানুগত মন যে-বিষয়ে অভিনিবিষ্ট, তাহাতেই চিত্তে রাগ বা দ্বেষ জন্মে। অতএব চিত্ত-চাঞ্চল্য দুই প্রকার অর্থাৎ রাগানুগত চিত্ত-চাঞ্চল্য ও দ্বেষানুগত চিত্ত-চাঞ্চল্য। শ্রীগীতায়—

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ (গীঃ ২।৬৭)

প্রতিকূল বায়ু জলের উপর নৌকাকে যেরূপ অস্থির করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়-দিগের মধ্যে যে-ইন্দ্রিয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া অযুক্ত-ব্যক্তির মন বিচরণ করে, সেই এক ইন্দ্রিয়ই তাহার প্রজ্ঞাকে হরণ করে।

রাগ-দ্বেষাত্মক চিত্ত-চাঞ্চল্য ভক্তির দ্বারা জিত

আবার বলিয়াছেন,—

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগ-দ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ (গীঃ ৩।৩৪)

ইন্দ্রিয়ার্থে রাগ-দ্বেষ ব্যবস্থিত হয়। সেই রাগ-দ্বেষের বশীভূত হওয়া উচিত নয়; যেহেতু রাগ-দ্বেষই শত্রুদ্বয়। চিত্ত-চাঞ্চল্যরূপ লৌল্যকে নিয়মিত করিতে হইলে মহাদেবী হরিভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ ভক্তিদ্বারা নিয়মন কর্ত্তব্য

ভক্তির আজ্ঞা এই যে, **বিষয়ই যখন চিত্তের চাঞ্চল্যের হেতু** এবং চিত্ত-চাঞ্চল্যই যখন ভক্তি-সাধনের প্রধান বিঘ্ন, তখন ভক্তিসাধন-সময়ে সমস্ত বিষয়কে ভগবৎ-সম্বন্ধী করিয়া বিষয়-রাগকে ভগবদ্রাগ-রূপে পরিণত করিতে হয়। তাহা হইলে সেই রাগকে আশ্রয় করিয়া চিত্ত ভগবদ্ভক্তি-তত্ত্বে স্থির হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত, পদ, পায়ু ইত্যাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়। ইহাদের যত বিষয় আছে, সে-সমুদায়ে ভগবদ্ভাব মিশ্রিত করিলে চিত্ত ভগবানে নিশ্চল হয়; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—ইহারা ইন্দ্রিয়ার্থ বা বিষয়। সেই সকল বিষয়ে ভগবদ্ভাবকে আবির্ভাব করাইয়া তাহাদিগকে ভোগ করিলে ভক্তিরই অনুশীলন হয়। সেই সেই বিষয়ে যে যে অংশে ভগবদ্-ভক্তির প্রতিকূলতা থাকে, তাহাতে দ্বেষকে এবং যাহাতে ভগবদ্ভক্তির অনুকূলতা থাকে,

তাহাতে রাগকে নিয়মিত করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু যত দিন বুদ্ধি-চাঞ্চল্য দূর না হয়, তত দিন কি করিয়া চিত্ত-চাঞ্চল্য-নিবৃত্তি করা যাইবে? অতএব বুদ্ধি-চাঞ্চল্য দূর হইলে বুদ্ধি-বলে চিত্ত তদ্বিষয়গত রাগ-দ্বেষকে নিয়মিত করিতে পারিবে।

বুদ্ধি দ্বিবিধ—(১) ব্যবসায়াত্মিকা, (২) বহুশাখা

মনের সদসদ্বিষয়িণী বৃত্তিকে 'বুদ্ধি' বলে। সেই বুদ্ধি দুই প্রকার অর্থাৎ 'ব্যবসায়াত্মিকা' ও 'বহুশাখা-সমন্বিতা' বুদ্ধি। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি এক প্রকার; বহুশাখা-বুদ্ধি অনন্ত প্রকার। যথা, গীতায়—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন!
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥ (গীঃ ২।৪১)

অব্যবসায়ীদিগের **বহুশাখা-বুদ্ধি** হইতে কাম, স্বর্গ-গমনাভিলাষ ও ভোগৈশ্বর্য্য-গতিদায়ক ক্রিয়া-বিশেষের বাহুল্য এবং চিজ্জগতের অনঙ্গীকার—এই সকল উৎপাতের উদয় হয়। সুতরাং—

ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্তানাং তয়াপহৃত-চেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ (গীঃ ২।৪৪)

ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্ত ব্যক্তিদিগের বহুশাখাময়ী বুদ্ধিদ্বারা তাহাদের চিত্ত অপহৃত থাকে। কাজে-কাজেই তাহাদের এক আত্মতত্ত্বে সমাধির উৎপত্তি হয় না এবং বুদ্ধি নিয়মিত হয় না। সমাধিতে যাঁহাদের বুদ্ধি নিশ্চলা, তাঁহারাই **স্থিতপ্রজ্ঞ ও স্থিতধী।**

স্থিত-প্রজ্ঞ ও স্থিত-ধীর লক্ষণ

তাঁহাদের লক্ষণ এই—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীত-রাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ (গীঃ ২।৫৫-৫৬)

হে পার্থ! মনুষ্য যখন আত্মাতেই আত্মদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া সমস্ত মনোগত কামকে পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি **স্থিতপ্রজ্ঞ**। যখন দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন ও সুখে বিগতস্পৃহ হইয়া রাগ, ভয় ও ক্রোধ-বর্জ্জিত হ'ন, তখন তিনি **স্থিতধী** মুনি হইতে পারেন। এই 'উপদেশামৃতের প্রথম শ্লোকে বাচোবেগ, মনোবেগ ও ক্রোধবেগ সহিবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহাই শ্রীগীতার এই দুই শ্লোকে স্পষ্টীভূত।

প্রাকৃত-বুদ্ধি মনের, অপ্রাকৃত বুদ্ধি আত্মার

এখন জ্ঞাতব্য এই যে,—বুদ্ধি দুই প্রকার অর্থাৎ মনের অনুগত হইয়া যে-বুদ্ধি সদসদ্ বিচার করে তাহা একপ্রকার বুদ্ধি অর্থাৎ **প্রাকৃত-বুদ্ধি** এবং আত্মার অনুগত হইয়া যে বুদ্ধি সদসদ্ বিচার করে, সে-বুদ্ধি অন্য-প্রকার অর্থাৎ **অপ্রাকৃত**। এইজন্য গীতায়—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ॥ (গীঃ ৩।৪২)

জড়-বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়-সকল শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়-সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ; কেন-না মনের চিত্তবৃত্তির বলে ইন্দ্রিয়সকল কর্ম্ম করে। মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। **বুদ্ধি আত্মগত-বৃত্তি, অতএব মনের নিয়ন্তা—প্রভু**; কোন জড়াহঙ্কারের অধীন হইয়া বুদ্ধিও বিকৃতভাবে প্রাকৃতত্ব স্বীকার করে। জীবের কৃষ্ণ-দাসত্বরূপ শুদ্ধাহঙ্কারের অধীন থাকিলে বুদ্ধি সর্ব্বদাই স্বভাবতঃ শুদ্ধ। অতএব ক্ষেত্রজ্ঞ-পুরুষকে 'বোদ্ধা' বলিয়া বেদে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বুদ্ধি যাহার বৃত্তিমাত্র, সেই চিৎকণ জীব বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

চিন্ময় অহঙ্কার, ও চিদ্বলে বলবতী বুদ্ধির পরাক্রম

জীব যখন আপনাকে শুদ্ধ-চিৎকণ বলিয়া জানিতে পারেন, তখন তাঁহার স্বভাবতঃ কৃষ্ণদাস্যাভিমান-রূপ **চিন্ময়-অহঙ্কার** উদিত হয়। সে-সময় বুদ্ধি তাঁহার শুদ্ধবৃত্তি-স্বরূপে অচিৎকে তিরস্কার করিয়া চিদ্বস্তুর প্রতিষ্ঠা করে। সে-সময়ে জীবের কৃষ্ণদাস্য-কাম ব্যতীত অন্য কাম থাকে না এবং তিনি প্রাকৃত-কামকে তুচ্ছ বলিয়া দূর করেন। এই অবস্থায় 'স্থিতপ্রজ্ঞ' ও 'স্থিতধী'—এই দুইটী নামে জীব পরিচিত হন। চিদ্বলে বলবতী হইয়া বুদ্ধি তখন নিশ্চলা হয় এবং মনকে ও চিত্তকে নিয়মিত করিয়া স্ববশে গ্রহণ করে। বুদ্ধির আজ্ঞাক্রমে চিত্ত তখন ইন্দ্রিয়সকলকে নিয়মিত করিয়া স্ববশে আনে; 'ইন্দ্রিয়গণের অর্থে' অর্থাৎ বিষয়-সমূহে কৃষ্ণদাস্যানুকূল ভাবকে ব্যাপ্ত করে। ভক্তিপথে ইহাকেই 'ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ' বলে।

ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের উপায়

শুষ্ক জ্ঞান-বৈরাগ্যমার্গে যে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের ব্যবস্থা আছে, তাহাকে সুন্দররূপে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ হয় না। যথা, শ্রীগীতায়—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ (গীঃ ২।৫৯)

কেবল ভোগ-পরিত্যাগী দেহীর বিষয় নিবৃত্ত হইলেও বিষয়-রস বা বিষয়-বাসনা দূর হয় না। কিন্তু বিষয়-রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদাস্য-রসরূপ চিদ্রস বিষয়ে মিশ্রিত করিলে সেই রস বিষয়-বাসনারূপ ক্ষুদ্র রসকে সমূলে দূর করে। ইহাই প্রকৃত ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে চিন্ময় করিয়া চিত্তের এবং চিত্তকে চিন্ময় করিয়া বুদ্ধির অধীনে রক্ষা করা। এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে বুদ্ধি-চাঞ্চল্য, ও চিত্ত-চাঞ্চল্যরূপ বিষয়-লৌল্য দূর হয়।

কর্ম্ম-যোগ-বৈরাগ্য-জ্ঞান-দানাদি বুদ্ধি-চাঞ্চল্য বিনাশ করিয়া ভক্তি-লাভই কর্ত্তব্য

বুদ্ধির চাঞ্চল্যক্রমে মতি স্থির হয় না। কখন কর্ম্মমার্গে, কখন যোগমার্গে, কখন শুষ্ক-বৈরাগ্য-মার্গে, কখন বা শুষ্ক-জ্ঞানমার্গে চঞ্চলা বুদ্ধি বিচরণ করে। চঞ্চলতা ত্যাগ করাইয়া বুদ্ধিকে ভক্তিতে স্থির করিবার জন্য শ্রীভাগবতে একাদশে কথিত হইয়াছে—

যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞান-বৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দান-ধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি।
ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥ (ভাঃ ১১।২০।৩২-৩৪)

কাম্য, নিত্য ও নৈমিত্তিক-রূপ কর্ম্মদ্বারা যাহা পাওয়া যায়, অষ্টাঙ্গ-যোগ, কৃচ্ছ্রব্রত, প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা যাহা লাভ হয়, ব্রহ্মজ্ঞান ও সংসার-বৈরাগ্য-চেষ্টাদ্বারা যাহার উদয় হয়, কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-যোগদ্বারা যে-ফল নির্দ্দিষ্ট আছে, দান-ধর্ম্ম ও অন্য যতকিছু শুভকর্ম্মদ্বারা যাহা কিছু আশা করা যায়—সে-সমস্তই আমার ভক্ত আমার বিশুদ্ধ-ভক্তিযোগ দ্বারা অতি সহজে লাভ করেন। কর্ম্ম-দ্বারা যে স্বর্গাদি-লাভ এবং জ্ঞান-বৈরাগ্যদ্বারা যে অপবর্গ-প্রাপ্তি এবং কর্ম্ম-মার্গীয় শুষ্কার্চ্চন-ব্রতদ্বারা যে উচ্চ-লোকাদিতে গমন হয়, সে-সমুদায় তত্তৎ উপায়দ্বারা অতি কষ্টে ঘটিয়া থাকে; মদ্ভক্তগণ ইচ্ছা করিলে সেইসকল ফল অতিশয় সুখের সহিত স্বল্পায়াসে প্রাপ্ত হন। কিন্তু যাহারা সাধু, ধীর ও আমার একান্ত ভক্ত, তাঁহারা মদ্দত্ত কৈবল্য অপুনর্ভবও বাঞ্ছা করেন না। আমার সেবা-সুখই তাহারা স্বভাবতঃ ভালবাসেন।

এইসমস্ত বিচার করত ভক্তিসাধক পুরুষ চাঞ্চল্যরূপ লৌল্য পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিতে নিশ্চলা বুদ্ধি লাভ করেন।

লৌল্য অর্থাৎ অশুদ্ধ-বিষয়-লোভ—কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত যম-নিয়ম-আসনাদি দ্বারা নষ্ট হয় না

'লৌল্য'-শব্দের অন্য অর্থ—লোভ। লোভ যদি অন্য বিষয়ে করা যায় তবে, তাহা কৃষ্ণ-বিষয়ে আর কিরূপে কার্য্য করিবে? কৃষ্ণ-দাস্যে লোভকে বহুযত্নে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। বিষয়-ভোগ-লোভকে পূর্ব্বোক্ত উপায়দ্বারা বিদূরিত করিতে হইবে। এইজন্য বলিয়াছেন যে, কাম-লোভহত ব্যক্তিগণ যমাদি যোগ-প্রক্রিয়ায় তত শুদ্ধ হইতে পারেন না, যেরূপ কৃষ্ণসেবা দ্বারা হইতে পারেন। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমে—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাত্মা ন শাম্যতি ॥ (ভাঃ ১।৬।৩৬)

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি— এই অষ্টাঙ্গদ্বারা সুষ্ঠুরূপে যোগ সাধিত হইলেও সাধকের চিত্ত কাম-লোভ দ্বারা সর্ব্বদা হত হওয়ায় শমতা-গুণ লাভ করিতে পারে না; কিন্তু কৃষ্ণসেবা-পদ্ধতি আদরপূর্ব্বক পালন করিলে আত্মা অনতিবিলম্বে সম-ধর্ম্মকে অবলম্বন করেন; কেন-না "শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ" (ভাঃ ১১।১৯।৩৬)।

লৌল্য অর্থাৎ শুদ্ধ-কৃষ্ণসেবা-লোভই মঙ্গলের হেতু

কৃষ্ণ-সেবা, বৈষ্ণব-সেবা ও নামালোচনায় লোভ জন্মিলে আর ইতর-লোভ থাকিতে পারে না। ব্রজবাসীদিগের কৃষ্ণসেবা দেখিয়া তাহাতে যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তির লোভ হয়, তিনি সেই লোভের কৃপায় রাগ-ভক্তিতে অধিকার লাভ করেন। যে পরিমাণে রাগাত্মিকা সেবায় লোভ হয়, সেই পরিমাণে ইতর-লোভ খর্ব্ব হয়। তালরূপ ভোজন, পান, শয়ন, ধূম্র ও আসবাদি-সেবায় লোভ থাকিলে তাহা দ্বারা জীবের ভক্তি সঙ্কুচিত হয়। আসব ও কনক-কামিনীতে লোভ ভক্তির নিতান্ত বিরোধী। যাঁহাদের শুদ্ধভক্তি-লাভের বাসনা থাকে, তাঁহারা অতি যত্নে ঐসকল লোভ পরিত্যাগ করিবেন। পাপ-বস্তুতেই হউক বা পুণ্যময় বিষয়েই হউক, ইতর-লোভ অত্যন্ত হেয়। কেবল কৃষ্ণ-বিষয়ে লোভই সর্ব্বমঙ্গলের হেতু। মহাজনের যেরূপ কৃষ্ণকথায় লোভ হয়, তাহা শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥ (ভাঃ ১।২।১৯)

হে সূত! উত্তম-শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বর্ণন-শ্রবণে আমরা তৃপ্তি লাভ করি না; কেন-না তাহাতে রস লাভ করত আমাদের লোভ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, আমরা তাহা যত শুনি, ততই পদে-পদে আমাদের স্বাদ-বৃদ্ধি হইতেছে। এই কৃষ্ণ-বিষয়ে **লোভের অন্যতম নাম—'আদর'**। এবিষয়ে পরে আমরা বিশেষরূপে বিচার করিব।

লৌল্য অর্থাৎ 'বাসনা,' ইহা (১) ভোগ ও (২) মোক্ষ-ভেদে দ্বিবিধ

লৌল্যের অন্য অর্থ—'বাসনা'। বাসনা দুই প্রকার অর্থাৎ ভোগ-বাসনা ও মোক্ষ-বাসনা। এই দুইপ্রকার বাসনা পরিত্যাগ না করিলে ভক্তি-সাধন হয় না। শ্রীরূপগোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিখিয়াছেন—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১৫)

ভুক্তি ও মুক্তি-স্পৃহা—ইহারা দুইটী পিশাচী। ইহারা যে-পর্য্যন্ত হৃদয়ে থাকে, সে-পর্য্যন্ত ভক্তি-সুখের উদয় হয় না।

(১) ভোগ-বাসনা দ্বিবিধ—ঐহিক ও পারত্রিক

ভোগ বা ভুক্তি দুই প্রকার—ঐহিক ও পারত্রিক। ধন, স্ত্রী, পুত্র, ঐশ্বর্য্য, রাজ্য, জয়, সুখান্ন ভোজন, সুখশয্যায় শয়ন, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য কামিনী-সম্ভোগ, বর্ণাদির সম্মান এবং অন্যান্য প্রকার বিলাস—সমস্তই **ঐহিক ভোগ**। স্বর্গ-গমন ও তথায় অমৃতাদি সেবন এবং অজর অবস্থায় ইন্দ্রিয়-তর্পণ ইত্যাদি—সমস্তই **পারত্রিক ভোগ**। হৃদয়ে ভোগবাঞ্ছা থাকিলে হৃদয় নিঃস্বার্থভাবে কৃষ্ণ-ভজন করিতে পারে না। সুতরাং ভোগবাঞ্ছা সম্পূর্ণরূপে হৃদয় হইতে উৎপাটিত না করিতে পারিলে ভক্তি-সাধনে বিশেষ ব্যাঘাত হয়।

ভক্তি-অনুকূল বিষয়-ভোগের নাম—"সাধক-জীবনোপায়" ও "যুক্তবৈরাগ্য"

ইহাতে একটী কথা এই যে—ঐ সমস্ত বিষয়-ভোগ যদি ভক্তির অনুকূল হয়, তবে গৃহস্থ ব্যক্তি তাহা নিষ্পাপ-ভাবে স্বীকার করিতে পারেন। সে-স্থলে ঐসকল ভোগকে 'ভোগ' বলা যায় না, কিন্তু **'সাধক-জীবনোপায়'** বলিয়া তাহাদিগকে বলা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥

কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ ॥ (ভাঃ ১।২।৯-১০)

ভোগ-সাধক ধর্ম্ম হইতে অর্থ, অর্থ হইতে কাম ও কামের ফল—ঐহিক বা পারত্রিক ইন্দ্রিয়-প্রীতি লাভ হয়। কিন্তু আপবর্গ্যরূপ একান্ত ধর্ম্মে যে অর্থ-লাভ হয় এবং অর্থে যে কাম-প্রাপ্তি হয়, সে-সমস্তই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার অনুকূল হইয়া থাকে; যেহেতু কৃষ্ণ-কাম—ধর্ম্ম ও অর্থের তাৎপর্য্য এবং কৃষ্ণকামই—তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা। এই ধর্ম্মের অন্যতম নাম—**'যুক্ত-বৈরাগ্য'**।

(২) মোক্ষ-বাসনা পঞ্চ প্রকার

মোক্ষ-বাসনাও নিতান্ত পরিত্যাজ্য। মোক্ষ পঞ্চ প্রকার—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য। ভক্তি-সাধকের পক্ষে **সাযুজ্য মুক্তি বড়ই ঘৃণিত**। সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য—ইহারা ভোগবাঞ্ছাশূন্য হইলেও স্পৃহণীয় নয়। জীবাত্মা ভক্তি-বলে জড়মুক্ত হইলেই সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু সে-মুক্তি ভক্তির অবান্তর ফল, অর্থাৎ মুখ্য ফল নয়। মুক্ত-পুরুষ যে বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন, তাহাই সাধন-ভক্তির মুখ্য **ফল**। এস্থলে শ্রীসার্ব্বভৌমের উক্তি বড়ই মধুর। যথা, শ্রীচরিতামৃতে—

'সালোক্যাদি' চারি যদি হয় সেবা-দ্বার।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥
'সাযুজ্য' শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা-ভয়।
'নরক' বাঞ্ছয়ে, তবু সাযুজ্য না লয় ॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত' প্রকার।
ব্রহ্ম-সাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।২৬৭-২৬৯)

তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণেচ্ছায় ভক্তের যে অচিৎ-সম্বন্ধ-ছেদনরূপ মুক্তি হয়, তাহা ভক্ত অনায়াসে লাভ করেন। তজ্জন্য স্পৃহা করিয়া ভক্তি-চেষ্টাকে দূষিত করা উচিত নয়।

বহির্ম্মুখ-লৌল্য বিশেষ যত্নের সহিত ত্যাগ করাই ভক্তি-সাধকের **একান্ত কর্ত্তব্য**।

—**শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ**
(সজ্জনতোষণী—১০ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা)



শ্রীল ঠাকুর নরহরি

নমঃ সেবাবিগ্রহায় 'শ্রীনরহরি'-নামিনে।
সর্ব্বজীব-সুহৃদায় সর্ব্বসদ্‌গুণ-ধারিণে॥
কায়-মনো-বাক্যে বন্দি' ও-রাঙ্গা চরণ।
অহৈতুকী কৃপাশিস্ কর বরিষণ॥
সুপ্রসন্ন হও প্রভো! তব নিজগুণে।
সার্থক করহ 'অদোষ-দরশী'-নামে॥
আমি ত' পতীতা অতি, তুমি ত' পাবন।
প্রভু-ভৃত্যে এ-সম্বন্ধ নিত্য সনাতন॥
কুক্কুর-জনম শ্রেয়ঃ তোমার চরণে।
তুষ্ট-পুষ্ট হই সদা উচ্ছিষ্ট সেবনে॥

শ্রবণ নিয়োগ রহু বাক্য-সুধা-পানে।
নয়ন সার্থক হ'ক্ সেবা দরশনে॥
বদন নিযুক্ত থা'ক্ যশের কীর্ত্তনে।
মস্তক নমিত হউক্ চরণ-বন্দনে॥
মানস নিযুক্ত রহু গুণের চিন্তনে।
চিত্ত রত হউ 'সেবা-বিগ্রহে'র ধ্যানে॥
মহাভাগবত তুমি, ভকত-প্রধান।
তোমার স্মরণে হয় বিঘ্ন অন্তর্দ্ধান॥
ক্ষম ক্ষম ক্ষম দেব! সর্ব্ব অপরাধ।
ছুটুক্ আমার যত ভকতির বাধ॥
মো-হেন পাপাত্মা নাহি পাবে ত্রিভুবনে।
হেন অপরাধ নাহি না ক'রেছি মনে॥
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে পারে ভাগবতগণে।
এই ত' ভরসা মোর একমাত্র প্রাণে॥
চরণ-সরোজ-সেবা মাত্র করি' দান।
এঅধমে নিজগুণে কর পরিত্রাণ॥

—শ্রীসরোজবাসিনী দেবী
সাং বানারিপাড়া (বরিশাল)

ভক্তিকথা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮৪ পৃষ্ঠার পর)

অল্প-মেধাবী ব্যক্তিগণই অনিত্য ফল-লাভের আশায় অন্য দেবতার আরাধনা করে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, একমাত্র ভগবানের আরাধনা করিলেই যদি সমস্ত কার্য্যই সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সকল ব্যক্তিই সেই পথ অবলম্বন করে না কেন? দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট এই প্রকার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"মহারাজ! যাহাদের অল্প পুণ্য সঞ্চয় আছে, তাহাদের নাম-ব্রহ্মে, বৈষ্ণবে, গোবিন্দে এবং মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হয় না।" শ্রীভগবদ্গীতায়ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই কথাই স্বয়ং সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ (গীঃ ৭।২৮)

পাপাবিষ্ট অসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণের বিদ্বৎপ্রতীতি জন্মায় না। যাঁহারা স্ব-স্ব ধর্ম্ম-সম্মত জীবন স্বীকার করত প্রভূত পুণ্যকর্ম্মদ্বারা পাপসমূহ দূরীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই আদৌ কর্ম্ম-যোগ স্বীকার, পরে জ্ঞান-যোগ ও পরিশেষে ধ্যান-যোগ দ্বারা সমাধিক্রমে ভগবানের চিৎ-তত্ত্ব উপলব্ধি করেন। সেইপ্রকার পুণ্যবান্ ব্যক্তিই ভগবানের নিত্য-স্বরূপ শ্যামসুন্দর দ্বিভুজ মুরলীধর রূপ বিদ্বৎ-প্রতীতিতে দেখিতে পা'ন।—

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্।
কন্দর্পকোটি-কমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ (ব্রহ্মস. হিতা ৫।৩০)

পাপের দ্বারা অবিদ্যারূপ ঘোর অন্ধকার বিস্তার-লাভ করে, আর পুণ্যদ্বারা জ্ঞানরূপ আলোকের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই পুণ্যদ্বারা যে-জ্ঞান সঞ্চয় হয়, তাহাই বিদ্বৎ-প্রতীতি। নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি, জীব-হিংসাদি ব্যাপার সাধন করিয়া যাহারা কেবলই পাপকর্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাদের বিদ্বৎ-প্রতীতি লাভ করা একান্ত দুরূহ ব্যাপার। পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা বা সাধুসঙ্গ-প্রভাবে বিদ্বৎ-প্রতীতি উদিত হইলেই, দ্বৈতাদ্বৈত রূপ দ্বন্দ্ব-মোহ হইতে নির্ম্মুক্ত ব্যক্তি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া দৃঢ়ব্রত হইয়া তাঁহাকেই ভজন করেন। কেবলমাত্র পুণ্যকর্ম্ম দ্বারাই ভগবদ্দর্শন হয় না। পুণ্যকর্ম্ম সম্যক্ সাধিত হইলেই সত্ত্বগুণ উত্থিত হয় এবং তদ্দ্বারা তমো গুণাদি মোহ ধ্বংস হইয়া যায়। রজস্তমো গুণ ধ্বংস হইলেই বিদ্বৎ-প্রতীতি প্রকাশ পায়।

এস্থলে বিবেচনা করা উচিত যে, কলিকালে পুণ্যকর্ম্ম করিবার যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি যে পদ্ধতি, তাহা সাধন করিবার সামর্থ্য সাধারণ ব্যক্তির আছে কি না? ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, সেই সকল ব্যয়-বাহুল্য কার্য্য কলিহত জীবের আদৌ সম্ভবপর নহে। তজ্জন্যই কলিযুগপাবনাবতারী মহাবদান্য শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু এই মন্ত্র প্রচার করিয়াছেন—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"

কলিকালে একমাত্র শ্রীহরিনামেরই শ্রবণ কীর্ত্তন-স্মরণ দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। এ বিষয়ে বহু শাস্ত্রে বহু প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কলিকালে

একমাত্র নামযজ্ঞ-সাধনেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। 'হরের্নাম' বা শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় নামেরই শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা সমস্ত অভদ্ররাশি নষ্ট হইয়া যায়।—

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষীণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।" (ভাঃ ১২।১২।৫৫)

সুতরাং আমাদের দ্বন্দ্ব-মোহরূপ অভদ্রাদির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে সেই শ্যামসুন্দর মুরলীধর ভগবদ্বিগ্রহকে বা তদভিন্ন নিত্য, পূর্ণ, শুদ্ধ, মুক্ত শ্রীভগবন্নামকে সর্ব্বদাই স্মরণ-পথে রাখিতে হইবে। সেই কথাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিস্তৃতভাবে গীতায় ব্যক্ত করিলেন। যথা—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ॥ (গীঃ ৮।৬-৭)

মৃত্যু-সময়ে যিনি যেভাব পোষণ করিয়া উপস্থিত শরীর ত্যাগ করেন, পরজন্মে তিনি সেই সেই ভাবগত শরীর প্রাপ্ত হন। উপস্থিত পঞ্চভূতাত্মক জড়-শরীর নষ্ট হইলে, মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-গঠিত যে সুপ্তাবস্থার সূক্ষ্ম-শরীর আছে, তাহা মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়। যেরূপ বায়ু-প্রবাহ হইতে স্থল-বিশেষের ভাব প্রবাহিত হয়, সেই প্রকার মৃত্যুকালের মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-সম্বলিত ভাব পরজন্মে জড়-শরীরে প্রকটিত হয়। কোন উত্তম সুগন্ধি ফুল-ফল-শোভিত উদ্যান-বাটীকা হইতে প্রবাহিত বায়ু যেমন সুগন্ধই বহন করিয়া লইয়া যায় এবং কোন দুর্গন্ধময় স্থান হইতে প্রবাহিত বায়ু যেরূপ দুর্গন্ধময় হইয়াই প্রবাহিত হয়, সেইপ্রকার জীবিত-কালের মন-প্রবাহ আচার-ব্যবহারে আবিষ্টচিত্ত হইয়া মৃত্যুকালে ভাবরূপে উদিত হয় এবং সেই ভাব সূক্ষ্মশরীর দ্বারা প্রবাহিত হইয়াই পরজন্মে স্থূল-শরীরে প্রকাশিত হয়। ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে—"Face is the index of the mind." মনের ভাব শরীরে প্রকাশ পায় এবং মনেই পূর্ব্বজন্মের সংস্কার গঠিত হয়। অতএব মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারই পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্মের সামঞ্জস্য বিধান করে। দিবাভাগে আমরা যে-যে কার্য্যে ব্যস্ত থাকি, সেই সেই কার্য্য মনের উপর প্রভাবিত হইয়া রাত্রে স্বপ্নাবস্থায় বহুপ্রকার ভাব প্রকাশ করে। এই প্রকারে আমৃত্যু আমরা যে-যে ভাবে জীবনযাপন করি, তাহাই মৃত্যুকালে ভাবরূপে মনে উদিত হয় এবং তাহাই পরজন্ম গঠন করে। সুতরাং বর্ত্তমান শরীরের স্থিতিকালেই আমরা

ভগবানের অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য এবং শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি-রূপ চিৎ-তত্ত্বের আলোচনা করিলে, মৃত্যুকালে তদ্রূপ ভাবেরই প্রকাশ স্বাভাবিক। এইরূপ চিদালোচনা দ্বারা ভগবদ্ভাব প্রকটিত হইলে পরজন্মেই আমরা ভগবদ্ধাম লাভ করিতে পারি। অতএব, সেইপ্রকার ভাবের উদয় করাই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেইজন্য সাধারণ জীবের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন —'তুমি যুদ্ধও কর' এবং 'আমাকে স্মরণও কর'। ইহারই নাম—কর্ম্মযোগ। তজ্জন্য ভগবদ্ভক্তগণ তাঁহাদের শরীরযাত্রা নির্ব্বাহাদি সমস্ত কর্ম্মে, এমন কি, যুদ্ধ-বিগ্রহাদির মধ্যেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই স্মরণ-পথে রাখিয়া চলেন। তাঁহাদের দেহ-রথের সারথি স্বয়ং ভগবান্—পার্থ-সারথি। এইপ্রকার ভগবদর্পিত দেহ, গেহ, মন সমস্তই ভগবদিচ্ছায় চালিত হইয়া পরিশেষে সেই ভক্তগণ এই জড়শরীর ও সূক্ষ্মশরীর পরিত্যাগ করত ভগবদ্ধামেই উপনীত হন।

বস্তুতঃ উপরিউক্ত ভগবন্নামের নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদিই বিশুদ্ধ ভক্তি-যোগের লক্ষণ। পূর্ব্বে যে কর্ম্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা ও ধ্যানমিশ্রা ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, সেই সেই কার্য্যে দেশ-কাল-পাত্র হিসাবে বহু প্রকার অসুবিধার কথা আছে। বিশেষতঃ, শুদ্ধভক্তি-পর্য্যায়ে অবস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবানের সম্যক্ দর্শন লাভ ঘটে না। যে-শুদ্ধভক্তি লাভ হইলে "ভক্ত্যা মামভিজানাতি" ইত্যাদি বিচারের সার্থকতা হয়, তাহার প্রথম অবস্থা এইরূপ—

অনন্যচেতঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ (গীঃ ৮।১৫)

শুদ্ধভক্তির প্রথম লক্ষণ—অনন্যচিত্ত। ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ বা ব্যাপারই যাঁহার চিত্তে স্থান পায় না, তাঁহাকেই অনন্যচেতা শুদ্ধভক্ত বুঝিতে হইবে। এই শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে অন্যান্য মহাজনগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহারও কিছু দিগ্‌দর্শন করা যাইতেছে। গৌড়ীয়-আচার্য্যসম্রাট্ শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু শুদ্ধভক্তির বৈশিষ্ট্য এইভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।১।৯)

আমাদের অন্যাভিলাষ থাকার জন্যই আমরা অন্যান্য দেবদেবীর আরাধনা করি। রোগ-শোকাদির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আর্ত্তাদি মিশ্রভক্তগণ যে সূর্য্যাদি দেবতার উপাসনা করেন, তাহার কারণ এই যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের

ভগবত্তা সম্বন্ধে তাঁহাদের সন্দেহ। ভগবদ্বিভূতি-স্বরূপ সূর্য্যাদি দেবগণ আমাদের রোগাদির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দিতে পারেন, আর শ্রীকৃষ্ণ পারেন না—এই-প্রকার দুর্ব্বুদ্ধিই 'অন্যাভিলাষ'। এইপ্রকার সন্দেহ-বাদ অপসারিত হইলেই শুদ্ধভক্তির গৃহে প্রবেশ-লাভ হয়। কর্ম্ম-জ্ঞানাদি যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাতেও ভুক্তি ও মুক্তির অভিলাষ থাকে। সুতরাং সেইসমস্ত বিষয় হইতে সম্পূর্ণ অনাবৃত অবস্থায় যে অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন সম্ভব হয়, তাহাই 'উত্তমা-ভক্তি'। দেবর্ষি শ্রীনারদও বলিয়াছেন—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥ (নারদ-পঞ্চরাত্র)

শরীর ও মন-সম্বন্ধে আমাদের যে বিবিধ পরিচয় আছে, তাহা সমস্তই উপাধি। 'স্বরূপে'র সেইসমস্ত উপাধি নাই। স্বরূপের একমাত্র পরিচয়—ভগবানের দাস ও অংশবিশেষ। অতএব উপাধিশূন্য হইলেই 'তৎ'পরত্ব লাভ হয়। এবং 'তৎ'পরত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেই মায়ামুক্তি নির্ম্মলতা লাভ করে। সেইপ্রকার নির্ম্মল ইন্দ্রিয়দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশের সেবার নামই—শুদ্ধভক্তি। ইহাই শুদ্ধভক্তির পরিচয়।

'অনন্যচেতা' ও 'নিত্যযুক্ত'—এই শব্দ দুইটী এক-তাৎপর্য্যপর। ভগবদ্-বিষয়ে অনন্যচেতা না হইলে নিত্যযুক্ত হওয়া যায় না। ভগবানেই নিত্যযুক্ত থাকিলে কর্ম্ম-জ্ঞান, অন্যান্য দেবারাধনা, স্বর্গাপবর্গাদি ফলপ্রাপ্তি-বাঞ্ছা সমস্তই তিরোহিত হইয়া অনন্যচেতা হওয়া যায়। 'সতত' শব্দে বুঝিতে হইবে—দেশ, কাল, পাত্র, শুদ্ধ, অশুদ্ধাদি অবস্থার অপেক্ষা না করিয়া। সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের সকল ব্যক্তিই—স্ত্রী-পুরুষ, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি, এমন কি চণ্ডালদিগের সকলেই অন্যান্য জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-চেষ্টা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া অনন্যচিত্তে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে পারেন। 'নিত্য' শব্দে প্রতিদিনই। সর্ব্বক্ষণই যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকটই ভগবান্ সুলভ। ব্রহ্মসংহিতায় এরূপ বলা হইয়াছে, যথা—

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ।
বেদেষু দুর্ল্লভমদুর্ল্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ (ব্রঃ সং ৫।৩৩)

বেদেরও অগম্য, কিন্তু শুদ্ধ আত্মভক্তিরই লভ্য সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি। তিনি সমস্ত বেদাদি শাস্ত্রদ্বারা অদুর্লভ হইলেও নিজভক্তগণের নিকট সর্ব্বদাই সুলভ।

সকল প্রকার ধর্ম্ম-যাজন করিতে বা কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি সাধন করিতে গিয়া আমাদিগকে যে পরিশ্রম, অর্থব্যয় এবং পুণ্য-পাপাদি সঞ্চয় করিতে হয়, একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিলেই সেই সমস্ত ক্লেশল কার্য্য হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই বিশ্ববাসী সকলের পক্ষে সুলভে প্রাপ্তি ঘটায়। তিনি আনন্দময় লীলাপুরুষোত্তম এবং তাঁহার ভজনে একমাত্র 'অনন্য-ভক্তিই' প্রয়োজন; অন্য কোন প্রকার আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে কোনপ্রকার হিংসাবৃত্তি নাই। কেবলমাত্র জঘন্য-বৃত্তি-পরায়ণ ব্যক্তিগণই শ্রীকৃষ্ণ-ভজন বা শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তকে হিংসা করিয়া থাকে। কৃষ্ণভজনে সুখ, কৃষ্ণ-লাভে সুখ এবং কৃষ্ণভক্তই সুখী।

কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগী বা সাধারণ রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক এবং অপরাপর সকলেই যাঁহারা এই দুঃখময় জগৎকে সুখময় করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের ভালভাবেই বুঝা আবশ্যক যে, এই জগৎ অত্যন্ত দুঃখময় এবং অনিত্য। এই জগতে থাকিবার জন্য আমরা যতই পাকা বন্দোবস্ত করি না কেন, শেষ পর্য্যন্ত এস্থান হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য। যতদিন এখানে থাকা যায়, ততদিনই কেবল 'দুঃখে'র সহিত বুঝাপড়া করিতে হয়। জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া এইভাবে আমাদের 'যাওয়া-আসা' চলিতেছে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ এই জগতে যে কেবল সুখে বাস করেন তাহা নহে পরন্তু যে-জগতে তাঁহারা গমন করেন তাহাও নিত্য আনন্দময়। ভগবদ্-ভজনশীল ব্যক্তিগণ ভগবদ্ধামেই গমন করেন। "যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্।" (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত
সভাপতি, সহঃ সম্পাদক-সঙ্ঘ

শ্রীধাম-মায়াপুর-বন্দনা

অপ্রাকৃত শ্রীমায়াপুর—দেশ বা সীমার অতীত

শ্রীধাম মায়াপুর নিত্য-ধাম। নিত্যধাম বলিলে অনিত্যতার প্রতিযোগী বুঝায়; শুধু তাহাই নহে, দেশ, কাল ও পাত্রগত কুণ্ঠা-ধর্ম্মের অতীত বুঝিতে

হইবে। সুতরাং শ্রীধাম মায়াপুরকে ষোল-ক্রোশের অন্তর্বর্তী দেশ বলিলে আমরা যে প্রাকৃত ধারণা করি, তাহা নিত্যধামের সেবা-চিন্তার অনুকূল নহে। সকল মহাজনগণই অনর্থযুক্ত জীবগণের হিত-কামনায় নবদ্বীপধাম-পরিক্রমার ষোলক্রোশ ব্যবধান স্থির করিয়া শ্রীধামের ভৌগোলিক পরিস্থিতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা শ্রীধামের দেশ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, বুঝিতে হইবে। বৈকুণ্ঠ-বস্তু নির্ব্বিশেষ ধারণার অতীত। তাহাতে যাবতীয় কুণ্ঠা-রহিত ব্যবধান ও দেশ-কাল পরিলক্ষিত হয়। স্বল্পবিজ্ঞ ব্যক্তিগণের চিন্তাস্রোতে ব্রহ্মের যে বৈকুণ্ঠ-ধর্ম্ম দেখা যায়, তাহার পারম্য দৃষ্টিতে আমরা দ্বিভুজ-মুরলীধর কৃষ্ণচন্দ্রকে ব্রহ্মের পরম তত্ত্ব বা 'পরব্রহ্ম' বলিয়া লক্ষ্য করিতে পারি। ইহাই বৈকুণ্ঠগত সবিশেষ তত্ত্ব। ষোলক্রোশ কোন দেশ নহে বা কোন দেশের পরিমাণ নহে—ইহা বৈকুণ্ঠ-দেশ। স্বল্পজ্ঞানী নির্ব্বিশেষবাদীর নিকট ইহার পরিচয় নাই। জ্ঞান প্রসারিত হইলে বিজ্ঞান-প্রজ্ঞান-প্রভাবে ভক্তি-বিলোচনে ষোল-ক্রোশান্তর্গত বৈকুণ্ঠ শ্রীমায়াপুর দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীধাম মায়াপুরের চিন্ময় মৃদাধারের প্রত্যেক ধূলিকণাই বৈকুণ্ঠ এবং তাহা যাবতীয় ব্রহ্মাণ্ডসমূহের সমষ্টি হইতেও অনন্ত-গুণে শ্রেষ্ঠ এবং বৃহৎ। **সুতরাং, আমরা সেই অপ্রাকৃত শ্রীধাম-মায়াপুরের বন্দনা করি।**

বৈকুণ্ঠ শ্রীমায়াপুর—কালাতীত

কালক্ষোভ্য দৃষ্টিতে ৪৬৫ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীধামের আবিষ্কার বলিয়া স্বল্পজ্ঞানী ব্যক্তির মিথ্যা ধারণা। যে স্থলে কোন কালের ব্যবধান নাই, সে-স্থলে কোন বর্ষের উল্লেখ ভ্রান্তিমূলক। কাল বলিলে প্রধানতঃ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই তিনটীকেই লক্ষ্য করা হয়। বৈয়াকরণিকগণ এই কালত্রয়কেই কেন্দ্র করিয়া আরও বহু কালের সৃষ্টি করিয়াছেন। সৌভাগ্যের বিষয়, এই কালগুলির কোনটীই শ্রীধাম মায়াপুরের অবস্থিতি-কাল নিরূপণে সমর্থ নহে। কলি আমাদের মস্তিষ্ক এরূপভাবে আক্রমণ করিয়াছে যে, আমরা অপ্রাকৃত ধামের চিন্তা করিতে গিয়াও কালান্তর্গত বিচার গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারি না। ইহাই মায়ার বৈভব, যাহার দ্বারা মায়া-পার বা 'মায়াপুর' মাপিয়া লইতে পারা যায় না। মায়াপুরের অপর গুণগত নাম—'ব্রহ্মপুর'। উপনিষদে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অপৌরুষেয় বেদ যাহা কীর্ত্তন করেন, তাহাতে দেশ-কালের বিচার সম্পূর্ণ অসঙ্গত। **সুতরাং, আমরা সেই কালাতীত ব্রহ্মপুর শ্রীমায়াপুরের বন্দনা করি।**

অপ্রাকৃত ধামে কেবল 'বর্ত্তমান'-কালের অবস্থিতি

বড়ই দুঃখের বিষয়, অনেকেই শ্রীধাম-মায়াপুরের নিত্যত্ব অপ্রাকৃতত্ব, ধাম-শ্রেষ্ঠত্ব বাচনিক অঙ্গীকার করিয়াও মানসিক অঙ্গীকার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। তাঁহাদের এই কুণ্ঠার মূল—দেশ ও কালগত বৈষম্য। তাঁহারা বিবেচনা করেন, শ্রীগৌর-কৃষ্ণ অভিন্ন হইলেও শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণের অবতার। ইহা বৈকুণ্ঠগত তত্ত্ব-বিচারে বড়ই অশোভন। ভজন-রাজ্যের সুষ্ঠুতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা এইরূপ বিচারে উপনীত হইতেছি যে, কৃষ্ণই গৌরাবতার অথবা গৌরই কৃষ্ণাবতার—এইরূপ স্থির-নির্দ্দেশ বৈকুণ্ঠ-বিচার নহে। কালগত জগতে অবস্থিত হইয়া ঐরূপ নির্দ্দেশ করিতে গেলে কালাতীত তত্ত্বের সুষ্ঠু প্রকাশ সম্ভবপর নহে। বৈকুণ্ঠ-জগতে নিত্য 'বর্ত্তমান'-কাল পরিলক্ষিত হয়। 'বর্ত্তমান' হইতেই ভূত ও ভবিষ্যতের উৎপত্তি—ইহা বৌদ্ধ, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি দার্শনিকগণ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং, 'বর্ত্তমান' তাঁহাদের চক্ষে 'মিথ্যা' বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আর দুর্দ্দৈবের বিষয় কি হইতে পারে? তজ্জন্যই তাঁহাদিগকে নাস্তিক-শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। যে-স্থলে নিত্য 'বর্ত্তমান,' তাহার আদি-অন্ত কোথায়? অগ্র-পশ্চাৎ কি করিয়া ধরা হইবে? তাহাতে কালের ময়লা প্রবেশের সুযোগ কোথায়? সুতরাং শ্রীধাম-বৃন্দাবন, শ্রীধাম-মায়াপুর নিত্যকাল বৈকুণ্ঠ-ধর্ম্মে বৈকুণ্ঠ-সাম্যে অবস্থিত। ইহাতে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কালধর্ম্ম আনয়ন করিলে ধামাপরাধ হইবে। **সুতরাং, আমরা বিশেষ অবধানের সহিত সেই নিত্য 'বর্ত্তমান' অভিন্ন-ব্রজমণ্ডল শ্রীধাম-মায়াপুরের বন্দনা করি।**

তর্কই তর্কের বিনাশক

আমাদের ন্যায় অনর্থযুক্ত বদ্ধ-ধারণা লইয়া যাঁহারা পারমার্থিক চিন্তাস্রোতের মধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে দুই একটী কথা নিবেদন করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর। কালগত-বিচারে তিনি ৪৬৫ বৎসর পূর্ব্বে ঐ ক্ষুদ্র পল্লীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে ঐ স্থানটীকে কি-প্রকারে গৌর-ধাম বলিয়া মানিতে পারা যায়? এইরূপ তর্কক্ষেত্রে আমরা তার্কিকগণের সন্তোষ-বিধানার্থ তর্কের খাতিরে যুক্তি অবলম্বন করিলে দোষ কি? যদিও শাস্ত্রকারগণ বলেন, "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ"—তর্কের কোন প্রকার প্রতিষ্ঠা নাই। তর্ক ও যুক্তি এক নহে, তথাপি তর্কই তর্ককে হীন-প্রতিষ্ঠ, হীনবীর্য্য করিয়া থাকে। অতএব

উহার দ্বারাই তার্কিকের তর্ক-স্পৃহা প্রধ্বংস হইবে। **সুতরাং, আমরা সেই তর্কাতীত শ্রীমায়াপুরের বন্দনা করি।**

শ্রীধাম-মায়াপুরের নিত্যত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বপক্ষ

কালগত-বিচারে কৃষ্ণলীলার কাল—আনুমানিক সার্দ্ধপঞ্চ-সহস্র (৫৫০০) অতীতাব্দ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার কাল—মাত্র ৪৬৫ বৎসর। এস্থলে বিচার্য্য এই, কৃষ্ণলীলার সময়ে অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্থলী শ্রীমায়াপুরের কিরূপ প্রকাশ ছিল? শ্রীধাম-মায়াপুরের অপর নাম 'অন্তর্দ্বীপ'—ইহা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ সর্ব্বত্রই বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা মনে করি, নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ অন্তর্ব্বর্ত্তীস্থানে অবস্থিত বলিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে 'অন্তর্দ্বীপ' নাম হইয়াছে। ইহা একপক্ষে সত্য হইলেও, প্রকৃত-প্রস্তাবে এই শ্রীধাম-মায়াপুরকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেও 'অন্তর্দ্বীপ' বলা হইত। কেন যে শ্রীধাম-মায়াপুরের পূর্ব্বনাম অন্তর্দ্বীপ ছিল এবং এই 'অন্তর্দ্বীপ' নাম কৃষ্ণলীলার সময়েও প্রকাশিত ছিল, তাহার ঐতিহ্য আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি,—

প্রথমতঃ—অন্তর্দ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস

আনুমানিক সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যখন মথুরামণ্ডলে ভৌম-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তখন তিনি যমুনা-পুলিনে সখাগণ-পরিবৃত হইয়া সখ্য-রসের লীলা-বিলাসে প্রমত্ত ছিলেন। সেই সময়ে অহংগ্রহোপাসক কংসানুচর অঘাসুর লীলা-বিলাসের ব্যাঘাত উৎপন্ন করিতে গেলে শ্রীকৃষ্ণ সেই পাপাসুর অঘাসুরের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন। তৎপরবর্ত্তী কালে ক্রীড়া-কৌতুকরত গোপ-বালকগণ বনভোজনে মত্ত হইলে জগদ্‌গুরু ব্রহ্মা লোক-শিক্ষার জন্য তথা হইতে গো-বৎসসকল হরণ করিয়া কোন পর্ব্বত-গুহায় লুক্কায়িত রাখেন। গোপ-বালকগণ তজ্জন্য ব্যস্ত হইলে অন্তর্যামী কৃষ্ণ তাহাদের সন্তোষার্থে গো-বৎসসকলের অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করেন। ইতোমধ্যে আদিগুরু ব্রহ্মা অলক্ষিতভাবে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব প্রকাশ-উদ্দেশ্যে গোপ-বালকগণকেও তথা হইতে হরণ করিয়া লন। কৃষ্ণ অদ্বৈতবাদিগণের মোহ নিরসনার্থ অর্থাৎ তিনিই যে স্বয়ং উপনিষদ্-বেদ্য পুরুষ, তাহা জানাইবার জন্য তিনি স্বয়ং গো-বৎস ও গোপ-বালকরূপে ব্যক্ত হইলেন। "একোঽহং বহুঃ স্যাম্" এই উপনিষদ্ বা বেদান্তের ভাষ্যরূপে তিনি এইরূপ লীলা গ্রহণ করিলেন। চারি বেদের আবিষ্কারক চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা কিয়ৎকাল পরে যমুনা-পুলিনে অনুসন্ধিৎসু হইয়া

সমাগত হইলে পূর্ব্বের ন্যায় গো-বৎস ও গোপ-বালকগণকে সেই সেই মূর্ত্তিতে দর্শন করিয়া মুগ্ধ, চমৎকৃত ও আশ্চর্য্যান্বিত হন। তখন তিনি অন্তঃস্থ হইয়া বেদ-বেদ্য ও উপনিষদ্-প্রকাশিত পরতত্ত্বের লীলা-বিলাসের কথা অবগত হইয়া স্বকৃত অন্যায় উপলব্ধি করিলেন। কৃষ্ণলীলার অথবা পরতত্ত্বের বা পরব্রহ্মের লীলার ব্যাঘাত-কারক যে-কোন ক্রিয়া, স্তব-স্তুতি বা সিদ্ধান্ত অপরাধজনক। বৈদিকগুরু ব্রহ্মা ইহা জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য অনুমান সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুরে আর্ত্তি-হৃদয়ে অবস্থান করিতেছিলেন। **তজ্জন্যই এই মায়াপুরের পূর্ব্ব-নাম—'আর্ত্তিপুর' বা 'আতোপুর'।** আজও প্রাচীনগণের মুখে আতোপুরের নাম ও ইতিহাস শ্রুত হওয়া যায়। তৎকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দর ব্রহ্মার আর্ত্তি পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা তাঁহার অন্তরের ভাব শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে নিবেদন করেন। তিনি জানান্—আমি কৃষ্ণলীলার ব্যাঘাত উৎপন্ন করায় নিজেকে অপরাধী মনে করিতেছি। এই অপরাধ ক্ষালনের নিমিত্ত আমি অত্যন্ত ঘৃণিত অবরকুলে হরিদাসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার সেবায় নিযুক্ত থাকিব। শ্রীগৌরসুন্দর 'তথাস্তু' বলিয়া ব্রহ্মাকে আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন। ব্রহ্মা এইরূপ অন্তরের অন্তঃপুর হইতে এই ইচ্ছা শ্রীগৌরপাদপদ্মে নিবেদন করায়, এই আতোপুর বা শ্রীমায়াপুরের অন্য নাম—'অন্তঃপুর' বা 'অন্তর্দ্বীপ'। তদবধি আজও শ্রীমায়াপুরে 'দ্বীপের মাঠ' অর্থাৎ অন্তর্দ্বীপের মাঠ ও বাহির-দ্বীপের মাঠ প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রচলিত রহিয়াছে। অতএব শ্রীধাম মায়াপুরে গৌরসুন্দরের আবির্ভাবের বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্ব হইতেই এই পল্লীর নাম—'অন্তর্দ্বীপ' বা 'আতোপুর'। **সুতরাং, আমরা সেই ব্রহ্মার অন্তর-গত অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরের বন্দনা করি।**

দ্বিতীয়তঃ—আতোপুরের ভৌগোলিক অবস্থিতি

আতোপুর একটী বিরাট্ পল্লী। ইহার অন্তর্গত বহু পল্লী ছিল। তন্মধ্যে শ্রীধাম-মায়াপুর, মায়ামারী ও সুবর্ণবিহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাচীনকালে **সুবর্ণবিহার** অন্তর্দ্বীপের অন্তর্গত ছিল। তখন সরস্বতী, যাহার বর্ত্তমান নাম জলাঙ্গী নদী সুবর্ণবিহারের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্ দিয়া প্রবাহিতা ছিলেন। জলাঙ্গীর অবৈধ প্রবাহে বর্ত্তমানে সুবর্ণবিহার আতোপুর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। জলাঙ্গীর খাদ আজও গৌরজন্মভিটার পাদদেশে বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যায়। উহা বর্ত্তমানে 'আবড় বিল' নামে কথিত। উক্ত জলাঙ্গী নদী ক্রমশঃ আরও

দক্ষিণে প্রবাহিতা হইতেছিল। উহার চিহ্ন আজও বর্ত্তমান। তাহাকে 'মল্লার জোল' বলা হয়। ইহা হইতে আরও দক্ষিণে অপসারিত হইয়া বর্ত্তমান জলাঙ্গীর স্রোত প্রবাহমান রহিয়াছে। ইহাই সুবর্ণবিহারকে জলাঙ্গীর দক্ষিণ-তটে নিক্ষেপ করিয়া 'মায়ামারী'কে উত্তর-তটে অবস্থিত রাখিয়াছে। সীমন্ত-দ্বীপের অন্তর্গত শরডাঙ্গা হইতে, এমন কি, শ্রীমায়াপুর হইতেও আতোপুরের অন্তর্গত সুবর্ণবিহার ও মায়ামারী দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে দৃষ্ট হয়। **সুতরাং, আমরা সেই আতোপুর শ্রীধাম-মায়াপুরের বন্দনা করি।**

তৃতীয়তঃ—মায়ামারী-গ্রামের প্রাচীন ইতিহাস

মায়ামারী গ্রামও শ্রীধাম-মায়াপুরের প্রাচীনতা জ্ঞাপন করে। মায়ামারী গ্রাম শ্রীধাম-মায়াপুর ও সুবর্ণবিহারের মধ্যস্থলে অবস্থিত। প্রাচীন ঐতিহ্য এই যে, দ্বাপর-যুগান্তে কৃষ্ণাবতার শ্রীবলদেব এইস্থানে মায়াসুরকে বধ করিয়াছিলেন। তদবধি এই গ্রামের নাম—**'মায়ামারী'**।

সন্দিনী শক্তিমৎ-তত্ত্ব শ্রীবলদেবই শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণ-প্রকাশক বলিয়া প্রকাশ-শক্তি এবং যাবতীয় জীব-হৃদয়ের মায়া বিনাশ করিয়া কৃষ্ণ-তত্ত্বের আবির্ভাব করাইয়া থাকেন। শ্রীবলদেব-কর্ত্তৃক এই মায়াসুর নিহিত হওয়ায় মায়াপার অর্থাৎ মহামায়াতীত যোগ-মায়াপুর প্রকাশিত হইয়া পড়ে। 'শ্রী'-শক্তিই যোগমায়া-শক্তি বা যোগ-শক্তি। তাই অন্তর্দ্বীপের অন্য নাম—'শ্রী'-মায়াপুর বা 'যোগ-মায়াপুর'। **সুতরাং, আমরা সেই মায়াতীত যোগ-মায়াপুর শ্রীমায়াপুরের বন্দনা করি।**

চতুর্থতঃ—শাস্ত্রের 'মায়া'-তীর্থই শ্রীমায়াপুর

বহু পুরাণে বহু তীর্থের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে সপ্ততীর্থই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাহারা মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকে। বিষ্ণুপাদপদ্ম-লাভই মোক্ষ। তদ্ব্যতীত নির্ব্বিশেষ নির্ব্বাণ-মোক্ষ বন্ধনেরই নামান্তর। সুতরাং তাহাকে প্রকৃত মোক্ষ বলা হয় না। সেই প্রধান তীর্থসমূহই বিষ্ণুতীর্থ। বিষ্ণুতীর্থে নির্ব্বিশেষ মোক্ষের প্রসঙ্গই উত্থাপিত হয় নাই। তন্মধ্যে **'মায়া'** একটী প্রধান তীর্থ। শাস্ত্রে দেখিতে পাই—

"অযোধ্যা মথুরা **মায়া** কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতে মোক্ষদায়িকাঃ॥"

কেহ কেহ উক্ত শ্লোকে উল্লিখিত মায়া-তীর্থকে হরিদ্বার মনে করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে হরিদ্বারের দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে গঙ্গার অপর পারে মায়াপুর নামে একটী

স্থান কল্পিত হইয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে এই মায়াপুরে তীর্থ-সংঘটক কোন ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় না। হরিদ্বারকে শৈবগণ হরদ্বার মনে করিয়া এই স্থানকে শৈব-তীর্থে পরিণত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বদরি-ক্ষেত্রে নারায়ণই উপাস্য দেবতা। তাহারই পাদদেশে অর্থাৎ হিমালয়ের পাদদেশে হরদ্বার বা হরিদ্বার অবস্থিত। শৈবগণ হরদ্বারের মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য তৎস্থানের অদূরে মায়াপুর কল্পনা করিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে গৌরসুন্দরের আবির্ভাব-ভূমিই—মায়া-তীর্থ। বহু-কালাবধি এই স্থানের নাম—মায়াপুর। উক্ত শ্লোকে যে মায়াতীর্থ উল্লিখিত হইয়াছে, উহা যে সাক্ষাৎ যোগমায়াপুর শ্রীধাম-নবদ্বীপের অন্তর্গত অন্তর্দ্বীপ শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীমায়াপুর, তাহা অন্যান্য যামল-তন্ত্র-পুরাণ-বচন ॰ হইতেও জানিতে পারা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের উল্লেখ-প্রসঙ্গে **"মায়ায়াং** চ ভবিষ্যামি" **"মায়াপুরে** দ্বিজালয়ে" **"মায়াপুরে** নবদ্বীপে" প্রভৃতি শাস্ত্র-বাক্যে শ্রীধাম-মায়াপুরকেই সপ্ততীর্থের অন্যতম বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই সুষ্ঠুরূপে উল্লেখ দেখা যায়। **সুতরাং, আমরা সেই সপ্ততীর্থের অন্যতম গৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুরের বন্দনা করি।**

"শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ"-পুরুষই শ্রীগৌরসুন্দর

শ্রীগৌর-ভগবান্ শ্রুতির "শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ" বাক্যের উদ্দিষ্ট পুরুষ। অন্যান্য শ্রুতিও **"মহান্ প্রভুর্বৈ** পুরুষঃ"* বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্তব করিয়াছেন। শক্তি-শক্তিমান্-অভেদ-পুরুষই মহাপ্রভু। যে-বিগ্রহে পরতত্ত্ব শক্তিমৎতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, সেই বিগ্রহেই যাবতীয় শক্তিস্বরূপা শ্রীমতী রাধারাণী। সুতরাং একই বিগ্রহে শক্তি ও শক্তিমান্‌রূপে শ্রীগৌর-বিগ্রহ। পরতত্ত্ব গৌরসুন্দর আধেয়রূপে

॰ অথবাহং ধরাধামে ভূত্বা মদ্ভক্তরূপধৃক্।
মায়ায়াং চ ভবিষ্যামি কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাগমে॥ (ব্রহ্মযামল)
জম্বুদ্বীপে কলৌ ঘোরে **মায়াপুরে** দ্বিজালয়ে।
জনিত্বা পার্ষদৈঃ সার্দ্ধং কীর্ত্তনং প্রকটিষ্যতি॥ (কপিল-তন্ত্র)
অহং পূর্ণো ভবিষ্যামি যুগসন্ধৌ বিশেষতঃ।
মায়াপুরে নবদ্বীপে পরমৈকং শচীসুতঃ॥ (গরুড়পুরাণ)

***মহান্ প্রভুর্বৈ** পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষঃ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥ (ছান্দোগ্য ৩।২)

[সেই পুরুষই **মহাপ্রভু**; তিনিই বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্ত্তক। তাঁহার কৃপায়ই সুনির্ম্মলা শান্তিপ্রাপ্তি ঘটে। তিনিই নিয়ন্তা ও অব্যয়।]

অধিষ্ঠিত হইলেও আধারভূত নিত্যধামে অবস্থিত। আধার ও আধেয়-মধ্যে দেশ-কালগত জড়ীয় ভেদ না থাকায় তত্ত্বের আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে তদ্ধামের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। **সুতরাং, আমরা সেই অপ্রাকৃত আধেয়-স্বরূপ শ্রীধাম-মায়াপুরের বন্দনা করি।**

পঞ্চমতঃ—নিত্য-ধামের আবির্ভাব

বৈকুণ্ঠ-ধাম বৈকুণ্ঠাধিপতির ইচ্ছানুসারে যে-কোন মুহূর্ত্তে, যে-কোন ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আত্ম-প্রকাশ করিতে পারেন। বেদ-উপনিষদ্ যে বস্তুকে "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তাঁহার অণুত্ব ও মহত্ত্ব উভয়ই সমপর্য্যায়ে অবস্থিত। অর্থাৎ তাঁহার অণুত্ব বিভুত্বের পূর্ণতাজ্ঞাপক এবং বিভুত্বও অণুত্বের সদ্ধর্ম্ম-প্রকাশক। সুতরাং বৈকুণ্ঠগত দেশ-কাল অথবা ১৬ ক্রোশ বা ৮৪ ক্রোশ ব্যবধান অথবা ৪৬৫ বৎসরের অবস্থিতি বা তদধিক সহস্র সহস্র বর্ষের অতীত ব্যাপারসমূহ একই ধারণায় চিন্তিত। ভগবান্ অবতীর্ণ হন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ধাম ও পরিকরবর্গ সকলেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ইহা কালান্তর্গত দৃষ্ট হইলেও কালক্ষোভ্য ব্যাপার নহে। নিত্য সনাতন বস্তুরই এইপ্রকার আবির্ভাব সম্ভব। **সুতরাং, আমরা সেই নিত্যাবির্ভূত শ্রীধাম-মায়াপুরের বন্দনা করি।**

আত্মনিবেদন

শ্রীপত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যায় নববিধা ভক্তির অন্যতম আত্ম-নিবেদনাখ্য ভক্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া আত্ম-শোধনের প্রয়াস পাইব। আত্ম-শব্দে সাধারণতঃ কেহ কেহ দেহ, প্রাণ, মন, জীবাত্মা ও স্ব প্রভৃতিকে বুঝিয়া থাকেন। আত্ম-শব্দে আমরা যাহা কিছু বুঝিয়া থাকি, তৎসমুদায় শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করাকেই আত্ম-নিবেদন বলা হয়।

কৃষ্ণায়ার্পিতদেহস্য নির্ম্মমস্যানহঙ্কৃতেঃ।
মনসস্তৎস্বরূপত্বং স্মৃতমাত্মনিবেদনম্ ॥ (হরিভক্তি-কল্পলতিকা ১২।১)

শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় অথবা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছায় যিনি নিজ দেহ উৎসর্গ করিতে পারেন এবং যিনি কৃষ্ণেতর বিষয়ে মমতা ও অহঙ্কার-শূন্য, সেই তদ্গত-চিত্ত-জনের মনে যে ভগবৎসুখ-তাৎপর্য্যে আত্ম-সুখ-চেষ্টা-রাহিত্য, তাহাই 'আত্মনিবেদন' বলিয়া কথিত হয়। নববিধা ভক্তির প্রত্যেকটীই ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ হইলেও

কীর্ত্তন ও আত্মনিবেদন ব্যতীত অন্য কোনটী দ্বারা ভগবৎ-সেবা সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যদিও শাস্ত্রে বলিয়াছেন—"নাম-সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়", তথাপি বিশেষরূপে বিচার করিলে বুঝা যায়, দীক্ষাকালে শ্রীগুরুচরণে আত্মসমর্পণ না করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিলে তদ্দ্বারা বিশেষ কিছু সুবিধা হয় না। যেহেতু, সর্ব্ববিধা ভক্তি-মধ্যে আত্মনিবেদনরূপা ভক্তি অন্তর্নিহিতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।—

"দীক্ষাকালে শিষ্য করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে গুরু তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥"

পতিতপাবন পরম-দয়াল শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন-শ্রীগুরুদেব যখন শিষ্যকে দিব্যজ্ঞান লাভের অধিকার দেন, তখন শিষ্য 'আমার' বলিতে কিছু না রাখিয়া সমস্তই শ্রীগুরু-চরণে অর্পণ করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেবও সমর্পিতাত্মা শিষ্যকে আত্মসম করিয়া লন অর্থাৎ স্বয়ং যেরূপ আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত ও পরমাত্ম বস্তুকে নিত্যকাল হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ, শিষ্যকেও তদ্রূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও পরমাত্ম বস্তুকে নিত্যকাল হৃদয়ে ধারণ করিবার অধিকারী করিয়া থাকেন; তখন শ্রীগুরুচরণ হইতে লব্ধদীক্ষ শিষ্য বলিতে থাকেন—

সর্ব্বস্ব তোমার　　চরণে সপিয়া,
প'ড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত' ঠাকুর,　　তোমার কুকুর,
বলিয়া জানহ মোরে॥ (শরণাগতি)

শরণাগত-পালক অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির শরণ না লইলে প্রেমভক্তি-লাভ করা সুদূর-পরাহত। এই শরণাগতি ছয় প্রকার, ইহার মধ্যে আত্মনিবেদন একটী। আত্মনিবেদনাত্মক শরণাগতি লাভ করিতে পারিলে, প্রেমভক্তি-লাভের প্রবেশ-দ্বারে উপস্থিত হওয়া যায়। শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর বলিয়া গিয়াছেন—যাঁহার ভগবানে একনিষ্ঠা ভক্তি নাই তিনি যতই চারিবেদ ষড়্দর্শনাদি অধ্যয়ন করুন্ না কেন, তাহা অন্ধের নিকট দর্পণবৎ বৃথা হইয়া যায়। তদ্রূপ মনুষ্যগণ শ্রীগুরু-চরণে আত্মনিবেদন না করিয়া শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ যতই যাজন করুন না কেন, তাহা 'স্থূলতুষাবঘাতীর' ন্যায় পণ্ডশ্রম মাত্র হইয়া যায়। সর্ব্ববেদান্তশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৩।২১—২৮) আলোচনা করিলে জানা যায়—

শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুত-কর্ম্মণঃ।
জন্ম-কর্ম্ম-গুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিল-চেষ্টিতম্॥
ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎ **পরস্মৈ নিবেদনম্**॥

অলৌকিক লীলাপরায়ণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, কর্ম্ম, গুণসমূহের **শ্রবণ, কীর্ত্তন**, ধ্যান, তদর্থে অখিলচেষ্টা, ইষ্ট, দান, তপ, জপ এবং নিজপ্রিয় সাত্ত্বিক বস্তু সদাচার, স্ত্রী, গৃহ, পুত্র ও প্রাণ—এইসকল আপন প্রিয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিলেই প্রেমভক্তি-লাভের অনুকূল হয়, নতুবা ভক্তির অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। সেইজন্য বলি মহারাজ সর্ব্বস্ব বিষ্ণুকে দান করিয়া, নিত্য কালের জন্য কৃষ্ণসেবা লাভ করিয়াছিলেন। অতএব কলিকালে যদি অনন্যা-ভক্তি আচরণ করিতে হয়, তাহা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সহযোগেই করিতে হইবে। সুতরাং শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ আত্ম-নিবেদনপর হইয়া কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সহযোগে কৃত হইলে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, নচেৎ প্রেমভক্তি-লাভ সুদূর-পরাহত।

—**শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী**
সাং কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব

বিগত ১লা পৌষ, ১৭ই ডিসেম্বর, সোমবার—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্তর্গত চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে জগদ্‌গুরু **শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চদশ-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব** যথাযথ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিবস মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনান্তে গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, "বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর," "জয়রে জয়রে জয়, পরমহংস মহাশয়," "গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া," "গুরুদেবে ব্রজবনে," "এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি," "যে আনিল প্রেমধন"—প্রভৃতি স্তব-স্তোত্র, প্রার্থনামূলক বিরহসূচক মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়। পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অসমোর্দ্ধ করুণার কথা আলোচনামুখে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন।

দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিক বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। আরাত্রিকান্তে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে দর্শক ও ভক্তমণ্ডলীকে চতুর্ব্বিধ রস-সমন্বিত বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় বিরহোৎসব উপলক্ষে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীল প্রভুপাদ চন্দনলিপ্ত পুষ্পমাল্য-ভূষিত সুবৃহৎ অর্চ্চালেখ্য-মূর্ত্তিতে সভাস্থলে সুসজ্জিত সুউচ্চ আসনোপরি বিরাজিত হইয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী ও দর্শকবৃন্দকে কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দান করিতে থাকেন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনান্তে পঞ্চতত্ত্বের কৃপা প্রার্থনা করিয়া "সুজনার্ব্বুদরাধিত-পাদযুগম্" স্তোত্র, "দুষ্ট মন! তুমি কিসের বৈষ্ণব" "শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ," "যে আনিল প্রেমধন" প্রভৃতি শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয় ও মনোহভীষ্ট গীতিসকল কীর্ত্তিত হইবার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরম পূজনীয় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব** মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে সুগায়ক শ্রীপাদ আনন্দগোপাল দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বিরহ-তিথি উপলক্ষে লিখিত তাঁহার স্বরচিত **"বিরহীর অশ্রু-বন্দনা"** নামক কবিতাটী (৪৩০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত) সভাস্থলে পাঠ করেন। পরে শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিতাবলী বক্তৃতামুখে আলোচনা করেন। অতঃপর শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রকাশক শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী এবং কার্য্যাধ্যক্ষ ও সহঃ সম্পাদক শ্রীপাদ রাধানাথ দাসাধিকারী মহোদয় কর্ত্তৃক পর পর বক্তৃতা প্রদত্ত হয়।

সর্ব্বশেষে পূজ্যপাদ সভাপতি স্বামিজী-মহারাজ উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের জগদ্গুরুত্ব ও তাঁহার প্রচার-বৈশিষ্ট্য বর্ণনমুখে জীবমঙ্গলকর বহু উপদেশ-সম্বলিত বক্তৃতা প্রদান করেন। উহা— **"সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতার সারমর্ম্ম"** শীর্ষক পৃথক্ প্রবন্ধাকারে ৪২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। অতঃপর মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হইলে পূজনীয় স্বামিজী-মহারাজের রচিত **"শ্রীল প্রভুপাদের আরতি"**-গীতি কীর্ত্তনমুখে তাঁহার অর্চ্চালেখ্য মূর্ত্তির আরাত্রিক সম্পন্ন হয়। অতঃপর মূল-মন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হইলে, ছায়াচিত্রযোগে ধ্রুব-চরিত্র প্রদর্শিত হয়। পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারীজী গুরুতত্ত্ব ব্যাখ্যামুখে ধ্রুব-চরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। অদ্যকার অনুষ্ঠান-সভায় চুঁচুড়া-সহরস্থ বহু উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারী ও ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

বলা বাহুল্য, সমিতির নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও অন্যান্য শাখামঠ-সমূহেও উক্ত বিরহ-তিথি যথারীতি উদ্‌যাপিত ও পালিত হইয়াছে। স্থানাভাব-বশতঃ উহার বিবরণ এস্থলে প্রকাশিত হইল না।

—প্রকাশক

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের পঞ্চদশ-বার্ষিক তিরোভাব-তিথিতে

"বিরহীর অশ্রু-বন্দনা"

প্রভুপাদ ! আমার উপাস্য-দেব তুমি।
তোমার বিরহে যাঁ'রা, বর্ষে চির অশ্রু-ধারা,
সেই 'অশ্রু' বন্দি আজ আমি ॥

প্রভুপাদ ! কে শুনিবে এ কাহিনী-লোর।
দিনগুলি ধূলি-সম, যায় উড়ি' সদা মম,
মরণ ডাকিছে ঘন ঘোর ॥

প্রভুপাদ ! তুমি নিত্য ভাগবত-ভানু।
তুমি কৃষ্ণলীলা-কাম, তুমি কৃষ্ণপ্রেম-ধাম
অভিন্ন সে নিত্যানন্দ-তনু ॥

প্রভুপাদ ! কবে মুক্ত হ'ব এ সংসারে।
ধন-জন-কবিতার দূর করি' দুঃখ-ভার,
একান্তে ভজিব ভাব-ভরে ॥

প্রভুপাদ ! এই মাত্র সদা মনে আশা।
তব পদে রহু রতি, যা'তে মিলে ব্রজপতি,
যে-প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা ॥

প্রভুপাদ ! কবে তব সেবকে সেবিব।
সব দুঃখ পরিহরি', ভক্তিমঠে বাস করি',
অবশেষ প্রসাদ পাইব ॥

প্রভুপাদ ! সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর।
বিতরিল যেই প্রেম, লভি যেন সেই প্রেম,
সিদ্ধদেহ ধরি' নিরন্তর ॥

প্রভুপাদ ! বন্দি পুনঃ চরণ তোমার।
নন্দনন্দন-নন্দী, তাই তোমায় সদা বন্দি,
বন্দী জনের নাহি কিছু আর ॥

—শ্রীআনন্দগোপাল দাসাধিকারী
আনন্দপুর (মেদিনীপুর)

শ্রীশ্রীব্যাসপূজার আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)
৩রা মাঘ, ১৩৫৮ সাল।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং **সরস্বতীং ব্যাসং** ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ৩রা ফাল্গুন, ১৩৫৮, ইং ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২, শনিবার—ব্যাসাভিন্ন জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে** শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরিউক্ত মঠে আগামী **১লা ফাল্গুন, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার হইতে ৩রা ফাল্গুন, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার পর্য্যন্ত** দিবসত্রয় **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত **পূজাপঞ্চক** অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, শ্রীব্রহ্মাদি আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদিপঞ্চক, শ্রীগুরুপঞ্চক ও **তত্ত্বপঞ্চকের পূজা** ও হোম প্রভৃতি বিরাট্ ভাবে অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ মনোহরসাহী কীর্ত্তন, ভাগবত **পাঠ, বক্তৃতা,** স্তবপাঠ, শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-সংশন ও **অঞ্জলি-প্রদানাদি** এই মহোৎসবের প্রধান অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীশ্রীপূজাপঞ্চকাদি, শুক্রবার অপরাহ্ণে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা। শনিবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান, অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতার সারমর্ম্ম

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-বাসরে সভাপতি স্বামিজী-মহারাজ বক্তৃতামুখে বলেন—অদ্য শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথি। বিরহ-তিথিতে তাঁহার স্মরণই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। গুরুবর্গ আমাদিগকে জানাইয়াছেন—"**কীর্ত্তন-প্রভাবে** স্মরণ হইবে, সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব।" সুতরাং, কীর্ত্তন ব্যতীত যে স্মরণ, তাহা কখনই ফলপ্রসূ হয় না। আবার স্মরণ ব্যতীতও কীর্ত্তন হয় না। বৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে কৃত্রিম স্মরণ-পন্থীর বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কিন্তু শাস্ত্রে কীর্ত্তন-সহযোগে স্মরণের ব্যবস্থাই প্রদত্ত হইয়াছে। কীর্ত্তন ব্যতীত কোন ভক্ত্যঙ্গ-যাজনই সুষ্ঠু হয় না—"যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেনৈব।" শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ স্মরণ-প্রভাবে ভগবান্‌কে লাভ করিয়াছেন। "শ্রবণং কীর্ত্তনম্" (ভাঃ ৭।৫।২৩) শ্লোকে দেখা যায়, তিনি কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণেরই প্রাধান্য দিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদও তাঁহার আজীবন আচার-প্রচার দ্বারা ইহাই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি কখনও নির্জ্জন-ভজনের প্রশ্রয় দেন নাই। 'নির্জ্জন ভজন' অর্থে—দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভজন। হরিকথা প্রচারই—প্রকৃত নির্জ্জন ভজন। হরিকথার বক্তা, শ্রোতা সকলেই সাধু। ভগবৎ-কথার শ্রোতা, অনুপঠনকারী, ধ্যানকারী, আদরকারী, অনুমোদক—সকলেই উহার অনুশীলন দ্বারা সদ্য-সদ্য পবিত্রতা লাভ করেন। সুতরাং হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনেই প্রকৃত ভগবদ্ভজন সম্ভব।

তিনি আরও বলেন—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-বর্ণিত "বৃন্দাবনীয়াং রসকেলি-বার্ত্তাম্" (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১), ইহা শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিজশক্তি সঞ্চার দ্বারা শ্রীল রূপ-গোস্বামীর হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। **শ্রীভগবানের লীলা-মাধুরী—বাণীরূপা।** শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিভূতিযোগে বর্ণিত হইয়াছে—"কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাম্" (গীঃ ১০।৩৪)। ব্রাহ্মাণ্ড-পুরাণ বলিয়াছেন—কণ্ঠ, ওষ্ঠ, দন্ত ইত্যাদি দ্বারা যে শব্দ-সামান্য উচ্চারিত হয়, শ্রীনাম ও ভগবদ্বাণী তাহার অতীত বস্তু। উঁহারা প্রাকৃত দেশ-কালের অন্তর্গত নহেন। শ্রীনাম ও নামী যেরূপ অভিন্ন, শ্রীভগবান্ ও তাঁহার বাণীও তদ্রূপ অভিন্ন। উহারা পূর্ণ-চেতনময় শব্দব্রহ্ম। তাই "হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে, শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।" স্বয়ং ভগবান্ শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষরূপে জগতে প্রকটিত থাকেন। তাঁহার বাণীই আমাদের একমাত্র সম্বল। কর্ম্মমার্গে লিপ্ত থাকিলে সেই বাণীর তাৎপর্য্য উপলব্ধির বিঘ্ন

হয় না। তাই নিখিল শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২০।৯) বলেন—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।" যতদিন কর্ম্মমার্গে আমরা বিচরণ করিব, ভক্তিমার্গে শ্রীভগবানের কথায় আমাদের শ্রদ্ধার উদ্রেক হইবে না। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবদ্ভক্ত কখনও কর্ম্মাচরণ করেন না বা তাঁহার কর্ম্মানুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নাই। কেবল খাওয়া-পরার জন্যই আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার আবশ্যকতা নাই। মূর্খ ব্যক্তিগণই হরিভজনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন না। এইজন্যই আমাদের বাস্তব শান্তি-লাভে এত বিঘ্ন।

স্বামিজী-মহারাজ বক্তৃতামুখে আরও জানান্—পূর্ব্বপূর্ব্ব বক্তৃমহোদয়গণ যে মহাপুরুষের অতিমর্ত্ত্য পূত চরিতাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন, তিনিই জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ। তিনি "সত্ত্ব এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ" (ভাঃ ১১।২৬।২৬) বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিয়া ধর্ম্ম-জগতে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন। এই মহাপুরুষ স্বয়ং বাণীরূপা **'সরস্বতী'**। তিনি জগতের লোকের প্রাকৃত রুচির অনুকূলে 'সায়' না দিয়া—রোগীকে মিষ্টকথা বলিয়া তাহার দূষিত ক্ষতে হাত না বুলাইয়া direct Operation করিয়াছেন। এই তেজস্বী আচার্য্য-কেশরী সত্যের নির্ভীক প্রচারক ছিলেন। অসত্যের প্রতি তিনি চিরদিনই Non-Co-operation করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া শ্রীল ঠাকুরেরই প্রকৃত স্বরূপ জগতের নিকট সুষ্ঠুভাবে জানাইয়াছেন। বিভিন্ন গ্রন্থাদি ও প্রবন্ধমালায় শ্রীল ঠাকুরের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের লিখন-প্রণালীর আপাত তারতম্য লক্ষ্য করা গেলেও উহা একই-তাৎপর্য্যপর। তিনি উহা দ্বারাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোহভীষ্ট প্রচার করিয়াছেন।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরও বলেন—শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকটকালীন আশীর্ব্বচনে জানাইয়াছেন, "Love and Rupture"—(ভালবাসা ও বিরোধ) উভয়ই এক-তাৎপর্য্যপর।" জগতের লোক হরিভজন করিতেছে না দেখিয়া উহা কখনই পরিত্যাগ করিতে হইবে না। ভগবৎ-সেবা সর্ব্বকালে সর্ব্বসময়েই করিতে হইবে। মায়ার হাত হইতে আমাদিগকে নিস্তার পাইতেই হইবে। বর্ত্তমানকালে ভগবৎ-সেবা বা হরিভজনের নাম শুনিলে আমরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়ি। কোনও পুত্র যদি সুমতিক্রমে সুকৃতিপ্রভাবে ভগবদ্ভজনে রুচিবিশিষ্ট হয়, অমনি পিতা-মাতা তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া যান।—তাহাকে নানারূপ হৃদয়-বিদারক ও প্রলোভন-বাক্য শুনাইয়া গৃহে ফিরাইয়া লইবার জন্য

বদ্ধপরিকর হন। ধর্ম্মালোচনার অভাবেই নিতান্ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আমরা এইরূপ দুর্দ্দশায় উপনীত হইয়াছি। প্রাচীনকালে ঋষিযুগে সুকুমার-মতি বালকগণের সংযত হইয়া গুরুগৃহে অবস্থান করত ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন ও শাস্ত্রাদি আলোচনা করার ব্যবস্থা ছিল। শাস্ত্রাধ্যয়নাদি সমাপ্ত হইবার পর কেহ সকাম হইলে গুরু-দক্ষিণা প্রদানান্তে সমাবর্ত্তন করিতেন, আবার কেহ ভগবদ্ভজনে রুচিবিশিষ্ট হইয়া আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক গুরুগৃহেই বাস করিতেন। বর্ত্তমানকালে ভারতের কোন কোন স্থানে ঐরূপ আশ্রম বা গুরুকুল থাকিলেও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালনের অভাবে আমরা তাহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছি না। ইহা আমাদের বিশেষ দুর্ভাগ্যের পরিচয় ও অধঃপতনেরই লক্ষণ। নিজেরা সেশ্বর-নৈতিক ও ধার্ম্মিক হইয়া পুত্রগণকে ধর্ম্মজীবন যাপনে উৎসাহ-প্রদান করাই পিতামাতার কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারাই দৈব-বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপিত হইবে ও ভারত লুপ্তগৌরব অর্জ্জনে সক্ষম হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে শাস্ত্রীয় বাণীই আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। বলি মহারাজ ভগবদ্বাণী নির্ব্বিচারে পালন করিয়া নিত্যকাল ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম-সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। ভগবদ্বাণীর আচার-প্রচার করিলে আমরাও শ্রীবলি মহারাজের আনুগত্যে শ্রীভগবানে প্রপত্তি লাভ করিতে পারিব। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নিরপেক্ষ ও আচার-পরায়ণ হইয়া আমাদিগকে জগতে অকৈতব কৃষ্ণকথা প্রচার করিতে হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি—

—প্রকাশক-কর্ত্তৃক সংগৃহীত

---

৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও শ্রীউর্জ্জব্রত

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩২৯ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীকাশীধাম-দর্শন ও পরিক্রমা

১৯শে অক্টোবর, ১লা কার্ত্তিক, শুক্রবার— যাত্রিগণ অতি প্রত্যূষেই প্রাতঃ-ক্রিয়াদি সমাপন করিয়া কাশী-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ৯নং আপ ডুন্ এক্সপ্রেস গয়া ষ্টেশনে পৌঁছিলে, রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের পূর্ব্ব ব্যবস্থানুসারে আমাদের রিজার্ভড্ বগী উহার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। গয়া হইতে সকাল ৬-২ মিনিটে যাত্রা করিয়া বেলা ১০-৪৩ মিনিটের সময় আমরা কাশী

ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। কাশীতে শান্টিং লাইন (Shunting line) না থাকায় ডুন্ এক্স্প্রেস আমাদের রিজার্ভড্ বগী বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে লইয়া গিয়া কাটিয়া রাখে। সমিতির কয়েকজন সেবকের উপর ঐ গাড়ী তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। এদিকে যাত্রিগণের বিশ্রাম ও প্রসাদাদির বন্দোবস্তের জন্য অগ্রদূতগণ কর্ত্তৃক কাশী ষ্টেশনের সংলগ্ন একটী অপূর্ব্ব উদ্যান নির্দ্দিষ্ট হয়। গঙ্গাস্নানাদি সমাপন করিয়া প্রসাদ সেবান্তে যাত্রিগণ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন।

বৈকাল ৩টার সময় নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা-যোগে আমরা **শ্রীবেণী-মাধব, শ্রীবিশ্বনাথ, শ্রীঅন্নপূর্ণা,** জ্ঞানবাপী, **দশাশ্বমেধ ঘাট, মণি-কর্ণিকার ঘাট** প্রভৃতি দর্শন করিয়া সন্ধ্যার সময় বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট্ ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নিয়ামক-মহারাজ অদ্য স্বয়ং পরিক্রমায় উপস্থিত থাকিয়া সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। তাঁহার আনুগত্যে যাত্রিগণ স্থানমাহাত্ম্য-শ্রবণমুখে অদ্য সকল স্থানই সুষ্ঠুভাবে দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন। রাত্রে প্রসাদ সেবান্তে আমরা ষ্টেশনের বিশ্রামাগারে ও সংরক্ষিত গাড়ীতে বিশ্রাম গ্রহণ করিলাম।

শ্রীসনাতন-শিক্ষাস্থলী শ্রীবারাণসী

সপ্ততীর্থের অন্যতম কাশী অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। দাক্ষিণাত্যে যেরূপ বিষ্ণুকাঞ্চী ও শিবকাঞ্চী, তদ্রূপ শ্রীবিষ্ণুকাশী ও শ্রীশিবকাশী—এই উভয় কাশী লইয়াই শ্রীকাশীধাম। ইহা 'বরণা' ও 'অসি'-নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান বলিয়া ইহার অপর নাম—শ্রীবারাণসী। 'বরণা' নদীর দক্ষিণে বিষ্ণুকাশী ও 'অসি' নদীর উত্তরে শিবকাশী অবস্থিত। এই সম্মিলিত তীর্থদ্বয়ের পূর্ব্বে উত্তরবাহিনী গঙ্গা প্রবাহিতা। শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দর ভক্ত-ভগবানের যুগ্মক্ষেত্র কাশী-তীর্থকে তীর্থীভূত করিয়া শ্রীসনাতন-শিক্ষাক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছেন। কাশীধামে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে বটবৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেন, উহা তাঁহার নামানুসারে 'শ্রীচৈতন্যবট' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। হিন্দুস্থানী লোকেরা ইহাকে কেহ কেহ 'যতন বট' বলিয়া থাকেন। বিগত ১৯৪৬ সালে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কাশীধামে মাসাধিক-কালব্যাপী উর্জ্জব্রত-পালনের ব্যবস্থা করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ জনসাধারণকে এই বারের ন্যায় ঐসকল স্থানসমূহ দর্শনের সুযোগ-দান করিয়াছিলেন।

শ্রীপ্রয়াগ-তীর্থ দর্শন ও পরিক্রমা

২০শে অক্টোবর, ২রা কার্ত্তিক, শনিবার—অতি প্রত্যূষে প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিয়া আমরা বেনারস ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট ষ্টেশন হইতে সকাল ৬-১৫ মিনিটে '১৫৫ নং আপ' মোগলসরাই-লক্ষ্ণৌ-প্যাসেঞ্জারে যাত্রা করিয়া জঙ্ঘাই জংসনে পৌঁছি। তথায় 2AJ DNএর সহিত আমাদের রিজার্ভড্ বগী সংযুক্ত করিয়া দিলে বেলা ১০-৫০ মিনিটে আমরা প্রয়াগ ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। পূর্ব্বব্যবস্থানুযায়ী আমাদের রিজার্ভড্ বগী এলাহাবাদ ষ্টেশনে চলিয়া গেল। সমিতির পক্ষ হইতে এলাহাবাদ-নিবাসী সপুত্র ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত রাখাল চন্দ্র বসাক মহোদয় প্রয়াগ ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া পুষ্প ও পুষ্পমাল্যাদিসহ পরিক্রমা-সঙ্ঘকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জানান্। তাঁহার চেষ্টায় যাত্রিগণের অবস্থানের নিমিত্ত ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটি ধর্ম্মশালার ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘের সভাপতি মাননীয় শ্রীপাদ অভয়চরণারবিন্দ ভক্তি-বেদান্ত মহোদয়ও পরে ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইয়া, নিয়ামক মহারাজের শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট-প্রচারে অদম্য উৎসাহ ও মিশন পরিচালন-ব্যাপারে অত্যদ্ভুত ক্ষমতা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। পরিক্রমা-সঙ্ঘের প্রাথমিক-চিকিৎসার জন্য তাঁহার নিজ কারখানায় প্রস্তুত কতকগুলি মূল্যবান্ ঔষধাদিও তিনি প্রদান করেন।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় নগরসঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-যোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিজয়-বিগ্রহের অনুগমনে যাত্রিগণ প্রথমে জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত **শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ** দর্শন করেন। পরে তাঁহারা গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সম্মিলন-স্থান—**ত্রিবেণী-সঙ্গমের** চিন্ময় বারি স্পর্শ করিয়া **শ্রীবিন্দুমাধব,** শ্রীরূপ-শিক্ষাস্থলী **দশাশ্বমেধঘাট** প্রভৃতি দর্শন করত ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীরূপ-শিক্ষাস্থলী শ্রীপ্রয়াগ-তীর্থ ও তাঁহার মাহাত্ম্য

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীমন্ মহাপ্রভু দশ দিবস এই প্রয়াগতীর্থে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীরূপ-গোস্বামীকে শক্তিসঞ্চার দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্ব অভিধেয় ভক্তিতত্ত্ব ও রসতত্ত্বাদি ভাগবত-সিদ্ধান্ত উপদেশ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বরসতত্ত্ব স্ফূর্ত্তি করান্। কালে বৃন্দাবন-কেলি-বার্ত্তা লুপ্ত হওয়ায় সেই লীলা বিশেষরূপে বিস্তার করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপামৃতের দ্বারা পরমপ্রিয় শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে অভিধেয় ও সম্বন্ধ-তত্ত্বাচার্য্যরূপে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

শ্রীপ্রয়াগতীর্থ ব্রহ্মার যজ্ঞবেদী; এইস্থানে তেত্রিশ কোটী দেবতা অতি সুস্বাদু সোমরসের ধারা দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া অতিশয় প্রমুদিত হইয়াছিলেন। এইস্থানে যে 'অক্ষয়বট' আছেন, অমরগণ ইহাঁর আরাধনা করিয়া থাকেন। ইহাঁর জটাসকল পাতালদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। অবিমুক্ত অর্থাৎ বারাণসীতে তারকব্রহ্ম জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই লোকে মুক্ত হয়, কিন্তু সকল প্রাণীই বিনা জ্ঞানেই এস্থানে মুক্ত হইয়া ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

পরিক্রমা-সঙ্ঘের শ্রীমথুরায় উপস্থিতি

২১শে অক্টোবর, ৩রা কার্ত্তিক, রবিবার—দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগ-আরাত্রিক সমাপ্ত হইলে যাত্রিগণ প্রসাদ পাইয়া প্রয়াগ ষ্টেশন হইতে বেলা ১০-৫০ মিনিটে 2AJ DN গাড়ীতে এলাহাবাদ জংসনে পৌছেন। সকলে রিজার্ভড্ বগীতে স্ব-স্ব স্থানে উপবিষ্ট হইলে, বৈকাল ৩-২৯ মিনিটে ১১নং আপ দিল্লী এক্সপ্রেসে যাত্রা করিয়া আমরা টুণ্ডলা জংসনে রাত্র ১টার সময় উপস্থিত হইলাম। তথায় ITA UP Passenger এর সহিত আমাদের বগী সংযুক্ত হইলে গাড়ী নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম করিয়া ভোর ৪টার সময় আগ্রা ক্যাণ্টনমেণ্ট্ ষ্টেশনে পৌছিল। GIP Ryর ব্যবস্থা অনুসারে এস্থানে আমরা বৈকাল ৫টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করি। অবশ্য ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী স্থানে (পুষ্পোদ্যানে) যাত্রিগণের যথাসময়ে প্রসাদাদি পাইবার ও বিশ্রামের কোনরূপ ত্রুটী হয় নাই। বৈকাল ৫-২০ মিনিটে এখান হইতে 53 NE Passengerএ যাত্রা করিয়া রাত্র ৬-৫০ মিনিটের সময় আমরা দেবতাবন্দিত বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ অজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাস্থলী শ্রীমথুরা-পুরীতে (মথুরা জংসনে) পৌছিলাম। এস্থানে আমরা আমাদের রিজার্ভড্ বগী পরিত্যাগ করিলাম।

বলা বাহুল্য, উর্জ্জব্রত শেষ করিয়া পুনরায় বাংলায় ফেরত যাইবার জন্যও বেদান্ত সমিতি রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হাতরাস্ জংসন হইতে রিজার্ভ গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

শ্রীযুত রঘুনাথদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীগোবর্দ্ধনদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সেবকগণ পরিক্রমা-সঙ্ঘকে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সাদর সম্বর্দ্ধনা জানাইবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই মথুরা জংসন ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা যাত্রিগণের বিছানা ও মাল-পত্রাদি স্থানান্তরিত করিবার জন্যও যান-বাহনাদির সকল প্রকার ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন। সঙ্ঘের ও যাত্রিগণের অবস্থানের নিমিত্ত মথুরা সহরের উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত "হেমনগঞ্জ নয়া ধর্ম্মশালা"টী নির্দ্দিষ্ট হয়।

পরিক্রমাকারী ভক্তগণ শ্রীমথুরা-নগরী ও শ্রীযমুনাদেবীর উদ্দেশে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের আনুগত্যে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে পরিক্রমা-মুখে যথাসময়ে উক্ত ধর্ম্মশালায় উপনীত হন এবং প্রসাদ সেবান্তে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। শ্রীব্রজ-পরিক্রমার অপূর্ব্ব সুযোগ গ্রহণের নিমিত্ত দিল্লী, দেরাদুন প্রভৃতি স্থান হইতেও ভক্তগণ কয়েকদিন পূর্ব্বেই আসিয়া উপস্থিত হন।

(ক্রমশঃ)

স্মার্ত্ত শ্রমণের মতি পরিবর্ত্তন

মতি পরিবর্ত্তন ভালর জন্য, কি মন্দের জন্য—ইহাই বিচার্য্য। ইংরাজীতে একটী প্রবাদ শুনিতে পাই—"Change for the better or worse." রথযাত্রার তিথি-নির্ব্বাচনে মাননীয় শ্রমণ মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বিচার অনুসারে মতি পরিবর্ত্তন করিয়া রথযাত্রা "নব-দিনাত্মিকা" বিচারে একাদশীতেও পুনর্যাত্রা নির্দ্ধারণ করিতেছেন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। এই মতি পরিবর্ত্তন ভালর জন্যই বুঝিতে হইবে। তবে হেরা-পঞ্চমীর বিচার করিতে গিয়া এখনও মতিস্থির করিতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু একাদশীর পারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসরের তাঁহার 'নবদ্বীপ পঞ্জিকা'য় ইহা সুস্পষ্ট থাকিত। এই বৎসর এইরূপ মতি পরিবর্ত্তনের কারণ কি, বুঝিতে পারিলাম না। ইহা ছাপার ভুল বলিয়া কৈফিয়ৎ দিলে চলিবে কি?—অথবা তিনি হয়ত বিচার করিয়াছেন উক্ত একাদশীর পর সময়মত পারণ না করিলেও কোন ক্ষতি নাই।

উক্ত পঞ্জিকাতে তিনি পূর্ব্বে প্রতিবৎসরই শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-দিবসে উপবাস ও পারণের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বৎসরের পঞ্জিকায় তাহার উল্লেখ না করিবার কারণ জানিতে পারি কি? শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু—ঈশ্বর অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্ব। সুতরাং তাঁহাদের আবির্ভাবে উপবাস করা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। বরাহ-দ্বাদশীর উপবাসের উল্লেখ সম্বন্ধেও তিনি এবৎসর উদাসীন হইয়াছেন। এইরূপ মতি পরিবর্ত্তনের কারণ, ভালর জন্য কি মন্দের জন্য—ইহা পাঠকবর্গ ভালরূপ বিচার করিয়া অনুসরণ করিবেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার "সংক্ষিপ্ত অর্চ্চন-পদ্ধতি" গ্রন্থে শ্রীল অদ্বৈত প্রভু, শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথিতে উপবাস করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে ইহার পরিবর্ত্তন করিলে

ভক্তিবিনোদ-ধারা রক্ষিত হইবে কি ? মাননীয় শ্রমণ-মহারাজ হয়ত বলিবেন—শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উক্ত উপবাসের কোনরূপ ব্যবস্থা যখন লিপিবদ্ধ করেন নাই, তখন আমরা ঐরূপ উপবাসের ব্যবস্থা দিব কেন ? সেস্থলে আমার বক্তব্য—ইহাতে কি শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রকৃত আনুগত্য করা হইবে ? অধিকন্তু, বলিতে চাই—শ্রীগৌর-প্রকট-পূর্ণিমায় উপবাসের ব্যবস্থাও হরিভক্তিবিলাসে দৃষ্ট হয় না। তথাপি তাহার ব্যবস্থা তিনি লিপিবদ্ধ করিলেন কেন ? উল্টাপাল্টা বিচার না করিয়া একধারা অবলম্বন করাই আমরা ভাল মনে করি।

এবিষয়ে আমরা পাঠকবর্গের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা যেন শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় প্রকাশিত "বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা"র ব্যবস্থানুসারে উপবাস ও পারণাদি করেন। তাহাতে (৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা ৪০০ পৃষ্ঠা) লিখিত হইয়াছে—

(ক) ১৯শে মাঘ, ২রা ফেব্রুয়ারী, শনিবার—মহাবিষ্ণুর অবতার **শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে উপবাস** ও তৎপরদিবস **পূর্ব্বাহ্ণ ১০।০ মধ্যে** শ্রীঅদ্বৈত-সপ্তমীর **পারণ**।

(খ) ২৩শে মাঘ, ৬ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার—ভৈমী একাদশী ও **বরাহ দ্বাদশীর উপবাস** ও তৎপরদিবস বরাহদেবের অর্চ্চনান্তে **পূর্ব্বাহ্ণ ১০।২৪ মধ্যে পারণ**।

(গ) ২৫শে মাঘ, ৮ ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার—**শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে উপবাস ও তৎপরদিবস পূর্ব্বাহ্ণ ১০।২৩ মধ্যে** শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশীর **পারণ**।

দুঃখের বিষয়, উল্লিখিত (ক), (খ) ও (গ) চিহ্নিত স্পষ্টাক্ষরে লিখিত উপবাস ও পারণাদি সম্বন্ধে স্মার্ত্ত-পাঞ্জকাকারগণ তাঁহাদের দিন-পঞ্জিকায় কোন নির্দ্দেশ দেন না। নবদ্বীপ-পঞ্জিকার বর্ত্তমান পরিচালক মহোদয়ও বোধ হয় উঁহাদের আনুগত্য করিয়াই উক্ত উপবাস ও পারণ-বিষয়ে উদাসীন হইয়াছেন। ইহাই স্মার্ত্তের লক্ষণ।

— — —

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাব্দ—৪৬৫ ; ফাল্গুন—১৩৫৮

৪ গোবিন্দ, ১ ফাল্গুন, ১৪ ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণ-তৃতীয়া দি ৯।৩৮। **চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অদ্য হইতে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা আরম্ভ।**

৬ গোবিন্দ, ৩ ফাল্গুন, ১৬ ফেব্রুয়ারী, শনিবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী দি ৯।৪৯। **জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের তিরোভাব। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা সমাপ্ত।**

১১ গোবিন্দ, ৮ ফাল্গুন, ২১ ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণৈকাদশী রা ১২।২৪। **বিজয়া একাদশীর উপবাস।**

১২ গোবিন্দ, ৯ ফাল্গুন ২২ ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী রা ১০।৩। **পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৫৬ মধ্যে একাদশীর পারণ।**

১৪ গোবিন্দ, ১১ ফাল্গুন, ২৪ ফেব্রুয়ারী, রবিবার—কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী সন্ধ্যা ৫।২০। শ্রীশ্রীশিবরাত্রি-ব্রত।

১৫ গোবিন্দ, ১২ ফাল্গুন, ২৫ ফেব্রুয়ারী, সোমবার—অমাবস্যা দি ৩।১০। পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৫৫ মধ্যে শ্রীশ্রীশিবরাত্রি-ব্রতের পারণ।

১৬ গোবিন্দ, ১৩ ফাল্গুন, ২৬ ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার—গৌর-প্রতিপৎ দি ১।১৩। শ্রীল রসিকানন্দ-দেব গোস্বামীর ও **বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব।**

২৪ গোবিন্দ, ২১ ফাল্গুন, ৫ মার্চ্চ, বুধবার—গৌর-নবমী দি ১২।২০। **শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমার সঙ্কল্প-গ্রহণ।**

২৫ গোবিন্দ, ২২ ফাল্গুন, ৬ মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার—গৌর-দশমী ২।১৩। **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা আরম্ভ।**

২৬ গোবিন্দ, ২৩ ফাল্গুন, ৭ মার্চ্চ, শুক্রবার—গৌরৈকাদশী দি ৪।১৭। **আমলকী একাদশীর উপবাস।**

২৭ গোবিন্দ, ২৪ ফাল্গুন, ৮ মার্চ্চ, শনিবার—গৌর-দ্বাদশী রা ৬।২৪। **পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৫০ মধ্যে একাদশীর পারণ।** শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের আবির্ভাব, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী ও শ্রীল হৃদয়ানন্দ গোস্বামীর তিরোভাব।

২৯ গোবিন্দ, ২৬ ফাল্গুন, ১০ মার্চ্চ, সোমবার—গৌর-চতুর্দ্দশী রা ১০।৩। শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা সমাপ্ত ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসবের অধিবাস কীর্ত্তন।

৩০ গোবিন্দ, ২৭ ফাল্গুন, ১১ মার্চ্চ, মঙ্গলবার—পূর্ণিমা রা ১১।২০। **শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তীর উপবাস।** পূর্ণিমান্তে ৪৬৬ গৌরাব্দ আরম্ভ এবং **পরদিবস পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৪৮ মধ্যে শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তীর পারণ, শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব ও সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ।**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈল্লে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩য় বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ৩ গোবিন্দ, ৪৬৫ গৌরাব্দ
বুধবার, ৩০ মাঘ, ১৩৫৮; ইং ১৩।২।৫২ | ১২শ সংখ্যা

শ্রীযমুনাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীযমুনায়ৈ নমঃ

ভ্রাতুরন্তকস্য পত্তনেঽভিপত্তি-হারিণী
প্রেক্ষয়াতি-পাপিনোঽপি পাপসিন্ধু-তারিণী।
নীর-মাধুরীভিরপ্যশেষ-চিত্ত-বন্দিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী॥ ১॥

হারি-বারি-ধারয়াঽভিমণ্ডিতোরু-খাণ্ডবা
পুণ্ডরীক-মণ্ডলোদ্যদণ্ডজালি-তাণ্ডবা।
স্নানকাম-পামরোগ্র-পাপসম্পদন্বিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী ॥ ২ ॥

শীকরাভিমৃষ্ট-জন্তু-দুর্ব্বিপাক-মর্দ্দিনী
নন্দ-নন্দনান্তরঙ্গ-ভক্তিপূর-বর্দ্ধিনী।
তীর-সঙ্গমাভিলাষি-মঙ্গলানুবর্দ্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী ॥ ৩ ॥

দ্বীপচক্রবাল-জুষ্ট-সপ্তসিন্ধু-ভেদিনী
শ্রীমুকুন্দ-নির্ম্মিতোরু-দিব্যকেলি-বেদিনী।
কান্তি-কন্দলীভিরিন্দ্রনীলবৃন্দ-নিন্দিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী ॥ ৪ ॥

মাথুরেণ মণ্ডলেন চারুনাভিমণ্ডিতা
প্রেমনদ্ধ-বৈষ্ণবাধ্ব-বর্দ্ধনায় পণ্ডিতা।
ঊর্ম্মি-দোর্বিলাস-পদ্মনাভ-পাদ-বন্দিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী ॥ ৫ ॥

রম্যতীর-রম্যমাণ-গোকদম্ব-ভূষিতা
দিব্যগন্ধভাক্কদম্ব-পুষ্পরাজ-রুষিতা।
নন্দসূনু-ভক্তসংঘ-সঙ্গমাভিনন্দিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী ॥ ৬ ॥

ফুল্লপক্ষ-মল্লিকাক্ষ-হংসলক্ষ-কূজিতা
ভক্তিবিদ্ধ-দেব-সিদ্ধ-কিন্নরালি-পূজিতা।
তীর-গন্ধবাহ-গন্ধ-জন্মবন্ধ-রন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী ॥ ৭ ॥

চিদ্বিলাস-বারিপূর-ভূর্ভুবঃ-স্বরাপিণী
কীর্ত্তিতাপি দুর্ম্মদোরু-পাপমর্ম্ম-তাপিনী।
বল্লবেন্দ্র-নন্দনাঙ্গরাগ-ভঙ্গ-গন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী ॥ ৮ ॥

তুষ্টবুদ্ধিরষ্টকেন নির্ম্মলোর্ম্মি-চেষ্টিতাং
ত্বামনেন ভানুপুত্রি সর্ব্বদেব-বেষ্টিতম্।
যঃ স্তবীতি বর্দ্ধয়স্ব সর্ব্বপাপ-মোচনে
ভক্তিপূরমস্য দেবি পুণ্ডরীক-লোচনে ॥ ৯ ॥

শ্রীযমুনাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

যিনি স্বীয় পবিত্র দর্শন-দানেই অতিপাতকী জনগণকেও পাপসিন্ধু হইতে পরিত্রাণ করিয়া স্বাগ্রজ যমরাজের নগরাভিমুখে গমন হইতে নিবৃত্ত করিয়া থাকেন, যিনি স্বকীয় নীর-মধুরিমায় অশেষ দেব ও নরগণের চিত্ত বশীভূত করিয়া থাকেন, সেই পদ্মবন্ধু ভানু-নন্দিনী শ্রীযমুনাদেবী সর্ব্বদা আমাকে পবিত্র করুন ॥ ১ ॥

চিত্তহারিণী বারি-প্রবাহে যিনি ইন্দ্রের সুবৃহৎ খাণ্ডব-বন বিশেষরূপে মণ্ডিত করিয়াছেন, যাঁহার শুভ্র পঙ্কজসমূহে খঞ্জনাদি পক্ষীশ্রেণী পরম-সুখে নৃত্য করিতেছে, স্নানকারী ব্যক্তিগণের কি কথা, স্নানেচ্ছু জনগণেরও অতি তীব্র পাপরাশিকে যিনি ক্ষীণ করিয়া থাকেন, সেই কমল-বন্ধু সূর্য্যকন্যা যমুনাদেবী নিয়ত আমাকে পবিত্র করুন ॥ ২ ॥

যিনি অম্বুকণ-সংস্পৃষ্ট প্রাণীগণের দুষ্কর্ম্ম-ফল বিনাশ করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণে রাগাত্মিকা ভক্তি-প্রবাহ বর্দ্ধন করেন এবং যিনি নিজ তট-নিবাসেচ্ছু জনগণের পরম কল্যাণকারিণী, সেই রবিসুতা শ্রীযমুনাদেবী সর্ব্বদা আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৩ ॥

যিনি সপ্তদ্বীপ-সেবিত সপ্ত-সমুদ্রের মেদকারিণী অর্থাৎ সপ্তসাগর-সঙ্গতা, যিনি শ্রীমুকুন্দের প্রকটিত সর্ব্বোত্তম দিব্য কেলিসমূহের পরিজ্ঞাতা, স্বকীয় দিব্যোজ্জ্বল কান্তি-প্রভাবে ইন্দ্রনীল-মণিরও কান্তি-সমূহকে যিনি পরাভব

করিতেছেন, সেই আদিত্য-তনয়া যমুনাদেবী সদা আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৪ ॥

যিনি মনোহর মথুরামণ্ডল দ্বারা মণ্ডিত হইয়া পরম শোভিতা হইয়াছেন, প্রেমৈকনিষ্ঠ বৈষ্ণবগণের যিনি বিশুদ্ধ রাগানুগা ভক্তির পরিবর্দ্ধনকারিণী এবং যিনি স্বীয় তরঙ্গরূপ বাহুযুগল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণ-বন্দনে তৎপরা, সেই ভানু-দুহিতা শ্রীযমুনাদেবী নিয়ত আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৫ ॥

অতি রমণীয় উভয় তীরস্থিত 'হম্বা'-ধ্বনিকারী গোবৎসগণ-কর্ত্তৃক যাঁহার শোভা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং কদম্ব-পুষ্পশ্রেণীর দিব্যগন্ধে যিনি সাতিশয় আমোদিত হইয়াছেন, নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের সম্মেলনে যাঁহার আনন্দের উল্লাস হইয়া থাকে, সেই দিবাকর-নন্দিনী শ্রীযমুনাদেবী সর্ব্বকাল আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৬ ॥

আনন্দে পক্ষ-বিস্তারকারী মলিন-চঞ্চু-চরণ রাজহংস-বিশেষের মনোহর কলরবে যিনি প্রতিশব্দিতা হইতেছেন, ভক্তিতে আকৃষ্টচেতা দেব-সিদ্ধ-কিন্নর-অধিপতিগণও স্ব-স্ব যূথ-পরিবৃত হইয়া যাঁহার পূজায় রত থাকেন, এবং যিনি উভয় তীরস্থ গন্ধবাহী পরিমল দ্বারা প্রাণীসমূহের জন্ম-বন্ধন বিমোচন করেন, সেই ভাস্কর-দুহিতা যমুনাদেবী সর্ব্বদা আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৭ ॥

চিদ্বিলাস অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা, তদাত্মক বারিপ্রবাহ দ্বারা যিনি 'ভূঃ-ভুবঃ-স্বর' এই লোকত্রয় ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন,—সে-কারণ যিনি 'ব্রহ্মবিদ্যা' এই নামে পরিচিতা, যিনি উচ্চারিতা হইয়াও অত্যন্ত দুর্দ্দমনীয় পাপরাশির মর্ম্মান্তঃ-বিনাশকারিণী, ব্রজরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের জলক্রীড়া-হেতু তদীয় অঙ্গরাগ-গলিত কুঙ্কুমাদি অনুলেপন গন্ধদ্বারা যিনি সুরভিতা, সেই সবিতৃ-তনয়া শ্রীযমুনাদেবী নিয়ত আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৮ ॥

হে সর্ব্বপাপমোচনকারিণী ! হে ভানুপুত্রি ! পবিত্র তরঙ্গ-বিস্তারই তোমার চেষ্টা এবং তুমি সর্ব্বদেবগণের আশ্রয়স্বরূপা। যিনি সন্তুষ্টচিত্তে এই অষ্টক পাঠ করিয়া তোমার স্তব করেন, তুমি কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে তাঁহার ভক্তি-প্রবাহ বর্দ্ধন কর ॥ ৯ ॥

প্রকট-পূর্ণিমা

যাবতীয় উৎসবের মধ্যে গৌর-জন্মোৎসবই শ্রেষ্ঠ

প্রেমময়-বিগ্রহ গৌরসুন্দরের আবির্ভাব-তিথি আগতপ্রায়। গৌরভক্তের নিকট তাঁহাদিগের প্রিয়তম গৌরহরির ন্যায় গৌর-প্রকট-পূর্ণিমা পরমানন্দের বস্তু।

এই ক্ষণভঙ্গুর জগতে বদ্ধজীব কতই না 'আপাত-মধুর পরিণাম-বিষময়'-ফলাকাঙ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব। শ্রীগৌর-ভগবান্ যখন অনিত্য-ফল-পিপাসু মর্ত্য জীব-কুলের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া অভিনব অপ্রাকৃত চমৎকারিতার পথ দেখাইয়া দিলেন, তখন কলিহত জীবের সৌভাগ্য আত্মারামবৃন্দেরও লোভনীয় পদবী হইল। জগতে অনেকপ্রকার উৎসব আছে, কিন্তু প্রকট-পূর্ণিমোৎসব সর্ব্বোপরি অবস্থিত। শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ সর্ব্বোত্তম-জনারাধ্য, তাঁহার প্রকট-তিথির উৎসবও সর্ব্বোল্লাসকর।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ হইতেই বিশ্বে শ্রীপ্রকট-পূর্ণিমার আদর প্রচারিত

শ্রীগৌরহরি আনন্দময় বসন্ত-ঋতুর ফাল্গুন-পূর্ণিমায় প্রকট হইয়া সংসার-দুঃখরূপ শীত-জাড্যের অপনোদন করিয়া জীবকে উদ্ধার করত নিত্য কৃষ্ণ-সংসারের পথ দেখাইয়াছেন। তাঁহার পবিত্র পদানুসরণে জীবের সর্ব্বোত্তম লাভ, শ্রীরূপ-প্রমুখ গোস্বামিপাদগণ জগৎকে জানাইয়া দিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীল **ঠাকুর ভক্তিবিনোদ** শ্রীচৈতন্যদেবের পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীপ্রকট-পূর্ণিমার অলৌকিক মহিমা ভক্তগণের হৃদয়ে সমুল্লাসিত করিয়াছেন। তাই আজ বঙ্গের উচ্চ-নীচ অনেকের গৃহে প্রকট-পূর্ণিমার মহিমা ন্যূনাধিক জাতীয়-পর্ব্বরূপে লক্ষিত হইতেছে। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার মহিমা, তাঁহার পার্ষদ-বংশে ও তদাশ্রিত কুলে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু এক্ষণে ক্রমশঃই বঙ্গদেশে সকল শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে গৌরকথা প্রকাশমান হইয়াছেন। আজ বঙ্গের অনেক কৃতিসন্তান গৌরাঙ্গের প্রাণাকর্ষিণী বাণীর অনুগমনে হরিকীর্ত্তন 'ভগবৎ সান্নিধ্যের হেতু' ও 'হরিসেবার একমাত্র উপায়' বলিয়া বুঝিয়াছেন এবং শ্রীগৌরহরির স্থান হৃদয়ের অত্যুচ্চ-প্রদেশে রক্ষা করিবার বল লাভ করিয়াছেন।

শ্রীগৌর-জন্মস্থানে শ্রীমূর্ত্তি-প্রকাশ ও প্রকট-মহোৎসবের প্রবর্ত্তন

শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদয়ের কথা, তাঁহার জন্মস্থান এবং তাঁহার অমিয়-লীলা জগতে প্রকাশ করিবার জন্য যিনি তাঁহা-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নিজ প্রভুর আজ্ঞা সমাধানপূর্ব্বক নিত্যলীলায় পুনঃ প্রবেশ করিয়াছেন, সেই মহাত্মা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট-স্থানে শ্রীগৌরহরির মূর্ত্তি প্রকট করাইয়া শ্রীগৌর-জন্মতিথিতে মহোৎসবের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং শ্রীরূপানুগ শুদ্ধ ভাগবতগণকে সর্ব্বদা আহ্বান করিয়া যোগদান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তাঁহার কথা লইয়াই এক্ষণে আমরাও গৌরভক্ত সাধারণকে শ্রীমায়াপুরে যোগপীঠে আনন্দ-সম্মেলনে যোগদান করিতে সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা করিতেছি।

গৌর-জন্মোৎসবে যোগদানে চতুর্ব্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ ফল-লাভ

বৎসরের সকল দিনে আমরা জড়রসে উন্মত্ত হইয়া জড়েন্দ্রিয়-তর্পণে রত আছি এবং এই রসের ক্ষণভঙ্গুরতা প্রতি-মুহূর্ত্তে উপলব্ধি করিতেছি। তাই বলি—প্রাকৃত জগৎ হইতে একদিনের অবকাশ লইয়া একদিন অপ্রাকৃতের উদ্দেশে ব্যয়িত করি। ইহাতে আমাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের যে ব্যাঘাতটুকু হয়, তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার উদ্দেশে প্রদত্ত হইল বলিয়া জানিব এবং তাহাতে অজ্ঞাত সুকৃতিপুঞ্জ উদয় হইয়া কালে প্রেম-ভক্তির অবতারণা করাইবে। পাঠক অবশ্যই জানেন, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষময় চতুর্ব্বর্গ প্রেমের তুলনায় কত ক্ষুদ্র! এমন অসীম লাভ ছাড়িয়া ভব-সমুদ্রে নিমগ্ন হওয়া কখনই ভাল নহে।

শুদ্ধভক্তের অনুষ্ঠিত যে-কোনও স্থানে গৌর-জন্মোৎসবে যোগদানের নির্দ্দেশ

মাদ্রাজ-নগরীতেও শ্রীগৌর-জন্মদিনে একটী সম্মেলন হইবে জানিয়া আমাদের বিশেষ আনন্দ হইল। মাদ্রাজবাসিগণ সেই সভায় যোগদান করিয়া শ্রীগৌরহরির জন্মোৎসব করিতে সমর্থ হইবেন।

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য-বিষয়ে অর্থবাদ

'বসুমতী' পত্রিকায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতের শ্রীগঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্যসূচক অভিমত

বসুমতী-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে নিম্নলিখিত বিষয়টী অবগত হওয়া যায়,—

"ভগীরথ পৃথিবীতে গঙ্গা আনয়ন করিয়া পিতৃকুল উদ্ধার করিয়াছিলেন, তদবধি নানাশাস্ত্রে গঙ্গা-মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। যাঁহারা গঙ্গা মানেন না, মহিমায় তাঁহারা উপবাস করেন। সম্প্রতি রসায়ন-বিজ্ঞানবিৎ একজন সুপ্রসিদ্ধ মার্কিন পণ্ডিত আমাদের ভাগীরথীকে উচ্চ সম্পদ্ প্রদান করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন। প্রকৃতরূপে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরীক্ষা করিয়া তিনি জানিয়াছেন, গঙ্গাজল সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল, তাহাতে কোনপ্রকার অপবিত্রতা অথবা দূষিত কীটানুসত্তা কিছুমাত্র নাই। পৃথিবীর যাবতীয় নদ-নদীতে প্রচুর পরিমাণে অপবিত্র পদার্থ বিদ্যমান আছে, ভারতের গঙ্গা সর্ব্বাংশে সে দোষবর্জ্জিত এবং

সর্ব্বতোভাবে পবিত্র। * * * একপাত্র গঙ্গাজল তিনি সূক্ষ্মরূপে রূপভাগ (Analysis) করিয়া জানিতে পারিয়াছেন, হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত গঙ্গা-মাহাত্ম্য সমস্তই সত্য। স্বদেশে পৌঁছিয়া তিনি এই মহৎ আবিষ্ক্রিয়ার বিষয় তথাকার সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। বিশেষ করিয়া তিনি আরও বলিয়াছেন,—গঙ্গা কেবল একাকিনীই পবিত্র নহেন, গঙ্গার সহিত যে-সকল নদ-নদীর যোগ থাকে, সে-সকল স্রোতের জলও পবিত্র হয়। বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা ইহা তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

উক্ত মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বসুমতী-সম্পাদকের অশোভন মন্তব্য

শাস্ত্রে গঙ্গার মহিমা যে-প্রকারে লিপিবদ্ধ, তাহা যদি সেরূপ না হইয়া ঐরূপ বৈজ্ঞানিক মতানুসারে লিখিত থাকিত, অজ্ঞলোকে তাহা হইলে গঙ্গাকে এতদূর আদর করিত না। ধর্ম্মের গৌরব করিয়া আমাদের শাস্ত্রকার মহাশয়েরা সকল বিষয়েই যে-প্রকার পবিত্র ধর্ম্মভাব আনিয়া দিয়াছেন, তাহাতে যে পরিমাণ উপকার হইতেছে, নীরস বিজ্ঞানের প্রমাণ দেখাইয়া তাঁহারা যদি সেই প্রমাণের উপর সাধারণ বিধি-ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন, আমাদের বোধ হয় তাহা হইলে ভারতের ধর্ম্মভাব কখনই এতদূর বিশ্বজনীন হইতে পারিত না।"

শ্রীল ঠাকুরের প্রতিবাদ ঃ—

অপ্রাকৃত জীব সাঙ্খ্যের ২৪ তত্ত্বের অতীত ; পরব্রহ্ম শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতেই শ্রীগঙ্গার উৎপত্তি

প্রাকৃত বস্তুর মধ্যে গঙ্গার এরূপ মহিমা যথেষ্ট নয়। প্রাকৃত জগতে চব্বিশটী তত্ত্ব আছে। জীব পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। জীবের স্থূলদেহে চব্বিশটী প্রাকৃত তত্ত্ব আছে। জীবের আত্মা ঐ চব্বিশ তত্ত্বের অতিরিক্ত। তাহা প্রকৃতির অতীত বলিয়া 'অপ্রাকৃত' শব্দে অভিহিত। পরব্রহ্মও সম্পূর্ণ 'অপ্রাকৃত-তত্ত্ব'। **পরব্রহ্মের নামান্তর বিষ্ণু**। 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্'—এই কথাগুলি বেদের মধ্যে পুনঃ পুনঃ দেখা যায়। সেই বিষ্ণুপদ হইতে গঙ্গাদেবী উৎপন্না হইয়াছেন। সুতরাং গঙ্গার জল-সত্তায় যে-কিছু প্রাকৃত মহিমা থাকুক, তাঁহার চিৎসত্তায় অনন্ত প্রাকৃত মহিমা আছে—ইহা সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত।

শ্রীগঙ্গার প্রাকৃত মহিমা অপেক্ষা অপ্রাকৃত মহিমা প্রচুর, এবং গঙ্গাস্নানে ভক্তি লাভ

মার্কিণ পণ্ডিত মহাশয় এবং বসুমতী-পত্রিকার লেখক মহোদয় গঙ্গার প্রাকৃত মহিমাতে মুগ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু সে মহিমা অপেক্ষা অনন্ত মহিমা গঙ্গাদেবীতে

বিরাজমান। শুদ্ধ-ভক্তমণ্ডলী একথা প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, গঙ্গার নিকট বাস করিলে এবং গঙ্গাজল পান করিলে হরিভক্তির উদয় হয়। যে জল পরম-কারুণিক পরমেশ্বরের চিন্ময় পাদপদ্ম হইতে নিঃসৃত, সে জলে যে হরি-পাদপদ্মে ভক্তি উদয় করাইবার শক্তি আছে, তাহা শ্রীব্যাসাদি মহর্ষিগণ সর্ব্বত্র গান করিয়াছেন। জীবাত্মা কলুষিত হইয়া জড়জগতে হরি-বিস্মৃতি-দুঃখে মগ্ন আছেন। গঙ্গাজলে অবগাহন করত যখন তিনি হরিগুণ গান করেন, তখন তাঁহার চিত্তে ভক্তি উচ্ছলিত হইয়া পড়ে। গঙ্গার এই পরম গুণ কেবল ভাগ্যবান্ লোকেই অনুভব করিতে পারেন। যাহারা ভাগ্যহীন, তাহারা কেবল প্রাকৃত গুণেই আবদ্ধ থাকেন।

অপরাধী ব্যক্তির গঙ্গাস্নানেও ভক্তিফলের বাধা

যদি বল, অনেকেই গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাজল পান করেন, কিন্তু কখনই হরিভজন করেন না, তাহাতে কথা এই, যে বস্তুতে যে গুণ আছে, তাহা প্রতিবন্ধকশূন্য বস্তুতেই ব্যাপ্ত হয়। Electricity (তড়িৎ) নামক বস্তুগুণ, Good conductor (উত্তম চালক) বস্তুতে ব্যাপ্ত হয়। যে বস্তু bad conductor (মন্দ চালক), তাহাতে সে গুণ ব্যাপ্ত হয় না। তদ্রূপ জীবগণের মধ্যে যাহারা বিশেষ বিশেষ অপরাধ করিয়াছেন, তাহারা ভক্তিরূপ Electricity (তড়িৎ) সম্বন্ধে bad conductor (হীন চালক)। হরিনাম-বলে যাহারা পাপ করেন, তাহারা নামাপরাধী। গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্যের ভরসায় যাহারা পাপ করেন, তাহারা গঙ্গাদেবীর প্রতি বিষম অপরাধী। অন্য সমস্ত পাপ গঙ্গাস্নানে দূর হয়, কিন্তু উক্ত অপরাধ গঙ্গাস্নানে দূর হয় না। যাহাদের এই অপরাধ আছে, তাহারা এরূপ bad conductor (মন্দ চালক) যে, গঙ্গার অনন্ত মহিমা অনুভবে সমর্থ হন না। এই কারণেই আজকাল গঙ্গার চিন্ময়ী শক্তি অনেকের উপলব্ধিতে আসে না, কেবল প্রাকৃত জল-ধর্ম্ম-সকলই তাঁহাদের বুদ্ধি-গোচর হয়।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(সজ্জনতোষণী ১০ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা)

———

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত
গুর্ব্বষ্টকের পদ্যানুবাদ

ভীষণ সংসার-দাবানলে সন্তাপিত
জীবগণে পরিত্রাণ লাগিয়া যে-জন,
করুণা-বারিদ-রূপ ধরি' অযাচিত—
কৃপাবারি অবিরত করেন বর্ষণ,
অশেষ গুণের নিধি গুরু তিনি হ'ন।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম করিয়া যতন ॥ ১ ॥

সংকীর্ত্তন-নৃত্য-গীত-বাদ্যে চিত্ত যাঁ'র
সতত উন্মত্ত রহে, গৌর-প্রেমরসে—
রোমাঞ্চ-পুলক-কম্প দেহে অনিবার—
অশ্রুর তরঙ্গ সদা উঠে ভাবাবেশে,
অশেষ গুণের নিধি গুরু তিনি হ'ন।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম করিয়া যতন ॥ ২ ॥

বিগ্রহের নিত্য-সেবা মন্দির-মার্জ্জন,
আত্মরস-উদ্দীপক বেশাদি-রচনা—
প্রভৃতি সেবার কার্য্যে আপনি যে-জন
নিযুক্ত রহিয়া ভক্তে দেন প্ররোচণা,
অশেষ গুণের নিধি গুরু তিনি হ'ন।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম করিয়া যতন ॥ ৩ ॥

চতুর্ব্বিধ ভগবৎ-প্রসাদান্ন দিয়া
ভক্তগণে পরিতৃপ্ত করিয়া যে-জন,
প্রপঞ্চ নাশিয়া প্রেমানন্দ উপজিয়া,
আপনিও পরিশেষে পরিতৃপ্ত হ'ন,
অশেষ গুণের নিধি গুরু তিনি হ'ন।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম করিয়া যতন ॥ ৪ ॥

শ্রীরাধিকা-মাধবের যিনি প্রতিক্ষণ
অনন্ত মাধুর্য্যময় রূপ-গুণ-নাম—
লীলা আদি আস্বাদিতে লুব্ধ চিত্ত হ'ন,
সর্ব্বজীব-হিতে রত সতত নিষ্কাম,
অশেষ গুণের নিধি গুরু তিনি হ'ন।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম করিয়া যতন ॥ ৫ ॥

নিকুঞ্জ-বিহারী ব্রজ-যুগলের রতি-
ক্রীড়া সাধনের লাগি' প্রিয় সখীগণ—
আশ্রয় করেন যে-যে যুক্তি, তা'তে অতি-
নিপুণতা যুক্ত, যিনি সখী-প্রিয় হ'ন।
অশেষ গুণের নিধি গুরু তিনি হ'ন।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম করিয়া যতন ॥ ৬ ॥

বেদাদি নিখিল শাস্ত্র যাঁ'রে শ্রীহরির
স্বরূপ বলিয়া সদা করেন কীর্ত্তন,
সেরূপ চিন্তেন যাঁ'রে সাধু-ভক্ত-ধীর,
(কিন্তু) হরির পরমপ্রেষ্ঠ হ'ন যেই জন,
অশেষ গুণের নিধি গুরু তিনি হ'ন।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম করিয়া যতন ॥ ৭ ॥

যাঁর কৃপা-বলে হরি-কৃপা লাভ হয়,
ভক্তির সিদ্ধান্তে যিনি অতীব নিপুণ,
ছেদনে সমর্থ যিনি শিষ্যের সংশয়,
জীবে স্তব-ধ্যান করে যাঁ'র কীর্ত্তি-গুণ,
অশেষ গুণের নিধি গুরু তিনি হ'ন।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম করিয়া যতন ॥ ৮ ॥

—শ্রীগোপালচন্দ্র দাসাধিকারী, পুরাণরত্ন
নারমা (মেদিনীপুর)

ভক্তিকথা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪১৯ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীভগবান্ এস্থলে পুনরায় নিম্নোক্তরূপ বলিয়া তাঁহার পূর্ব্ববাক্যের পরিসমাপ্তি করিতেছেন—

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ (গীঃ ৮।১৫)

নিত্যযুক্ত মহাত্মগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট চলিয়া গেলে তাঁহাদিগকে আর এই দুঃখালয়ে ফিরিয়া আসিতে হয় না। তাঁহারা সর্ব্বোচ্চ সিদ্ধি-'সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ' লাভ করায় ভগবানের নিত্যলীলার পরিকরত্ব প্রাপ্ত হন। যোগিগণের 'অষ্টসিদ্ধি' আর এই 'পরম সিদ্ধি' একবস্তু নহে। যোগীদিগের অষ্টসিদ্ধি—প্রাকৃত বা ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু ভগবদ্-সেবায় যে সম্যক্ সিদ্ধিলাভ হয়, তাহাই অপ্রাকৃত সিদ্ধি বা নিত্যসিদ্ধি। ভগবানের সৃষ্ট অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে নিত্যকালই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভৌমলীলা নিত্য প্রকটিত আছে। সূর্য্য যেমন একই স্থানে অবস্থান করা সত্ত্বেও ব্রহ্মাণ্ডস্থিত কোটী কোটী বসুধাদিতে লোকচক্ষে 'উদয় হন' এবং "অস্ত যান' এবং সেইভাবে চিরদিনই প্রতীয়মান হন, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও নিত্যকাল তাঁহার নিত্যধাম গোলোকে অবস্থান করিয়াও অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তেই নিজলীলা প্রকটিত করেন। 'প্রাতঃকালে সূর্য্য উদিত হইল, আর সন্ধ্যাকালে সূর্য্য অস্ত গেল'—এই প্রকার ধারণা যেমন আমাদের ভুল এবং লৌকিক (কেন-না, সূর্য্য কোনদিনই উঠেন না বা কোনদিনই ডুবিয়া যান না), সেইপ্রকার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অমুক সময়ে অমুক স্থানে উদিত হইলেন বা অমুক সময়ে অমুক স্থানে অস্ত গেলেন বা অমুক স্থানে অমুকের দ্বারা হত হইলেন (?)—এই প্রকার সমস্ত ধারণাই ভুল বা লৌকিক। তাঁহার জন্ম-কর্ম্ম সমস্তই দিব্য বা অলৌকিক। সুতরাং সেই অপ্রাকৃত তত্ত্ব যাঁহাদের বোধগম্য হয়, তাঁহারা নিশ্চয়ই অপ্রাকৃত পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে।

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥ (গীঃ ৪।৯)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখনই যেখানে তাঁহার ভৌমলীলা বিস্তার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিত্য পিতামাতা শ্রীবসুদেব-দেবকীর মারফত শ্রীনন্দ-যশোদার পুত্ররূপে নিজেকে

শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন ও শ্রীযশোদা-নন্দনরূপে প্রকটিত করেন, সেই সেই স্থানেই যে-সমস্ত মহাত্মগণ পরমা সংসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহারা তাঁহার পার্ষদরূপে জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট স্বরূপসিদ্ধ বা পরম-সিদ্ধিপ্রাপ্ত ভক্তগণ পরমসুখে অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম-রসাস্বাদন করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্য পার্ষদ অর্জ্জুনকে লইয়া যে অন্যান্য অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহাদের এই নিত্য-লীলা প্রকটিত করেন, তাহা আমরা নিম্নোক্ত শ্লোক দুইটীতে জানিতে পারি—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ (গীঃ ৪।৫-৬)

যে-সকল ব্যক্তি দুর্ভাগ্যক্রমে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইবার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করিয়া ঔপাধিক ধর্ম্মে আবৃষ্ট হইয়া প্রাকৃত কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ প্রভৃতি সাধনে যত্নবান্ হন এবং স্বর্গাপবর্গাদি সামান্য সুখ-সুবিধা লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। তাঁহারা প্রাকৃত উচ্চাবচ স্থানে অবস্থিত হইয়া নাগর-দোলায় চড়িয়া বৃথা ঘুরিয়া মরেন। যথা—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ (গীঃ ৮।১৬)

আমরা ভূঃ-ভুবঃ-স্বর-মহঃ-জন-তপঃ-সত্য এবং ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত একটীর পর আর একটী—এই প্রকার যত ঊর্দ্ধলোকেই আরোহণ করি না কেন, সেস্থান হইতে আবার আমাদের ফিরিয়া আসিতে হয়। ঐপ্রকার পরলোকাদির কথা বাদ দিলেও, ইহলোকেই আমরা দেখিতে পাই—রাজা, মহারাজা, দেশপাল, রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতি, নেতা প্রভৃতি বহু লোকই বহু কষ্টসাধন করিয়া ঐসকল উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হন, কিন্তু কিছুদিন পরে আবার 'পুনর্মূষিকো ভব' হইয়া নিম্নস্তরে চলিয়া যান। উচ্চ হইতে নিম্নে পতিত হইলে যে কিরূপ মৃত্যু-যন্ত্রণা হয়, তাহা আমাদের 'লীডার' (চালক)-গণ 'হাড়ে-হাড়ে' উপলব্ধি করিয়া থাকেন। 'দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ'-ব্যক্তিগণ যদি কোনদিন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-সেবা লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে ঐপ্রকার প্রকৃতির নাগর-দোলায় চড়িয়া 'যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া'র ন্যায় কভু স্বর্গে কভু মর্ত্ত্যে, কভু দাস কভু প্রভু, কভু ব্রাহ্মণ কভু চণ্ডাল প্রভৃতি 'রং-বেরং'এর, অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। ভগবদ্ধাম প্রাপ্তি হইলেই আমাদের নিত্য-স্বরূপের বিলাস আরম্ভ হয়।

শরীর ও মনস্তত্ত্বে আবদ্ধ হইয়া থাকিলেই যেমন কর্ম্মবশে জন্মজন্মান্তর শরীর-ত্যাগ ও পুনর্গ্রহণ করিতে হয়, তদ্রূপ শরীর ও মনস্তত্ত্বের যে অনিত্য প্রাকৃত বিলাস-ভূমি চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড, তাহাতেও 'কভু স্বর্গে কভু মর্ত্ত্যে' এইভাবে ভ্রমণ করিতে হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলে, সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত আত্মার যে চিন্ময় বিলাস-ভূমি, সেইস্থানে অবস্থিত হওয়া যায়। সেই চেতন-ভূমি —জড় ব্রহ্মাণ্ড ও অব্যক্তেরও অতীত। তেজ-বারি-মৃৎ বিনিময়ে প্রস্তুত এই শরীর যেরূপ নশ্বর, তদ্রূপ ক্ষিতি-অপ্-তেজ নির্ম্মিত মরীচিকাবৎ এই প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডও নশ্বর। আবার অপ্রাকৃত আত্মা, যাহা তেজ-বারি-মৃৎ বিনিময়ে কোন বৈজ্ঞানিকই আজ পর্য্যন্ত তাঁহার বহু গবেষণাময়ী 'ল্যাবরেটরী'তে প্রস্তুত করিতে পারেন নাই, সেই আত্মা এবং তাঁহার নিত্য বিলাস-ভূমিও অবিনশ্বর। দুই বস্তুই সনাতন। সনাতন বস্তুকে সনাতন ধামে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে উপায়, তাহাই 'সনাতন ধর্ম্ম'।

নিরীশ্বর সাঙ্খ্যকার কপিলাদি দার্শনিকগণ প্রাকৃত জগতের বিশ্লেষণ-কার্য্যে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু জড়া প্রকৃতির পরও যে সনাতনী প্রকৃতি আছে তাহা তাঁহাদের সামান্য বুদ্ধিতে কুলাইয়া উঠে নাই। এবং তাঁহারা অকূল-পাথারে 'হাবু-ডুবু' খাইয়া শেষ পর্য্যন্ত 'অব্যক্ত' বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। ক্ষুদ্র জীব যত বড়ই মননশীল হউক না কেন, তাহার সমস্ত কার্য্যই একটি প্রাকৃত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। এইপ্রকার বুদ্ধিদ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর নিকট কখনই অগ্রসর হইতে পারা যায় না। সুতরাং যে-বস্তু প্রাকৃত বুদ্ধি-সীমার অতীত হইয়া বর্ত্তমান, তাহাকে 'অব্যক্ত' না বলিয়া আর উপায় কি? ইহারই নাম—'কূপ-মণ্ডূক-ন্যায়'। কূপ-মধ্যস্থিত মণ্ডূক তাহার সীমার বাহিরে যে মহাসমুদ্র বর্ত্তমান আছে তাহা নিজ-বুদ্ধিতে কোনদিনই উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহার ধারণা—নিজ কূপের জল ব্যতীত অন্য কোন বৃহৎ জলাশয়ের অস্তিত্ব অসম্ভব। আমরাও সেই 'কূপ-মণ্ডূকে'র ন্যায় শরীর ও মনের 'কসরৎ'-স্বরূপ যোগ-জ্ঞান ইত্যাদি লইয়া যতই আলোড়ন করি না কেন—যতই চিন্তাশীল দার্শনিক হই না কেন, আমাদের ঐ কূপ-সীমা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। সুতরাং সঙ্কীর্ণচেতা আমাদিগকে কে সেই মহাসিন্ধুর সন্ধান দিতে পারেন? আমরা ব্রহ্মাণ্ড-রূপ কূপের মধ্যে পড়িয়া 'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ' পরিভ্রমণ করিয়া কত জন্ম-জন্মান্তর হাবু-ডুবু খাইতেছি, তাহার কি ইয়ত্তা আছে? সেই কূপ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন—একমাত্র ভগবান্ বা তাঁহারই ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিজজন

ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীরূপা সরস্বতী। তাঁহাদেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যে মহাসমুদ্রের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহারই নাম অবরোহ-পন্থা এবং তাহাই অপ্রাকৃত জ্ঞান-লাভের একমাত্র উপায়। অবরোহ-পন্থায় সেই সনাতন-ভূমিকার পরিচয় এইরূপ পাওয়া যায় --

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্‌ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥
অব্যক্তাদ্‌ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥ (গীঃ ৮।১৭-২০)

ব্রহ্মলোকে লক্ষ-লক্ষ বৎসর বাঁচিয়া থাকা যায় বলিয়া সাধারণ মনুষ্যগণ ব্রহ্মলোকের বহুমানন করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসাদি গ্রহণ করিয়া এই ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির জন্য বহু কৃচ্ছ্র-সাধন ও তপস্যা করিতে হয়। কিন্তু আমাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, সেই ব্রহ্মলোকের যিনি অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ব্রহ্মা, তিনিও চিরদিন বাঁচিয়া থাকেন না। যাঁহারা শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন—মনুষ্য মানের যে ৩৬৫ দিনে এক বৎসর হয়, সেই প্রকার প্রায় বিয়াল্লিশ লক্ষ বৎসরে একটী চতুর্যুগ সম্পূর্ণ হয়। ঐরূপ এক হাজার চতুর্যুগ সমাপ্ত হইলে তবে ব্রহ্মার একদিন সম্পূর্ণ হয়। সেই প্রকার দিন, পক্ষ, মাসাদি বৎসর পরিমাণ করিয়া একশত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ুঃ। অতএব তিনিও নশ্বর এবং তাঁহার সৃষ্ট এই যে ব্রহ্মাণ্ড, ইহাও নশ্বর। এবং তাঁহার সৃষ্ট মনুষ্য যে নশ্বর হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গের তুলনায় মনুষ্য যেরূপ অমর (?), আমাদের ক্ষুদ্র পরমায়ুর তুলনায় ব্রহ্মাদি দেবগণও সেইপ্রকার অমর (?)। প্রকৃতপক্ষে শরীরধারী মনুষ্য কেহই শরীর সম্বন্ধে 'অমর' নহে।

ব্রহ্মার দিবাভাগের শেষে যখন রাত্রিভাগ উপস্থিত হয়, তখনই স্বর্গলোক পর্য্যন্ত প্রলয়ীভূত হইয়া যায়। জগতের সমস্ত প্রাণিগণ ব্রহ্মার দিবাভাগে সৃষ্ট হইয়া রাত্রিভাগে প্রলয়ীভূত হয়—"ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে"। (ক্রমশঃ)

— শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত
সভাপতি, সহঃ সম্পাদক-সঙ্ঘ

গৃহ-ধর্ম্ম

গ্রহ-কর্ত্তৃ—ক প্রত্যয় করিয়া 'গৃহ' শব্দ নিষ্পন্ন। গৃহ-অর্থে ঘর ও গৃহস্থ-আশ্রমকে বুঝাইয়া থাকে এবং ধর্ম্ম-অর্থে শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য, স্বভাব ও রীতি ইত্যাদিকে বুঝায়। গৃহ ও ধর্ম্ম অর্থে বহু-কিছু অর্থান্তর স্বীকৃত হইলেও এস্থলে কিন্তু সে-সকল অর্থ না লইয়া কেবল মাত্র গৃহ-শব্দে গৃহস্থাশ্রম ও ধর্ম্ম-অর্থে স্বভাবকে উপলক্ষ করিয়া, গৃহ-ধর্ম্ম-বিষয়ে আলোচনা করিব। এক কথায় গৃহস্থাশ্রমীর নিত্য বা বাস্তব স্বভাবই যে গৃহ-ধর্ম্ম, তদ্বিষয়েই আলোচনা করিবার ইচ্ছা। প্রথমতঃ, ধর্ম্ম কি ?—আমরা এতদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া পরে গৃহ ও ধর্ম্ম একত্রে গৃহ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রয়াস পাইব।

ধৃ—মন্ প্রত্যয়ে ধর্ম্ম-শব্দ নিষ্পাদিত। 'ধৃ—ধারণ-পোষণয়োঃ।' ধর্ম্ম-শব্দে আমরা সাধারণতঃ স্বভাব ও নিসর্গকে বুঝিয়া থাকি। তবে স্বভাব ও নিসর্গ এই দুইটি শব্দ একই ধর্ম্ম-শব্দের পর্য্যায়বাচক হইলেও অর্থের তারতম্যে নিত্যানিত্য-ভেদে, আলো ও অন্ধকার-সদৃশ পৃথক্-রূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে। যেখানে ধর্ম্ম-অর্থে স্বভাবকে লক্ষ্য করে, সেখানে বস্তুর নিত্য-স্বভাবকেই নিত্য-ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে এবং যে-স্থানে ধর্ম্ম-অর্থে নিসর্গকে বুঝায়, সে-স্থানে বস্তুর অনিত্যতা বা নৈমিত্তিক-ধর্ম্মকে বুঝিতে হইবে। উদাহরণ-স্থলে বলা যায় যে, জলের নিত্য-ধর্ম্ম তরলতা, কিন্তু এই তারল্য-ধর্ম্মবিশিষ্ট জলকে নৈসর্গিক প্রক্রিয়াতে যখন কাঠিন্যে (বরফে) পরিণত করা হয়, তখন এই কঠিনত্ব জলের নিসর্গ বা অনিত্য অবস্থান্তর মাত্র। যদি জলের এই জমাট অবস্থাটী নিত্য হইত, তাহা হইলে পরক্ষণে উচ্চ তাপস্পর্শে কখনও দ্রব হইতে পারিত না। যাহা যাহার নিত্য-স্বভাব বা ধর্ম্ম তাহা যে-কোনও প্রকারে রূপান্তরিত হইলেও তদ্ভাবে অর্থাৎ সেই রূপান্তর অবস্থায় নিত্যকাল থাকিতে অসমর্থ। তৎকারণ-স্বরূপ আর একটী উদাহরণ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত-গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া আলোচনা করিতে পারি। জীব নিত্য-কৃষ্ণদাস কিন্তু মায়ার দাস নহে; তথাপি স্বতন্ত্রতা-বশে জীব এই কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়া অনিত্য সংসারে বিমুখমোহিনী মায়ার প্রহেলিকায় মুগ্ধ হইয়া, মায়িক জীবরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। নৈসর্গিক-মতি দ্বারা কখন কখন আচ্ছন্ন হইলেও, 'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস' বলিয়া নিত্যকাল কৃষ্ণ-ভোলা হইয়া থাকিতে পারে না; যেহেতু ইহা জীবের নৈমিত্তিক বা নৈসর্গিক অবস্থান্তররূপে প্রতিভাত হইয়াছে মাত্র। তা শাস্ত্র বলেন—

ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন ॥
উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায়।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায় ॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন'।
'কৃষ্ণচরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫১-১৫৪)

উপরিউক্ত শাস্ত্রবাক্য দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে—বস্তুর অনিত্য বা নৈসর্গিক ধর্ম্মের স্থায়িত্ব জগতে বেশীদিন হইতে পারে না। সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের ১ম স্কন্ধ, ১ম অধ্যায়, ২য় শ্লোকে 'ধর্ম্ম' শব্দে বলিয়াছেন—যাহা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাত্মক কৈতব-রহিত, ত্রিতাপ-নাশক, শিবদ ও বাস্তব-বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞানপ্রদ, তাহাই ধর্ম্ম। যাহার অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে, তাহাই ধর্ম্ম। সর্ব্বদেবময় শ্রীহরিই তাদৃশ ধর্ম্মের মূল বা প্রমাণ,—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম-গ্রহণাদিভিঃ ॥ (ভাঃ ৬।৩।২২)

ভগবন্নাম-গ্রহণাদিদ্বারা বাসুদেব-ভগবানে যে ভক্তিযোগ, তাহাই মানবগণের 'পরম-ধর্ম্ম' বলিয়া কথিত হয়। এসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলিয়াছেন—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ (ভাঃ ১।২।৬)

উক্ত শ্লোক দুইটী আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায়—'পুংসাং'-ধর্ম্ম বলিতে মানবগণের ধর্ম্মকে বুঝায়। এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে মানব-মাত্রেরই ধর্ম্মের কথা শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন; ধর্ম্ম কোন জাতি বা সম্প্রদায়-বিশেষের একচেটিয়া বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। শাস্ত্রাদিতে যেখানে 'পরম-ধর্ম্মের' কথা স্বীকৃত হইতেছে সেখানে পরম-ধর্ম্ম ব্যতীত আরও অন্য ধর্ম্মসমূহ আছে, ইহাও স্বতঃই স্বীকৃত হইয়া থাকে। সেই ধর্ম্মসমূহকে অনাত্ম-ধর্ম্ম, ছল-ধর্ম্ম, কপট-ধর্ম্ম বা কৈতব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আধ্যক্ষিক জগতে অনাত্ম-ধর্ম্মের বহুমানন থাকিলেও পারমার্থিক জগতে ইহাকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা হয় না। কারণ, ইহার মধ্যে আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি এবং

ধর্ম্মার্থ, কাম, মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গানুসন্ধান-পিপাসা সম্পূর্ণরূপে বিজড়িত রহিয়াছে। নিজ-ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলক ধর্ম্ম-সমূহকে এককথায় আসুর-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বলা হয়। সে-কারণ ইহাকে গৃহস্থের গৃহ-ধর্ম্ম বলা হইবে না। শাস্ত্রাদিতে কেবল গৃহকে 'গৃহ' বা গৃহস্থিত ব্যক্তিকে 'গৃহস্থ' বলা হয় নাই। এরূপ বলিলে ভুল বলা হইবে; কারণ, "ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।" এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায়—উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্তে শিষ্যকে আচার্য্য-সমীপে গমনপূর্ব্বক গুরু-শুশ্রূষা ও তদুপদেশ-ক্রমে শাস্ত্রানুমোদিত সদাচার পালন ও নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মচর্য্য-সংরক্ষণ প্রভৃতি প্রথম আশ্রম-ধর্ম্ম আচরণ করিতে হয়। গুরুগৃহে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিতে যাহারা অসমর্থ হন, তাহারা গুরুর আদেশক্রমে দ্বাদশবর্ষান্তে সমাবর্ত্তন করিয়া বেদোক্ত বিধানে ধর্ম্মপত্নী গ্রহণপূর্ব্বক দ্বিতীয়াশ্রমে প্রবেশ করিয়া থাকেন। এই অবস্থার নামই—গৃহস্থাশ্রম। প্রবৃত্তি-মার্গ হইতে নিবৃত্তি-মার্গে লইয়া যাইবার জন্যই শাস্ত্র বিবাহাদির ব্যবস্থা দিয়াছেন,—

লোকে ব্যবায়ামিষ-মদ্যসেবা নিত্যাস্ত জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহ-যজ্ঞ-সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥ (ভাঃ ১১।৫।১১)

জগতে স্ত্রী-সঙ্গ, আমিষ-ভক্ষণ ও সুরা-পান প্রভৃতিতে প্রায় সকল প্রাণীরই স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। ইহার অকরণে কোন প্রত্যবায় নাই। তবে বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গ, যজ্ঞীয় আমিষের ভক্ষণ এবং যজ্ঞে সুরা পান প্রভৃতির যে ব্যবস্থা আছে, তাহা জীবগণের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি নিবৃত্তির জন্যই নির্দ্ধারিত।

শাস্ত্রাদিতে গৃহিগণের কর্ত্তব্য বহুপ্রকার নির্ণীত হইলেও, তাঁহাদের ধর্ম্মপত্নীগণ-সহ কায়মনোবাক্যে শ্রেয়ঃ আচরণকেই 'গৃহধর্ম্ম' বলা হয়। ধর্ম্মাচরণে সহায়তা করিবার নিমিত্ত দার-পরিগ্রহের ব্যবস্থা শাস্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয়। তজ্জন্য পত্নীর আর এক নাম—সহধর্ম্মিণী। 'সহ-ধর্ম্মাচরেদিতি সহধর্ম্মিণী'। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত বা ধর্ম্মহীন পশুর ন্যায় জীবন-যাপন করিবার জন্য দার-পরিগ্রহের ব্যবস্থা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। যাহারা ক্ষণিক সুখ-সম্ভোগের জন্য দার-পরিগ্রহ করিয়া কেবলমাত্র আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনাদিতে মত্ত থাকেন, শাস্ত্র তাহাদিগকে প্রকৃত গৃহস্থ না বলিয়া 'গৃহমেধী' বা 'গৃহব্রতী' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। গৃহমেধীর ধর্ম্ম ও গৃহস্থের ধর্ম্ম কখনও এক নহে। কারণ, কাম-কামিগণ—গৃহমেধী, আর কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাবিশিষ্ট সগোষ্ঠী গৃহস্থগণই—গৃহধর্ম্মী। ইহলোকে দুই প্রকার মনুষ্য বাস করেন। তন্মধ্যে কৈতবরহিত বিষ্ণুভক্তগণ—দৈব, আর ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলেই অর্থাৎ কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও রাজসিক-তামসিক

প্রকৃতির যাবতীয় মনুষ্যগণ—আসুর-বর্ণাশ্রমী বলিয়া কথিত। শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রে বহির্ম্মুখ গৃহাসক্ত-গৃহমেধিগণের স্বরূপ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ হিরণ্য-কশিপুকে বলিয়াছেন—হে পিতঃ! গৃহব্রতিগণের চিত্ত গুরু হইতে অথবা আপনা হইতে কিংবা পরস্পর হইতে কোনপ্রকারে কৃষ্ণে নিযুক্ত হয় না। তাহারা অজিতেন্দ্রিয়, সুতরাং, বারংবার এই ক্লেশময় সংসারে প্রবেশ করিয়া চর্ব্বিত বিষয়ই চর্ব্বণ করিয়া থাকে।

যস্ত্বাসক্তমতির্গেহে পুত্রবিত্তৈষণাতুরঃ।
স্ত্রৈণঃ কৃপণধীর্মূঢ়ো মমাহমিতি বধ্যতে॥ (ভাঃ ১১।১৭।৫৬)

গৃহব্রতিগণ গৃহে আসক্তচিত্ত হইয়া 'আমি-আমার' এইরূপ জ্ঞানে পুত্র ও বিত্তৈষণায় আতুর এবং স্ত্রৈণ ও অল্পমতি হইয়া উত্তরোত্তর মায়াজালে আবদ্ধ হয় ও দুঃখভরে বলিতে থাকে—'হায়! আমার বৃদ্ধ মাতাপিতা, শিশু-সন্তানবিশিষ্টা ভার্য্যা; সন্তানগুলি আমা-বিনা অনাথ ও দুঃখিত হইয়া দীনভাবে কিরূপেই বা জীবন-ধারণ করিবে?' এইপ্রকার গৃহাভিলাষে আক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণ অসন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বদা পুত্র ও কন্যাদিগকে ধ্যান করিতে করিতে মৃত্যুর পর অন্ধ তামসী যোনিতে প্রবেশ করে। তজ্জন্য স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে কাহারও গৃহমেধী বা গৃহব্রতী হওয়া উচিত নয়।

কুটুম্বেষু ন সজ্জেত ন প্রমাদ্যেত কুটুম্ব্যপি।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥ (ভাঃ ১১।১৭।৫২)

বিদ্বান্ গৃহিগণ কুটুম্বী হইয়া কুটুম্বেতে আসক্ত-চিত্ত হইবে না। দৃষ্টবস্তু যেমন নশ্বর, তদ্রূপ অদৃষ্ট বস্তুকেও নশ্বর জ্ঞান করিবে। এইপ্রকার বুদ্ধিবিশিষ্ট হইলেই প্রকৃত 'গৃহস্থ' বলিয়া অবিহিত হওয়া যায়। শ্রীপৃথু-মহারাজ সনৎকুমারাদি ভগবদ্ভক্ত ঋষিগণকে বলিয়াছিলেন—"যাঁহাদের গৃহে আপনাদের ন্যায় পূজ্যতম সাধুগণের সেবাযোগ্য জল, তৃণ, ভূমি, গৃহস্বামী ও ভৃত্যাদি বর্ত্তমান থাকে, তাঁহারাই প্রকৃত গৃহস্থ। এতদ্ব্যতীত যাহাদের গৃহ, তীর্থ-পবিত্রকারী মহাভাগবতগণের সমাগম ও পাদোদক-বর্জ্জিত, তাহা সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইলেও সর্পগণের আবাসস্থল বলিয়া গণ্য।"

অতএব শাস্ত্রে এতাদৃশ সদাচারী গৃহস্থগণের কায়মনোবাক্যে শ্রেয়ঃ আচরণই—'গৃহ-ধর্ম্ম' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

—শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী
কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)

পরলোকগত শ্রীপাদ দীনদয়াল ব্রহ্মবাসী প্রভুর স্বলিখিত প্রবন্ধ*

বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও কর্ত্তব্য

এ বৎসরটী আমার শেষ বছর—ক'দিন পরে নতুন বছর পড়্‌বে—সন ১৩৫৭ সাল দেখা দেবে। তাই মনে নতুন ভাব নিয়ে—নানারূপ চিন্তাতে এত নিরাশা ও হতাশার মধ্যেও মনটা আমার নতুন আশায় দুলে উঠ্‌ছে। কেবল মনে হ'চ্ছে, এই 'পুরাণো বছর' বিদায় নেওয়ার সময় সে যেন তা'র সঙ্গে নিয়ে যায়—হিংসা, প্রতিহিংসা, অসৎ-উত্তেজনা, অবিশ্বাস ও ভোগের অভাবহেতু অশ্রুধার। এই প্রার্থনাই ক'দিন থেকে আমার মনে-প্রাণে বাজ্‌ছে। এ বছরের শেষের ক'টী দিনে মানুষের সমাজে মানুষের যে-ভাব দেখ্‌লাম, তা'তে মনে হ'লো—মানুষ নিজেই নিজকে সবচেয়ে বেশী অপদস্ত ও লাঞ্ছিত ক'রেছে। তাই এসমস্ত দুরবস্থা দেখে, মহাজনগণের আনুগত্যে আমি ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছি—

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্‌যদ্ ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু ॥ (মুকুন্দমালা-স্তোত্র)

[বেদ-কথিত সবিতৃ-উপাসনা ইত্যাদি আমার অভীপ্সিত নহে, অষ্টগণদেবতা বা ধন-রত্নাদিতেও আমার আস্থা নাই, এক কথায় ধর্ম্ম-অর্থ-কামোপভোগও আমি কামনা করি না। পূর্ব্বপূর্ব্ব-কর্ম্মফলানুসারে আমার ভাগ্যে যাহা হইবার হউক। কিন্তু, হে ভগবন্! জন্মজন্মান্তরেও যেন আপনার শ্রীপাদপদ্মে অহৈতুকী অচলা ভক্তি থাকে—ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।]

বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিক ঘটনা, নানাপ্রকার আলোচনা ও সবকিছু নিয়ে তোমরা (দেশের ভাবী উন্নতিকামী উৎসাহী যুবক-সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া) যদি একটু ভেবে ছাখো, দেখ্‌বে—'মানুষ মানুষকে ভালবাস্‌বে, প্রীতিতে বাঁধ্‌বে'

---

* এই প্রবন্ধটী তাঁহার তিরোধানের সূচনা করিতেছে। তিনি দেশের বর্ত্তমান অবস্থা দর্শনে তিক্ত অভিজ্ঞতা-হেতু ইহার হিত-কামনায় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন ও তাহার নিষ্কৃতির নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

—এ'কথা বড় কেউ জানে না। 'মানুষ শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা কর্‌বে এবং তাঁ'দের নির্দ্দেশ ও পরামর্শমত চল্‌বে'—একথা বল্‌লে কেউ তোমাদের কথায় কাণ দেবে না। 'সজ্জনকে গালি দিয়ে, নিন্দা ক'রে, অপমান ক'রে' বক্তৃতা দাও রচনা লেখো—অমনি বাহবা পাবে। কারণ এখন সবাই আমরা বড় সজ্জন এবং সবাই আমরা সমান ও সমঝ্‌দার! মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা ও সুখ-শান্তি ফিরিয়ে আন্‌তে হ'লে 'ভালকথা শুন্‌তে হ'বে, কিছু না কিছু তা'র আচরণ ক'র্‌তে হ'বে'—একথা বলা আজকাল যেন অপরাধ ব'লে গণ্য হ'য়েছে। কারণ বেশীর ভাগ মানুষই চায় না, ভালকথা শুনে ভালভালে চল্‌তে। তা'রা চায়—পরের ঘাড়ে চেপে, পরের উপর জুলুম ক'রে, কেড়ে-কুড়ে লুটে-পুটে খেতে।

শাস্ত্রে মানুষের মনের অবস্থা দুই প্রকার ব'ল্‌ছেন—

দ্বৌ ভূতস্বর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো **দৈব আসুর**স্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

[এই লোকে 'দৈব' ও 'আসুর' ভেদে দুই প্রকার ভূতসৃষ্টি। বিষ্ণুভক্তগণ **'দৈব'** এবং যাহারা বিষ্ণুভক্ত নয়, তাহারা তদ্বিপরীত অর্থাৎ **আসুর**-স্বভাব।]

দেবতা ও অসুর-শ্রেণী চিরদিনই জগতে থাক্‌লেও দৈব-ভাবেরই সব সময়ে আদর। কিন্তু আজ আমরা শতকরা শত জনই দৈবভাব পরিত্যাগ ক'রে, অসুর-স্বভাববিশিষ্ট হ'য়ে নিতান্ত নির্নৈতিক নাস্তিক ব'লে নিজদিগকে জগতের কাছে হীন প্রতিপন্ন ক'র্‌ছি। এই হ'লো আজ আমাদের দেশের মানুষের পরিচয়, যে-দেশে জন্মেছিলেন স্বয়ং ভগবান্ পূর্ণশক্তিমান্ কৃষ্ণচন্দ্র, গৌরচন্দ্র, রামচন্দ্র, বামনদেব প্রভৃতি এবং তাঁ'দের অংশাংশরূপে জন্মেছিলেন ব্যাসদেব, শুকদেব প্রভৃতি মুনি-ঋষিগণ, এবং কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীল রূপ, সনাতন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, ঠাকুর সরস্বতী প্রভৃতি। যে-দেশের যুবক-যুবতীরা দেশের শান্তি, স্বাধীনতা ও সম্মানের জন্য দলে দলে প্রাণ দিয়ে গেল, আজ দেখি সেই দেশের ছেলে-মেয়েরাই নিজের দেশের শান্তি-সম্মান ও সুনামকে উত্তেজনার বশে ধূলায় লুটিয়ে দিতে একটুকুও দ্বিধা বোধ ক'র্‌ছে না। বর্ব্বরতা, অমানুষিকতা দমন ক'র্‌তে ছুটে না গিয়ে এরা অনেকেই অপর পক্ষের বর্ব্বরতা ও অমানুষিকতার সঙ্গে প্রতিযোগিতার চেষ্টা ক'রে, পথে-ঘাটে তা'রই গৌরব ক'রে বেড়াচ্ছে।

আমাদের চারিপাশের এই অবস্থায়, এই ভয়ঙ্কর পরিবেশে এদেশের সাধু-সজ্জনেরা না জানি কি-কষ্টে, কতখানি মনোবেদনা নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন।

তোমাদের দেশেরই পৌরাণিক-যুগে এইসব মানুষের সম্বন্ধে শাস্ত্র অনেক

কথাই ব'লে গিয়েছেন। তা'র মধ্যে দু'একটী কথা আমি এখানে আলোচনা কর্‌ছি—

"ব্রহ্মত্বানি বিনশ্যন্তি দেবা ব্রহ্মাদয়স্তথা।
কল্যাণ-ভক্তিযুক্তশ্চ মদ্ভক্তো ন প্রণশ্যতি॥"

[অর্থাৎ ব্রহ্মবাদিগণ এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ সমস্তই নশ্বর। কিন্তু আমার ভক্তগণ একমাত্র ভক্তিযোগে অবস্থান করিয়া অনন্তকাল অপার আনন্দ-স্রোতে ভাসমান থাকেন। কোনকালেই তাঁহাদের বিনাশ বা ক্ষয় নাই।]

"ভ্রমন্তি ভারতে ভক্তা লব্ধ্বা জন্ম সুদুর্লভম্।
তেঽপি যান্তি মহীং পূত্বা নরাস্তীর্থং মমালয়ম্॥"

[অর্থাৎ আমার ভক্তগণ দুর্লভ মানব-জন্ম লাভ করত ভারতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক ভূলোক পবিত্র করিয়া পরিশেষে আমার আলয়ে আগমন করেন।]

ঐপ্রকার পৌরাণিক কথার নির্দ্দেশ অনুযায়ী ভগবদ্‌ভক্তের আদর্শে তোমাদের প্রত্যেকের জীবনকে যদি গ'ড়ে তুল্‌তে পার, তা' হ'লে আবার এই দেশের হতভাগ্য মনুষ্য-জগৎ সমগ্র বিশ্বের উন্নত সভায় মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবে। তাই বলি, তোমরা ছোট হ'লেও যে-টা অমানুষের কাজ ব'লে তোমাদের মনে হ'বে—পাপ ব'লে মনে বুঝ্‌তে পার্‌বে, তা'কে কোনদিনই তোমরা স্বীকার ক'রে নিয়ো না।

পুরাণো বছর চ'লে যাচ্ছে; তা'র সঙ্গে-সঙ্গে বিদায় ক'রে দাও—তোমাদের যত কিছু অসৎ চিন্তা, অন্যায় ও পাপগুলো। নতুন বছর আসার সঙ্গে-সঙ্গে প্রথম প্রভাতে মনে-প্রাণে আপন ধর্ম্ম ও প্রাণকে মহান্ ও গৌরবান্বিত করার নূতন সঙ্কল্প গ্রহণ কর। তোমাদের চারিপাশে কেউ কাউকে না মান্‌লেও, কেউ কাউকে না বিশ্বাস কর্‌লেও, তোমরা পরস্পর সবাই সবাইকে মেনে চলার অভ্যাস কর এবং পরস্পরকে বিশ্বাস কর ও ভালবাসো। অযথা সময় নষ্ট না ক'রে যা'তে নিজ আত্মার স্বরূপ জাগে তা'রই রকমারি কাজে লেগে থাকার অভ্যাস কর। প্রত্যেক কাজের মধ্যেই একটী ভগবদ্ভাব রাখার চেষ্টা কর্‌বে। দেখ্‌বে, তা' হ'লে সকলেরই এই নূতন জীবনের চঞ্চল স্পন্দনে ঘরে ঘরে আবার মানুষ তৈরী হ'বে, তা'দের হারাণো চেতনা ফিরে পাবে, আর পাবে শান্তি—সুখ—স্বাস্থ্য।

ঘরে ঘরে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে তোমরা শুনাও শান্তির বাণী, প'ড়ে শুনাও এদেশের মহাপুরুষ-চরিত, শাস্ত্রীয় বাণী ও উপদেশগুলি। যথা—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমনির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুদ্ধতে কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ (ভাঃ ১।১।২)

[ভাগবত-ধর্ম্ম আদৌ মহামুনি শ্রীনারায়ণ-কর্ত্তৃক চতুঃশ্লোকী রূপে উপদিষ্ট। ইহা নির্ম্মৎসর অর্থাৎ সর্ব্বভূতে দয়াবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আশ্রয়ণীয় ধর্ম্ম। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ চতুর্ব্বর্গের অতীত বলিয়া ইহার অপর নাম পরম-ধর্ম্ম। এই সনাতন-ধর্ম্ম জীবের ত্রিতাপ-নাশক, মঙ্গলপ্রদ ও বাস্তব-বস্তু ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান-প্রদানকারী। ইহার শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিগণ ইচ্ছামাত্র ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন।]

আরও শুনাও—

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥ (ভাঃ ১১।৯।২৯)

[চৌরাশী লক্ষ জন্মের পর এই মানব-জন্ম লাভ হইয়াছে, অতএব ইহা বিশেষ দুর্লভ। এই মানব-জীবন অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। সুতরাং বিবেকী পুরুষগণ ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া বিষয়-বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃত্যু পর্য্যন্ত চরম কল্যাণ লাভের জন্য চেষ্টা করিবেন। ইহাই মনুষ্য-জীবনের সফলতা।]

নিজেরা শাস্ত্রের উপদেশ-নির্দ্দেশগুলি পালন ক'রে, হাতে-কলমে কাজ শিখে, চোখে আঙ্গুল দিয়ে ঐগুলি সবাইকে দেখিয়ে দাও। **"অলস হ'য়ে ব'সে থাকা কতখানি অন্যায়। দেশ ও জাতির প্রতি কতখানি শত্রুতা!!—একবার চিন্তা কর।** ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতার ভাণ ক'রে ভারতে নাস্তিকতার যে সর্ব্বনাশা ধ্বংসের স্রোত নেমেছে, তা' থেকে যাঁ'রা মুক্তি পেতে চান তাঁ'দের পথই একমাত্র অনুসরণ কর—নচেৎ কল্যাণ নাই। **এই ধ্বংসের স্রোতে ভারতের ভাবী উত্তরাধিকারী তোমরা ভেসে যেয়ো না। তোমরা ভেসে গেলে আমরা আমাদের শেষ সম্বল হারায়ে সবাই সর্ব্বহারা হ'ব; তা' কখনই হ'তে দিও না—এই আমার বর্ষান্তে শেষ প্রার্থনা।**

উপসংহারে "নববর্ষ উৎসবে" তোমরা সবাই মিলিত হ'য়ে মনীষিবৃন্দের

বাণী থেকে নব নব প্রেরণা লাভ কর। পরিশেষে, ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণের নিকট প্রার্থনা জানিয়ে আমার এই "উদ্দেশ্যহীন প্রবন্ধ" শেষ ক'র্‌লাম।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী
(মথুরা)

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধ্য-তত্ত্ব কেন ?

শান্তি-পিপাসা-কাতর মানব-সমাজ সর্ব্বাধিক উচ্চতম নীতির আদর্শকে বাদ দিয়া, দ্রষ্টা-দৃশ্য-দর্শনের পরস্পর আনন্দ-গোষ্ঠী রচনার আকাঙ্ক্ষায় মানবেতর ভূচর, জলচর ও খেচর প্রাণী-সমূহের মধ্য হইতেও অনেক নীতি আহরণের চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাই রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যবহার, গঠন, পোষণ, উৎপাদন, রক্ষণ, ধ্বংস, স্বভাব ও শান্তি প্রভৃতি যত প্রকারের নীতি আছে তৎসম্বন্ধীয় নীতিগুলি মানবেতর প্রাণীর মধ্যেও আছে জানা যায়। এইজন্য উদ্ভিজ্জ-তত্ত্ববিদ্‌গণ উদ্ভিজ্জ-জাতির মধ্যে, পশু-তত্ত্ববিদ্‌গণ পশু-জাতির মধ্যে, পক্ষী-তত্ত্ববিদ্‌গণ পক্ষী-জাতির মধ্যে এবং সরীসৃপ ও কীট-তত্ত্ববিদ্‌গণ সরীসৃপ ও কীট-জাতির মধ্যে বহু বহু নীতির ব্যবহার দেখিয়া থাকেন। তন্মধ্যে পিপীলিকার রাষ্ট্র ও সমাজ-নীতি অন্যতম। বর্ত্তমান সোভিয়েট্ রুশজাতি যে নীতি পরিবহন করিতেছেন, তাহার সহিত ইহাদের তুলনা করা যাইতে পারে। পরস্পর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে লালিত-পালিত হইয়া নিজ নিজ সুখ অনুভবই ইহাদের জীবনের মূল-ব্রত। যদিও ইহারা ষড়্‌রসের মধ্যে মধুর-রসের অধিক প্রিয়, তথাপি মৌমাছির সহিত ইহাদের তুলনা হয় না। মৌমাছির সমাজ সঞ্চয়ের প্রথম হইতেই ধ্বংসের দিকে না গিয়া চরমে কোথাও কোথাও হটাৎ ধ্বংসমুখে পতিত হয় মাত্র। ইহারা শূন্য-বিহারী; কিন্তু পিপীলিকা শূন্য-বিহারী হইতে গেলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইজন্য শাস্ত্র সাধারণ কর্ম্মি-সমাজকে পিপীলিকার সহিত, ফল্গুত্যাগি-সম্প্রদায়কে বানরের সহিত, পুণ্যকামী কর্ম্মি-সমাজকে মৌমাছির সহিত, এবং ভক্তগণকে বৃক্ষ ও ভ্রমরের সহিত স্থানে স্থানে তুলনা করিয়াছেন।

এই জগতে আকর্ষণ-ধর্ম্মী অনেকেই বহু-ভোক্তা ও একক-ভোক্তা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। কারণ মরণশীল ঐ-সকল ব্যক্তি ভ্রম, প্রমাদ, বঞ্চনা ও ইন্দ্রিয়-শৈথিল্যাদি দোষযুক্ত। আবার কেহ কেহ সাধুমুখে হরিকথা শুনিয়া এবং গীতা-ভাগবতাদি পড়িয়াও সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবানকে একমাত্র ভোক্তারূপে বরণ করিতে অনিচ্ছুক। তাহাদের উক্তি,—ভগবান্ যদি সর্ব্ব-অন্তর্যামী, বিশ্ববন্ধু, ভক্তবৎসল, দীনার্ত্তিহর ও অদোষদর্শী, সত্যব্রত গুণবিশিষ্ট হন, তবে জগজ্জীবের এত দুঃখ ও কষ্ট কেন? সুতরাং আসলে তাঁহার যথেষ্ট অযোগ্যতা আছে; এই নিমিত্ত তিনি একমাত্র ভোক্তা বা আরাধ্য হইতে পারেন না। আবার কেহ কেহ বলেন,—অবাধ্য পুত্রের প্রতি পিতার ব্যবহার, নয়নমুদ্রিত জনের প্রতি সূর্য্যের ব্যবহার, আহারে অনিচ্ছুক ব্যক্তির প্রতি খাদ্যদাতার ব্যবহার, অন্ধকারে বস্তু-বিচারের ব্যবহার প্রভৃতির তুলনাগুলি ভগবান্ ও তদ্‌বশ্য জনের প্রতি প্রযুক্ত না হওয়াই উচিত। এখানকার তুলনাগুলি যখন নশ্বর, তখন ঐসকল তুলনা দিয়া ভগবৎ সম্বন্ধীয় গুণ বুঝাইবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

এখন আসুন, আমরা ঐসকল প্রশ্নের বিচার শ্রবণ করি। এজগৎ গোলোকের সহিত সম্পূর্ণ বিযুক্ত নহে বলিয়াই অথবা বদ্ধ-মুক্ত জীবপুঞ্জের বিচরণ-ক্ষেত্র বলিয়াই এখানকার তুলনাগুলি সম্পূর্ণ নিরর্থক নয়। এইজন্য এখানকার বিভিন্ন রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের উপমা ও উদাহরণের তুলনাগুলি আংশিকরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। শাস্ত্রে যত প্রকার আদেশ ও নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা কতকগুলি যুক্তিপূর্ণ ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ ইতিহাস এবং তুলনাকেই কেন্দ্র করিয়া আছে। তবে তুলনামূলক নীতিগুলি গ্রহণ করিতে গিয়া মানব-জাতির ইতর-প্রাণীর নীতি-ধর্ম্মে আজীবন দীক্ষিত থাকা উচিত নহে। সনাতন জীবাত্মার বাস্তব জীবনের সহিত ঐসকল নীতির কোন সামঞ্জস্য নাই। অতএব মানব-জাতির বাস্তব-জীবনের সর্ব্বতোভাবে উন্নতি বিধানকল্পে একমাত্র সর্ব্বাধিক উচ্চতম আদর্শই গ্রহণযোগ্য। সর্ব্বাধিক উচ্চতম নীতির আদর্শ কোথায়?—এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা জানিতে পারি—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না,
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ॥ (মঃ ভাঃ বঃ পঃ ৩১৩.১১৭)

অর্থাৎ তর্ক স্বভাবতঃই প্রতিষ্ঠাশূন্য, শ্রুতিসকলও ভিন্ন ভিন্ন, যাঁহার মত ভিন্ন নয় তিনি ঋষিই হইতে পারেন না; এতন্নিবন্ধন ধর্ম্মতত্ত্ব গূঢ়রূপে আচ্ছাদিত আছে

অর্থাৎ যে-কোন শাস্ত্র-পাঠ করিয়া তাহা পাওয়া কঠিন। সুতরাং যাঁহাকে 'মহাজন' বলিয়া সাধুগণ স্থির করিয়াছেন, তিনি যে পথকে শাস্ত্র-পথ বলিয়াছেন, অপর সকল ব্যক্তির উচ্চতম আদর্শের জন্য সেই পথেই গমন করা উচিত।

যে বস্তুর যাহা স্বভাব, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। অতএব জীবসকলের নিত্য-স্বভাবের নামই—নিত্যধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় লুক্কায়িত কেন ?—এই প্রশ্নের উত্তরে একটি তুলনামূলক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে,—

কোন সময় কোন রাষ্ট্রনায়ক যদি রাষ্ট্রের কোন খণ্ডদেশ আণবিক বা উদ্‌যান বোমা দ্বারা ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা আছে জানিতে পারিয়া রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় উন্নতিমূলক মূল্যবান্ ধন-রত্নাদি ও বিজ্ঞান, ইতিহাস ও দলিলাদি-সমূহ কেবলমাত্র আত্মরক্ষী দলকে জানাইয়া গোপনে রক্ষা করেন, তাহা হইলে ধ্বংসের পরবর্ত্তী কালে সেই দেশের শিশুগণ আত্মরক্ষী-দলের সাহায্যে যেরূপ উহা লাভ করিয়া নিজেদের বাস্তব অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়, তদ্রূপ বদ্ধজীব-গণ যুগ-যুগান্তর ও কল্পের ধ্বংসশীল এই জগতে থাকিয়াও অবিনশ্বর নিত্য-ভূমিকার পরিচয় জানিতে চাহিলে, ত্রিকালদর্শী মহাজনগণের আচরিত যে-শিক্ষা জগতে প্রচারিত আছে, তাহাই দৃষ্টান্ত-স্বরূপে ও পরম আদর্শরূপে তাহাদের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

এসম্বন্ধে শ্রীভাগবতে অজামিল-উদ্ধার-প্রসঙ্গে—"ধর্ম্মন্তু সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রণীতম্" ও "স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ" শ্লোকদ্বয়ে শ্রীযমরাজ নিজ-দূতগণকে বলিয়াছেন—হে দূতগণ! ধর্ম্ম সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রণীত। ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ, এমন কি, দেবতাগণ অথবা সিদ্ধসঙ্ঘ, অসুরগণ, মানবগণ কেহই উহা জানেন না; বিদ্যাধর, চারণগণ কি-প্রকারে জানিতে পারিবে ? হে ভৃত্যগণ! কেবল ব্রহ্মা, নারদ, শঙ্কর, সনৎকুমার, দেবহূতি-পুত্র কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব এবং আমি (যম)—এই দ্বাদশজন ভাগবত-ধর্ম্ম অবগত আছি। ঐ ধর্ম্ম অতিশয় পবিত্র, গোপনীয় ও দুর্ব্বোধ্য; কিন্তু উহা জানিতে পারিলে মোক্ষ লাভ হয়। সুতরাং তখনই শ্রীগীতার,—"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য" শ্লোক ও দেবগুরু বৃহস্পতির "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যা বিনির্ণয়ঃ" শ্লোক অনুভবের বিষয় হইবে। দ্বাদশ মহাজন সাত্ত্বিক পুরাণাদিতে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণত-জন-পালক, ভক্ত-বৎসল, শরণাগত-বন্ধু, দীনার্ত্তিহর ও দুষ্ট-নিবর্হণ প্রভৃতি বলিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীআনন্দগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী

"আমিও যা'ব"

আজ রবিবার, সুতরাং সময়মত খেয়ে রাস্তায় বেরিয়েছি। চক্ষু দু'টী চারিদিকে ছুট্‌ছে, আর আমি কিন্তু অস্থির হ'য়ে প'ড়েছি। এমন সময় দেখ লাম—দুইটী বাবু অন্য রাস্তা ছেড়ে আমারই পথের পথিক্ হ'লেন। আমি তাঁ'দের না চিন্‌লেও কথাবার্ত্তায় নাম জান্‌তে দেরী হ'ল না।

গোরা,—কানু, তোমাকে অনেকদিন থেকে ব'লেছি যে, ফাল্গুন মাসের শেষে এক জায়গায় যেতে হ'বে।

কানু,—কোথায় যাবে? বন্ধু-বাড়ী নাকি?

গোরা,—হাঁ, ঠিক ব'লেছ। বন্ধু-বাড়ীই বটে, প্রকৃত বন্ধু-বাড়ী। দুনিয়ায় যত বন্ধু-বান্ধব দেখ,' সবই ভাই পয়সার সময়। যেমন গৃহস্থের বাড়ীতে ধান, চাল থাক্‌লে দলে দলে পায়রা এসে জুটে, না থাক্‌লে সে-উঠানও মাড়ায় না; সেইরূপ সময় ভাল থাক্‌লে কতজন না কতভাবে ভালবাসা পাতায়; আর অসময়ে পড়্‌লে ছাতা আড়াল দিয়ে স'রে যায়।

কানু,—খুব তত্ত্বকথা আরম্ভ কর্‌লে যে! কেরাণীর আবার ধর্ম্মচিন্তা! মাস ভরে খাট', মাস গেলে টাকাটা নিয়ে দোকান-দেনা শোধ কর। এর মধ্যে পরমার্থ-চিন্তা কখন হয় ভাই?

গোরা,—ঠিক ব'লেছ ভাই। তবে কিনা যা' না কর্‌লে চল্‌বে না, তা' ছেড়েই বা কি ক'রে থাকি? শরীর-রক্ষ কর্‌তে অর্থের আবশ্যক, কিন্তু সেই শরীরের দ্বারা যদি পরমার্থ না পাওয়া গেল, তবে সে শরীরের প্রয়োজন কি? শাস্ত্র বলেন—"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্"। পশু-পক্ষীরাও ত' খেয়ে-দেয়ে দিনটা কাটিয়ে দিচ্ছে। আমরা ত' তা'দের চেয়ে বুদ্ধিমান্ বটে।

কানু,—ভাই, তোমার কথাগুলি লাগ্‌ছে ভাল, বেশ যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি—তুমি এ-সব কথা চিন্তা কর কখন?

গোরা,—একথাটাও আবার বুঝাতে হ'বে ভাই? যখন জন্ম হ'য়েছে, তখন মৃত্যু হ'বেই, সুতরাং মরণ-পথের পথিক্ আমি, মরণের পরপারের চিন্তা কর্‌ব না?

কানু,—ঠিক্ ব'লেছ ভাই। আমারও মাঝে-মাঝে সেই কথা মনে হয়। তবে কিনা বাড়ীর কাউকে এসব চিন্তা কর্‌তে দেখি না। বন্ধু-বান্ধবের কথা ত' তুমি সবই জান। একে আমাদের বয়সের সময়, তারপর আবার সঙ্গ চমৎকার! সবই ভোগের দিকে ছুট্‌ছে। একটু আধটু ধর্ম্ম-চিন্তা কর্‌বার স্থানই নাই।

গোরা,—কেন ? এই জগতে খুঁজ্‌লে সবই পাওয়া যায়।

কানু,—সত্যি নাকি ? বলত' কোথায় ?

গোরা,—কেন কানু, তুমি কি নবদ্বীপের **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের** নাম শুন নাই ?

কানু,—নাম শুনেছি। সেদিন অনেকের নিকট **"শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির"** অনেক ছাপা নিমন্ত্রণ পত্র দেখ্‌লাম, এবং মহোৎসবের বিজ্ঞাপনও পড়্‌লাম। তবে সেখানে যাওয়া ভাগ্যে হ'য়ে উঠেনি।

গোরা,—এই কলি-ক্ষেত্রে সেই স্থানটী কলির বিপরীত। মঠবাসী সকলেই ত্যাগী ও সদাচারী। যাঁ'র সঙ্গে আলাপ কর্‌বে, দেখ্‌বে সবাই বেশ পণ্ডিত। মঠের মহারাজজীর কথা ভাষায় বলা যায় না। তাঁ'র সেই সৌম্য, প্রশান্ত মূর্ত্তিখানি দেখ্‌লেই যে-কোনও জীব ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হ'তে বাধ্য হ'বে; মঠে এমন গৌরাঙ্গদেব ও রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্ত আছেন, যা' দেখ্‌লেই মন-প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

কানু,—আমাকে নিয়ে যা'বে ?

গোরা,—তুমি গেলে নিয়ে যা'ব। সেখানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন, ধর্ম্ম লোচনা ইত্যাদি হয়।

কানু,—তবে ভাই এই সপ্তাহেই যা'ব।

গোরা,—না, এসপ্তাহে নয়, কেন-না, **২২শে ফাল্গুন** থেকে এবৎসর **নবদ্বীপ পরিক্রমা আরম্ভ** হ'বে। এবং তা'র পরই দোল-পূর্ণিমা ও মহোৎসব—একুনে এই সাত দিন।

কানু,—ভাই, নবদ্বীপের ব্যাপার ছেড়ে দাও। একটা যোগ জুট্‌লেই ঠাকুরবাড়ীর মালিকদের সুযোগ। ভেট ইত্যাদি নিয়ে বড়ই গণ্ডগোল বাধায়।

গোরা,—তুমি সহর-নবদ্বীপের অন্যান্য স্থানের কথা বল্‌ছ। সেখানে ব্যাপার ঐরকমই। এস্থান কিন্তু অন্যরকম।

কানু,—'নবদ্বীপ' আবার কয়টা ?

গোরা,—একটু আগেই না বল্‌লাম যে, নয়টী দ্বীপ নিয়ে 'নবদ্বীপ'। এ ছাড়া 'নবদ্বীপ'-নামের আরও অনেক ঐতিহ্য ও ইতিহাস শাস্ত্রে আছে। এ'কথা এতদিন লোকের অজানা ছিল। এখন সে-সব স্থানের প্রচার হ'য়েছে।

কানু,—তাই নাকি ? আচ্ছা, যা'রা পরিক্রমায় যাবে, তা'রা কোথায় থাক্‌বে ? কি খাবে ?

গোরা,—ভাই, সেই কথাই ত' ব'ল্‌ব। এমন সুযোগটী আর পাবে না। এখানে যত লোক যা'বে বিনাব্যয়ে থাক্‌বার স্থান ত' পাবেই, তদুপরি দু'বেলা

পেট পূরে প্রসাদও পেতে পারবে। এখানে ধনী-দরিদ্রের সমান অধিকার।

কানু,—তাই নাকি? এ ত' খুব আশ্চর্য্য! এই কণ্ট্রোলের বাজারে কি সম্ভব? যাহা হউক, তুমি কি নবদ্বীপ যাওয়ার কথাই বল্‌ছিলে?

গোরা,—হাঁ, আমি আজ ১৫ দিনের ছুটীর দরখাস্ত কর্‌ব। ছুটী পাওনা আছে, হ'য়ে যাবে।

কানু,—তবে ভাই তোমার সঙ্গে আমিও যা'ব।

এই কথা শেষ হ'বার পর বন্ধু দুইজন অন্য রাস্তায় চ'লে গেলেন। আমি চিন্তা কর্‌তে লাগ্‌লাম—হায়! আমি ত' কিছুই জানি না। যাই হোক্ জীবনটা ত' কলুর বলদের মত খেটে খেটে চ'লে গেল। এবার একবার নিশ্চয়ই মোড়টা ফিরিয়ে দেবো। সংসারের জন্য এত খাট্‌ছি, কিন্তু আমার পরকালের কি কর্‌লাম? ঐ ভদ্রলোক আফিসে চাকরী ক'রেও বেশ সাধুসঙ্গ, তীর্থ কর্‌ছে। যাক্, ভগবানের বড় দয়া, তাই এতকথা শুন্‌বার সুবিধা হ'ল। তিনি যখন তাঁ'র ধামের কথা আমাকে জানালেন, তখন আমার কর্ত্তব্য অবশ্যই কর্‌তে হ'বে। **পরিক্রমায় শ্রীনবদ্বীপ-ধামে আমিও যা'ব।**

সাধুসঙ্গাভিলাষি—

—শ্রীহরিদাস রায়

সভাপতি, নারমা বিদ্যাসাগর-তরুণ-সঙ্ঘ

(মেদিনীপুর)

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যার, ৪৪০ পৃষ্ঠা, ৮ পঙ্‌ক্তিতে "প্রভুপাদের তিরোভাব" স্থলে "প্রভুপাদের আবির্ভাব" হইবে। উক্ত সংখ্যার ৪৩১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "শ্রীশ্রীব্যাসপূজার আহ্বান"-শীর্ষক নিমন্ত্রণ পত্রে উহা ঠিক লিখিত হইয়াছে।

শ্রীপত্রিকার ১০ম ও ১১শ সংখ্যার যথাক্রমে ৪০০ ও ৪৩৯ পৃষ্ঠায়, ২৬,৩০ ও ১৭,২০ পঙ্‌ক্তিতে পারণের ব্যবস্থা কলিকাতা সময়ানুসারে প্রদত্ত হইয়াছে।

বর্ষান্তে নিবেদন

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর সরস্বতী প্রভুপাদের অনুকম্পায় আমরা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার তৃতীয়-বার্ষিকী সেবা সমাপন করিতে সমর্থ হইলাম। আমরা তাঁহারই আদর্শে সিদ্ধান্ত-বাণীর সেবা সঙ্কল্প করিয়া শ্রীপত্রিকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বর্ত্তমান বর্ষের পত্রিকার প্রথম সংখ্যা, পঞ্চম পৃষ্ঠায় তিনি "পারমার্থিক সাময়িকপত্রের আদর্শ ও নীতি"-নামক প্রবন্ধে আমাদিগকে যে আদর্শ ও নীতি শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তিনি উক্ত প্রবন্ধে জানাইয়াছেন—"সাধুদিগের সন্তোষ বিধান করাই পারমার্থিক পত্রিকার বৃত্তি।" "নামধারী সাধুগণ শ্রীপত্রিকা-পাঠে পরমানন্দ লাভ করা দূরে থাকুক, রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া সাধুনিন্দারূপ 'নামাপরাধ' সঞ্চয় করেন।"

শ্রীপত্রিকার গ্রাহক-মণ্ডলী, মুদ্রাকর-মণ্ডলী, লেখক-মণ্ডলী ও পরিচালক-মণ্ডলীকে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার যথাযোগ্য সেবা করায় ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আনন্দের বিষয়—আমাদের এই পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; এমন কি, এখন হইতেই আগামী ৪র্থ বর্ষের শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহক হইবার জন্য বহু সজ্জন ব্যক্তির আবেদন পত্র পাইতেছি। তজ্জন্য আমরা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর অধিক সংখ্যক পত্রিকা মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করিব। বড়ই দুঃখিত হইতেছি, পত্রিকার শেষভাগেও বহু সাধুব্যক্তি এই পত্রিকার প্রথম হইতে গ্রাহক হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও, আমাদের মুদ্রিত সংখ্যা অতিক্রম করিয়া যাওয়ায়, আমরা তাঁহাদিগের সন্তোষ-বিধান করিতে পারি নাই। আজকাল কাগজ ও মুদ্রন-ব্যয় অত্যধিক বলিয়া আমাদের বর্ত্তমান ও ভাবী গ্রাহক বন্ধুবর্গকে নিবেদন জানাইতেছি, তাঁহারা যেন গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত থাকিবার বা হইবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই আমাদিগকে অবহিত করেন।

শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সমাজে শুনিতে পাই, "পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম নামে চলে। ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে।" ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতে "ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্" ইত্যাদি শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ধর্ম্মের ন্যায় প্রতীত হয়, বস্তুতঃ তাহা পারমার্থিক তত্ত্ব নহে—এরূপ কোন মায়ামিশ্রিত ক্রিয়াকলাপে আমাদের প্রবেশ করা কর্ত্তব্য নহে। যে-কোন কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর বা যোগবীর হউন না কেন, আমরা ভাগবতের

বিচার অবলম্বন করিয়াই সকলকে পারমার্থিক জীবন-যাপনের অনুরোধ করি। সর্ব্বাপেক্ষা উন্নততম প্রয়োজন-লাভের সুযোগ অনুসন্ধান করাই আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা তাহাই শ্রীপত্রিকায় আলোচনা করিয়া থাকি। এতৎপ্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ তারতম্যমূলক বিচার স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে। তজ্জন্য আমরা নিরপেক্ষ পাঠক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি—তাঁহারা যেন বিষয়ের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উক্ত সমালোচনামূলক প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া আমাদের আনন্দবিধান করেন। কাহারও হৃদয়ে আঘাত দেওয়া শ্রীপত্রিকার আদৌ উদ্দেশ্য নহে। "প্রাণীমাত্রে কায়মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে"—ইহাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষা। অনুদ্বিগ্নচিত্তে নিছক সত্যকথা আলোচনা করিলেই আমাদের প্রকৃত মঙ্গল হইয়া থাকে। গুরুবর্গ, পিতামাতা, শিক্ষকশ্রেণী ও অভিভাবকগণ সর্ব্বদাই প্রীতি, স্নেহ ও ভালবাসা লইয়াই আমাদের মঙ্গল কামনা করিয়া মধুর কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তাহা প্রকৃত কটু নহে, বস্তুতঃ মধুর। সকলেই তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন। শাস্ত্র বলেন—"সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।"

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা দৃঢ়তার সহিত পূর্ব্ব মহাজনগণের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সত্যপ্রচারে পরাঙ্মুখ হইতেছেন না। বিশেষ দুঃখের বিষয়, কতকগুলি হরিগুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষী ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার আচার-প্রচারে ঈর্ষান্বিত হইয়া নানাপ্রকার বাধা সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইতেছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা-উৎসাহে আমরা তাহা সমস্তই অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছি ও হইতেছি। অধিকন্তু, আমরা তাহাদিগকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি; যেহেতু তাহারাও ব্যতিরেকভাবে শ্রীপত্রিকার সেবা-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। আমরা এই প্রসঙ্গে কয়েকখানি 'বেনামী-পত্র' পরপর লাভ করিয়াছি। আমরা সেই পত্রগুলির উত্তর ও সমালোচনা আগামী ৪র্থ বর্ষের শ্রীপত্রিকায় প্রকাশ করিব। ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসা—ভগবদ্ভক্তির অত্যন্ত বিরুদ্ধ। "পর-চর্চ্চকের গতি নাহি কোন কালে"—ইহাই মহাজনগণের শিক্ষা।

পারমার্থিক আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রথম হইতেই যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সাক্ষাৎ শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা। শ্রীল প্রভুপাদের বাণী হইতে আমরা জানিতে পারি—"ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ হইবে না।" সুতরাং সেই ভক্তিবিনোদ-ধারা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় একমাত্র বিশুদ্ধভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ,
(নদীয়া)

৩রা ডিসেম্বর, ১৯৫১

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান **শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির** নিখিল ভুবনমঙ্গলময়ী **আবির্ভাব-তিথিপূজা** (ফাল্গুনী পূর্ণিমা) উপলক্ষে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির** উদ্যোগে উপরি উক্ত ঠিকানায় আগামী ২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার হইতে ২৮শে ফাল্গুন ১২ই মার্চ্চ, বুধবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহসেবা, মহাপ্রসাদ বিতরণ, শ্রীধাম-নবদ্বীপান্তর্গত ৯টী দ্বীপ দর্শন ও তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনমুখে **ষোলক্রোশ পরিক্রমা** প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-দ্বারা বিরাট্ **মহামহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর জন্মোৎসব ও নবদ্বীপ-পরিক্রমা-পঞ্জী পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব** মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় অথবা শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)—ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ২২শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার—(১) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গা-স্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহর-ক্ষেত্র, নৃসিংহদেব-পল্লী এবং (প্রসাদ-সেবান্তে)

(২) শ্রীমধ্যদ্বীপ (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামণপুরা ও হংসবাহন।

২। ২৩শে ফাল্গুন, শুক্রবার— (৩) শ্রীকোলদ্বীপ (পাদসেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি (শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর-মন্দির) এবং

(৪) ঋতুদ্বীপ (অর্চ্চনাখ্য)—রাহুতপুর বা রাতুপুর।

৩। ২৪শে ফাল্গুন, শনিবার— (৫) শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বন্দনাখ্য)—জানগর (জহ্নুমুনি-স্থান), বিদ্যানগর (শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট)।

(৬) শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ (দাস্যাখ্য)—রামগাছি (শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর বা মহৎপুর (পঞ্চ পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ২৫শে ফাল্গুন, রবিবার—(৭) শ্রীরুদ্রদ্বীপ (সখ্যাখ্য)—পোড়ামাতলা ও শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি দর্শনান্তে রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জেরডাঙ্গা।

৫। ২৬শে ফাল্গুন, সোমবার—(৮) শ্রীসীমন্তদ্বীপ (শ্রবণাখ্য)—সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর এবং

(৯) শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (আত্মনিবেদনাখ্য)—শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, চাঁদকাজীর সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং (প্রসাদ-সেবান্তে) শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট।

৬। ২৭শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার—শ্রী শ্রীগৌর-জন্মোৎসব।

৭। ২৮শে ফাল্গুন, বুধবার—সাধারণ মহামহোৎসব (সর্ব্বসাধারণে মহা-প্রসাদ বিতরণ)।

Regd. No. C. 3205.

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘড়িপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীত্রিগুণাতীত দাস বাবাজী মহারাজ।

২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)
রক্ষক—শ্রীপরমধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী।

৩। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি—৩৩।২ বোসপাড়া লেন, (কলিকাতা—৩)
রক্ষক—শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী।

৪। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্দ্ধমান
রক্ষক—শ্রীগৌরনারায়ণ ভক্তবান্ধব।

৫। শ্রীপিছল্‌দা পাদপীঠ—পিছল্‌দা, ঈশ্বরপুর পোঃ, (মেদিনীপুর)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সঙ্কলিত ও প্রকাশিত

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। প্রেম-প্রদীপ

অভিনব সংস্করণ। যোগ, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির তারতম্যমূলক বিচার-সম্বলিত অপূর্ব্ব পারমার্থিক উপন্যাস। গ্রন্থখানি একাধারে রসশাস্ত্র, জ্ঞানশাস্ত্র ও কাব্যশাস্ত্রের অপূর্ব্ব সঙ্কলন। ইহা সুরসিক ভগবদ্ভক্তগণের অবশ্য পাঠ্য। মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকপক্ষে ১।০ সিকা মাত্র।

২। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের

প্রবন্ধাবলী

অভিনব সংস্করণ। অতি সুন্দর কাগজে অতি উত্তম ছাপা। মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকপক্ষে ১।০ সিকা মাত্র। এই গ্রন্থখানি সকলের বিশেষতঃ বৈষ্ণবমাত্রেরই সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

৩। শরণাগতি

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অপূর্ব্ব গীতি-সাহিত্য। ইহা বৈষ্ণবমাত্রেরই নিত্য পাঠ্য ও কীর্ত্তনীয়। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

৪। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ

এই গ্রন্থখানি একাধারে যুগপৎ গৌর ও কৃষ্ণলীলার প্রকাশক। গ্রন্থকর্ত্তা ইহাতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের ভজন-বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীধাম নবদ্বীপের ৯টী তীর্থস্থানের ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-বর্ণনামূলক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহার পদ-লালিত্য ও কাব্য অতীব মধুর। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

৫। SREE CHAITANYA MAHAPRABHU

HIS LIFE AND PRECEPTS

BY THAKUR BHAKTIVINODE. Price Re. 1/- only.